সাহিত্য সংসদ
কলিকাতা - ৯

তুমি ছিলে নাট্যকার, হে বরেণ্য ! ছিলে না'ক নট,
করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে ;
সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
নব্য বঙ্গে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে সুমঙ্গল ঘট—
তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
বীভৎস-কুৎসিত ভাষে। হে রসিক ! তব আলাপনে
ক্ষুণ্ণ নহে পুণ্য-ধারা ; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।
অন্যায়ের বৈরী তুমি বিদ্রূপে বিঁধেছ অত্যাচার,
হাস্যমুখে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণ ;—
নীলকর-বিষধর করেছিল গরল উদ্গার,—
নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ।
বারিকের ভিত্তি গড়ি' নিমচাঁদ করি' আবিষ্কার
হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সমগ্র রচনা একখণ্ডে

জীবন-কথা ও সাহিত্য-সাধনার পরিচয় সমন্বিত

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং
জীবন-কথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ১৯৮১
তৃতীয় মুদ্রণ
জুলাই ১৯৮৯

প্রচ্ছদপট
নরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক
শ্রী দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিমিটেড
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি
১৩ ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

সুলভে সুদৃশ্য "ক্লাসিক্‌স্‌" পরিবেশন করে সাহিত্য-সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাসাহিত্যের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সে কাজে কিছু সহযোগিতা করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনাবলী এক খণ্ডে সংকলিত ও সম্পাদিত হল। উনিশের শতকে বীর্যদৃপ্ত বঙ্গ সাহিত্যে শক্তিমান হয়েও যিনি ললিত নন, বিকৃতভগ্ন মানুষের একটি স্বতন্ত্র জগতের যিনি অধিশ্বর, প্রীতিসিক্ত অথচ দূরবর্তী, কল্পনার সুদূরতায় যাঁর বিহার নয়, সত্য যাঁর মৃত্তিকাপরিক্রমা তাঁর বিষয়ে পর্যাপ্ত ভাবনা আজও হল না। সে-দিকে রসিক সমালোচকদের উৎসাহী করতে পারলে এ-শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থসম্পাদনায় অগ্রজপ্রতিম শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অনুজকল্প অধ্যাপক সনৎ মিত্র এবং বিশেষ করে বন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে। সর্বোপরি শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষের সাহচর্য হয়ে থাকবে এ-কাজের একটি সংরক্ষণীয় আনন্দ-স্মৃতি।

২৩ মার্চ ১৯৬৭
রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

ক্ষেত্র গুপ্ত

সূচীপত্র

দীনবন্ধু মিত্র ঃ জীবন-কথা

(১৮৩০—১৮৭৩)

কৌতুক এবং অপক্ষপাত শিল্পদৃষ্টির সহযোগে বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র নূতন প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর নীলদর্পণ নাটক সাময়িক উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। আজ তা জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রীরূপে সম্মানিত। জনগণেশকে সাহিত্যের খাসদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আর ভগ্ন বক্র বর্বর বিকৃত পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে তিনি চিরকালকে স্পর্শ করেছেন।

জন্ম ও শৈশব। নদীয়া জেলায় কাঁচরাপাড়ার কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ১২৩৮ বঙ্গাব্দ। নাট্যকারের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র বলেন, জন্ম ১২৩৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। পুত্রের সাক্ষ্যই বেশি নির্ভরযোগ্য। হিন্দু পরিবারে ঠিকুজি-কোষ্ঠিতে জন্মকাল নির্ভুলভাবে লেখা থাকাই রীতি। দীনবন্ধুর পিতা কালাচাঁদ মিত্র দরিদ্র ছিলেন।

বালক দীনবন্ধু গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখলেন। তারপরে বালক বয়সেই পিতা তাঁকে একটি কাজে লাগিয়ে দেন। জমিদারি সেরেস্তার কাজ। বেতন আট টাকা।

দীনবন্ধু উচ্চাশা পোষণ করতেন। তাই বাবার অমতে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এলেন লেখাপড়া শিখতে। তখন তাঁর বয়স ষোল বছরের বেশি নয়।

ছাত্রজীবন। দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন তাঁর সচেতন অভিপ্রায় এবং সাধনার ফল। কলকাতায় তাঁর পিতৃব্যের বাড়ি ছিল। গ্রাম থেকে এসে সে-বাড়িতে খুড়তুত ভাইদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। রান্নার কাজ থেকে শুরু করে অনেক শ্রমের বিনিময়ে সে আশ্রয়। উচ্চশিক্ষার জন্য সব মূল্য দিতেই তিনি তৈরি ছিলেন।

আনুমানিক ১৮৪৬ সালে তিনি লঙ্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করেন।

> "কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় তিনি একটি নূতন রকমের কার্য্য করেন। শৈশবে তাঁহার পিতা নামকরণকালে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র। দীনবন্ধু পিতৃদত্ত গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজে পছন্দমত দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন এবং ঐ নাম লিখাইয়া দেন। তদবধি তিনি স্বগৃহীত নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।"
>
> [প্রদীপ। ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। ভাদ্রমাস।]

লঙ্ সাহেবের স্কুল থেকে দীনবন্ধু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলই পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। স্কুলের মাইনে ছিল দু টাকা। সেই বেতন তাঁকে অপরের কাছ থেকে কিছু কিছু করে সংগ্রহ করতে হত।

১৮৫০ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেলেন। ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এলেন হিন্দু কলেজে। ১৮৫১ সালের পরীক্ষায় আবার বৃত্তি পেলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পেলেন সর্বোচ্চ মার্কা। ১৮৫২ সালে সিনিয়র বৃত্তি। এবারেও মাতৃভাষায় শীর্ষস্থান। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজে কোনো বৃত্তি পরীক্ষা হয় নি। এই বছর দীনবন্ধু শিক্ষকতার যোগ্যতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৫৪ সালে তিনি আবার সিনিয়র বৃত্তি পেলেন।

১৮৫৫ সালের পরীক্ষা দীনবন্ধু দেন নি। এত ভালো ছাত্র হয়েও কলেজের শেষ পরীক্ষা কেন দিলেন না, তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্কিম লিখেছেন,

> "বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন।"
>
> [রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা]

সেকালের পক্ষে পদ এবং বেতন দুই-ই লোভনীয় ছিল।

কলেজ-জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এলেন। তখন বাংলা সাহিত্য-জগতে গুপ্তকবির দোর্দণ্ড প্রভাব। নব্য কবিখ্যাতিপ্রার্থীদের হাতেখড়ি হত তাঁরই কাছে। হাত পাকাবার সে-আসরে দীনবন্ধুও যোগ দিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে লাগলেন। কোনো কোনো রচনা নাকি চাঞ্চল্যও সৃষ্টি করেছিল।

দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন দারিদ্র্য-আকীর্ণ এবং বহু পুরস্কারে অলংকৃত। অনেক দুঃখ পেয়ে এবং লড়াই করে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সে-জীবন এবং নূতন নাম দুই-ই তাঁর নিজের হাতে গড়া। ব্যক্তি দীনবন্ধু ছাত্রজীবনে স্বয়ম্ভূ।

শিক্ষকতা। ডাকবিভাগে চাকুরি নেবার আগে দীনবন্ধু অল্প কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে লেখা 'ভারত সংস্কারক' এবং 'তমোলুক পত্রিকা' দুটি নিবন্ধে এই সংবাদ দিয়েছিল।

> "...দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছু দিন কলিকাতার হিন্দু কালেজের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত থাকেন...।"
>
> [**তমোলুক পত্রিকা।**]

সম্ভবত এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা। কারণ এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সরকারী চাকুরি। ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু পাটনায় পোস্টমাস্টারের পদ পেলেন। পাটনায় ছয়মাস ছিলেন। পোস্টমাস্টারের কাজ করেছেন সবশুদ্ধ দেড় বছর। এই অল্পসময়ের মধ্যে কর্মদক্ষতায় তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁর পদোন্নতি ঘটল। তিনি ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টার হলেন। প্রথম যেতে হল উড়িষ্যা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে।

ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টারের পদটি ছিল তদারকি ও তত্ত্বাবধানের। সারা দেশের ডাক ব্যবস্থা কতগুলি অঞ্চল (Postal Zone) বা বিভাগে (Postal Division) বিন্যস্ত ছিল। পূর্বোক্ত কর্মচারীর উপরে এক একটি বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব পড়ত। বিভাগের বিভিন্ন ডাক অফিসের কার্যাবলী ঘুরে ঘুরে দীনবন্ধুকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হত।

১৮৫৬ সালের শেষভাগে বা ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকে তিনি এই পদে নিযুক্ত হলেন। ১৮৬৯ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৮৭০ সালের আরম্ভে তিনি উচ্চতর কাজ পেলেন। এই তেরো-চৌদ্দ বছর তিনি পর পর নিম্নলিখিত বিভাগগুলির দায়িত্বে ছিলেন। প্রথমে উড়িষ্যা বিভাগ, সেখান থেকে নদীয়া বিভাগ, নদীয়া থেকে ঢাকা বিভাগ, ঢাকা থেকে আবার নদীয়া, ফের ঢাকা, তারপরে সুদূর উড়িষ্যা, উড়িষ্যা থেকে নদীয়ায় এলেন। বিভাগের সদর শহরেই দপ্তর থাকত, তিনিও প্রধানত সেখানেই থাকতেন, কিন্তু গোটা বিভাগ জুড়ে যেখানেই ডাক-অফিস সেখানেই তাঁকে যেতে হত। অন্য বিভাগে সমস্যা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ দীনবন্ধুকে সেখানে সাময়িকভাবে পাঠিয়ে দিতেন। ভ্রমণের তাই বিরাম ছিল না। পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে নদীয়ায়ই তিনি সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন। সদর শহর কৃষ্ণনগরে একটি বাড়িও কিনেছিলেন। কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি প্রেসও করেছিলেন।

প্রথম বারে যখন ঢাকায় ছিলেন 'নীলদর্পণ' তখনকার লেখা। ঢাকায় বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে নদীয়ায় এসে লিখলেন 'নবীন তপস্বিনী'। কৃষ্ণনগরে নিজেদের প্রেসে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' এই তিনটি নাটকও ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টার থাকাকালে নদীয়া, ঢাকা বা উড়িষ্যায় বসে লেখা। লীলাবতী অবশ্য কলকাতায় মুদ্রিত হয়েছিল। অপর দুটি রচনার মুদ্রণস্থান জানা যায় নি।

১৮৬৯ সালের শেষ দিকে অথবা ১৮৭০-এর প্রথমে দীনবন্ধু উচ্চতর পদে নিযুক্ত হলেন। সুপরনিউমরারি ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টার হয়ে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এলেন। নূতন

কর্মকর্তার কাজ ছিল পোস্টমাস্টার-জেনারেলকে সাহায্য করা। দীনবন্ধু উচ্চতর পদে আরও নিপুণতা দেখালেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সময়ে ইংরেজদের বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার ভার পড়ল তাঁর উপরে। কাছাড়ে গিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

১৮৭১ সালে সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিলেন। ২৬ মে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় সংবাদ বেরুল,

> "আমরা সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, বার্ত্তাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কার্য্যসচিব শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন,

> "এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।"

উপাধিলাভের অব্যবহিত পরে বেরুল 'সুরধুনী কাব্য'-এর প্রথম ভাগ। পরের বছর 'জামাই বারিক' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' প্রকাশিত হল।

পোস্টমাস্টার-জেনারেল টুইডির ডান হাত ছিলেন দীনবন্ধু। যেখানেই সমস্যা সেখানে দীনবন্ধু। কাছাড়ে বীরভূমে দার্জিলিংএ বেহারে। এবং সর্বত্র তাঁর সাফল্য। সমকালের নানা পত্রপত্রিকায় এর সাক্ষ্য আছে।

দীনবন্ধু যোগ্যতার বিচারে উচ্চতর পদের দাবিদার ছিলেন। সেকালের ওয়াকিবহাল সমাজে সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল না। বঙ্কিমবাবুর মতে ডাক বিভাগের প্রধানের—পোস্টমাস্টার-জেনারেল এমন কি ডাইরেক্টর-জেনারেলের পদপ্রাপ্তিতে দীনবন্ধুর একমাত্র বাধা ছিল কৃষ্ণচর্ম বাঙালিত্ব। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়েছিল, কাগুজে খেতাবই মাত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, ভাগ্যে জুটল না আরও উঁচু পদ, বেশি বেতন।

বরং উল্টো বিপত্তি ঘনিয়ে এল অল্পদিনে। দীনবন্ধু কর্মক্ষেত্রে বিরোধী চক্রের আবর্তে পড়লেন। পোস্টমাস্টার-জেনারেল মি. টুইডি এবং ডাইরেক্টর-জেনারেল মি. হিগের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে কোনো ভূমিকা ছিল না তাঁর। কিন্তু টুইডির সহায়ক বলে হিগ্ তাঁকে অপদস্ত করতে চাইলেন। সম্ভবত হিগ্‌চক্রের অপকৌশলে দীনবন্ধুকে প্রথমে বদলি করা হল ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্‌সপেক্‌টর করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই বদলিতে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ বেরিয়েছিল,

> "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু দীর্ঘকাল ইনস্পেক্টরি কর্ম্ম করিয়া শেষে তাঁহার গত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কলিকাতায় আনীত হন। এখানে তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া২ এক স্থলে থাকায় কতক বিশ্রাম পাইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার তাঁহাকে ভ্রমণ কার্য্যে নিযুক্ত করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যাবজ্জীবন ভ্রমণ করিয়া শেষে একটু শান্তি প্রাপ্ত না হইলে ভারি কষ্টকর বিষয়।"

এর পরে খুব অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে অবনমিত করা হয় ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টারের পূর্বপদে। হাওড়া বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে যেতে হয়। এমন কি অসুস্থতার জন্য ছুটি প্রার্থনা করেও দীর্ঘ দিনের এই সুনিপুণ কর্মীকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। এমন কি অনেক সময়ে মৌখিক সৌজন্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

বিবাহ। দীনবন্ধুর বিবাহ হয় সে কালের পক্ষে একটু বেশি বয়সে। তার স্ত্রীর নাম ছিল অন্নদাসুন্দরী। বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্যানুযায়ী তাঁর দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের ছিল।

নাট্যকারের মৃত্যুর পরেও অনেকদিন অন্নদাসুন্দরী বেঁচে ছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সংসার পরিচালনা করেছিলেন।

মৃত্যু। অনেক দিন থেকেই তিনি দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। কলকাতায় উচ্চপদে কতকটা স্থিতিলাভ করবার পরে অসুখ অনেকটা কমে এসেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় মানস অস্থৈর্য এবং দৈহিক পরিশ্রম রোগ বাড়িয়ে তুলল। বহুমূত্রের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায়—দেহে উপর্যুপরি বিস্ফোটক দেখা দিতে লাগল। ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। রুগ্ণ দেহে, হতাশ চিত্তে তিনি 'কমলে কামিনী নাটক' লেখেন। মৃত্যুর দু মাস আগে বইটি প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে দীনবন্ধু প্রাণত্যাগ করেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতির হৃদয়দীর্ণ বেদনাকে ভাষা দিলেন এবং সরকারকে অভিযুক্ত করলেন ক্রোধোত্তপ্ত কণ্ঠে—

> "We are hardly in a position to dwell much on the death of our dearest friend Babu Deno Bundhu Mittra. The blow has paralyzed us. We wish we could give vent to our pent up feelings, but the shock has stunned us and we can neither weep nor realize the tremendous loss which the country has suffered.... If he was allowed to toll quietly in the Calcutta Post Office instead of being made to travel incessantly with his bad health from one district to another, he would have perhaps lived much longer and did not leave the country to mourn for him so soon. In the name of the whole nation, we ask Government to take into its consideration the above circumstances and award punishment to those who have been instrumental in bringing him to an untimely grave. In justice to the sacred memory of the dead, Government ought to do it."

দীনবন্ধুর কর্মজীবনের স্থূল ঘটনাগুলির যতটা সম্ভব কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হল।

স্থান	কর্ম	রচনা
	১৮৩০	
গ্রাম—চৌবেড়িয়া জেলা—নদীয়া	জন্ম	
	১৮৪৬	
কলকাতা	লঙ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবেশ, নাম পরিবর্তন	
	?	
কলকাতা	কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি	
	১৮৫০	
কলকাতা	স্কুল পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ, হিন্দু কলেজে প্রবেশ	'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা রচনায় হাতেখড়ি
	১৮৫১	
কলকাতা	হিন্দু কলেজে বৃত্তিলাভ	ঐ
	১৮৫২	
কলকাতা	হিন্দু কলেজে সিনিয়র বৃত্তিলাভ	ঐ
	১৮৫৩	
কলকাতা	শিক্ষকতার যোগ্যতা-পরীক্ষায় উত্তরণ	ঐ

স্থান	কর্ম	রচনা
	১৮৫৪	
কলকাতা	হিন্দু কলেজে সিনিয়র বৃত্তিলাভ	ঐ
	১৮৫৫	
কলকাতা	অল্প কিছুদিন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা	
পাটনা	পাটনায় পোস্টমাস্টাররূপে চাকুরিতে যোগদান	
	১৮৫৬-এর শেষভাগ কিংবা ১৮৫৭-এর প্রারম্ভ থেকে ১৮৬৯-এর শেষভাগ বা ১৮৭০-এর প্রারম্ভ	
উড়িষ্যা	ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোস্টমাস্টারের কাজে যোগদান	
নদীয়া	ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোস্টমাস্টার	
ঢাকা	ঐ	'নীলদর্পণ' প্রকাশ
নদীয়া	ঐ	'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশ
ঢাকা	ঐ	'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো', 'সধবার একাদশী' এবং 'লীলাবতী'র প্রকাশ
উড়িষ্যা	ঐ	
নদীয়া	ঐ	
	১৮৬৯-এর শেষ বা ১৮৭০-এর প্রারম্ভ	
কলকাতা	সুপরনিউমরারি ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোস্টমাস্টাররূপে যোগদান	
	১৮৭১	
কাছাড়	লুসাই যুদ্ধে ডাক ব্যবস্থার পুনর্গঠন	
কলকাতা	রায় বাহাদুর উপাধিলাভ	'সুরধুনী কাব্য' প্রথম ভাগ প্রকাশ
	১৮৭২	
কলকাতা	পূর্ব কার্য	'জামাই বারিক' নাটক এবং 'দ্বাদশ কবিতা'-র প্রকাশ
	ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইন্‌স্‌পেক্টররূপে বদলি	
	১৮৭৩	
হাওড়া	ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোস্টমাস্টাররূপে বদলি	'কমলে কামিনী' নাটকের প্রকাশ
কলকাতা	মৃত্যু	

চরিত্র। দীনবন্ধুর জীবনকাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কিত হল। তাঁর চরিত্রের তিনটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য জীবনের তথ্যঘটিত পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। বন্ধু এবং প্রত্যক্ষদর্শী-দের বিবরণ থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অপরিহার্য মনে হয়।

প্রথমত, পরদুঃখকাতরতা। সদসৎ বিচার না করে সহানুভূতি বিস্তার। তাঁর সহানুভূতির পেছনে কোনো নৈতিক অভিসন্ধিও থাকত না। বঙ্কিম বলেছেন, সহানুভূতি তাঁর অধীন ছিল না, তিনি নিজে ছিলেন সহানুভূতির অধীন।

দ্বিতীয়ত, কৌতুকপ্রিয়তা। তাঁর জীবনের নানা খণ্ড-ঘটনার উল্লেখ অনেকে করেছেন। এমন কি তাঁর নাটকে প্রকাশিত হাস্যের চেয়েও নাকি তাঁর চরিত্রের কৌতুক ছিল প্রবলতর।

তৃতীয়ত, 'তাঁহার চরিত্র তাদৃশ তেজস্বী ছিল না'। বলেছেন স্বয়ং বঙ্কিম।

জীবনভাষ্য ও ব্যক্তিত্ব। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনের যে তথ্যাভিত্তিক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

দীনবন্ধু সফলজীবন মানুষ। শেষ দুটি বছর একটা বিরূপ অভিজ্ঞতার আঘাতে তাঁর চিত্তের স্ফূর্তি খণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত দীনবন্ধুর জীবন সফলতার সোপান-পরম্পরায় ঊর্ধ্বমুখী। সিঁড়ি তাঁকে নিজের হাতে গড়তে হয়েছে। জমিদারি

সেরেস্তার নথির চাপে গন্ধর্বনারায়ণেরা তলিয়েই যায়। কিন্তু নিজের পুরানো নামের সঙ্গে সে দুর্ভাগ্যকে পেছনে ফেলে দীনবন্ধুরা এগিয়ে চলে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ছাত্রজীবনের আরম্ভ থেকে দীনবন্ধু উঁচুতে উঠতে চেয়েছেন। তার জন্য মূল্য দিয়েছেন। সেই বীর্যশুল্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্ধ ও সর্পিল পথ ছাড়াও শীর্ষমুখি হওয়া যেত। দীনবন্ধু তার প্রমাণ।

দীনবন্ধুর ব্যক্তিত্বে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার লক্ষণ নেই। মধুসূদন বা বঙ্কিমের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর ঠিক তুলনা চলে না। মধুসূদন নব্য সাহিত্যের জনক। পশ্চিমের ভাবরস আকণ্ঠ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ; বঙ্গভারতীর পদ্মবনে মধু যোগানোয় ব্যাঘাত ঘটে নি। সেখানে ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্য, অট্টহাস্যে আকাশ দীর্ণ, ক্রন্দনে দিগন্ত স্তব্ধ, কামনায় সিন্ধুচারি পাখির ডানার কম্পন। দীনবন্ধুর অতবড় কামনা নেই। নেই অতবড় ব্যর্থতাও। দীনবন্ধুর জীবনে নাটক নেই। মুহুর্মুহু আকস্মিকের বাঁক ফেরে নি সে-জীবনে। শিল্পী বঙ্কিম মানব চরিত্রের গহনচারি, চিন্তানায়ক বঙ্কিম জাতির নেতা। ডেপুটিগিরির নিয়মতান্ত্রিক পথে তাঁর জীবন চক্রমিত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব তাঁর অনেক বড়। নব্য জাতীয়তাবাদের মন্ত্রোচ্চারণে তিনি যুগগুরু। চিন্তানায়করূপে বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠার বারো বছর আগে 'নীলদর্পণ' লিখলেও দীনবন্ধু জাতির নেতা হতে চান নি। সে-প্রতিভা তাঁর নয়।

আসলে দীনবন্ধু ব্যঙালি মধ্যবিত্তের সফলতার সাধনার প্রতিভূ—ব্যর্থতারও। অনেক কর্ম-ক্ষমতা থাকলেও কালো-চামড়া বাঙালি শীর্ষে বসতে পারে না, শুধু উপর মহলের চক্রান্তের শিকার হয়। এ দুঃখ তীব্র হতে পারে—এ অপ্রাপ্তিতে ট্র্যাজেডির বীজ নেই।

শ্রমনিষ্ঠ কর্মনিপুণ সফলজীবন দীনবন্ধু আত্মতৃপ্ত—সে সাফল্য আত্মসৃষ্ট বলেও। তাঁর জীবনের ভারসাম্য তাই বিচলিত নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে এমন কোনো যন্ত্রণা-উৎস ছিল না যা থেকে আর্ত ক্ষুব্ধ সৃষ্টির সঙ্গীত তরঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে। জীবনপ্রবাহে তাই তিনি তটস্থ দর্শক। কামনার অস্থৈর্যে বিশ্ব রহস্যের সৌন্দর্য-স্বপ্নের স্রোতে ভাসমান হয়ে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে কাতর নন—অবক্ষয়িতচিত্ত নন। কিন্তু দীনবন্ধু জীবনস্রোতের দর্শক হয়েও সন্ন্যাসী নন। সহানুভূতির সূত্রে তিনি আবদ্ধ। নিরপেক্ষের আসক্তি—এ এক আশ্চর্য মনোভাব, অভিনব মিশ্রণ। আর একারণেই তাঁর হাস্য মাঝে মাঝে বেদনার সোনার সুতোয় বোনা।

ভারসাম্য থেকে হাস্যের জন্ম। এই ভূমি থেকেই বিচলিত স্থিতিকে দেখা, হাসির ভাষ্যে সমালোচনা করা সম্ভব। বিক্ষুব্ধচিত্তে ব্যঙ্গ করা যায়—সে হাস্য তীক্ষ্ম দংষ্ট্রা। আর প্রসন্ন মনই কৌতুকবর্ষণে সমর্থ, এমন কি ব্যঙ্গের ধারকে শুধু বিকীরিত বৈদ্যুতিতে রূপান্তরিত করতে পারে। দীনবন্ধু তটস্থ এবং প্রসন্ন। তাঁর জীবন এবং সৃষ্টি জুড়ে তাই হাস্যের মহোৎসব। এবং তিনি পরদুঃখকাতর। সহানুভূতির স্পর্শে তাই সে হাস্য ক্বচিৎ অশ্রুসিক্ত।

কিন্তু দীনবন্ধু নীলদর্পণ লিখেছিলেন। নীলদর্পণের দুঃসাহস রাজনৈতিক তথা শিল্প-গতও। ব্যক্তিগত জীবনে যে দীনবন্ধুর চরিত্র "তাদৃশ তেজস্বী ছিল না", তাঁর এ কি কীর্তি।[১] নীলদর্পণে নাট্যকারের ব্যক্তিগত প্রবণতার—তাঁর কৌতুকবোধের, সহানুভূতির ছাপ আছে এবং শিল্পগত সাফল্যকে সেই নিরিখেই ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। তবুও নীলদর্পণ ব্যাপারটাই সেযুগে একটা বিপুল বিস্ময়। দীনবন্ধুর জীবনে এবং সৃষ্টিতে একক। সমতুল সৃষ্টির দ্বিতীয় চেষ্টা নেই, এবং পরবর্তী প্রয়াসের পূর্বপ্রস্তুতির চিহ্ন নেই নীলদর্পণে।

নীলদর্পণ রচনা দীনবন্ধুর ব্যক্তিত্বের একটি বিস্ফোরণ। তাঁর জীবনচর্যায় এবং ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয়ে এর পুরো কৈফিয়ৎ নেই।

---

[১] এই সমস্যা বঙ্কিমকেও ভাবিয়েছিল। দীনবন্ধুর চরিত্রের তেজের অভাব তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতেন। কিন্তু নীলদর্পণ লিখতে যে দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিল তা-ও বঙ্কিমকে স্বীকার করতে হয়েছে। কোনো ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি অবশ্য এই প্রশ্নের সমাধান করতে চান নি।

দীনবন্ধু মিত্র : সাহিত্য-সাধনা

দীনবন্ধুর রচনাবলীর প্রকাশকালসহ একটি তালিকা দেওয়া হল।

নাটক ও কাব্য (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)

রচনা	প্রকাশকাল
নীলদর্পণ	১৮৬০ খ্রীঃ
নবীন তপস্বিনী	১৮৬৩ "
বিয়ে পাগলা বুড়ো	১৮৬৬ "
সধবার একাদশী	১৮৬৬ "
লীলাবতী	১৮৬৭ "
সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১৮৭১ "
জামাই বারিক	১৮৭২ "
দ্বাদশ কবিতা	১৮৭২ "
কমলেকামিনী	১৮৭৩ "
সুরধুনী কাব্য ২য় ভাগ	১৮৭৬ ", (মৃত্যুর পরে)

['নানা কবিতা' শিরোনামে কবির প্রথম জীবনে লেখা কতগুলি কবিতা এবং গদ্য-পদ্য রচনা সংকলিত হয়েছে। এগুলি কবির জীবনসীমায় গ্রন্থবন্ধ হয় নি। 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' এবং 'পোড়ামহেশ্বর' এই দুটি কাহিনী ১৮৭২ সালে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' সম্ভবত কবিপুত্রদের সংগ্রহ থেকে বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণটি সাময়িকপত্রে বেরিয়েছিল।]

নাটক ও প্রহসন

নাটকের ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। পথ খোঁজার পালা শেষ করে বাংলা নাটক প্রতিষ্ঠা পেল যে দুই শিল্পীর সাধনায়, তাঁদের একজন মধুসূদন দত্ত অন্যজন দীনবন্ধু মিত্র। নাট্যকার হিসেবে দীনবন্ধুর আবির্ভাব ১৮৬০ সালে। তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিণতি ১৮৬৬-৬৭ সালে। দুটি স্তরে, '৬০, '৬৭ পর্যন্ত বাংলা নাটকের একটি তথ্যঘটিত পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন, দীনবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বরূপ বুঝে নেবার জন্য।

১৮৬০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটক বেরিয়েছে ৩৫ খানা। তার মধ্যে সংস্কৃতের অনুবাদ ১১, পুরাণাশ্রিত মৌলিক ৫, ইংরেজি থেকে অনুবাদ ১, সমাজবিষয়ক ১৩, অন্যান্য ৫ খানা। পুরাণাশ্রিত নাটকগুলিও রূপে-স্বাদে ছিল সংস্কৃত নাটকের গোত্রভুক্ত। সমাজবিষয়ে লেখা নাটকগুলি বেশির ভাগ ব্যঙ্গাত্মক। নীলদর্পণের আগে 'বিধবা বিবাহ'ই একমাত্র গম্ভীররসের সামাজিক নাটক।

১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ৮২। কিন্তু পুরনো ধারা সমানে চলছে; প্রধানত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, সংস্কৃত আদর্শে লেখা মৌলিক পৌরাণিক নাটক এবং একান্ত সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত প্রহসনের বন্যা।

বিষয়-চয়নে দীনবন্ধুর সাহস নীলদর্পণে প্রকাশ পেয়েছে। একেবারে নূতন বিষয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এর দ্বিতীয় মেলে নি। কিন্তু আর নয়। পরবর্তী কালে তিনি তিনটি প্রহসন লিখেছেন। এবং বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের অভাব ছিল না। গুণের উৎকর্ষ দীনবন্ধুতে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো নব্যশাখার উদ্ভাবনা নেই। একটি সিরিয়স সামাজিক নাটক, মিলনান্ত এবং অতিরিক্ত আছে প্রচুর হাস্যের সাহচর্য। দুটি অতীতাশ্রয়ী কাল্পনিক নাটক। এ দুটিও মিলন-পরিণতির নাটক। পৌরাণিক নাটক তিনি লিখতে চান নি, ইতিহাসচিহ্নিত অতীতের দিকে আকৃষ্ট হন নি। দুটি নাটকে অতীতপরিক্রমা থাকলেও তিনি

বর্তমান জীবনের ভাষ্যকার। নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের শক্তি তাঁর নেই, সাধনাও। সমকালে মধুসূদন বাংলা নাটকে নানা নূতন পথ খুঁজেছেন। টডকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি, গ্রীক বিষয় নিয়ে লেখা মিলন-কাহিনী তাঁর বৈচিত্র্যপিপাসার নিদর্শন। দীনবন্ধুতে বৈচিত্র্য নেই। অতীতে তিনি অসচ্ছন্দ। বর্তমানে তিনি সহজ। বিশেষ করে যেখানে আছে হাস্য এবং যেখানে বিকৃতি, কিন্তু নেই নিরুত্তাপ প্রত্যহ। অন্যত্র নয়।

দীনবন্ধুর আগমনের আগে বাংলা নাটকে চলেছে পথ খোঁজা—মুক্তির পথ। প্রথম মৌলিক নাটক 'ভদ্রার্জুন'-এর লেখক তারাচরণ শিকদার, 'কীর্তিবিলাস'-এর জি. সি. গুপ্ত দুজনেই ইংরেজি নাট্যরীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভূমিকায়। নাটককে অঙ্কে দৃশ্যে বিভক্ত করায়, বিদূষকের ভূমিকা বাদ দেওয়ায়, নান্দী-প্রস্তাবনা পরিহারে,—নানাবিধ বহিরঙ্গ চেষ্টায় অথবা করুণ রসসৃষ্টিতে সংস্কৃত নাটকের প্রতি বিরূপতা কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মূলত প্রাক্-মধুসূদন বাংলা নাটক সংস্কৃতরীতিতেই আকণ্ঠ ডুবে ছিল। বর্ণনা-বিবৃতির প্রাধান্য, প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং সংঘাতের অভাব, প্রবৃত্তি উৎক্ষেপের স্থানে প্রথানুগ কবিত্বপূর্ণ ভাষা, জীবনরূপের বদলে রসসৃজন—সংস্কৃত নাটকের এই আভ্যন্তর লক্ষণ সেকালের বাংলা নাটকে সুলভ ছিল। মধুসূদনকেও প্রথম দুটি নাটকে সংস্কৃত আদর্শের বশীভূত হতে হয়েছিল। প্রহসন দুটি থেকেই (১৮৬০ সালে প্রকাশিত) ইংরেজি নাট্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের সর্ববিভাগেই মুক্তি এসেছিল পাশ্চাত্ত্যরীতি আত্মস্থ করার মাধ্যমে। নাটকও দশ বছরের সন্ধানে সেই সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কয়েক মাস পরেই দীনবন্ধুর প্রথম নাটক প্রকাশিত হল। এবং আশ্চর্যভাবে সে-নাটক নব্যরীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকে সংস্কৃত আদর্শের প্রতি প্রবণতা নেই। ভদ্র মানুষদের সুদীর্ঘ সংলাপ যেখানে বিবৃতিময় হয়ে উঠেছে এবং গদ্যের সঙ্গে পদ্যের মিশ্রণ ঘটেছে সেখানেই মাত্র ভারতীয় পুরাতন রীতির চিহ্ন। অবশ্য প্রহসনে গদ্য-পদ্য-মিশ্র সংলাপকে নাটকীয় বৈদ্যুতিতে কম্পিত করেছেন। লোক-উপাদান সংগ্রহে দীনবন্ধুর উৎসাহ ছিল, কিন্তু নাট্যাদর্শ বিদেশি। যেখানে নাট্যরস যথেষ্ট সফল নয়, সেখানে, নবীনতপস্বিনী-কমলেকামিনীতে, তিনি শিল্পীহিসেবেই অজাগ্রত।

রঙ্গমঞ্চ ও দীনবন্ধু। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দীনবন্ধুর নাটকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানে জীবনকালে তাঁর যেসব নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

সধবার একাদশী	১৮৬৮-৬৯ (চারবার)	শ্যামবাজার নাট্যসমাজ (বা বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার)
লীলাবতী	১৮৭২, মার্চ (কয়েকবার)	চুঁচড়া—বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির উদ্যোগে
লীলাবতী	১৮৭২ মে (তিনসপ্তাহে তিনবার)	শ্যামবাজার নাট্যসমাজ
নীলদর্পণ	১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর	ন্যাশনাল থিয়েটার
জামাইবারিক	১৮৭২, ১৪ ডিসেম্বর	ঐ
নীলদর্পণ	১৮৭২, ২১ ডিসেম্বর	ঐ
সধবার একাদশী	১৮৭২, ২৮ ডিসেম্বর	ঐ
নবীন তপস্বিনী	১৮৭৩, ৪ জানুআরি	ঐ
লীলাবতী	১৮৭৩, ১১ জানুআরি	ঐ
বিয়ে পাগলা বুড়ো	১৮৭৩, ১৫ জানুআরি	ঐ
নবীন তপস্বিনী	১৮৭৩, ১৮ জানুআরি	ঐ
নীলদর্পণ	১৮৭৩, ২৫ জানুআরি	ঐ
জামাইবারিক	১৮৭৩, ১ ফেব্রুআরি	ঐ
নীলদর্পণ	১৮৭৩, ২৫ ফেব্রুআরি	ঐ

লক্ষণীয় ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হলেও নীলদর্পণের মঞ্চাভিনয় বিলম্বিত হয়েছিল কারণ সহজে অনুমেয়। সে-নাটক অভিনয়ের সাহস কোনো সখের থিয়েটারের ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটার এই নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেই সার্থকনামা। দীনবন্ধুর অন্য নাটকও সমকালীন সখের থিয়েটারের আনুকূল্য পায় নি। বন্ধুবর বঙ্কিমের চেষ্টায় মফঃস্বলে লীলাবতী অভিনীত হয়েছিল। তাছাড়া একটিমাত্র সংস্থাই দীনবন্ধুর অনুরাগী ছিল। শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কোনো অভিজাত জমিদারের আশ্রয়পুষ্ট ছিল না। সেই দুঃসাহসী যুবকেরা বাংলা নাট্যমঞ্চের সবচেয়ে বিপ্লবী শক্তি হয়ে উঠেছিল। তারাই ন্যাশনাল থিয়েটারের স্রষ্টা। অভিজাতবর্গের সখের থিয়েটার মুখ্যত পুরাণাশ্রয়ী নাট্যরসে যখন মগ্ন, তখন এঁরা প্রধানত সমাজবাস্তবতার রূপকার। যে দীনবন্ধু অন্যত্র অবহেলিত তিনিই ন্যাশনাল থিয়েটারের বিজয়পতাকা। ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ শেষ অভিনয় পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮টি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হয়। তার মধ্যে ১১টি অভিনয় দীনবন্ধুর নাটকের। কমলেকামিনী তখনও প্রকাশিত হয় নি। তাঁর অন্য সব নাটকের অভিনয় হয়ে যাবার পরেই অন্য নাট্যকারের দিকে ফিরবার অবকাশ তাঁদের হয়েছিল। সব দেখে মনে হয় বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের ঐতিহাসিক কৃতিত্বের অনেকখানি নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রাপ্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ কথা স্মরণ করেছেন তাঁর একটি নাটকের উৎসর্গপত্রে—

> "নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—
> বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"
>
> ['শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্র।]

শিল্পগুণ বিষয়ে বঙ্কিমের মন্তব্য। দীনবন্ধু বিষয়ে বঙ্কিমের আলোচনা সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তার সঙ্গে কোনো সমালোচকের মতদ্বৈধ থাকলেও তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না।

।এক। দীনবন্ধুর শিল্পীচিত্তের প্রবণতা বিষয়ে মন্তব্য—

> "...যাহা সূক্ষ্ম কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরনীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।"

।দুই। চরিত্র ও সহানুভূতি—

> "বিস্ময় ও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভাণ ছিল না।... তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন সুখ, বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ-বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। ...কিন্তু এ

সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি-পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলা-চাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি।"

।তিন। চরিত্র ও ভাষা—

"...তোরাপের সৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগপ্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামী করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না।...তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না।—সবটুকু নিতে হবে।...তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

।চার। চরিত্রসৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা—

"দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণদোষের কারণ...যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র বা ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক ও সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই।...

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী, সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পারে নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতিও নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।"

নাট্যকার দীনবন্ধুর বিশিষ্ট চিত্তপ্রবণতা। প্রথমত, দীনবন্ধু তাঁর নাটকে কচিৎ অতীতচারি হয়েছেন। কিন্তু পুরনো কালের বর্ণগন্ধ তাঁকে টানে নি, তার মহিমা ও সৌন্দর্যস্বপ্ন তাঁকে মুগ্ধ করে নি। নাট্যকারের কল্পনাদৈন্য সে-সব ক্ষেত্রে বড় নগ্ন। দীনবন্ধু মুখ্যত বর্তমানের রূপকার।

দ্বিতীয়ত, দীনবন্ধুর শিল্পীমেজাজের অভ্যন্তরে, জীবনবোধের কেন্দ্রে ছিল বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। নাট্যকার কল্পনার সুদূরে রহস্যঘন অনির্বচনীয়ে আপন সৃষ্টিকে প্রসারিত করতে জানতেন না। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী।

তৃতীয়ত, দীনবন্ধুর শিল্পীদৃষ্টি মুখ্যত অভিজ্ঞতার অধীন ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ বহুক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিল্পীপ্রাণ জাগে নি। বঙ্কিমচন্দ্র কারণ দেখিয়েছেন সহানুভূতির অভাব। সহানুভূতির অভাব কেন হল নবীন-মাধব-ললিতমোহনদের ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যা করা যায় নি। কারণ এরূপ মানুষেরা সেদিনের সমাজ-অভিজ্ঞতায় অজানা ছিল না। আসলে মধ্যবিত্তের জীবন ও চরিত্র তাঁর শিল্পীমনকে জাগায় নি। বাস্তবতা বা অভিজ্ঞতা দুদিক থেকেই এরূপ চরিত্র-চিত্রণ সার্থক হতে পারত, কিন্তু হয় নি।

একুশ

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের ভদ্রপ্রথাসিদ্ধ নিরুত্তাপ জীবন-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডি মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

দীনবন্ধুও অতৃপ্ত ছিলেন ভব্যতার গণ্ডিতে।

মধুর-কোমল হৃদয়বৃত্তির চিত্রণে তিনি ব্যর্থ। কিন্তু কেন ব্যর্থ? আসলে সোজাসুজি মধুর কোমল যেখানে প্রকাশিত, যা শুধুই মসৃণ প্রণয়, পরিচিত বাৎসল্য, শুধুই শিষ্ট কর্তব্য-বোধ, দীনবন্ধু সেখানে সুপ্ত। যেখানে প্রণয় বিতৃষ্ণায় মিশ্রিত, বাৎসল্য নীতিচিন্তাকে ডিঙিয়ে যায়, কর্তব্য আর বর্বরতা একাকার, সেখানেই তিনি রক্ততরঙ্গিত।

পঞ্চমত, মানুষের বিকৃতি, তার পাপ ও বিবেকের স্বল্পোচ্চার যন্ত্রণা, প্রীতিচ্যুত অস্তিত্বের অবতলে স্নিগ্ধ কামনার সুক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র দীনবন্ধুকে আকর্ষণ করেছিল। যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত, নেশাগ্রস্ত বেশ্যাসক্ত অভদ্র উচ্ছৃঙ্খল অর্ধোন্মাদ বর্বর, তাদের রাজ্যে এবং মনে দীনবন্ধুর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। স্বল্পবুদ্ধি সরলতা, অশিক্ষার হেয়তা, রুচিহীনের বাক্যাড়ম্বর তাঁর কলমের মুখে স্বতঃস্ফূর্ত। পুরুষের পাপের বিচিত্র ভঙ্গি, পাপ-মনস্তত্ত্বের প্রায় সর্ববিধ বিকৃতির (সেকালীন মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা যতটা আয়ত্ত করা যেত) অভ্যন্তরে নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রবেশ ছিল। ভদ্র সংসারের অন্তঃপুরিকারাও যেখানে কথায় বা কাজে অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক সে রাজ্য দীনবন্ধুর অধিকারে। কলকাতা মহানগরীর সুমার্জিত রূপচিক্কণ শিক্ষিত ভদ্র পল্লীর আশেপাশে এবং ভেতরেই যে সব আরণ্য অন্ধকার, দীনবন্ধু অনায়াসে তার মধ্যে গিয়েছেন। শুধু বামদৃষ্টিতে তাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করবার জন্য নয়, তাকে সত্য বলে অনুভব করতে চেয়েছেন। সেই অস্তিত্বের ভেতরে পথ খুঁজেছেন—ব্যথার ভেতরে। তার উল্লসিত রূপ দেখেছেন—পাপাচার মাতলামি বখামি, বিকৃত উন্মাদনার ছবি। তাকে অনুরঞ্জিত করেন নি। ঘৃণা করেন নি। নিরাসক্ত সহানুভূতি চোখে নিয়ে সেই ভাঙাচুরো মনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছবি এঁকেছেন অপক্ষপাত তুলিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের জগতে দীনবন্ধুই একমাত্র যিনি জগৎসৃষ্টির একটা অংশকে আশ্রয় করেছেন এবং নীতি ও পাপপুণ্যের বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন নি। পরবর্তীকালে দীনবন্ধুর আদর্শের অনুসরণে গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে অন্ধকার কলকাতার প্রাণীজগত গড়ে তুলেছিলেন। তবে সে-চেষ্টা তাঁর গোটা রচনার একটা সংক্ষিপ্ত অংশমাত্র এবং চরিত্রাভ্যন্তরে জটিলতায় প্রবেশের সাধনা তাঁর ছিল না।

ষষ্ঠত, দীনবন্ধুর নাটক কৌতুকপ্রাণ। যেখানে হাস্য সেখানেই তিনি সফল। কোথাও সে সাফল্য ঘটনাসর্বস্ব বলে স্থূল ও সংকীর্ণ, কোথাও তা চরিত্রভেদী। দীনবন্ধুর শিল্পী-দৃষ্টির সেই একই উৎসে হাস্যের জন্ম যেখান থেকে অপক্ষপাত বাস্তবতায় বিকৃতি বর্বরতা অসঙ্গতিকে দেখা হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট জগতটা পাপপূর্ণ হলেও হাস্যময়, যেখানেই শিল্পী হাস্যরসচ্যুত সেখানে অপরিহার্য ব্যর্থতা।

সপ্তমত, দীনবন্ধুর সংলাপও বিকৃতি-অসঙ্গতি-কৌতুকেই সার্থক। অভিজাত ভাবনা, সদনুষ্ঠান, কোমল ভাবাবেগ যেখানে ভাষা খুঁজেছে সেখানে জড় দেয়ালে মাথা ঠোকা। কখনও কবিতার আশ্রয় নিয়ে কারুণ্য বা প্রণয়োদ্বেলতার ভাষায় প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে। সে নকল রক্তে ধমনী জাগে নি। ভাষা যেখানে মাটির কাছাকাছি, বুকের মধ্য দিয়ে সোজা বেরিয়েছে। সে-সংলাপে ব্যক্তিত্বের মুখশ্রীর ছাপ, সে ভাষায় উচ্চারণ বিকলতা পর্যন্ত ধরা পড়েছে। প্রবাদ প্রবচনে তা উচ্চকিত, হাস্যের ছটায় চমকিত, ব্যঙ্গের আঘাতে বিপর্যস্ত, উপযুক্ত পরিবেশে ছড়ায়-গানে সে এক মত্ত কলরোল।

দীনবন্ধুর নাট্যজীবনের চারটি স্তর। অবশ্য সবগুলিই স্বল্পস্থায়ী। প্রথম স্তরে 'নীলদর্পণ'। কৃষকজীবনের সর্বনাশের ও সংগ্রামের সে ছবি, ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালের সে ব্যাপকতার সুর তোলা আর সম্ভব ছিল না, নিরাপদ ছিল না। এ ধরনের দ্বিতীয় নাটক নেই। যদিও মূল নাট্যপ্রবৃত্তির ঐক্য আছে। দ্বিতীয় স্তর 'নবীনতপস্বিনী'। নীলদর্পণের জগত থেকে প্রত্যাবৃত্ত নাট্যকার নূতন তীরে নৌকো বাঁধতে চাইছেন। অতীতাশ্রয়ী রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীতে জীবন বাজে নি। পাশাপাশি রঙ্গরসের আয়োজন করতে হয়েছে নাটক জমাবার জন্য অথবা চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ নির্দেশে। এই রঙ্গরসে মুক্তির পাথেয় পেলেন নবীনতপস্বিনীর নিরুত্তাপ ব্যর্থতা থেকে। তৃতীয় স্তরে সাফল্যের চূড়ায় বিহার, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' এবং 'জামাইবারিক'। তিনটি নাটকেই ব্যঙ্গ-রঙ্গ মুখ্য। 'লীলাবতী'তে লঘুরস-গাম্ভীর্যের মিশ্রণ। চতুর্থ স্তরে 'কমলেকামিনী'। অকস্মাৎ হাস্যের উৎসব থেকে নিষ্প্রাণ অন্ধকারে এবং তারপরে দ্রুত নিভে যাওয়া।

নীলদর্পণ নাটক। প্রেরণা। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ। এই নাট্যরচনার প্রেরণা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করছি।

> "উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 'নীলদর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।
>
> দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীলদর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে-সকল ইংরাজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা নীল-করের সুহৃদ্। বিশেষ পোষ্ট অফিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরাজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হন নাই। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।
>
> দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীলদর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গ-দেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই নীলদর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হয়, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন।"

নীলদর্পণ রচনার পেছনে বহিরঙ্গ এবং চিত্তগত যে দ্বিমুখি প্রেরণা কাজ করেছে বঙ্কিম তার উল্লেখ করেছেন। এক। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য। দুই। দীনবন্ধুর গভীর ও ব্যাপক মানবপ্রীতি। অভ্যন্তরীণ কারণটিই অবশ্য এখানে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বহিরঙ্গ কারণটি ইতিহাসের বিষয়। বাংলাদেশে নীলচাষের ইতিহাসের সঙ্গে এই নাটকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অনেকে মনে করেন এই নাটকের ঘটনার একান্ত বাস্তব ভিত্তি আছে। বঙ্কিম-

চন্দ্র বলেছেন, "নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত।" 'ভারত-সংস্কারক' নামক সাময়িকপত্রে লেখা হয়েছিল,

"নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেকস্থানে ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতেই তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীল-দর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।"

নীলদর্পণের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর Indian Stage গ্রন্থেঃ

"Indeed Kshetramani of the drama was none but Haramani, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnagar who was carried off to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills the choto saheb, where the girl was kept in his bed room till late hours of the night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr. W. J. Herschel, grandson of the great astronomer."

প্রথম প্রকাশ। নীলদর্পণ নাটক ১৮৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এখানে দেওয়া হল।

নীলদর্পণং| নাটকং| নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর| ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং।| ঢাকা| শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক| বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত।| শকাব্দা ১৭৮২|২ আশ্বিন।

নাট্যকারের নাম ছিল না। পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৯০+৵০। লেখকের জীবনকালে অনেকগুলি সংস্করণ বেরিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের পাঠ বর্তমান রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে মুদ্রণ-প্রমাদ অনেক।

ঐতিহাসিক পটভূমি। নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রজাপীড়ন ভয়াবহ রূপ ধরেছিল এবং দেশব্যাপী একটা আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এ ঘটনার গুরুত্ব ছিল। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি হিসেবে সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের পরিচয় নেওয়া দরকার। সাহিত্যসৃষ্টি রূপে নীলদর্পণের গুণাগুণ অবশ্যই বিচার্য। কিন্তু নীলদর্পণ সাহিত্য ছাড়াও আর কিছু। নীলদর্পণ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি মানব-ভাষ্য।

নীলচাষ এবং চাষীদের আন্দোলন বিষয়ে তথ্যবহুল রচনার সংখ্যা কম নয়। এখানে সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

1. Papers relating to the Cultivation of Indigo in the Presidency of Bengal.
2. Report of the Indigo Commission.
3. Rural life in Bengal—C. Grant.
4. Indigo planters, and all about them—Kumudbehari Basu.
5. History of Indigo Disturbances in Bengal—Lalitchandra Mitra.
6. Selections from the papers of Indigo cultivation—"By A Ryot"
7. Fifty Years Ago—Haranchandra Chakladar.

৮। জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা (প্রবন্ধ)—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৯। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল।

এ ছাড়া সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতেও এ-বিষয়ে নানা তথ্যের উল্লেখ এবং পক্ষে-বিপক্ষে নানা-রূপ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশে নীলচাষের ইতিহাস বিবৃত হল।

রঞ্জন দ্রব্য হিসেবে নীলের ব্যবহার ছিল পৃথিবীব্যাপী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে নীলের কারবার করত। ১৭৭৯ সালে কোম্পানি ব্যক্তিগতভাবে সকলকে নীলচাষের অনুমতি দেয়। অত্যন্ত লাভজনক এই ব্যবসায়ে দলে দলে শ্বেতাঙ্গবণিক যোগ দেয় এবং নির্বিচার দোহন শুরু করে। নীলচাষ লাভজনক কিন্তু তা শ্বেতাঙ্গ মালিকের পক্ষে, চাষির দিক থেকে নয়। নীলকর সাহেবেরা জোর করে চাষিদের চুক্তিতে সই করিয়ে নিত। চুক্তিগুলিতে ষোল আনা লাভই সাহেবদের দিকে থাকত। নীলকুঠির দালালেরা ভালো ভালো জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করে দিত। সে-সব জমিতে শুধু নীলের চাষ (অন্য কোনো ফসলের নয়) ছিল বাধ্যতামূলক। কখনো কখনো অগ্রিম হিসাবে কিছু টাকা (পরিমাণে যৎসামান্য) চাষির অনিচ্ছুক হাতে গুঁজে দেওয়া হত। ফলে নীলকরদের আদেশ মানা ছাড়া তার অন্য গতি থাকত না। কৃষকদের নিজের শ্রম, লাঙ্গল, বলদ দিয়ে নীল চাষ করতে হত। নীলের ফসল তুলে দিতে হত কুঠির গুদামে। এই সব কিছুর জন্য তার প্রাপ্য টাকার সামান্য অংশও বছরের পর বছর জমা হতে থাকতো। যে জমিটুকুতে চিহ্ন দেওয়া হয়নি তাতেও লাঙ্গল বলদ শ্রমের অভাবে ফসল ফলানো যেত না। নীলচাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুতর আঘাত করেছিল। এ বিষয়ে, অধ্যাপক চাকলাদার তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "The object of the planters was to secure the maximum profit at the minimum or no cost; he wanted the indigo plant without paying nearly the cost of its production to the raiyat and at a nominal price which, even if fully paid, would be ruinously unprofitable. But the deductions from the nominal price were so heavy, the unfairness of weighing so great, the extortions of the factory amlas (officials) so excessive that the nominal price dwindled to little or nothing, so that if they realised from the whole produce of their indigoland, in cash, what paid the rent of the land, they were lucky; wherefore they lost the whole value of that land to themselves besides all the costs of cultivating it for the planters."

এই প্রবল অর্থনৈতিক শোষণকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল অমানবিক অত্যাচার। 'মানুষের রক্তে কলঙ্কিত না হয়ে এক প্যাকেট নীলও ইংলন্ডে গিয়ে পেঁছয় না'—সেকালের জনৈক নাকি একথা বলেছিলেন। রায়তদের কয়েদ করা, কয়েদখানায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল পর্যন্ত সরবরাহ না-করা, বেত্রাঘাতে অজ্ঞান করে ফেলা, ভাড়াটে লাঠিয়াল নিয়ে দাঙ্গা, মিথ্যা মামলা করে হয়রানি, মেয়েদের ধরে নিয়ে সতীত্ব নাশ—অত্যাচারে অভিধানের সব ব্যবস্থাই এখানে পুরোদমে প্রযুক্ত হত।

এর কোনো বিচার ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় নীলকরদের পক্ষেই যেত। কোথাও কোথাও নীলকর সাহেবদের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছিল। নীলকরদের সাহায্যের জন্য আইনও প্রণীত হয়েছিল। ঐ আইন অনুযায়ী কেহ নীলকরদের চুক্তি ভঙ্গ করলে ম্যাজিস্ট্রেটেরা তার সরাসরি বিচার করত এবং দন্ডদান করলে তার বিরুদ্ধে আপিল হত না।

গোটা অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে স্যার গড্‌ফ্রে লাসিংটন লিখেছিলেন,

> "Here many economists observe a struggle between capital and labour waged on Indian soil, not unlike to that which is now agitating our English markets; here traders may reflect how far India offer a promising field for the investment of British wealth; here lawyers may witness a state trial conducted under a defective law of libel, the freedom of press curtailed, and the jury system miscarrying under popular ferment; religious societies, and, indeed, all men may sympathise with the victimisation of an honest missionary. Indian politicians may find a striking example of the unsatisfactory relation of natives towards Europeans, and

of the standing jealousy between civilians and non-civilians; the public may deplore the stifling of weak native voice the first time that its spontaneous expression had a chance of making itself among the dominant race, while to the statesman will be presented the phenomenon of a community agitated by a factious grievance, and of a supreme governor first letting go by the opportunity of allaying publice excitement, and then when it had culminated, visiting the consequences of his own default upon the subaltern who by a venial mistake, had in the first instance been the cause of the popular misconception."

এই পরিস্থিতিতে নীলদর্পণ লেখা হল। পাদরি লঙ্ মধুসূদনকে দিয়ে এই নাটকের অনুবাদ করালেন।[১] ইংরেজি Nil Durpan, Or The Indigo-planting Mirror প্রকাশিত হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক লঙ্ সাহেবের নামে মামলা করেন ১৮৬১ সালে। বিচারপতি ওয়েল্‌স লঙের এক মাস কারাবাস এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়ে দেন। দেশি সংবাদপত্রে এবং নগরের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,

> "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।"

কবিওয়ালারা এই বিষয় নিয়ে অনেক গান বাঁধল। গ্রাম অঞ্চলে তা ব্যাপক তরঙ্গ তুলল। সংবাদপত্রগুলিও দেশবাসীর মনকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এ কাহিনী পৌঁছুবার সুযোগ পেল।

নিরুপায় চাষিরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করল। নদীয়া জেলার চৌগাছিয়ায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার চাষি দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল, "আর নীলচাষ নয়।" নদীয়া যশোহর মালদহ—এইসব জেলায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করল। তখন বাধ্য হয়ে বাংলার গভর্নর গ্রান্ট ১৮৮০ সালে একটি কমিশন বসালেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন সিটন কার্ নামক বিচারপতি। সদস্যরা হলেন,—সরকার পক্ষের—সিটন কার, রিচার্ড টেম্পল, খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক হিসেবে পাদ্রী সেল; জমিদারদের পক্ষে—চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নীলকরদের প্রতিনিধি রইল ফার্গুসন। নানাশ্রেণীর বহু লোকের সাক্ষ্য নেওয়া হল। কমিশন নীলচাষের বিপক্ষে রায় দিল।

এরপরে নীলচাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। কিছু কিছু আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক কারণও ছিল।

নীলদর্পণ ও নীলচাষ প্রসঙ্গে কবিগান। কবিওয়ালারা নীলদর্পণের যুগান্তকারী প্রভাব মাথা পেতে নিলেন। তাঁদের লেখা গানে সমকালীন উত্তেজনার ছাপ পড়েছে। নীলদর্পণের কোনো কোনো সংস্করণে এই গানগুলি মুদ্রিত হয়েছিল নাট্যকারের জীবনকালেই। গানগুলি এখানে উদ্ধৃত হল।

।এক। বিদ্যাভূণীর লেখা। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তিওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন॥

[১] মধুসূদনকৃত নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ সঙ্কলিত হয়েছে ক্ষেত্র গুপ্ত-সম্পাদিত এবং সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত 'মধুসূদন রচনাবলী' গ্রন্থে।

কৃষকের ধনেপ্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেতসমাজের বলে,
লুঠেছ সকল তো হে, কি আর আছে এখন॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন॥
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।
বৃটন স্বভাবে শেষে কালি দিলে বঙ্গে এসে,...

।দুই। বিদ্যাভূষণী কৃত। কবির সুর।

নীল বানরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতালি করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের...দুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জজ সাহেব এক অবতার॥
যত...রাজত্ব হলো সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার॥

।তিন। ধীরাজকৃত। রাগ সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

নীলদর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে॥ ১
কারো...ক্বার তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে॥২
ঈডন্, গ্রান্ট মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥ ৩
ইন্ডিগো রিপোর্ট প'ড়ে কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা ন'ড়ে চ'ড়ে, পোড়ার মুখ দেখাতেছে॥ ৪
বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার ক'রে,
নির্দ্দোষী লংকে ধরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে॥ ৫
ওয়েলস্, পিকক, জাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
......হাজার টাকা ফাইন করেছে॥ ৬
নিদারুণ সেন্‌টেন্‌স শুনে, সিংহবাবু দয়া গুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়ালটার ব্রেট তাই তাক হয়েছে॥ ৭
ইংলন্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে পড়েছে॥ ৮
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস হেট্রেড খুব চেগেছে॥ ৯
বেঙ্গে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্প করে কত,
আবার বলে 'আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে॥' ১০
কিন্তু পীল, সীটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার করে গেছে॥ ১১
মহারাণী তোমা প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েলস্ পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বলিতেছে॥ ১২

নীলদর্পণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে আরও কিছু নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে নীলদর্পণ বিষয়েও অনেক কথা বলেছেন চরিত্র নিয়ে সংলাপ নিয়ে। তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। নীলদর্পণ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন।

"দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক-

> প্রণয়ন। যে-সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সর্ববিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টম কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকেই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।" **[দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব]**

সমালোচনা। নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমুখি নাটক। উদ্দেশ্য ভালো বলেই রসের দাবি শিথিল নয়। তাকে শিল্প হয়ে উঠতে হয়। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন নিটোল কাহিনীবন্ধ এবং প্রাণবন্ত নরনারী এবং সত্য ভাষা তৈরি করা। দীনবন্ধু মুখ্যত নবীনমাধবদের পরিবার-ধ্বংসের গল্প বলেছেন। সে কাহিনী কার্যকারণসূত্রে বন্ধ। সাধুচরণের পারিবারিক বিপর্যয় উপ-কাহিনীরূপে স্থান পেয়েছে। ফলে এ নাটক একটা বিশেষ সংসারের সংকট, একটা শ্রেণী বিশেষের লাঞ্ছনার সীমায় না থেকে গ্রামসমাজের একটা ব্যাপকতর অংশ পরিক্রমা করেছে—সাধারণ চাষী থেকে ভূমিনির্ভর ভদ্রলোক পর্যন্ত। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন চিত্র যেমন গুদামঘরে বন্দী রায়তদের কথা এসেছে পটভূমি হিসেবে। মাঝে মাঝে নীলকরদের অত্যাচারের কথা বিবৃতি বা নাট্যচিত্রের রূপ ধরেছে। তবে সমগ্রত ঘটনা ও চিত্তসংঘাত আদ্যন্ত প্রবহমান। অত্যাচারি এবং অত্যাচারিতের দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গ কিন্তু তীব্র। একটি নাটকীয় কাহিনী তিনি ঠিকই গড়ে তুলেছেন। তাতে জটিলতা নেই কিন্তু বিস্তার আছে। অন্তর্মুখি গভীরতা নেই, প্রাণের উত্তাপ আছে।

উদ্দেশ্য চোখে বেঁধে যখনি করুণ রসের অতি-চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে, মানুষের কথায় পুথির নির্জীব ভাষার পাষাণভার, সংলাপ হয়েছে বক্তৃতার মত। উদ্দেশ্য আর শিল্প একাকার যেখানে মানুষেরা জীবন্ত, কথায় রক্তে অসঙ্গতিতে দৌর্বল্যে বর্বরতায়।

নীলদর্পণে মুখ্য কাহিনী এবং চরিত্রগুলি সবচেয়ে বেশি নীরক্ত। নাটকের নায়করূপে চিহ্নিত করা হয়েছে নবীনমাধবকে। সে ভালো মানুষ, পরোপকারী। ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করায়, সাধুচরণকে রক্ষার চেষ্টায়, নানাভাবে নীলকরের জুলুমের বিরুদ্ধ-আচরণে সে সক্রিয়। তবুও সে মার্জিত, শিক্ষিত ভদ্রলোক। তার মধ্যে আগুন নেই। দুঃখ সে পেয়েছে। কারণ হৃদয় তার সদয়। কিন্তু যন্ত্রণাদীর্ণ কি তার হৃদ্‌পিন্ড? ধর্ষিতা ক্ষেত্রমণিকে রক্ষা করতে গিয়ে তার ভাষা আগ্নেয়পর্বতের বিস্ফোরণ হয়ে ওঠে নি। আসলে যে নাট্যবস্তুর ফলশ্রুতি গোটা বঙ্গপল্লীর ক্রন্দন এবং বিদ্রোহ, তার নায়কত্ব ধারণ করার উপযোগী দৃঢ়তা ও ব্যাপ্তি নবীনমাধবের ছিল না।

এ নাটকের সাফল্যের মূলে তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের অস্তিত্ব। নাট্যকারের ভাষা সেখানে বিদ্যুৎ, গ্রাম্য ব্যক্তিত্বে শাণিত, হয়ত অশ্লীল। মানুষগুলি সাধারণ, মাটির কাছাকাছি কিন্তু স্বল্প অবকাশেও অনেকেই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। নাট্যকার পাপপুণ্য ভালোমন্দের বিচারে নীতির বশম্বদ না হয়ে মনুষ্যত্বের গভীরে কখনো কখনো পৌঁছেছেন। এখানেই শিল্পী দীনবন্ধুর পূর্ণ জাগরণ।

আদুরী বাড়ির ঝি। কালা, কিঞ্চিৎ বিকলবুদ্ধিও। আপন অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি দিয়ে সে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। চারপাশের ঘটনায় সে বিমূঢ়। নীলকরদের ভীষণ অত্যাচারে চারদিকে যখন ত্রাহি রব উঠেছে, আদুরির কাছে তাদের সবচেয়ে বড় অনাচার বলে মনে হয়েছে কুঠির মেমসাহেবের জেলার হাকিমের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া। সাহেবদের বলাৎকারের মধ্যে পিঁয়াজের গন্ধই তার চোখে সবচেয়ে কদর্য। আদুরীর কথা কৌতুকগর্ভ। এই আধ-পাগলা বুড়ির স্থূল অতীত রোমন্থনে একটি সুন্দর স্বপ্নের ভাঙা আমেজ লক্ষ্য করা যায়। আদুরীর ভেতরে প্রবেশ করে তার চরিত্রের বহিরঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন এই স্বপ্নের আবিষ্কারেই দীনবন্ধুর কৃতিত্ব।

ক্ষেত্রমণি খুব সরল, খুব জীবন্ত। বাংলা দেশের গ্রাম্য বালিকার মধ্যে সরলতা পবিত্রতার সঙ্গে কোমলতা ভীতিবিহ্বলতা সমন্বিত হয়েছে। রোগ সাহেবের শয়নগৃহে তার যে ছবি দেখি তার চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত কিছু বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নি, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া তার কোথাও যেন অনুভব করা যায় না। অশ্লীলতার গ্লানিটুকু তার দেহ থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টাও নেই। বিশ্বস্রষ্টার মতই নির্বিকার হয়েও নাট্যকার প্রণত। ক্ষেত্রমণিই নীলচাষীদের সেই বাংলা অত্যাচারে বিপর্যস্ত এবং পবিত্রতায় মাতৃকল্প। ক্ষেত্রমণিই দীনবন্ধুর 'বন্দেমাতরম্'।

পদী ময়রাণীর ক্ষুদ্র চরিত্র পাপে কালো। কিন্তু তার অন্তরের ক্ষীয়মাণ মনুষ্যত্বের শেষ সূক্ষ্ম রেখাটি দীনবন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নি। তার ক্ষোভ ও আত্মধিক্কার কুট্টিনি ব্যবসায়ের আর্থিক সাফল্য এবং মসৃণ দুরভিসন্ধি ভেদ করে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পেয়েছে। অথচ কোথাও আদর্শবাদকে প্রশ্রয় দেন নি নাট্যকার। গোপীর চরিত্রেও এই আত্মধিক্কার। অথচ সে-গ্লানি কখনও অনুশোচনার স্তরে ওঠে নি। সে অনাচারি, পাপিষ্ঠ, নীলকরদের সর্ববিধ অন্যায় আচরণের উৎসাহী সহায়ক। কিন্তু তার মধ্যেও আর একটা মন আছে, যত সামান্য স্থান জুড়েই থাক, যত সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতেই তা প্রকাশ পাক।

রায়ত চরিত্রে দীনবন্ধুর সৃষ্টিনৈপুণ্য বিস্ময়কর। অনেকগুলি চাষী নরনারী এ নাটকে আছে। তাদের মধ্যে তোরাপ, সাধুচরণ এবং অংশত রাইচরণের গোটা নাটকের দিক থেকে প্রয়োজন। অন্যদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত। বেগুনবেড়ের কুঠির বন্দী চাষীরা কাহিনীর সঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্রে বন্ধ। আসলে তারা নিজেদের কথায় পঞ্চমুখ এবং ফলত সারা দেশের কৃষকজীবন তাদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত। চাষীদের চরিত্রে শ্রেণীগত মিল আছে। মাটির প্রতি মমতা, নীল-চাষে অনিচ্ছা, অভাবের বেদনা, স্বভাবভীরুতা ও শান্তপ্রকৃতি—বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের এই সাধারণ চরিত্র-ধর্ম প্রায় সকলের মধ্যেই অল্পাধিক আছে। তবে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে এদের প্রশান্তিও যে বিচলিত হয় সে-পরিচয়ও নাট্যকার দিয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তোরাপ কালো মাটি দিয়ে তৈরি এবং কুমোরের পুনে পুড়ে কঠিন। তার বর্বরোচিত বীরত্ব এবং শক্তিমত্ত উল্লাসে স্বভাবশান্ত বাঙালি কৃষকের সুপ্ত ক্রোধের অগ্নুদগার। এবং প্রচন্ড শক্তির সঙ্গে অচতুর গ্রাম্য কৌতুক এবং বালকের সরলতা মিলে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাদ এনেছে।

কতগুলি পাত্রপাত্রী তৈরি করে যে শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন দীনবন্ধু তা নাটকটির সর্বত্র প্রতিফলিত নয়। গোটা নাটক শিল্পবিচারে অগভীর, মুখ্য পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রগঠনে অসফল, ভাষানির্মাণে সংস্কৃতানুগ—জড়ধর্মী। ট্র্যাজেডী এ-নাটকে মেলোড্রামার অতিকারুণ্যে ভারাক্রান্ত এবং তা বহিরঙ্গ শুদ্ধ ঘটনাশ্রয়ী, তাই আত্মার গভীরে নামার সিঁড়ি পায় নি। কিন্তু সব দুর্বলতা ছাপিয়ে উঠেছে একটি বিপুল ব্যাপক সুরের ব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'ঐতিহাসিক রস' নামক একটি অভিনব ও মিশ্র স্বাদের প্রসঙ্গ তুলেছেন।

> "আমাদের অলংকারে নয়টি মূল রসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলংকার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

"সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

"ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থান-পতন ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়।......

"কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থান-পতন মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসঙ্গীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার জাগ্রত করিয়া রাখে।"

[ঐতিহাসিক উপন্যাস। সাহিত্য।]

রবীন্দ্র-নির্দেশিত এই সংজ্ঞা ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস ও নাটককে রাজা-বাদশাহদের কবলমুক্ত করেছে। জনজীবনে মহাকালের গতিস্রোতে যে প্রবল কোলাহল জেগে ওঠে তাকেই গৌরবান্বিত করেছে।

নীলদর্পণ নাটকে গ্রামের চাষাভুষা সাধারণ লোকের কথা বলা হয়েছে। নীলকর সাহেবেরা অত্যাচারে বড়, কালের তরঙ্গে স্থানলাভের যোগ্য নয়। কিন্তু গোটা নাটকের বুক চিরে গ্রামাঞ্চলের একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্তনাদ আকাশকে স্পর্শ করেছে। এ যন্ত্রণা একজন ব্যক্তির নয়, সমগ্র গ্রামের—ভূমি সম্পর্কে লালিত একটা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডের। নবীনমাধবদের পরিবার বিপর্যস্ত হয়েছে। সেই একটি পরিবারে নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্যে মৃত্যু হত্যা আত্মহত্যা মস্তিষ্কবিকৃতি অনেকগুলি ঘটেছে। কিন্তু দীনবন্ধু বর্ধিষ্ণু একটি কৃষিভিত্তিক ভদ্র পরিবারের সর্বনাশে তাঁর অন্তরবাণীকে পূর্ণ প্রতিফলিত হতে দেখেন নি। নীলচাষ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দীনবন্ধুর শিল্পীচিত্তে যে ব্যাপক সর্বনাশের আতঙ্ক জাগিয়েছিল তা একটি মানুষের নয়, একটি পরিবারের নয় এবং মুখ্যত কোনো বর্ধিষ্ণু পরিবারের তো নয়ই। ফলে দীনবন্ধুকে সাধুচরণ ক্ষেত্রমণিদের কাহিনীকে গুরুত্ব দিতে হয়েছে। ক্ষেত্রমণির উপরে অত্যাচার, তার মৃত্যুর মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকতে হয়েছে। তার ওপরে রায়তদের কাহিনীচ্যুত স্বতন্ত্র চিত্রে লেখকের হৃদয়ের আকুতি আপনাকে সবটাই ঢেলে দিয়েছে। সব মিলে তাঁর একটাই চেষ্টা—কতটা ব্যাপকতার সুর বাজান যায়, সমগ্র কৃষকসমাজের ধ্বংসমুখিন হাহাকার এবং প্রতিরোধবাসনাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

নীলদর্পণ বাংলা দেশের নীলচাষের দর্পণ তো বটেই, এবং আরও কিছু। এবং সে ব্যঞ্জনা ইতিহাসের তথ্যকে যতটা না নির্দেশ করে ততটা ইঙ্গিত করে ইতিহাসাশ্রিত একটা বিশিষ্ট স্বাদের দিকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সারা ঊনবিংশ শতক জুড়ে বাংলাদেশের গ্রাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের নূতন কৃষিব্যবস্থা কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং প্রবল বিরোধিতার কারণ হয়ে উঠেছিল। শোষণ ও অত্যাচারের তীব্রতায় প্রতিবাদ উঠেছিল বিদ্রোহের ভাষায়। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, রাঢ়ের কোল-অসন্তোষ ফরিদপুরের ফারাজি আন্দোলন এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের আন্দোলনকে এই পটভূমিতে স্থাপিত করলে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। বাংলার কৃষক অত্যাচারে ক্ষত, বিক্ষোভে কাঁপছিল লাভাগর্ভ আগ্নেয়গিরির তরঙ্গে। কলকাতা শহরে তখন নবীন যুগসূর্য উঠছে। বাংলার গ্রামও নব-জন্মের যন্ত্রণা বহন করছে তার সর্বদেহে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়তি সেখানে নূতনকে বরণ করে নি। এই যন্ত্রণা ও বিস্ফোরণমুখি মনোভাব নাটকটিকে বৈদ্যুতিপূর্ণ করে রেখেছে।

এ-কাহিনী চরিত্রগুলি ছাপিয়ে স্বরপুর নবীনমাধবের পারিবারিক বিপর্যয়, ক্ষেত্রমণির

লাঞ্ছনা মৃত্যুকে অতিক্রম করে সমকালীন কৃষক বাংলার অন্তরলোকের ভাবরসটিকে প্রতিফলিত করেছে। সেদিক থেকে নীলদর্পণ বাঙালি কৃষকজীবনের একটা যুগের মহানাটকের ভূমিকা নিয়েছে।

নীলদর্পণে অনেক বিচ্যুতি। রচনাশিল্পের নিপুণ মার্জনা থেকে এর বহু অংশ বঞ্চিত। সূক্ষ্মতা নেই; গভীর ও জটিল মানবমনের অতলসন্ধান নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা কালের, একটা জাতির জীবন এখানে তরঙ্গিত। একের দুঃখ অনেকের, একের ক্রোধ জাতির ক্রোধ। বহুতার-বীণার মহাসঙ্গীত পটভূমিতে।

প্রভাব, আগে পরে। নীলদর্পণের ভদ্রেতর চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়বে মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর কথা। মধুসূদনের প্রহসনটি ১৮৬০ সালের একেবারে প্রথমদিকে বেরোয়, নীলদর্পণ ঐ একই বছরে অক্টোবর মাসে।

অবশ্য নাটকদুটিতে রসের লক্ষ্যের পার্থক্য আছে। নীলদর্পণে কৌতুক আছে, কিন্তু মুখ্যত তার সাধনা গম্ভীরের বিষাদের। বুড় সালিক লঘুরসপ্রহসন। তবে নীলকর সাহেবের ক্ষেত্রমণির উপরে অত্যাচার এবং তোরাপের উদ্ধার সাধনের পরিকল্পনায় বুড় সালিকের শেষ-দৃশ্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকা সম্ভব। পার্থক্য সত্ত্বেও হানিফের সঙ্গে তোরাপ, ফতেমার সঙ্গে ক্ষেত্রমণি, গদা ও গোপী, পুঁটি এবং পদী ময়রাণীর চরিত্রসাদৃশ্য দৃষ্টি এড়ায় না। সরল বর্বরতা হানিফের নয়। এরা কৌশল জানে। তোরাপ-ক্ষেত্রমণিতে বুদ্ধির সেটুকু শানও নেই। তাছাড়া যশোহর নদীয়া সীমান্তের কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা নাটকে বসাবার আদর্শটিও বুড় সালিকের কাছ থেকে গৃহীত হয়ে থাকবে।

নীলদর্পণের সমাপ্তির মেলোড্রামা কৃষ্ণকুমারীর উপরে প্রভাব ফেলে নি। কারণ নীলদর্পণ প্রকাশের একমাস আগে মধুসূদনের নাটক লেখা শেষ হয়েছিল। তবে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'-এ দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অনুসরণ আছে। মঞ্চবিষয়ে অভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র নীলদর্পণের অভিনয়-সাফল্য এবং জনতা-আকর্ষণের ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন, তার কারণ আবিষ্কারেও সমর্থ হয়েছিলেন। উচ্চরব বেদনা, বহুমৃত্যু. শোকেদুঃখে পাগল হয়ে সৌভাগ্যবতী নারীর অসংলগ্ন আচরণে দর্শকমনকে অতিনাটকীয় স্পর্শে বশ করা সহজ হবে। উমাসুন্দরীর উন্মাদ-ভ্রান্তি এবং প্রলাপের ভাষা সাবিত্রীর আদর্শে পরিকল্পিত। প্রফুল্লের মৃত্যু সরলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। বিন্দুমাধবের দুঃখবহ অস্তিত্ব বহনের সঙ্গে সুরেশের অবস্থা অবশ্যতুল্য।

দীনবন্ধুর নাট্যজীবনের প্রথম পর্যায় নীলদর্পণে আরম্ভ. নীলদর্পণেই শেষ। 'নবীন তপস্বিনী' থেকে একটি স্বতন্ত্র স্তর।

নবীন তপস্বিনী। রচনা। নীলদর্পণ রচিত হয় ঢাকায়। ঢাকা থেকে নদীয়ায় বদলী হয়ে তিনি 'নবীন তপস্বিনী' লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন.

> "ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমনের পরে দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্যের উদ্‌যোগে স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।"

প্রথম প্রকাশ। নবীন তপস্বিনী ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এখানে দেওয়া হল।

> নবীন তপস্বিনী নাটক|শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত|ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ|শকুন্তলা|কৃষ্ণনগর|অধ্যবসায় যন্ত্রে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত|সন ১২৭০ সাল| মূল্য এক টাকা।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৬৩ সালে ৭ সেপ্টেম্বর নাটকটির সমালোচনা বেরোয়। ঐ তারিখের আগেই বইটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৫৭। বঙ্কিমচন্দ্রকে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়।

একত্রিশ

দীনবন্ধু ছাত্রজীবনে একটি ক্ষুদ্র আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন। সেই কাহিনীর ভিত্তিতে নবীন তপস্বিনী গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে লেখেন.

> "দীনবন্ধু প্রভাকরে 'বিজয়-কামিনী' নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে 'নবীন তপস্বিনী' লিখিত হয়। 'নবীন তপস্বিনী'র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী।"

নাটকটির কিছু বাস্তব ভিত্তি ছিল বলেও বঙ্কিম মনে করেন।

> "'নবীন তপস্বিনী'র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।...প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুঁতকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; 'জলধর' 'জগদম্বা' 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত।"

সমালোচনা। নীলদর্পণের জগত থেকে বিদায় নিলেন দীনবন্ধু। পূর্বস্মৃতি বেঁচে রইল কৌতুকসৃষ্টির সূত্র ধরে। প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে অতীতমুখি হলেন তিনি। প্রণয়, গুপ্ত-পরিচয়, কিঞ্চিৎ ষড়যন্ত্র মিশিয়ে নাট্যকাহিনী গড়ে তোলা হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে নব্যবাংলা সাহিত্য সৃষ্ট হল তা প্রাণের দিক থেকে যতই আধুনিক হোক, কায়ার দিক থেকে অতীতচারি। মধুসূদন ভ্রমণ করেছিলেন পুরাণের জগতে। বঙ্কিম মুক্তি খুঁজেছিলেন মোগল-পাঠানদের ঐতিহাসিক কাহিনীতে। সে সব কাহিনীতে গাঢ় রঙ থাকত। প্রবৃত্তি তরঙ্গিত হত, সংক্ষুব্ধ। মানুষের কামনা প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতা, বিশ্ববিধানে জিজ্ঞাসা সে-সব রচনাকে শিল্পশীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। মধুসূদন-বঙ্কিম অতীতে প্রবেশ করেছিলেন বর্তমানের ক্ষীণপ্রাণ তুচ্ছতা থেকে বিপুল চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনাকে আয়ত্ত করতে। কারণ নূতন বাঙালি সেই শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের চোখ পেয়েছিল জীবনকে নূতন রঙে দেখবার। তাতে মানুষের চিত্তলোকের সমুচ্চ সঙ্গীত কানে এসেছিল। চিত্তজাগরণের ভিত্তিতে যে জীবন, তাতে কর্মের ও বর্ণের মুক্তি ছিল না। মধু-বঙ্কিমের ছিল নূতন প্রাণের আধার খুঁজতে অতীতযাত্রা। দীনবন্ধুর শিল্পী-মনও প্রত্যহের তুচ্ছতায় তৃপ্তি বা বিরক্তিতে মগ্ন হতে চাইল না। তবে তিনি অতীতমুখি না হয়ে হয়েছিলেন সে পথের পথিক যেখানে নেই ভদ্রতার স্বল্পহাস্য, প্রভূত দাস্য মিথ্যা বিনয় এবং মার্জিত ভাষা। বাংলা দেশের বাঁকা ভাঙা রাগে ভাষায় হিতাহিত জ্ঞানহারানো খাঁটি মানুষদের রাজ্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সন্ধি করতে হল। তোরাপ-রাইচরণদের কাহিনীর নায়ক হল নবীনমাধব। অভ্যন্তরিণ এই অসঙ্গতি পীড়িত করল দীনবন্ধুকে। আর বাইরের কারণও ছিল। সরকারের উঁচুপদের কর্মচারির নীলদর্পণের পথ ধরে এগুবার বিপদ ছিল। দীনবন্ধু সে পথ থেকে ফিরে এলেন। ষাট বছর আগে কৃষকজীবনের সত্য কবি হতে চেয়েছিলেন তিনি। অকালবোধনের সাধনা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৩০-এর আগে বাংলা সাহিত্যে সে-সিদ্ধি আসে নি।

নীলদর্পণের দীনবন্ধুকে তাই নবীন তপস্বিনী লিখতে হয়। পুরনো পোশাক পুরানো একটি সুয়োরানী-দুয়োরানী কাহিনীকে নাট্যরূপ দিলেন তিনি। পুরনোর চর্চা শুধুই আত্ম-ছলনা। এমন বিবর্ণ অতীত বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। এ রাজ্যের রাজা মন্ত্রী কারও চারধারে আড়ম্বর ঐশ্বর্য নেই। মহিমা নেই। নাট্যসংঘাত দানা বাঁধে নি। তৃষ্ণা হিংসাদির তীব্র কম্পন নেই। কামিনী-বিজয়ের প্রেম আলোয় রঙিন বা কল্পনায় মধুর নয়। তার যেন প্রাণই নেই, ছুরি চালালে তা রক্তাক্ত হবে না। বিশেষ তাদের ভাষা। এমন তৈরি করা জিনিস যে এদের কোনো হৃদয়োত্তাপের প্রকাশ বলে বিশ্বাস হয় না।

আসলে নবীন তপস্বিনীতে নাট্যকার অস্বচ্ছন্দ। তাঁকে অসহায় বলে মনে হয়। তিনি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছেন। লক্ষ্যও।

কিন্তু একটি মন্ত্র ছিল। দীনবন্ধুর শিল্পীপ্রাণের তিমিরহননের সে-মন্ত্রের নাম হাস্য। নবীন তপস্বিনীতে আলো যা-আছে তা হাস্য বর্ষণে। সে হাসিতে স্থূলতা আছে, গ্রাম্যতাও। কিন্তু তার উচ্চকণ্ঠ প্রগল্‌ভতা নবীন তপস্বিনীর বিবর্ণ প্রণয় এবং আরোপিত গাম্ভীর্যকে বিচলিত করেছে। নীলদর্পণে কৌতুক ছিল চরিত্রাশ্রয়ী। অত্যাচারক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ মনুষ্যগুলিকে অনায়াস স্বাভাবিকতায় হাস্যের উপাদান করেছিলেন নাট্যকার। রসদৃষ্টির সে তীক্ষ্ণতা এ নাটকে নেই। মল্লিকা-মালতি রসিকা নারী, লম্পট রাজমন্ত্রীকে নাজেহাল করেছে সুকৌশলে। মন্ত্রী জলধর স্থূলবুদ্ধি ও কামুকস্বভাব। স্ত্রী জগদম্বা কদাকার এবং স্বামীশাসনে তৎপর হলেও সফল নয়। এদের জড়িয়ে প্রহসনের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রভঙ্গি এবং হাস্য সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। হাস্য, মূলত ঘটনানির্ভর। তবে ভাষানৈপুণ্যে স্থূল হাস্যেও কিঞ্চিৎ শিল্পগুণ বর্তেছে।

জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রহসন গড়ে তুলেছেন দীনবন্ধু। মূল নাটকের সঙ্গে ঘটনার দিক থেকে এর বন্ধন সহজে ছেঁড়া যায়; রসের দিক থেকে এর নিঃসম্পর্ক অতি প্রকট। কিন্তু নীলদর্পণের দীনবন্ধু সামান্য প্রহসনকারে পরিণত হতে চাইলেন না। 'সিরিয়াস' নাটক লিখবার এই আত্মপ্রতারণা করলেন। কিন্তু তাঁকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে হল এই কৌতুকপ্রসঙ্গ তৈরি করে।

বৃদ্ধ লম্পটের কামাতুর রসিকতায় ভক্তপ্রসাদের (বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ) প্রত্যক্ষ অনুসরণ আছে। কৌশলে জলধরের লাঞ্ছনাও উক্ত প্রহসনের পরিকল্পনার সদৃশ। তাছাড়া মল্লিকা-মালতির চরিত্র-ভাবনায় সেক্‌সপীয়রের প্রভাবও পড়েছে। কিন্তু দীনবন্ধুর বিশিষ্টতা হল বিশ্রুতকীর্তি অভিজাত নাট্যকারদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণে নয়, অবহেলিত লোককল্পনা আত্মীকরণের চেষ্টায়। নব্য বাংলা সাহিত্য লোকজীবন থেকে দূরবর্তী—প্রেরণায় উপকরণে এবং রসনিবেদনে। দীনবন্ধু কিন্তু হাস্য সৃষ্টির মহোৎসবে লোকউৎসের গালগল্পকে স্থান দিয়েছেন আদর করে। হোদলকুৎকুতের পরিকল্পনা স্থূল কিন্তু জীবন্ত এবং লোকায়ত। বড় রানী ছোট রানী কাহিনীর মূলে প্রচলিত রূপকথার বীজ এবং বাংলার পরিবার জীবনের সপত্নীবিদ্বেষের অভিজ্ঞতা। ঘটকদের কন্যাবর্ণন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কথা মনে পড়ায়।

দীনবন্ধুর একটি বিশিষ্ট প্রবণতার অঙ্কুর এই লোকজীবনমুখিতায় দ্যোতিত।

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো। প্রথম প্রকাশ। ১৮৬৬ সালের প্রথম দিকে এ নাটক প্রকাশিত হয়। ২১ জুলাই (১৮৬৬) The Bengalee পত্রিকায় নাটকটির সমালোচনা বেরোয়। তাতে উল্লেখ করা হয় আরও তিনমাস আগে সমালোচনাটি বেরুনো উচিত ছিল। এ থেকে মনে হয় ঐ বছরের প্রথম দিকে এটি প্রকাশিত হয়। খোঁজ না পাওয়ায় প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র দেওয়া গেল না। বইটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল জানা যায় না। অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকটিতে কোনো চরিত্রলিপি পাওয়া যাচ্ছে না।

বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,

> "'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"

সব রচনায়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অল্পাধিক কাজ করে। দীনবন্ধুর মধ্যে হয়ত তা কিছু বেশি ছিল। বঙ্কিমের মন্তব্যের দ্বারা তার চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ হয় না।

সমালোচনা। দীনবন্ধুর প্রথম স্বতন্ত্র ও সচেতন প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। হোদল-কুৎকুতের কাহিনীর সঙ্গে এর মিল আছে। আরও বেশি আছে পার্থক্য। জলধরই রাজীবের

পূর্বপুরুষ। মল্লিকা-মালতির চাতুর্য ও কর্মতৎপরতার অনুসরণ রতা নাপ্‌তের দলবলে। মোটামুটি দুই কাহিনীর পরিকল্পনা একধরনের। চতুরতার আশ্রয়ে দুষ্ট বৃদ্ধ লম্পটকে সাজা দেওয়া, মজা-পাওয়া। এবং এদের পূর্বসূত্র বুড় সালিক পর্যন্ত প্রসারিত। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-এর প্রভাব দীনবন্ধুকে নীলদর্পণ থেকে অনুসরণ করেছে। তৃতীয় নাটক বিয়ে পাগলা বুড়ো-তে এসে তার জের মিটেছে।

পূর্বে নাটকে জলধরের কাহিনী স্বাধীন হয়ে ওঠেনি নাট্যকারের আত্মচেতনার অভাবে। কিন্তু নবীন তপস্বিনী তাঁর চোখের পর্দা ঘোচালো। অন্যথা রোমান্সজাতের সিরিয়াস নাটকের চর্চায় দীনবন্ধুর শিল্পী অস্তিত্বের সমাধি হতে পারত। জলধরের স্থূল হাস্য তাঁকে রক্ষা করেছে, পথ দেখিয়েছে। তিনি এবারে হাস্যের রাজ্যে জীবনের মানে খুঁজতে চাইলেন। যে হাস্য ছিল তাঁর নাট্যপ্রবণতার স্বতঃসিদ্ধি (নীলদর্পণে তার প্রমাণ আছে) তাকে নবীন তপস্বিনীর ব্যর্থ সাধনের মধ্য দিয়ে নূতন করে উপলব্ধি করতে হল।

বিয়ে পাগলা বুড়ো-তে নাট্যকারের নিজেকে খুঁজে পাবার খুশি আছে। এ প্রহসন গল্প গ্রন্থনে নিপুণ ও একাগ্র, সমাজ ভাবনায় প্রগতিমুখি এবং ব্যঙ্গ হাস্যের অন্তরালে চেতনা-গভীরে এক-ফোঁটা বেদনার চকিত ক্ষণিক প্রকাশে তাৎপর্যবহ। বিয়ে-পাগলা বুড়ো উঁচু শিল্প নয়, কিন্তু ভালো লেখা এবং দীনবন্ধুর প্রাণের অসঙ্কোচ অভিব্যক্তি।

রাজীব কৃপণ, গোঁড়া রক্ষণশীলের নেতা, দল-পাকানোয় অপকর্মে সমাজের মাথা, প্রতিটি সদাচরণে বাধা। তাকে লম্পট বলা চলে না। জলধর-ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে তার এখানে পার্থক্য। অতিবৃদ্ধ বয়সে সে বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠেছে। অতি চতুর ব্যবসা-বুদ্ধিতে পক্ক রাজীব বিয়ের প্রসঙ্গে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বিকলবুদ্ধি এবং প্রায়-উন্মাদ। বিয়ের সীমার বাইরে তার কাম-লোলুপতা প্রসারিত নয়। সমাজবুদ্ধির ঐ শৃঙ্খলাটুকু থাকায় সে ততটা তীব্র আক্রমণের বিষয় নয়। হসনীয়, হননীয় নয়। বিয়ের গণ্ডীতে অবশ্য গলিতনখ ব্যাঘ্রের নারীমাংসের লোভ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তা একান্ত সত্য হয়ে ওঠে নি তার চরিত্রে। যৌবনের রস রসিকতা প্রণয়াবেশ সে ফিরে পেতে চেয়েছে। এই বাসনার দীর্ঘশ্বাস 'রুপালি চুলে সোনালি প্রজাপতির পথ ভুলে বসা' গভীর চিত্তমন্থ কাব্যের উপাদান হতে পারে (রবীন্দ্রনাথের 'সানাই'-এর কোনো কোনো কবিতা) অথবা হারানো যৌবনকান্তি ও দেহাধারচ্যুত কামনার তীব্রতা ট্র্যাজিক আর্তনাদে প্রকাশ পেতে পারে (মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনাকাব্য'-এর কেকয়ী পত্র)। কিন্তু রাজীবের যুবক সাজার চেষ্টা শুধুই হাস্যোদ্রেক করে, কারণ তার লঘু অসঙ্গতিই আলোচিত হয়েছে। ঘটকের আগমনে রাজীব অধ্যয়নশীল ছাত্রের মত ব্যবহার করেছে, নবযুবার ন্যায় 'স্বকৃত নবীন কবিতা' আবৃত্তি করেছে, আপনাকে পিতৃভ্রাতৃহীন বালক বলে ঘোষণা করেছে, ঘটককে অভিভাবক বলে প্রণাম জানিয়েছে। নব্যদের রীতিতে বিধবাবিবাহের সমর্থন করেছে জোর গলায়। বাসরে তার সরস উৎসাহ চরমে উঠেছে। কিন্তু বাসরিকাদের নাক-কান মলায় তার উক্তি 'মেরে ফেল্লে, দম্ আটকালো, হাঁপিয়েছি মা, ও রামমণি!' সব উচ্চহাস্য মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। বাসরে কাব্যরসের ছড়াছড়ির মধ্যেও ছদ্ম যৌবনভঙ্গি ভেদ করে নিষ্ঠুর সত্য মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে—'বুড়ো বামুনের কথা রাখ, যেয়ো না—প্রেয়সি, তোমার পরকালে ভাল হবে।' রাজীবলোচন হাসির বিষয়, কিছুটা করুণারও। এই করুণা কেন্দ্রটির আবিষ্কারে দীনবন্ধু বাংলা নাটকে অদ্বিতীয়। অন্যের হাতে যা-শুধু ব্যঙ্গ ও প্রগল্‌ভ হাস্যের বিষয় হত, দীনবন্ধু তার নূতন পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান পেয়েছেন, অথচ মুখ্যত কৌতুকবন্যায় ভাঁটা পড়েনি। দীনবন্ধু রঙ্গমত্ত হয়েও রঙ্গোত্তীর্ণ হতে পারেন। আর ঘৃণাকঠোর হয়েও যে যেতে পারেন ঘৃণাকে ছাড়িয়ে নীলদর্পণে সে-প্রমাণ আছে। এই অপক্ষপাত দৃষ্টিই ভগবানের এবং নাট্যকারের। বাংলা নাটকে দীনবন্ধু তা কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন।

রাজীবলোচনকে আশ্রয় করে কিছুটা সামাজিক ব্যঙ্গ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন লেখক। দায়িত্বহীন বিশুদ্ধ রঙ্গে এক ধরনের পলায়নবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। জলধর কাহিনীর পরে তিনি

বর্তমান জীবনবোধের দিক থেকে সত্য হতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য প্রহসনের আরম্ভেই রতার দল সংলাপে সেই সামাজিক পটভূমি তৈরি করতে চেয়েছে। রাজীব পুরনো সংস্কারগুলি আঁকড়ে থাকতে চায়। নব্যপন্থীদের বিরুদ্ধে সে খড়্গহস্ত। তার মতে কলেজে-পাস বলেই কেশববাবুর জাত নেই, কালী ঘোষের ছেলে খ্রীষ্টান হতে গিয়ে ফিরে এলেও তার হাত থেকে রেহাই নেই। বিধবাবিবাহ তখন সবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। রাজীব তার সোচ্চার প্রতিবাদী। গোড়াতেই নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন রাজীবকে আক্রমণ রক্ষণশীলতাকে আহত করার জন্যই। তবে মুখবন্ধের সে-ভঙ্গি নাটকীয় হয়নি। খানিকটা বিবৃতি, কিছু সংবাদ পরিবেশন। অবশ্য বিধবাবিবাহ বিষয়টি গল্পের মধ্যে জায়গা পেয়েছে। রামমণি-গৌরমণি দুটি বিধবা মেয়ে রাজীবের ঘরে। গৌর বালবিধবা। এবং বৈধব্যের যন্ত্রণার কথা সে বলেছে 'প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।' বাহাত্তুরে রাজীবের তরুণী-বিবাহের চেষ্টার এই পটভূমি রক্ষণশীলতার প্রতি বিদ্রূপবাণ শাণিত করে তুলেছে। আবার মিথ্যা যুবকসাজার চেষ্টায় তার নব্যপন্থা সমর্থন ('তা তো বটেই, বিধবা-বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্র-লোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোসামুদে বুড়ো, বকেয়া বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।') ব্যঙ্গহাস্যের কারণ হয়েছে। কিন্তু রামমণি-গৌরমণির বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আলাপ যুক্তি প্রমাণাদির রীতি অনুসরণ করে বিতর্কসভার ভঙ্গি এনেছে—ঠিক নাটকীয় হয়নি। ঘটনাবিচ্যুত হওয়ায় তা নেহাৎই বক্তৃতা, খাঁটি নাট্যসংলাপ নয়। প্রগতি বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে সুশীলের সঙ্গে কথায়। "তোমার বাপ অতি মূর্খ, তাই তোমাকে কালেজে পড়তে দিয়েছে। কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—"। অবশ্য সুশীলপ্রসঙ্গটি উদ্দেশ্যমূলক। ভক্তপ্রসাদ-আনন্দের কথাবার্তার ('বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ') আদর্শে কল্পিত। এবং এ অংশ ঘটনাবৃত্ত বা মুখ্যচরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না কোনো দিক থেকে।

বিয়ে-পাগলা বুড়োয় সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি হিসাবে রাজীবকে নানা দিক থেকে পরিচিত করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আসল কাহিনীতে সে-পরিচয় বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। আসল গল্প বুড়ো রাজীবের বিয়ে করবার একান্ত অসঙ্গত ইচ্ছার কেন্দ্রে বৃত্তায়িত। তাকে যেভাবে নাকাল করা হয়েছে তাতে স্থূলতা থাকলেও মজা আছে। এই গল্প সামাজিক ব্যঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে সাপের কামড়ের ভয় দেখিয়ে রতাদের হাতে বুড়োর বেদম মার খাওয়া হাসাবার দৈহিক চেষ্টা। রতাদের দিক থেকে এর কারণ হিসেবে যা বলা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়, এবং বিবৃতির আকারে উপস্থাপিত বলে জীবন্ত নয়। প্রকৃত রাজীবকে এখানে খানিকটা wronged বলে মনে হয়। তা ছাড়া রাজীবকে মিথ্যে বিয়ে দেবার চক্রান্তের ভিত্তিতে যে-গল্পটি রচিত তার পক্ষে এ অংশ অপরিহার্য ছিল না। এবং রাজীবের সাজা নাট্যারম্ভেই একটু বেশি পরিমাণে হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী অংশে সুরের দিক থেকে কিছুটা শীর্ষাবরোহণের শিথিলতা এসেছে। অথচ প্রকৃত নাট্যদ্বন্দ্বের দিক থেকে সেখানে ঘটনা শীর্ষমুখী।

উল্লিখিত ত্রুটিগুলির কথা বাদ দিলে এ প্রহসন সুগ্রথিত। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে প্রাথমিক পরিচয় প্রসঙ্গে রতা প্রভৃতির বুড়োর প্রতি ক্রোধ এবং বুড়োর বিয়ে করার উৎসাহের কথা জানিয়েছেন নাট্যকার। দুপক্ষের দ্বন্দ্বের ভূমিকা করেছেন এবং তার রূপও দেখিয়েছেন। কোনো লোকের চরিত্রের অসঙ্গত দৌর্বল্য এবং বাতিক নিয়ে পাড়ার ছেলেদের রঙ্গরসিকতার এ দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে সুপরিচিত। স্বয়ং দীনবন্ধু পদী ময়রাণী প্রসঙ্গে অনুরূপ দৃশ্যের উদ্ভাবন করেছেন নীলদর্পণ নাটকে। বিশেষ করে মুখে ছড়া কেটে ছেলেরা পরিস্থিতিকে বাস্তব ও হাস্যোজ্জ্বল করে তুলেছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ঘটকসংবাদ। ছেলেদের পরিকল্পনামাফিক ঘটনা এগুচ্ছে। বিয়ের সম্ভাবনায় বুড়ো বিহ্বল। রামমণির উপস্থিতি এই দৃশ্যে বুড়োর আনন্দ-স্বপ্ন মাঝে মাঝেই ভেঙে দিয়েছে। যুবকের লোলচর্ম বেরিয়ে পড়েছে। দৃশ্যের শেষভাগে

সর্পদংশন প্রসঙ্গ। এ অংশ অত্যন্ত সরব। হাসির উত্তেজনা আছে তবে তা বাহ্য, প্রক্রিয়াটি দৈহিক। গ্রাম্য গালগল্প থেকেই এ জাতীয় উপাদান সঙ্কলন করেছেন দীনবন্ধু। কিন্তু গল্পকে এই উচ্চহাস্যের আকস্মিক দমক কিছু বাধাগ্রস্ত করেছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের অনেকটা রামমণি গৌরমণির বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বক্তৃতায় গিয়েছে, কিছুটা সুশীল-সংবাদে। বুড়োর আসন্ন বিয়ের কথা বারবার উঠেছে, কিন্তু গল্প এগোয় নি। তবে পেঁচোর মার চরিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। বুড়ো রাজীবের একটা মনস্তাত্ত্বিক জট পেঁচোর মার সূত্র ধরে মনোকূট সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বর সেজে বুড়ো বিয়ে করতে গিয়েছে। কনের কাকার বেশ ধরে একজন বিয়েয় আপত্তি করেছে। আপত্তির ঠোকাঠুকিতে রাজীবের পাগলামোর আরও কিছু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বাসর ঘর। রঙ্গরসিকতায় পূর্ণ। অবশ্য ছেলেগুলি মেয়ে সেজেছে নাটকের পাঠক-দর্শকের কাছে তা জানা বলেই রাজীবের অন্ধতায় একটা উচ্চহাস্য স্তম্ভিত হয়ে থাকে। বৃদ্ধ রাজীব যৌবন স্বপ্নের তুরীয় মার্গে বিচরণ করছে। এ স্বপ্নের মোহাবেশ দৃশ্যের অন্য পাত্র-পাত্রীর চোখে নেই। দর্শক পাঠক-দেরও। তাদের শুধু আসন্ন শীর্ষমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা, যখন নির্মম আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসেছে। কিন্তু ফলশ্রুতি অনেকটা অপ্রত্যাশিত। পাল্কীর মধ্য থেকে কোনো নববধূ বেরুবে না, এ কথা জানা ছিল। কিন্তু শূকরছানা নিয়ে পেঁচোর মা বেরিয়ে আসবে, এটুকু চমক।

নাট্যবস্তুকে কিঞ্চিৎ জটিল করেছে পেঁচোর মা। অথচ সুশীলের মত, গৌরমণির বক্তৃতার মত সে পরিহার্য নয়। পেঁচোর মা আধপাগলা ডোমেদের বুড়ি। রাজীবের সঙ্গে তার বিয়ে হোক এটি তার পাগলামির একটি মুখ্য ভ্রান্তি। পেঁচোর মাকে সবাই পাগল বলে মনে করে। কিন্তু রাজীব তাকে সহ্য করতে পারে না। আসলে রাজীবের চোখে—রক্ষণশীল সমাজের চোখে—তার মত বুড়োর কিশোরী কন্যা বিবাহের বাসনা অস্বাভাবিক অসঙ্গত নয়, পেঁচোর মা বুড়ির রাজীব মুখুজ্জেকে বিয়ে করতে চাওয়াটা ভীষণ পাগলামো। রাজীবের কামনা কতটা ক্লেদাক্ত মনে হতে পারে পেঁচোর মার মধ্যে সেই ছবি দেখে বুড়ো ক্ষেপে ওঠে।

বিয়ে পাগলা বুড়োয় ব্যঙ্গ করত করতে বুড়োর প্রতি আমরা কিঞ্চিৎ করুণা বোধ করি। এই করুণার উৎসে দীনবন্ধুর মহত্তর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

সধবার একাদশী। প্রেরণা। নাট্যকারের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র একটি প্রবন্ধে সধবার একাদশী রচনার সামাজিক প্রেরণার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন,

> "যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া, সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব নীলদর্পণ রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া 'সধবার একাদশী' রচনা করেন। শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছিল, আমার পিতৃদেব সেই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। দুইটি জলীয় পদার্থবিশেষকে একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন ফেনপুঞ্জের আবির্ভাব হয়, শিক্ষিত সমাজের তখন সেই অবস্থা ছিল। কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই তখন স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার তান্ডব নৃত্যে মগ্ন হইয়াছিল। এ চিত্র রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' পুস্তকে কতক দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার 'মধুসূদনের জীবন চরিতে' ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তৎপ্রণীত সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন চরিতে সেই সময়ের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সকল চিত্র অনেকেই অবগত আছেন, এ জন্য তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। মদিরা-রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বদেশ হিতৈষী বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের এক ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হয়েন। তিনি মদ্যপান করিতেন না শুনিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই মদ খেতে শিখিলি না, তোকে আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া?' ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া নিমচাঁদ বলিয়াছে,

'বেটা কলেজের নাম ডোবাইল, মদ খায় না'। শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ দেশানুরাগিগণ সেই সময়ে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

"তদানীন্তন সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিতমণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ 'সধবার একাদশী'।"

মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নিমে দত্তের চরিত্র-পরিকল্পনার ভিত্তিতে রয়েছে বলে সেকালে অনেকে মনে করতেন। দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নাকি বলেছিলেন, "মধু কি কখনও নিম হয়?"

প্রথম প্রকাশ। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। ঐ বৎসর ২৪ নভেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রে এর সমালোচনা হয়েছিল। তাতে বোঝা যায় ঐ তারিখের কিছুদিন আগে নাটকটি বেরিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বই পাওয়া যায় নি বলে আখ্যাপত্রের উল্লেখ করা হল না।

১৮৭০ সালে সধবার একাদশীর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। বর্তমান রচনাবলীতে তাকেই আদর্শরূপে অবলম্বন করা হয়েছে।

সমালোচনা। সধবার একাদশীতে নাট্যকার দীনবন্ধু শিল্পের তাড়নায় জাগ্রত। কোনো সামাজিক ভাবনা এর সৃষ্টিউৎসে সক্রিয় থাকতেও পারে। কিন্তু শিল্পী তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এ নাটকের পরিকল্পনায় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কিঞ্চিৎ অনুসরণ আছে। নব্যপন্থীদের দলবদ্ধ হয়ে মদ্যপান এবং বেশ্যানুরক্তি, অন্তঃপুরিকাদের রসিকতার ধারা—কলকাতার ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতা কোলাহলের মধ্যে 'কাশী' এই একটি নামে শান্তির ইঙ্গিত, মধুসূদনের ক্ষুদ্রপ্রহসনে এ সবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্রভাবে নাট্যায়িত। দীনবন্ধুর হাতে তা-ই বিস্তৃত হয়েছে। এ কি শুধুই অসংযত অতিবিস্তার? এ নাটক কি মাতলামো, বখামো, এবং চরিত্রদুষ্টির বিস্তৃত বিবরণে, পুনরুক্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে? কোনো সমালোচক এরূপ অভিযোগও করেছেন। এর যোগ্য উত্তর দেবার জন্য নাট্যবস্তুর কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সুরাপান নিবারণী সভার কথা তুলে নাটকের পটভূমি তৈরি করেছেন নাট্যকার। এ সভার উপকারিতা নিয়ে নকুলেশ্বর এবং নিমচাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই বিতর্ক প্রবন্ধের মত শুকনো হতে পারতো, কিন্তু নিমচাঁদের কথার প্রগল্‌ভ প্রাচুর্যে সে-আশঙ্কা তিরোহিত। নকুলেশ্বরের তর্কে এবং কাজে বৈপরীত্য ব্যঙ্গোদ্রেক করে। অবশ্য তার ব্যাখ্যাও আছে। মদের দাস হয়ে মদ্যনিবারণের সামাজিক প্রয়োজন সে স্বীকার করে। কিন্তু নিমচাঁদ নির্দ্বিধা। মূর্তিমান জয়পতাকা সে পানাসক্তির। সে-আদর্শকে সব বিরোধিতা মুক্ত করাই তার মিশন। তাই বিস্তর বাগ্‌বিলাস, ছদ্মযুক্তির বহুল বিস্তারে তার পরমোৎসাহ। কতগুলি বখালোকের মাতলামির ছবি পেছনের সুরাপান-নিবারণী আন্দোলনের পটভূমিতে স্থাপিত হওয়ায় একটা ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য এসেছে। উক্ত সমাজ-ভাবনার সঙ্গে একটি অনুচ্চার সংঘাত চলেছে সমবেত লোকগুলির আচরণের। দৃশ্যারম্ভে এরূপ সমাজভূমিকার ইঙ্গিতের পরে অটলের আগমনে কাহিনীর সূত্রপাত। বেশ্যানুরক্ত অটলের

মদ্যাসক্তি এখনও ঘটে নি। সে-বিষয়ে কিছু সঙ্কোচও আছে। কাঞ্চননাম্নী বেশ্যাকে এনে দৃশ্যটিকে আরও রঙ্‌দার করে তুলেছেন নাট্যকার। কিন্তু প্রকৃত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেল কাঞ্চন বিষয়ে অটল নকুল এবং নিমচাঁদের মনোভাবের স্বাতন্ত্র্যে। একই আসরের তিনটি দুশ্চরিত্র ব্যক্তির স্বভাবের মূলে পার্থক্য আছে। এ সত্য আবিষ্কার করতে গেলে মাতালকে মাতাল, দুশ্চরিত্রকে দুশ্চরিত্র বলে জানলে চলে না। মানুষ বলে আবিষ্কার করতে হয়। তার জন্য শিল্পীমনের এক ধরনের তীব্র আলোকপাত দরকার। দীনবন্ধুর তা ছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে পিতা জীবনচন্দ্র এবং আধুনিক সংস্কারপন্থী গোকুলবাবুকে দেখা যায় অটলের স্বভাবসংশোধনের চেষ্টায়। সুরাপান-নিবারণী সভা একটি নামমাত্র নয় এ দৃশ্যে, কতগুলি কাগজে আদর্শ নয়। দুই প্রান্তের সংঘর্ষে এ দৃশ্যটি প্রাণবন্ত। অবশ্য সুযুক্তি ও আদর্শবাদের বিরুদ্ধে নষ্টমনের কটূক্তির সংঘাত। কিন্তু সে-জন্যই বুদ্ধিবাদী বিতর্কের ন্যায় শুষ্ক নয়, উত্তপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অটলের স্ত্রী কুমুদিনী এবং বোন সৌদামিনীর আলাপ। কাঞ্চন-অটলের ঘনিষ্ঠতা কতটা বেড়েছে কি ভীষণ নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে তার বিবরণ পাওয়া গেল। প্রত্যক্ষ ঘটনার স্থানে তার কাহিনী-বিবৃতি অনাট্যিক। কিন্তু এর প্রতিটি প্রসঙ্গই কুমুদিনীর ব্যথার কেন্দ্র। হৃদয়রক্ত মিশ্রিত বলে তা শীতল নয়। কুমুদিনীর চোখ দিয়ে অটলের চরিত্রের অনেকদূর পর্যন্ত দেখিয়েছেন নাট্যকার এই দৃশ্যে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে অটলকাঞ্চন সংবাদ। আগের দৃশ্যে যা ছিল বেদনামিশ্র সংবাদ, এ দৃশ্যে তা ঘটনা। অটলের সব বিকার এবং মত্ত নষ্টামি দৃশ্যটিতে ঘৃণা ও হাসির যুগ্ম সুর বাজিয়েছে। এই দৃশ্যে বিচিত্র বিকৃত চরিত্রের সমাগম ঘটেছে। অটল নিমচাঁদ তো আছেই, কেনারাম ডেপুটি, জামাই ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য বাঙ্গাল। বলা যায় একটা গোটা নরক জেগে উঠেছে। অন্ধকারে গ্লানিতে ব্যাধিতে প্রতিটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। তার মধ্যে আলেয়ার আলোর মত জ্বলছে নিমচাঁদ দত্ত।

তৃতীয় দৃশ্যে অটল কেনারাম গোকুলবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে ঢুকল। মদমত্ত নিমচাঁদ ফুটপাথে বেলেল্লাপনা করছে। রাস্তার বারবিলাসিনী, সার্জেন্ট, বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমাগম ঘটিয়ে বিষয়বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। বৈদিক ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমানের কিছু প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে নিমে দত্তের মাতলামি প্রলাপের মাধ্যমে। নিমচাঁদ তাকে পোড়ামুখ হনুমান বলে সম্বোধন করেছে এবং গালে প্রচন্ড কামড় দিয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্যে গোকুলের বৈঠকখানায় জীবনচন্দ্র, গোকুল, বৈদিক মিলে অটলের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেছে। কেনারাম তাতে কিছু সমর্থন যুগিয়েছে। অবশ্য তার সমর্থনের মূল কথাটা হল নিজেকে ভালো মানুষ বলে প্রচার করা। অটল কিন্তু তখন সব চেষ্টার বাইরে এমন কি ভদ্রসমাজে সব আলোচনারও অযোগ্য।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিমে দত্তর মাতলামি এবং কিছু আত্মবিশ্লেষণ। রামমাণিক্য, নিমে, নকুলে মিলে মাতলামি হল্লা চলেছে, কেনারামকে নিয়ে ডেপুটিগিরির প্রতি ব্যঙ্গ। ঘটনা প্রায় কিছু নেই, চিত্রগুলিও পুনরুক্তি। নিমে দত্তের অন্তর্লোকে দৃষ্টিপাত করায় আরম্ভ অংশটির কিছু মূল্য আছে। অটলের রক্ষিতা কাঞ্চনের আগমনে গল্পের দিক থেকে দৃশ্যের শেষাংশ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কাঞ্চন-অটল প্রসঙ্গ। কাঞ্চন নকুলের বাগানে গিয়েছিল আগের দৃশ্যে— তারই জের। নিমচাঁদের টিটকারী, অটলের আত্মহত্যার নকল চেষ্টা, ভয় পেয়ে অটলকে ত্যাগ করে কাঞ্চনের প্রস্থান, সব মিলে হট্টগোল। এ দৃশ্যেও নিমচাঁদের আত্মগ্লানির চিহ্ন আছে। তবে তা স্বল্পস্থায়ী। প্রধান হয়ে ওঠে নি। কাঞ্চনের প্রস্থানে রুষ্ট অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীর সর্বনাশের ফন্দী আঁটছে।

তৃতীয় দৃশ্যে ভাড়াটে হিজড়ের সাহায্যে অটল কুমুদিনীকে গোকুলবাবুর স্ত্রী ভ্রমে মুখে

কাপড়-চাপা দিয়ে বাইরে এনেছে। রামধনের প্রহারে অটল নিমে দত্ত দুজনেই বেজায় কাবু হয়েছে। অটলের মনের উপরতলে ঘটনার সামান্য প্রভাবও পড়েছিল যেন। মদ ছাড়ার সঙ্কল্পও একবার উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু তা মুহূর্তের। ইয়ার নিমে দত্তকে নিয়ে সে তখুনি বাগানে রওনা হয়ে গেল মদ খেয়ে গায়ের ব্যথা কমাবার জন্য।

নয়দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকটিতে পাঁচদৃশ্যেই নিমে দত্ত এবং অন্যান্যদের মাতলামির হুল্লোড় আছে। বহু লোকের সমাগমে হট্টগোল জমে উঠেছে তিনটি দৃশ্যে। তার মধ্যে দুটি দৃশ্যে আবার একই পাত্রপাত্রীদের নিয়ে। দীনবন্ধু এ জাতীয় দৃশ্য রচনায় দুরূহ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কয়েকবারই। নীলদর্পণে গুদামবন্দী রায়তদের দৃশ্যে, জামাইবারিকে ঘরজামাইদের ব্যারাকের ছবিতে। বর্তমান নাটকে বহু মাতালের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দৃশ্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে সফল রচনা। কিন্তু তাদের পুনরুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মাতাল পরিচয়মাত্র হয়েছে। সুর খুব চড়া নয়। দ্বিতীয় অঙ্কর দ্বিতীয় দৃশ্যে এদের প্রেতমহোৎসব। এর পরে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের আয়োজন শুধুই পুনরাবৃত্তি। পূর্ব দৃশ্যেই মত্ততার পরিমণ্ডলটি যথেষ্ট ব্যাপকভাবে দর্শক-পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত হয়ে যায়। রচনাকৌশলে হয়ত দৃশ্যটি স্বতন্ত্রভাবে উপভোগে বাধা আসে না। কিন্তু শিল্পবিচারে একে বলব নাট্যকারের অসংযম। জমাটি দৃশ্যের পুনরুক্তি। তাছাড়া গোকুলবাবুর বাড়ির সামনে নিমে, রাস্তার বেশ্যা, বাড়ির ঝি, সার্জেন্ট, বৈদিক ব্রাহ্মণের সহযোগে একটি দৃশ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ অংশেরও বিশেষ প্রয়োজন চোখে পড়ে না। নিমচাঁদের মাতলামির এত বেশি ভেতরে এত বিস্তৃতভাবে আগের দৃশ্যে প্রবেশ ঘটেছে যাতে কোনো নূতনতর স্বাদ এর দ্বারা লভ্য নয়। নিমে দত্তের কোনো অজানা হৃদয়াংশ এর দ্বারা আলোকিত হয় নি। সম্ভবত এ জাতীয় পথ-দৃশ্যের চিন্তা দীনবন্ধুর মাথায় এসেছে সমকালীন নক্সাধর্মী অকিঞ্চিৎকর প্রহসনগুলির প্রভাবে। হয়ত মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতার দ্বিতীয় দৃশ্যের দ্বারাও তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। সংস্কৃত প্রহসনেও বেশ্যা, কোটাল, চরিত্রহীন, মদ্যপদের নিয়ে কাহিনীবিশ্লিষ্ট নক্সাধর্মী রঙ্গরস প্রকাশ পেত। প্রথম যুগের বাংলা প্রহসনে সংস্কৃত 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুক-সর্বস্ব' প্রভৃতি রচনার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। 'সধবার একাদশী'তে তার দূরাগত কিছু প্রভাব আছে কি?

প্রকৃতই দীনবন্ধুর একটি মাত্র প্রহসনে ঘনাপিনদ্ধ কাহিনী নেই, প্রচলিত রীতির কাহিনী-ঐক্য নেই। অনেকটা নক্সার লক্ষণ আছে। সধবার একাদশীতে নাট্যকার যে ঐক্যবদ্ধ কাহিনী রচনায় পটু, অপরাপর নাটক ও প্রহসনে তার নিদর্শন আছে। অবশ্য সর্বত্রই মূল কাহিনী পল্লবিত হয়েছে কথায়, ছড়ায়, রঙ্গরসে এবং তার লক্ষ্য কৌতুকসৃষ্টি। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে আঙ্গিকে নক্সারীতি আছে, গল্পবৃত্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হয়ত নূতন রীতিতে unity of action-এর স্থানে unity of impression-এর কোনো স্বতন্ত্র আদর্শ অনুসরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন। নষ্টচরিত্র অটলের নিম্নমুখি সিঁড়ি ধরে নরকনিমজ্জনের এ কাহিনী। নেশামত্ত অপ্রকৃতিস্থতায় পাপ ও বিকারের আরও আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া। পিতার সংশোধন-চেষ্টা, গোকুলের আদর্শবাদ, কুমুদিনীর রূপ রঙ্গ অশ্রু সব বাধা ছিঁড়ে প্রবৃত্তির অন্ধ প্রবাহ, যার নাম অটল, ক্রমে আরও অনিবার্য হয়েছে। ফেরার পথ নেই। শেষ দৃশ্যে একবার মনে হয়েছে হয়ত বদল আসবে। কিন্তু অটল যেখানে আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে গভীর রাত্রি। রক্ষিতা বেশ্যাকে হারিয়ে যামিশাশুড়িকে হিজড়ের সাহায্যে জবরদস্তি ইলোপ করার চেষ্টায় তার আত্মার নিষেধ নেই। এবং ঘটনাচক্রে যখন নিজের স্ত্রীকেই বাড়ির বাইরে আনা হয় তখনও তার চিত্তগ্লানি আত্মাকে দীর্ণ করে না। বিকৃতমনুষ্যত্ব এই জীবের চারপাশে নরকের দগ্ধচিত্ত মত্ত প্রেতের নৃত্য।

সধবার একাদশীকে এ কারণেই শুধু নাট্যচিত্র বলা চলে না, এ নাটক নক্সাসর্বস্ব নয়। দু একটি দৃশ্যে বা অংশে পুনরুক্তি দোষ থাকলেও একটি কাহিনীর ঐক্যসূত্র আছে। প্রচলিত

গল্পের ন্যায় নিটোল নয়—দীনবন্ধু সেরূপ মামুলি গল্প তৈরিতে হাত পাকিয়েছিলেন কিন্তু সে পদ্ধতি মেনে চলতে চান নি এখানে। সম্ভবত নূতন আঙ্গিকের প্রলোভনেই। অভিনব নাট্য-ঐক্য গঠনে তাঁর এই নবরীতি পূর্ণসিদ্ধ না হলেও অংশত সফল।

এ নাটক চরিত্রচিত্রশালা। অটল ধনীর আদুরে গোপাল। মায়ের অন্ধ-আদর এবং পিতার পত্নীভয়ের সুযোগ সে পুরোমাত্রায় নেয়, তার উচ্ছৃঙ্খলতাকে লাগামছাড়া করে তোলে। বিদ্যে এবং বুদ্ধি দুদিকেই তার দৌড় অল্প। ব্যক্তিত্বেও জোর নেই। রুচিবোধ রূপবোধে গভীরতা নেই। নানা ধরনের বিকৃতি তার মধ্যে দানা বেঁধেছে। সর্বাত্মক অপদার্থতার নামই অটল। কিন্তু ধনের গৌরবে তার সামাজিকপ্রতিষ্ঠা। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী কিন্তু বুদ্ধিতে ঝলমল। বেদনায় আর্ত কিন্তু তা অন্তর-গভীরে, রঙ্গ দিয়ে দুঃখকে জয় করার সাধনা আছে। হয়ত সম্পূর্ণ বিজয় ঘটে নি, তাই রঙ্গের অনেকখানি বদলে হয়েছে ধারালো ব্যঙ্গের ছুরি। স্বামী-দেবতার চরণে নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ নেই, গোপনে ভাগ্যের প্রতি দোষারোপে অশ্রুপাত নেই। ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে স্বামীর আচরণের প্রতি স্পষ্ট ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণে, শাশুড়ির আদরের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতে। কাঞ্চন বৈশিষ্টহীন বরাবনিতা। কিন্তু সত্য। মত্ততাজনিত ভাবাবেগও তার নেই। অটলের নেশাগ্রস্ত সোৎসুক উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় তার শীতল মৌন লক্ষ্য করবার মত। ও সব তার জানা শেষ হয়ে গেছে। সব ব্যাপারটাই তার কাছে বাজারের পণ্য। সে গর্বিত, শহরের ধনাঢ্য পুরুষদের হীন লোলপুতার জন্য। কেনারাম ডেপুটির প্রতি তার ব্যবহার স্মরণযোগ্য। সে সতর্কও। অটলের কাছ থেকে বহু অর্থ শোষণ করে চললেও, বিপদের আশঙ্কা দেখা দিতেই সে তাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

বাঙ্গাল রামমাণিক্যের ভাষা-বিকৃতি যে হাস্য বিস্তার করেছে তা দৈহিক। কিন্তু তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যে মানস কৌতুকসৃষ্ট হয়েছে। রামমাণিক্য সভ্য হবার তপস্যা শুরু করেছে। সভ্যতার অন্য নাম কলকাতা। বিক্রমপুরের রামমাণিক্য কলকাতার সব অন্ধকার মনে জড়িয়ে নিমচাঁদ-অটলদের একজন হয়ে উঠে সার্থক হবেই। কিন্তু তার সব পাপাচারের পেছনে একটি নাম লুকিয়ে ছিল। নিমচাঁদের মার খেয়ে ভাগ্যধরীর নাম করে সে চেঁচিয়ে উঠেছে। নিমচাঁদ তাকে 'ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর' অভিধা দিয়েছিল। তা তাৎপর্যপূর্ণ। এ ভাবে মানুষের বাইরের সোচ্চার পরিচয়ের গভীরে অন্যতর চিহ্নের দিকে এক ঝলক আলো ফেলে তাকে একক করে তোলার ক্ষমতা বিশেষ করে দীনবন্ধুর। ভাঙ্গা ভুল ইংরেজি কথার টুকরো বলে ভোলানাথ বিশিষ্ট হয়েছে। মদের লোভে ভিখিরি হয়েছে, মদের আসরে আড্ডার প্রধানদের 'ফাদার ইন ল' বলে সম্বোধন করেছে, নিজের স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা নিয়ে রুচিহীন মন্তব্য করতে ছাড়ে নি। পঙ্কিলতার নিম্নস্তরেই তার বিহার, এবং ইংরেজি কথার তৃণ অবলম্বনে আপন ব্যর্থতা ঢাকার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ঘটিরাম ডেপুটির মধ্য দিয়ে স্বল্পশিক্ষিত বুদ্ধিহীন ডেপুটিশ্রেণীকে, বিচারক হিসাবে তাদের অপদার্থতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কেনারাম অবশ্য ব্যক্তি হিসাবেও সত্য হয়ে উঠেছে। সর্বসংস্কারমুক্ত হবার অতিচেষ্টা তার চরিত্রে একটা দুর্মর সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তার নিজেকে সৎস্বভাব বলে প্রচারের চেষ্টাও লক্ষণীয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মদে বা বেশ্যায় কিঞ্চিৎ লোভ তার আছে বিশেষ করে নিমে দত্তের সামনে সে কতকটা হীনমন্যতা অনুভব করেছে।

কিন্তু সব চরিত্র এমন কি গোটা নাটকই ছাপিয়ে উঠেছে নিমচাঁদ। পরিচয়লিপিতে সে শুধু অটলের ইয়ার। কিন্তু নাটকে সে পাপের উদ্ধত মহিমা এবং পাপভেদী যন্ত্রণা। তার হাস্যে মত্ত প্রগল্‌ভতা তার ভাষায় শিক্ষার শান দেওয়া ব্যঙ্গবিকীরণ। সংলাপে উদ্ভট কল্পনা, ছদ্ম যুক্তিগাম্ভীর্য বিসদৃশ উপমা। অশ্লীলতায় মাতলামিতে সে পুঞ্জীভূত অন্ধকার এবং সে অন্ধকার বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যে জ্বলছে। সেক্সপিয়র-মিলটন তার মদ্যপ্রাণ বখামির সঙ্গী। তার ভাবাবেগ নেই, কাঞ্চনদের কাঞ্চনমূল্যে প্রণয়ের মহিমা সে বোঝে। ডেপুটির প্রতি সম্ভ্রম নেই, উচ্চপদের নীচে অপদার্থতা কত বেশি জমানো সে পুরো জানে। সে আত্মসম্মান হারিয়েছে,

ধনীপুত্রের ইয়ার হয়ে নেশার মদ তাকে জোগাড় করতে হয়। যদিও অন্তরে দূর প্রান্ত থেকে মহিম্ন ব্যক্তিত্বের ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে আসে 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়।' কিন্তু সব উচ্ছৃঙ্খল বিকারের মধ্যেও তার চিত্তকেন্দ্রে একবিন্দু সত্যদৃষ্টি আছে যা নিজেকে ডিঙিয়ে উপরে উঠতে পারে। পাপকে পাপ বলে বুঝতে পারে, তাকে ব্যঙ্গ করতে পারে। সে ব্যঙ্গের কিছু তীর নিজেকেও বেঁধে। আর নিজের পতনের জন্য কয়েক মুহূর্ত ব্যথা পেতে পারে। কিসের তাড়নায় প্রীতি-স্নিগ্ধ জীবন, শান্তির নীড় থেকে সে চ্যুত? সে কি কেনারামের পদ-সাফল্য চেয়েছিল অথবা অটলের ধন-সাফল্য? আজ তা স্পষ্ট করে ভাবতে পারে না নিমচাঁদ, ভাবতে চায় না, প্রয়োজন বোধ করে না। ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। মদ্যাসক্তি তার পতনের কারণ বা মদেই তার মুক্তি?

হাস্য ও ট্র্যাজেডির দুই রাজ্য যে প্রতিবেশি নিমে দত্তের চরিত্র সে ইঙ্গিত দেয় এবং শুধু এই মানুষের জন্য সধবার একাদশীর সব শিল্পচ্যুতি ভুলে থাকা যায়।

লীলাবতী। প্রথম প্রকাশ। ১৮৬৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর নাটকটি প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় এরূপ উল্লেখ আছে। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এখানে দেওয়া হল।

> লীলাবতী নাটক| শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত| "পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ| অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥" রঘুবংশ| কলিকাতা| ১১।১ বেচু চাটুয্যের স্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্র| শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত| সন ১২৭৪ সাল|

পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৯২। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাসকে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল। নাট্যকারের জীবনকালে আরও একটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। বর্তমান রচনাবলীতে মূলত দ্বিতীয় সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য। লীলাবতী নাটকের চরিত্রগুলি প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর প্রতিভার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিম অনেক কথা বলেছেন। তার উল্লেখ আগে করেছি। লীলাবতী সম্পর্কে বিশেষভাবে যে মন্তব্য তিনি করেছিলেন তা উদ্ধৃত হল।

> "'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়।"

সমালোচনা। নাট্যকারের প্রতিভার সর্বোত্তম পর্যায়ে লীলাবতী রচিত। এই পর্বে লেখা অপর তিনটি নাটকই হাস্যাশ্রয়ী, একমাত্র সিরিয়াস লেখা লীলাবতী। গম্ভীর রসের তিনটি নাটকের মধ্যে একমাত্র লীলাবতীতে বর্তমান জীবন অবলম্বিত। এবং হাস্য ও ব্যঙ্গ এ নাটকের গম্ভীররসের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ। এর আগে গম্ভীর নাটকে দেখেছি হাস্যপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ। যেমন নবীন তপস্বিনীতে। অথবা গম্ভীর প্রসঙ্গ নির্বাসিত। শুদ্ধ ব্যঙ্গ ও হাস্যের মহোৎসব। নিদর্শন বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, জামাইবারিক। লীলাবতীতে এই দুই ধারা মেলাবার চেষ্টা হয়েছে। ঘটনার জাল ফেলে সে মিশ্রণচেষ্টা অংশত সফলও হয়েছে।

লীলাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে নাট্যোচিত দ্বন্দ্ব, জটিলতা এবং বিস্তার লাভ করেছে। জমিদার হরবিলাস কন্যা লীলাবতীকে কুলীন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। নদেরচাঁদের কৌলীন্য তাকে প্রলুব্ধ করেছে। সব দিক দিয়ে পাত্র অযোগ্য। তা ছাড়া ললিত-লীলাবতীর মধ্যে বাল্যাবধি প্রণয়। এইভাবে লীলাবতী-ললিতের প্রণয় প্রসঙ্গ একদিকে, নদেরচাঁদের নেশাখুরির আড্ডা অন্যদিকে। মূল ঘটনার পাশে একটি ব্যাপকতর সামাজিক

সংঘাতের পরিমণ্ডল রচিত। নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের নূতন আদর্শবাদ ও জীবনদৃষ্টির সঙ্গে স্বভাবভ্রষ্ট শিক্ষাহীন নেশাসম্বল সম্প্রদায়ের সংঘাত। ব্রাহ্ম ধর্মের কথাও দু একবার এসেছে। তবে তা একটা সংস্কারমুক্ত আদর্শবাদের প্রতীকরূপে, রীতিমত ধর্মভাবনা নাট্যমধ্যে স্থান পায় নি। এ দ্বন্দ্বের একটা রূপ সধবার একাদশীতে দেখেছি। বর্তমান নাটকে লীলাবতীর বিবাহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উক্ত দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গ শুধুমাত্র সামাজিক পটভূমি হয়ে থাকে নি, গল্পের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রভাব প্রসারিত করেছে। কাহিনীঘটিত জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে একটি উপপ্রসঙ্গের আমদানিতে। লীলার বড় ভাই অরবিন্দ বারো বছর বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। নাট্যকাহিনীতে এই বিষয় কিছু কৌতূহলের সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু হরবিলাসের এক হারানো কন্যার কথা নিয়ে ঘটনার মধ্যে আরও কিছু জটিলতা আনার চেষ্টা চলেছে।

এই সূত্রগুলির মধ্যে দীনবন্ধুর সামর্থ্য এবং তার সীমা দুইই প্রকট হয়েছে। লীলাবতী ও ললিতের প্রণয় যে পর্যন্ত এদের প্রত্যক্ষ আলাপের দ্বারা প্রকাশ করা হয় নি, পরোক্ষ উল্লেখে-ইঙ্গিতে জানা গিয়েছে তাকে অন্তত অসত্য মনে হয় নি। কিন্তু দীনবন্ধু নাট্যঘটনার এই একটি প্রধান বিন্দুকে শুধু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। কিন্তু তরুণ তরুণীর প্রণয়াবেগ যে ভাষার আশ্রয়ে সৌরভ সঞ্চার করতে পারে দীনবন্ধুর তা আয়ত্ত ছিল না। এবং এ জাতীয় পাত্রপাত্রীও কখনই ছিল না নাট্যকারের মনের মানুষ। আবার লীলা-ললিতের কাব্যসংলাপ ভাষার যাদুতে রোমান্টিক মাধুর্যে পূর্ণ হলেও প্রশংসনীয় হত না কারণ তা ঘটনা-অসম্পৃক্ত, নাট্যবস্তুতে কাব্যজলাভূমির দুর্বলতা। কিন্তু যখনই অনুরূপ কল্পনা করতে হয়েছে দীনবন্ধু বারবার এই পথেই চলেছেন। নবীন তপস্বিনীতে বিজয়-কামিনীকে কবিতায় কথা বলতে দিয়েছেন তিনি। কমলেকামিনীতে শিখণ্ডীবাহন-রণকল্যাণীকে দিয়ে রাসলীলার অভিনয় করিয়েছেন। শুধু প্রণয়ব্যাপারে নয়, গভীর দুঃখেও—যেমন বিন্দুমাধবের দীর্ঘ সংলাপে কবিতা প্রযুক্ত। প্রেম বা শোকের মত গভীর ভাবাবেগ, এমনকি বীর্যও—যেমন কমলেকামিনীতে—প্রকাশের জন্য নাট্যকার এমন ভাষা খুঁজেছেন যা প্রত্যহের গদ্য নয়। যদিও অতীতাশ্রয়ী রচনায় তা সহনীয় হয়ে উঠতে পারে, বর্তমানের নাটকে তা অবশ্য পরিহার্য।

নাটকের যে পিঠে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের গুলির আড্ডার কথা, ভোলানাথের মদের আসর সেখানে দীনবন্ধুর স্রষ্টামন স্বভাবগুণে উত্তেজিত। তাঁর নষ্টচরিত্রের যেন তুবড়ি, আগুনের ফুলকি, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-অশ্লীলবিকার থেকে তার উৎপত্তি এবং সে সব প্রবৃত্তির দাহ লক্ষ্যভেদে, অপরাপর পাত্রপাত্রীকে আহত করতে অব্যর্থ। শ্রীনাথ-ললিত-সিদ্ধেশ্বরদের সঙ্গে এদের সংঘাতের চিত্রটিও বক্তৃতাবিতর্কসর্বস্ব নয়। নির্মমব্যঙ্গে শ্রীনাথেরা শত্রুপক্ষকে আঘাত করেছে, ধর্মকথা শোনায় নি। সুযোগ পেলে (যেমন মেয়ে-দেখার সময়ে) তাদের নাকালের একশেষ করেছে। অবশ্য ভোলানাথের বৈঠকখানায় মাতলামির দৃশ্যটিতে আপনার পুরনো কীর্তির (সধবার একাদশীর উল্লেখ্য একাধিক দৃশ্যের) চারপাশেই পরিক্রমা করেছেন দীনবন্ধু। এ অংশের দৃশ্যমূল্য থাকতে পারে, চরিত্রের গভীরে আলোকপাতের ক্ষমতা নেই। গোটা নাট্যব্যাপারের দিক থেকে এ দৃশ্য কিছু অপরিহার্যও ছিল না।

আসলে এ নাটকের রঙ্গরস ব্যঙ্গমিশ্র এবং উদ্দাম হয়ে উঠেছে মেয়ে-দেখার দৃশ্যে। হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য নানা দিক থেকেই লক্ষ্য করবার মত। এদের ঐক্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের মত সূক্ষ্মদৃষ্টি দীনবন্ধুর ছিল। নদেরচাঁদে শুধুই ইতরামো, অশিক্ষাগ্রস্ত হীনতা, মূর্খতা, ক্লেদকলুষ ভাষা এবং মিথ্যা বংশগৌরব আর হেমচাঁদে তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিধা। ভ্রাতৃবরের কথায় ও কাজে মনুষ্যোচিত কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে আত্মসম্মানের, অহংবোধের দ্বন্দ্ব চলেছে তার মধ্যে।

হাস্য সৃজনে দীনবন্ধু ভগবানের মত—চরিত্রবৈচিত্র্য এবং ঘটনাসন্ধিপরিকল্পনার প্রাচুর্য যেন অশেষ। সমাজপ্রধান লম্পট পুরনারীদের চাতুর্যে লাঞ্ছিত হয় (নবীন তপস্বিনী), বিবাহ-

বাতিকগ্রস্ত বুড়োকে যুবক হবার খেসারত দিতে হয় (বিয়ে পাগলা বুড়ো)। কখনও তিনি আঁকেন মাতলামি বেশ্যাসক্তির বিবিধ বিকৃতির চিত্র (সধবার একাদশী), কখনও ঘরজামাইদের দঙ্গলের বানরনাচের আসর জমে ওঠে (জামাই-বারিক), আবার গুলিখোর ইতরের কৌলিন্যগর্বে মেয়ে দেখার ছবিও আছে (লীলাবতী)। আর হাস্যকেন্দ্রিক বিচিত্রস্বভাব নরনারীদের যেন সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা। গোপী, তোরাপ, রোগ-উড, হাজতবন্দী রায়তের দল, জলধর, গুরুপুত্র, নিমচাঁদ, অটল, বাঙ্গাল মাতাল, ভোলা, ঘটিরাম ডেপুটি, রাজীব, রতা ও তার সহকারীর দল, ব্যারাকবন্দী ঘরজামাইয়ের গোষ্ঠী, পদ্মলোচন, অভয়, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, ভোলানাথ। মেয়েদের তালিকাটিও কম নয়। আদুরি, পদীময়রানী, মল্লিকা, মালতি, জগদম্বা, কাঞ্চন, সৌদামিনী, কামিনী, পাঁচী, হাবার মা, ভবী ময়রানী, বগলা, বিন্দু, পেঁচোর মা, রামমণি, সুরবালা। দীনবন্ধুর তৈরি এই হাসির জগত সম্বন্ধে বলা যায়, 'Here is God's plenty'. প্রত্যেকটি নরনারী এক একটি স্বতন্ত্র মুখশ্রী।

লীলাবতী নাটকে অনেক চরিত্রই মোটামুটি সফল। ভোলানাথ কৌলিন্যগর্বিত, ভাগ্নের অপমানে রুষ্ট, পুরনো জীবনের লোভলোলুপতার টুকরো স্মৃতিতে মাঝে মাঝে চঞ্চল, মদের মুখেও সামান্যত অভিজাত এবং নূতন পত্নীর কিছু প্রেমে কিছু শ্রদ্ধায় অনেকটা অবিচল। নদেরচাঁদের বিকৃতি বহুমুখি। তরুণী রমণী বিষয়ে অশ্লীল কথা বলার (বিশেষ করে তাদের সাক্ষাতে) এক ধরনের অশুচি তৃপ্তিবোধ তার ইতরতার বৈশিষ্ট্য। মামী, ভ্রাতৃবধূ বা ভাবীবধূ সম্বন্ধে সে সমান হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং এ-জাতীয় আচরণের জন্য কিঞ্চিৎ গর্বিতও। হেমচাঁদের চরিত্রে আরও গভীর দৃষ্টিপাতের চিহ্ন আছে। তার পাপাচার সোচ্চার হলেও প্রেমের ক্ষীণ-প্রবাহ ফল্গুর মত প্রথম দৃশ্য থেকেই বয়ে চলেছে। সূক্ষ্ম থেকে তা মুখ্য হয়েছে। হেমচাঁদের চরিত্রে প্রেমকে পাপের উপরে জয়ী করেছেন। অথচ নাট্যধর্ম-অনুগামীই থেকেছেন দীনবন্ধু। আত্মবিশ্লেষণের উপন্যাসোচিত পদ্ধতির অনুসরণ করতে হয় নি। ঘটনার মুখে ইঙ্গিতেই সে-পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ললিতের চরিত্রে ক্বচিৎ চাঞ্চল্য দেখা গেলেও ভালোমানুষীই প্রধান। যতটা গুণবান ততটা সে বইয়ের নায়ক, পাঠক-দর্শকের চিত্তলোকের নয়। লীলা অবশ্য প্রণয়পাত্রীরূপে ছদ্মকাব্য-রাজ্যের, অন্যত্র নয়। সেখানে সে চটুল, তরল, কখনও উচ্চহাস্যমুখর। শারদাও সুঅঙ্কিত। দুঃখবহনে এবং দুঃখজয়ের সাধনায় তার ব্যক্তিত্বের বল দৃষ্টিলোভন।

হরবিলাস এবং শ্রীনাথের চরিত্র উল্লেখযোগ্য হয়েছে বিপরীত ধর্মের মিশ্রণে। হরবিলাস আধুনিক শিক্ষার সুফলে বিশ্বাসী কিন্তু কুলীন পাত্রের সন্ধানে চিন্তাবুদ্ধি বর্জিত। আবার প্রগতিচিন্তা ও সুস্থবুদ্ধির মানুষ শ্রীনাথ নদেরচাঁদদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করে কিন্তু মদের আসরে তাদেরই সহগামী। এই বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি বোঝেন একমাত্র মানবজীবনেই এমন পরমাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব। এখানেই দীনবন্ধুর অপক্ষপাত শিল্প-দৃষ্টির জয়।

নাটকটির সমাপ্তি কিন্তু একাধিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে জটিলতার মাত্রা ছাড়িয়েছে। অরবিন্দবেশী ব্রহ্মচারীর আগমন ও পরিবারে স্বীকৃতি লাভের পরেই আসল অরবিন্দের আবির্ভাব, ললিতের গৃহত্যাগ এবং পুনরাবির্ভাব, হরবিলাসের বহুদিনের হারানো কন্যা ফিরে পাওয়া, পুলিস প্রভৃতি নিয়ে ঘটনার মহাকোলাহল সৃষ্ট হয়েছে। এর অনেকটাই কি অকারণ নয়?

আসলে যাকে মুখ্যত ব্যঙ্গবিদ্ধ করা যায় না, এমন গভীরগম্ভীর সমাজসমস্যার খোঁজ পান নি দীনবন্ধু। হয় তো কৌতুকদৃষ্টির প্রভাবেই তা ধরা পড়ে নি; দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই হাস্যের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই লীলাবতীতে সুনির্দিষ্ট এবং সত্য ও সিরিয়াস সমাজ-সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে নি। কতগুলি মামুলি প্রসঙ্গ নিয়ে খাঁটি নাটক তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছে।

জামাইবারিক। প্রথম প্রকাশ। ১৮৭২ সালের ২০ মার্চ নাটকটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি দেওয়া হল।

জামাই বারিক| প্রহসন| শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত| "Of all the blessings on earth the best is a good wife; A bad one is the bitterest curse of human life." কলিকাতা| নূতন সংস্কৃত যন্ত্র| সংবৎ ১৯২৯|

পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৮। শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসুকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়। নাট্যকারের জীবনকালে একটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। বর্তমান রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণ অবলম্বিত হয়েছে।

শোনা যায় কলকাতার কোনো পরিবারের ঘরজামাই রাখার রীতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই নাটকে।

রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে কিভাবে চুরি করে এ নাটক পড়েছিলেন তার কৌতুককর কাহিনী 'জীবনস্মৃতি'তে বিবৃত করেছেন।

সমালোচনা। জামাই বারিকে গল্পটি সুগ্রথিত। গর্বিতা স্ত্রী কামিনীর দ্বারা অপমানিত ঘরজামাই অভয় দেশত্যাগী হয়েছে। কামিনী অনুতপ্ত হয়েছে এবং বৃন্দাবনে বোষ্টমী সেজে অভয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে। কিন্তু গল্পের নিটোল বন্ধনের চেয়েও অনেক বেশি উল্লেখ্য এ নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে পল্লবিত হয়ে ওঠা প্রচুর কৌতুক। বলা যায় এ-রচনার প্রতিটি দৃশ্যে হাসির বারুদ। তা ব্যঙ্গাশ্রয়ী এবং ব্যঙ্গাতিক্রমী।

কাহিনীটি সমাজব্যঙ্গমূলক। কুলীন ঘরজামাই রাখার প্রথা ধিক্কৃত হয়েছে, বহুবিবাহ-রীতিও বিদ্রুপাহত হয়েছে। সেকালে সমাজসমালোচনা হিসেবে এর কিছু মূল্য হয়ত ছিল আজ আর নেই। কিন্তু সেকালে এবং একালেও রসিকপাঠকের কাছে এর রসস্রোত অবারিত। দীনবন্ধু ভাষায় চরিত্রে এবং ঘটনাসন্ধিতে মুহুর্মুহু হাস্যের বিপুল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন এ রচনায়। এর আঘাতে আর ধার নেই, কিন্তু হাসির ঔজ্জ্বল্যে মরচে ধরে নি।

প্রথম দৃশ্যে বিজয়বল্লভের ঘরজামাই রাখার রীতিবিষয়ে দু একটি কথা, বিশেষ করে ঘরজামাই অভয়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অপমান বোধ হওয়ায় শ্বশুরালয় ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। নাট্যারম্ভেই মূল কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু সেটুকুতে সীমাবদ্ধ নয় এ-দৃশ্য। পদ্ম-লোচনের ভাষার তূণীর থেকে সহস্রধারে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গতীরে বিজয়বল্লভের ন্যায় অভব্য ধনীরা আহত হয়েছে। সে কারণেই দৃশ্যটির আশ্চর্য স্বাদ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মূল কাহিনীর অনুসরণ। অভয়ের শ্বশুরবাড়ি ত্যাগের বিবরণ। সচরাচর বিবরণ নাট্যরসের পক্ষে অনুপযুক্ত, ঘটনার প্রত্যক্ষতা এখানে নেই, আছে মৃত ঘটনার উদ্গীরণ। কিন্তু এ দৃশ্যে রঙ্গরসিকতায় ছড়া আবৃত্তি নৃত্যে হাবার মা ভবী ময়রানীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যে কামিনীর স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার সহযোগে পুরনো ঘটনার একটা হাস্যমুখর ভাষ্য পাওয়া গেছে। মূল প্রসঙ্গে অপমানের যে কাঁটা ছিল তা হাসির তোড়ে প্রায় ভেসে গিয়েছে। বাঙালি অন্তঃপুরের এ জাতীয় রসে মসগুল ছবি দীনবন্ধু বারবারই এঁকেছেন। ভারহীন জীবন-উৎস থেকে যেন শতধারায় উৎসারিত একটা রঙিন ফোয়ারার মত। কিন্তু মেজদিদির আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ চকিতে সে রসস্রোতকে স্তব্ধ করে দেয়। হাস্যকলরবে একটি আকস্মিক কান্নার আর্তরব উঠেই আবার কৌতুকবন্যায় তা ভেসে গিয়েছে। নাট্যকার অবশ্য ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে এই প্রসঙ্গটিকে স্থায়ী হতে দেন নি। কিন্তু বিচিত্র মজা ও ঠাট্টার মাঝখানে এ সংবাদ মর্মভেদ করেছে। গোটা নাটকের হাস্যের প্রাচুর্য ভেদ করে এই বেদনাবিন্দু আবিষ্কার দীনবন্ধুর জীবন-চেতনা যে কত অভ্রান্ত তার প্রমাণ দেয়। এ কারণেই তাঁর কৌতুকনাট্যগুলি ঠিক প্রহসন নয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অভয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা। বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত সে করল। অবশ্য আরও নানা তাগিদ ছিল।

চুয়াল্লিশ

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জামাই বারিকের ছবি। মূল ঘটনার দিক থেকে কিছু বেশি পল্লবিত। কিন্তু কৌতুক নাট্যে দীনবন্ধু এই নূতন ভঙ্গীটিকে কাজে লাগিয়েছেন কাহিনীর সঙ্গে কৌতুকচরিত্রের মিশ্রণে। অভয়-কাহিনীর গল্পের চেয়েও এ নাটকটি অনেক বেশি উপভোগ্য। গল্পের সূত্রে বন্ধ থেকেও তার নিবিড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নানা রসপ্রসঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়েই হাস্যরসের নাটক হিসেবে অভিনব সাফল্য দীনবন্ধুর নাটকগুলির। তুলনায় অভয়-কামিনীর বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের কাহিনীটি মামুলি; কিন্তু নাটকটি মামুলি নয়। কারণ এই জামাই বারিকের ছবি, কারণ অন্তঃপুরের মেয়েদের কৌতুককলরব। জামাই বারিকটি অবশ্য অভয়-কামিনীর কাহিনীর অভ্যন্তর বিষয় না হলেও পরিমণ্ডল হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বতন্ত্রধরনের ছবি হলেও নীলদর্পণের গুদামে বন্ধ রায়তদের সঙ্গে এর সামান্য মিল আছে। সমশ্রেণীভুক্ত মানুষদের গোষ্ঠীবন্ধ চিত্ররচনায় দীনবন্ধুর উৎসাহ এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। নাট্যশিল্পের দিক থেকে এ একটি দুরূহ সাধনা। কিন্তু নাট্যকার স্বেচ্ছাবৃত এই কঠিন পরীক্ষায় সহজেই অত্যুচ্চ সিদ্ধি পেয়েছেন। জামাইদের শ্রেণীঘটিত একটি পরিচয় গোটা দৃশ্য জুড়ে স্পষ্ট। তারা দরিদ্র, জীবনযুদ্ধে জয়লাভের পাথেয় নেই, ঘরজামাই থাকবার অপমান সূক্ষ্মভাবে তাদের ভেতরে বিঁধছে। কিন্তু সে-অপমানবোধ কখনই প্রধান হয়ে উঠছে না। তারা নেশা করে গাঁজা গুলি চরস। মাপা খাবার হলেও গুণে হেয় নয়। এমন কি নেশার মুখে প্রয়োজনীয় বাড়তি দুধও মেলে। পত্নীদের সম্পর্কে প্রীতি বা স্নেহ নেই, থাকবার কথাও নয়। আক্রোশ আছে, ঘৃণা আছে, অন্তঃপুরে যাবার বাসনা তীব্র তা শুধু দেহলিপ্সায়। হাস্য-কৌতুকে গানে রঙ্গ-রসিকতায় তারা অবসর কাটায় এবং গোটা জীবনই তাদের অর্থহীন এক বিলম্বিত অবকাশ। নিজেদের অবস্থা নিয়ে নিজেদের ব্যঙ্গ করতে তাদের দ্বিধা নেই। সব মিলে তারা একটা সমধর্মী গোষ্ঠী। অনেক হাসি মজা নেশা ব্যর্থতার চাপা অপমান নিয়ে তারা কিঞ্চিৎ জটিলও। তার মধ্যে আবার দু একজনের স্বভাবে কিছু স্বাতন্ত্র্যের খোঁজও নাট্যকার পেয়েছেন। পঞ্চম জামাইয়ের একটু সাহিত্যচর্চার বাতিক আছে, অবশ্য তার বিদ্যে-বুদ্ধি মত। তার কথকতা করবার রীতিও যতই হাস্যকর হোক এদিকেই ইঙ্গিত করে। তৃতীয় জামাইয়ের অতিমাত্রায় পত্নীমিলনাকাঙ্ক্ষা তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। ষষ্ঠ জামাই এক মাণিক-পীরের গানেই বাজিমাৎ করেছে। প্রথম জামাইয়ের বৈশিষ্ট্য তার খাবারের প্রতি বিশেষ আগ্রহে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যঘটনার ক্লাইম্যাক্স। লঘুসুরে দৃশ্যের সূত্রপাত, কামিনীর গন্ধবাতিক এবং স্বামীর প্রতি অবহেলার মনোভাব নিয়ে। তার গানে কিঞ্চিৎ ভেতরের বেদনার স্পর্শ আছে—বলা যায় ব্যথার সুরে শুরু হয়ে ('কেন বা বাঁধিনু চুল' ইত্যাদি) ব্যঙ্গের উচ্চহাস্যে শেষ হয়েছে। দৃশ্যটিতে অভয়-কামিনীর দ্বন্দ্ব লঘুসুরে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু গম্ভীর সুরে তার শেষ। অভয় মর্মান্তিক অপমানিত হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। কামিনীর স্বগত সংলাপে যতটা তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে শেষ উক্তিতে ('তবে আমাকে একখানা ক্ষুর এনে দেও, আমি মেজদিদির মত করি')। আবার সেই মেজদিদির কথা। হাসির নাটকে একটি রক্তজমাট অশ্রুবিন্দু।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে ঘটনাবৃত্ত সঙ্কুচিত হয়ে ঘাটে ভিড়েছে। বৃন্দাবন-বাসী অভয়ের সঙ্গে জনৈক বৈষ্ণব দুহিতার কণ্ঠি বদল হয়েছে এবং তার মধ্যে কামিনীকে বদলে যাওয়া প্রেমময়ী পত্নীকে ফিরে পেয়ে সে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছে। নাটকের উপসংহার অংশ নীরস নয়, তবে হাস্যরসের ধারা তুলনামূলকভাবে অনেক ক্ষীণ। অভয় পদ্মলোচনের আলাপের ভাষায়, ময়রাণীর রসিকতায় তার নিদর্শন থাকলেও, ঘরে বাইরে ব্যঙ্গ-কৌতুকের যে মহোৎসব আগে পর্যন্ত চলেছে তার কাছে এ একান্ত স্বল্পবর্ণ।

নাটকের উপকাহিনীটি পদ্মলোচন-বিন্দুবাসিনী-বগলাকে নিয়ে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের শেষ পর্বে ভবানন্দের দুই স্ত্রীসহ জীবনযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গপূর্ণ ছবি আছে। সে-বর্ণনা থেকে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল।

পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লইতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটাপিটে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

দীনবন্ধু কোন আদর্শের উপরে মক্স করেছেন এর দ্বারা তার পরিচয় মেলে। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছবিটিকে আরও তীব্র করে তুলতে নাট্যকারকে সাহায্য করে থাকবে। দুটি দৃশ্যে বগলা-বিন্দুর স্বামীর অধিকার নিয়ে কলহ, পদ্মলোচনের উপরে অত্যাচারের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। স্বামীর দেহার্ধে অসপত্ন অধিকার স্থাপন, রাত্রে চোরের দুরবস্থা প্রভৃতি ঘটনা-সন্ধির পরিকল্পনায় দীনবন্ধু উদ্ভট ও ব্যঙ্গে জড়ানো এক ধরনের কল্পনাশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। পদ্মলোচনের নিরুত্তাপ আত্মসমর্পণ, মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার ক্ষীণ জৈব প্রচেষ্টা এবং কচিৎ কৌতুককর মন্তব্যের দ্বারা দুপক্ষের ক্রোধবৃদ্ধি (অথচ সেরূপ মন্তব্য না করেও সে পারেনি এবং খাঁটি কৌতুকপ্রাণ চরিত্রের এ-ই পরিচয়)। উপকাহিনীটি মূল উপাখ্যানের পরিপূরক। অভয়ের দুর্ভাগ্য পৌরুষহীন ঘরজামাই বৃত্তি গ্রহণে—নিজের গৃহে দুই পত্নী পোষার পৌরুষ নিয়ে পদ্মলোচনের দুরবস্থা কি তার চেয়ে বেশি নয়? তাছাড়া চতুর্থ বা শেষ অঙ্কে পদ্ম-লোচন ও অভয়ের বৃন্দাবনে আশ্রয় নেওয়ায় মূল ও পার্শ্ব-কাহিনী একাকার হয়েছে।

জামাই বারিকের মুখ্যচরিত্র তিনটি। অভয়, কামিনী, পদ্মলোচন (একটু আগেই তার কথা বলা হয়েছে)। অভয় কাহিনীর নায়ক এবং প্রণয়নায়ক রূপে তাকে চিত্রিত করার সম্ভাবনা ছিল। দীনবন্ধু সে-সব সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। কৌতুক কাহিনীর মুখ্যপাত্র মামুলি রোমান্টিক গল্পের নায়কের অনুরূপ হলে রসচ্যুতি ঘটতই। অভয় পৃথক ধরনের নায়ক। জামাই বারিকের জামাইদের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। তার অপমানবোধ তীক্ষ্ণ। তাদের মত অপদার্থও সে নয়। তবে সে দরিদ্র। গৃহে খাদ্যের সংস্থান নেই এবং গুলির অভ্যাসটিও পাকা রকমের। কামিনীর গর্বোদ্ধত অপমানে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সব সত্ত্বেও কামিনীর প্রতি সে আসক্ত। তার পৌরুষ এবং তার আসক্তি (যা প্রায় স্ত্রৈণতার কাছে) মিশে স্বল্পবিকার-জড়িত একটা বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসেছে তার চরিত্রে এবং তা কৌতুকস্পৃষ্টও বটে। প্রণয়-কাহিনীর নায়ক হয়েও অভয় ললিত নয়, বিজয় বা শিখণ্ডিবাহন তো নয়ই। কামিনী নামে নবীনতপস্বিনীর নায়িকার মত হলেও স্বভাবে একেবারে ভিন্ন। লীলাবতীর চেয়েও সে জীবন্ত। কারণ কিঞ্চিৎ চরিত্রবিকার। পিতার অর্থ এবং ঘরজামাইদের দুর্দশার পরিমণ্ডলে সে বড় হয়েছে। একটা তীব্র অহঙ্কার এবং নিজ স্বামীসহ তাবৎ ঘরজামাইগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা তাকে উদ্ধত করেছে। তার কৌতুক, তার সরস আলাপ ভবী ব্য হাবার মার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতার পেছনে এই গর্বোদ্ধত মনোভাব লক্ষ্য করবার মত এবং মুখ্যত স্বামীর সঙ্গে আচরণেই তার আত্মপ্রকাশ। কারণ তার আত্মসম্মানবোধ বড় তীক্ষ্ণ এবং ঘরজামাই স্বামীর পরাধীনতা দীনতা ও ক্ষুদ্রতায় সেই আত্মসম্মানের হনন চলছে প্রতি মুহূর্তে। অভয়ের প্রতি নিষ্ঠুরতার পেছনে

এই মনোভাব সক্রিয়। স্বামীকে স্বতন্ত্র বীর্যবন্ত দেখার একটা গুপ্ত কামনা থেকেই এই বিপরীত ভাবের জন্ম। এবং এখানেই তার প্রণয়ের বীজ ছিল সুপ্ত। একাধিকবার মেজ-দিদির কথা সে বলেছে। মুখে নদির মত স্বামীকে 'নাতি' মারতে চেয়েছে, মনের-না-জানা গভীরে মেজদিদির মত আত্মদানেও যেন বাধা নেই। অভয় প্রথমবার চলে যাওয়ায় তার অহঙ্কারে লেগেছে, কিন্তু আরও বেশি লাগছিল অভয় যে শেষ পর্যন্ত আপন কঠিন প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকবে না সেই পৌরুষমর্যাদাহীন অবস্থার কথা ভেবে। দ্বিতীয়বারে অভয় যখন চোখের জল ফেলে চলে গেল এবং আর ফিরে এল না, কামিনীর মনের বাঁকা গ্রন্থিটি ছিন্ন হল। তখন সে বিরহব্যাকুল পূর্ণ রমণীত্বে জাগ্রত। তার পরবর্তী ইতিহাস স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল। তবে পূর্বভাগের ঔজ্জ্বল্য সেখানে আর নেই।

কমলে কামিনী। প্রথম প্রকাশ। কমলে কামিনী দীনবন্ধুর শেষ নাটক। মৃত্যুশয্যায় নাটকটি লেখা এবং মৃত্যুর দু মাস আগে প্রকাশিত ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ সালে। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এখানে দেওয়া হল।

> কমলে কামিনী নাটক| শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত| *Dun.* Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo? *Sold.* Yes: as sparrows, eagles; or the hare, the lion. *Macbeth.* কলিকাতা| নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৮০| ১৮৭৩| মূল্য ১, এক টাকা মাত্র|

পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৩৬। এই নাটকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন,

> "দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।"

রোগক্রান্ত মন ও জর্জর দেহ নিয়ে দীনবন্ধু কমলে কামিনী লিখলেন। নাটকটিতে ক্ষয়ীভূত সৃজনক্ষমতার চিহ্ন আছে। তবে অব্যবহিত পূর্বেই তিনি তাঁর নাট্যজীবনের শীর্ষে উন্নীত ছিলেন তার পরিচয়ও এতে নেই এমন নয়। মানস অবক্ষয়ের প্রথম প্রমাণ আপন সাফল্যের ভূমি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণে। ব্যঙ্গকৌতুকের নিজস্ব জগত ছেড়ে 'নবীনতপস্বিনী'র পুনরুক্তি বেছে নেওয়ায়। আর পরিণত নাট্যবোধের নিদর্শন আছে এই রোগশীর্ণ রচনায়ও। নবীনতপস্বিনীকে পুনরাবৃত্ত করতে গিয়েও নাট্যকার তার নানা দুর্বলতা দূর করতে চেয়েছেন। নাট্যগুণ ঘটিত নানাবিধ উন্নয়নবিধানের চেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু আপনার নাট্যপ্রতিভার মূল ব্যাধি দূর করা ছিল সাধ্যাতীত, বিশেষ করে মৃত্যুর দ্বারে এসে।

নবীনতপস্বিনীতে অতীত চর্চায় পুরাতন দেশকালের রঙ্ একেবারেই ছিল না। মণিপুর-কাছাড়-ব্রহ্মদেশের ছদ্মবিবরণ এনে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বর্ণসম্পাতের চেষ্টা হয়েছে কমলে কামিনীতে। তাছাড়া একটা রীতিমত রাজকীয় সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। দুটি পুরোদস্তুর সেনাপতি, তার উপরে একটি ততোধিক বীর সহকারী, প্রচুর বীররসাত্মক বক্তৃতা এবং পয়ার ছন্দে আস্ফালন এ নাটকে আছে। দীনবন্ধুর রচনায় এই সব ব্যাপারটাই অভিনব। এমন কি নবীনতপস্বিনীতে সমজাতীয় প্রণয়কাহিনী থাকলেও রাজকীয় ঘটনাবর্ত এবং সংঘর্ষের চিহ্ন নেই। এসব থাকায় কমলে কামিনীর নাট্যগুণ কিছু বেড়েছে।

কমলে কামিনীর মানবসমস্যাটিও জন্মরহস্য-পরিচয়রহস্যের চারপাশে আবর্তিত হয়েছে। ঠিক নবীনসন্ন্যাসীর মত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি প্রণয়প্রসঙ্গ। দ্বেষের বশবর্তী হয়ে ছোটরানী গান্ধারী বড়রানীর পুত্র শিখণ্ডীবাহনকে অপসারিত করেছে। শিখণ্ডীবাহনের সঙ্গে ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যাণীর প্রেম, তার জন্মরহস্য ও সত্যপরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেছে। দীনবন্ধু নাট্যোপযোগী গম্ভীর সমস্যা বলতে ঐ একটিই বুঝেছিলেন। লীলাবতী নাটকেও গুপ্ত পরিচয় প্রকটন জাতীয় অনুরূপ একটি গৌণপ্রসঙ্গের উত্থাপন করে নাটকীয় কৌতূহল বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছিল। নবীতপস্বিনীর ঘটনাগত একটিই

সমস্যা—বিজয়ের সত্যপরিচয় আবিষ্কার। কমলে কামিনীতে অবশ্য ব্রহ্ম ও মণিপুর রাজ্যের যুদ্ধের পাশে পাশে রয়েছে শিখণ্ডীবাহনের পরিচয় লাভের চেষ্টা। এই দুটি নাটকেই সপত্নী-দ্বেষের ভিত্তিতে রানীদের চক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি সোজাসুজি বাংলা রূপ-কথার জগত থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এ জাতীয় পুনরুক্তিই প্রমাণ করে, কোনো গম্ভীর জীবনসমস্যায় প্রবেশ করতে চাইলেই দীনবন্ধু পথ হারিয়েছেন! গম্ভীরে তিনি অস্বচ্ছন্দ, নিরুত্তাপ।

দীর্ঘদিনের নাট্যঅভিজ্ঞতার ফল এ নাটকে কিছু ফলেছিল। কমলে কামিনীতে কিছু ঘটনা-সংঘাত বীরত্বের মহিমা, অতীতের বর্ণবৈভব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, অন্তরের দৈন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে। শিখণ্ডীবাহনকে মন্দিরে দেখে ছোটরানীর মূর্ছা, মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় স্বপ্নপরিক্রমা, অতীত গুপ্তপাপের উদ্ঘাটনও নাট্যসমস্যার সমাধান কিছু কিছু নাট্যতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। সন্দেহ নেই কমলে কামিনী নাট্যনৈপুণ্যে নবীন-তপস্বিনীর চেয়ে উন্নততর। তবে এ-সবই সাফল্যের বন্ধ দরজায় নিষ্ফল মাথা খোঁড়া।

এ নাটকে বীরত্বের আস্ফালন প্রকৃত বীর্যবন্ত সংঘাতের চেয়ে বেশি। রাজকীয় দ্বন্দ্বের মূল গভীর নয়। মণিপুর-রাজ এবং শিখণ্ডীবাহনের গদ্যপদ্যে মিশ্র বীরদম্ভ কৃত্রিম ভাষার জন্য অনেকটা হাস্যকর। মরা ইঁদুর পাঠিয়ে শত্রুতা ঘোষণা, প্রতিপক্ষের সেনাপতিকে বগলদাবা করে শিখণ্ডীবাহনের যুদ্ধ জয়, ব্রহ্ম রাজার যুদ্ধ ঘোষণার পেছনেও দুই রানীর সপত্নীদ্বন্দ্ব—সব ব্যাপারটাকে প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য থেকে বঞ্চিত করেছে। মকরকেতনের অন্য নারীতে আসক্তি, বক্কেশ্বরের সর্বত্রপ্রসারি ভাঁড়ামি, সুরবালার রসিকতা, রাসলীলা প্রভৃতির সংযোগে নাট্যসংঘাতের সব সম্ভাবনা লঘু রসে পর্যবসিত।

প্রণয় ব্যাপারের চিত্রণে কবির অস্বস্তি আছে। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকা প্রত্যক্ষভাবে যেখানে চিত্তনিবেদন করে সেখানে রোমান্টিক হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করার জন্য যে ভাষা ও আচরণের প্রয়োজন দীনবন্ধুর লেখায় তা কিছুই ফুটে উঠত না। 'আমি তোমায় কত ভালবাসি' এ কথাটা সত্য করে তুলতে হলে ভাষার চারপাশে অনেকটা গানকে স্তম্ভিত করে তুলতে হয়। অথবা অর্ধস্ফুট কথায়, ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিস্ফোরণে তাকে নাট্যসত্যে রূপায়িত করতে হয়। দীনবন্ধু সোজাসুজি প্রণয় প্রকাশ করতে গিয়ে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিজয় কামিনী নাটকে পয়ার ছন্দে তাদের মনের কথা বলেছেন। লীলাবতীতেও। কমলে কামিনীতে রাসলীলার ছবি এঁকেছেন একই উদ্দেশ্যে। ছন্দে বন্ধ সংলাপে ব্য রাসলীলার উচ্ছল উৎসবের হাত ধরে নাট্যকার বস্তুময় জগৎ থেকে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছেন। কিন্তু সে সব চেষ্টাই বহিরঙ্গ চতুরতাতে সীমাবদ্ধ, তাঁর অভ্যন্তর শিল্পী-প্রেরণার সহযোগে সার্থক নয়।

নবীনতপস্বিনীতে বিজয়-কামিনীর প্রণয় কাহিনীর প্রাধান্য হোঁদল কুঁৎকুতের স্বতন্ত্র কৌতুকধারায় আচ্ছন্ন। মূল নাট্যবিষয়ের বিস্তৃত বিবর্ণতায় ঐ পার্শ্ব কাহিনীতেই ছিল হাস্য-রসের ওয়েসিস। কমলে কামিনী লিখবার সময়ে দীনবন্ধুর সৃজনশক্তিতে এসেছে অপহ্নব আর উৎসাহ অবসিত। কিন্তু নাট্যবোধ তখন অনেক পরিণত। তাই নাটকটিকে ঘটনাচঞ্চল করার নানাবিধ আয়োজন করেছেন, এবং হাস্যসৃষ্টির তাগিদে স্বতন্ত্র উপকাহিনী তৈরি করে মূল ঘটনাকে গৌণ করতে চান নি। কিন্তু দীনবন্ধুর শিল্পীমনের ধাতু হাস্য বর্ষণে বিরত হতে পারত না। সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণে বিদূষক বক্কেশ্বরকে তৈরি করেছেন হাস্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সন্দেহ নেই বক্কেশ্বর নাটকের অনেক পাত্র-পাত্রীর তুলনায়ই তৃপ্ত। কিন্তু, মূল নাট্যঘটনার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ বিযুক্ত, কোনো স্বতন্ত্র উপকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কও নেই। তার ভোজনাসক্তি, রাজপুত্রের গুপ্তপ্রণয় বিষয়ে সুচতুর এবং ক্বচিৎ সমালোচনাত্মক মন্তব্য তার সাহিত্যিক বংশপরিচয় সুনির্দিষ্টভাবেই বলে দেয়। A. B. Keith বিদূষক জাতীয় চরিত্রের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

"The king's confident and devoted friend is the Vidusaka, a Brahmin,

ludicrous alike in dress, speech and behaviour. He is a mishappen dwarf, bald-headed with projecting teeth and red eyes, who makes himself ridiculous by his silly chatter in Prakrit and his greed for food and presents of every kind. It is a regular part of the play for the other characters to make fun of him, but he is always by the king's side, and the latter makes him his confident in all his affairs or the heart..."

[*The Sanskrit Drama.*]

তা ছাড়াও অতিরিক্ত লক্ষণ বক্কেশ্বরের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। তার ছদ্ম বীরত্ব। চোখ বাঁধা অবস্থায় রাজপুরুষদের বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যও লক্ষ্য করার মত। এ দুটি প্রসঙ্গেও দীনবন্ধু মৌলিকতার দাবি করতে পারেন না। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের বিদূষক চরিত্রে অনেক আগে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য আঁকা হয়েছে। অবশ্য বক্কেশ্বরকে নিয়ে রাজসভায় যে সমবেত রসিকতার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নাট্যবিষয়ে সব গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এবং তার স্থূলতার শিল্পগুণের চিহ্ন বড় নেই। সারা নাট্যজীবন হাস্যলোকের চূড়ায় অধিষ্ঠিত থেকে শেষ রচনায় সংস্কৃত নাটকের স্থূল বহিরঙ্গ বিদূষক বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ প্রমাণ করে শিল্পীমন তাঁর সত্যই প্রায়-নিঃশেষিত।

বরং সুরবালার সরল তরল চরিত্রে ভাষার স্ফূর্তিতে এবং কটাক্ষে যে হাস্য উচ্ছলিত তাতে দীনবন্ধুর স্বভাবের ছাপ আছে। রণকল্যাণীর মামুলি প্রণয়-আবেগ, কাতরতা এবং দীর্ঘশ্বাস অসহ্য হয়ে উঠত যদি সুরবালার মন্তব্যে ও ইঙ্গিতে তার চারপাশে একটা হাস্যের সীমা অঙ্কিত না হত। এমন কি বৃদ্ধা দিদিমার উচ্চারণ-বিকলতা নিয়ে যে স্থূল কৌতুকের আয়োজন করা হয়েছে তাও মৃত নয় এবং দীনবন্ধুর বিশিষ্টতার দ্যোতক। সেখানে দীনবন্ধু কোনো সিদ্ধ-রীতির অনুকারী নন। সুরবালা-দিদিমারা মিলে ব্রহ্মরাজের অন্তঃপুরে বাঙালি সংসারের রসিকতার পরিমণ্ডল গড়েছে। এতে ইতিহাস, ভূগোল ও জাতিতত্ত্বের ব্যাপারে হানি ঘটতে পারে। স্বাদের ব্যাপারে নয়।

মানুষ গড়ায় দীনবন্ধুর আগের ক্ষমতার চিহ্নমাত্র আছে। চিরকালের মত এখনও তিনি প্রণয়ী বীর অভিজাত ও অবিকৃত নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গে সঙ্কুচিত। শিখণ্ডীবাহন বীররস প্রণয় প্রভৃতির নেতা এবং আদর্শবাদী বিবেচক ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েও দূরের গল্পের বিষয়, কাছের নয়। তার উষ্ণশ্বাস পাঠকের গায়ে লাগে না। বক্কেশ্বরকে নিয়ে তামাসা তাকে মানায় নি। মনে হয় সে অন্যলোক, তবে ছায়া নয়। বক্কেশ্বরে প্রাণ আছে যদিও এ সৃষ্টি মৌলিক নয়। মকরকেতনের অনেক গুণ আছে। ফলে সেও অনুল্লেখ্য হয়ে পড়ত, যদি না অপর রমণীর প্রতি অবৈধ আসক্তিতে তার গুণরাশির মধ্যে কলঙ্কচিহ্ন পড়ত। গান্ধারীকে লেডি ম্যাকবেথ করতে চেয়েছিলেন নাট্যকার। কিন্তু আসলে সে রূপকথার জীব। তার পাপও জীবন থেকে নেওয়া নয়। সুশীলার চরিত্রে অবহেলিতা নারীর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি আছে। রণ-কল্যাণী প্রণয়নায়িকা হিসাবে ছায়াময়ী। অবশ্য সহচরীর সঙ্গে রঙ্গ রসিকতায় কিঞ্চিৎ মানবী। রূপোপজীবিনী শৈবলিনীকে অন্তরালে রেখেছেন নাট্যকার। একটিমাত্র চিঠিতে পতিতা রমণীর যে মানবিক পরিচয় ধরা দিয়েছে সেযুগে তার জন্য শিল্পীচিত্তের গভীর মানবিক দৃষ্টির অপেক্ষা ছিল। মধুসূদনের বিলাসবতী ছাড়া পতিতার প্রতি কোনো বাঙালি লেখকের এমন ভালোবাসা দেখি নি। সে প্রীতিতে কৃপা ছিল না। কিন্তু সুরবালা? তার সম্পর্কেও নাট্যকার মধুসূদনের ভাষায় বলতে হয়, "But Madanika (এখানে সুরবালা) is my favourite"। সুরবালার ভাষায় মুঠো মুঠো জোনাকি, আলো আছে উত্তাপ নেই। সে আলো নাটকে কম জায়গায় পড়েছে, বিবর্ণ রচনা তাতেই কিঞ্চিৎ হেসে উঠেছে।

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। এই ক্ষুদ্র প্রহসনটি রচনার পটভূমি হিসাবে নাট্যকারের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের লেখা কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যায়,

"১৮৬১ সালে ২৭শে আগস্ট শোভাবাজার নাটমন্দিরে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার মরডান্ট ওয়েল্‌সের বিপক্ষে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বয়ং সভাপতি ছিলেন। বাবু রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত মন্তব্য সভায় গৃহীত হয়—

'This meeting desires to record, not without a feeling of regret that if confidence in the Hon'ble Sir M. L. Wells Kt. as a judge of the High Court of Judicature in Bengal has been impaired in consequence of his frequent and indiscriminate attack on the character of the natives of this country with an intemperance inconsistent with the calm dignity of the Bench as well as from his repeated and indiscreet exhibition of strong political bias and race prejudices which are not compatiable with impartial adminstration of Justice. That with a view to represent Her Majesty's Government the circumstances affirmed in the foregoing resolution, this meeting adopt the following memorial for transmission for Her Majesty's Secretary of state for India'.

[*The Bengal Harkara and India Gazette. Tuesday, August 27, 1861*]

এই সভার অভিযোগ অপ্রমাণীকৃত করিবার জন্য কলিকাতার বণিক্‌-সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় ইংরাজ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার স্যার মরডান্ট ওয়েল্‌সকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, কয়েকজন বাঙ্গালী নিজ স্বার্থের বশীভূত হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই ওয়েল্‌সের আদালতে ঐ বছর ১৯ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই নীলদর্পণ মানহানির কোমন্দমা চলে এবং লঙ্‌ সাহেবের শাস্তি হয়।

এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয় ১৮৬১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সভাকে বিদ্রূপ করে দীনবন্ধু এই প্রহসনটি লেখেন ঘটনার অব্যবহিত পরে। রচনাটি নাট্যকারের জীবনকালে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। কারণ স্বভাবতই বোঝা যায়। এই রচনা মুদ্রিত হলে আর একটি মানহানির মামলা হত।

নাট্যাকারে রচিত এ-জাতীয় ব্যঙ্গনক্‌সার শিল্প মূল্য বড় থাকে না। সাময়িক উত্তেজনা ও ঘৃণার ফলে এগুলি রচিত হয়। এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য অস্বীকার করবার নয়। প্রত্যক্ষ সাময়িক ঘটনা নিয়ে এ জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক নাট্যনক্‌সা দীনবন্ধুর আগে কেউ লিখেছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে পরবর্তীকালে এজাতের রচনা অনেক হয়েছে, অভিনয়ও হয়েছে। 'বুঝলে কিনা', 'কিছু কিছু বুঝি', 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাসা', 'নব-বিদ্যালয়' (এ দুটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত) থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' প্যারোডি পর্যন্ত এ-জাতীয় অনেক নাট্যনক্‌সার উল্লেখ করা চলে।

গল্প-উপন্যাস

হাস্য এবং দীনবন্ধু যেখানে তার অনিবার্য সাফল্য। তা সে নাটক, কবিতা বা গল্প যা-ই হোক এমন কি কৈশোর রচনা হলেও। ১৮৭২ সালে তিনি দুটি হাসির গল্প লিখেছিলেন। এদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সাহিত্যিক মূল্যও। দুটি গল্প একই বছরে লেখা, অল্পদিনের ব্যবধানে। এ-বিষয়ে দ্বিতীয় চেষ্টা তিনি করেন নি। ফলে বাংলা সাহিত্য ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের যথার্থ পূর্বসূরীকে পেয়ে হারিয়েছে।

বাংলা কৌতুকগল্প নক্‌সার সীমা ছাড়িয়ে স্পষ্ট কাহিনী-আশ্রয়ী হয়েছে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ (১৮৫৮)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণগোলক' (১৮৭২-৭৩ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) গল্প বলে বিজ্ঞাপিত না হলেও সার্থক হাসির গল্প। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১৮৭৪)-এর পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ১৮৮০ সালের বঙ্গ-

দর্শনে। এটিও আসলে ক্ষুদ্রদেহ ব্যঙ্গোপন্যাস, যদিও সেরূপ অভিধার উল্লেখ নেই। দীনবন্ধুর গল্প দুটি ১৮৭২ সালের লেখা। যোগেন্দ্র বসু এবং ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয় শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে। দেখা গেল বাংলা কৌতুকগল্পে দুটি উপশাখা। একটির ভিত্তিতে সামাজিক ব্যঙ্গ—আলালে, ইন্দ্রনাথে, মুচিরামে; অন্য ধারায় সমাজ-ভাবনামুক্ত দায়িত্বহীন উচ্চহাস্য। সুবর্ণগোলকে, দীনবন্ধুর গল্পে এবং পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ে আজগুবি কল্পনা, মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অতিরঞ্জন। এদের ভিত্তিতে ক্বচিৎ সমাজভাবনা থাকলেও ব্যঙ্গের হুল কোথাও নেই, উচ্চ-হাস্যের প্রগল্‌ভতায় তা ঢাকা পড়েছে।

দীনবন্ধুর গল্প দুটি এবং বঙ্কিমের সুবর্ণগোলক প্রায় সমকালে রচিত। এদের সমশ্রেণী-ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু শিল্পী ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের দরুন এঁদের লেখায় পার্থক্য বড় কম নয়। বঙ্কিমের কাহিনীতে শিক্ষিত কল্পনার ছাপ আছে, নাগরিক পরিমার্জনা তার সর্বদেহে। দীনবন্ধুর গল্প গ্রামীণ। নব্যরীতির গল্পপ্রতিষ্ঠার আগে এবং পরেও বাংলার গ্রামে রূপকথা-উপকথার ছেলেভুলানো লোক-আয়োজনের পাশে পাশে ছিল বয়স্ক মানুষের আসর চণ্ডীমণ্ডপে, পুকুর ঘাটে, জমিদারদের সান্ধ্য মজলিসে। সেখানে নানা ধরনের গালগল্প মুখে মুখে তৈরি হত। আজগুবি, ভুতুড়ে গল্প. মুসলমানি কেচ্ছা আদর পেত বেশি। সেই ভাণ্ডার থেকে দীনবন্ধুর গল্পের উপাদান গৃহীত। তাঁর বহু নাট্যাংশের এবং কবিতার উপাদানও এভাবেই সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সচেতন শিল্পসিদ্ধ ভাষাপ্রযুক্তি এবং ঘটনাসন্ধি নির্মাণ, সুরের ক্রমোচ্চতা বেয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছান—সব মিলে গ্রামীণ শৈথিল্য প্রশ্রয় পায় নি।

লক্ষণীয় দুটি গল্পেই অতিরঞ্জিত ঘটনা ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে অকালমৃত্যু বিষয়ে দীনবন্ধুর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এবং বিস্ময়ের বিষয় মাত্র এক বছর পরে স্বয়ং লেখক অকালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মারা যান।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। প্রথম প্রকাশ। দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' একটি উপাখ্যান। 'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় গল্পটি বেরিয়েছিল। 'উপন্যাস' বলে রচনাটিকে অভিহিত করা হয়েছিল। এই রচনাটি সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

সমালোচনা। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ আসলে একটি ছোট গল্প। আঙ্গিকঘটিত নৈপুণ্যও আছে। রচনাটি আদ্যন্ত একাগ্র এবং কোথাও শিথিলতার চিহ্ন নেই।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে যমের লাঞ্ছনার কিছু কিছু ছবি দেখি। বিশেষ করে নাথ-পন্থীদের সাহিত্যে যমরাজ নাথসিদ্ধাদের হাতে প্রহৃত পর্যন্ত। আসলে মৃত্যুজয়ের সাধনা ছিল তাঁদের, সম্ভবত যমজয় তার রূপকরূপ। 'গোর্খবিজয়' কাব্যে দেখা যাচ্ছে গোর্খনাথ গুরু মীননাথের আসন্ন মৃত্যু রোধ করার জন্য যমালয়ে হাজির হয়েছেন এবং যমরাজের দপ্তরে যেসব কাগজে মীনের আয়ুক্ষয় লিখিত ছিল তা মুছে দিয়েছেন।

> গোর্খনাথ বলে শুন যম অধিকারী।
> যোগীকে আনিতে চায় তোমার যে পুরী॥
> ... ...
> বিষয়কারণে তুমি না চিন আপনা।
> ভালমতে ভাবি চাহ আমি কুলজনা॥
> আমার যতেক বল জানিবা যখন।
> যমপুরী সমে তোরে করিনু গ্রহণ॥
> ... ...
> গোর্খের দেখিয়া ক্রোধ যম কাঁপে ডরে।
> যতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে॥

একে একে যত বহি চাহে বিচারিয়া।
আপন গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়া॥
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
পুছিয়া গুরুর নাম ফালাইল তখন॥
লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ।
আর না করিঅ যম এ হেন সাহস॥

[গোর্খবিজয় : পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত।]

দীনবন্ধু তাঁর বিস্তৃত ভ্রমণকালে এই কাব্যপ্রসঙ্গ কখনো হয়ত শুনে থাকবেন। অথবা আলোচ্য গল্পটি তাঁর নিজের তৈরিও হতে পারে। অনেকটা যে তৈরি তাতে সন্দেহ নেই।

গল্পের মূল পরিকল্পনাটি উদ্ভট। সেখানে এর হাস্যের ভিত্তি। জমিদারের দুঁদে গোমস্তা কুড়রাম মর্তে এবং স্বর্গে জালিয়াতিতে সমান নৈপুণ্য দেখিয়েছে। স্বয়ং মহাদেবের নাম জাল করে যমকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা কুড়রামের আছে। কুড়রামের পৃথিবীলীলার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে যমবিজয়ের অসম্ভব সাধনের শক্তি তাতেই নিশ্চিত নিহিত। "কুড়রাম-জননীর অদূরদর্শিতা হেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেইজন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারী দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটোয়ারিগিরী কর্ম্ম করিয়া একবার-মাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চূণের গুদামে এবং বারত্রয় মাত্র সরকারী জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।" এহেন কুড়রামের পক্ষে যমদূতদের চড় মেরে ডোমকাকে রূপান্তরিত করা বা যমের সিংহাসন দখল করা তুচ্ছ ব্যাপার। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার অতি নির্বিঘ্নে ঘটেছে। সবই সহজে ঘটছিল, যমালয় সংস্কার পরিকল্পনা এমন কি যমমহিষী কালিন্দীলাভও। কিন্তু সেই পরম সৌভাগ্যই হল চরম দুর্দশার হেতু। বীভৎসে-হাস্যে, কালিন্দীর প্রণয়জ্ঞাপক হাবভাব-বিলাস এবং 'তুমি ছাগ আমি ছাগী' বলে প্রেম কবিতা আবৃত্তিতে গল্পের প্রথম অধ্যায় শীর্ষে উঠেছে।

দ্বিতীয় ভাগে বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোকের ছবি। সব মিলে গোটা স্বর্গ পরিক্রমা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরাণের জগতে মানসভ্রমণ বাঙালি সাহিত্যিকদের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পুরাণ পর্যন্ত না হলেও নাটকে দীনবন্ধু দু একবার অতীতমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু স্বস্তি পান নি। এ গল্পে কি তার ক্ষতিপূরণ? বর্ণে গাম্ভীর্যে যা অনায়ত্ত তাকে কাবু করা হল কৌতুকবাণবর্ষণে। হাস্যে দীনবন্ধু পৌরাণিক দেবলোককে পুরো জয় করেছেন। এবং সে জগত বর্তমানের মর্তলোকের বড় কাছাকাছি, মহিম্ন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তারা, মৃত্যুর দেবতা ভাষায় ও আচরণে চেনামহলের বাইরে নয়।

গল্পের আরম্ভেই যমের দরবার বর্ণনায় বাবুদের বৈঠকখানার রুচিবিলাসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ। ফরাসি গালিচা বা ম্যাকেবের ঘুঘু ঘাড় তো আছেই, লন্ডনের সুন্দরী অভিনেত্রীদের ছবির সংগ্রহ বোধ হয় সবচেয়ে মূল্যবান। ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্র এই বর্ণনায় হঠাৎ বিশুদ্ধ উচ্চহাস্য-মুখর মন্তব্য, "কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর, কিন্তু সকলের উপরই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় একদিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরাজী দশঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন।"

বিষ্ণুলোকে দেখা যায় নব্য বাবুদের চৌঘুড়ির ঘোড়া তদারকির ন্যায় বিষ্ণু ও গরুড়ের জুড়ীতে বিশেষ উৎসাহী এবং পত্নীবশও বটেন। লক্ষ্মী দেবী ফিরিঙ্গি খোঁপা বেঁধে রেলওয়ে-পেড়ে সিমলার ফিনফিনে শাড়ি পরে দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করেন। ব্রহ্মা বেদের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখতে ব্যস্ত থাকলেও সন্ধ্যায় বিষ্ণু প্রভৃতির সঙ্গে টড্‌হিট্‌লির পোর্টসেবনের অবকাশ করে নেন। মহাদেব পাঁড় নেশাখোর।

পুরাণপরিমন্ডলের সব রঙিন গৌরব, দেবলোকের বীর্য ও মাহাত্ম্য, অতিলৌকিক শক্তি,

অপার্থিব ঐশ্বর্যের কল্পনাশ্রয়ী প্রতীতিকে বিপর্যস্ত করে, প্রণয়বিলাস বীভৎস কালিন্দীর হাবেভাবে গানে বিধ্বস্ত করে, ভীষণ মৃত্যুভয়কে উপহাস করে দীনবন্ধু প্রাণভরে উচ্চহাস্য করেছেন এই গল্পে। এই গল্পে হাস্যাবেদনের এখানেই ভিত্তি।

তাছাড়া বর্ণনা সংলাপ ও চরিত্রভঙ্গিতে নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে লেখকের কৌতুকদৃষ্টি সচেতন। শিব অন্নদাকে উপমিত করেছে জটের উকুনের সঙ্গে, সিদ্ধির সঙ্গে ঝুল মিশিয়ে নেশাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে নন্দী। পার্বতীর গসলের সাবান ও ল্যাভেন্ডার ব্যবহার, মৌরলা মাছের ঝোলে শিবের রুচি, কালিন্দীর বশীকরণ উপাদানে ভাটপাতা, নিম, মাছের আঁশ, কুইনাইনের স্থান কর্মচ্যুত যমকে বৈদ্যব্যবসা গ্রহণের পরামর্শ, যমদূতের মুখে কাহার-বাউরিদের ভাষা—গোটা গল্পজুড়ে চার পাশে অজস্র হাসির সোনা ছড়িয়ে আছে—মন্তব্যে, ভাষা-প্রয়োগে, বক্রতায়।

সব মিলে যমালয়ে জীবন্ত মানুষ আজগুবি রসের একটি প্রধান রচনা।

পোড়া মহেশ্বর। প্রথম প্রকাশ। এই গল্পটি 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের জীবিতাবস্থায় রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

সমালোচনা। পোড়া মহেশ্বর উৎকর্ষে প্রথম গল্পের সমস্তরের নয়। যমালয়ে জীবন্ত মানুষে কাহিনীর বাঁকে বাঁকে বর্ণনা ও মন্তব্যের অজস্র কৌতুকবর্ষণ। পোড়া মহেশ্বরের প্রারম্ভিক বর্ণনাটি গম্ভীর রসাশ্রয়ী—তৎসম শব্দে সমাসবন্ধ পদে গ্রাম ও সরোবরের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে কোনো হাস্যের ইঙ্গিত নেই। সন্ন্যাসীর ধ্যানস্তম্ভিত মূর্তিও নীরন্ধ্র। কৌতুকপ্রাণ গল্পের পক্ষে এরূপ সূচনা বিঘ্নকর। কিন্তু তারপরে সুমিত্রা গোয়ালিনীর মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ জমে উঠেছে। লোকশ্রুতির অতিরঞ্জন-নৈপুণ্যকে কটাক্ষ করে একটু আজগুবি রসের আশ্রয় নিয়েছেন গল্পকার। এবং আজগুবিতেই তাঁর গল্প সর্বাধিক উত্তীর্ণ। গোয়ালিনী রুধিরাক্ত বসনের অলৌকিক গুণাবলীর বিশদ বর্ণনা উচ্চহাস্যের বিষয় হয়েছে। তার ঘোল লোকে দুধ বলে বিনা বাক্যব্যয়ে কিনেছে। এবং এরূপ সামান্য ব্যাপারে সূচিত শক্তি চূড়ান্ত গুণপনার প্রমাণ দিয়েছে যখন রক্তবস্ত্রের একগাছি সুতোর মহিমায় গাঁয়ের এক বউ-বিদ্বেষী জামাই বউকে 'স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।' এবং চরমের চরম হল যখন বিধবা গোয়ালিনীর মৃতস্বামী দর্শন ঘটল সে-বস্ত্রের কৃপায়। এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু ঘটনাগ্রন্থনে নিপুণতা দেখিয়েছেন। রক্তাক্ত বস্ত্রের হাস্যকর ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্য যেমন উদাহৃত হয়েছে তেমনি নিদর্শন-বিন্যাসে একটি ক্রমোচ্চতার সুর প্রকাশ পেয়েছে। তবে হাসির লেখায় climax-য়েই anticlimax-য়ের মোচড়। 'সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল, কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পতির প্রতিনিধিমাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য—ম্যাজেন্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।'

এই সুমিত্রা গোয়ালিনী কি বঙ্কিমের প্রসন্ন চরিত্র পরিকল্পনায় কোনোরূপ প্রেরণা যোগায় নি? দীনবন্ধুর গল্প প্রকাশিত হবার দু বছর পরে কমলাকান্তের দপ্তরগুলি লেখা আরম্ভ হয়। পঞ্চম সংখ্যক দপ্তরে প্রসন্নের প্রথম আত্মপ্রকাশ। দীনবন্ধু সুমিত্রা সম্বন্ধে শেষ দিকে যেসব কৌতুকমন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে প্রসন্নবিষয়ে কমলাকান্তের নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যের তুলনা চলে।

> "...প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা।...পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এ জন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা।"।

গল্পের দ্বিতীয় রসঘন ঘটনা দামু ঘোষের জননী বিবৃত। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলে অভিহিত এরূপ বহু কল্পকাহিনী জনমনকে আলোড়িত করে থাকে। এই প্রসঙ্গে যমরাজ যুবরাজ এবং সন্ন্যাসীর যে সংলাপটি রচিত হয়েছে তাতে মস্তিষ্কহীন কাগুজে নিয়মে চালিত কর্মকর্তাদের ক্ষতিকর আচরণের প্রতি ব্যঙ্গের তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তা সমকালকে ভেদ করে সর্বকালের অপদার্থ সয়তানিকে স্পর্শ করেছে। এই সংলাপের মধ্যে একটি অংশে Nonsense-rhyme-এর আদর্শে Nonsense-dialogue সৃষ্টি করেছেন দীনবন্ধু।

'সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি?

যুবরাজ। নিশিতে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।'

কিন্তু এই সরসপ্রসঙ্গের মধ্যে সজ্জনদের অকালমৃত্যুর বিষয়ে কিছু বক্তৃতা স্থান করে রসভঙ্গের কারণ হয়েছে। অবশ্য দীর্ঘ বক্তৃতার ক্ষতিপূরণ হয়েছে প্রণয় ও মৃত্যুবাণের অদলবদলের কল্পনার দ্বারা।

এইভাবে দুটি শাখায় জনশ্রুতির হাস্যাশ্রয়ী বিস্তার সাধিত হয়েছে। কিন্তু সব আজগুবি ঘটনার গোড়ায় আছে দুষ্ট সন্ন্যাসীর শিবলিঙ্গ থেকে মণি-অপহরণ। তপস্বীর গাম্ভীর্য এবং তার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপকথাপ্রাচুর্যের পরেই যখন কুশল চতুরতায় তাকে মণিহরণ করতে দেখা যায় তখন সব ভণ্ডামির দিকে লেখকের তীক্ষ্ণোদ্যত আক্রমণে সংশয় থাকে না।

কাব্য-কবিতা

কবি দীনবন্ধুর বিশিষ্টতা। ছাত্রজীবনে কবিতা নিয়েই তিনি সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। দু-একটি কবিতা কিঞ্চিৎ খ্যাতিও পেয়েছিল। কিন্তু রীতিমত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা তিনি আয়ত্ত করলেন নাট্যকাররূপে। নাটকই তিনি বেশি লিখেছেন। কিন্তু খুব কম লিখলেও কবিতা লেখা তিনি ছাড়তে পারেননি। মাঝে মাঝেই কবিতা তিনি লিখেছেন। খেলার মত, ভারি কাজের ফাঁকে একটি ছোট্ট সখ মেটাবার মত। নাটকের নৈর্ব্যক্তিতায় আপনার 'আমি'কে প্রকাশ না করার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখা চলে না তাঁর কবিতাকে। যেমন সেক্‌সপিয়রের সনেট সম্বন্ধে অনেকে ভেবে থাকেন।

দীনবন্ধু তরুণবয়সে ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮৭২ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে বাংলা কাব্যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত অনেক ঘটেছে। নূতন রীতির আখ্যানকাব্য লেখার চেষ্টা করেছেন রঙ্গলাল। চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিস্ময়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিহার করেছেন মধুসূদন। আর দীনবন্ধুর শেষ কাব্যের রচনাকালে হেমচন্দ্র খ্যাতির চূড়ায় উঠছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর কাব্য-লোকে আভ্যন্তর পরিবর্তন ঘটেনি। দীনবন্ধু শেষ পর্যন্ত পুরনো পন্থায় কবিতা লিখেছেন। বস্তুমুখি, চিন্তাপ্রধান কবিতা। কল্পনায় দীন সে-কবিতায় ভাব-ব্যাকুলতার স্পর্শ নেই। আপন অন্তরের দিকে ফেরা নেই। সুরধুনীতে খেলার ছলেই নূতন আঙ্গিকের সাধনা করেছেন। তবে ভাষা-ছন্দে যৌবনের শিক্ষা মতই চলেছেন। বিবরণ দানের রীতিতে এখনও অবিচল। ছাত্রবয়সে পাশাপাশি কিছু রঙ্গরসের কবিতাও লিখেছিলেন। সেখানে রস-নিবেদনও অনেকটা সার্থক হয়েছিল। আসলে হাস্যই দীনবন্ধুর প্রতিভার অন্যতম ভিত্তি। যেখানে হাস্য সেখানেই তাঁর সাফল্য। পরিণত নাটকে তাঁর সফলতার সিদ্ধি। পরিণত বয়সের কবিতায় এ-রসের চর্চা নেই, সবটাই নাটক গ্রাস করেছিল। সে-কারণে সুরধুনী এবং দ্বাদশ কবিতা স্বাদহীন।

নাটকে কবিতা। দীনবধুর রঙ্গরসপ্রিয় কবিমনের পরিচয় সুরধুনী-দ্বাদশ কবিতায় নেই,

এমন কি শুধু কৈশোর-কবিতায় নেই, অনেক পরিমাণে আছে তাঁর নাট্যসংলাপে। সংলাপে কবিতা ব্যবহারের আদর্শ পেয়েছিলেন সংস্কৃত নাটকের কাছ থেকে, কিন্তু তারাচরণ শিকদার থেকে শুরু করে নিন্দিতই হয়েছে গদ্যে-পদ্যে-মিশ্র সংলাপরীতি। দীনবন্ধু তবুও সেই মিশ্র-রীতির সংলাপ ব্যবহার করলেন। এবং সেই সুযোগে ছোটবড় বহু কবিতা ও ছড়া তাঁর নাট্যভাষায় স্থান করে নিল। এ-বিষয়ে হিসাব নিলে দেখা যাবে।

।এক। বিভিন্ন নাটকের সংলাপে মুহুর্মুহু দু-চার চরণের শ্লোক উচ্চারিত। তাদের মধ্যে কিছু শ্লোক প্রবাদ-প্রবচনের লোকভান্ডার থেকে সংকলিত এবং বেশ কিছু তাঁর নিজের রচনা। সেগুলি কৌতুকপ্রাণ এবং প্রায় সুভাষিতের স্তরে পৌঁছেছে। অবশ্য কবিতা হিসেবে এদের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য নয়।

।দুই। সোজাসুজি কবিতায় সংলাপ লেখা হয়েছে। যেখানে সে-সব পদ্যসংলাপ গম্ভীর সুরের চর্চা করেছে, প্রেম বা দুঃখ বা মানবভাগ্য তার বিষয়—সেখানে তা পুরো প্রাণহীন।

।তিন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংলাপে লঘুরস কবিতা ব্যবহার করেছেন দীনবন্ধু। এ জাতের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জামাই বারিকের 'মাণিকপীরের গান', বিয়ে পাগলা বুড়োর 'পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ', 'এলোচুলে বেনেবউ আলতা দিয়ে পায়', 'আহা কি দেখলেম'; সধবার একাদশীর 'পুণ্যপুঞ্জ-পন্ড-দেবি স্বৈরিণি'; যমালয়ে জীবন্ত মানুষ গল্পের 'তুমি শ্যাম আমি রাই'। এরা প্রমাণ করে নাটক রচনার মধ্যাহ্নেও রঙ্গকবিতা রচনায় তাঁর নৈপুণ্য অক্ষত ছিলই, আরও উন্নত হয়েছিল। কোথাও উপমা-বিভ্রাটে, কচিৎ আজগুবি কল্পনায়, কোথাও প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির বৈপরীত্যজনিত সংঘর্ষে পদে পদে অসঙ্গত অন্বয়ে হাস্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তিনি উচ্চহাস্যের, প্রগল্ভ রঙ্গরসের কবি। ব্যঙ্গের শান-দেওয়া ভাষা তাঁর নয় এবং নয় বুদ্ধিদৃপ্ত নাগর সুস্মিতি। লোকউৎস থেকে মাণিকপীরের গানের ভঙ্গি এবং সংস্কৃত দেবীস্তোত্রের ঢঙকে, কৌতুকের উদ্দেশ্যে সমভাবে সফল প্রয়োগ করেছেন দীনবন্ধু। ছাত্রজীবনের রঙ্গকবিতার তুলনায় এদের শিল্পমূল্য অনেক বেশি।

বাংলা সাহিত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত, পরিণত বয়সে দীনবন্ধু রঙ্গকবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়ায়।

সুরধুনী কাব্য। প্রথম প্রকাশ। ১৮৭১ সালে কাব্যের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাব্যটি রচিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য।

> "'সুরধুনী কাব্য' অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'রও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম, —আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধহয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।"
>
> **[দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা]**

১৮৬৬ সালে বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রকাশিত হয়। সুরধুনী কাব্যের কতকাংশ তার আগে এবং অপরাংশ কিছু পরে রচিত হয়ে থাকবে। দীনবন্ধু এরূপ কাব্য কেন লিখলেন তা চিন্তনীয়। কবিতা লেখার ইচ্ছা তাঁর চিরকালের। কিন্তু প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনি নাট্যকাররূপে। কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে তাঁর বোধ হয় কষ্ট হল। নাটক রচনার পাশে পাশে কিছু কিছু কবিতা না লিখে তিনি পারতেন না। সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগে আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত কোলরিজের কবিতাংশে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অসফল সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহাধিক্যের ন্যায় লেখকদের এ এক ধরনের দুর্বলতা। তবে এ-বিষয়ে তাঁর দ্বিধা কম ছিল না। তার প্রমাণ রচনার বহু পরে এর প্রকাশে। তাছাড়া প্রথমভাগ বেরুবার পরেও দু-বছর বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে কোনো উৎসাহই বোধ করেন নি। দু-একটি স্থান থেকে প্রশংসা পেলেও সমকালীন সাহিত্য জগতে কাব্যটি কোনো--রূপ উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে নি।

সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগে ছিল প্রথম থেকে অষ্টম সর্গ। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ—

> সুরধুনী কাব্য। ১ম ভাগ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। "Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me."—Coleridge. কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। শকাব্দা ১৭৯৩।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় এই বইয়ের প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ৪ আগষ্ট, ১৮৭১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪।

কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে ছিল নবম-দশম সর্গ। কবির পুত্রগণ ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে এই খণ্ড প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৭।

কাব্যটির আর কোনো সংস্করণের কথা জানা যায় নি। প্রথম সংস্করণের পাঠই বর্তমান গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে।

বঙ্কিমের মন্তব্য। সুরধুনী কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের কতকাংশ আগে উদ্ধৃত হয়েছে. আরও কিছু মন্তব্য এখানে দেওয়া হল।

> "তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ 'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।...সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, 'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।...'সুরধুনী কাব্যে' ও 'দ্বাদশ কবিতা'য় হাস্যরসের আশ্রয়মাত্র নাই।"

সমালোচনা। সুরধুনী সর্গবন্ধ কাব্যরচনার ক্ষেত্রে একটি নূতন পরীক্ষা। রঙ্গলালের আখ্যান কাব্যগুলি হল—'পদ্মিনী' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯-৮০)। মধুসূদনের আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের ('তিলোত্তমা-সম্ভব' ১৮৬০, 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮৬১) পরে হেমচন্দ্রের কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়—'বীরবাহু' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫, ৭৭)। এ ধারার উত্তরাধিকার নবীনচন্দ্রে। 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) প্রভৃতি কাহিনীকাব্য এবং মহাকাব্য-ত্রয়ী 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৮) রচিত হল। বাংলা আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের পরিধিটি নেহাৎ সঙ্কীর্ণ ছিল না। দীনবন্ধুর ঐ জাতীয় কাব্য লিখবার বাসনা ছিল না। সম্ভবত প্রয়োজনীয় ছেদহীন একাগ্রতার সুযোগ ছিল না। নাটকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত; এবং ১৮৬৭-র পরে সে-বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি ছিল না। তাঁর সাহিত্যসাধনার বেশি অবকাশ নাট্যচেষ্টায়ই পূর্ণ করে রাখত। ফাঁকে ফাঁকে পুরনো অভ্যাস কিছু কবিতা লিখেছেন। এবং সেকালের বিশ্বাসমত টুকরো কবিতায় কৌলীন্য মিলত না, পূর্ণদেহ সর্গবন্ধ কাব্য চাই। দীনবন্ধু সুরধুনী লিখলেন এবং একটি নূতন রীতি আবিষ্কার করে ফেললেন।

গঙ্গার উৎপত্তি থেকে সাগরে পৌঁছান পর্যন্ত পথের কথা কবি বলেছেন। এ কাব্যে ভ্রমণ কাহিনীর আঙ্গিক কিছুটা আছে। বিস্তর স্থানের বিবরণ দিয়েছেন কবি। দর্শনীয় স্থানের লোভে কখনো কখনো গঙ্গার তীর থেকে সরেও গিয়েছেন। যেমন তাজমহল প্রসঙ্গে। কখনো স্থানসূত্রে কিম্বদন্তী বা পুরাণকথা বিবৃত হয়েছে। কোথাও মনীষীদের কীর্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাব্যটিতে বিবরণ ও উল্লেখের বাহুল্য। মাঝে মাঝে কাহিনী-কথন। কিন্তু এ-সব বর্ণনা ও ভাষাচিত্ররূপে প্রকাশ পেলে সুরধুনী কাব্য হয়ে উঠত। এবং একটি তাৎপর্যে বা ভাবগত ঐক্যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সূত্রবন্ধ হলে সে-কবিত্ব সার্থক হত। তা হয়নি। সুরধুনী কাব্য একটি নূতন ব্যর্থ চেষ্টা।

দীনবন্ধু যে নব্যরীতির উদ্ভাবন চেষ্টা করেছিলেন তা অনেকটা কাব্যরূপ গ্রহণ করেছিল হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' (১৮৭৩) এবং 'দশমহাবিদ্যা'য় (১৮৮২)। কাহিনী-আশ্রয়ী না হয়েও পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত হয়েছে। বর্ণনাকে মুখ্য করে তোলায় সেগুলি অন্তত অকাব্যের স্তরে নেমে যায়নি। দীনবন্ধুর সুরধুনী এই পথ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু রচনাটি কবিতা হয়ে উঠল না। তাঁর বাঁধা পথে উত্তরপুরুষের রথ চলল।

দ্বাদশ কবিতা। প্রথম প্রকাশ। বারোটি খণ্ড-কবিতার এই সঙ্কলনটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় এ বইয়ের প্রকাশ কাল দেওয়া হয়েছে ২৮ মে ১৮৭২ সাল। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এখানে দেওয়া হল।

> দ্বাদশ কবিতা| শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত| কলিকাতা| নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত| সন ১২৭২|

'সন ১২৭২' মুদ্রণ-প্রমাদ। সন ১৮৭২ হবে।

এই বই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু মন্তব্য আছে। সুরধুনী কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তা উদ্ধার করেছি।

সমালোচনা। আধুনিক গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেকদিনের চেষ্টা ছিল। এই চেষ্টার ইতিহাসে দীনবন্ধুর 'দ্বাদশ কবিতা'র ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়।

ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা ভাষায় আধুনিক খণ্ড-কবিতা লিখলেন প্রথমে। এগুলি বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীর মত 'গেয়' নয়, পাঠ্য—আবৃত্তিযোগ্য। সামাজিক বিষয়, প্রাকৃতিক শোভা, রাজনৈতিক ভাবনা, ধর্মচেতনা, মানবিক অনুভূতি—কোনো বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য—এমনি নানা প্রসঙ্গে ছোট ছোট কবিতা লেখার আরম্ভ ঈশ্বর গুপ্তের হাতে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র গুপ্তকবির শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে তাঁদের অনেক কবিতা 'রূপক' শিরোনামে প্রভাকরে সাধুরঞ্জনে বেরিয়েছে। দীনবন্ধুর সে-সব কবিতা 'নানা কবিতা' শিরোনামে বর্তমান রচনাবলীতে সঙ্কলিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে যার সূত্রপাত বিহারীলালের ভিন্নতর রূপরীতি উপলব্ধিতে তার উত্তরণ। ঈশ্বর গুপ্তের বস্তুনিষ্ঠ খণ্ড-কবিতা একপ্রান্তে, অন্য কোটিতে বিহারীলালে আত্মসর্বস্ব রহস্যমগ্ন স্বপ্ন-বিহ্বল গীতিসুর। এর মাঝখানে বিশ-পঁচিশ বছর খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতার বিবিধরূপ ও বিচিত্র স্বাদ নিয়ে সাধনা চলেছে।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ শিষ্য রঙ্গলাল প্রভাকরের পরবর্তীকালেও একই আদর্শের বস্তুমুখ্য কবিতা লিখেছেন 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় (১৮৬৫—৬৭)। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১), 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২) খণ্ড-কবিতার জগতে প্রথম গীতি কবিতার সুর নিয়ে এল। এদের মধ্যে রোমান্টিক সুদূরাভিসার নেই, তবুও এরা খাঁটি গীতিকবিতা—কবির আত্মোদ্ঘাটনে স্বাদেশিকতা ও ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর মিশ্রণে, চিত্তদীর্ণ যন্ত্রণায়। কবির 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬) লিরিকেরই একটা ঘনীভূত রূপ সনেটের সংহত আকার নিয়ে দেখা দিল। সেখানে কবির আত্মানুসন্ধান। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খণ্ড 'কবিতাবলী'তে (১৮৭০, ৮০) বস্তুনিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ দু-ধরনের কবিতাই আছে। স্বদেশি উত্তেজনায় তিনি নবীনতা দেখিয়েছেন; ব্যঙ্গকবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরসাধক তিনি, তবে বিষয় ও ব্যঙ্গরীতিতে, ভাষাভঙ্গিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য আছে। বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাপ্রধান এবং চিন্তামুখ্য কবিতাও তিনি লিখেছেন। স্বল্পসংখ্যক কবিতাই সত্য গীতিধর্মী। সেখানেও কল্পনা দূরযানী নয়, আদর্শ মধুসূদন। নবীনচন্দ্র সেনের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জিনী'তে বস্তুমুখি ও আত্মমুখি দু জাতের কবিতাই আছে। প্রেমকবিতায় ইন্দ্রিয়ব্যাকুল তপ্ত কম্প্র অসংযমের গীতিরূপ বৈশিষ্ট্যসূচক। বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২) গানের ঐতিহ্য বহন করছে। ১৮৭০

সালে তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'প্রেমপ্রবাহিনী' বেরয়, দু-তিন বছর আগে এর কোনো কোনো অংশ সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে রোমান্টিক গীতিকবিতার সুর আকাশচারি হয়ে উঠল। 'সারদামঙ্গল'-এ (১৮৭৯) তা অনির্বচনীয় রহস্যমণ্ডিত দিগন্ত-রেখার মত বিলীয়মান এক মায়াময় বিস্ময়কর রূপ নিল।

১৮৭২ সালে বেরুল দীনবন্ধুর 'দ্বাদশ কবিতা'। কিন্তু নূতন ধারার আত্মমুখি গীতি-সুরের সন্ধান তিনি পান নি। সে মনই তাঁর নয়। তাঁর কবিমনের ভিত্তি গড়া হয়ে গিয়েছিল ছাত্রজীবনেই। সে কালের কবিতার রূপ ও রীতিঘটিত অনুসরণ আছে দ্বাদশ কবিতায়। অবশ্য 'বন্ধুবিদায়' কবিতায় কবির ব্যক্তিগত বেদনা প্রকাশ পেতে চেয়েছে। কিন্তু ভাবালুতা এবং ব্যঞ্জনাহীন জড় ভাষা রচনাটিকে বালক-উচ্ছ্বাসেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। 'প্রবাসীর বিলাপ' কবিতায় ব্যক্তি হৃদয়ের উত্তাপ আছে। অবশ্য অতিরিক্ত তথ্যের চাপে এর গীতিরস দানা বাঁধতে পারেনি।

দীনবন্ধুর 'আশা' কবিতার সঙ্গে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে'এর তুলনা করলেই চিত্তমূলক এবং চিন্তাপ্রধান কবিতার পার্থক্য বোঝা যাবে। দীনবন্ধু যেন নিরুত্তাপ দূরত্ব থেকে বিশ্বে আশার কার্যাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। নানা স্তরের মানুষের আশার উল্লাস এবং আশাভঙ্গের ভগ্নহৃদয়ের উদাহরণ সংগৃহীত হয়েছে। বারম্বার নৈরাশ্যপীড়িত চিত্তে আশার পুনর্জন্ম কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। আশাকে জেনেছেন অমর বলে। একটি স্তবকে কবির চিন্তা কিছুটা রূপ ধরেছে, কল্পনার কিঞ্চিৎ রঙ্ মেখে ছবি হয়ে উঠেছে—

'পীতপক্ষী' নামে পাখী, শোভা অভিরাম,
আনন্দে নন্দনবনে নাচে অবিরাম,
নিরানন্দ-নাশা রব কণ্ঠে অবিরত,
শুনিলে শোকের শেষ দুঃখ পরিহত,
যদ্যপি বিকল অঙ্গ কভু তার হয়,
ভস্মরাশি হয় পুড়ে আর নাহি রয়,
সেই ভস্ম হ'তে জন্ম আবার তখনি,
নীরবে সতেজ 'পীতপক্ষী' গুণমণি,
আবার আনন্দে নাচে, রবে হরে মন,
রমণীয় পীতপক্ষী নাহিক পতন;
স্বর্গ হ'তে সেই পীতপক্ষী মনোহর,
উড়ে আসিয়াছে এই অবনী-ভিতর,
করিয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে,
দুঃখভরা মানবের হৃদয়-কন্দরে।

কিন্তু 'মরণপীড়িত সেই চিরজীবি প্রেমে'র গান গাইতে গেলে গলায় যে সুর থাকা দরকার দীনবন্ধু তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এ শুধু পর্যবেক্ষণ, কিছু ভাবনা ধরেছে রূপ, গাঢ় উপলব্ধি নেই।

চন্দ্র, সূর্য্য, কোকিল, খন্ডগিরি, রেলের গাড়ি, পরিণয়, সতীত্ব, প্রভৃতি সব কবিতাই তটস্থের পর্যবেক্ষণ। বিষয় ও কবিমনের মধ্যে ভাবের মোহের রঙের সেতুবন্ধ হয়নি। ক্বচিৎ দু-চার চরণে রূপমুগ্ধ চিত্তের স্পর্শ আছে। যেমন—

এক। আলো-করা কাল-রূপ নয়ন-নন্দন। (—কোকিল)
দুই। অরুণ নয়নদ্বয়— যেন রক্ত-কুবলয়
ভাসিতেছে কালজলে বিকাশি নূতন (—কোকিল)
তিন। তারাবলি নীলাম্বরে দিল দরশন,
বিরাজিত যেন বনে শত গন্ধরাজ, (—চন্দ্র)
চার। [সূর্যোদয়ে অন্ধকারের পলায়ন প্রসঙ্গে—]
কেহ বা কামিনী-কেশে এসে মিশাইল। (—সূর্য্য)

প্রথম দুটি উদাহরণে কবির বর্ণবোধ লক্ষণীয়। তৃতীয়ে দৃষ্টিলোভন বস্তুর সঙ্গে ঘ্রাণ-সুন্দর

বস্তুর তুলনায় ইন্দ্রিয়-আবেদনের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিপর্যয়জনিত গভীর সৌন্দর্যাস্বাদ লভ্য। চতুর্থে দেখি কল্পনাভঙ্গির কিছু অভিনবত্ব। কিন্তু এ-ধরনের চরণ বেশি নেই দ্বাদশ কবিতায়। আবার

সুকুমার তাপে মাটী হয়েছে উর্ব্বরা। (—সূর্য্য)

(লক্ষণীয় কবি বর্ষণে উর্বরা হবার প্রচলিত ধারণার কথা বলেন নি। বলেছেন উত্তাপে মাটির উর্বর হবার কথা। হৃদয়ের উত্তাপে কি? 'সুকুমার' বিশেষণটি 'তাপ'কে কোমল ও প্রেমময় করে তুলেছে।)—এর ন্যায় ভাবগর্ভ কাব্যভাষা দীনবন্ধুর কবিতায় দুর্লভ। বরং উল্লিখিত কবিতাগুলিতে আছে তথ্য-প্রাচুর্য, বিচিত্র ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা। কবির হৃদয় নেই। বাংলা কবিতার এ আর এক ব্যাধি। জ্ঞানের বিষয় অনেক কবির লেখায় রসের আশ্রয় না হয়েও জায়গা জুড়েছে। হেমচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই ইতিহাস।

অবশ্য কিছু পার্থক্যও আছে। রেলগাড়ি-বিষয়ে লেখা হেমচন্দ্রেরও একটি কবিতা আছে। দীনবন্ধুর কবিতায় বালকপাঠ্য প্রবন্ধ মাত্র মিলে ছন্দে গাঁথা হয়েছে—তার মধ্যে আছে শুধু কতকটা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। হেমচন্দ্রের কবিতায় সে সব প্রসঙ্গ নেই এমন নয়। কিন্তু সব জুড়ে একটা বিস্ময় আছে। কবির শব্দচিত্রে ও ছন্দে বালকের বিস্ময় ও উত্তেজনার সঙ্গে মিশেছে রেলগাড়ির দ্রুতগতি, এবং সামান্য কৌতুক।

টকস্ টাকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
শাড়ী ধুতি হ্যাট কোটে,
ঠেকাঠেকি ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নেরে, খোল্, তোল্,
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট রাজারাণী
অই ফুকারিল বাঁশী
ঠং ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়িতে পড়িল চাবি—
আর নাহি গোল্
দুলিল সবুজ রঙা পতাকার খোল্।

ফলে এ কবিতায় কিঞ্চিৎ স্বাদ আছে, দীনবন্ধুর কবিতার উপরে সেখানে হেমচন্দ্রের জয়।

প্রভাকর-সাধুরঞ্জনের যুগে লেখা কবিতা থেকে দীনবন্ধু বিশেষ এগোন নি। শুধু অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমকের কোলাহল থেকে ভাষা কিছু মুক্ত হয়েছে। সম্ভবত নাট্য-সংলাপের চর্চা তাঁর কবিতার ভাষাকে স্বাভাবিক করে তুলবার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু ক্ষতির দিকও আছে। প্রভাকরে কবিতা লিখবার সময়ে তিনি চিন্তামূলক বর্ণনামূলক কবিতার পাশে পাশে লিখেছেন কিছু হাসির কবিতাও। তাতে কতক প্রাণ ছিল। দ্বাদশ কবিতার কবি শুধুই ইতিহাসের ঠান্ডাঘরের বিষয়।

নানা কবিতা। প্রেরণা। দীনবন্ধুর কিছু কবিতা এবং কয়েকটি গদ্য-মিশ্রিত পদ্য তাঁর জীবনকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এগুলি সবই কবির ছাত্রজীবনের লেখা। অর্থাৎ ১৮৫০-৫৫ এর মধ্যে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহ এবং প্রেরণা দীনবন্ধুর এই সব কবিতা রচনার মূলে সক্রিয় ছিল। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য উদ্ধৃত হল।

"সেই সময়ে [অর্থাৎ ছাত্রজীবনে—সম্পাদক] তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট

সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ-বয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

'এলোচুলে বেণে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়,
নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়।'

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়।"

প্রথম প্রকাশ। দীনবন্ধু ছাত্রজীবনে লেখা কবিতাগুলি গ্রন্থবদ্ধ করেন নি। কবির মৃত্যুর পরে পুত্রেরা 'পদ্যসংগ্রহ' নাম দিয়ে তার মধ্যে তেরোটি কবিতা প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস আরও চারটি লেখা খুঁজে পান। এই সতেরোটি রচনা সঙ্কলিত হয়েছে 'নানা কবিতা' শিরোনামে। পাঁচটি গুচ্ছে সেগুলি বিন্যস্ত হল। বিষয়ানুযায়ী কবিতাগুলির নাম প্রকাশকাল এবং যে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তার নামের তালিকা এখানে দেওয়া হল।

রচনা	পত্রিকা	প্রকাশকাল
ক॥ কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ—		
১। সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিমাণের দোষ	সংবাদ প্রভাকর	২৫ মে। ১৮৫৩
২। চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই	সংবাদ প্রভাকর	৯ আগস্ট। ১৮৫৩
৩। হাতে হাতে পাপের ফল	সংবাদ প্রভাকর	১৭-১৮ নভেম্বর। ১৮৫৩
খ॥ প্রেম ও প্রকৃতি—		
৪। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা		
৫। নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ		
৬। বসন্তের আগমনে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন	সংবাদ প্রভাকর	২৩ মার্চ। ১৮৫২
৭। বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ		
৮। চন্দ্র	সংবাদ প্রভাকর	৪ মে। ১৮৫২
৯। প্রভাত	বঙ্গদর্শন	আষাঢ়। ১২৭৯
গ॥ গদ্য-পদ্য—		
১০। জনক-জননীর স্নেহ		
১১। বিধবার বিবাহ	সংবাদ প্রভাকর	২২, ২৫ ফেব্রুআরি। ১৮৫৬
ঘ॥ কাহিনী—		
১২। দম্পতি-প্রণয়। বিজয়-কামিনী	সংবাদ প্রভাকর	১৪-১৫ মার্চ। ১৮৫৩
ঙ॥ নানা প্রসঙ্গ—		
১৩। মানব-চরিত্র	সাধুরঞ্জন	
১৪। জামাই-ষষ্ঠী (প্রথম বারের)	সংবাদ প্রভাকর	৫ জুন। ১৮৫১
১৫। জামাই-ষষ্ঠী (দ্বিতীয় বারের)	সংবাদ প্রভাকর	২৫ মে। ১৮৫২
১৬। লয়ালটি লোটস্		১৮৬৯
১৭। মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান	সংবাদ প্রভাকর	২৬ জানুআরি। ১৮৫২

কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' নামে একটি কলাম প্রকাশ করতেন। সে-বিষয়ে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,

> "তখন প্রভাকর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাক্‌যুদ্ধ 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' নামে গ্রথিত হইয়াছে।"

বোঝা যায় ঈশ্বর গুপ্ত পুরনো তরজা বা কবির লড়াইয়ের আদর্শে এই কবিতা-যুদ্ধের ব্যাপারটির প্রচলন করেন। গুপ্তকবির সঙ্গে কবিগানের সম্বন্ধের কথা সর্বজন-বিদিত।

দীনবন্ধুর লেখা এ-জাতের তিনটি কবিতা পাওয়া গিয়েছে। সেকালের একটি কাব্যরচনা রীতির নিদর্শন হিসাবে এদের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। রচনাসৌকর্যের দিক থেকে এরা অনুল্লেখ্য।

প্রেম ও প্রকৃতি। আধুনিক প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার সঙ্গে এদের অনেক পার্থক্য। এসব কবিতার আধুনিকতা বিষয়নির্বাচনে। দৈবী নয় মানবিক বিষয় কাব্যে স্থান পাচ্ছে এবং প্রকৃতি শুধু ঘটনা বা হৃদয়ভাবের পটভূমি নয়, সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন কবিরা। প্রকৃতি প্রকৃতি বলে মনোহারী। ঈশ্বর গুপ্তই কাব্যচিন্তায় এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। দীনবন্ধুরা তাঁর অনুগামী মাত্র। আর চিন্তা, পরিকল্পনা ও নির্বাচনে নূতনত্ব থাকলেও কবিতা হিসাবে এরা ব্যর্থ। বস্তুমুখি এসব কবিতায় অনুদ্বেল চিত্তে শুধু পর্যবেক্ষণ আছে অথবা প্রথানুগ বিরহিণীবাণী বিবৃত। তা একান্তই জীর্ণ। বহুপঠিত প্রভাত কবিতা অনেকের মনে বাল্যস্মৃতি জাগাবে। এর চিত্রধর্ম এবং নৃত্যপর চটুল ছন্দ মনোহারী এবং বালসেব্য। কিন্তু কিছু বয়স্কভাবনার সংযোগ থাকায় এ কবিতা সম্পূর্ণত বালক-মনেরও নয় আবার প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমলতার ভাবসৃষ্টিতেও অসফল।

'দম্পতি-প্রণয়। বিজয়-কামিনী' শীর্ষক আখ্যান-কবিতাটি দীনবন্ধুর দশ বছর পরে লেখা নাটক 'নবীন তপস্বিনী'র ভিত্তি। এ-বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা' নামে পুরাকালিক গল্প লেখা হয় ১৮৫৩ সালে। তখনও নব্য-রীতির আখ্যান-কবিতা লেখা শুরু হয় নি। পুরনো কাহিনীকাব্য অতীতের বস্তু। সেসব ধর্মাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যে বা পুরাণানুবাদে নবীন সাহিত্যরসিকদের রুচি ছিল না। কিন্তু সেকালের কাব্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাহিনীকাব্য রচনার কোনো চেষ্টাই করেন নি। দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তরুণ কবিরা কাল্পনিক কাহিনী-আশ্রয়ে ক্ষুদ্র কাব্য লিখতে চাইলেন। এদের মূল্য চেষ্টায়, সফলতায় নয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' প্রকাশের পাঁচ বছর আগে এরূপ কবিতা লেখার সামান্য ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

নানা প্রসঙ্গ। 'মানবচরিত্র' নামক কবিতাটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> "আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানবচরিত্র' নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল।"

বঙ্কিমের তরুণ বয়সে ভালো লাগা সত্ত্বেও মানবজীবন ও চরিত্র বিষয়ে বালকসুলভ ভাবনা এবং রচনারীতির অস্বাভাবিকতা ও অগভীরতায় এ রচনাটি অকিঞ্চিৎকর। দীনবন্ধুর প্রথম রচনা হিসাবে অবশ্য এর কিছু স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

'জামাই-ষষ্ঠী' কবিতা দুটি পরপর দুবছর উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল। এদের প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন,

> "এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয়ের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের 'জামাই-ষষ্ঠী' যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল।...হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। 'জামাই-ষষ্ঠী'তে হাস্যরস প্রধান।"

ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষপার্বণ' কবিতার কথা এরা মনে করিয়ে দেয়। এ দুটি কবিতাও চিত্রধর্মী। ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়ে জামাইয়ের আগমন প্রসঙ্গে বাঙালি অন্তঃপুরের রঙ্গ রসিকতা ভোজন সজ্জা প্রভৃতির যে বিচিত্র আয়োজন দেখা যায় তারই বিবরণ কৌতুকের রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী ব্যঙ্গ-কবিরা অবশ্য এ-জাতীয় বিষয়ে অনাগ্রহী হয়েছেন। নিদর্শন হেমচন্দ্রের 'সাবাস হুজুক আজব সহর', 'বাজীমাৎ' প্রভৃতি কবিতা, ইন্দ্রনাথের 'ভারতউদ্ধার' কাব্য। সেখানে সমাজে উত্থিত সাময়িক আন্দোলনের ব্যঙ্গবিম্বরূপ প্রকাশিত। হেমচন্দ্রের রীতিতে অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধুর সঙ্গে সাদৃশ্য কিছু আছে। তিনিও খণ্ডছবির মালা গেঁথেছেন—ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ম চলচ্চিত্রে। কিন্তু বাঙালির পরিবার জীবনের উৎসব-আয়োজনের দিকে এরূপ সরস হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিপাত দীনবন্ধুর সে সব স্বল্পমূল্য কবিতার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

'লয়ালটি লোটস অর্থাৎ রাজভক্তি-শতদল' অনেক পরবর্তী কালে দীনবন্ধুর পরিণত বয়সের লেখা কবিতা। ১৮৬৯ সালে 'ডিউক অব এডিনবরা' কলকাতা ভ্রমণে আসেন। সেই উপলক্ষে কবিতাটি লেখা হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, কয়েক বছর পরে ১৮৭৫ সালে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স'-এর কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'ভারতভিক্ষা', নবীনচন্দ্র 'ভারত-উচ্ছ্বাস'। সে সময়ে ছোটবড় সব কবি বহুসংখ্যক কবিতা লিখে বাংলাদেশ প্লাবিত করেছিলেন।

বক্তৃতা

পটভূমি। ১৮৬১ সালে ১৪ জুন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার সাহায্যার্থে কৃষ্ণনগরে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সে-সভায় তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৮৬২ সালে ১১ আগস্ট 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ভাষণটি প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধ হিসাবে সোমপ্রকাশে লেখা হয়,

> "সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্যকরণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই শনিবার বেলা ৪টার সময় পাবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভামণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।"

ভূমিকার পরিশিষ্ট—এক

নাটকগুলিতে সংলাপে দীনবন্ধু অনেক ছড়া, গান ও কবিতা ব্যবহার করেছেন। তাদের প্রথম চরণের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। কোনো কোনো ছড়া প্রবাদ-প্রবচনের লোকভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত। আর সব দীনবন্ধুর নিজের রচনা।

নীল-দর্পণ

১। বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই
২। বৃন্দাবনে আছেন হরি
৩। পুইচে কি এত ভারীরে প্রাণ
৪। ভাল ভাল ক'রে গেলাম কেলোর মার কাছে
৫। ব্যারাল চোকা হাঁদা হেম্‌দো
৬। জাত মাল্লে পাদরী ধরে
৭। যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে
৮। ময়রাণী লো সই
৯। অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে
১০। সময়গুণে আগুপর
১১। ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়
১২। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্তধন
১৩। এক ভাম আর ছার
১৪। প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ
১৫। বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্যাচাত্মনঃ
১৬। আহা আহা মরি মরি এ কি সর্ব্বনাশ
১৭। সাপের ফেনা বাঘের নাক
১৮। নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ

নবীন তপস্বিনী

১৯। সোনা দানা দুদের বাটি
২০। মধু-পান কত্তে পারি
২১। মালতী মালতী মালতী ফুল
২২। মন উচাটন মালতীকারণ কই দরশন
২৩। মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্‌ মত্ত মধুব্রতঃ
২৪। গঙ্গে চ যমুনে চৈব
২৫। যার জন্যে বুক ফাটে
২৬। যার সঙ্গে যার মজে মন
২৭। যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ
২৮। হর পূজে বর মিল্‌ল ভাল
২৯। এ কি তাপসের মন!—অচল, অটল—
৩০। মনে মনে মিল
৩১। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এমন
৩২। অসারে খলু সংসারে
৩৩। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
৩৪। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে
৩৫। ভূতবাসরঃ যোজো ঘণ্টা
৩৬। মরদ্‌ কি বাত
৩৭। যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে
৩৮। কে তোষে কুসুম-কুলে তপস্বীর মন
৩৯। কামিনীর কথা শোনে
৪০। ধর্ম্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ
৪১। চিনে দিও মন চিনে দিও মন
৪২। নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই
৪৩। স্বামি-মুখে মন্দ কথা, সাপিনী-দশন
৪৪। বল বল বিধুমুখি শুভ সমাচার
৪৫। যে যারে দেখতে নারে
৪৬। পীরিতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন
৪৭। যদবধি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে
৪৮। তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বী যায় দিনমণি
৪৯। সুমেরু লেখনী হয়, মসীরত্নাকর
৫০। জানালে আপনজনে মনের যাতনা
৫১। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট
৫২। যার বিয়ে তার মনে নাই।
৫৩। দাঁতে মিসি দ্যাখন হাসি চুলে চাঁপাফুল
৫৪। দিলেন দেবতা দিন এতদিন পরে
৫৫। মলিন বদন সুস্থির নয়ন
৫৬। অজগর ভয়—সাপ হেরিয়ে কাদায়
৫৭। মালতীর মালা, গাম্‌চা হারায়ে এলেম ঘাটে
৫৮। রসিক নাগর, রসের নাগর, যদি ধন পাই
৫৯। একি রীতি রমণীর, লাজে যাই ম'রে
৬০। প্রেম পুত্‌লেম পাঁকের ভিতর
৬১। শুষ্ক তরু মঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলি
৬২। চল নাথ প্রাণনাথ অন্তঃপুরে যাই

বিয়েপাগলা বুড়ো

৬৩। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর
৬৪। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান
৬৫। কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট
৬৬। পীরিতি তুলা কাঁটাল কোষ
৬৭। ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়
৬৮। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি
৬৯। কুচ হতে কত উচ্চ মেরু-চূড়া ধরে
৭০। চাকের মধু মিষ্টি কি হইত
৭১। রেতে কাটে জাত সাপ
৭২। এলো চুলে বেণেবউ আল্‌তা দিয়ে পায়
৭৩। নরামৃত কল্লে পান
৭৪। স্বপোন যদি কলে

তেষট্টি

৭৫। মরদ্ কি বাৎ
৭৬। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন
৭৭। কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে
৭৮। কামিনী-কোমল-কর কিবা কানমলা
৭৯। খোঁড়া ভাতার, বুড়ো ব্যাই
৮০। মন মজ রে হরিপদে
৮১। ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধীনী তোমার
৮২। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার
৮৩। কাছে কিংবা দূরে থাকি উভয় সমান
৮৪। শুনিয়াছি তারা নাকি কান্তা অতিশয়
৮৫। পিতা পরলোকে গেলে জননীর সনে
৮৬। প্রবীণ কি দীন হয় কিবা কদাকার
৮৭। দেবতা সমান পতি সাধনার ধন
৮৮। মাথার উপর ধরি পতির বচন
৮৯। অনঙ্গ অঙ্গনা-অঙ্গ বিনা পরশনে
৯০। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই
৯১। আমি তব কেনা দাসী পদ-আভরণ
৯২। আহা কি দেখলেম
৯৩। কবিতা-কানাই তুমি রসের গামলা
৯৪। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা
৯৫। কথার সময় নয় রসময় আজ
৯৬। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি
৯৭। হাতে বেদনা বড় ছাড় না ছাড় না
৯৮। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাসি পায়
৯৯। ছি ছি ভাই কি বালাই লাজে মরে যাই
১০০। সতীনের ঘা সওয়া যায়

সধবার একাদশী

১০১। পুণ্য-পুঞ্জ-পন্ড দেবি স্বৈরিণি
১০২। চল লো স্বজনি সবে সরোজ-কাননে যাই
১০৩। বেরিয়ে এলেম বেশ্যা হলেম কুল কল্লেম ক্ষয়
১০৪। বলে দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি
১০৫। হায় কি কল্লে মাসী ব'লে
১০৬। জানি! জানি! আমি কি জানি
১০৭। নলিনীদলগতজলমতি তরলং
১০৮। যেই শিরে বান্ধো সোনার পাকড়ি
১০৯। নয়ন মুদিলে সব শব রে
১১০। মন্মে ধীর রাখ ভাইয়া
১১১। বধিক্ বাধে মৃগবান্ ছোঁ
১১২। কাঁড় দিয়ে কিন্‌লেম
১১৩। নাই যাই খাচ্চো তাই থাক্‌লে কোথা পেতে
১১৪। একটুখানি পোলাগুয়া জলে নাও সেচে
১১৫। যার ধন তার ধন নয়
১১৬। হাবা ছেলে কাঁদিস্‌নেকো আর
১১৭। গোকুড়ে যশোদা কোঁড়ে দেড়ে নীড়মণি
১১৮। ব্যাটা বল্ কেটা তোর মাসী
১১৯। আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে
১২০। কি বোল বলিলে বাবা বল আর বার
১২১। বাঙ্গাল, পুটিমাচের কাঙ্গাল

লীলাবতী

১২২। কোথায় মা ওলাবিবি, বেউলি রাঁড়ীর মেয়ে
১২৩। কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ
১২৪। শোন তবে, বলি আমি কথাটি মজার
১২৫। জনক-হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে
১২৬। আনন্দ উৎসব সদা কুসুম-কাননে
১২৭। যুবতী-জীবন পতি, তাঁর হস্ত ধরি
১২৮। সুপবিত্র-পরিণয়, অবনীতে সুধাময়
১২৯। মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়
১৩০। আভাময়ী, লীলাবতী, হৃদয়-মাধুরী
১৩১। সুরূপা রমণী মনোমোহিত-কারিণী
১৩২। বাবুরাম কর কাম, কথা কইবে কে
১৩৩। পঙ্কজ-কোরক-নিভ নব-পয়োধর
১৩৪। সই, মনের কথা তোরে কই
১৩৫। চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলী ভুবন আলো করেচে
১৩৬। ভাব ভাব কদমফুল ফুটে রয়েচে
১৩৭। কোথায় হে কামিনী-বন্ধু কমলনয়ন
১৩৮। কি বলিব কেন কাঁদি, পাগলিনী আমি
১৩৯। বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
১৪০। এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে
১৪১। মারো স্বাঁত মু হাজির আছি
১৪২। ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ
১৪৩। পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে
১৪৪। মতে ছাড়ি দে বাট মোহন
১৪৫। জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়
১৪৬। যে চারুহাসিনী কিশোর বয়সকালে
১৪৭। যে নীল নলিনী-নিভ নয়ন-বিশাল
১৪৮। কেমন কেমন তুমি হয়েছ কদিন
১৪৯। কেমন কেমন মন বিনোদ-বিহীন
১৫০। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন
১৫১। নিরাশ-অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান
১৫২। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন
১৫৩। দেখ লীলা, লীলাখেলা নিখিল জগতে
১৫৪। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল
১৫৫। স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
১৫৬। মনে মনে মন যারে অর্পিয়াছে মন
১৫৭। পরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়
১৫৮। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন
১৫৯। দানের অপেক্ষা নাথ, আছে কোথা আর
১৬০। বালাই বালাই লীলা সুশীলা সুন্দরী
১৬১। বিপদের বাকী নাথ, কোথা আছে আর
১৬২। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই
১৬৩। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার
১৬৪। এখন নয়নতারা বাহিরেতে যাই
১৬৫। বস বস প্রাণনাথ হৃদয়মোহন

১৬৬। কি বলিবে বল প্রিয়ে, কাঁদ কি কারণ
১৬৭। কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত, কহিব কেমনে
১৬৮। অবলা সরলা বালা, নাহিক উপায়
১৬৯। কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন
১৭০। পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
১৭১। মদ্যমত্ত মুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং
১৭২। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়
১৭৩। পাহাড়ে পীরিত তব সীধুবিধুমুখি
১৭৪। সুধীরা মদিরা-বালা অবগুণ্ঠ কাক
১৭৫। বিলাসিনী-দন্তবাস চেয়ারচুম্বনে
১৭৬। নীরাকারা সুরা দেবী, লীবর জননী
১৭৭। গদ্যপদ্যবাদ্যমদ্য মিষ্ট সমতুল
১৭৮। মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্
১৭৯। মদমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
১৮০। নেশার রাজা মদের মজা না খেলে কি বলতে পারি
১৮১। নিশীথ-সময় সই, নীরব অবনী
১৮২। তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম
১৮৩। কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা
১৮৪। আত্মীয়স্বজনগণে সুখে সম্ভাষিয়ে

জামাই বারিক

১৮৫। কামিনী নাতিনী সাঁতনী আমার ভুই
১৮৬। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল কুপ ব'লে হয় ভুল
১৮৭। মুড়কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়স তোর
১৮৮। বড় ঘরের বড় কথা
১৮৯। ঘর জামায়ের পোড়ার মুখ
১৯০। স্বামী আমার গুরুজন
১৯১। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি
১৯২। নাচব না ত কি
১৯৩। আমার সঙ্গে পীরিত করা
১৯৪। ময়না ময়না ময়না
১৯৫। মাচি মাচি মাচি
১৯৬। দোজবরের ভাতারের মাগ
১৯৭। আদ্যিরসের দোজবরে
১৯৮। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই
১৯৯। ঘরজামায়ে ভাতার
২০০। ছোট মাগ পাটরাণী
২০১। খুঁটোর জোরে মেড়া নড়ে
২০২। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন
২০৩। আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি
২০৪। আয় আমার অঞ্চলের নিধি
২০৫। সুয়ো মেগের ষোল আনা, দুয়োর নাম নাই
২০৬। মার দম কসে দম গাজার কলকে তুলে
২০৭। বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন
২০৮। মাণিকপীর, ভবপারে যাবার লা
২০৯। তরুণ-তপন-রুপে বিমোহিত মন
২১০। নৌকা ডিঙ্গে চাইনে আমি, আজ্ঞে যদি পাই
২১১। মনের মত নাগর যদি পাই
২১২। এ কি বাবার বিবেচনা
২১৩। কুঞ্জবনে বাজলে বাঁশী, ঘরে রয় না মন
২১৪। কেন না বাঁধিনু চুল, কেন মল্লিকার ফুল
২১৫। বৃন্দাবনের নাড়ী-ভুঁড়ি

কমলে কামিনী নাটক

২১৬। জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ
২১৭। সাজ সাজ বীরকুল তুমুল সমরে
২১৮। কেমনে কৌরব-কুল কুসুম-লতিকা
২১৯। তলোয়ার-ফলাকা- লক্‌লক্ করে
২২০। পতিব্রতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
২২১। যৌবন যে যায়
২২২। মনে যৌবন যার
২২৩। থাক্‌তে বেলা নবীনবালা
২২৪। মনের মণি গুণমণি
২২৫। তুমি অরুচির রুচি
২২৬। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো?
২২৭। ইন্দীবরবিনিন্দিত বিশাল-নয়ন
২২৮। মাগ্ মাগ্ মাগ্
২২৯। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়
২৩০। বুড় বয়সে নবীন নারী
২৩১। জায়ার যৌবনধন হইলে বিগত
২৩২। কুলের গৌরব কত পিতা প্রতিকূল
২৩৩। অবলা রমণী অরবিন্দ মনে
২৩৪। পরাণ কাতর নবীন বাসনা
২৩৫। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে
২৩৬। আম্ শুকিয়ে আমশী, জল শুকিয়ে পাঁক
২৩৭। আনারসে লবণ-কণা
২৩৮। সঙ্গদোষে ভাই বেশ্যা-বাড়ী খাই
২৩৯। বাঁশবাগানে ডোমকাণা
২৪০। বিরস-বদনে, সজল-নয়নে
২৪১। করিলাম পণ, পাবে দরশন
২৪২। কি হেরিলাম আহা মরি
২৪৩। ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
২৪৪। প্রাণ যারে চায়
২৪৫। ঝি হ'ল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
২৪৬। প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ-স্বজনি
২৪৭। মদন-মোহন! মুরলী-বদন! বল বিবরণ, কোথায় ছিলে
২৪৮। প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি
২৪৯। অবলার মনে, এমন বচনে, কেন অকারণে হান হে বাণ

২৫০। চিত্রং ব্রবীতি চ মনোহন্‌গতং বিসংজ্ঞো
২৫১। চিন্তামণিরসো নামা মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ
২৫২। সাদায়ে লৌকাদ্‌লি (সাজায়ে নৌকাদ্‌নি)
২৫৩। বসল্‌তে আশাল্‌তে
২৫৪। সত্যবন্ধ্‌ হতে চাও
২৫৫। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন

‘সধবার একাদশী’ নাটকের নিমচাঁদ তার সংলাপে মাঝে মাঝেই নামকরা ইংরেজি লেখকদের রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছে। তাদের প্রথম চরণের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।

1. The mind and spirit remains
2. To be weak is miserable
3. Rich the treasure
4. If consequence do but approve my dream
5. Man being reasonable must get drunk
6. A Daniel come to judgement! Yea, a Daniel!
7. Little learning is a dangerous thing
8. A fool might once himself alone expose
9. The undiscovered country, from whose bourne
10. This is my ancient;—
11. The thirsty earth soaks up the rain
12. Canst thou not minister to a mind diseas'd
13. Therein the patient
14. You are one of those that will not serve God
15. Wine is the fountain of thought
16. Let such teach others who themselves excel
17. Into what pit thou seest
18. Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff
19. It is the east, and Juliet is the sun
20. So sweet was ne'er so fatal
21. This is the state of man
22. The tyrant custom, most grave senators
23. If the mountain will not come to Mahomet
24. Come sleep—O sleep, the certain knot of peace
25. His father's ghost from limbo-lake the white
26. Hail! holy light! offspring of Heaven first born
27. Thou canst not say I did it
28. Man but a rush against Othelo's breast
29. Their best conscience
30. Things at the worst will cease
31. Thou stickst a dagger in me
32. I dare do all that may become a man
33. We have willing dames enough
34. Bloody bawdy villain
35. I look down towards his feet—but that's a fable
36. To mourn a mischief that is past and gone
37. If thou beest be; but O, how fallen how changed
38. Now misery hath join'd
39. Ease would recant
40. The dear pledge

ভূমিকার পরিশিষ্ট—দুই

১৮৭৩ সালে দীনবন্ধুর শেষ নাটক প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকাটি তৈরি করতে ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' এবং দেবকুমার বসু-সংকলিত 'বাংলা নাটক' বইয়ের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

১৭৯৪-৯৫

গোরাসিম লেবেদফ—কাল্পনিক সংবদল[১]

১৮২২

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন এবং রামকিঙ্কর শিরোমণি—আত্মতত্ত্ব কৌমুদী[২]
? হাস্যার্ণব[৩]

১৮২৮

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক[৪]

১৮৩৫

? বিদ্যাসুন্দর[৫]

১৮৪৯

নীলমণি পাল—রত্নাবলী

১৮৫২

তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জুন
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্তিবিলাস

১৮৫৩

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু নাটক
হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতি-চিত্তবিলাস

১৮৫৪

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

১৮৫৫

নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

১৮৫৬

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ
উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ
রাধামাধব মিত্র—বিধবা মনোরঞ্জন
রামনারায়ণ তর্করত্ন—বেণীসংহার

১৮৫৭

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিক্রমোর্ব্বশী
বিহারীলাল নন্দী—বিধবা-পরিণয়োৎসব

১৮৫৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ—সাবিত্রী-সত্যবান
তারকচন্দ্র চূড়ামণি—সপত্নী নাটক
নারায়ণ চট্টরাজগুণনিধি—কলি-কৌতুক
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—বিদ্যাসুন্দর
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রত্নাবলী
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মুক্তাবলী
হরচন্দ্র ঘোষ—কৌরব-বিয়োগ

১৮৫৯

উমাচরণ দে—নল-দময়ন্তী
কালিদাস শর্মা—মুক্তাবলী
কালীপ্রসন্ন সিংহ—মালতী-মাধব
মণিমোহন সরকার—মহাশ্বেতা
মধুসূদন দত্ত—শর্ম্মিষ্ঠা

১৮৬০

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ
মধুসূদন দত্ত—একেই কি বলে সভ্যতা
মধুসূদন দত্ত—পদ্মাবতী
মধুসূদন দত্ত—বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
যদুনাথ মিত্র—বিশ্ববিনোদ
রামচন্দ্র দত্ত—বাল্যবিবাহ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা
শিমুয়েল পীরবক্স—বিধবা-বিরহ
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মালবিকাগ্নিমিত্র
শ্যামাচরণ শ্রীমানি—বাল্যোদ্বাহ-নাটক

---

[১] ইংরেজি The Disguise-এর অনুবাদ। রচনাকাল ১৭৯৪-৯৫। সম্প্রতি পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি মস্কো শহরে রক্ষিত। অনুবাদে গোলকনাথ দাসের হাত থাকা সম্ভব।

[২] অনেকের মতে এটি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ গদ্যে। কেউ কেউ অবশ্য একে নাট্যানুবাদ বলেই অভিহিত করেছেন।

[৩] লেখকের নাম পাওয়া যায় নি।

[৪] সংস্কৃতের আংশিক বঙ্গানুবাদ।

[৫] নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হয়। পালাটি কে লেখেন, এটি পুরনো যাত্রাধর্মী না নাট্যধর্মী তা কিছুই জানা যায় নি। বইটি মুদ্রিতও হয় নি।

১৮৬১

মধুসূদন দত্ত—কৃষ্ণকুমারী
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপল-চিত্ত-চাঞ্চল্য
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দলভঞ্জন

১৮৬২

কুশদেব পাল—কাদম্বিনী
দ্বারকানাথ গুপ্ত—বিক্রমোর্ব্বশী
ভুবনমোহন চক্রবর্তী—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি
রামনাথ ঘোষ—পাড়াগাঞ্রে একি দায়?
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—ম্যাও ধরবে কে?
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—শুভস্য শীঘ্রম্

১৮৬৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বোধেন্দু বিকাশ
দীনবন্ধু মিত্র—নবীন-তপস্বিনী
দুর্গাদাস কর—স্বর্ণ-শৃঙ্খল
প্রাণনাথ দত্ত—প্রাণেশ্বর
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—কনের মা কাঁদে আর টাকার পুটুলি বাঁধে
মণিমোহন সরকার—ঊষানিরুদ্ধ
রাধামাধব হালদার—বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—জানকী

১৮৬৪

দ্বারকানাথ মিত্র—মুষলং কুলনাশনং
নিমাইচাঁদ শীল—কাদম্বরী
বিশ্বম্ভর মিত্র—চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিধবা-বিলাস
হরচন্দ্র ঘোষ—চারুমুখ-চিত্তহরা
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—জয়দ্রথ-বধ

১৮৬৫

অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শকুন্তলা
রামনারায়ণ তর্করত্ন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

১৮৬৬

উমেশচন্দ্র মিত্র—সীতার বনবাস
কামিনীকুমার দেবী—উর্ব্বশী
ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী—চক্ষুঃস্থির
ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত—প্রেমাধিনী
দীনবন্ধু মিত্র—বিয়ে পাগলা বুড়ো
দীনবন্ধু মিত্র—সধবার একাদশী
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বুঝলে কিনা
পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা—শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান
প্রেমধন অধিকারী—চন্দ্রবিলাস
যদুনাথ তর্করত্ন—দুর্ভিক্ষদমন
রামনারায়ণ তর্করত্ন—নবনাটক
হরিমোহন কর্ম্মকার—শ্রীবৎসচিন্তা

১৮৬৭

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—মেঘনাদবধ
দীনবন্ধু মিত্র—লীলাবতী
নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বারুণীবিলাস
নিমাইচাঁদ শীল—এ'রাই আবার বড়লোক
প্রাণনাথ দত্ত—সংযুক্তা-স্বয়ম্বর
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—কিছু কিছু বুঝি
মনোমোহন বসু—রামাভিষেক
যদুনাথ ঘোষ—হেমলতা
রামনারায়ণ তর্করত্ন—মালতী-মাধব
হরিমোহন কর্ম্মকার—জানকী-বিলাপ

১৮৬৮

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি
কালিদাস সান্ন্যাল—নল-দময়ন্তী
কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়—বিপদই সম্পদের মূল
ক্ষেত্রমোহন ঘটক—কামিনী-নাটক
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইন্দুপ্রভা
গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত—বিমাতা-মনোরঞ্জন
চন্দ্রকালী ঘোষ—কুসুমকুমারী
বনমালী চট্টোপাধ্যায়—বরের কাশীযাত্রা
বনোয়ারীলাল রায়—কুমুদ্বতী
বিপিনমোহন সেনগুপ্ত—হিন্দুমহিলা
বেণীমাধব ঘোষ—ভ্রান্তিরহস্য
বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দুর্গোৎসব
যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন—কীচকবধ
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুশীলা-বীরসিংহ
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বঙ্গকামিনী

১৮৬৯

কেশবচন্দ্র সাধু—স্পর্শানন্দ
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিক্রমোর্ব্বশী
নিমাইচাঁদ শীল—চন্দ্রাবতী
বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুমহিলা
বিহারীলাল সিংহ—রসরঞ্জন
রামনারায়ণ তর্করত্ন—উভয়সংকট
রামনারায়ণ তর্করত্ন—চক্ষুদান
শোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অসুবোদ্বাহ
হরিমোহন কর্ম্মকার—ইন্দুমতী
হীরালাল মিত্র—আলালের ঘরের দুলাল

১৮৭০

অক্ষয়কুমার সেন—ভ্রমনিরাশ
কালীপদ ভট্টাচার্য্য—প্রভাবতী
কেদারনাথ ঘোষ—জ্ঞানদায়িনী
ক্ষেত্রমোহন কাঞ্জিলাল—প্রমোদনাথ
জগবন্ধু ভদ্র—দেবলাদেবী
জয়নাথ দাস—জীবন-উন্মাদিনী
জীবনকৃষ্ণ সেন—ফাল্‌তো ঝক্‌ড়া

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার—সুধা না গরল?
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মালতী-মাধব
ফকিরচাঁদ বসু—শিবাজীর অভিনয়
বিপিনবিহারী দে—মনোহারিণী
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—প্রভাস-মিলন
মতিলাল মজুমদার—অদ্ভুত
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হেমাঙ্গিনী
শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী—লক্ষ্মণবর্জ্জন
হরিমোহন কর্ম্মকার—যাগসর্ব্বস্ব
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—আগমনী
হারাণচন্দ্র মিত্র—বিচ্ছেদ-নির্ব্বাণ

১৮৭১

অক্ষয়কুমার সাধু—রতনেই রতন চেনে
কৃষ্ণকমল গোস্বামী—দিব্যোন্মাদ
কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র—জ্ঞানদারঞ্জন
গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি—পার্ব্বতী-পরিণয়
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজবালা
তারকনাথ চক্রবর্ত্তী—গিরিবালা
দ্বারকানাথ দত্ত—বাঙ্গালার ভাবীমঙ্গল
ধীরেশচন্দ্র দাসঘোষ—কুসুম-কামিনী
বিপিনবিহারী দে—একাদশীর পারণ
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—মৈথিলী-মিলন
মহেশচন্দ্র দাস দে—কুলপ্রদীপ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রুক্মিণীহরণ
রামনারায়ণ তর্করত্ন—লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

১৮৭২

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সমাজ-রহস্য
অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশাচার
উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ—চমৎকারচম্পূ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—চিত্রাঙ্গিনী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ল্যাদাড়ু গিরিশ)—ধ্রুবতপস্যা
চন্দ্রকালী ঘোষ—কুসুমকুমারী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—কিঞ্চিৎ জলযোগ
তারানাথ তর্কবাচস্পতি—ধনঞ্জয়বিজয়
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—শশিপ্রভা
দীনবন্ধু মিত্র—জামাইবারিক
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উপসংহার
নিমাইচাঁদ শীল—ধ্রুবচরিত্র
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রত্নবেদিকা
মদনমোহন মিত্র—মনোরমা
রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—এই এক রকম
রামকালী ভট্টাচার্য্য—হিন্দু পরিবার
লক্ষ্মীমণি দেবী—চিরসন্ন্যাসিনী
শিশিরকুমার ঘোষ—নয়শো রূপেয়া
শ্রীমতী নিতম্বিনী—অনূঢ়া যুবতী
সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—কিন্নরকামিনী
হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়—দারগা মশাই
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—ঘর থাকতে বাবুই ভেজে
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—প্রহ্লাদ
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—রাম-বনবাস
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—সপত্নী-কলহ
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—হতভাগ্য শিক্ষক

১৮৭৩

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—মৎস্য-ধরা
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতমাতা
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ধ্রুবোপাখ্যান
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী
দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুশীলা সরলা সুন্দরী
দীনবন্ধু মিত্র—কমলে কামিনী
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা
নিত্যানন্দ শীল—আর কেহ যেন না করে
নিমচন্দ্র মিত্র—শরৎকুমারী
নিমাইচাঁদ শীল—তীর্থমহিমা
বেণীমাধব ঘোষ—ঋষিচরিত্র
বেণীমাধব ঘোষ—ভ্রমকৌতুক
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মা এসেছেন
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—আকাট মূর্খ
মনোমোহন বসু—সতী নাটক
মীর মশারফ হোসেন—জমিদারদর্পণ
মীর মশারফ হোসেন—বসন্তকুমারী
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—মোহন্তের এই কি কাজ?
রামনারায়ণ তর্করত্ন—স্বপ্নধন
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—নন্দবংশোচ্ছেদ
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—মোহন্তের এই কি কাজ!!!
শিশিরকুমার ঘোষ—বাজারের লড়াই
হরলাল রায়—হেমলতা
হরিনাথ মজুমদার—অক্রূর সংবাদ

ভূমিকার পরিশিষ্ট—তিন

স্বতন্ত্রগ্রন্থে, গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধে, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে দীনবন্ধু-বিষয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তার তালিকা।

১। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩। 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। ললিতচন্দ্র মিত্র।
৪। রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র। 'প্রদীপ' পত্রিকা। ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।
৫। নাটক ও নাটকের অভিনয়। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা। ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
৬। দীনবন্ধু মিত্র। সারদাচরণ মিত্র। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা।
৭। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সমালোচনা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকা।
৮। 'সুরধুনী' কাব্যের সমালোচনা। 'Calcutta Review' পত্রিকা। লালবিহারী দে। ১৮৭১-৭২।
৯। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সমালোচনা। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা। ১৮৬৬।
১০। 'সধবার একাদশী'র সমালোচনা। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা। ১৮৬৬।
১১। 'নবীন তপস্বিনী'র সমালোচনা। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। ১৮৬৩।
১২। পৃথিবীর সুখদুঃখ ('সুরধুনী' কাব্যের সমালোচনা)। চন্দ্রনাথ বসু।
১৩। 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা। সম্পাদকীয়। ১৮৭৩।
১৪। 'তমোলুক' পত্রিকা। ১৮৭৩।
১৫। History of Bengali literature. R. C. Dutta.
১৬। Fifty Years Ago. 'The Down and Dawn Society's Magazine.' Haranchandra Chakladar.
১৭। Indian Stage. Dr. H. N. Dasgupta.
১৮। জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা। শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী।
২০। বঙ্গভাষার লেখক। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।
২১। Western influence on Bengali literature. Priya Ranjan Sen.
২২। সাহিত্যসাধক চরিতমালা: দীনবন্ধু মিত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৩। নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। মন্মথনাথ বসু।
২৪। দীনবন্ধু মিত্র। সুশীলকুমার দে।
২৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মোহিতলাল মজুমদার।
২৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড। সুকুমার সেন।
২৮। বাংলা নাটকের ইতিহাস। অজিতকুমার ঘোষ।
২৯। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস। আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩০। বঙ্গসাহিত্যে নাটকের ধারা। বৈদ্যনাথ শীল।
৩১। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার। সাধনকুমার ভট্টাচার্য।
৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ২য় ভাগ। ভূদেব চৌধুরী।
৩৩। বাংলা নাটকের আলোচনা ১ম খণ্ড। ক্ষেত্র গুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত।
৩৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা। রাজনারায়ণ বসু।
৩৫। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। রামগতি ন্যায়রত্ন।
৩৬। সাহিত্যচর্চা। বুদ্ধদেব বসু।
৩৭। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। অজিতকুমার ঘোষ।
৩৮। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস। অজিতকুমার দত্ত।
৩৯। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড। সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। ভূমিকা।
৪০। ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য। হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
৪১। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ভূমিকা।
৪২। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ। প্রমথনাথ বিশি সম্পাদিত। ভূমিকা।
৪৩। দীনবন্ধু-কথা। দুলালচন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত।

৪৪। 'সাধারণী' পত্রিকা। কার্তিক ১২৮০।
৪৫। আমার জীবন ২য় ভাগ। নবীনচন্দ্র সেন।
৪৬। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৩২১।
৪৭। প্রবন্ধ। বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নীল-দর্পণ

ভূমিকা

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষা'ও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তার্পিন্ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়-হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্ জেনরল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেন্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিবিল্ সর্‌ভিসসরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

গোলোকচন্দ্র বসু। নবীনমাধব, বিন্দুমাধব (গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়)। সাধুচরণ (প্রতিবাসী রাইয়ত)। রাইচরণ (সাধুর ভ্রাতা)। গোপীনাথ দাস (দেওয়ান)। আই. আই. উড, পি. পি. রোগ (নীলকর)। আমিন। খালাসী। তাইদ্গীর। ম্যাজিস্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

স্ত্রী-চরিত্র

সাবিত্রী (গোলোকের স্ত্রী)। সৈরিন্ধ্রী (নবীনের স্ত্রী)। সরলতা (বিন্দুমাধবের স্ত্রী)। রেবতী (সাধুচরণের স্ত্রী)। ক্ষেত্রমণি (সাধুর কন্যা)। আদুরী (গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী)। পদী (ময়রাণী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক
গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করো্যে গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও[১] যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করো্যে তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও[২] ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের[৩] পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস করো্যে আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে,

---

[১] গাঁতি—জমিদারের অধীন জমাজমি। যুক্ত ভূ-সম্পত্তি।
[২] দামড়া—বলদ। [৩] আসধান—আউস ধান।

যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো! তাই যদি নীলের দামগুলো চুক্‌য়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি কর্য্যে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা কর্য্যে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হল্যে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে[৪]।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মাঠাকরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান,[৫] বড়বাবু নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান।

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি[৬] য্যান বাগ্,[৭] যে রোক্[৮] করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে।[৯] শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে।[১০] সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো[১১] ভুঁই যদি নীল গ্যাল তবে মাগ

[৪] গত্তে হবে—করতে হবে। [৫] অবধান—প্রণাম। [৬] সুমুন্দি—সম্বন্ধী। এখানে গালাগাল, শালা।
[৭] বাগ্—বাঘ। [৮] রোক্—আক্রোশ, তেজ। [৯] খালে—খেলো।
[১০] বাছা বাছা উর্ব্বরা জমি নীলকরেরা নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করত। সে সব জমিতে চাষীকে নীলচাষ করতেই হতো। [১১] কুড়ো—বিঘা।

ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি কর্য়ে দ্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই দ্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নেই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দির অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা[১২] চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোডার[১৩] নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা-ফেনা[১৪] আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী[১৫] বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর মার বুকি য্যান বিদে-কাটি[১৬] পুড়্য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদারি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে[১৭] এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে কর্য়ে এনেচে, কুটি[১৮] ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ও মা ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ কর্য়ে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

[১২] কাটা—পুরানো হিসেবে পঁচিশ সেরে এক কাটা চাল হোত।
[১৩] গোডা—গুয়োটা। গালাগালি।
[১৪] নোনাফেনা—নোনা জল লেগে নষ্ট জমি।
[১৫] কারকিতী—চাষের কাজ।
[১৬] বিদেকাটি—ক্ষেতের আগাছা মারার লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠ।
[১৭] সেঁস্‌য়ে—শাসিয়ে।
[১৮] কুটি—নীলকুঠি।

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও অ্যামিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌বো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগি তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই. আই. উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক[১৯] আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ[২০] বেগোর[২১] তোম্ দোরস্ত[২২] হেগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে্য শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কি-ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো[২৩] এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তে মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ

[১৯] না-লায়েক—অনুপযুক্ত।
[২০] শ্যামচাঁদ—রায়তদের উপর অত্যাচার করবার জন্য বিশেষ ধরনের চর্মনির্মিত চাবুক।
[২১] বেগোর—ব্যতীত। [২২] দোরস্ত—সিধে। [২৩] ক্যাওট—কৈবর্ত।

করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কায চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে২ প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দাঁড় পাড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ কর্য়ো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার[২৪] দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

---

[২৪] মাইন্দার—ক্ষেতমজুর।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই।(সক্রোধে) ও দাদা, তুই ছুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে! (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো! (শ্যামচাঁদাঘাত)

নবীনমাধবের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু, মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সর্ম্ভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খানা ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করে্য দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধরে্য মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙিগব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান।

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

[উড়ের প্রস্থান।

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দাঁড়ি বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দাঁড়ি এক-গাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম করো্যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দাঁড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখ্‌তে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কিনা!—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এই-বার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরয়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সর্কলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণ্‌চো—আর বোন্, মনের কথা বেরয়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠি-গুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে[২৫] মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করো্যে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান[২৬] হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণীর বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া)

---

[২৫] খামাত্তে—খামার থেকে।

[২৬] ডান—দক্ষিণ দিক, এখানে আদুরী একে ডাইনি অর্থে নিয়েছে।

ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

আদুরী। সেই সাগর[27] নাড়ের[28] রিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের[29] দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো।

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ[30] দিতি চেয়েলো।

পঁুইচে কি এত ভারি রে প্রাণ,
পঁুইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধর্‌য়ে ডাকতিস!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরু-নোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে২ শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মান্দের পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে—মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই ষেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে।

[আদুরীর প্রস্থান।

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরি নি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের[31] আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্‌য়ে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আদুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক, হা, হা, হা, হা।

[সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।

[27] সাগর—বিদ্যাসাগর। [28] নাড়ের—রাঁড়ের। বিধবার। [29] আজাদের—রাজা রাধাকান্ত দেবের। [30] বাউ—বাউটি। একপ্রকার গয়না। [31] কস্‌বি—বেশ্যা।

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনিচিস্ বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত করো বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর এক দিন আসিস।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি[৩২] বিটী বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার[৩৩] ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করো দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েছে, কাল থেকে ঝম্‌কে২ ওট্‌চে।

আদুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস্ তবে নেটেলা[৩৪] দিয়ে ধরো নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে মরদ্‌দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বলো ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধরো নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক

৩২ গস্তানি—কুলটা। ৩৩ কামরাঙ্গা—কামরা। ৩৪ নেটেলা—লাঠিয়াল।

নেই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চন্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্‌ নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি কুটেল[৩৫] সাহেবরা মাচেরটক্‌[৩৬] সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ[৩৭] দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি না কি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যার্ল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, না কি এ ম্যাদের পিল্‌[৩৮] হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকন্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্‌ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম না কি বড্ড শোনে—

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্‌ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি,[৩৯] তেরোনাল[৪০] ফির্‌তি থাকে, মা গো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মানুসি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালাব হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্‌ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়াছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করে্য যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা বেলা থাক্‌তে২ গা ধুয়ে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পার্‌বো না—জান্‌ কবুল।

---

[৩৫] কুটেল—কুঠিয়াল। [৩৬] মাচেরটক—ম্যাজিস্ট্রেট। [৩৭] ম্যাদ—মেয়াদ।
[৩৮] পিল্‌—আপিল। [৩৯] নাঙ্গা পাক্‌ড়ি—লাল পাগড়ি। [৪০] তেরোনাল—তরবারি।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না,[১] শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চাকি[২] কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়ুয়ে উটেলো—দ্যাদিনি[৩] অ্যাকন তবাদি[৪] অক্ত[৫] ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে[৬]—গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া) দুত্তোর প্যারোকের মার প্যাট করো, লৌ[৭] দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে[৮] পাই, এম্‌নি থাপ্পোর[৯] ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে[১০] আসমানে উড়ুয়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান—তানার সেমন্‌তোনের[১১] দিন ঘুনুয়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিরিকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, করো সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্‌লি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্‌রির ভেতর অনেক তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তার ওম্নি র, র, করো অ্যাসেছে, হেড়া হোঁড় যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদর্খাদের ধলা দামড়া আর জমান্দারদের বুদো এ'ড়ের নড়ুই বেদ্‌লো[১২]।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচি নে গা—
ভাল২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমুন্দির ইক্‌সুল[১৩] করা বেইরে গেছে, সুমুন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়ত্ বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমুন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে,[১৪] বাবা!

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাংপার[১৫] করবার কোমেট্[১৬] কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্‌তি পারচি নে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতবার[১৭] জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর[১৮] বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অন্‌তেরা[১৯] পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল[২০] সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়ুয়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির

---

[১] কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না—কুঁদোর ওপরে রেখে চেঁছে কাঠের জিনিস সোজা করা হয়।
[২] চাঁকি—চোখে। [৩] দ্যাদিনি—দেখ দিখিনি। [৪] তবাদি—পর্যন্ত। [৫] অক্ত—রক্ত।
[৬] ঝোজানি দিয়ে পড়চে—গড়িয়ে পড়ছে। [৭] লৌ—রক্ত। [৮] মাটে—মাঠে। [৯] থাপ্পোর—চড়।
[১০] চাবালিডে—চোয়ালটা। [১১] সেমন্‌তোন—সীমন্তোন্নয়ন। গর্ভিণীর সংস্কার বিশেষ।
[১২] নড়ুই বেদ্‌লো—লড়াই বাঁধলো। [১৩] ইক্‌সুল—আটক।
[১৪] ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে—তোলপাড় শুরু করেছে। [১৫] গাংপার—বদলি। [১৬] কোমেট—কমিটি।
[১৭] গাঁতবার—দলে ভেড়াবার। বড়শিতে মাছ গাঁথার মত। [১৮] মামদো—ভূত, মুসলমানের প্রেতাত্মা।
[১৯] অন্‌তেরা—খবর। [২০] এগোনের গারনাল—আগেকার গভর্নর।

ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত কর্য়ে খাতি পারবো, আর সর্মিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্‌তি পার্‌বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভূতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির[২১] ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা[২২] সোমোজ[২৩] কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরান্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো॥

বচোরান্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্ নি।

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে; "জাত মাল্লে" কি?

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান্‌তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্‌লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মশার কাছে মিচ্‌রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রুপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্‌য়েচে?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচ্‌ড়া[২৪] কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম[২৫] কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যা হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়্‌য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ[২৬] মারালে। চাসার কি আর বাচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সর্মিন্দির হির্‌ভিতি।[২৭] সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সর্মিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সর্মিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সর্মিন্দি তা কর্‌বে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন— (নেপথ্যে হো, হো; হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায়।)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা

[২১] মান্নির—অশ্লীল গালাগালি। [২২] নচা কথা—কাল্পনিক কথা, ছড়া গল্প প্রভৃতি রচনা।
[২৩] সোমোজ—বুঝা। [২৪] আদাখ্যাচ্‌ড়া—খানিকটা শেষ, খানিকটা বাকী রাখা কাজ।
[২৫] ব্যাভ্রম—অপমান। [২৬] মার্গ—মার্কা। [২৭] হির্‌ভিতি—কারসাজি।

কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মরো ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) দ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমুন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন।)

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া
রোগ সাহেবের প্রবেশ

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে! এত বেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্-হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না,[২৮] অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শুয়োরকি বাচ্চা! রামকান্ত[২৯] বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা।)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতোর গুঁতো)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই কর্‌বো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন করো ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা[৩০] হ্যায়।

[রোগের প্রস্থান।

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার[৩১] দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি নি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার[৩২] ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা

[২৮] নাদ্‌না—মোটা লাঠি। [২৯] রামকান্ত—শ্যামচাঁদের ন্যায় চাবুক। [৩০] বাউরা—পাগল।
[৩১] প্যাঁজ পয়জার—শ্রমের মূল্য তো মিললই না, বরং অপমানিত হতে হল।
[৩২] ভাবরার—তপ্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঘর।

তো নির্ম্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্ম-সমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামিরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবন্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্ত প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখী, লেখা-পড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্ণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাড়া কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড় নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে ক্যান্‌তি নেগ্‌লো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারবে না (প্রকাশে) চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে[৩৩] এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে। —ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমান্‌ষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার লয়ান দ্বটি।

এক জন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দ্বটো[৩৪] নিড়িন গড়াতি দিইচি—

এক জন ল্যাঠিয়ালের প্রবেশ

বাবা রে! কুটির নেটেলা।

[রাখালের বেগে প্রস্থান।

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি কর্‌য়ে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাঠিয়ালের প্রস্থান।

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ার-মুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে, করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪ জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

[৩৩] খেঁটে—লগুড়। [৩৪] দ্বটো—দুটো।

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

[ঘোম্‌টা দিয়া প্রস্থান।

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী— (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

[৪ জন শিশুর প্রস্থান।

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

এক জন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারির পেয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌দিগের প্রবেশ

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দ্বটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা,[৩৫] এক বার লাগলে আর ওটে না—তুই বেটা চল্‌, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্‌ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোডার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দ্বটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না।

[নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে[৩৬] ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

[রাইচরণের প্রস্থান।

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি

[৩৫] গ্রাম্য প্রবাদ। ধোপারা ভ্যালার আঠা দিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়। একবার দাগ দিলে তা আর ওঠে না। [৩৬] পুট্‌ঠাকুর—পুরুতঠাকুর।

নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন, হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীল কুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম সহসা পরাঙ্‌মুখ হব না,—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুল-তিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজয়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ, হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ
গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্‌ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্‌ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজির দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্‌য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

[খালাসীর প্রস্থান।

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সেদিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

উডকে দর্শন করিয়া

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই. পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে. ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পাড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ্ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোশ্বর কর্যো নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবার-দিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহেতার চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর২ দাদন বৃদ্ধি করি এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি. আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়. যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের[১] কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠান্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুর-দিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩।৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্ হয়—

[১] Englishman পত্রিকা।

আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উঠ। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পড়ী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘরুমে ভেজ ডেয়।

[উডের প্রস্থান।

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করো্য বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ন হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিতকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজ-নয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এমন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করো্য ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূ-মাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করুবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করো্য তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায করো্য তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ,

লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখী চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আস্‌ছে।

দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। চিঠি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান।

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গত কল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার! দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করে্য নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক্—

নবীন। (লিপি পাঠ)

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য

বিনয় পুর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব বক্রী এক শত টাকা আগামি মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েক খান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয় তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইন-কর্ত্তাদিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নিম্মূর্ল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধুলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদন্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের

মাজিস্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়। হে লেফ্-টেনাণ্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না, হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না— আমাদিগের ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করো্য ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি, হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে বার হলো—মোর ক্ষেত্রমণির অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসীদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধরো্য নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়ো্য দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুন্‌য়ে নিচ্চিস্—তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোড়া জমি চসে আর ফুলে২ কেঁদে ওঠে—মাটেতে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরূপ বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডূক কখনই বসিতে পারিবে না।

[নবীনের প্রস্থান।

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন।

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ব্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কাম্‌রা

রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই

পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্বে?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; এ কথা কেউ জান্তে পার্বে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্তি পার্লে না—ওপরের দেব্তা তো জান্তি পার্বে, দেবতার চোক তো ধুলো দিতি পারবো না! আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্বে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শুয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ানো, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে২ খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ওকর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে: সমুদ্রে সব মিশুয়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্তি না হয়। ময়রা পিসি মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেসায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি কর্বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্ তখন আর এক দিন আস্বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম কর্বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাস্ নে, ময়রা পিসি যাস্ নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান।

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি লেগিচি, মোর যে ভয়্তে গা ঘুর্তি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—

(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

বস্ত্র ধরিয় টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

রোগের হস্তে নখ বিদারণ

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরো-নালের খোঁচা মার্ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্‍্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে র্‌লি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্‍্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন।)

জানেলার খড়খড়ি ভাঙিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বর্ত্তী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়য়ে যেন কাটের পুতুল—গোড়ার বাক্যি হরে গিয়েছে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান[২] আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা[৩] (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার[৪] বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধর্‍্যে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের[৫], পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ভাল কর্‍্যে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্‍্যে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়ে যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমুয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির[৬] কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সমন্দির আস্তা-বলের ঝরকা ভেঙে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্ত-বাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তার পর নাত কর্‍্যে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙল কর্‍্যে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড় ম্যাড কর্‍্যে জুতোর গুতো মারিস্ নে?

হাঁটুর গুতো

[২] এমান—ইমান, ধর্মবিশ্বাস। [৩] পোঁচা—করতল। [৪] জোরার—যমের। [৫] সেদের—সাধুর। [৬] নছিব—ভাগ্য।

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি. ওরা নির্দ্দয় বল্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।

[ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।

তোরাপ। এমন বস্‌গার[7]ও বেছাপ্পর[8] কাত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বল্যে মেন্‌য়ে জন্‌য়ে[9] কায মেরে নে, জোর জোরাবতী[10] কদিন চলে, পেল্‌য়ে গেলি তো কিছু কাত্তি পার্‌বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সর্মিন্দি নেয়েত[11] ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মদ্ধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে ট্যাকাগুনো চুক্‌য়ে দে আর এ বচোর ঝা বুনীত চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

[চীৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন।

রোগ। বাই জোভ! বিটেন্‌ টু জেলি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় য্যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদুরিতে ধর্যে নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপ্‌ড়ে২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে২ চক্ষু ফুল্‌য়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে২ ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস করো্যে আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদতে২ যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবি। (ক্রন্দন করিতে২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করো্যে রইচি তাতে এই দায় উপস্থিত।

[7] বসগার—বোসেদের। [8] বেছাপ্পর—বাড়ি ছাড়া। [9] মেন্‌য়ে জন্‌য়ে—মানিয়ে বুঝিয়ে।
[10] জোরাবতী—জবরদস্তি। [11] নেয়েত—রায়ত।

(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাউ নি। ঘোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

উড, রোগ, মাজিস্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে (দরখাস্তের পাত উল্‌টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা[১] পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজ্‌কুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিস্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামীর আড্‌ভোকেট্ স্বরূপ," সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে, আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা

[১] খোলোসা—সমুদয়।

তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়. এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইতদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি[২] করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে. তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল. এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগের রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না: ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজ রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন,

[২] বেওরাওয়ারি—জোর করিয়া।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবিতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ্।

সাহেবের নিকট গমন

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

[মাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান।

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান।

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পুজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে

হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলেন, "নবীন তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি মাজিস্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়া-বধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়া-ছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকে রাত্র দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব, আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটী ইনস্পেক্টারের প্রবেশ

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্টেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্টান্ট মাজিস্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গভরনর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিস্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

[নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান।

ডেপুটী। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্টেনান্ট গভরনরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্গুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

কালেজের পণ্ডিতদের প্রবেশ

আস্তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ শববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করো কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনার-সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিস্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনই জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এট্‌টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম।

[চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান।

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান। জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দারো। বিন্দুমাধববাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছে, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বার-পাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধব-দিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লান্‌টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো° আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—

° দুগ্‌দো—দুগ্ধ, দুধ।

কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাঁড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করো?

গোপ। মোরা হলাম পাঁত্তবাসী[১], সারাক্ষুণ্ডি[২] যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাড়া[৩] তেল-পলাড়াই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদ্‌গার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়ুয়ে তোলে—ছোট-বাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়ে-গুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যাই[৪] ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ[৫] ঘ্যাসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ[৬] মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট[৭] ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিনি গলায় দাঁড়ির খবর শুনেলো সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া করো আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জানলাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির[৮] মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাই নে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ[৯] যে তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবেং কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওড়া, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কী কর্‌বো, তুমি তো খুঁচয়েং বিষ বাইর কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোড়ার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করো মানী মানুষ-টোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যঙের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না,[১০] মুই পাগ্‌ল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

[১] পাঁত্তবাসী—প্রতিবেশী। [২] সারাক্ষুণ্ডি—সারাক্ষণ। [৩] তেলপলাড়া—তেল তুলবার লোহার চামচ। [৪] পত্যাই—প্রত্যহই। [৫] র‍্যাংরাজ—ইংরেজ। [৬] ন্যাকাৎ—মতন।। [৭] আষ্ট—রাষ্ট্র। [৮] পিরতিমির—পৃথিবীর। [৯] একেচ—রেখেছো। [১০] খাপা হবেন না—রাগ করবেন না।

গোপী। গুয়োড়া নন্দর বংশ ভোগোলের[১১] শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্ত নেগেচে, সাহেবেরা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওড়া বড় ভেমো[১২], আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা করো্য মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

[প্রস্থান।

গোপী। বোধ করি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পুর্ব্ব মাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সুড়্‌কিওয়ালা জোগাড় করো্য রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম করো্য দিয়াছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজিস্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্‌ ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্‌ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্‌ড়কি[১৩] শালা, তোমারা মোনাসেফ[১৪] না হোয়্‌ কাম ছোড়্‌ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস[১৫] ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্‌হারাম বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেড্‌লি কমিসন[১৬] হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী

[১১] ভোগোল—যে ভোগায়। [১২] ভেমো—বোকা। [১৩] গিধ্‌ড়—শকুন। [১৪] মোনাসেফ—পছন্দ।
[১৫] কাগজ নিকাস—হিসাব পরিষ্কার।
[১৬] গ্র্যান্ট সাহেবের নেতৃত্বে স্থাপিত ইন্ডিগো কমিশনের প্রতি ইঙ্গিত।

বেঁচিয়া লইব—অ্যারান্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্ নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইন্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ-সুমিত্রা-নন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিতে হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে২ উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স্ ব্রুট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেন্‌সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বস্‌কে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ,

গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কর্ত্তিস ডেভিলিষ নিগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম্‌ কাওটকা মাফিক কাম্‌ ডেগা, —শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান।

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করো? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

[গোপীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

আদুরী বিছানা করিতে২ ক্রন্দন

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করো্ও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কর্ত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরো্য নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করো্য যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়ুয়্যে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেল্‌য়্যে গ্যালেন মোরা ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি কর্ত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা এট্টু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আদুরীর প্রস্থান।

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না" বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে২ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া

শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতো বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অম্‌নি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন সুড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মাম্দা[১৭] হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়-সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করো্য বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্ জানি কি ধরা পাকড়া করো্য নে যাবে" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি নুক্‌য়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচ্‌য়ে আনতি পাত্তাম, আর দুই সমন্দির বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং॥"

বড় বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়-বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার ম্যারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কাম্‌ড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কাম্‌ড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকা-চ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুক্‌য়্যে থাকি, নাত করো্য পেল্‌য়্যে যাব,

[১৭] মাম্দা—মামলা।

সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়ে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান।

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজলনয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়—উহুহু!

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

সৈরি। (রোদন করিতে২) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরে্য দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

[প্রস্থান।

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি

হইবে (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে করো ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধরো নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর করো তুলে লয়ো গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতা-বিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দু-মাধবকে ডাক্তার আন্তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকা-কালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আল্পানায় হস্ত রাখিয়া বলো্ছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূ-মাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলোকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দু-মাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (এক-দৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে —ওগো তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্‌তো তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্-বান্ধব কর বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃত করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি

এমন সকোপ নয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্নি ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে২

সাবি। প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন করিতে২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন (হাত তালি)।

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম কর্য়ে খোকার মুখে একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)।

সৈরি। মা আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে, আহা হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো (ক্রন্দন)।

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না।

চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাকুরুণ আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম। (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন)

সর। মা গো, আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে (সাবিত্রীর পাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েচে, কত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন তুই আবাগী নরকে যাবি (হাস্য করিতে২ করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)।

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক ছোটবউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস্‌ তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উটুবে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যে-ছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েছি ঐ নাম

রাখ্‌বো, কত্তা বলতেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব" বল্যে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন আজ সে সাধ পূর্‌তো।

নেপথ্যে শব্দ

ঐ বাজ্‌না এয়েছে (হাততালি)।

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ

সরলতা রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্‌ বাড়ী রেখে এলে।

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারেরে বল্‌চেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদার্ণিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণ হস্ত দেন (হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা কুটির নোক্‌ তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্‌ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্‌ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব।

[প্রস্থান।

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

চার জন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত! রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার্২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে, এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়ে দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা,

মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির[১৮] মালা দিতি হবে—আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, ভাল করো্য চেয়ে দেখ্‌ না মা।

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)।

সাধু। কোলে তুলিস্‌ নে, টাল্‌ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করো্য, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মোরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ, হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ[১৯] বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে

সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ কর্‌, এখন কাঁদিস্‌ নে, টাল্‌ যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু করো্য বিছানা করো্য দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন—আর একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে

[১৮] সাঁকতি—শাঁখ।

[১৯] নমীর আৎ—নবমীর রাত।

বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান।

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে করো মোর ক্ষেত্রমণির দেক্‌তি আস্‌বেন. মোর কপাল ইতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদুরি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়. তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণ-পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি. দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না" দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করো ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করো ডাক্তরবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে হাত না ধর্য্যে বল্‌তো বাঁচ্‌বে না. আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

জল অধিক দিও না। এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপ্‌ড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঔষধ বাহির করি।

ঔষধের ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির

করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করো্য, বাপো, বাপো,—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো (ক্রন্দন)।

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্‌ ধর্‌।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।

[পাছা চাপড়াইতে২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন।

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয় — গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার এই মুখ মনে পড়ে (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গর্‌মি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মর্যে যাই মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এম্‌নি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্যে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্যে। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্যে কাঁদিতেছে, ছা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন কর্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাই খাও—গস্তানি বিবির পায় ধর্‌লাম তবু কর্ত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান কর্যে দিয়ে আবার যেতেন; বিবির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না —চীৎকার কর্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাকা পর্‌য়্যে দিলে—প্রদীপে পুড়্‌য়ে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেও না সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাকাপরা যে ঘুচ্‌য়েচে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে২ শয্যাপাতন) মাজুরটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাই নে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে২ নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে থাক, থুথুকুড়ি দিয়ে যাই (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক্‌ পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

সরলতার প্রবেশ

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী

নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত পুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়ে পড়ে-ছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি-সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহি-র্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে?

মৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদরবিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি আঁট্‌কুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুন্‌য়্যে এয়েচে দেখ্‌চি।

কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্ (দু হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যম-সোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি। (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা।

সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনী-যোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃ-স্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রা-ভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ-বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল।

আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোকশার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারি নে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলিচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করো আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! (চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

চরণের ধূলি ভক্ষণ

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে—এ কি! এ কি! শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

সৈরি। এখন? কেমন করো? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলের দঁাড়, তুমি আজো খোঁপায় দেউ নি! আহা! আহা! আর তুমি দিদি বলো ডাক্‌বে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদু। বিপিন ডরয়ো উটেচে, বড় হাল্‌দার্ণি তুমি শীগ্‌গির এস!

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্‌ নি, একা রেখে এইচিস্‌।

[আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান।

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুব-নক্ষত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহ-সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজ-মান, কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীল-কীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥

কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না॥
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করো্যে ছিল মম দেহ সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

নবীন তপস্বিনী

"ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।"
—শকুন্তলা

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ.
একাত্মবরেষু।

সোদরসদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভাল বাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার "নবীন তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী—বসন ভূষণ বিহীনা—সুতরাং জনসমাজে যদি "নবীন তপস্বিনী"র সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি।

অভিন্নহৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

রমণীমোহন (রাজা)। জলধর (মন্ত্রী)। বিনায়ক (সহকারী মন্ত্রী)। মাধব (রাজার বয়স্য)। বিদ্যাভূষণ (সভাপণ্ডিত)। রতিকান্ত (সদাগর)। বিজয় (তপস্বিনীর পুত্র)। গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ, প্রজাগণ, ঘটকগণ, বাহকচতুষ্টয় ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মালতী (রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী)। মল্লিকা (বিনায়কের স্ত্রী এবং মালতীর মামাতো ভগিনী)। জগদম্বা (জলধরের স্ত্রী)। সুরমা (বিদ্যাভূষণের স্ত্রী)। কামিনী (বিদ্যাভূষণের কন্যা)। তপস্বিনী। শ্যামা (তপস্বিনীর সহচরী)। পাঁচটি বালিকা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রতিকান্ত সদাগরের বাড়ী

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে মল্লিকার প্রবেশ

মাল। কি লো মল্লিকে হাঁসি যে গালে ধরে না।

মল্লি। ও ভাই বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ নাকি বিয়ে কর্‌বেন।

মাল। মাইরি? মিছে কথা।

মল্লি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই।

মাল। ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক করা কেবলই মৌখিক—আর বিয়ে কর্‌বেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্‌বেন, তপস্বী হবেন, সকলি কথার কথা।

মল্লি। আহা দিদি! আমরাই মরি ভাতার ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে, ওদের মত বেইমান্ আর কি আছে! যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, বল্‌তে কি তখন ভাই বোধ হয় মিন্‌সে বুঝি আমায় বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি সমরণে যাবে। মরে বাঁচার ওষুধ পাই তবে মরে দেখি, আবার বিয়ে করে কি না।

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাক্‌লে সুখ হতো।

মল্লি। হ্যাঁ ভাই ছোট রাণী কি যথার্থ বিষ খাইয়েছিল?

মাল। না বোন কারো মিছে দোষ দেব না, বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজা, আর রাজার মা বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছেন। ছোট রাণীর সতিন, সে কল্যে নিন্দে নেই, এমন পোড়ার-মুখো শাশুড়ী ভাই কখন দেখি নি; রাজা যদি কোন দিন সক্ করে বড় রাণীর ঘরে যেতেন, বুড়ো মাগী, রায় বাগিনীর মত এসে পড়্‌তো।

মল্লি। রাজরাণীই হন্ আর রাজকন্যাই হন্, ভাতারের সুখ না থাক্‌লে কোন সুখ ভাল লাগে না।

সোনা দানা দুদের বাটী।
দুও মেগের ও'চলা মাটী॥

মাল। আহা বোন্, তাই কি তিনি ভাল খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় পর্‌তে পান্ নি, পেট্‌টা ভরে খেতে পান্ নি, বেয়ারাম হলে চিকিৎসা হতো না, পিপাসায় একটু জল দেয় এমন একটি দাসী ছিল না; শাশুড়ী যে যন্ত্রণা দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে একটি দিনও যায় নি।

মল্লি। তবে ঐ বুড়ো মাগীই বড় রাণীকে মেরেচে—না?

মাল। না লো না, বড় রাণীকে কেউ মারে নি, কিন্তু ছোট রাণী যদি কবিরাজকে হাত কত্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ খাওয়াতেন, তার আর কোন সন্দ নাই।

মল্লি। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন?

মাল। ও ভাই শুন্‌বি, মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর পেট হলো, বড় রাণীর পেট হয়েছে শুনে

শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠ্‌লো, বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজ্‌রাতে লাগ্‌লো।

মল্লি। আহা! কি গুণের শাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে পাদব জল খাই।

মাল। তার পর ভাই মাগী রাষ্ট করে দিলে, বড় রাণীর কুচরিত্র ঘটেচে, আহা! বড় রাণীর খেদের কথা মনে হলে আজও চক্ষে জল আসে। শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর মাতায় যেন বজ্রাঘাত হলো, হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মল্লি। ভাল মহারাজ কেন বল্যেন না তিনি গোপনে গোপনে বড় রাণীর ঘরে যেতেন।

মাল। মহারাজ মানুষ হোলে বল্‌তেন, তা উনি তো মানুষ নন, উনি ছোট রাণীর "রামবল্লভ," প্রথমে বড় রাণীকে সান্ত্বনা কল্যেন যে. এমন আহ্যাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা উচিত নয়, তার পর যাই ছোট রাণী কল টিপে দিলে, ওম্‌নি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রীহত্যা কত্তে বস্‌লেন, মায়ের কাছে ভয়েতে স্বীকার কল্যেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল না।

মল্লি। বলিস্‌ কি, মাইরি? এমন কথা তো কখন শুনি নি. সাদে বলি পুরুষ এক জাত সতন্তর—

মধুপান কত্তে পারি।
মাচির কামড় সইতে নারি॥

বিস্তর বিস্তর ভাতার দেখেচি, এমন ভাতার ভাই কখন দেখি নি—বড় রাণী কি কল্যেন?

মাল। আহা! ভাই. ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্‌লে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, এতে কি প্রাণ বাঁচে. বড় রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুন্‌বেমাত্র জলে ডুবে মলেন।

মল্লি। আহা! আহা! ও যাতনার ঐ ওষুধ, আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে; মহারাজ স্ত্রীহত্যা কল্যেন?

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন. রাজসিংহাসনে বসে থাক্‌তেন আর দুই চক্ষু দিয়ে দর্‌ দর্‌ করে জল পড়্‌তো: বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্তে পাত্তেন না।

মল্লি। আর ঘেন্নার কথা বলিস্‌ নে, পোড়া কপাল অমন খেদের। বলে

মাচ মরেচে বেড়াল কাঁদে শান্ত কল্যে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি
হেরি সাপের চকে॥

মাল। রাজা ভাই কেমন এক রকম মানুষ; বড় রাণীকে মনে মনে ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু ছোট রাণী ওঠ বল্যে উঠ্‌তেন, বস বল্যে বসতেন, ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখ্‌লে কেঁপে মত্তেন।

মল্লি। ছোট রাণী নাকি রাজারে কি খাইয়েছিল?

মাল। তুই ভাই ও কথা তুলিস্‌ নে, কে কোথা হতে শুন্‌বে গোরিবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মল্লি। উঃ মগের মুলুক আর কি? প্রাণ আর টান্‌তে হয় না।

মাল। ও কথা যাক্‌, মেয়ে স্থির হয়েচে?

মল্লি। রাজার আবার মেয়ের ভাবনা কি, পথ থাক্‌লে তোমার আমার ইচ্ছে হয়।

মাল। পোড়ার মুখ আর কি—তুই যেমন মেয়ে।

মল্লি। তা কি ভাই, কপালের কথা বলা যায়, তুই যদি রাজার নজোরে পড়িস্‌, এই তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচিস্‌।

মাল। পোড়া কপাল আর কি, আর শুনিচিস্‌ জগদম্বা আবার আমার সঙ্গে ঝকড়া করে, বলে আমি নাকি তার ভাতারকে মন্ত্রণা দিচ্চি।

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট এম্‌নি বেড়েচে, নাই চুল্‌কোবার যো নেই, হাত তত দূর যায় না; বর্ণটি তো তেলকালি, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে, চেহারার চটক্‌ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কাল তেমনি মোটা, কসের কাছটি শাদা, আর অল্প অল্প লাল। চক্ষু দুটি যেমন ছোট তেমনি খোল্লো, তাতে আবার আড়নয়নে চাওয়া হয়। তুমি যদি ভাই রাগ না কর তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি. এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।

মাল। তা না কল্যেও ও ক্ষান্ত হবে না।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। তোমরা কি পরামর্শ কর কি হয় তার ভাব ভক্তি বুঝ্‌তে পারি না।

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ আবার কি কর্‌বো। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হোয়ে বেড়াও কেন?

রতি। যার জ্বালা সেই জানে, সদাগরি কত্তে হয় তো বুঝ্‌তে পারি; পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করা আর ঝাঁপ্‌টাকাটা সহজ কর্ম্ম।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কত বাড়ী থাকুন, মালতীকে বাণিজ্য কত্তে পাটান, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনার ঘর টাকায় পরিপূর্ণ করে দেবে।

রতি। মল্লিকে, তুই আর জ্বালাস্‌ নে ভাই, তোর ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস্‌।

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে।

রতি। তবে দাও।

বিনায়কের প্রবেশ

মল্লি। (বিনায়কের নিকটে গিয়া) তুমি আমায় টিপ্‌ কেটে ইয়ারকি দিতে বল নি? সদাগর মহাশয় টিপ্‌ দেখে রাগ কচ্চেন।

বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ্‌ চেটে খান্‌ না।

রতি। বিনায়ক তুমিও ওদের দিকে হলে।

মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে বেশ বিন্যাস করে।

রতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ্‌ কেন?

মল্লি। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বেন, নইলে কোন্‌ দিন আপনার হাতে টুক্‌নি দিবে।

রতি। তোমরা যে রত্ন, চাবি দিলেও যা, না দিলেও তা।

মাল। তুমি যেমন, মল্লিকে তোমায় খ্যাপাচ্চে।

রতি। আমি তো আর খেপ্‌চি নে।

মল্লি। খ্যাপো আর না খ্যাপো আমি বলে কয়ে খালাস্‌।

রতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাক্‌তে এয়েচে।

মল্লি। বুঝিচি, খেপ্‌বের সময় হয়েচে, আমি চল্যেম, মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস্‌—এস ভাই আমরা বাড়ী যাই।

[বিনায়ক ও মল্লিকার প্রস্থান।

মাল। তুমি যার তার কথায় কাণ দাও কেন?

রতি। আমার মনটা বড় উচাটন হয়েচে, শুন্‌চি আমায় ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে।

মাল। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর একা থাক্‌তে পারবো না, তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ যে করে, তা আমিই জানি।

রতি। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা," তা কি নিয়ে যেতে পারি, কপালে ভোগ থাকে তো একাই ভুগ্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার উদ্যান

জলধরের প্রবেশ

জল। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে, আমি ত্রিভঙ্গ হোয়ে এইখানে দাঁড়াই, শিস্‌ দিতে থাকি, বংশীধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণীমণি রাধাবিনোদিনী আমার নিকটে আস্‌বেন। (শিস্‌ দেওন) বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্‌ না থাক্‌ বর্ণটি আছে। এই তো রূপ, এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কারো হয় নি, এ কথা এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? না, বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখ্‌তে পেলে না, কেন তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি এমনি উঁচু নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যদি চিৎ হোয়ে শুয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না এমনি খোল; আহা! যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন; নাক্‌ দেখ্‌লে সূর্পণখা লজ্জা

পায়; আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন আর অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায়ে থুতু লাগে। যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা। (শিস্ দেওন) মালতী আজ কি আসবে না? আহা! মালতী যদি আমার মাগ্ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম তা কি বল্‌বো। মালতীর নামে একটি কবিতা করি, (চিন্তা)—হয়েচে।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

(পরিক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ কোথায় ভাব্‌চি মালতী, এ দেখ্‌চি কি না বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি?

জল। নিম-রাজি হয়েচেন।

বিদ্যা। তবে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই?

জল। মহাশয় রাজার মত্ কখন থাকে, কখন থাকে না, তার নিশ্চয় কি। রাজা, আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ তিনই সমান, কখন্ কি চায় তার ঠিকানা নেই, আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়।

বিদ্যা। বলি তবে কোন্ পাত্রীটি স্থির হলো?

জল। যাঁহারা পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন তাঁহারা সকলে একমত হোয়ে বলেচেন, আপনার কামিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সুতরাং যদ্যপি আর বিবাহ করায় অমত না হয় তবে আপনার কামিনীই রাজমহিষী হবেন।

বিদ্যা। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, আমার কন্যাই হউক আর অপর কোন বালিকাই হউক, মহারাজের সহধর্ম্মিণী গ্রহণে অমত করা কোনরূপে কর্ত্তব্য নয়, বয়স এমন অধিক হয় নাই, বিশেষতঃ একাদিক্রমে দ্বাবিংশতি পুরুষ রাজ্য করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে রাজ-বংশ এককালে লোপ হয়, বড় আক্ষেপের বিষয়।

জল। ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়া অবধি রাজার বড় রাণীর শোক প্রবল হয়েচে। শোকের ফোয়ারার মুখে ছোট রাণী পাতর হোয়ে বসে-ছিলেন, এক্ষণে পাতরখানি সরে গিয়েচে, শোক একেবারে উথ্‌লে উঠেছে। বিবাহের নাম কল্যেই বড় রাণীর নাম করে কাঁদ্‌তে থাকেন।

বিদ্যা। কন্যাটি আমার পরমা সুন্দরী, জননী আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, মনে ভয় করে, রাজরাণী হোয়ে পাছে হাটের হাড়িনী হন, কারণ বড় রাণী যদিও রাজমহিষী ছিলেন, এক পয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না।

জল। মহাশয়ের সে পক্ষে কোন ভাবনা নাই; কামিনী বিশ্ববিমোহিনী, মহারাজ যদি আবার দুটি রাণী করেন, আপনার কামিনীই একচেটে কর্‌বেন।

বিদ্যা। সে ভরসাটি আমারও আছে, বিশেষ ব্রাহ্মণী স্বামিদমনজ্ঞান জানেন, কন্যাকে সে জ্ঞান দান কল্যে রাজা অন্তঃপুরে মেষ হোয়ে থাক্‌বেন।

জল। তবে বোধ করি, আপনি কেবল রাজসভায় সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণীর কাছে আতপ-চাল দেখ্‌লে মুখ চুল্‌কায়।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণীর শেমুষীটি সাতিশয় প্রখরা, আমারে সকল বিষয়ে পরাভূত করেচেন, আমি মহারাজের সমক্ষে সিংহনাদ করি, কিন্তু ভবনে গমন করি, আর পঠিত মাটি মস্তকে পড়ে, আমি কোন কথা কাটিতে পারি না, কেবল মোসাহেবদের মত আজ্ঞা হ্যাঁ, আজ্ঞা হ্যাঁ বলে যাই। আক্ষেপের কথা বল্‌বো কি, রাজার বয়স অধিক হয়েছে বলে ব্রাহ্মণী কন্যা দানে অসম্মতা, বলেন, ধনের লোভে কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে পার্‌বো না।

জল। মহাশয়, এ কথা আমার রাজার নিকটে জানান উচিত, কারণ রাজা অনেক অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন, তাতে যদি ব্রাহ্মণী কান্নাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ হতে পারে।

বিদ্যা। না মন্ত্রিবর, এ কথা তুমি কাকেও বলো না, আমি মিনতি কর্‌তে পারি, গলায় বস্ত্র দিতে পারি, পাদপদ্ম ধারণ করে পারি, ব্রাহ্মণীর মত কর্‌বো, বিশেষ বিবাহের স্থিরতা হলে আর কি কোন গোল উপস্থিত হয়?

জল। মহাশয়, জানেন না, শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ্ না ঘটেছিল; ছাঁল্লাতলায় শাশুড়ী মাগী চীৎকারধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো, বরকে কনে বাবা বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো, তার পর তিন শত টাকা বয়স অধিকের জরিমানা দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ পায়ে একখান দাদ্ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাকা নিলে।

বিদ্যা। রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কোন বিষয়ে ভাবনা কত্তে হবে না। আমি ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথন করে আপনাকে কল্য জানাব।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

জল। ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্য বামন, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্ গেল, আমি আশা কচ্চি মালতীর, এলো কি না বিদ্যাভূষণ। (শিস্ দেওন)

মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন,
পাই গো তার।
(নেপথ্যে মলের শব্দ)
মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার,
বাঁচি নে আর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ

এই তো আমার মনঃপিঞ্জরের হিরেমন এলো, এখন কেন কবিতাটি বলি না।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মল্লি। আ মরি, আ মরি, যমেরি ভুল।

জল। মল্লিকে, তোমাকে আর বল্‌বো কি—

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তমধুব্রতঃ
আমি মধুব্রত, চতুষ্পদ, না ষট্‌পদ।

মল্লি। সত্যের দ্বারে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় দিয়েচেন।

জল। মালতীর মুখে কথা নাই।

মল্লি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

মাল। মর্ মর্—মন্ত্রিমহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী, রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা কর্‌বেন, আপনার পর-নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব।

জল। মালতী, যার নামে নালিশ কর্‌বে, তারি কাছে বিচার, রাজা আর কিছুই দেখেন না—আমি তোমার সহিত বাদানুবাদ কত্তে চাই না, আমার এইমাত্র বক্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের চরণ-পদ্ম অনুমতি কর্‌লেই আমি পায়ে পড়ে থাকি।

মল্লি। আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল, আমরা আপনাকে নিতে পারি?

জল। মল্লিকে, আমি জগদম্বার ছিলেম, কিন্তু মালতী আমায় কিনে নিয়েচে।

মল্লি। মালতী বুঝি ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করেচে?

জল। মল্লিকে, তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিক্‌লি, আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বলো, মালতীর জন্যে আমি সর্ব্বত্যাগী হয়েচি।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেরূপ বল্‌চেন যদি আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ বলে, তা হলে আপনি কি করেন?

জল। তা হলে আমি পঞ্চাননের পূজা দিই, আর মনে প্রবোধ দিতে পারি যে, আমার মতো আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, জগদম্বা যেন মুচি মাগী, আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে?

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে জাবে যাই। মল্লিকে, "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি" পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানাপচা জলও শুদ্ধ হয়, তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ।

মল্লি। তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন?

জল। বার মাস পানাজলে নেয়ে মরি, এক দিন লাল দিগিতে যেতে ইচ্ছা হয়।

মাল। চল্ মল্লিকে, সন্ধ্যা হলো। (যাইতে অগ্রসর)।

জল। যার জন্যে বুক ফাটে,
সে আমারে এঁকে কাটে।

মালতি, তুমি অধমকে বধ না করে যেতে পারবে না।

পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মাল। মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন, কেউ দেখতে পাবে।

মল্লি। মালতী একেবারে বার আনা রাজি হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব।

জল। মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর।

মল্লি। মহাশয়, পায় পড়ারে পারা ভার, আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে, আপনি এখন স্থান, আর দিন স্থির করুন। মালতীর বাড়ীতে আপনি কি যেতে পারেন না?

জল। আমার খুব সাহস আছে, কিন্তু পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে; এ কাজে মারামারি কথায় কথায়। তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না?

মল্লি। আর জগদম্বা যদি দেখতে পায়?

জল। আমি আট ঘাট বন্দ করবো, সে দিকে কারো যেতে দেব না। (চাবি দিয়া) এই চাবিটি রাখ, কল্য সন্ধ্যার পর কেলিগৃহের চাবি খুলে তোমরা তথায় থাকবে, আমি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হবো।

মল্লি। পাকা হয়ে রইল, এখন পথ ছাড়ুন, আমরা ঘাটে যাই।

জল। দেখ যেন ভুলো না।

মল্লি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েচে, আর কি ভোলা যায়?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ি কিবা ডোম॥

মাল। তুই যে এখনি অবশ হলি।

মল্লি। আড় নয়নের এমনি জোর।

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান পরে সে দিন রাজবাড়ী গিয়েছিলে, সেই শাড়ীখান পরে যেও।

মল্লি। আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রিমহাশয়, আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান, আমি যাব না।

মাল। না গেলে, আমারি ভাল।

জল। মল্লিকে, তুমি আর এক দিন যেও।

মল্লি। না, আমি আজই যাবো—মালতি, তোর মনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল, আমি সদাগরকে বলে দেব।

জল। না মল্লিকে, তারে বল না, আমি কারো বঞ্চিত করবো না।

মাল। বল্লিই বা, মন্ত্রিমহাশয় কি আমায় দুটো খেতে দিতে পারবেন না।

জল। মালতি, তোমায় আমি মাথায় করে রাখতে পারি, কেবল জগদম্বার ভয়, সে কথায় কথায় মারে ধরে।

মল্লি। (জগদম্বাকে দূরে দেখিয়া) বলতে না বলতে ঐ দেখ দশ দিক্ আলো করে জগদম্বার উদয় হচ্চে।

জল। তাই তো আমি যাই, মালতি, মনে রেখ—

জগদম্বার প্রবেশ

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া, তোমার আর মরণের জায়গা নেই, ঘাটের পথে পোড়া কপাল পোড়াচ্চো।

জল। (মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, আমি কি কারো দিকে উঁচু নজোরে চাই।

[জলধরের প্রস্থান।

জগ। পাড়ার পোড়াকপালীরে, পাড়ার সর্ব্বনাশীরে, পোড়ার সাত গতরখাগীরে, পাড়ার গন্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না, বড় লোক দেখলে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হলো কি, যেমন দিইচিস্ তেমনি পেইচিস্, ভাল দিয়ে আস্‌তিস্, মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্।

মাল। হ্যাঁ গা বাছা, আমরা কি দেশে আর লোক পেলেম না, তোমার "পঞ্চরত্ন" নিয়ে টানাটানি কচ্চি।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলি নে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি, পোড়াকপালীরে ঘরে থাকতে না পারিস, নাম লেখা গে, নতুন নতুন

পুরুষ পাবি, কত রাজা পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।

মল্লি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো, আয় ভাই ঘাটে যাই, গা ধুই গে।

মাল। বাছা, আমরা নাম লেখাব কি দুঃখে? আমাদের সিন্দুক পোরা টাকা রয়েচে, বাক্স পোরা গহনা রয়েচে, প্যাঁটরা পোরা কাপড় রয়েচে, সোনার চাঁদ ভাতার রয়েচে, তাদের যেমন মনোহর রূপ, তারা তেমনি আমাদের ভাল বাসে, তোমার যেমন পোড়ার বাঁদর ভাতার, তেমনি তোমাকে ঘৃণা করে, তোমারি উচিত নাম লেখানো—

মল্লি। তা হলে লোকের একটা উপকার হয়—

জগ। আমি বেশ্যা হলে আমারি পরকাল যাবে, লোকের উপকার হবে কি?

মল্লি। পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে যায়।

জগ। আমি সব কথা তোদের ভাতারকে বলে দেব, তোরা পাড়া মজালি, তোদের জন্যে কেউ ভাতার নিয়ে ঘর কত্তে পারে না।

মল্লি। আমরা হাজার মন্দ হই, তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিৎ করে রাখ্‌তে পার, কেউ তারে জাদু করে নিতে পার্‌বে না।

জগ। আমি তো আর চাবি দিয়ে বাক্সর ভিতর রাখ্‌তে পারি নে, তোরা যদি ওরে ত্যাগ করিস্‌, তা হলে আমি বাঁচি।

মাল। তুমি বাছা পাগল, আমরা কুল-কামিনী, আমরা কি কখন পরপুরুষ স্পর্শ করি—যদিও কোন কুলকামিনী কুপথে যেতে ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না, অমন কদাকার, পেট-মোটা, ঢেঁকিরামকে কেউ সকের পতি কত্তে পারে?

মল্লি। আমি যদিও পাত্তেম তা আর পারি নে, একে ঐ রূপ, তাতে জগদম্বার গোময় মুখে মুখ দিয়েচে, সেই মুখ দিয়ে এতক্ষণ পচা জাবের জল নির্গত হচ্ছিল। যথার্থ বল্‌চি, আমি সে আশা একেবারে ছেড়ে দিলেম—এই ন্যাও বাছা, তোমাদের বৈটক-খানার চাবি ন্যাও, মন্ত্রিবর স্থির করেচেন, কাল সন্ধ্যার পর মালতীকে লয়ে তথায় কেলি করবেন। (চাবি দেওন)

মাল। বাছা, তুমি কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের কেলিগৃহে, আমি যে শাড়ী পাটিয়ে দেব, তাই পরে বসে থেকো, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে, আমরা তোমার ভাতারকে নষ্ট কচ্চি, কি তিনি আমাদের নষ্ট কচ্চেন।

জগ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেচে, এমন করে ড্যাক্‌রা আমার মাতা খাচ্চে; কাল যদি ধত্তে পারি, এর শাস্তি দেবো, ঝ্যাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ান্‌ ঝাড়বো। মালতি, তুই শাড়ীখান পাটিয়ে দিস্‌ বাছা।

[জগদম্বার প্রস্থান।

মল্লি। ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন ইঁদুর পড়্‌লে হয়। আমরা ভাব্‌ছিলেম, মাগীকে খুঁজে পাটিয়ে দিতে হবে, মাগী কিনা আপনি এসে উপস্থিত।

সুরমা এবং কামিনীর প্রবেশ

মাল। কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি বর জুটেছে, কামিনীর অঙ্গে কোন খুঁত নেই, কাঁচা সোনার মত বর্ণ, মুখখানি যেন ছাঁচে তোলা, চক্ষু দুটি যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েচে, এমন মেয়ে নইলে রাজসিংহাসনে কি শোভা পায়? মল্লিকে, দেখেচিস্‌, কামিনীর চুল মাটিতে লুটিয়ে যায়। (চুল দর্শায়ন)

সুর। মহারাজের সহিত কামিনীর বিবাহের কথা হচ্চে বটে, কিন্তু আমি তা দিতে দেব না—আমার কচি মেয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েচে, আমি এমন বালিকা তেজ্‌বরে রাজাকে দিতে পারি? বাছা, শাস্ত্রে বলে

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ।
কিং কুলেন ধনেন বা॥

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আপনিই মায়ের মত মা; অন্য মায়ে কেবল টাকা খোঁজে, আর মান খোঁজে, আপনি কেবল পাত্রের গুণ খোঁজেন।

সুর। বাছা, আমার সাত নাই পাঁচ নাই, একটি মেয়ে, আমি কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বরে দিতে পারি, আমার কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, কেউ বাড়ী বেড়াতে এলে, বাছা আহ্লাদে আট্‌খানা হন্‌, কত যত্ন করেন, কত আদর করেন, কত কথা বলেন। গল্প শুন্‌তে

বড় ভাল বাসেন, কত শাস্ত্র শিখেচেন, কত পুঁতি পড়েচেন।

মাল। রাজার বয়স অনেক হয়েচে তার সন্দেহ কি, তাতে আবার বড় রাণীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেচেন, তা কামিনীই যেন জানে না, আপনার তো স্মরণ আছে, আমাদেরও একটু একটু মনে পড়ে।

সুর। সে কথায় আর কাজ কি।

মাল। তা মা, আপনার কামিনী যে রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে করবে, সেই রাজা হবে।

সুর। মা, যার মনের সুখ আছে, সেই রাজা; আমার কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামিনীকে ভাল বাসে, তা হলে, তার সুখে কামিনী রাণী, কামিনীর সুখে সে রাজা।

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে।

সুর। আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারো নিষেধ শুন্‌বো না, ওঁরা রাজ-বাড়ীতে কর্ম্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হবে।

কামি। মল্লিকে, তুমি কাল আমাদের বাড়ী যেতে পার্‌বে? আমি একখানি নতুন পুঁতি পেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়্‌বো।

মল্লি। কি পুঁতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েচেন না কি?

কামি। আমি ফুল তুলে আনি।

[কামিনীর প্রস্থান।

মাল। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস্, অন্য মেয়ে হলে তুই যেমন, তেমনি জবাব পেতিস্।

সুর। মল্লিকে ছেলেকাল হতে এমনি আমুদে।

মাল। কামিনীর মত্ কি, তা জান্‌তে পেরেচেন?

সুর। কামিনী বালিকে, ও কি ভালমন্দ বিচার কত্তে পারে, না ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। ভাবভক্তিতে বোধ হয়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই।

মল্লি। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাকেই দেন, মেয়ের বয়েস্ হয়েচে, বিয়ে দিতে আর দেরি কর্‌বেন না।

মাল। কেন, তোমায় কামিনী কিছু বলেচে নাকি?

মল্লি। বলুক আর না বলুক, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মাল। তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলে?

মল্লি। মনের কথা খুলে বল্যেই পাগল বলে, আমিই হই, আর তুমিই হও, আর কামিনীর মাই হন, সকলেই এক সময়ে পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে বুঝ্‌তে পারে, সেই বল্‌তে পারে, কামিনী বিয়ে কত্তে চায়, কি না।

সুর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কি না তা ধর্ম্ম জানেন; কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে দিই, বেশ দুটিতে আমোদ আহ্লাদ করে, পড়া শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সুখী হই।

মল্লি। (বিজয় ও কামিনীকে দেখিয়া) ঐ দেখ তোমার কামিনী বর নিয়ে আস্‌চে।

দুটি ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর প্রবেশ। একটি বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাৎ বিজয়ের প্রবেশ

সুর। কি মা কামিনী, ভয় পেয়েচ—আপনি কে বাছা? এই নবীন বয়েসে কার সর্ব্বনাশ করেচ বাপু? তোমার মা কি করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি? তুমি কি দুঃখে তপস্বী হয়েচ বাপ? আমার কামিনী কি তোমায় কিছু মন্দ বলেচে?

বিজ। না মা, আপনার কামিনী অতি সুশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার্ হতে পারে না—আমি এই রাজবাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়ে বকুলতলায় বিশ্রাম কচ্ছিলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে ফুল তুল্‌তে লাগ্‌লেন, এই ফুলটি অনেক যত্ন করেও পাড়্‌তে পার্‌লেন না, কাঁটার ভিতর যেতে পাল্লেন না; ফুল পাড়্‌তে না পেরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমি বিবেচনা কল্লেম, আমায় পেড়ে দিতে বল্‌চেন, আমি কাঁটার ভিতরে গিয়ে অনেক যত্নে ফুলটি পাড়্‌লেম, আমি যতক্ষণ ফুলটি পাড়্‌তে লাগ্‌লেম, কামিনী ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার বোধ হলো,

গোলাপটি কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে, ফুলটি তুলে কামিনীর হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এ দিকে এলেন; আমি কামিনীর মনোরঞ্জন এই গোলাপটি হাতে করে কামিনীর পশ্চাতে এলেম।

সুর। ফুল ন্যাও না মা. কোন ভয় নেই—ইনি সামান্য তপস্বী নন, ইনি কোন দেবতা. স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে তপস্বীর বেশে বেড়াচ্চেন—তুমি ফুল পাড়্‌তে পার্‌লে না. তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি?

কামি। আমি দুটি আপনি তুলে এনিচি।

সুর। তা হক্‌, আর একটি ন্যাও।

মল্লি। কামিনীর সাহস হবে, জটাধারী তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বী, আমার হাতে দাও. আমি কামিনীকে দিচ্চি।

বিজ। আচ্ছা আপনিই দেন। (ফুলদান)

মল্লি। কামিনি, আমার হাতে নিতে ভয় আছে?

কামিনীর ফুল গ্রহণ

কামি। এ ফুলটি খুব মস্ত।

মল্লি। হর পুজে বর মিল্লো ভাল.
এত দিনের পর বুঝি
তপস্বিনী হতে হলো—

কামি। আমি ঘাটে যাই, (কিঞ্চিৎ গিয়া) মল্লিকে আস্‌বে?

সুর। বাছা, তুমি কেমন করে এমন বয়সে জননীকে ফাঁকি দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে তোমার মা আত্মহত্যা করেচেন—আহা! এমন ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জীবন. তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তোমার মা কি আছেন?

বিজ। মা গো, আমার জননী তপস্বিনী, তিনি দিবানিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন, আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মুখ চুম্বন করেন, আর কারো সঙ্গে কথা কন্‌ না। তাঁর একটি সহচরী আছে, সেই সর্ব্বদা কাছে থাকে।

সুর। আহা বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাক, তার কিছুরি অভাব নাই. তোমার জননী, কুঁড়েঘরে তোমায় কোলে করে, গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন।

মাল। তোমার বয়স্‌ কত হবে?

বিজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি আমার মুখ চুম্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি তাঁকে ও কথা আর জিজ্ঞাসা করি নে, বোধ করি. সতের বৎসর হবে।

মল্লি। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

মল্লি। তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ী কোন কর্ম্ম নিয়ে এইখানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতিপালন কর।

বিজ। মা গো, আমি জননীর অমতে কোন কর্ম্ম কত্তে পারি নে, জননী যদি মত দিলেন, তবে এত দিন আমি সুবর্ণনগরের রাজমন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা দানও কত্তে চেয়েছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক্‌, রোদন কত্তে লাগ্‌লেন, তদবধি বিষয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে কেবল তদ্‌গতচিত্তে পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা কচ্চি. আর জননীর সেবায় রত আছি।

মল্লি। যদি আপনার জননী মত দিতেন, তা হলে কি রাজকন্যাকে বিয়ে কত্তেন?

বিজ। রাজকন্যার রূপলাবণ্য উত্তম বটে, কিন্তু তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী. তাঁর কাছে প্রীতি পেতে পারে না. আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত না করেন. তবে মন্ত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বো. কিন্তু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌বো না।

সুর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, তুমিই তার সর্ব্বস্ব ধন; বোধ করি, তিনি বড় দুঃখিনী। তুমি যদি আমাদের বাড়ীতে এক দিন এস, তোমার কাছে তোমার জননীর সকল কথা শুনি। আমাদের বাড়ীর ঐ মন্দির দেখা যাচ্চে—চল্‌ মালতি, আমরা ঘাটে যাই, বেলা গেল।

[বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। এ কি তাপসের মন!—অচল অটল
হরিণনয়না মুখ পুণ্ডরীক হেরে—
এমন ব্যাকুল! যেন মণিহারা ফণী.
কিম্বা সরোবরনীরে—মোহন মুকুর—
বিচঞ্চল শশধর কলেবর. যবে

পূর্ণিমার সন্ধ্যা কালে, তাপসের কুল,
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি।
কত দেশে শত শত কুলকমলিনী—
অনঙ্গরঙ্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী—
হেরিছি নয়নে, কিন্তু হেন নব ভাব
আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে—
চলে না চরণ আর সরে না বচন.
পাগলের মত প্রাণ—সতত অধীর—
সজোরে বক্ষের দ্বারে প্রহারে আঘাত,
চপল চরণে যেতে স্থির সৌদামিনী
পাশে—বালা অচতুরা সরলতাময়,
নলিনী নয়ন টানা সরম তুলিতে।
কামিনীর মুখশশী—নব কমলিনী
নিরমল—হেরি ইচ্ছা দ্বাদশ লোচনে।
সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার এই অসীম জগৎ;
বিরাজে রতনরাজি কত রূপ ধরে,
সে সব দেখিতে মন হয় উচাটন,
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে—
বারি বরিষণ পরে অম্বরের পথে
শরদের শশধর অতি মনোহর,
কে সুখী না হয় হেরে সে শশিমাধুরী?
ঊষার অপূর্ব্ব শোভা মানসসরসে—
শিশিরাভিষিক্ত পদ্ম—পতির বিরহে
জলজ সুন্দরী যেন কেঁদেছে নিশিতে—
ফুটিল আনন্দে যেন হাঁসিল সোহাগে
পাইয়ে বিবাগি পতি বিরহিণী বালা
না মুছে নয়ন। করে সন্তরণ সুখে
মরালের মালা, হেঁসে হেঁসে ভেসে যায়
কমলিনী কাছে; সুখী সঙ্গিনীর সুখে।
হেরিলে এমন শোভা কে সুখী না হয়?
মহীধর পরে শোভে কমলার তরু,
কমলা কদম্ব ভার ভরে অবনত—
সুপক্ক সোনার বর্ণ—কামিনীকুন্তলে
যেন মণিপুঞ্জ বিরাজিত মনোহর।
এ শোভা দেখিতে কেবা না হয় ব্যাকুল?—
তপনতনয়া তটে ময়ূর ময়ূরী,
বিস্তার করিয়া পুচ্ছ নয়ন নন্দন
প্রেমানন্দে নাচে সুখে—এ শোভা হেরিয়ে
মোহিত না হয় কেবা এ মহীমণ্ডলে!
বিকালে বারিদ কোলে আলো করি দিক্
উদিলে ইন্দ্রের ধনু—বিবিধ বরণ,
নয়ন রঞ্জন—কে না চায় তার দিকে?—
হেরিলে এ সব শোভা প্রকৃতির ঘরে
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে।
এরূপ আনন্দ জন্য আমি কি আবার
হেরিতে বাসনা করি সে বিধুবদন?
আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা!
শশধর সনে দীপ, সিন্ধু সনে কূপ!
যে সুখে হয়েছি সুখী হেরে কামিনীরে,
পবিত্র সে সুখরাশি, নবীন, নির্ম্মল।
আদরে গোলাপে ধরে—পয়মন্ত ফুল—
কামিনী কোমল করে চাহিলাম দিতে,
সলাজে সরলা বালা তুলিয়ে বদন—
আদা মুকুলিত আঁখি লাজে—হেরিলেন
তাপসের মুখ, হলো সরমে কম্পিত
কামিনীর অধর সুধাধার, সমীরণে
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম।
সে সময় আহা মরি কি শোভা ধরিল
অরবিন্দবদনীর মুখ অরবিন্দ!
নবভাবে মত্ত মন উন্মত্ত হইল—
অবনীর আধিপত্য—অপার সম্পত্তি
রয়েছে বিলীন যাতে—হীন বোধ হলো
সে শোভার কাছে। অবহেলা করিলাম
অমরাবতীর সুখ মনের আনন্দে।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, রবি, শশধর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল,
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধরকম্পনে
কামিনীর, দীপ্তিমান্, মনের হরিষে।
সরলা সুশীলা বালা হেরিল গোলাপ,
নেবো নেবো মনে কিন্তু নিতে নাহি পারে,
সরম ফিরায়ে নিল কম্পিনীর কর।
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই
নব বাসনার সৃষ্টি অমনি হইল
মনে—ইচ্ছা হলো ধীরে ধীরে ধরি কর,
করি দান নিরমল পবিত্র চুম্বন,
কামিনীর সুবিমল কপোল কমলে,
মরালগামিনী কিন্তু—সরমের লতা—
মরাল গমনে গেলা জননী নিকটে।
নবীন বাসনা মম—বিমত্ত বারণ—
নিবারণ কিসে করি বিনা বিধুমুখ।
কামিনী কমল মুখে পাইলাম জ্ঞান,
বিধির সৃজন মধ্যে মহিলা প্রধান,
পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর;
অপার আনন্দে ধরে রমণী অধর।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার কেলিগৃহ

মহারাজ আসীন

রাজা। আমায় আবার লোকে কন্যা দান কত্তে চায়, আমি কি নরাধমের ন্যায় কাজ করিচি, আমি কি কাপুরুষ, আমি কি দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দস্যু, আমি যে অবলাকে শাস্ত্রমত সহধর্ম্মিণী কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে প্রাণেশ্বরী বলে আলিঙ্গন কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে পাটরাণী কর্‌লেম, যে অবলার পতি-গত প্রাণ ছিল, যে অবলা রাত্রি দিন পতির সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা করিত, আমি সেই অবলাকে কি ক্লেশ না দিইচি। প্রমদা খেতে পান নি, পর্‌তে পান নি; ছোট রাণীর দাসী-দের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ক্রয় হয়েচে, কিন্তু বড় রাণী নিজেও বস্ত্র অলঙ্কার পেতেন না। জননী আমার বড় রাণীকে কি কোপনয়নে দেখ্‌লেন, এক দিনের তরেও বড় রাণীকে সুখী হতে দিলেন না, আমি জননীকে কিছুই বুঝালেম না, প্রমদার প্রতি তাঁর স্নেহের পুনঃ-সঞ্চারের কোন উপায় কর্‌লেম না, মাতা-ঠাকুরাণীর বৈরভাব দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ছোট রাণীর নবীন প্রেমে আবদ্ধ হলেম, ভ্রমেও বড় রাণীর দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কত্তেম না, তখন ভবিষ্যৎ ভাব্‌তেম না, ছোট রাণীকে লয়ে দিন যামিনী যাপন কত্তেম।

ও জগদীশ্বর! আমি অবশেষে কি মূঢ়ের কর্ম্ম করেছিলেম! বড় রাণী মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী পরিত্যাগের বিধান কর্‌লেন। জননী গিয়েছেন, ছোট রাণী গিয়েছেন, আমিই কেবল বড় রাণীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার প্রতিফল ভোগ কর্‌চি। আহা! আমি যদি এরূপ ব্যবহার না কত্তেম, আমি আপনার বিবাহের উদ্যোগ না করে এত দিনে রাজপুত্রের বিবাহের উদ্যোগ কত্তে পার্‌তেম। প্রাণেশ্বরি, তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা, তুমি স্বর্গে গিয়েছ, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমার নরকেও স্থান হবে না। সকলে পাগল হয়েচে, নতুবা এমন নরাধমের বিবাহের কথা উল্লেখ করে? আমি কি আর কোন রমণীর পাণিগ্রহণে সাহসী হই। ওরা বিয়ের উদ্যোগ করুক, আমি তুষানলের আয়োজন করি। বিদ্যাভূষণের কন্যা দেশবিখ্যাত সুন্দরী, তাহার স্বভাব অতি সরল, আমি কি এমন পবিত্র নারীরত্ন গ্রহণ করে, তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখিনী কত্তে পারি? কামিনীকে দেখ্‌লে আমার মনে বাৎসল্য ভাব উদয় হয়। ওঃ! কি মনস্তাপ! (চিন্তা)

মাধবের প্রবেশ

মাধ। মহারাজ, এখন একবার সভাস্থ হতে হবে। বিবাহের রাত্রে যেমন সভা হয়, আজো তেমনি হয়েচে; যে সকল কন্যা দেখা গিয়াচে, তাদের বর্ণনা শুনে অদ্য সম্বন্ধের স্থিরতা হবে।

রাজা। সভার কিরূপ শোভা হয়েচে, বল দেখি।

মাধ। মহারাজ, সিংহাসনের কাছে জাম্বুবান্ পেট উঁচু করে বসে আছেন—

রাজা। তোমার ভাষায় বল্যে, কিছুই বোঝা যায় না।

মাধ। মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উঁচু করে বসে আছেন, জলধরকে মন্ত্রী করে রাজত্বের নিন্দা হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রী কেবল নামে, রাজকার্য্যে কোন ক্ষমতা নাই। বিনায়ক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর সভায় কি দেখ্‌লে?

মাধ। সিংহাসনের ডান দিকে আর্কফলা মাথায় দিয়ে সংক্রান্তি মহাপুরুষেরা নস্য গ্রহণ কচ্চেন। আর কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর ন্যায় বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গিমা দেখাচ্চেন। (নস্য লওয়া এবং মুখভঙ্গিমা দর্শায়ন) আর ন্যায়শাস্ত্রের বিচার কত্তে কত্তে হাতাহাতির পূর্ব্বলক্ষণ দেখে এইচি।

রাজা। তুমি অধ্যাপকদিগের এরূপ বর্ণনা কচ্চো, তোমার প্রতি তাঁহারা রাগ কত্তে পারেন।

মাধ। মহারাজ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে, তেমনি নেবে। মহারাজ, এক দিন আমার এক জন ভট্টাচার্য্যের আর্কফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হলো, যা

থাকে কপালে ভেবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিৎ হয়ে পড়ে, সাড়ে সতের গণ্ডা বেল্লিক, মুখ দিয়ে নির্গত কল্যে, আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্যেম, ঠাকুর মহাশয় অমনি জল হয়ে গেলেন।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমায় মনের কথা বল্‌তে কি, আমি বড় রাণীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও কর্‌বো না।

মাধ৷ মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কাণেরে, চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটি বিয়ে হয় না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে জুটেছে। আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে কর্‌বেন না, মেয়ের বাজার একদিনে নরম হয়ে যাবে। মহারাজ, আজকাল দর খুব বেড়েচে, আমি ভেবেছিলেম, এইবার অল্প দরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিন্‌বো, তা মহারাজ, এগোনো যায় না, বাজার ভারি গরম।

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ?

মাধ। আজ্ঞে এই, গন্নাকাটা মেয়ে।

রাজা। মাধব, তুমি যদি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম পাত্রী অন্বেষণ করে তোমার বিয়ে দিই।

মাধ। মহারাজ, মাধবীলতা বিরহে মাধব কি বেঁচে আছে? মাধব মরে ভূত হয়েছে, ভূতের কি আর বিয়ে হয়?

রাজা। মাধব, মাধবীলতা তোমায় বিয়ে করি নি, বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল, আমি আমার পাটরাণী প্রমদা বিরহে জীবিত আছি, আশ্চর্য্য!

মাধ। মহারাজ,

মনে মনে মিল,
লেগে গেল খিল,

বিয়ে করি আর না করি, যখন সে আমায় ভাল বাস্‌তো, আমি তাকে ভাল বাস্‌তেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল। (দীর্ঘনিশ্বাস) গতানুশোচনা নাস্তি, বিরহ ব্যাটার আজো বিষদাঁত পড়ি নি।

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন পাগলের মনকেও বিমোহিত করেচে।

মাধ। মহারাজ, সভায় চলুন।

রাজা। গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েছেন?

মাধ। আজ্ঞা, তিনি আগতপ্রায়; আপনার যেমন মন্ত্রী, তেমনি গুরুপুত্র; মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে, আর গুরুপুত্র তো মার্‌লে কোঁক্‌ করেন না, পাছে ক উচ্চারণ হয়।

রাজা। বোধ করি, তুমি গুরুপুত্রের বিচার দেখ নি, গুরুপুত্র সকলকে পরাজয় করেচেন।

মাধ। মহারাজের গুরুপুত্র, বড় বাপের ব্যাটা, উনি সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ওঁয়াকে তো কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না, যদি কেহ ওঁয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক কত্তে চায়, খোসামুদেরা অমনি বলে "এ অতি-ব্যাপকতা, গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্ক-পঞ্চাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে না।" মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই কঠিন। বাঁধা বাঘের ন্যাজ টান্‌লিই যদি বাঘ মারা হয়, তবে গুরুপুত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করেছেন। মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন, গুরুপুত্র কিছুই জানেন না, কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বহরে লম্বা, আসর গরম করা গোটা কতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে।

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও?

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মৌক চালান ভার। সভায় চলুন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনা বিমনা এ মন—
স-নীর নয়ন সদা সরে না বচন।
সে বিনে সান্ত্বনা কেমনে এ মনে করি,—
কেশরি-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী?
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত।
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ, ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েছে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

মাধ। আর বিলম্ব নাই—মন্ত্রী মহাশয়, পেট গুড়িয়ে নেন, পেট গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীর তো কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। "চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং" —প্রাণাধিক সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতি প্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী।

যা হক্, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক সম্বরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।

রাজার পুত্র নাই, সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুৎ—ত্র পুত্র, পুৎ নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য পুত্র না থাক্‌লে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে,
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরো ভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হলো, প্রভুর চরণরেণুতে মনের গাড়ু মাজ্‌লে খুব ফর্‌সা হয়।

গুরু। মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্যে, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্যে?

বিদ্যা। কেন না হবে, যে হেতু "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই হচ্চে ন্যায়শাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, ইহাতে সন্দেহ কি?

প্রথম পণ্ডিত। অত্র কো ধূমঃ কো বা বহ্নিঃ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, হা, তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো? হস্তিমূর্খের সহিত বিচার!

গুরু। স্থিরো ভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়া স্থিরো ভব, বিদ্যাবাগীশকে বুঝায়ে দাও।

প্রথম পণ্ডিত। তর্কালঙ্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কত্তে যান; তুমি বোঝো কি হ্যা, কেবল ষাঁড়ের মত তুমি চীৎকার কত্তে পারো, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কত্তে এসেচ, আমরা অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচি, আজো আমার হাতে ভাতের কাটির কড়া আছে, আমি তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার করি, তোমার শ্লাঘা জ্ঞান কত্তে হয়—

দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওহে ও বিদ্যাবাগীশ ক্ষান্ত হও, এ স্থলে মাধব ধূম—

প্রথম পণ্ডিত। এই বিদ্যা বের্‌য়েচে—মাধব হস্তপদাবিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধূম হতে পারে, বল দেখি, এত বড় অর্ব্বাচীন আর আছে।

গুরু। চেঁচাও কেন; শোন না। তর্কালঙ্কার কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্‌লেম, তুমি অতি অপদার্থ।

প্রথম পণ্ডিত। কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ স্থলে মাধব ধূম, রাজা বহ্নি, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি হচ্চে, এ যদি না অনুমান হয়, তবে

অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার সঙ্গে তুমিও যাও।

গুরু। ও তর্কালঙ্কার, আরে ও তর্কালঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি একটা শ্লোক বলি।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞা করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ—তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কর।

প্রথম পণ্ডিত। এমন শ্লোক ইতিপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিদ্যা। আহা! স্বর্গীয় গজেন্দ্রগণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের ঘরে ন্যায়শাস্ত্রটা পুনর্জীবিত হয়েচে, মূর্ত্তিমান্ বিরাজ কচ্চে, এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। শ্লোকটা আর একবার পাঠ করুন।

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে না পাঠিয়ে, গুরুপুত্রকে পাঠালে ভাল হতো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, আমি মর্ম্মই গ্রহণ করিতে অশক্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, আপনি কোন শব্দ ত্যাগ করে বলিন্ নি তো?

বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা (জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্রগণেশ গজানননন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, ইনি যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন, সে শব্দ ত্যাগেরি যোগ্য।

গুরু। তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্যাপকতায় পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরি নামাতে হয়—

বিদ্যা। কিও, কিও, তর্কালঙ্কার, গুরুপুত্রের কথায় এই উত্তর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) গুরুপুত্র বল্যেও হয়, গরুপুত্র বল্যেও হয়।

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার, কি বল্‌চো?

মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ শ্লোক মীমাংসা কত্তে গেলে, অনেক বাদানুবাদ কত্তে হয়, আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। যদ্যপি বিদ্যাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের বিচার হয়।

মাধ। উদোর বোঝা, বুদোর ঘাড়ে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়, একটা জলপাত্র আন্‌তে বল্‌বো?

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগল্‌ভ্যের প্রয়োজন নাই।

মাধ। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টি চুপ করে, আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন।

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয়, আপনার পিতার কুশাসন বহন করে কত লোক পণ্ডিত হয়েচে, আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের মীমাংসা আপনিই করুন।

গুরু। ভাল কথা—"ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, "ভূত বাসর" অর্থে বয়ড়া, "যোজো ঘণ্টা" অর্থে হাতীর গলায় ঘণ্টা,—"ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" কেলি কুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, "ভিন্দিপাল" অর্থে দেড় হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্যেই দেড় হাত লম্বা একটি খেটে বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয় —এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে; যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটি একটি কথা মিলিয়ে লও। (পেটে হাত বুলাইয়ে) বাতাস দে রে।

মাধ। মহাশয় আপনি এ'দের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন

বিদ্যা। জগদীশ্বর, মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী করুন, মহারাজ, পূর্ণ ব্রহ্মের করুণাল্‌কল্যে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন, পিতার ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করুন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ করুন।

গুরু। পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল

করুন—মহারাজের বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়, পাত্রী স্থির হয়েচে, সকলেই বিদ্যা-ভূষণদুহিতা কামিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে এসেছেন, তাহা বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

রাজা। প্রয়োজনাভাব।

গুরু। লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্ব্বাহ হয় না, ঘটকেরা যিনি যাহা দেখে এসেছেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন।

রাজা। প্রভুর যে অনুমতি।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হন।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম, রাজসভায় কাহারো অবিদিত নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন হিমকরবদনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়, সুবিমল সজীব সরোজিনীর সরোবরই সেই।

মাধ। ঝুমুর ওয়ালীরেও ঐ পার হতে আসে—আপনি রাঢ়ে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখ্‌তে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর টকের মাছ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তান্তে যথেষ্ট দখল—কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ়—

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ় আরম্ভ।

প্রথম পণ্ডিত। অন্যায় তর্ক করেন কেন? গঙ্গার পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন মহিলার অসম্ভাব নাই।

মাধ। যে একটি আদ্‌টি ছিল, তা বিলি হয়ে গিয়েছে।

বিনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক্‌।

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখ্‌লেম, একটিও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ পাওয়া যায়। এক রমণীর অতি পরিপ্যাটী রূপ, চপল চন্দোয় পদার্পণ করেচেন, কিন্তু তাঁর গমনটা স্বাভাবিক চঞ্চল; এক সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রীতিপ্রদ পোনেরোয় অবস্থান, কিন্তু তাঁর বচনে মিষ্টতা নাই, এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্রগমন, তেমনি মধুর বচন, রূপের ত কথাই নাই, সুমধুর ষোলোয় আর থাকেন না, কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন; এক বিলাসিনী গৌরব রঙ্গিণী, কোন পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্‌ কল্যেও কত্তে পারেন, তাঁর তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রবণায়ত লোচন, কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমনি সুন্দর, তাঁর কথার তো কথাই নাই,—বীণার বাদ্য, কোকিলার গীত, তার কাছে মিষ্ট নয়; আদরিণী সগৌরবে সুধার সতেরোয় সাঁতার দিচ্চেন, সুধাংশুবদনীর এক দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য্য বিফল হয়েচে—হাঁস্‌লে দাতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। এইরূপে একটি দুটি দেখিতে দেখিতে দ্বাদশটি মেয়ে দেখা হইল, একটিও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা হইল না। অবশেষে চন্দনধামে এক সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে, রাজার বয়স কত, কেহ বলে, এমন মেয়ে আর পাবে না, কেহ বলে, এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই, এইরূপে কামিনীগণ ঘটকদিগকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কথায় কাজ ভুলি না, আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ্‌লেম, এই কামিনী রাজসিংহাসনের যোগ্য, এবং স্থির কর্‌লেম, যদি আর ভাল না দেখা যায়, তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

জল। বয়স কত?

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।

মাধ। কিছু দিন খড় গোবর চাই।

প্রথম ঘটক। মহারাজ,—পরিশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিদ্যাভূষণ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্‌লেম, মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয় নি, পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ হয়, ভগবতী আবার মানবলীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেচেন, অথবা রামচন্দ্র কলিতে অবতার হয়েচেন, তাঁহার অন্বেষণে পতিপ্রাণা

জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন ভুবনমোহন রূপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র প্রকৃতি, কখন দেখা যায় নি; কামিনী, কামিনীকুলের গৌরব; কামিনী, কামিনীকুলের অহঙ্কার, কামিনী, কামিনীকুলের শ্লাঘা। যত রমণী দেখে এসেচি, তারা তারা, কামিনী সুধাংশু। কামিনীর হস্ত দুইখানি মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলিগুলি চম্পকা-বলি, করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত-সিক্ত, মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষ্মীর লক্ষণ, কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আর কোন ঘটক উপস্থিত আছেন?

দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে মহাভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসঙ্কুল পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান্ সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম।

গুরু। আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়েছিলে, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, কুলীনের বাসস্থানই সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমৎকার।

মাধ। সেই তো খয়ে রাঁড়ের দেশ?

গুরু। আহা! এমত কথা কখন বলো না, সত্যবান্ রাজার রাজ্যে বিধবারা তাম্বুল ভক্ষণ করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে:

মাধ। তবে একাদশীর দিন সেখানে অত খই, দই বিক্রী হয় কেন?

দ্বিতীয় ঘটক। একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।

বিনা। কিরূপ মেয়ে দেখে এসেছেন, তাহা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন করলেম—সুকেশা, সুনাসা, বিম্বাধরা, পীনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে একটি নোলক দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর—আমার হাঁসি আপনিই এলো, মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হলো, আমাকে মারবের উদ্‌যোগ কল্লো—কেহ বলে, হাস্ দিলা ক্যান্; কেহ বলে, মাগীবারী আইচো নাহি; কেহ বলে, হালা-পো হালারে অ্যাড্‌ডা চরে বৈকুণ্ট পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান হইতে পলায়ন কল্যেম।

মাধ। বাঙ্গাল্‌রা কি মাত্তে জানে?

দ্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটি বাছের বাছ মেয়ে দেখ্‌তে পেলেম, বালিকাটির রূপলাবণ্যের তুলনা নাই; লজ্জা-শীলা, নম্রা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটি শুন্‌তে বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়—

মাধ। নামটি কি?

দ্বিতীয় ঘটক। ভাগ্যধরী—নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাক্‌লেই হলো—কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা কর্‌লে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না। বিবেচনা করেছিলেম, এই বালিকাটিই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কিন্তু সভাপণ্ডিত মহাশয়ের দুহিতা দেখে, আর কাহাকেই সুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী, দেবী কি মানবী, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল-গতিতে গমন করেন, আর একাবেণী পদচুম্বন করিতে থাকে। কামিনী যার সহধর্ম্মিণী হবেন, তাহারি জীবন সার্থক।

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি দক্ষিণ-পথাভিমুখে গমন করেছিলেম—

মাধ। দোর পর্য্যন্ত না কি?

তৃতীয় ঘটক। আমি কিছু করে আসিতে পারি নাই। মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

জল। তাহারা সুন্দরী কেমন?

তৃতীয় ঘটক। চোক্ ছিঁড়ে ফেলি—কাল বর্ণ, খাট চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট, যার সাত পুরুষে বিবাহ না করেচে, সেই দক্ষিণে গিয়ে বিবাহ করুক।

মাধ। তবে মন্ত্রী মহাশয়কে পাঠালে হয়।

তৃতীয় ঘটক। একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে দেখ্‌লেম, অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এম্‌নি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক্ হয়ে রলেম; যে বিদ্যা-

ধরীরে মেয়ে দেখাতে এনেছিলেন, তাঁদেরও কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা দিয়ে কাপড় পরা, ষোল হাত শাড়ীর কম চলে না, আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। মহারাজ, বিদ্যাভূষণনন্দিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কামিনীর তুল্য সুরূপা রমণী দেবতার দুর্ল্লভ; এমন ধর্ম্মশীলা. সুশীলা মহিলা দেশে থাক্‌তে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ, বৃথা কাল-হরণ মাত্র।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেই ধন্যা, কামিনী যাকে পিতা বলে, সেইই সুখী—আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েচে, অদ্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হতে পারে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জলধরের কেলিগৃহ

জগদম্বার প্রবেশ

জগ। আজ তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন, এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মার্‌বো তবে ছাড়্‌বো। পোড়াকপালীর ব্যাটা, এত বিশ্বাস করে, এইই আশ্চর্য্য, তাদের হলো সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে, দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈঠকখানায় আস্‌তে যাচ্চে? পোড়ার মুখ, এই ছলনা বুঝ্‌তে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম্ম করে কেমন করে? সে বার গুণী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলান্‌টাই ঢলালে, কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপ চাপ্ করিয়ে দিলেম। তা তো লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে আর তো মনে থাকে না, রাগের মাতায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর, শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে, ছুঁড়ী যেন আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়্‌বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। (আপনার অঙ্গ দর্শন করিয়া) এত বয়েস হয়েচে, তবু ভাল শাড়ীখানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে, তা তোর যদিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিই তো হয়, আমি আবার কালপেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় সিঁতি দিই, ঝাপ্‌টা কাটি, মিন্‌সে তো কর্‌বে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক্ দিয়ে বেড়াবে। আমি ঘোম্‌টা দিয়ে চুপ্ করে বসি, যদি ধত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে মা বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়্‌বো।

নেপথ্যে। (শিস্ দেওন।)

জগ। আস্‌চে, আমি ঘোমটা দিয়ে বসি। (ঘোম্‌টা দিয়ে উপবেশন)

জলধরের প্রবেশ

জল। মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

মালতী, তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না, কিন্তু আমার মনে মনে খুব বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ কর্‌বে না—

মরদ্ কি বাত্।
হাতি কি দাঁত্॥

আমি এই জন্যেই সদাগরকে আরব দেশে পাঠাইবার পথ কর্‌লেম, রাজা একপ্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আমি ফাঁক্ তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনু-মতিপত্র স্বাক্ষর করে লইচি, যে জিনিস আনবের অনুমতি হয়েচে, সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আস্‌বে না। সুতরাং তুমি ঘোম্‌টা খুলে প্রেমসাগরে ডুব্ দিতে পার্‌বে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয় একটা হলেই, নির্ভয়ে তোমার যৌবন নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে)

মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

জগ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাক্‌তে আমার কপালে সুখ হবে না।

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দেও, এক ঢুঁতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে পায়; জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি,

একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পার্‌বো না, কিন্তু তার বেঁচে মরা, তোমার মল সাফ্ কর্‌বের দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে।

জগ। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জল। না শোনেন, সাঁড়াশী দিয়ে একটি একটি কাঁচা মুলো তুল্‌বো।—আহা! জগদম্বা আবার সেই মুলোদাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্যে বলেন, দাঁতের শুলুনী হয়েচে।

জগ। জগদম্বা মলে তুমি কি কর?

জল। এক তাল গোবর এনে, মুখের একটি ছাপ তুলে নিই—অমন কোটর চক্ষু, অমন মণিপুরী নাক, অমন হাব্‌সির অধর, অমন মুলোদন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়ন-গোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ রাখা কর্ত্তব্য।

জগ। জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায়?

জল। কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সে দিকে তোপ্ পড়ে পড়ে হয়েচে, তাতে আবার বার মাস দশ মাস পেট, লোকে দেখ্‌লে বলে, নকুল সহদেবের জন্ম হবে।—মালতি, তুমি আমার মন্দোদরী, এস, আমোদ করি, সে সুর্পণখার কথা ছেড়ে দাও।

জগ। তবে তুমি কি তার ভাই?

জল। এক সম্পর্কে বটে।

জগ। তুমি তার কেমন ভাই?

জল। আমি তার ছি ভাই, এ দেশে এমন মাগ্ নেই যে, সময়বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে না।—মালতি, আমি প্রেমের পাঠশালায় ক, খ, লিখি, আমি জানি নে, ঘোম্‌টা আমায় খুল্‌তে হবে, কি তুমি আপনি খুল্‌বে।

জগ। ঘোম্‌টা খুল্‌বের সময় হলে আমি আপনিই খুল্‌বো। তোমার কথা শুনে, আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে।

জল। আমার আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্, রসিকতাটি খুব আছে, মেয়ে মানুষকে কথায় তুষ্ট কত্তে পারি।

জগ। তবে গুণী দেশ মাথায় করেছিল কেন?

জল। তার কারণ ছিল,—তখন আমি জান্‌তাম, মুখ ফুটে বলতে পার্‌লেই মেয়ে মানুষে নিরাশ করে না। আমি আগে কিছু সূত্রপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা করেছিলাম, ছেলেমানুষ, তামাসা বুঝ্‌তে পারি নি, হিতে বিপরীত করে ফেল্‌লে।

জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলে-ছিলে।

জল। মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্যে চোদ্দ পুরুষ নরকে যায়—আমি ভাল মন্দ কিছুই বলি নি—এই বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাঁসতে হাঁসতে বল্যেম, গুণো, তোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক্ কেমন লাগে? ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেল্‌লে। ছোট লোকের ঘরে সতী থাকে, তা কি আমি জানি? তা হলে কি অমন কথা বলি? এমনিই বা কি বলিচি, হেঁসে উড়িয়ে দিলেও দিতে পাত্তো।

জগ। তোমার জগদম্বা সতী কেমন?

জল। যার সিন্দুকে টাকা নাই, তার চোরের ভয় কি? সে সিন্দুক খুলে শুতে পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসী বলা যায় না। জগদম্বার আস্‌বাবের মধ্যে মুলো দাঁত, আর মণিপুরী নাক, তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাঁকে সতী বল্‌তে পারি নে। তবে তাঁর মনের ভিতর কি আছে, তা জগদম্বাই জানেন। যদি তেমনি তেমনি পুরুষ লাগে, তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ক দিন রক্ষা হয়? তোমায় দিয়েই কেন দেখ না।

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল?

জল। আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, কখন হয় নি।—জগদম্বার সতীত্ব মাণিক তাঁর রূপের গড়ে আটক আছে। যদি কেহ কেহ অগ্রসর হয়, গড়ের দ্বারে দুটি মত্ত হস্তী দেখে ফিরে আসে।

জগ। হাতি এলো কোথা হতে?

জল। বাছার দুই পায়েতে দুটি গোদ।

জগ। (ঘোমটা খুলে) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা এমনি উন্মত্ত হয়েচ, মাগকে বাছা বল্‌চো, তোমার আদ্ হাত দড়ি যোটে না, যে গলায় দাও?

জল। ও মা তুমি! ও মা তুমি! সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ন্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি!

জগদম্বা, রাগ করো না, আমি তোমা বই আর জানি নে—

জগ। (ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে মারে নি—আমার আপনার ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা, আমি আজি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, আমি জলে ঝাঁপ দেবো, তোর সংসার নিয়ে তুই থাক। (ক্রন্দন) আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলেম।

জল। জগদম্বা, তুমি বই আর আমার কেউ নাই, তুমি রাগ করো না, আমি তামাসা করে বলিচি।

জগ। তুমি আর জবালান্ জবালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। আমি মরি ওঁয়ার জন্যে, উনি আমার মুখের ছাপ্ নেন, উনি সাঁড়াসী দিয়ে আমার মুলো দাঁত তোলেন—সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, রাগেতে গা কাঁপ্‌চে।

জল। আমার কিছু দোষ নাই।

জগ। আবার ঐ মুখে কথা কচ্চিস, ঝাঁটা-গাছটা গেল কোথায়, আর একবার ভূত ঝাড়ান্ ঝাড়িয়ে দিই। (ঝাঁটা গ্রহণ)

জল। জগদম্বা, আমি তোমাকে খুব ভাল বাসি—

জগ। তোর মুখে ছাই, তোর সর্ব্বনাশ হক্, দূর হ এখান হতে (ঝাঁটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়া দেওন) তোর হাতে পড়ে এক দিনের তরে সুখী হলেম না। আমি মরি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝক্‌রা করে, উনি তাদের কাছে আমার এমনি নিন্দে করে বেড়ান, ছিক্‌লো ছি—ভাত দেবার ভাতার নন, নাক কাট্‌বার গোসাঁই। আমার বার মাস, দশ মাস পেট, আ-মর্।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) জগদম্বা, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্‌চি, আর কখন কোন দোষ হবে না (হস্ত বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্‌চি—

জগ। (জলধরের হস্তে ধাক্কা দিয়ে) আমি মালতীর দাসী, আমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কল্যে তোমার মালতী রাগ কর্‌বে।

জল। জগদম্বা, আমাকে মাপ কর, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। আমি এই নাকে খত্ দিচ্চি (নাকে খত্ দেওন)।

জগ। আচ্চা, মালতী আর মল্লিকেকে মা বলে ডাক।

জল। হ্যাঁ, তা তুমি বল্লিই হলো।

জগ। আমাকে তুমি বাছা বলেচো, আমার মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদ্‌বে না, বল, মালতী আমার মা, মল্লিকে আমার মা।

জল। মালতী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা।

জগ। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, আমার রাগ বাড়াতে লাগ্‌লো, মা বল্‌বি তো বল, নইলে মুড়ো ঝাঁটা গালে পুরে দেবো।

জল। জগদম্বা, যা হোক্, এক রকম চুকে বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্, তার পর যা হয়, তা করা যাবে।

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি তোমারে আর কিছু বল্‌বো না, আমি আত্ম-হত্যা কর্‌বো, (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমারে সদাই জবালায়, সদাই জবালায়, সদাই জবালায়।

জল। জগদম্বা রাগ করো না, বলি।

জগ। আচ্চা, বলো।

জল। দুজনকেই বল্‌তে হবে? আজ এক জনকে বলি, কাল এক জনকে বলবো।

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমার এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে।

জল। বলি—আজ মল্লিকেকে বলি, কাল মালতীকে বল্‌বো।

জগ। আমি রাঁড় হয়েচি, আমার শাড়ী পরা ঘুচে গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহনা রেখিচি কেন (হাতের পৈঁচে, বাউটি, তাবিজ খুলে জলধরের গায়ে ফেলিয়া) এই ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও।

জল। বলি—কি, কি বল্‌তে হবে—

জগ। বল, মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার মা।

জল। মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার —তাইরে নারে, নাইরে নারে না।

জগ। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (ঝাঁটার

আঘাতের দ্বারা জলধরকে ফেলাইয়ে) থাক্. তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি মর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) এটা ঝক্‌মারির মাসুল।—কিসে কি হলো, কিছুই জান্তে পাল্লেম না—যা হোক্, আর দুই এক দিন না দেখে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ করা উচিত নয়।

যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো হতে পারে কাল॥

নেপথ্যে। তোমার নাক কাট্‌বো, কাণ কাট্‌বো, তোমার নাদা-পেটা জলধরকে বলি দেবো, তার পর ঘরে দ্বারে আগুন দিয়ে গলায় দড়ি দেবো।

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ

জগ। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, সদাগর আসচে, তুমি এ দিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে।

জল। (কাপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে, আমার হাত পা পেটের ভিতরে গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকিগে।

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেও না, যাও যে! যাও যে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ রক্ষা করে।

জল। জগদম্বা, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[বেগে প্রস্থান।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। তবে মালতি, এই তোমার সতীত্ব, এই তোমার ভালবাসা—তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম্ম—তোমরা দাঁড়ে বসো, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাটো, তুমি যে নেমোক্‌হারামি করেচো, একটি লাটিতে মাতাটি দোফাক করে ফেলি—

জগ। আমি জগদম্বা, আমি জগদম্বা। (ঘোমটা মোচন)

রতি। রাম! রাম! রাম! (জগদম্বার পদ-দ্বয় দর্শন করিয়া) না, পেতনী না, জগদম্বাই বটে—মল্লিকে আমাকে যথার্থই খেপায়, আমায় বলে দিলে মালতী এখানে এসেচে—আমিও তেমনি কাণপাত্‌লা, বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট্‌পাড়ি —ভাগ্‌গি পালাই নি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে ল্যাটি মার্‌তো, আর ক্যাঁক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেতো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদ্যাভূষণের খিড়কির সরোবর

তপস্বিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ

কামি। এইরূপেই পাগল হয়। রাজরাণীর বেশ করে দেখ্‌লেম, তা আমায় কিছুমাত্র সাজে না, পরে কত যত্নে এই তপস্বিনীর বেশ ধারণ কল্লেম, আহা! এ পবিত্র বেশে আমায় কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি মোহিত হচ্চি। আহা! সেই নবীন তাপস-জননী দিবাযামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন,—আমি এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, সেই দুঃখিনী তপস্বিনীর ন্যায় একবার নির্ম্মলচিত্তে চিন্তামণির ধ্যান করি। (আল্‌সের উপর উপবেশনানন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)।

বিজয়ের প্রবেশ

বিজ। (স্বগত) কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত নয়ন! জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ আমার আর ভিতরে থাক্‌তে পারে না, দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। প্রাণ! সেইখান হতেই দর্শন কর, সেইখান হতেই পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেচেন, কামিনী পদচুম্বিত কেশে জটা নির্ম্মাণ করেচেন, কামিনী পিঙ্গলবস্ত্রে গাছের বাকল প্রস্তুত করেচেন, ঘাটের আল্‌সে কামিনীর বেদি হয়েচে। আহা! এ বেশে কামিনীর লোকাতীত রূপ লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে! রাজার উদ্যানে কামিনীকে যেরূপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিতেছি,

আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী হয়েচেন। কামিনীর এ ভাবের ভাব কি? সেই গোলাপটি কামিনী কেশের উপর রেখেচেন, আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্তরালে দাঁড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাবগতিকে ভাব বুঝ্‌তে পার্‌বো। (কামিনী-ঝাড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

কামি। আহা! তপস্বিনী, সেই দুঃখিনী তপস্বিনী দিন যামিনী এইরূপ ধ্যানে রত থাকেন, আহা! তাঁর মন সতত শান্তিসলিলে ভাস্‌তে থাকে। (দীর্ঘনিশ্বাস) জগদীশ্বর!—রে অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ? মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পরিতাপের কারণ। এমত অসঙ্গত আশা কখন করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দেখিবামাত্র বলেচেন, তিনি ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আমি সেই সময় একবার তাঁর মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর্‌লেম, লজ্জায় মুখ উঠ্‌লো না। হে গোলাপ! (মস্তক হইতে গোলাপ ফুল গ্রহণ) তোমায় কে চয়ন করেচে? তোমায় কে হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল? তুমি তাঁর করকমল স্পর্শ করেচ। আহা! তুমি যখন সেই পদ্মহস্তে অবস্থান করিতেছিলে, আমি দেখ্‌লেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চো কেন? তুমিও কি সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ? তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও কি কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে? তোমার চিত্তও কি সেই দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে ডাক্‌তে ব্যগ্র হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর ন্যায় শুষ্ক হচ্চো কেন? গোলাপ! তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই দেবারাধনা হয়, আমার আশা, বিপর্য্যয়।

বিজ। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না কামিনীর অমৃত বচনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতেছি। কামিনীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর প্রণয় কি পবিত্র,—কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্বিনী; কোথায় স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন, কোথায় পর্ণকুটীরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলীর উপর আধিপত্য, কোথায় দুঃখিনী তপস্বিনীর সেবিকা! মন! স্থির হও, বীণাপাণি আবার বীণায় হস্ত দান করেচেন।

কামি। গোলাপ,—তুমি আমার মনোরঞ্জন, তোমায় দেখিলে আমি চরিতার্থ হই, তোমায় দিয়ে আমি মানসমন্দিরে নবীন জটাধারীর পূজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধীনীকে দেখা দেবেন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফুলপ্রদান) কই গোলাপ! দেবতা প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্‌ ফুল দিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করি।

কে তোষে কুসুম কুলে তপস্বীর মন?

বিজয়। (প্রকাশে)

কামিনি, কামিনী ফুল তপস্বিরমণ।

কামি। (লজ্জায় নম্রমুখী)

বিজয়। কামিনি, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করে অবধি আমি পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। তন্মনা হয়ে ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে আর একবার তোমার মুখকমল নয়নগোচর কর্‌বো। কামিনি, একাগ্রচিত্তে আশা করিলেই আশার সুসার হয়।

কামি। এ আমাদের খিড়্‌কির সরোবর—আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

বিজয়। বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, তিনি আমার মাতার দুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্যেই আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, আমি সেই কাহিনী বল্‌তে যত হোক না হোক্‌, তোমার মুখকমলিনী দেখ্‌তে তোমাদের ভবনে আস্‌তেছিলেম। বাটীর অনতিদূরে শ্রবণ কর্‌লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটী গমন করেচেন, শুনে একেবারে হতাশ হলেম, ইতিমধ্যে জান্‌তে পার্‌লেম, তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি বাটীতে আছ, আরও জান্‌লেম, পদ্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় তুমি সরোবরতীরে ভ্রমণ করে বেড়াও, এই জন্যেই আমি এখানে আগমন করিচি।

কামি। এ যে আমাদের খিড়্‌কির পুকুর, এ বাগানে তো কখন পুরুষ আসে না,

আপনাকে এখানে দেখে আমার গা কাঁপ্‌চে।

বিজয়। কামিনি, গা কাঁপ্‌বার কোন কারণ নাই, তপস্বীরা বনবাসী, বনচর নয়, তারা অপদেবতাও নয়, দেবতাও নয়।

কামি। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে, কেহ কুবচন বলে।

বিজয়। কামিনি, যে যা বলুক, বিচার করে বল্‌বে, আমি রাজরাণীর কাছেও আসি নি, রাজকন্যার কাছেও আসি নি, কোন গৃহস্থ অবলার নিকটেও আসি নি, আমি আমার সহধর্ম্মিণী নবীন তপস্বিনীর নিকট এসেচি।

কামি। (স্বগত) কি লজ্জা! (অবনত-মুখী)

বিজয়। হে তপস্বিনি! যদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, আপনার ধর্ম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।

কামি। তাপসদিগের মন সরলতায় পূর্ণ; তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না।

বিজয়। কামিনি! আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত হইচি; আমার অন্তঃকরণের কথা শ্রবণ কর—তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার সুশীলতায়, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে, আমার মন মোহিত হয়েচে, আমার তীর্থ পর্য্যটন কল্পনা দূরীভূত হয়েচে, আমার মন সংসারাশ্রমসুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে, আমি স্থির করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্র কর, তবে আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনি! জগদীশ্বরের আরাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়, ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসারে থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা হয় না। কামিনি, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ধর্ম্ম-প্রতিপালনের সহায়তা ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় না।

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা, অবলার প্রাণ অতি কোমল—আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রফুল্ল হয়, নিরানন্দে একেবারে অধঃপতিত হয়, আপনার অদর্শনে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি তপস্বিনীর বেশে ধরা পড়িচি, আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই—অধীনীর বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী; আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী; আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিণী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।

বিজয়। সুমধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হলো। কামিনি! তোমার অধরদর্শনাবধি অধীর হয়েছিলেম।

কামি। প্রাণবল্লভ—হে তাপস, আমি আপনার জননীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম পাশে দাঁড়ায়ে, তাঁকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ! তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না, তুমি পুরুষ, তা শুনতেও ব্যগ্র হও না, আমি তাঁর মনের কথা বার্ করে নিতে পার্‌বো।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি! জননী তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দিত হবেন, তোমার কাছে তিনি কোন কথাই গোপন রাখ্‌বেন না। প্রাণাধিকে! এখন কি প্রকারে আমরা প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায় করি। জননী আমার, তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা শুনলে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। এখন তোমার মাতাপিতা কোন আপত্তি না করেন, তা হলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী হই।

কামি। হৃদয়বল্লভ, আমি যখন সে ভাবনা করি, তখন আমার আত্মা পুরুষ উড়ে যায়। জননী আমার অতি বুদ্ধিমতী, তাঁর উদার স্বভাব, তিনি ঐহিকের সুখ অপেক্ষা পর-কালের সুখ বাঞ্ছা করেন; তিনি শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান করেন; আমার মত জানতে পারলে, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। কিন্তু পিতা আমার, কেমন পণ্ডিত মানুষ আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেন, এ সংবাদ শুনলে আত্মহত্যা করেন কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে কাতর হচ্চি।

বিজয়। বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার মনোদুঃখের কারণ হই।

কামি। পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন না, বোধ করি, মা বিশেষ করে অনুরোধ কর্‌লে, অমত করবেন না—সে যা হয়, পরে হবে, প্রাণবল্লভ, তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লেম, তুমি যেন কখন দাসীকে চরণ ছাড়া করো না।

বিজয়। পঙ্কজনয়নে! আমার বড় ভয়, পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে কোন ব্যথা জন্মে।

কামি। প্রাণবল্লভ! জননী বুঝি এসেচেন, আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখ্‌তে পেলে এই দিকে আস্‌বেন।

বিজয়। আদরিণি! আমি তোমার কাছে বসে, সব ভুলে গিইচি, আমি কেবল অনিমেষ লোচনে ঐ মুখচন্দ্র দেখ্‌তেছি—কিন্তু আমার এক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই। (অঙ্গুরী দান)

কামি। তোমায় মা আস্‌তে বলেছিলেন।

বিজয়। কামিনি! সে কথা তোমার মনে করে দিতে হবে না, সে কথা আমার মনে গাঁথা রয়েচে. আমি কাল আবার আস্‌বো;—তবে যাই।

কামি। "যাই" অপেক্ষা "আসি" শুন্‌তে বেশ।

বিজয়। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) তবে আসি (কিঞ্চিৎ গমন) প্রাণাধিকে! একটি কথা জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল কখন আস্‌বো?

কামি। কাল বিকেলে এসো—জননী বুঝি আস্‌চেন—

বিজয়। আমিও চল্লেম প্রেয়সি! সুধা ফেলে যেতে পারি নে। শশিমুখি! প্রাণ রইল প্রাণের কাছে।

[প্রস্থান।

কামি। প্রাণনাথ বাগানের বার হন নাই. মন এর মধ্যেই এত ব্যাকুল. এখন সমস্ত রাত্রি যাবে. কাল সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের দেখা পাবো। জননী শুনে কি বল্‌বেন তাই ভাব্‌চি; জগদীশ্বর বিপদ্ উদ্ধারের কর্ত্তা। (কিঞ্চিৎ গমন)

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। হ্যাঁ মা কামিনি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকুরের ধারে বেড়াচ্চো? একে এই গাটা কেমন কেমন করেচে—ও মা, এ কি বেশ হয়েচে, অবাক্!

[সলাজে কামিনীর প্রস্থান।

আমি যা ভেবেছিলাম তাই, আমি মল্লিকে মালতিকে তখনি বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে। না হবে কেন? অমন নবীন অপরূপ রূপ দেখ্‌লে, কার মন না মোহিত হয়? বাছার যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, কথাগুলিন মধুমাখা। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ। যদি আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব, কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না, পৃথিবী শুদ্ধ লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে—কামিনী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই বলে না, আমি আপনিই জিজ্ঞাসা কর্‌বো।—আমার কামিনী রাজরাণী না হয়ে তপস্বিনী হবে? তা মনে কল্যে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন না. আমি কি তাঁর জননীর মত কত্তে পার্‌বো না!

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রতিকান্তের শয়নঘর

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ

মাল। তুই ভাই ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিস্; কিন্তু ভাই, একটা কাটাকাটি না হয়ে যে অম্‌নি গেছে সুখের বিষয়। উনি যে রাগী, জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে গেচে, তার বাপের ভাগ্যি।

মল্লি। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাব্‌লেম, এই যাত্রায় কিছু হয়ে যায় যাক্।

মাল। আমি ওঁরে আজ সব খুলে বলি; এর একটা প্রতিকার করুন—জানি কি ভাই, মেয়ে মানুষের চরিত্র চিনের কাগচ, জলের ছিটেয় গলে যায়, কোন্ দিন কে কি রটিয়ে দেবে।

মল্লি। তা হলে আমোদ বন্দ হয়।

মাল। ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ্ ঘটে।

মল্লি। বোধ হয়, এ ঝ্যাঁটার পর আর আস্‌বে না।

মাল। পাগলের কি জ্ঞান জন্মায়?—রাজমন্ত্রী বটে, কিন্তু এক কড়ার বুদ্ধি নাই—পোড়ার মুখো মিন্‌সে ভাবে, উনি রাজি হলেই অর্দ্ধেক কর্ম্ম গোচালো।

রতিকান্তের প্রবেশ

মল্লি। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে ডেকেচে।

রতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে।

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেক্‌চি কেন, তুমি মল্লিকের কথায় উত্তর দিলে না, তোমার বিরস বদন হয়েচে, আমি কি কোন অপরাধ করিচি?

রতি। মালতি, তুমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার বিরস বদন হয় না—যাতে আমি নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে। (পত্র দান)

মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর।

মল্লি। দেখি, দেখি, (পত্র-গ্রহণ) রস্ ভাই, আমি পড়ি—(পত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর কুশলালয়েষু

যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন, রাজ-কবিরাজ দক্ষিণরায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরবদেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে"র বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোল কুঁতকুঁতের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারের সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

যদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

রতি। আমার বিরস বদনের কারণ শুনলে—মালতি, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এত দিনের পথ যাবো, আর ফিরি কি না সন্দেহ। হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের নাম শুনি নি, হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে কোথায় পাবো; আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের নাম হয়েছে।

মল্লি। আমি হোঁদোল কুঁতকুঁতের বাচ্চা দেখি নি, কিন্তু ধাড়ী দেখিচি; যদি বল, আমি ধাড়ী কুঁত্‌কুঁতে ধরে দিতে পারি।

রতি। মল্লিকে, এ কি তামাসার সময়—কারো সর্ব্বনাশ, কারো পরিহাস। যার নাম কেহ শুনি নি, তুমি তার ধাড়ী ধরে দিতে পার।

মল্লি। যথার্থ বলচি, হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে দেখেচি, হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।

মাল। মল্লিকে যা বল্‌চে মিথ্যে নয়।

রতি। তুমিও বিদ্রূপ কত্তে লাগ্‌লে।

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাক্‌বে।

মল্লি। সদাগর মহাশয় আমার কাছে নিগূঢ় কথা শুনুন—মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমাদিগের দেখে হাঁসেন, গান করেন, কবিতা আওড়ান, আমরা তাঁকে জব্দ কর্‌বের জন্যে মিছেমিছি রাজি হয়ে, তাঁর বৈটকখানায় যেতে স্বীকার করে-ছিলেম, তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার পর যা, তা তুমি জান। এক্ষণে মন্ত্রী মহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব কর্‌বেন। রাজা মনস্তাপে অধীর হয়েচেন, যে যা লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর করেন। এ অনুমতি পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজা কিছুই জানেন না।

রতি। বটে বটে, আমি এখনি সেই নাদা-পেটার মাতা কাট্‌বো, না হয়, তাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

মাল। তুমি এমন উতলা হলে হিতে

বিপরীত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা যা বলি, তাই করো, রবিবারে রাজাজ্ঞাও পালন হবে, মন্ত্রীও শাসিত হবে।

রতি। মালতী মল্লিকে মিলে আকাশের চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে ধরবে, আশ্চর্য্য কি, কিন্তু দেখ, যেন কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।

মল্লি। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একখানি লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব আমরা কর্‌বো।

মাল। খাঁচার দ্বারটি খুব বড় হয়, যেন মানুষ অক্লেশে যেতে আস্‌তে পারে।

রতি। বুঝিচি, বেশ পরামর্শ করেচ, আমি কালই খাঁচা এনে দেবো, কিন্তু রবিবারে হোঁদোল কুঁত্‌কুঁতে না পেলে আমার নিস্তার নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। ওলো, রাজার বিয়ের কি হলো?

মল্লি। কামিনী কাজ গুচিয়েচে, এখন যা করেন জগদম্বা।

মাল। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, কামিনী যেমন মেয়ে, তপস্বী তেমনি পাত্র; আমার যদি মেয়ে থাক্‌তো, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

মল্লি। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর।

মাল। মল্লিকে, তুমিই না বলেছিলে, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মল্লি। হ্যাঁ, তোমার গলা ধরে বল্‌তে গিয়েছিলেম।

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই, বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই।

মল্লি। না ভাই, তা হলে কামিনীর সুখ হবে না, ঘর-জামায়ে ভাতার কেমন যেন ভাই ভাই ঠেকে।

মাল। সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাই ঘরে রাখ্‌তে হবে।

মল্লি। যা হক্‌, এখন দুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, কামিনী মাগ্‌খেগো ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদ্যাভূষণের বাটীর প্রাঙ্গণ

বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ

সুর। তোমার-মত নিষ্ঠুর হৃদয় আর কারো নাই, তোমারি মান বাড়্‌লো, মেয়ের কি সুখ হলো?

বিদ্যা। সুরমে, তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্যো, মেয়ের সুখের সীমা নাই। লোকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে, রাজ্যেশ্বরী হও, মুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী পরিধান করো, পাঁচ জনকে প্রতিপালন করো, যাহা উল্লেখ করে মেয়েরে লোকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি কামিনীর জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি, আরো মেয়ের সুখ হলো না।

সুর। তোমায় আমি আর কত বুঝাবো, তোমার মত যার বয়স, যে অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্ত্বে আবার বিয়ে করেছিল, যে ভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখ্‌তো না, যে অবশেষে স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা করেচে, সে কি কখন আমার কামিনীকে সুখী কত্তে পারে? তুমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ লোভেতে অন্ধ, কিসে কি হয়, কিছুই দেখ না, রাজার নাম শুনেই উন্মত্ত হয়েচ, আমার কামিনী গালার চুড়ি পরে মনের সুখে থাক্‌।

বিদ্যা। রাজা আর দুই বিয়ে কর্‌বেন না।

সুর। করুন আর না করুন, আমার কামিনীকে পাবেন না—তোমার ভাবনা কি, যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার প্রতিপালন হতে পারে; দশটা পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে কি তুমি পুষ্‌তে পার্‌বে না? একটি ভাল ছেলে দেখে কেন বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখ না, তুমি তা কর্‌বে না। তা কল্যে যে আমি সুখী হব।

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা—একটা কথা বল্‌ছিলাম কি, রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েচেন।

সুর। বড় রাণীকে বিয়ে কর্‌বের সময়ও অমনি ব্যগ্র হয়েছিলেন—তুমি আর ও কথা কেন তোলো, দুটো দুটো মেয়ে যে বরে

খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না।

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখ্‌লেই বলে, বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।

সুর। তুমি রাজবাড়ী যাচ্চো যাও, আমায় যদি অমন করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাবো তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পার্‌বে, পেটে স্থান দিয়েচে, হাঁড়িতেও স্থান দিতে পার্‌বে।

বিদ্যা। আমি চল্যেম—তবে মন্ত্রীকে বলি গে, ব্রাহ্মণীর মত হয় না, অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষী করো, মেয়ের অভাব কি, কত কত দেবকন্যা উপস্থিত আছে।

সুর। তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্চো, তুমি দেখ্‌বে, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বো না, বাদ কর্‌বো না, আমি সেই তপস্বীর সঙ্গে কামিনীর বিয়ে দেবো।

বিদ্যা। না, না, সহসা সেটা করো না, সে তপস্বী নয়, তাকে আমি দেখিচি, সে হা-ঘরেদের ছেলে—আমি আর কিছু বল্‌বো না; আমি চল্যেম।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

সুর। লজ্জাবনতমুখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বল্যেন না, কিন্তু আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জান্‌তে পেরিচি; জগদীশ্বর! কামিনী আমার হৃদয়াকাশের এক-মাত্র শশধর, তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন সুখী হয়, বিজয় যেন আশ্রমবাসী হতে অমত না করেন।

কামিনীর প্রবেশ

কামি। মা, আমি একটি কথা বলি, কথাটি শুন্‌বেন তো, রাগ কর্‌বেন না তো?

সুর। তোমার কোন্ কথায় আমি রাগ করিচি মা?

কামি। মা, নাপ্‌তেদের শৈল বেলে পাত্তরে ভাত খায়, আমি বলেছিলাম, শৈল যদি ভাল পড়া বল্‌তে পারো, তোমায় একখানি থাল দেবো; মা, সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে পড়্‌চে, দুই মাসের মধ্যে একখানি পুস্তক সায় করেচে, হ্যাঁ মা, তাকে আমার ছোট থাল-খানি দেব?

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত ভীত হয়েছিলে—সে থালখানি তোমার মামা আদর করে দিয়েছিলেন, সেখানি তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও, তার চেয়ে আর একখানি ভাল থাল তাকে দাওগে।

কামি। তবে যে থালখানি রথের সময় কিনেছিলাম, সেইখানি দিইগে—দেখ্ মা, শৈল এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কখন শুনি নি, শৈল যেন পটের ছবিটি, সাত বছরের মেয়েটি বাড়ীর কত কাজ করে।

সুর। কামিনি, তোমার কাছে এখন কটি মেয়ে পড়ে মা?

কামি। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী গেছে, এখন পাঁচটি মেয়ে পড়ে। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় আমার ভাল শাড়ীখান তারে দিলেম, সুলোচনা কত আহ্লাদ কল্যে, সুলোচনার মা কত আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগ্‌লো, দেখ মা, এরা দুঃখিনী, পুরাণ শাড়ীখানি পেয়ে এত আহ্লাদ।

সুর। সুলোচনা তোমায় মা বলে ডাক্‌তো?

কামি। সুলোচনা মা বল্‌তো, এরাও আমাকে মা বলে ডাকে।

সুর। (ঈষৎ হাস্যবদনে) মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গেল, মার বিয়ে হলো না, ও মা কামিনি, তোমার অঙ্গুলে এ অঙ্গুরী এল কোথা হতে, এ যে অমূল্য নিধি—(হস্ত ধারণ করিয়া) দেখি, দেখি—তোমায় এ অঙ্গুরী কে দিলে মা? আমি যে এ আংটি তপস্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপস্বী দিয়েছেন না কি? চুপ করে রইলে যে বাছা—(স্বগত) তবে আর বিবাহের বাকি কি? (প্রকাশে) এ তো সাধারণ লোকের আভরণ নয়, তপস্বীর তনয় এমন অঙ্গুরী কোথায় পেলেন? (অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবলোকন)

বিজয়ের প্রবেশ

সুর। এস, বাবা এস।

বিজ। মা গো, আমি কাল এখানে এসে-ছিলেম, আপনি রাজবাড়ী গমন করেছিলেন।

সুর। বাবা, তা আমি জান্‌তে পেরেচি।

বিজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের যথেষ্ট অতিথিসৎকার করেছিলেন; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্ত হইচি।

সুর। বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অসুখী করে নি তার প্রমাণ এই (অঙ্গুরী প্রদর্শন)।

কামি। মা, আমি বালিকাদের কাছে যাই।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

সুর। বাছা, তোমার মত সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফুল্ল হয়; বাছা, কামিনী আমার এক মাত্র সন্তান, কামিনী তোমার দেবতাবাঞ্ছিত রূপ গুণে মোহিত হয়ে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করে, তপস্বিনী হয়েচেন; আমি তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি, কিন্তু বাছা, আমার এক ভিক্ষা, বাছা, তুমি তার সুসার করিলেই কৃতার্থ হই।

বিজ। জননি, বোধ করি কামিনী আপ-নাকে সকল পরিচয় দিয়েচেন।

সুর। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেন নি, কিন্তু কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ, তপস্বিনীর বেশ, আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েচে।

বিজ। মা, আমি কামিনীর সুখসম্পাদনে দীক্ষিত হলেম, আপনি যে অনুমতি কর্‌বেন, আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হবে।

সুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ করিচি, তুমি কামিনীকে বনে নে গেলেও নে যেতে পার, বিদেশে নে গেলেও নে যেতে পার, সাগর পারে নে গেলেও নে যেতে পার, কিন্তু বাছা, আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর মত করে তুমি আশ্রমী হও, হয় এই দেশেই বাস কর, নয় তোমার পিতৃ-পিতামহের দেশে বাস কর, বাছা তুমি যে রত্ন কামিনীকে দান করেচ তোমার জননী কখনই জন্মতপস্বিনী নন।

বিজ। মা, আমার মা আশ্রমে থাক্‌তে স্বীকার করেচেন, কিন্তু কোথায় বাস করবেন তার কিছুই স্থির নাই, হয় ত বা এখানেই থাকা হয়।

সুর। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা আমি আজ চরিতার্থ হলেম, কামিনীর কল্যাণে তোমা হেন তেজস্পুঞ্জ তাপসের মা হলেম, এস কামিনীর পড়া শোনসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কামিনীর পড়িবার ঘর

আসীনা পঞ্চ বালিকা, কামিনীর প্রবেশ

কামি। ও মা শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে এনিচি, তুমি ভাল করে পড়্‌তে পাল্যে তোমার বিয়ের সময় তোমায় সোণার সিঁতি দেব। তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা বাপের কথা শুনো, কারো গালাগালি দিও না, মিষ্টি করে কথা কইও, আজ তোমাদের রাঙ্গা-শাড়ী পরুয়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের সময় এক একখানি সোণার গয়না দেব। (থালদান) কবিতাগুলি তোমাদের মনে আছে তো? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা আমার আনন্দময়ী, রাগ করা দূরে থাক্, মা আমার কার্য্যে পরম সুখী হয়েচেন। প্রাণেশ্বর উটানে এসে দাঁড়্‌য়েচেন, যেন সূর্য্যদেব নেবে এসেছেন। জননী অনুমতি করিলেই জীবিতে-শ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি।

বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ

বিজ। এ যে অপূর্ব্ব পাঠশালা, আহা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিদ্যা দান কচ্চেন।

সুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যাবিতরণে তেমনি যত্নবতী। বিজয়, বাবা বালিকাদের পরীক্ষা কর, কামিনী যে কবিতা শিখ্‌য়েছেন তাই জিজ্ঞাসা কর।

প্রথমা। কামিনীর মা, কামিনীর মা, মা আমারে এই থালখানি দিয়েচেন।

সুর। তোমার কোন্ মা?

প্রথমা। কামিনী মা, এই মা, (কামিনীর অঞ্চল ধারণ)

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চো।

[ইতি প্রস্থিতা।

বিজ। রাম না হতে রামায়ণ। প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নাই। প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পাত্রী। আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাসা করি।

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকারা আমায় বড় ভাল বাসে, আমিও ওদের স্নেহ করি, সেই জন্যে ওরা আমায় মা, মা, বলে।

বিজ। আমি তা বুঝ্‌তে পেরিচি, তার প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি ওদের গর্ভধারিণী কেহ বিবেচনা করে নি।

কামি। এ বিষয়ে পুরুষদের সুবিবেচনা খুব আশ্চর্য্য।

বিজ। তোমার নাম কি?

প্রথমা। আমার নাম শৈল।

বিজ। একটি কবিতা বল দেখি?

প্রথমা। কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি;
পতিপায় থাকে মন, তারে বলি সতী।

বিজ। এ কোন্ সতীর রচনা—তোমার নাম কি?

দ্বিতীয়া। আমার নাম বিরাজমোহিনী।

বিজ। তুমি কি কবিতা জান?

দ্বিতীয়! ধর্ম্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ,
নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।

বিজ। এ কোন্ ধার্ম্মিকের রচনা—তোমার নাম কি?

তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী।

বিজ। তুমি কিছু বল্‌তে পার?

তৃতীয়া। চিনে দিও মন, চিনে দিও মন,
পুরুষে চিনে দিও মন,
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।

বিজ। এ কোন্ জহরির রচনা—তোমার নাম কি?

চতুর্থ। আমার নাম অভয়া।

বিজ। তুমি একটি কবিতা বল দেখি?

চতুর্থ। নবীন যৌবনে গভীর যার্তনা সই;
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু, কেড়ে নিলে মই।

বিজ। এ কোন্ বিরহিণীর রচনা—তোমার নাম কি?

পঞ্চম। আমার নাম হেমলতা।

বিজ। তুমি কি কবিতা শিখেছ?

পঞ্চম। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাপিনী দশন,
ফুটিলে মানিনী মনে, অমনি মরণ।

বিজ। এ কোন্ মানিনীর রচনা—তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েচ, তোমরা আজ বাড়ী যাও; প্রেয়সি, তুমি না বল্যে বালিকারা বাড়ী যেতে পারে না।

কামি। শৈল, বেলা শেষ হয়েছে, তোমরা আজ বাড়ী যাও।

[বালিকাদের প্রস্থান।

বিজ। তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য দান কল্যেন, এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল হয়।

কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে বলে তোমার সঙ্গে একবার পর্ণ-কুটীরে যেতে পাল্যে বাঁচি, তোমার দুঃখিনী জননীকে মা বলে চিত্ত চরিতার্থ করি।

বিজ। আমার নিতান্ত বাসনা তোমাকে একবার আমার দুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই, তোমায় দিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করি—আহা! এত যে দুঃখিনী, তোমায় দেখ্‌লে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন; প্রণয়িনি, তোমার যদ্যপি মত হয় আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; অধিক দূর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাই।

কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে দেখ্‌তে যাব তাতে আবার দূর আর নিকট কি? পতির হস্ত ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে পারে—তুমি বসো, আমি জননীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

[কামিনী প্রস্থিতা।

বিজ। জননী আমার চিরদুঃখিনী, আমি কত দিন দেখিচি আমার মুখচুম্বন করেন আর তাঁর চক্ষে জল ছল্ ছল্ করে, কখন লোকালয় যান না, কারো সঙ্গে কথা কন না, আমায় কাছ

ছাড়া করেন না। কামিনীর যে নির্ম্মল চিত্ত, যে মধুর বচন, মা আমার, কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর কথা শুনে মোহিত হবেন—মা বলেচেন আমার বয়স হলেই আশ্রমে বাস কর্‌বেন।

কামিনীর প্রবেশ

বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার,
যেতে বিধি দিয়াছেন জননী তোমার?

কামি। মনে করে যাইলাম জিজ্ঞাসিব মায়,
মনোভাব রসনায় এল না লজ্জায়।

বিজ। কি লাজ মনের ভাব বলিবারে মায়?

কামি। যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায়।

সুরমার প্রবেশ

সুর। কি বল্‌তে গিয়েছিলে মা কামিনি? হ্যাঁ মা, আমি কি তোমার সত্‌মা, তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বলো?

কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্যেন, দুঃখিনী তপস্বিনী দিবা যামিনী নয়ন মুদিত করে জগদীশ্বরের ধ্যান করেন।

সুর। হ্যাঁ মা কামিনি, তুমি তপস্বিনীকে দেখ্‌তে যাবে?

কামি। অনেক দূর নয়, আমায় আবার রেখে যাবেন।

সুর। তা আজ থাক্‌, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করি, তখন কাল হয় পরশ্ব হয় যেও, তাঁর মত হক্‌ না হক্‌ তুমি স্বচ্ছন্দে বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই।

বিজ। আপনি বেশ কথা বলেছেন, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা খুব উচিত, তার পর কামিনীকে আমার চিরদুঃখিনী জননীর কাছে লয়ে যাব। আজ যাই।

[বিজয়ের প্রস্থান।

কামি। হ্যাঁ মা, মালতীর স্বামী নাকি আরব দেশে কিসের ছানা আন্‌তে যাবে, মালতী নাকি বড় দুঃখিত হয়েচে, হ্যাঁ মা, তাদের বাড়ী যাবে?

সুর। আমি বাছা আর যেতে পারি নে, তুমি শৈলকে সঙ্গে করে যাও।

[কামিনীর প্রস্থান।

আহা, কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে কর্‌বেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও সুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার কামিনীর মনোমত বর জুট্‌য়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। দেখ, তোমারে একটা কথা বলি, তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট এক্‌টা কথা বলি, তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাবতী হও, তুমি হাজার সুবিবেচক হও, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই—

সুর। কি বল্‌বে বলো এত ভূমিকার আবশ্যক কি?

বিদ্যা। না, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না, একি এর পর একটা জনরব হওয়ার সম্ভাবনা —তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না, কোন্‌ দিন কি সর্ব্বনাশ করে যাবে, ওরা অনেক গুণ জ্ঞান জানে, সোণা বলে পেতল বেচে যায়।

সুর। কথার রকম দেখ—পাগল হয়েচ নাকি—অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে বল্‌চো—

বিদ্যা। হাঘরে নয় তো কি, ওর হাতের তেলোয় দেখ্‌তে পাও না আলতা মাখান?

সুর। যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তারে হাঁট্‌নায় খোঁড়ে। তার হাতের তেলোর বর্ণই ঐ, তার আলতা দিতে হয় না, জবা ফুলে হিঙ্গুল আর পদ্মফুলে আলতা মাখালে, তাদের রূপ বাড়ে না।

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, একেবারে সর্ব্ব-নাশ হয়েছে,—হাঘরে ছোঁড়া তোমারে জাদু করেছে। শুন্‌লেম এক মাগী হাঘরে তার মা, সে মাগী কারো সঙ্গে কথা কয় না; লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বো, তার মনন, কথা কবে কেন? তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্তু

এই বার আমার কথাটি রাখ্‌তে হবে—আচ্ছা তুমি রাজাকে মেয়ে না দেও, নাই দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্‌বে না—তা হলে আমার জাত যাবে, আমায় একঘরে কর্‌বে।

সুর। আমি আটাসে খুকী নই; তোমার কোন বিষয়ে ভাব্‌তে হবে না—আমি দেখিচি কামিনীর নিতান্ত ইচ্চে হয়েচে, তপস্বীকে বিয়ে করে, কামিনী এক প্রকার প্রকাশ করেচে, আমিও এ সম্বন্ধে অতিশয় সুখী হইচি, এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি এতে মত দেও।

বিদ্যা। বল কি, বল কি, খেপেচ নাকি, খেপেচ নাকি, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।

সুর। দেখ, কামিনী অতি সুশীলা, বিজয় কামিনীর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেচে। আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি এ সম্বন্ধে বাধা দিলে কামিনী আমার এক দিনও বাঁচ্‌বে না।

বিদ্যা। রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না, রাখ তোমার বাঁচ্‌বে না, ভাল মানুষের কাল নাই, মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেচেন একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না—তোমার মতে কখন মত দেব না, আমি যা ভালো বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো, আমি কামিনীকে রাজাকে দান কর্‌বো, তুমি কে? তোমার মেয়েতে অধিকার কি?

সুর। বটে, আমি কে, আমার মেয়েতে অধিকার কি, তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তপস্বিনীর ঘরে যাব তবে ছাড়বো, দেখি দিকি তোমার মন্ত্রীভায়া কি করে। সহজে হাত যোড় করে ভিক্ষা চাইলাম তা দিলে না, এখন যাতে দাও তাই করবো (যাইতে অগ্রসর)।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; রাগ করো না, যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

সুর। না আমি তোমায় আর কিছু বল্‌বো না।

[প্রস্থান।

বিদ্যা। ন্যাক্‌ড়ার আগুন কতক্ষণ থাকে, জলধর বল্যে একটু চড়া হতে, তাই চড়া হলেম, এখন তো আবার জল হইচি—যাই আবার সান্ত্বনা করিগে; জানি কি যে রাগী যদি আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে ছাড়া হবো। সুরমার মত গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্ষ্মী আর মেলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জলধরের কেলিগৃহ

জলধরের প্রবেশ

জল। আমি কি সুবুদ্ধির কাজই করিচি—এত ঝাঁটা লাথিতেও মালতীকে মা বলি নি, এখন তার ফল ফল্লো—মল্লিকে হাতের বার হয়েচে, ওকে মা বলিচি, তা যাক্, ওকে আমি চাই না, ওকে এক দিন ভেঙ্গে বল্‌বো, যে তোমাকে মা বলিচি তুমি আর আমার আশা কর না, কিন্তু সহসা বলা হবে না, তা হলে আমায় আর সাহায্য কর্‌বে না; মালতী সে দিন নিরাশ হয়ে বড় দুঃখিত হয়েচে, মল্লিকে ঠিক্ বলেচে, আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে, আমি চারি দিক্ বন্ধ করে রাখ্‌বো ভেবে-ছিলেম তা আহ্লাদে সব ভুলে গেলেম এই জন্যেই মালতী যখন আসে তখন জগদম্বা দেখ্‌তে পেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেচে। পথে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া রহিত করিচি, এখন লিপির দ্বারায় কথা চল্‌চে; আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জান্‌লেম যে আমার স্বর্গ লাভের বিলম্ব নাই।—

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। হিতে বিপরীত হয়ে উটেচে, তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম, ব্রাহ্মণী একেবারে পৃথিবী মস্তকে করে তুলেচেন, আমার সহিত বাক্যালাপ রহিত করেচেন; এখন উপায় কি? সেই হাঘরে ছোঁড়াকেই মেয়ে দেবেন।

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয়; প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা কর্‌তে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি না হয়, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ, নাকের উপরে

এমনি একটি কিল মাত্তে হয় নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরোয়—জগদম্বার শাসনটা দেখ্‌চেন তো।

বিদ্যা। এ অতি বেল্লিকের কর্ম্ম, তা কি পারা যায়, রমণী সহস্র সহস্র অপরাধ করিলেও প্রহারের যোগ্য নয়।

জল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ—আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন—

বিদ্যা। আমাকে আর যা বলো তা করিতে সক্ষম, ব্রাহ্মণীকে চড়া কথা বল্‌তে পার্‌বো না, প্রহারের তো কথাই নাই—

জল। তপস্বিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে পাঠাইবার কি হলো?

বিদ্যা। কোথাকার তপস্বিনী, সে মাগী হাঘরে; সে কারো সঙ্গে কথা কয় না; সে কত কাঙ্গালিনীদের দান কচ্চে, সে কি টাকার লোভ করে? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম তার সঙ্গে দেখা কর্‌বো তা হলো না।

জল। তবে ঐ ছেলেটাকে চোর বলে ধরে দেন—বিচার আমাদের হাতে, আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছা করি, তার অপরাধ থাক্ আর নাই থাক্ তাকে কারাগারে যেতে হয়—আমার হাতে ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা আপনার অগোচর নাই। উতোর হোক্ না হোক্ গলাবাজীতে মাত করি।

বিদ্যা। এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু কর্ম্মটা অতি গর্হিত, তবে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যহানৌ চ মূর্খতা"। ঐ পন্থাই অবলম্বন করা যাক্, কিন্তু রাজার বিচারে কি হয় বলা যায় না।

জল। আমরা ভিতরে থাক্‌বো, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বিদ্যা। আমি এক সূক্ষ্ম বার করি—ব্রাহ্মণী বড় ধরে বসেচেন, কামিনী একবার তপস্বিনীকে, সেই হাঘরে মাগীকে, দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাতে এক প্রকার মত দিয়িচি; যখন কামিনী দেখ্‌তে যাবেন সেই সময় রাজাকে বল্‌বো হাঘরেরা জাদু করে মেয়ে ভুলায়ে নিয়ে গিয়েচে।

জল। ভাল পরামর্শ করেচেন, আর ভাবনা নাই: তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচে।

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির—উভয় কুল রক্ষা হবে—ব্রাহ্মণীরও মন রাখা হবে, আমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

জল। সদাগরের উপর মালতীর আর মন নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একেবারে ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে দুঃখিত হতো। এবার যা কিছু কর্‌বো, খুব গোপনে কর্‌বো, জগদম্বা কিছু না জান্‌তে পারে।

[একজন ভৃত্যের প্রবেশ, একখানি লিপি দান এবং প্রস্থান।

পত্রখানা চন্দন কুমকুম মাখা, এ প্রেমের লিপি তার আর সন্দেহ কি?

পীরিতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন;
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন।

লিপি পাঠ

হোঁদোলকুৎকুতে মহাশয় সমীপেষু।

যদবধি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে,
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনা রহিব কি করে?
হাবু ডুবু খায় বামা বিরহ হাঁদোলে,
হোঁদোল কুৎকুতে বিনা আর কেবা তোলে?
শনিবারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।

হোদলকুৎকুতের প্রেয়সী।

আমি যেমন লিপি লিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেয়েচি—যারা রমণী-বাজারে কাজ করে তারাই সকল কথা বুঝ্‌তে পারে, ঐ যে হাঁদা পেট বলেচে, ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে; মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি, যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো। মালতি, তোমার উচাটন হতে হবে না, সন্ধ্যা না হতে হোঁদোলকুৎকুতে উপস্থিত হবেন। আমার কৌশলের গুণ বুঝিয়াই আমায় হোঁদোলকুৎকুতে নাম দিয়েচে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তপস্বিনীর পর্ণকুটীর

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। তিমিরে ডুবায়ে পৃথিবী যায় দিনমণি,
মিহির-মোহিনী ছায়া পায় শুভ দিন—
নলিনী সতিনীমুখ—সাপিনীর ফণা—
হেরিতে হবে না আর—আনন্দে আদরে,
আমার আমার বলি, বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে।
কুমুদিনী বিরহিণী, বিষণ্ণ বদনে,
ভাবিতেছিলেন প্রাণপতি আগমন,
সহসা প্রফুল্লমুখী, আনন্দে অধীর
হেরে শশধর স্বামী—স্বামীর বদন,
রমণীরঞ্জন, হেরে মন পুলকিত,
যাহার মাধুরী পতিপরায়ণা নারী
দিবা বিভাবরী দেখে মনের নয়নে।
এই তো সময় যবে বিহঙ্গমকুল—
আকুল আঁধারে—করি ঘোর কলরব
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদয়ে শাবকে;
বিলে বিলে বিচরণ করি বকাবলি,
উড়িয়া অম্বর পথে—শ্বেতশতদল
মালা যেন পীতাম্বর গলে সুশোভিত—
বিটপী আসনে বসে নীরব বদনে;
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হয়—
সজোরে রজনী আসি কেড়ে লয় পতি
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী সমান—
কাঁদেন তটিনীতটে মলিন বদনে;
গোপাল আলয়ে আসে আনন্দ অন্তর—
ধুলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়—
হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন;
এই তো সময় যবে ব্রহ্ম উপাসক,
একমনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—
করুণাবরুণাগার, মঙ্গল আধার,
বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তিপারাবার।

নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান

আমার বিজয় এখন এল না; রাত্রি হয়েচে তবু বাবা বাইরে রয়েচেন? বিজয় আমার এমন তো কখন থাকে না। বাবা যেখানে থাকুক সন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন আজ কেন এমন হলো, আমার মনে যে কতখানা গাচ্চে, আমার বিজয় যে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচে, বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক কথা সব ভুলে গিইচি—বোধ করি সুরমার কাছে গিয়েচেন—সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে এত যত্ন কর্চ্চেন। হা জগদীশ্বর! আমায় পৃথিবীতে স্নেহ করে, এমন কেউ নাই; জগদীশ্বর! সকলেই আমায় ত্যাগ করেচে, কেবল তুমিই আমায় চরণকমলে স্থান দিয়ে রেখেচ, সেই জন্যেই আমি চিরদুঃখিনী হয়েও পরম সুখী।—যদি দিন পাই তবে সুরমার স্নেহের পরিশোধ দেব।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। ও মা, বিজয় আস্‌চে, আর বিজয়ের সঙ্গে একটি মেয়ে আস্‌চে, ও মা, এমন মেয়ে কখন দেখি নি, ঠিক্ যেন একটি দেবকন্যা—

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ

ঐ দেখ।

বিজ। মা! কামিনী আপনাকে দেখ্‌তে এসেচেন।

কামি। মা, আমি আপনাকে মা বলে মানবজনম সফল কত্তে এসেচি।

তপ। বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, সেই দিন আমার মনে যত সুখ উদয় হয়েছিল তত দুঃখ উদয় হয়েছিল; আজও আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ও মা, তুমি লক্ষ্মী, তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি—(কামিনীকে আলিঙ্গন ও মুখ-চুম্বন) বাবা বিজয়, আমি আজ চরিতার্থ হলেম, আজ আমার সকল দুঃখ নিবারণ হলো।

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন?

তপ। বাবা, আজ সকল কথা মনে হচ্চে, আমার আবার সংসার-আশ্রমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে—আমি অতি হতভাগিনী, আমি এমন স্বর্ণলতা স্বর্ণ-সিংহাসনে রাক্‌তে পার্‌লেম

না, হা পরমেশ্বর! আমি এমন হেমতারিণী, কুঁড়ের ভিতর রাখ্‌বো!

কামি। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন? আপনি এই পর্ণকুটীরে পরম সুখে আছেন; আপনার দাসী কি থাক্‌তে পার্‌বে না?

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী; মা, তুমি আর বিজয় আমার কাছে থাক্‌লে আমার পর্ণকুটীর রাজ-অট্টালিকা, আমার শৈবাল-শয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন, আমার গাছের বাকল বারাণসীর শাড়ী—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)।

বিজ। জননি, আজ আপনি এত অধীর হলেন কেন? মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড়্‌চে।

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপস্বিনীর পুত্র, তোমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড়মানুষের মেয়ে, কেমন করে তপস্বিনী হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে পর্ণ-কুটীরে বাস কর্‌বে, কেমন করে বনে ভ্রমণ কর্‌বে?

কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর্‌বেন না, আপনি ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আপনার সেবা কত্তে পেলে আমি পরম সুখে থাক্‌বো, মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না।

তপ। (কামিনীর মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! মা আমার সুশীলতায় পরিপূর্ণ, মার যেমন নরম স্বভাব, মার তেমনি মধুমাখা কথা —শ্যামা, আমার বিজয় কামিনীকে খুব যত্ন কর্‌বে, আমার বিজয় কামিনীকে খুব আদর কর্‌বে, আমার বিজয় কামিনীকে খুব ভাল বাস্‌বে—শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখ্‌বো, আমি আপনি কখন মন্দ কথা বল্‌বো না, আমার বিজয়কেও চড়া কথা বল্‌তে দেব না। শ্যামা, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বল্যে আমার বুক ফেটে যাবে। শাশুড়ীর প্রাণে তা কি কখন সয়? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

কামি।—মা, আপনি পরিতাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচেন, মা আপনার একটি একটি কথা মনে হয়, আর নয়নজলে বুক ভেসে যায়, মা আর রোদন কর না, মা আমরা দিবানিশি আপনার সেবা করবো, মা আমরা আপনাকে আর কাঁদ্‌তে দেব না।

বিজ। (দীর্ঘনিশ্বাস) অনাথনাথ!

[প্রস্থান।

তপ। হ্যাঁ মা কামিনি—তোমার মার তুমি বই আর সন্তান নাই?

কামি। আমি মার একমাত্র সন্তান, আর হয় নি।

তপ। তোমার পিতা তপস্বিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েচেন?

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুন্‌লেম আপনি কারো সঙ্গে কথা কন না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেক্‌বের জন্যে ব্যাকুল হলেম, আপনাকে মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ হলো।

তপ। কোথায় শুন্‌লে মা?

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে যেতেছিলেম, আমাদের সঙ্গে মালতী মল্লিকে ছিল—তখন শুন্‌লেম।

তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে?

কামি। না মা, তিনি বাঁজা—আপনি মালতীকে জান্‌লেন কেমন করে?

শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর বাপের বাড়ী ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম, তাই জানি।

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরম সুখে থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন? জননি, আমি আপনার দাসী, দাসীর কাছে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ নাই, আপনার কি দুঃখ আমায় বলুন।

শ্যামা। সুমেরু লেখনী হয়, মসী রত্নাকর,
সময় লেখক হয়, কাগচ অম্বর,
তথাপি মনের দুঃখ—অন্তর গরল—
বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল।

তপ। মা তুমি বালিকে, তোমার মন অতি কোমল, তোমার মনে স্থান অতি অল্প; আমার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন ধারণ কত্তে পার্‌বে না, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ

হয়ে যাবে; মা আমার মনোবেদনা মনেই থাক্, তোমার শোনার আবশ্যক নাই।

কামি। জানালে আপন জনে মনের যাতনা,
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।
আমি আপনার দাসী, স্নেহের ভাজন,
বলিলে মনের ব্যথা হবে নিবারণ।

তপ। মা, আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে আর বাকি নাই—যে দিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে পেইচি, সেই দিন আমার সব দুঃখ গিয়েচে, যা কিছু ছিল তোমায় দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা আমি যে এমন সুখী হবো তা আমার মনে ছিল না, আমার বিজয় আমার চিত্তচকোরে এমন অমৃত দান কর্‌বে তা আমি স্বপ্নেও জানতে পারি নি—আহা! আমার চক্ষে জল দেখ্‌লেই বাবা বিরস বদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন; এস মা, আমরা বিজয়কে শান্ত করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজার কেলিগৃহ

মাধবের প্রবেশ

মাধ। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
যাইতে সাগরপারে মাতা করে হেঁট।

রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না—উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হোক্ দেকি, সকলেই প্রস্তুত—কেউ বলবেন মহারাজ আমি সেইখানেই স্নান কর্‌বো, কেউ বল্‌বেন আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে না, কেউ বল্‌বেন আমি সকালে না গেলে বিছেনা হবে না—দুঃতোর মোসাহেবের মুখে মারি ডাবের কাটি—দুঃতোর নিন্দুর পিরানে আত্মারাম সরকার। মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি হয়, মোসাহেবের আল্‌জিব বাড়ীর ঈশান কোণে পুঁতে রাখ্‌লে অবদেবতার দৃষ্টি হয় না—মোসাহেবের নাকে তুপ্‌ড়িওয়ালার বাঁশী হয়। আমি ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, যেখানে নে যাবেন সেখানে যাব—কিন্তু আমার একটা আপত্তি আচে, সেটা কিন্তু সহজ আপত্তি নয়—আমি উদরের বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারি নে; ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে ব্যাড়ার ঘর, গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক কোঁক ওঠে না, পেটের ঢোল মরে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েচেন—এ উদর কত যত্নে পূর্ণ করি—রাজবাড়ী পাঁচে ফুলে সাজি পোরে,—যেখানে লুচি ভাজা হয়, সেখানে ঘুর্‌য়ে ঘুর্‌য়ে বসি, একখানি আদখানি কত্তে কত্তে দেড় দিস্তে নিকেশ্ করি—মোণ্ডার ঘরে আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই—নৈবিদ্দির কলা শম্মারামের জমা করা—এতেও কি তৃপ্তি জন্মে? যথার্থ কথা বলতে কি নিমন্ত্রণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া হয় না—আমি এই পেট বনে নিয়ে কি ব্রহ্ম-হত্যা কর্‌বো? ফল মূলে এর কি হয়? এর ভিতরে তেতালা গুদোম্, ফল মূলে যাবে পাড়ন দিতে। এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—এ দিকে কৃতঘ্নতা, ও দিকে ব্রহ্ম-হত্যা—(উদর বাদ্য করিয়া) উদর, ফল মূল খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? উঁ, হুঁ, ঐ দেখ—এখন একটা বর পাই যে এক প্রহরের মধ্যে যা খাবো তাই ছানাবড়ার মত লাগ্‌বে, তা হলে দু দিক্ বজায় রাখ্‌তে পারি, আহা তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।

— রাজার প্রবেশ

রাজা। মাধব! কাল সভা হবে, কাল আমি সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বল্‌বো;—আমি স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা করিচি, আমার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কলিতে তুষানলের রীতি নাই, আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হবো, মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য করবেন।

মাধ। জলধর?

রাজা। মাধব, আমি এমন পাগল হই নি যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কার্য্য বিনায়ক নির্ব্বাহ করে।

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেন্, বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তুত কচ্চে, আর সকলকে বলে

বেড়াচ্চে তিনি রাজশ্বশুর হয়েচেন; তাঁরে সভাপণ্ডিত বল্যে রাগ করে ওঠেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তার সন্দেহ কি; কিন্তু আমি গৃহে থাকলেও আর বিয়ে কর্‌তেম না। রাণী শব্দটি কাণে গেলে আমার প্রাণ চম্‌কে ওঠে, আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়। আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই সজল নয়ন, সেই আলুলায়িত কেশ দেখ্‌তে পাই—আমার ইচ্ছা হয়, সপ্রণয় সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি, অঞ্চল দ্বারা নয়ন মুছায়ে দিই। মাধব, লোকে আমায় কি কাপুরুষ বিবেচনা করে!

মাধ। মহারাজ! যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত দ্বারপালেরা অবস্থান করে, উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা কাহাকেও আস্‌তে দেয় না, দীন দরিদ্র দেখ্‌লেই নেকাল্‌ যাও বলে তাড়ায়ে দেয়, তেমনি মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপকোতোয়াল দাঁড়্য়ে আছেন, প্রশংসা চেলি পরাণো কথা শ্রবণদ্বারে অবাধে প্রবেশ করে, নিন্দা ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম শুনে এগোয় না, যদি একটি আধটি চৌকাটে পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন। মহারাজ! আপনাকে লোকে অতিশয় নিন্দে করে—জনরব এই আপনি জননীর আর ছোট রাণীর অনুরোধে গর্ভিণী হরিণী বধ করে অন্দরের ভিতরে পুতে রেখেচেন্‌—(রাজা মূর্চ্ছিত) ও কি মহারাজ, (হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না—

রাজা। আমার প্রাণ বিদীর্ণ হলো; মাধব, আমি আত্মহত্যা করি, আমি আর রাজসভায় মুখ দেখাব না—কি মনস্তাপ, কি অপবাদ—মাধব, আমি এমন কাজ করি নি।

মাধ। আমি তো এ কথা বিশ্বাস করি নে, এ কথা বিশ্বাস হতেও পারে না।

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ কি?

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি নাই—আপনি হিন্দু হয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়েচেন? এ কি বিশ্বাস হয়?

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, তারা পরম সুখী।

মাধ। মহারাজ, যদি আমার কথা শুন্‌তেন তা হলে এ জনরব রট্‌তো না, যদ্যপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন তা হলে বড় রাণীকে আপনি বধ করেন নাই এটা প্রমাণ হতো।

রাজা। আমি বিবেচনা করেছিলেম বড় রাণীকে অবশ্যই পাবো, তাইতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি—হা! প্রেয়সি, আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি তোমার কি পাষণ্ড পিতা! মাধব, সে লিপি আমি পরম যত্নে রেখিচি—এস বন-গমনের আয়োজন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রতিকান্তের শয়নঘর

রতিকান্ত এবং মালতীর প্রবেশ

মাল। সূর্য্য অস্ত গিয়েচে, তুমি আর বাড়ীতে কেন?

রতি। যাবার সময় দুটি একটি মনের কথা বলে যাই।

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন? রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চে, কেবল ঐ পোড়ার মুখো হোঁদোল-কুৎকুতের রঙ্গ লেগেচে।

রতি। প্রেয়সি, যদি ধত্তে পারো, রাজার সম্মুখে ওর শাস্তি দেব—যে ভয়ানক পত্র স্বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। তুমি যা যা চেয়েছ সব এনে দিইচি, এখন আমার কপাল, আর তোমার হাতযশ।

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাক্‌তো, তা হলে কিছু সন্দেহ হতো; ও যখন জগদম্বার ঝাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে আমি ওর জন্যে পাগল হইচি, তখন আমার হাতযশের ভাবনা কি?

রতি। আমি ও ঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকের যে এখন দেখা নাই, ভাতার হয় তো ছেড়ে দ্যায় নি—ওরা দুটিতে খুব সুখে আছে, দুজনেই সমান রসিক, রাত দিন আমোদ আনন্দে থাকে—

বিনায়ক এবং মল্লিকের প্রবেশ

যোড়ে যে।

মল্লি। যার খাই সে ছাড়্‌বে কেন? (অঞ্চল বদনে দিয়া হাস্য)

মাল। আ মর, কি কথার কি জবাব!

বিনা। দেখ ঠাকুরঝি, মল্লিকে আমায় আজ বড় তামাসা করেচে, আজ নতুন রকম কেসুর খাইয়েচে; ওল কেটে কেটে কেসুর প্রস্তুত করে রেখেছিল, আমি ভাই কি জানি, তাই গালে দিয়েছিলেম।

মল্লি। আমি কাছে বসেছিলেম, গালে দেবার সময় হাত ধল্যেম—তা না ধল্যে এতক্ষণ জগদম্বার মত মুখ হতো।

বিনা। তুমি আমায় তামাসা কর কি সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে, মাগে কোন্‌ কালে তামাসা করে থাকে? কেন, আমি কি তোমার ছোট বন্‌কে বিয়ে করিচি, না বার করিচি?

মল্লি। বন্‌ বিয়ে করা রীতি নাই, বোধ করি বার করেচ।

বিনা। তুমি আমায় যে তামাসা কর তুমি ঠিক যেন আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার কি?

বিনা। তুমি আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম।

বিনা। হলে।

মল্লি। তবে তুমি আমার কে হলে? বল, বল,—নীরব হলে কেন?

মাল। উনি তোমার ঠাকুরঝির ভাতার হলেন।

বিনা। ঠাকুরঝির ভাতার হলে মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে।

মাল। আবার আমায় পেয়ে বস্‌লে।

মল্লি। এখন মন্ত্রীর কর্ম্ম পেয়েচেন যে।

মাল। সত্য না কি?

বিনা। হাঁ, আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি।

মল্লি। আজ মন্ত্রীর ভার পেয়েচন, কাল মন্ত্রীর ভাঁড় পাবেন।

মাল। মরণ আর কি! ভাতারের সঙ্গে ও কি লা?

মল্লি। তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌বো? বলে—

দাঁতে মিসি দ্যাখন হাঁসি চুলে চাঁপা ফুল,
পরে ধরে পীরিত করে মজাবে দু কূল।

বিনা। ঠাকুরঝি, তুমি মল্লিককে পার্‌বে না। মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচ্‌তে পারে এক হাটে কিন্‌তে পারে।

মাল। হ্যাঁ লা মল্লিকে, তুই ভাতার বেচ্‌তেও পারিস্‌ ভাতার কিনতেও পারিস্‌?

মল্লি। কেন, তুমি কি তা জান না, তোমায় কত দিন যে কিনে এনে দিইচি।

বিনা। তোমরা ভাই কেনা কিনি কর, আমি রাজবাড়ী যাই, আমার হাতে অনেক কাজ।

মল্লি। কখন্‌ আস্‌বে? আজ নাই গেলে, আমি এখনি বাড়ী যাব।

বিনা। আমার অধিক রাত হবে না।

[বিনায়কের প্রস্থান।

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চুন্‌ হয়ে গেছে, ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয় তো রেতে আস্‌বে না।

মল্লি। আমি বুঝি তাই ভাবচি? ভাই, রাত্রিদিন পরিশ্রম কল্যে শরীর থাকে, আজ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।

মাল। তা ভাবনা কি বন্‌, তোমার ঘর খালি থাক্‌বে না, যারে লিপি লিখেছ তারে পাবে।

মল্লি। সক্‌ করে কেউ সতীন করে না, তোমার আপনার আঁটে না আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন্‌ দিতে পার, তোমার রূপে সে কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; তোমার চোকে ভাই কি আছে, আমি মেয়ে মানুষ, তোমার চক দেখ্‌লে আমারি মন কেমন কেমন করে।

মাল। কত সাধই যায়।

মল্লি। হোঁদোলকুৎকুতে ধরণের আয়োজন সব হয়েচে তো?

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়।

মল্লি। আজ জগদম্বাকে ঠেঁটি পরাবো তবে ছাড়্‌বো, খাঁচাখান কোথায় রেখেচ?

মাল। খিড়্‌কির দ্বারে আছে।

জলধরের প্রবেশ

মল্লি। দিলেন দেবতা দিন এত দিন পরে;
মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।

মাল। মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন
সরে না মুখে,
কাঁপিতেছে অঙ্গ, এত বড় রঙ্গ,
বল বল কোন্ দুখে।

জল। আমার বড় ভয় কচ্চে—আমি সদাগরকে নৌকায় উঠ্‌তে দেখিচি, তবু যেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে, আমি দশ বার এগ্‌য়েচি দশ বার পেচ্‌য়েচি।

মল্লি। তা আপনার ভয় কি, আপনি তো কৌশলের ত্রুটি করেন নি, আজ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এখানে দেখতে পেলেই তো তারে কারাগারে দিতে পার্‌বেন।

জল। তার হাত হতে বাঁচলে তো তারে কারাগারে দেব?

মাল। তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর, সদাগর এতক্ষণ কত দূর যাচ্চে।

জল। এখানে আমার গা ছপ্ ছপ্ করে, তুমি যদি আমার বৈঠকখানায় যাও তবে নির্ভয়ে আমোদ কত্তে পারি। আমি এখানে ধরা পড়্‌লে প্রাণ হারাবো।

মল্লি। এ কি মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়, সকল জোটাজোট্ করে এখন পটল তোলেন। আপনার কবিতা গেল কোথায়, রসিকতা গেল কোথায়, আড়্ নয়নের চাউনি গেল কোথায়?

জল। অজগর ভয় সাপ হেরিয়ে কাঁদায়,
ডুবিয়াছে প্রেম-ভেক হৃদয় ডোবায়।
ভেক যদি মাতা তোলে জলের উপর,
কপ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম সুখে আমোদ করুন।

জল। কি আমোদ কর্‌বো?

মল্লি। তা কি আমাদের বলে দিতে হবে—আচ্ছা, একটি গান গাও।

জল। আচ্ছা গাই—একটা খেম্‌টা গাই—
মালতীর মালা, গাম্‌চা হারায়ে
এলেম্ ঘাটে।
তেলের বাটী গাম্‌চা হাতে
গিয়েছিলেম্ নাইতে,
পা পিচ্‌লে পড়ে গেলেম্
বঁধোর পানে চাইতে।

মল্লি। আহা! জগদম্বা কত শিবপূজো করেছিল, তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েছে।

জল। তা সে বলে থাকে, তাই তো সে এত ঝক্‌ড়া করে—তবে মালতি, সাধিলেই সিদ্ধি—
মালতী, মালতী, মালতী ফুল,
মজালে, মজালে—

দ্বারে আঘাত

নেপথ্যে। মালতি! মালতি! দোর খোলো, একটা কথা বলে যাই।

জল। ঐ তো সদাগর; ও মা আমি কম্‌নে যাবো, বাবা, মলেম, (মল্লিকের পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া) মল্লিকে বাছা আমাকে রক্ষা করো। জগদম্বা বড় পেড়াপিড়ি করেছিল তাইতে তোমাকে মা বলিচি, আজ মার কাজ কর, আমাকে বাঁচাও—

নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কে ও, আমি না যেতেই এই, তুমি দোর খোলো, তোমাদের সকলকে কীচক বধ কর্‌চি।

মাল। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতি, আমার মাতা খাও দোর খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না।

মল্লি। পালুঙ্গের নীচে যেতে পার না?

জল। দেখি, (চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা) না, পেট্ ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐখান্‌টা ছেঁটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ যদি বাঁচি তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে ঐ কোণে ফরমাসে গাম্‌লায় কোত্‌রা গুড় আছে তাইতে ডুবুয়ে রাখ্, মুখ যদি ডুবুতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস্ আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে।

নেপথ্যে। এক প্রহরে দোর্‌টা খুল্‌তে পাল্লে না?

সজোরে দ্বারে আঘাত

জল। মল্লিকে, এস এস।

জলধরের মুখে বিকট মুখস্ বন্ধন এবং জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ, মালতীর দ্বার মোচন, রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। আমি তো জন্মের মত চল্যেম্—(চুপি চুপি) ব্যাটা কি পাজি, অনায়াসে একটা লোকের সর্ব্বনাশ কর্তে সম্মত হয়েছে, আমার ইচ্ছে কচ্চে, তলয়ারের খোঁচা দিয়ে ওর পেট্ গেলে দিই।

মাল। আর কিছু কত্তে হবে না, যেমন নষ্ট তেমনি শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও আমি দোর দিই।

রতি। মল্লিকে কোণে গিয়ে দাঁড়্য়েচে কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকে, এ দিকে আয়, মন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে আয়।

গুড়ের গামলা হইতে জলধরের গাত্রোত্থান

জল। গিয়েচে তো? রস দেখি, গিয়েচে—তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না, যে কেউ দেখ্তে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে। আর তো আস্বে না—আঃ এমন আটা গুড় তো কখন দেখি নি, আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেচে।

মল্লি। ওটা কিসের মুখোস্।

মাল। ওটা হোঁদোলকুৎকুতের মুখোস্।

জল। এ কথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক্ জান্তেম যে ব্যাটা আর আস্বে না, আমার একপ্রকার হৃৎকম্প হয়েছে।

মাল। আর ভয় কি?

জল। আমি গা হাত না ধুয়ে তোমার কর-পদ্ম ধারণ কত্তে পার্বো না।

মল্লি। হানি কি, এখন একবার করপদ্ম ধারণ কর, "এতে গন্ধপুষ্পে" হয়ে যাক।

মাল। তুই আর তামাসা করিস্ নে, তোর সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়েচে।

মল্লি। তা হলে তোমার যে বনপো হলো।

মাল। ও মা তাই তো।

জল। কুলীন বামনের ঘরে এমন হোয়ে থাকে, তার জন্যে মনে কিছু দ্বিধা করে আমায় আবার সেই জগদম্বার হাতে নিক্ষেপ কর না।

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জল। তা হলে আমার গুড় মাখাই সার, খাওয়া ঘটে না।

মল্লি। হাঁ, পীরিৎ কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে? তিথি নক্ষত্র দেখ্তে গেলে প্রেম হয় না, মন মজ্লেই হলো, বলে—

রসিক নাগর, রসের সাগর, যদি ধন পাই,
আদর করে করি তারে, বাপের জামাই।

জল। বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, আমার এতে মত আছে। আমি—

দ্বারে আঘাত

নেপথ্যে। মালতি, আমার সন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে মানুষ আছে, আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজ্বো তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে দেশান্তরি হবো।

জল। এবার, ও মা এবার, কি কর্বো, কোথায় লুকাবো! মল্লিকে চেঁচ্য়ে কথা কয়ে আমার মাতাটি খেলে, এখন প্রাণরক্ষার উপায় কি!

মাল। সন্দ কল্লে কেমন করে; আমার গা ভয়ে কাঁপ্চে, ও তো এমন রাগী নয়, একটি কোপে মাথাটি দুখান করে ফেল্বে।

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে—

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাঁচাও ক্যান?

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে লুক্য়ে রাখি।

মাল। ও ঘর আগে খুঁজ্বে।

নেপথ্যে। মালতি, ধরা পড়েচো, আর ঢাক্লে কি হবে, দোর খোলো; তা নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলি। (দ্বারে পদাঘাত)

জল। ও মা! জগদম্বার যে আর নাই, সর্ব্বনাশ হলো, প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম্—

মল্লি। (হাস্য বদনে) জগদম্বার আর নাই—

জল। ওরে আমি বলিচি তার আর কেউ নাই—আহা ছেলে পিলে হয় নি, আমাকে নিয়ে সুখে আছে, এখন এ বিপদ্ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময় যদি মালতীকে মা বলি, তা হলে এমন করে মরণ হয় না!

মল্লি। তুমি জোর করো না, সদাগরকে মেরে তাড়্য়ে দাও, আমরা তোমার সাহায্য কর্বো—

জল। আমার তিন কাল গিয়েচে এক কাল

আছে, ওঁদের সঙ্গে কি জোরে পারি—তোমরা বলো আমি ঔষধ নিতে এইচি—

দ্বারে পদাঘাত

মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে—মল্লিকে ও ঘরে গদির তুলোগুলো গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রী মহাশয়কে লুকুয়ে রাখগে, আমি কৌশল করে ও ঘরে যাওয়া রহিত করবো।

জল। আমি তুলোর ভিতর ডুবে থাকিগে, নড়বো না চড়বো না, দেখ যদি এ ঘরে রাখতে পারো; তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ভাতারের ভাতার, যা মনে কর তাই কত্তে পারো, তবে আমার কপাল।

মল্লি। আচ্ছা এস তোমায় আমিই বাঁচাবো।

জল। মালতি, তবে আমি চল্যেম, প্রাণ তোমার হাতে।

নেপথ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুনচি যে, হ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা—

এ কি রীতি রমণীর লাজে যাই মরে,
না যেতে বিদেশে পতি উপপতি ঘরে।
বিহর বিরহ হেতু সতীত্ব সংহার;
হায় রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার!

দ্বারে পদাঘাত

জল। আয়, আয় বাছা আয়, ঘর দেখ্য়ে দে, তুলো দেক্য়ে দে—

প্রেম পুত্‌লেম পাঁকের ভিতর;
পালাই কেমন করে,
হাড় গোড় ভাঙ্গা দুটি হবো
তাড়য়ে যদি ধরে।

[মল্লিকের সহিত জলধরের প্রস্থান।

মালতীর দ্বারমোচন, রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। কি হলো?

মাল। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে, মুখে মুখোস্ দেওয়া হয়েচে, এইবার তুলো, শোণ আর আবির দেওয়া হবে, তার পরেই হোঁদোলকুৎকুতে ধরা পড়বে।

রতি। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম আস্‌চে।

মাল। তুমি মল্লিকের নাম করে চ্যাঁচাও।

রতি। মল্লিকে গেল কোথায়? ও ঘরে বুঝি?

মাল। মল্লিকে এখনি আস্‌বে, ও ঘরে যেও না।

রতি। যাব না কেন? কেউ আছে নাকি?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, এখনো এখানে রয়েচেন?

রতি। তুমি তো মালতীকে ফাঁকি দিয়ে নির্জ্জনে বিহার কচ্চিলে।

মল্লি। আহা জলধরের এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে, জগদম্বা দেখ্‌লেও বাবা বলে পালায়। আমরা বেশ রামযাত্রা কচ্চি, আমি সাজ্‌ঘরের কর্ত্তা হইচি।

মাল। মল্লিকে, তুই খাঁচার চাবি নে, (চাবি দান) বল্ গে, সদাগর আজ গেল না, এস তোমায় খিড়্‌কি দিয়ে বার করে দিয়ে আসি। খিড়্‌কির আর খাঁচার দোর এক হয়ে আছে, যেমন বেরবে, অমনি খাঁচার ভিতরে যাবে, আর তুই দোর দিয়ে চাবি দিবি।

মল্লি। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, চল্যেম।

[মল্লিকের প্রস্থান।

মাল। তুমি যখন দ্বারে নাতি মাত্তে লাগ্‌লে, জলধরের যে কাঁপনি, আমি বলি ঘুরে পড়্‌লো।

রতি। আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর খুঁচ্য়ে আদমারা কর্‌বো।

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে দেখাবো, মাগী সে দিন আমার সঙ্গে যে ঝক্‌ড়া কল্যে—জলধরের যেমন বুদ্ধি, জগদম্বারও তেমনি বুদ্ধি, মাগী ভাবে তাঁর মহিষাসুরকে সকলেই ভাল বাসে।

রতি। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মানষে কি না কত্তে পারে?

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী দেখ; যাদের ধর্ম্ম নাই তারা সব করে, যাদের ধর্ম্ম আছে তারা পতি বই আর জানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের মত দেখে।

রতি। আমি কথার কথাটা বল্‌চি—

নেপথ্যে। পড়েচে, পড়েচে, হোঁদোল-কুৎকুতে পড়েচে, ও মালতি, শীঘ্র আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে করে আন।

রতি। চল, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখ

গুড় তুলায় আবৃত, লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ জলধরকে বহনপূর্ব্বক চার জন বাহকের প্রবেশ

প্রথম। ওরে একেন্ডা ভুঁই দে—তেবু যাতি নেগ্‌লো, হ্যাদি দ্যাক্, মোর কাঁদ্ ক্যাটে গেল, তেবু যাতি নেগ্‌লো।

দ্বিতীয়। হ্যাঁরা ও বেন্দা. বল্লি কথা কানে করিস্ নে, মেজো তালুই যে ভূঁই দিতে বল্‌চে—হুল্লা, টান্‌তি নেগ্‌লো দ্যাক্।

তৃতীয়। দিতি চাস্ ভূঁই দে; (লৌহপিঞ্জর ভূমিতে রাখিয়া) কাঁদ্ ফুলে ঢিবিপানা হয়েচে, ভাল কাহারি কত্তি গিইলি মুই বল্লাম চেড়্‌ডেয় ঘাড়ে করিস্ নে—আট্টাতে হিম্‌সিম খেয়ে যায়, মেজো তালুই এই কুঁদো চেড়্‌ডেয় ধত্তি গেল।

চতুর্থ। হ্যাদিদ্যা, হ্যাদিদ্যা, সুমুন্দি খাড়া হয়ে দেঁড়্‌য়েচে। হ্যাঁগা মেজো তালুই এডা কি জানয়ার কতি পারিস?

প্রথম। কে জানে বাবু কি বলে—সয়দাগর মশাই বল্যে,—এই যে, দূর্ ছাই, মনেও আসে না—হাঁদোলের গুতো।

চতুর্থ। সুমুন্দি হাঁদোলের গুতোই বটে —পালে কনে গা?

প্রথম। আরে ও হলো রাজার সয়দাগর. পাঁচ জায়গায় যাতি লেগেচে, কন্‌তে ধরে অ্যানেচে।

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মুখোস দিয়েছিল, তা নইলে সকল লোকে চিনে ফেল্‌তো—এখন একটু নাচি, কেঁউ কেঁউ করি, তা হলে লোকে যথার্থই হোঁদোলকুঁৎকুঁতে বিবেচনা কর্‌বে। (নাচিতে নাচিতে) কেঁউ. কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

চতুর্থ। হ্যাদিদ্যা, হুল্লা. সুমুন্দি কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। হ্যাদে ও আর দ্রিং করিস্ নে, বোজা ওলাতি ওলাতি পাল্লিই খালাস্. তুলে দে।

চতুর্থ। মেজো তালুই, এট্টু দ্যাঁড়া, সুমুন্দির গায় গোটা দুই ঢ্যালা মারি (ছোট ছোট ইটের দ্বারা জলধরের পৃষ্ঠে প্রহার)।

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু, কুউ, উকু উকু, কুউ. কুউ, কুউ, কুউ (পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ঝুলন)।

তৃতীয়। সুমুন্দি বাজি কত্তি নেগ্‌লো— মেজো তালুই, তোর হুঁচ্‌লো নাটিগাচটা দে তো, সুমুন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই। (যষ্টি গ্রহণ করিয়া খোঁচা প্রদান)

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ কুউ—খাবো, মানুষ খাবো. চার্‌টে বেহারা খাবো, হা করে চার্‌টে বেহারা খাবো. মাতাগুনো চিব্‌য়ে খাবো।

প্রথম। তোরা চেরো, সুমুন্দিরি দানোয় পেয়েচে. চেরো, চেরো, খালে, খালে—

[চারি জন বেহারার বেগে প্রস্থান।

জল। বাবা লাটির গুতো হতে প্রাণ পেলেম। আঃ কি প্রেম করিচি; প্রেমের পিত্তি টেনে বার করিচি।

রতিকান্তের প্রবেশ

রতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে গিয়েচে—মন্ত্রী মহাশয় মালতী তোমায় ডেকেচে, আপনার কি অবসর হবে একবার যেতে পার্‌বেন?

জল। তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে, আমি লাল দিগিতে গা ধুয়ে বাঁচি।

রতি। লাল দিগিতে যাবেন না, মাচ মরে যাবে, ও গুড় নয়, আলকাত্‌রা।

জল। তুই আমার বাবা, তোর মালতী আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা, তোর পায় পড়ি বাবা আমারে ছেড়ে দে, আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বল্‌বো না— আমাকে ছেড়ে দাও. আমি খোঁচার হাত এড়াই।

রতি। তা হলে রাজার পীড়ার উপশম হয় কেমন করে?

জল। সে অনুমতিপত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপোদ যাক্।

রাজা, বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ

মাধ। এ যে নতুন সদাগরি দেখ্‌চি; এ কি জানোয়ার? এর নাম কি?

রতি। মহারাজের এই অনুমতিপত্রে সকল ব্যক্ত হবে। (অনুমতিপত্র দান)

রাজা। আমার অনুমতিপত্র? — বিনায়ক পড় দেখি।

বিনা। (অনুমতিপত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর
কুশলালয়েষু

যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন, রাজকবিরাজ দক্ষিণরায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরবদেশোদ্ভব "হোঁদোলকুতকুতে"র বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোলকুতকুতের বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্র আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোলকুতকুতের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারে সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

রতি। মহারাজ, আমি অনেক পর্য্যটনে এই ধাড়ী হোঁদোলকুৎকুতে ধরে এনেচি, এইটি গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এমত পাগলের অনুমতিপত্রে আমার স্বাক্ষর হয়েছে!

মাধ। এ কিরূপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে পারি না—ডাক্‌তে পারে?

রতি। ডাক্‌তে পারে, মানুষের মত কথা কইতে পারে।

মাধ। সত্য নাকি, দেখি দেখি। (যষ্টি দ্বারা গুঁতা প্রহার)

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ—(যষ্টির গুঁতা) উকু, উকু, উকু, উকু—(যষ্টির গুঁতা) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ।

মাধ। কথা কও, তা নইলে মুখের ভিতর লাটি দেব।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ। (নৃত্য)

রাজা। যথার্থ জানোয়ার নাকি?

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাটি দিলেই জানা যাবে। (গালে লাটি দিয়া) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই?

জল। আ—মি, আ—মি, আ—মি।

মাধ। আবার চুপ কল্লে (লাটির গুঁতো প্রহার)

জল। আমি জল—আমি জলধর। (সকলের হাস্য)

রাজা। এমন্ রসিক আর কে?

মাধ। আমি বলি একটা জালায় গুড় তুলো মাখ্‌য়ে এনেচে। মন্ত্রিবর এরূপ রূপ ধারণ করেচেন কেন?

জল। আমি ধরি নি, ধর্‌য়েচে। এই বার আমার রসিকতা বের্‌য়ে গিয়েচে, মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে মা বলে চলে এসেচি—বাবা সদাগর আমারে ছেড়ে দাও আমি গা ধুয়ে বাঁচি।

রাজা। ইতিপূর্ব্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল?

জল। শত, শত।

রতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আনি।

জল। সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম্ম-বাবা, আমারে রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে আর আমি প্রাণে বাঁচবো না।

রাজা। তুমি যে বলো, স্ত্রীশাসনের প্রণালী কেবল তুমিই জান, তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চো কেন?

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে এ নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি।

মাধব। তেল প্রস্তুত না করে ছাড়্‌বে কেমন করে।

জল। মাধব আর রসান দিও না, আমার প্রাণ বিয়োগ হলো।

রাজা। ছেড়ে দাও।

মাধ। এস মন্ত্রিবর বাইরে এস, কাম্‌ড়ো না।

রতি। তবে খুলি (পিঞ্জরের দ্বার মোচন, জলধরের বাহিরে আগমন এবং বেগে পলায়ন)

মাধ। মার, মার; হোঁদোলকুৎকুতে পালাচ্ছে, মার্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ

গুরু। মহারাজ, আমাদিগের সকলেরি বাসনা আপনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে রাজ্য করুন।

রাজা। যে বৃক্ষে একবার বজ্রাঘাত হয় সে বৃক্ষ কখনই পুনঃ পল্লবিত হয় না। আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর শাখা প্রশাখায়, রমণীয় ফুল মুকুলে সুশোভিত হয়েছিল; কিন্তু ফলের সময় বিফল হলেম, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হলো, আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকলি জ্বলিয়া গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্বরে ধরাশায়ী হবো। হে গুরুপুত্র, হে পণ্ডিতমণ্ডলি, হে সভাসদ্‌গণ, হে প্রজা-বর্গ, আমি অতি নরাধম, মূঢ় পাপাত্মা—পতি-প্রাণা বড় রাণী গর্ভবতী হলে ছোট রাণী এবং জননী তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করেছিলেন, আমি তাড়না রহিত করা দূরে থাকুক বড় রাণীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়েছিলেম, সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন—তাঁহাকে কেহ বধ করে নি।

গুরু। মহারাজ, রাজারাজড়ার কাণ্ড, সকলে সকল ঘটনা বুঝ্‌তে পারে না, নানারূপ কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড় রাণী বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেহ বলে ছোটরাণী তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা করেছেন।

প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্রুতি এই বড় রাণী অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে সে জন্য মহারাজের কাতর হওয়া উচিত নয়।

গুরু। মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি স্ত্রীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ স্বর্গীয় রাণীরে অত ধর্ম্মশীলা, তাঁহারা এমন কর্ম্ম কখনই করিতে পারেন না।

মাধ। গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজী-করের ঝুলি—ফুঁ উড়ে যা কাজ্‌লে আক্‌ হ, ফুঁ উড়ে যা সিউলি পাতা হ—আপনি সে দিন বলেচেন নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দ্দয়া ছোট রাণী ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা বড় রাণীকে বিনাশ করে বাড়ীতে পুঁতে রেখেচে, আজ বল্‌চেন স্বর্গীয় রাণীরে ধর্ম্মশীলা—

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) জগদীশ্বর!

প্রথম পণ্ডিত। মাধব! এমন কথা মুখে এন না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক কথা কিছুই বলে নি, সকল লোকে বলে থাকে আপনারা গর্ভিণী বড় রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুঁতে রেখেচেন।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি রাজকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক কল্য বনে গমন কর্‌বো, এক্ষণে আমি যাহা ব্যক্ত কর্‌বো তাহা স্বরূপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়েছিলেম, আমি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করে-ছিলেম, আমি বিমূঢ় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার বিমল সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যই তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় কর্‌লেন। যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিম্বা অপর কেহ বধ করে নি, কিন্তু স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যার যে পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন নি, বনে গিয়েও মরেন নি। তাঁর প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি সভাস্থ লোক শ্রবণ কর। (সুবর্ণকৌটা হইতে পত্রী গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ)।

প্রাণেশ্বর।

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্ম-দুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নাই—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে—

(দীর্ঘনিশ্বাস। বিনায়ক পাঠ কর (লিপি দান)।

বিনা। (লিপি পাঠ)

প্রাণেশ্বর।

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জন্ম-দুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নাই—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাণনাথ। পতি, পতি-পরায়ণা কামিনীর প্রণয়মন্দিরের একমাত্র পরমা-

রাধ্য দেবতা—পতির চরণ সেবা সতীর সুবর্ণ-ভূষণ, পতির পূজা সতীর জীবনযাত্রা, পতির আদর সতীর সুখসিন্ধু, পতির প্রেম সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ স্বামিসুখবঞ্চিতা বনিতার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিবেচনায় মর্ম্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করেছিলাম, আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, যখন স্বামিসেবায় একেবারে নিরাশ হলেম তখন অপদার্থ জীবন রাখার ফল কি? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজ-পুত্রের প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার ছিল না, অভাগিনীর অপকৃষ্ট প্রাণ বিনষ্ট করিতে গেলে রাজপুত্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, সুতরাং প্রাণ সংহারে বিরত হলেম। সাত মাস কাঙ্গালিনী মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, আজ সাত দিন, যে রাজ-পুত্রের প্রাণানুরোধে জীবীত আছি, সেই রাজ-পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাণনাথ! আমি পুত্র প্রসব করিয়াছি—রাজপুত্র, তোমার পুত্র, আমার প্রাণপতির পুত্র, আমার প্রিয় রমণীমোহনের পুত্র। তুমি যে নামটি অতি সুশ্রাব্য বলিয়া ব্যক্ত করেছিলে, পুত্রকে সেই নাম দিয়াছি। খোকা আমার কোল আলো করে বসে আছেন, আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে; আমার প্রাণ আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে। এমন ভুবনমোহন রূপ আমি কখন দেখি নি; তোমার মত মুখ হয়েছে, তোমার মত হাত হয়েছে, তোমার পায়ের মত পা হয়েছে—খোকা তোমার অবয়ব অনুরূপ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে দীপ জ্বালিলে সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছে। তুমি সপত্নীকে সোনা দিয়েছ, মুক্তা দিয়েছ, হীরক দিয়েছ, রাজসিংহাসন দিয়েছ, কিন্তু তুমি আমায় অপার আনন্দপ্রদ দেবতাদুর্ল্লভ পুত্ররত্ন দান করেছ, সপত্নী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার শতগুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র—তোমার ভাগ্যে আমি এমন অমূল্য নিধি কোলে পেয়েছি। প্রাণনাথ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ ক্ষীরোদ উথলিয়া উঠিতেছে, নয়ন দিয়া খেদপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। আমার কাঁদিবার কারণ কি? আমি কি সপত্নীর একাধিপত্য বিবেচনায় কাঁদিতেছি? আমি কি রাজসিংহাসন হইতে বিবর্জ্জিত হইয়াছি বলিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাঁদিতেছি? না নাথ, তা নয়। সে রোদন সাত মাস সংবরণ করিয়াছি। আমার নয়ন হইতে নব সলিল নিপতিত হইতেছে; আমি এমন অকলঙ্ক সোনার চাঁদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখাইতে পারিলাম না, আমি একবার জনমনোরঞ্জন নয়ননন্দন নবশিশু বক্ষে করিয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম না; আমি সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্য বদনে প্রাণপুত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে দিতে পেলেম না; আমি একবার তোমার কাছে বসে প্রাণপুত্রকে স্তন পান করাইতে পার্‌লেম না; এই জন্যে আমার সুখের সহিত বিষাদ হইতেছে। তোমায় ছেলে দেখাইতে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; আমি ইচ্ছা করিতেছি এই দণ্ডে প্রিয়পুত্র কোলে করিয়া তোমার নিকট গমন করি, কিন্তু সাহস হয় না —সপত্নী আমার পুত্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে না, শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন সে দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য করিতে পারিব, পাছে তুমি তাঁহাদের মন-স্তুষ্টির জন্য আদরের ধন অনাদর কর, তা হলে যে তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে, এই কারণে রাজভবনে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম। প্রাণবল্লভ, রমণীর প্রেম বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণ সংহার করিতে যায়, সেই হস্ত গৃহ-পালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে, সেইরূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপতি প্রণয়িনীকে দলনা করেন, পতিপ্রাণা প্রণয়িনী অবিচলিত ভক্তি সহকারে সেই পদপুণ্ডরীক চুম্বন করে। প্রাণনাথ, ভবনে থাকি আর কাননে থাকি, আমি তোমার দাসী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে; পতির বিরহে সতী ক দিন বাঁচে? কুলহারা কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়; সরোবর ছাড়িলে সরোজিনী সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবিতেশ্বর, দাসীর সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; দাসীর জন্যে দাসী কিছুমাত্র চায় না, যদি কালসহকারে করুণাময়ের কৃপায় আমার পুত্র তোমার সমক্ষে দাঁড়ায়, পুত্র বলে কোলে লইয়া মুখচুম্বন কর, দাসীর এই একমাত্র ভিক্ষা।

তোমার পতিরতা প্রমদা।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি বড় রাণীর এবং আমার প্রিয় পুত্রের ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াছি, আমি পতিরতা প্রমদার অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কোথাও আমার প্রাণাধিকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রুতিতে জানা গেল, প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্রাণপুত্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আপন দোষে এমত পতিপ্রাণা নারীরত্নের অপচয় কর্‌লাম, আমি আপন দোষে এমন পবিত্র পুত্র

হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্ভবে? আমি কি আর মনকে কিছু দিয়া তুষ্ট করিতে পারি? যে বনে হৃদয়-বিলাসিনী আমার পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, যে বন একদা আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল; আমি সেই বনে গমন কর্‌বো। তোমরা এ নরাধমকে, এ স্ত্রীপুত্র-হত্যাকারী পাপাত্মাকে এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ কর না।

গুরু। মহারাজ! আমাদিগকে একেবারে অনাথ করিয়া বনে গমন করা বিধি হয় না; আমাদিগের আর কেহ নাই; মহারাজ, বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।

বিজয়ের হস্তবন্ধনরজ্জু ধারণপূর্ব্বক দুই জন প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ

বিদ্যা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের; হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে ছেলে লয়ে ঘর করিতে পারে না। মহারাজ, এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঘরে, আমার বাড়ীর সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছে।

মাধব। আহা! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও রজ্জুদান করেছ! (বন্ধন মোচন করিয়া) ইনি অতি পুণ্যাত্মা তাপস, ইনি কি কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন।

বিদ্যা। মহারাজ, দশ দিন বারণ করিছি, আমার বাড়ীর দিকে গমন করিস্‌ নে, বেল্লিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটি অগ্রে করে। কাল আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়াছে, তাই ওর হাতে দড়ি দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসেচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন?

বিদ্যা। সে বালিকা তার বোধ কি?

মাধব। আপনারা বামন জাত, কুকুর মারেন, হাঁড়ী ফেলেন না।

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি জন্য পীড়ন করিতেছ; আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কি অলৌকিক রূপ, যেন সুমিত্রা-নন্দন জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দাঁড়্যেছেন।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে ঐরূপ বেশ করে দেশ লণ্ডভণ্ড কর্‌তেছে, আপনি দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কণ্টক করিয়া দেন।

রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি?

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে জাদু করেছে। কামিনী রাজ-সিংহাসন অবজ্ঞা করে হাঘরের গৃহিণী হতে উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঙ্গুলে মন্ত্রপূত করে একটা অঙ্গুরী দিয়াছে তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দাঁড়ায়ে দেখিছি কামিনী সেই অঙ্গুরী চুম্বন করে, আর হা তপস্বিন্‌, হা তপস্বিন্‌, বলিয়া রোদন করে। মহারাজ, এই হাঘরে ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌বে।

রাজা। আচ্ছা স্থির হও। হে নবীন তপস্বিন্‌, তোমার যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে তবে এই সময় বলো।

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্‌বে কি? ওরে বলুন ও সেই অঙ্গুরীটে ফিরে লউক, সেই আংটিটে জাদুমাখা।

মাধব। দেখ যেন তোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোঁয়ায় না।

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি তপস্বিনীর সহিত গমন করেচেন?

বিদ্যা। মহারাজ, কামিনী ছেলে মানুষ, বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্‌তে গিয়েছে। সে মাগী হাঘরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রাত্রি-দিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, এই চিন্তা করে।

রাজা। বিনায়ক, তুমি দুই জন ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে তপস্বিনীর ঘরে গমন কর, তপস্বিনীকে এবং কামিনীকে রাজসভায় আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না।

[বিনায়কের প্রস্থান।

বিদ্যা। সে হাঘরে মাগী কখনই এখানে আস্‌বে না, আমি আজ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পেলেম না।

রাজা। হে তপস্বিন্, বোধ করি তোমার মনোহর রূপলাবণ্যে সুরূপা কামিনী বিমোহিত হইয়া তোমায় পতিত্বে বরণ করেচেন, তোমা কর্ত্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ সম্ভবে না।

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্বী, বনবাসী, কন্দমূলফলাশী—

মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি ফলমূলে পেট ভরে তো?

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী, ভার্য্যার ভাবনা ভাবিতে হয় না, সন্তানের ভাবনা ভাবিতে হয় না; চোরের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই। তাহারা পরমানন্দে অনুত্যক্ত চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে। সহসা কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র ব্যবসায় সহস্র শোকসমাকুল সংসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে না। আমি সরলা কামিনীকে সোনার চক্ষে দেখলেম, মন বিমোহিত হয়ে গেল, কামিনীর জন্যে তপস্বি-বৃত্তি পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, কামিনীও আমাকে শুভ দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন; তিনি একদিন নির্জ্জনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন, আমি তাহা দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেম এবং বিবাহের কথা ব্যক্ত কর্‌লেম। কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন, এক্ষণে কামিনীর পিতা মত দিলেই পরম সুখে পরিণয় হয়।

বিদ্যা। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা; ব্রাহ্মণীকেও জাদু করেচে।

গুরু। তোমার মাতার মত হয়েচে?

বিজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার চির-দুঃখিনী জননীর মুখে কখন হাসি দেখি নি; কিন্তু মিষ্টভাষিণী কামিনীকে ক্রোড়ে করে তাঁহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে, তিনি কামিনীকে পেয়ে পরম সুখী হয়েছেন।

রাজা। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিষ্ট কথায় ভুল্‌বেন না, ঐ দেখুন বেল্লিক ব্যাটার হস্তে আল্‌তা মাখা।

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ) কোই, কোই? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

গুরু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন করুন—এ কি, এ কি, মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েচে, বদনমণ্ডল মলিন হয়েচে—

রাজা। জগদীশ্বর! বিদ্যাভূষণ, যদ্যপি তোমার ব্রাহ্মণীর এবং কামিনীর মত হইয়া থাকে তবে এমন সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে অমত করা কখন উচিত নয়।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, ও কখন তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে—বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় কর্‌বে।

রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় তেমনি পাত্র; কামিনী যদি আমার কন্যা হতো আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও জাদু কল্যে নাকি? আপনি হাঘরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর, এমন আশা দিয়ে নিরাশ কল্যে—হয়েছে, আমার রাজশ্বশুর হওয়া হয়েছে!

রাজা। বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী পুত্র হত্যা করিছি, আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন কর্‌বো; সংসার করা দূরে থাকুক সংসারে আর ফিরে আস্‌বো না। আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি, আমি আর জনসমাজে থাক্‌বো না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর।

বিদ্যা। কখন হবে না, কখন হবে না, দোহাই মহারাজের; হাঘরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন কর্‌তে পাবে না—

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আবৃতমুখী তপস্বিনীর প্রবেশ

আমি বলি হাঘরে মাগী আস্‌বে না, মাগী কি একটা নূতন অভিসন্ধি করেছে—মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেচে।

রাজা। দেখি মা কামিনি, তোমার আংটি

দেখি। (কামিনীর নিকট হইতে অঙ্গুরী গ্রহণ) তোমায় এ আংটি কে দিয়েছে?

কামি। বিজয়—তপস্বী দিয়েছেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকন-পূর্ব্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী, (তপস্বিনীর চরণ ধরিয়া) প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! তোমার বিরহে আমি বন-বাসী হইতেছিলেম—

তপ। (মুখাচ্ছাদন মোচনপূর্ব্বক রাজার হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ—হৃদয়বল্লভ—জীবিতেশ্বর —আমি তোমায় দেখ্‌তে পেলেম? দাসী কি আবার পাদপদ্মে স্থান পাবে! ওটো, ওটো, প্রাণনাথ ওটো।

সকলে। বড় রাণী, বড় রাণী!

রাজা। প্রাণেশ্বরি! হে পতিরতে প্রমদে, হে সতীত্বময়ি, তোমার অকৃত্রিম প্রগাঢ় পবিত্র প্রণয়ানুরোধে এ পাপাত্মার অপরাধ ক্ষমা কর, এ মূঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও।

গুরু। মহারাজের অতিশয় ঘর্ম্ম হচ্চে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েচেন; মা বাতাস দেন।

তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে) প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই, এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না, কেবল এইমাত্র কামনা করিতেছিল, কত দিনে কি প্রকারে তোমার পদসেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয়বল্লভ, তোমার মুখমন্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল হলো, আমার মৃত প্রাণ সজীব হলো, আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না। আমি আপন শরীরে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখ্‌তে পারি নে, তোমার কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

রাজা। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার বিবেচনায়, ধিক্ আমার রাজত্বে—আমি এমন সরলা সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নীকে অবমাননা করিয়াছি; আমি এমন পতিপ্রাণা বিশুদ্ধাচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি, আমি এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজ-লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম—আহা! আহা! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হলো, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। প্রাণাধিকে, আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌বো না—আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা তোমার পবিত্র চরণ দূষিত করিব না, (চরণ ছাড়িয়া) আমি যে মানসে আজ রাজসভা করিয়াছি, সেই মানসই সমাধান কর্‌বো, আপনাকে আপনি নির্ব্বাসন কর্‌বো।

তপ। (জানু ভর করিয়া উপবেশনানন্তর রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) জীবিতনাথ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; দাসীর মিনতি রক্ষা কর; সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর—প্রাণেশ্বর, তোমার মুখকমল মলিন দেখে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; আমার প্রাণ বিয়োগ হয়ে যাইতেছে! আমি সতের বৎসর মলিন বেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গালিনী হয়ে বেড়াইতেছিলেম, তাতে আমার এত ক্লেশ হয় নি, তোমার মুখচন্দ্র বিবর্ণ দেখে যত ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোদন কর না; চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। প্রাণনাথ, চক্ষের জল মোচন কর, দাসীকে গ্রহণ কর, দাসীর মনোরথ পূর্ণ কর।

রাজা। প্রাণাধিকে, স্নেহময়ি, আমার দোষের কি মার্জ্জনা আছে? তবে তোমার প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সীমা নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাক্‌তে বাসনা হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি, কিন্তু তুমি সুখময়ী, তোমার চিত্ত নির্ম্মল, তোমার আত্মা পবিত্র, তুমি সতত আমার সুখ অনুসন্ধান করেচ। তুমি অতঃপরও আমায় সুখী কর্‌বে তার সন্দেহ কি?

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ রোদন সম্বরণ করুন; বাবা আর কাঁদ্‌বেন না; গাত্রোত্থান করুন; রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি। বাবা! আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার জন্ম সফল হলো, আমার প্রাণ প্রফুল্ল হলো—শিশুকালে যদি কোন দিন আদো আদো বোলে বাবা বল্‌তেম, আমার চিরদুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধারা বহিত, শ্যামা আমার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধর্‌তো, এমত স্নেহপূর্ণ বিমল বাবা শব্দ

আমায় বল্‌তে দিত না; আজ আমার শুভ দিন, আজ আমার জীবন সার্থক, আজ আমি প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম। আর আমি অনাথ নই, আর আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নই, আমি পুত্রগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায়—(বিজয়ের মুখ চুম্বন) আহা! পুত্রের মুখাবলোকন করিলে চক্ষের পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন স্থির নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি। জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার করুণার শেষ নাই; হে করুণানিধান, দয়াসিন্ধো, মঙ্গলময়, আমার হারাধন বিজয়কে চিরজীবী কর—তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধর্ম্মে, রাজকর্ম্মে, প্রজাপালনে উপদেষ্টা হও,—হে অনাথনাথ, তুমিই আমার বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই আমার বিজয়কে বাঘের মুখ হইতে বাঁচায়ে রেখেচ, তুমিই আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার দিয়াছ; হে পতিতপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেছে বলে বিজয়কে কুপথে পতিত কর না। আহা! আমি কি পাষাণহৃদয়, কি নিষ্ঠুর; আমার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্ররত্ন গহন বনে ভ্রমণ করে বেড়াইতেছিল, আমি সচ্ছন্দে রাজ-অট্টালিকায় বাস করিতেছিলাম; আমার জীবনাধার অনাহারে দিনপাত করিতেছিল, আমি পরমানন্দে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছিলাম; আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শুয়ে থাক্‌তো, আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতেম। প্রাণ, ধিক্‌ তোরে, প্রাণ, তুই পোড়ামাটি, তোতে অণুমাত্র স্নেহরস নাই, তা থাক্‌লে কি তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তিস, যে দিন পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্র প্রসব করেছিলেন, সেই দিন আমায় বনে লয়ে যেতিস্‌, আমি স্বর্ণলতায় মুক্তাফল দেখে চরিতার্থ হতেম।

তপ। প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করো না, দাসীর মুখ পানে চাও, অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াই; তোমার মুখ একবার দেখ্‌লে দাসীর দশ হাজার বৎসরের বনবাস-যাতনা দূর হয়। মুখ তোল, (হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো, প্রাণেশ্বর গাত্রোত্থান কর; পরমানন্দে প্রাণপুত্র পুত্রবধূ ক্রোড়ে লও।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী, তোমার আগমনে আমার নিরানন্দ ভবন আনন্দময় হলো, তুমি উপবাসীর মুখে অমৃত দান কল্যে—বাবা বিজয়, (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) আমার বড় সাধের নাম, আমি বিজয় নাম ভালবাসি বলে প্রমদা তোমায় বিজয় নাম দিয়েচেন। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) মা কামিনি, তুমি আমার স্বর্ণলক্ষ্মী, এমন লক্ষ্মী প্রমদা কি বলে পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজসিংহাসনে বসো, আমার এবং পতিরতা প্রমদার চক্ষের সার্থক হক্‌।

রাজা, তপস্বিনী, বিজয় এবং কামিনীর
সিংহাসনে উপবেশন, নেপথ্যে হুলুধ্বনি

তপ। বিজয় আমার, কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজসিংহাসনে বসায়ে পুলকে পূর্ণিত হলেন, বাবা, কামিনীকে কিসে সুখী কর্‌বেন এই চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার, বিজয়ের সুখে পরম সুখী হয়েছিলেন, পর্ণকুটীর মার রাজসিংহাসন বোধ হয়েছিল।

রাজা। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমন পুত্র, কামিনী আমার তেমনি পুত্রবধূ। জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ কর্‌লেন। কামিনীর লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলাম, যদ্যপি পতিপ্রাণা প্রমদার গর্ভজাত পুত্র থাক্‌তো, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম, আমার সে আশা আজ পূর্ণ হলো।—হে সভাসদ্‌গণ, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষ্মী আলয়ে আগমন করেচেন, পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে এনেচেন। আজ সকলে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমাকে কেহ আজ রাজা বিবেচনা কর না, আমাকে সকলে প্রিয়-বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে অভিন্নহৃদয় প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ

অদ্যাবধি আয়সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ করলেম।

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজাগণের যে ক্লেশ, অধীনী কাঙ্গালিনী অবস্থায় বিশেষরূপ অনুভব করেচে, অধীনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে, দীন প্রজাসমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি অতি ধন্যা, অতি বিহিত প্রস্তাব করেচ—হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহৃদয়া দয়াময়ী রাজমহিষীর প্রার্থনায় বিজয় কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাস স্বরূপ অদ্যাবধি লবণ ব্যবসায় সাধারণাধীন করলেম, আজ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্য শশাঙ্কের অঙ্ক স্বরূপ নিদারুণ লবণ নিয়মের অপনয়ন হলো। তোমরা মুক্তকণ্ঠে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর আমার বিজয় কামিনী দীর্ঘজীবী হন; পরমানন্দে সধর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, রাজা রাজমহিষীর কৃপায় প্রজার আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত হলো; আমরা সকলে সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে অকপট চিত্তে প্রার্থনা করি, রাজা, রাজমহিষী, বিজয়, কামিনী চিরজীবী হন, পরমসুখে রাজ্য ভোগ করুন—আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এ রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

সকলে। জয়, বিজয়কামিনীর জয়।

বিদ্যা। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমার বোধ হয় নিশাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয় বোধ হয় হাঘরে মাগী তোমাকে জাদু করেচে।

বিদ্যা। যাকে জাদু করে সুখী হবেন তাকেই জাদু করেচেন।

তপ। ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল পাছে সোনা বলে পেতল্ বেচে যাই।

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুণ, সে বিষয়ে আর কসুর কল্যেন কি—জাদুর জোরে মহারাজকে পতি কল্যেন, তপস্বিনীর পুত্রকে রাজপুত্র কল্যেন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব কামিনীকে পুত্রবধূ করলেন। যে মহিলা মুহূর্ত্ত মধ্যে পতি পুত্র পুত্রবধূ বেষ্টিতা হয়ে রাজ-সিংহাসনে বসিতে পারে সে জাদু জানে তার সন্দেহ কি।

মাধ। রাম বলো, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো, বনে যেতে হবে না। উদর! আনন্দে নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহযন্ত্রণা তোমার ভোগ করিতে হবে না—আঃ বড় রাণীর আগমনে পেট ভরে খেয়ে বাঁচ্‌বো।

তপ। মাধব, এত দিন কি উপবাস করে-ছিলে?

মাধ। উপবাস না হোক, উপবাসের বৈমাত্র ভ্রাতা হয়েছিল—এ সকল উদরে গুণে মণ্ডা দেওয়া উপবাসের বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস। আগোণা মণ্ডা ব্যতীত এ উদরের মনও ওঠে না টোলও ওঠে না।

জল। যখন হোঁদোলকুৎকুতের বাচ্ছা ধরা পড়েচে, তখনি আমি জানি মহারাজের শুভ দিন উপস্থিত।

রাজা। কোই জলধর হোঁদোলকুৎকুতের বাচ্ছা তো ধরা পড়ে নি, হোঁদোলকুৎকুতের ধাড়ী ধরা পড়েছিল।

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল, একজন হারায়ে তিন জন পেলেন।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। কে শ্যামা, আজো বেঁচে আছ, তুমি কি প্রমদার সঙ্গিনী হয়েছিলে?

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুত্র জীবিত পেতেন, আমি কত কষ্টে বিজয়কে বাঁচ্‌য়েচি।

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না।

রাজা। প্রেয়সি, শ্যামা যাকে ভাল বাসে, যে শ্যামাকে মাধবীলতা নাম দিয়াছে, শ্যামা তাকে পাবে, শ্যামাকে পরম সুখী করবো, আমার প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে দেব, শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হবে। মাধব "মাধবী-লতা বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে"।

[সলাজে শ্যামার প্রস্থান।

মাধব। লোঁকের পাতা চাপা কপাল, আমার পাতর চাপা কপাল; অনেক দিন পরে পাতর-খানি প্রস্থান কল্যেন।—মন্ত্রিমহাশয় দেখ দেখি আমার কপালটা চিক্ চিক্ কচ্চে বটে?

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল গুঞ্জরিল অলি,
সরভাজা, মতিচুর, শামলী ধবলী।

বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন করুন, আপনাদের দর্শন করে আমার স্বর্ণ-প্রতিমা সুরমা চরিতার্থ হন।

তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ অন্তঃপুরে যাই,
সুরমা বিয়ানে হেরি জীবন জুড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

বিয়েপাগলা বুড়ো

স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রণয়পারাবারেষু

প্রিয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ন!

মদীয় দীনধাম ভবদীয় কনক নিকেতনের নিকট নিবন্ধন বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুতা; তুমি সহস্র কর্ম্ম পরিহার পুরঃসর আমার পরিতোষ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নও। প্রথম দর্শনাবধি তুমি আমায় এতই ভাল বাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আমি সতত তোমার নিকট থাকি কিন্তু কার্য্যগতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব। যাহাকে ভাল বাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্ততা জন্মে— এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ইতি

দর্শনোৎসুকমনাঃ
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

অন্যান্য নাটক-প্রহসনের ন্যায় এ প্রহসনে নাট্যারম্ভে "নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের" তালিকা দীনবন্ধু দেন নি। (সম্পাদক—দী.র)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নসিরাম এবং রতা নাপ্‌তের প্রবেশ

নসি। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা। কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি?

নসি। মাতার উপর শকুনি উড়চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না। আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল; স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব?

রতা। চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্‌নো দেই নি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না. দু-শ লোকের ভাত পচালে।

নসি। ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্ গাঁয়. তাকে বগ্‌নো দেবে কেন? তাকে দিতে গেলে আর এক-শ লোককে দিতে হয়।

রতা। কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরে-চিলো।

নসি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের এক বৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ তো ভারি—কালী ঘোষের ছেলে ক্রিস্‌চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালী ঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রতা। কাল ব্যাটার ভারি নাকাল করিচি—দশ গণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাতায় ঢেলে দিইচি।

নসি। কখন?

রতা। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলি-খানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুক্‌বে, আমি ওদের পাঁচলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাই নি।

নসি। ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কত্তেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়িভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বল্যে এ রতা নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রতা। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ

ভুব। ওহে ইনিস্পেক্‌টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি। আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব। আমি বিশেষ মনোনিবেশ ক'রে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রতা। দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব। রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই ক্রিস্‌চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি। ব্যাটা ইনিস্পেক্‌টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন?

রতা। ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত এক দিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্‌টার বাবু বলেছিলেন. "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, গলাবাজিতে যা কত্তে পারে; আর মুখখানি মেচোহাটা, ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বলবের তাই বল্যে।

নসি। আমি সেখানে থাক্‌লে বুড়োর গলায় জয়ট্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা। যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল

পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি এক দিন আর আমারি এক দিন।

ভুব। ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পার্‌লে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি। কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর বিল্‌বর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব। সে সাপটা আছে তো?

রতা। সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক্‌ না।

নসি। কি সাপ?

রতা। সোলার সাপ।

নসি। তাতে কি হবে।

রতা। দুটি বাবলার কাঁটা আর একটি সোলার সাপে বুড়োর সর্ব্বনাশ কর্‌বো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় খাবে আরো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েচেন বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাক্‌বে,—আমি চপেটাঘাতে নির্ব্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ

গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা। কি খ্যাপান?

গোপা। "পেঁচোর মা" বল্যেই ব্যাটা তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

নসি। কেন?

গোপা। পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতেছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্চিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্যে, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো ওমনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, ভাতগুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে নাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে, বেটী এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটীকে ঐরূপ দেখিচি।"

নসি। কোন্‌ পেঁচোর মা?

গোপা। রাম্‌জি ডোমের মাগ—রাম্‌জি মরে গিয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রতা। দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা। যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার বয়স কম, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে; এখন অধিক বল্‌তে হয় না; শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশ জন বালকের প্রবেশ

রাজী। যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মর্‌চে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারি নে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

নসি। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্‌টার বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

[বালকদের প্রস্থান।

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্‌ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহ শূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

রতা। যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্‌ মেয়েটি?

রতা। আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দূর ব্যাটা পাজী গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম—ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে

খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখিনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

[সরোষে রাজীবের প্রস্থান।

নসি। বেশ তৈয়ের হয়েচে।

গোপা। বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি ছিল; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েকখানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে না; তার পর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা। এখন বড় মজা যাচ্ছে—ব্যাটা দু বেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলো। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি কর্‌বো কোন উদ্দেশ পাচ্চি নে।

ভুব। বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পুরে রাখতে পারি।

রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে না, একা রতা ওর মাতা খাবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর

রাজীব আসীন

রাজী। পেঁচোর মা বেটীই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রামময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—এ কথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে। মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলাভাজা কড়্‌মড়্ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পারি। বেটীকে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটাকে বল্‌তে বলি পেঁচো যে বার মরে সেই বার আমি হই—আবার ভারত ছাড়া বেটীর নাম কচ্চি, বেটীর মুখভঙ্গিমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়। (দরোজায় আঘাত) কে—ও, ঠক্ ঠক্ করে ঘা মারে কে—ও।

নেপথ্যে। আমার দুটি অতিথি।

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেয়েমানুষের বাড়ী।

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা কোথা যাই, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের স্থান দেন।

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—যা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়ো হাব্‌ড়া—(জিব কেটে স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা আন্দোলন কত্তে চাই নে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাব্‌ড়া" বলে ফেল্যোম।

নেপথ্যে। আমাদের কিছু চাল ডাল দেন, আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা নিঃসম্বল, চাল ডাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, আমরা দিবসে চিড়ে খেয়ে রইচি।

রাজী। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ এখান থেকে—অতিথি ব'লে আসেন তার পর চুরি করে সর্ব্বস্ব লয়ে যান।

নেপথ্যে। আপনার বোধ করি কখন কিছু চুরি হয় নি।

রাজী। হোক্ না হোক্ তোর বাবার কি, পাজী ব্যাটারা, গোচর ব্যাটারা।

নেপথ্যে। নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ দুটোকে কিঞ্চিৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্।

রাজী। রামমণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কনক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কনক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কনক রায় তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির কর্‌বেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কনকের প্রতাপে বাঘে

গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। (দরোজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক—(দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্ ঠক্, কচ্চিই ঠক্ ঠক্ (দরোজায় আঘাত) কে—ও, কথা কয় না কেবল ঠক্ ঠক্ (দরোজায় আঘাত) দরোজাটা ভেঙ্গে ফেল্যে. কে ও. রামমণিকে ডাক্‌বো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা আমার পরমশত্রু, ব্যাটারে কি করে শাসিত করি তার কিছু উপায় দেখি নে।

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলয়ে আছেন? ওহে বাপু তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে আমরাও এক কালে ওরূপ অধ্যয়ন করিচি, পড়ায় এত মন দিয়েচ, আমার কথা শুনতে পাচ্চো না?

রাজী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক বিবেচনা করেচে. আমায় কিছু দেখ্‌তে পাই নি. কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। (প্রকাশে) আপনি কার অনুসন্ধান কচ্যেন মহাশয়?

নেপথ্যে। আমি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি।

রাজী। কি জন্যে?

নেপথ্যে। দ্বার মোচন করুন, তার পরে বল্‌চি।

রাজী। কি জন্য এসেচেন, আর কার নিকট হতে এসেচেন. না বল্যে আমি কখনই পড়া ছেড়ে উট্‌তে পারি নে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নেপথ্যে। বাবুজী. রাজীব বাবুর সম্বন্ধের জন্যে আমাকে কনক বাবু পাটিয়েচেন,—আমি ঘটক।

রাজী। "কিবা রূপ. কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

নেপথ্যে। নবীন পুরুষেরা স্বভাবতঃ কবিতাপ্রিয়—আমি প্রেমাম্বুদ, রাজীবের বিচ্ছেদসন্তপ্ত চিত্তে প্রেমবারি বর্ষণ কত্তে আমার আগমন।

রাজী। (স্বগত) এই সময় আমার স্বকৃত নবীন কবিতাটি কেন শুনিয়ে দিই না। (প্রকাশে)

পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূলে ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

নেপথ্যে। আপনার অতি সুশ্রাব্য স্বর—আপনি কপাট উদ্ঘাটন করুন. আমি ভিতরে গিয়ে আপনার নবীন মুখচন্দ্রের অমৃত পান করে পরিতৃপ্ত হই।

রাজী। যে আজ্ঞা। (কপাট উদ্ঘাটন, ঘটকের প্রবেশ. পুনর্ব্বার দ্বার রোধ)

ঘট। আমি অধিক ক্ষণ বস্‌তে পার্‌বো না. আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে বিদেশী দেখে গায় ধূলা দিয়েচে, আমি ওপাড়ায় আর যাব না।

রাজী। মহাশয়. আপনার বাড়ী আপনার ঘর, এখানে থাক্‌বেন. আপনার অপর স্থানে যেতে হবে না।

ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন।

রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন—ও রামমণি, রামমণি. ওরে কলকেডায় একটু আগুন দিয়ে যা—(তামাক সাজন) পিতা, ভ্রাতার পরলোক হওয়াতে সকল ভার আমার কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্নে আহার হয়েছিল কোথায়?

ঘট। কনক বাবুর বাড়ী—আমি আপনাকে মূলকাটিতে একটা কথা বলি, আপনি কাহারো তামাসা ঠাট্টায় ভুলবেন না—এ সম্বন্ধে আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার আত্মীয় বন্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত হবে, আর বল্‌বে পাঁচ ব্যাটা গাঁজাখোরে পিতৃহীন বালকটিকে নষ্ট কচ্চে।

রাজী। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমি কারো কথা শুনবো না, লোকে সহস্র বার নিষেধ কল্যেও ফির্‌বো না. আপনি যে পথে যেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরূপে যাবো; আমি মুরুব্বিহীন, আপনাকে আমি মুরুব্বি কল্যেম।

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম—বয়স আপনার এমন অধিক কি, আপনার পিতার ধীশব্দ নাম, অতুল্য ঐশ্বর্য্য,

কুলীনের চূড়ামণি, অতি শিশুকালে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই আপনাকে দোজবরে বল্‌তে হচ্চে, নচেৎ এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে রয়েচে—এই যে কনক বাবুর পুত্রের বয়স ষোল বৎসর, এক্ষণে তাঁর পুত্রবধূর—পরমেশ্বর করেন না হয়—মৃত্যু হলে কি তাঁর পুত্রকে দোজবরে ব'লে ঘৃণা করবো? কন্যা-কর্ত্তারা সকল ভার আমাকে দিয়েচেন, এক্ষণে, এ পক্ষের মতের স্থিরতা জান্‌তে পার্‌লে লগ্ন নির্ণয় করে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

রাজী। এ পক্ষের মতামত কি? মহাশয় সে পক্ষের ভার লয়েচেন, এ পক্ষের ভারও মহাশয়ের উপর—ভাষা কথায় বলে "বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী" আপনিও তাই।

ঘট। আমি আপনার কবিতাশক্তিতে আরো সন্তুষ্ট হইচি; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একটি সুরসিক জামাই হয়, যেমন মেয়েটি চট্‌পটে, হেঁয়ালির হারে কথা কয়, তেমনি একটি রসিকের হাতে পড়ে।

রাজী। মেয়েটির বয়স কত?

ঘট। এ কথা কারো কাছে প্রকাশ কর্‌বেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে—ভদ্র-লোকের ঘরে অভিভাবক না থাকা বড় ক্লেশ, তোমার শ্বশুর, টাকা গহনা সব রেখে গিয়েচেন, তবু যোটাযোট করে এমন লোক নাই ব'লে এত দিন অবিবাহিতা রয়েচে—বাপু, তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।

রাজী। ভালই ত, তাতে দোষ কি, তাতে দোষ কি?

ঘট। তাও যে বয়সগুণে হয়েচে তা বোধ হয় না—চম্পক আমাদের স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বিশেষ আদুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় তাইতে তের বৎসরে ও ঘটনা ঘটেচে।

রাজী। মহাশয় লজ্জিত হচ্চেন কেন, আমি এরূপই ত চাই। আমি ত আর পঞ্চম বৎসরের বালকটি নই! বিশেষ আমার সংসারে গিন্নি নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানারূপে মঙ্গল।

ঘট। আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে।

রামমণির আগুন লইয়া প্রবেশ

রাম। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুধ গরম করে আন্‌বো?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো, পাজি বেটী, আঁটকুড়ীর মেয়ে (মুখ খিঁচিয়া) ও'য়ার বাবাকেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়, শূলের ব্যথায় মচ্চেন, দুদ—

রাজী। তোর সাত গোষ্টির শূল হোক্—পাজী বেটী, দূর হ এখান থেকে, কড়ে রাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।

রাম। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (রোদন) হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাই নে—বাবা আমি তোমার—

রাজী। আ মলো আবার বল্‌তে নাগলো—ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন ভিন্নদেশী লোক রয়েচে, একটু লজ্জা কত্তে হয়।

রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার আবার লজ্জা কি, আমার যদি গণেশ বেঁচে থাক্‌তো ও'র চেয়ে বড় হতো।

রাজী। ক্ষেপী পাগলের মত কি আবোল তাবোল বক্‌তে লাগ্‌লো, তোর কি ঘরে কাজ নেই।

রাম। ব্যথা আজ্ ধরি নি?

রাজী। আজো ধরি নি, কালো ধরি নি, কোন দিনও ধরি নি—তোর পায়ে পড়ি বাছা, তুই বাড়ীর ভিতর যা।

রাম। মা গো, খেতে বল্যে মাত্তে ধায়।

[প্রস্থান।

রাজী। যেমন মা তেমনি মেয়ে।

ঘট। মেয়েটি অতি ব্যাপিকা—আপনাকে পিতা সম্বোধন কল্যে না?

রাজী। (স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন লাগে।

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয়?

রাজী। আমার সতীনঝি—না, আমার সাবেক স্ত্রীর মেয়ে।

ঘট। মহাশয় আমার পরিশ্রম বিফল হলো।

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যে কেন?

ঘট। উটি তো আপনার মেয়ে?

রাজী। ঘটকরাজ—

ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়,
ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে;
কার ছেলে, কার বাপে, বাপ্ বলে ডাকে।
কামিনী কুমার বটে নিশ্চয় বিচার,
স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।—
মেয়েটি আমার আমি বলিব কেমনে?

ঘট। মেয়েটির জন্ম তো আপনার বিবাহের পর।

রাজী। তারই বা নিশ্চয় কি—ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয় নি।

ঘট। তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক্ ফিরেছিলেন?

রাজী। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে। সে কি আজ্‌কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক্ করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলেচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জান্‌লে জান্‌লে, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুশী কর্‌বো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো—সাত দোহাই বাবা মনে কিছু কয় না, আমি পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্ বল্‌লে উঠ্‌বো, বস্ বল্‌লে বস্‌বো।

ঘট। আপনি স্থির হন, আমি এমন ঘটক নই যে ঐ মাগী আপনার মেয়ে বলে আমি বিয়ে দিতে পার্‌বো না? ওর মা যদি আপনার মেয়ে হয় তা হলেও পিচপা নই।

রাজী। আচ্ছা, আচ্ছা,—বাবা বাঁচালে, আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় আছে।

রাজী। কি ভয়? ওরে আবার ভয় কি?

ঘট। উনি পাছে আপনার নববিবাহিতা প্রণয়িনীকে তাচ্ছিল্য করে মা না বলেন।

রাজী। অবশ্য বল্‌বে। আমার মেয়ে আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বে না!

ঘট। সেটি যাচাই না করে আমি কথা স্থির কত্তে পারি না। কারণ আমাদের মেয়েটি অতিশয় অভিমানিনী, উনি যদি মা না বলেন তা হলে সে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে পারে।

রাজী। আমি এখনি যাচাই করে দিচ্চি ও —রামমণি! ও রামমণি—ওরে বাছা আর এক-বার বাহিরে এস।

রামমণির প্রবেশ

রাম। আমায় আবার ডাক্‌চো কেন? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি?

রাজী। না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি—তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি—আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নূতন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাক্‌বে কি না?

রাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী। কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে কর্‌বো তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না?

রাম। আমি আঁশবঁটি দিয়ে তার নাক কেটে দিব. আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী। তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্চিস, আপনার মরবার পথ কচ্ছিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্?

রাম। বল্‌বো না। কখনো বল্‌বো না! তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। তোর বাপ যে সে বল্‌বে! বেরো

বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুই তো তুই, তোর বাপ যে সে বল্‌বে।

[রামমণির বেগে প্রস্থান।

ঘট। এ তো ভারি সর্ব্বনাশ দেখচি।

রাজী। না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুক আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী। আর কি ভয়?

ঘট। উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন: উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাজিয়ে দেবে।

রাজী। আমি কোনো কথা শুনবো না।

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কনক বাবুর অনুরোধে আমার এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো, বিশেষ স্ত্রী-লোকের কথায় আমি কখন কান দিই না, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ কর্‌বো—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই কর্‌বেন, গালাগালি দেন কেন! (গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাত্তো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজী, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক; ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে?

রাজী। ব্যাটার নাম কল্যে আমার গা জ্বলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এত দিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পার্‌বো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত — ডোম, বুড়ো, কালো, পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত কর্‌বেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ; আপনি এক শত টাকা স্থির করে রাখ্‌বেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ কর্‌বেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণপাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন, কনক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না?—সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন?

ঘট। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েচেন ন্যাতি!
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগীর মন টলে,
খেসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,

সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।
অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধরদ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায় গায়;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে?
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্যখান" —না হয় নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদে রে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—
না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জলপানিওয়ালারাও ঘটকের কাছে চমকে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥"

রাজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরে সুরে নেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। "চাকের মধু মিষ্ট কি হইত,
মৌমাছি খোঁচা না যদি রইত।"
ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন?

ঘট। আজ্ঞা, আমার দক্ষিণপাড়ায় যাওনের প্রয়োজন আছে, আমি কনক বাবুর ওখানে আহার কর্‌বো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কনক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জান্‌তে পারে।

[প্রস্থান।

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য,—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে. (তাকিয়ার উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ.—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা — দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে—(নিদ্রা।)

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটিয়ে দে, আমি সাপ ফেলবো এখন। (রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে জানলা হইতে কাঁটা ফুটাইয়া দেওন।)

রাজী। বাবা রে গিচি—(অঙ্গে সোলার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখি নি (চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে ফেলেচে, করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি, ও রামমণি, ও রামমণি, ওরে আবাগের বেটী, ঝট্ করে আয়, জ্বলে মলাম মা রে—কেউটে সাপে কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি এক দিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ

আঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কাম্‌ড়েচে।

রাম! ও মা তাই তো, রক্ত পড়্‌চে যে, ও মা আমি কোথায় যাবো, ও মা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্ জ্বলে মলেম, আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ

প্রথম। তাই তো, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন?

রাজী। অজগর কেউটে—আমার হাতে কাম্‌ড়ালে আমি দেখ্‌তে পেলেম, তার পর হা করে গলা কাম্‌ড়াতে এল, লাফিয়ে এসে নিচেয় পড়লেম।

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়াগাছটা আন্।

[রামমণির প্রস্থান।

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতা নাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণকালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থ-সন্ধান।

[দ্বিতীয়ের প্রস্থান।

রামমণির দড়া লয়ে পুনঃপ্রবেশ

রাম। ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাক গো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম। দড়াগাছটা দাও। (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন)।

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে?

রাজী। আবার কাটো দেখি, (পুনর্ব্বার চিমটি কাটান) কোই কিছুই লাগে না।

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী। আর কেউ মন্ত্র জানে না?

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, সে মন্ত্র মর্‌বের সময় আর কারো দ্যায় নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দেখি নি—আমার দৌহিত্রকে আন্তে পাঠাও, আমার গা ঢুল্‌চে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাতায় উঠেছে—আহা! কেবল প্রেমের অংকুর হয়েছিল; রামমণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে; আহা! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন?

রাম। আবার কে বুঝি টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেবে—

রাজী। মা! যে নিতো তা আমি জানি—অন্তিম কালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও, আমার চক বুঁজে আস্‌চে—

রাম। বাবা! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতা নাপ্‌তে, নসিরাম, ভুবনমোহন এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ

রাজী। বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ॥

তবে বন্ধনটা সময়-মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খ্যাঁঙরা আনুন।

[রামমণির প্রস্থান।

আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃপ্রবেশ

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চি নে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—

(মন্ত্র পাঠ)

এলো চুলে বেনেবউ আল্তা দিয়ে পায়।
নোলোক নাকে, কলসী কাঁকে,
জল আন্তে যায়॥
আঁচোল বয়ে, উঠলো গিয়ে, হল্দে সেপো ব্যাং।
ঘুমের ঘোরে, কামড়ে ধরে, তার একটা ঠ্যাং॥
তাইতে সতী, গর্ভবতী, পতি নাইকো ঘরে।
হায় যুবতী, মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে॥
দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়।
হে'সে হে'সে, কেশে কেশে, তার পানেতে চায়॥
কুলের নারী, বল্তে নারি, পেটে দিলে হাত।
ওঝার কোলে, বিলের জলে, কল্যে গর্ভপাত॥
হাত পা হলো বেঙের মত মানুষের মত গা।
গলা হলো হাড়গিলের মত, শুয়োরের মত হাঁ॥
মা পালালো, বাপ্ পালালো, রইলো কচি খোকা।
কচ্মচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শুঁয়োপোকা॥
ঘোড়া কেন্নো পুড়িয়ে খেলে কেঁচো দিয়ে তাতে।
আঙুলে ধল্লে কেউটে দুটো, গক্রো ধল্লে দাঁতে॥
উড়ে এল গরুড় পাকি আকাশের কাজ ফেলে।
এক ঠোকরে নিয়ে গেল শুয়োরমুখো ছেলে॥
আঙুলগুলো রইল পড়ে খগপতির বরে।
চেঁচে ছুলে মুড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে॥
ঝাঁটার চোটে, আগুন উঠে,
কেউটের ভাঙে ঘাড়।
হাড়ির ঝি, পেঁচোর মার আজ্ঞা,
শিগ্গির ছাড়॥

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি ঢুল্চে?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বেটীর নামটা ব'লো না।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগীতে মন্ত্র না শুন্লে কি মন্ত্র ফলে?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয়?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুরচে, বিষে ঘুর্চে কি ঝাঁটায় ঘুর্চে তা আমি বলতে পারি নে—শেষের ঝাঁটাগুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙিয়া আঙুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবা রে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রতা। বাঁচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

[রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান।

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কই?

নসি। এই যে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরক?

রতা। এতে ভাঁটপাতার রস আছে, শিউলিপাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা আছে, ছ্যাণ্ডার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুণ—

বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়।
সাত ছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হ'ত।

রতা। আমি সে মত করেছিলেম, নসি বল্যে বুড়োর ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

নসি। চুপ্ কর, আস্‌চে।

রাজীব এবং প্রতিবাসিদ্বয়ের প্রবেশ

রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নরামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আরক বটে?

রতা। আজ্ঞা হ্যাঁ—(রাজীবের গালে আরক ঢালিয়া দেওন)

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমণি, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম; ও রামমণি ওরে নেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ও মা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা যে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ী উঠলো—ওয়াঃ ওয়াঃ।

রতা। নির্ব্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান কর্‌বে।

[রামমণি, রাজীবের এক দিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের রসুই-ঘরের রোয়াক

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ

রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে মেচোবাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারে না?

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার ছোঁড়ারা, মিছেমিছি সম্বন্ধ করেচে; মেয়ে টেয়ে সব মিথ্যে।

রাম। আমি গয়লাবউকে কনক বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেম, তিনি বল্যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুন্নি কর্‌বে, তাইতে একটি মেয়ে স্থির করে দিইচি, আমার এই জন্যে বিশ্বাস হচ্চে, তা নইলে কি আমি বিশ্বাস করি।

গৌর। মেয়েটির না কি বয়েস হয়েচে?

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই সাজ্‌বে না—তার বুঝি মা নেই, তা থাক্‌লে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জ্বলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে।

গৌর। আহা! দিদি! মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তা হলে এত দিন বিধবা বিয়ে চল্‌তো।

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হ'লে তুই বিয়ে করিস্?

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতি-জনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয়, একবয়সী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুককথা বল্‌তে বল্‌তে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে ক'রে স্তন পান করাই; আর ছেলের মাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পাল্‌কিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো," আর পুত্র বলেন "মা আমি তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্চি," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী মেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?

রাম। আহা! পরমেশ্বর অনাথিনী করে-চেন কি কর্‌বে দিদি বলো।

গৌর। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত

যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিন বার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই: রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ্ দিদি এ সব পরমেশ্বর করেন নি, মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা বলতিস্ নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচ্চো কেন বল্ দেখি?

গৌর। দিদি, প্রথম প্রথম প্রাণপতির শোকে এম্‌নি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন ক্লেশ ক্লেশ বোধ হ'ত না: দিদি বিধবা হওয়ার মত সর্ব্বনাশ তো আর নাই, তাতেই তো আগে সমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।

রাম। আহা! যিনি সমরণের পদ্দি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।

গৌর। যে দিন পতি মলেন সে দিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্তবিরহে এক দিনও বাঁচ্‌বো না, আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মর্‌বো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেন, আমি সেই পতিকে একেবারে বিস্মৃত হইচি! দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভাল বাস্‌তেন, আমিও তাঁর মুখ এক দন্ড না দেখ্‌লে বাঁচ্‌তেম না—দিদি, বিধবা বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পার্‌বো না।

রাম। অনেক মেয়ে দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখি নি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌর। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেলে কেউ বিয়ে কর্‌বে কেউ কর্‌বে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ্ ম'লে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে তো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সে কালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে শোনো নি বালি রাজা ম'লে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল—সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।

রাম। বাবা বাহাত্তুরে হয়েচেন, ওঁর কিছু জ্ঞান আছে, উনি সে দিন স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না—আমার তিন কাল গেচে এক কাল আছে আমার ভাবনা ভাবি নে—বাবা যদি আপনার বিয়ের উয্যুগ না ক'রে তোর বিয়ের উয্যুগ কত্তেন তা হলে লোকেও নিন্দে কর্‌তো না। আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে হতো সুখে সংসারধর্ম্ম কর্‌তে পাত্তিস্, হাড়িনীর হালে থাক্‌তে হতো না।

গৌর। সতীত্বের মহিমা যে জানে, সে সধবাই হক্ আর বিধবাই হক্ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না সে পতি থাক্‌লেও কুপথে যায়, পতি না থাক্‌লেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্চো।

সুশীলের প্রবেশ

সুশী। ছোট মাসি! এই পুস্তকখানি আপনার জন্যে এনেচি।

গৌরমণির হস্তে পুস্তক দান

রাম। সুশীল আজ কি যাবে?

সুশী। আমি কি থাক্‌তে পারি, কাল আমাদের কালেজ খুল্‌বে।

গৌর। তোমাদের ইংরাজি পড়া হয় না।

সুশী। হয় বই কি—এখন সংস্কৃত কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া হয়।

গৌর। মেঝদিদিকে বলো, বাবা কারো কথা শুন্‌বেন না, বিয়ে করবেন।

সুশী। তোমরা যেমন পাগল তাই বিয়ের কথা বিশ্বাস কচ্চো—আমি আর একদিন থাক্‌লে কোন্ ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে পাত্তেম।

রাম। না বাবা মিছে নয়, আমি দেখিচি ঘটক ভিন্‌দেশী; এ গাঁর কেউ না।

সুশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই ভাল, তোমরা তিন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ আবার মা পাবে।

গৌর। তুমি যাকে বিয়ে করে আন্‌বে সেই আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে আন্‌বেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে কি আমাদের স্থল দেবে, না আমাদের স্নেহ করবে!

সুশী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ঠাকুরদাদার কখনই বিয়ে হবে না—

পেঁচোর মার প্রবেশ

এই তোমাদের মা এয়েচে—কেমন পেঁচোর মা তুই মাসিমাদের মা হতে এইচিস্ না?

পেঁচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে দেক্‌লি কেম্‌ড়ে খাতি আসে।

গৌর। ও মা পোড়ারমুখো মাগী বলে কি!

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা কচ্চিস্।

সুশী। ও পেঁচোর মা, তুই বুড়ো বামুনকে বিয়ে কর্‌বি?

পেঁচো। মুই তো আজি আচি, বুড়ো যে আজি হয় না।

গৌর। মাগী বুঝি পাগল হয়েচে—হ্যাঁলা পেঁচোর মা তুই যে ডুম্‌নি, বামনের ছেলেরে বিয়ে কর্‌বি কেমন করে?

পেঁচো। ডুম্‌নি বাম্‌নিতে তপাতটা কি? তোমরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাই; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ্ করি; তোমার বাবা মরিলেও বুকি বাঁশ, মুই মলিও বুকি বাঁশ; তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিসি?

রাম। আ বিটী পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না—বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখ নি?

পেঁচো। দড়ি থাক্‌লি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না? তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লেগেচে।

গৌর। চুপ্ কর্ আবাগের বেটী—সুশীলকে ভাত দাও দিদি।

সুশী। ঠাকুরদাদা আসুন, একত্রে খাব।

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় ইচ্ছে হলো?

পেঁচো। ঠাকুরবরের বরে বুড়ো বামন যদি মোর বর হয়, মুই ন কড়ার সিন্নি দেব।

রাম। বাবা তোরে কিছু বলেচে না কি?

পেঁচো। বুড়ো কি মোরে দেক্‌তি পারে? —মুই স্বপোন দেখিচি, আর নাপিৎগার ছেলে মোরে বলেচে।

গৌর। কি স্বপোন দেখেচিস্?

পেঁচো। দ্যাল সাক্ষি—মোরে য্যান বুড়ো বামন বে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে দিচ্চি।

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে উঠেচে।

পেঁচো। স্বপনের কথা অ্যাট্‌টা দুটো সত্যি হয়, মুই ভাব্‌তি ভাব্‌তি যাতি নেগেচি, মোরে ফতা নাপ্‌তে ডাক্‌লে।

সুশী। ফতা কি?

পেঁচো। মুই ও নামডা ধত্তি পারি নে, মোর মিন্‌সের নামে বাদে।

গৌর। মর মাগী হাবি—তার নাম হলো রামজি এর নাম হলো রতা।

পেঁচো। মা ঠাক্‌রোণ ভেবে দ্যাকো, অতা বল্‌তে গেলি তানার নাম আসে।

সুশী। আচ্ছা আসে আসে, ফতা কি বলেচে বল।

পেঁচো। ফতা বল্যে, পেঁচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, নগোদ্দির্পির ভস্‌চাজ্জি বস্তা দিয়েচে তোর সাথে বামনের বিয়ে হবে।

রাম। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।

পেঁচো। ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোর বের বস্তা তো তুশ্চু কথা।

গৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার আস্‌বের সময় হয়েচে আবার তোরে দেখে গালে মুখে চাঁড়িয়ে মর্‌বেন।

পেঁচো। স্বপোন যদি ফলে।
ঝোল্‌বো তানার গলে॥
হাতে দেব রুলি।
মোম দেব চুলি॥
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা॥
নটের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই॥

রাম। মাগী একেবারে উন্মাদ হয়েচে।

সুশী। হ্যাঁ রে পেঁচোর মা শুকরের মাংস কেমন লাগে?

পেঁচো। ঝুনো নের্‌কোল খ্যায়েচো?

সুশী। খেইচি।

পেঁচো। তবিই খ্যায়েচো।

গৌর। দূর আবাগের বেটী।

পেঁচো। মাঠাক্‌রোণ আগ কর ক্যানো, শুয়োরের মাংসো কলি না পেত্যয় যাবা ঠিক্‌ নের্‌কোলের মতো খাতি।

রাম। পেঁচোর মা তুই যা, নইলে আবার বাবার কাছে মার খাবি।

পেঁচো। মুই অ্যাট্‌টা শুয়োরের ট্যাং ঝলসা পোড়া করিচি, তেল নুন আবানে খাতি পাচ্চি নে, মোরে এট্‌টু তেল নুন দাও মুই যাই।

[তৈল লবণ গ্রহণান্তর পেঁচোর মার প্রস্থান।

রাম। আমার ব্রতটা পচে গেল তবু বাবা দুটি টাকা দিতে পারলেন না, শুন্‌চি ঘটক মিন্‌সেকে সাড়ে বারো গণ্ডা টাকা দিয়েচেন।

সুশী। বিয়ে যত হবে তা ভগবান্ জানেন, টাকাগুলিন কেবল অনর্থক অপব্যয় হচ্চে।

রাজীবের প্রবেশ

রাজী। (আসনে উপবেশন করিয়া) তুমি কি এখানে দুদিন থাকতে পার না; আজো তো নাতবউ হয় নি যে কান ম'লে দেবে।

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের কর গে আমি ভাত আনি।

[রামমণি ও গৌরমণির প্রস্থান।

রাজী। তোমার জলপানি কোন্ মাস হতে পাবে?

সুশী। গত মাস হতে পাব।

রাজী। ক টাকা করে দেবে?

সুশী। আট টাকা।

রাজী। উপরি কি আছে?

সুশী। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা উপ্‌রি কাকে বলে জানে না।

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ বল্‌তে হয় কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি?

সুশী। আপনি বিবেচনা করেন আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি।

রাজী। দোষ কি, তোমাদের এ কালে কেমন-এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন দাঁও প্যাঁচের দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বল্‌তে দোষ নাই। আমি তো আর সিঁদকাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বল্‌চি নে। কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সে তো বাহাদুর।

সুশী। আপনি যেরূপ বিবেচনা করুন, আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন যায় না। যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজী। তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়তে দিয়েচে—কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম একটা কদুত্তর করে বস্‌লে।

সুশী। আপনি অন্যায় বলেন তা আমি কি কর্‌বো—জলপানি আট টাকা পাই তাতে আবার উপ্‌রি পাবো কি?

রাজী। আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ

টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর করতেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না—একবার আমারে চুন কিন্‌তে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখ্‌লেম আর বালি মিস্‌য়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে?

সুশী। হ্যাঁ উপ্‌রি পেয়ে থাকি।

রাজী। কত?

সুশী। রবিবার আর গ্রীষ্মের অবসর।

রাজী। সে আবার কি?

সুশী। এ সময় কালেজে যেতে হয় না কিন্তু জলপানি পাই।

রামমণির ভাত লইয়া প্রবেশ

রাজী। দাও ভাত দাও—ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই অনুচিত।

রাম। (ভাত দিয়া) বেদ্‌নাটা সেরেচে?

রাজী। না আজো টন্‌ টন্‌ কচ্চে।

সুশী। পায় কি হয়েচে।

রাম। পাড়ার ছোড়ারা খেঁপিয়েছিল, তাদের তাড়া করে গিয়েছিলেন, খানায় পড়ে পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে।

রাজী। বিকাল বেলা একটু চুন হলুদ করে রাখিস্।

রাম। রাখ্‌বো। আহা বুড়ো শরীর বড় লাগন লেগেচে—তা বাবা তুমি রাগ কর কেন, পেঁচোর মা হলো ডোম, পেঁচোর মারে তুমি বিয়ে কত্তে গেলে কেন?

রাজী। তুইও গোল্লাই গিইচিস্, তুইও লাগ্‌লি, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ কর্‌লি—খা বিটী ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটী, ভাতও খা, আমারেও খা—

[বেগে প্রস্থান।

সুশী। এমন পাগল হয়েচেন।

রাম। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম—ঘর দোর সব সগাড় হয়ে গেল।

সুশী। যাই আমি তাঁকে শান্ত করে আনি।

রাম। যাও—আমি না নাইলে হেঁসেলে যেতে পার্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাগানের আটচালা

ভুবন, নসিরাম এবং কেশবের প্রবেশ

কেশব। ঘটকটা পেলে কোথায়?

ভুব। ও ইনিস্পেক্টার বাবুর কাছে এসেচে; উমেদার: স্কুলের পণ্ডিতি প্রার্থনা করে।

কেশ। ও যেরূপ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বাগ্রে ওকে কর্ম্ম দেওয়া উচিত।

রতা নাপ্‌তে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ

রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েচে আমরা সাজি গে।

ভুব। এঁদের বাড়ী কোথায়?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত।

কেশ। আমি ভাই ঠাকুর্ঝি সাজ্‌বো, তা নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না।

রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুর্ঝি, ভুবন হবে কনের বিয়ান, নসিরাম হবেন শালাজ। আমি ত ছাই ফ্যাল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, বুড়ো ব্যাটার মাগ সাজ্‌বো।

কেশ। আমাদের অধিক খরচ হবে না, বড় জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। বুড়ো যে টাকা দিয়েচে তা ওর মেয়ে দুটিকে দেব, তাদের ভাল করে খেতেও দেয় না।

রতা। গিল্‌টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েচে আর খরচ কি। এস আমরা যাই (লোক চতুষ্টয়ের প্রতি) আপনাদিগের যেরূপ বলে দিইচি সেইরূপ করবেন।

[লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাকা। রতা নাপ্‌তে ভারি নকুলে।

মেসো। বুড় ব্যাটা যেমন নষ্ট তেমনি বিয়ের জোগাড় হয়েচে।

দাদা। বেশ বাসরঘর সাজিয়েছে।

ঘটক এবং বরবেশে রাজীবের প্রবেশ
গদির উপর রাজীবের উপবেশন

কাকা। এই কি বর, কি সর্ব্বনাশ, ঘটক মহাশয় সব কত্তে পারেন—সোনার চম্পক এই মড়ার হাড়ে অর্পণ করবো, আমি ত পারবো না।

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্ বিবেচনা করুন—

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ দিক্, দশ দিক্ হলেও মড়িপোড়ার ছেঁড়া মাজুরে মেয়ে দিতে পারবো না—দাদারি যেন পরলোক হয়েচে, আমি ত জীবিত আছি, চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশানঘাটের শুকনা বাঁশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি? এমন সর্ব্বনাশ করেচেন, এই জন্যে দাদা আপনাকে বন্ধু বলতেন—আরে টাকা! টাকা খেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কল্যেন।

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের সময় নয়।

রাজী। বাবা তুমিই এর বিচার কর।

ঘট। ইনি তোমার শালা, তোমার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজী। তবে ত আমার পরম বন্ধু—দাদা তুমি আমার মেগের ভাই, মাতার মাদুরি, কপালের তিলক, আমি তোমার খড়মের বোলো, তোমার ইংরাজি জুতার ফিতে, দাদা আমার হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের নৌকা হাটখোলার নিচেয় ডোবে।

কাকা। আহা মেয়ে ত না যেন সিংহ-বাহিনী—দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কাল-সর্প হলেন।

দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েচে বিবাহ দিতে হবে।

রাজী। মরদ্ কি বাৎ
হাতীকি দাঁৎ।

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন বিধবা বিবাহের সহায়তা করে থাক তেমনি ত্বরায় বিধবা বিবাহ দিতে পার্‌বে।

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন কি বৃদ্ধ হয়েচেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ করবেন। যদি মরেন চম্পকের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্মত নন।

রাজী। তা তো বটেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোশামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।

কাকা। বাবাজির দেখ্‌চি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভগিনীপতিতে মিল্‌বে ভাল।

রাজী। নব্য তন্ত্রের সকলেরি মত আছে।

কাকা। তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্য্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয় তখন আপনি অমত করেন নি, এখন এরূপ করা কেবল ধাষ্টমো প্রকাশ।

রাজী। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"!

ঘট। ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখুন, রসিকতা দেখুন। বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আমি অপাত্রে অর্পণ কচ্চি নে।

পুরো। ছোটবাবুর সকলি অন্যায়। বাক্-দান হয়েচে, গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়েচে, নান্দীমুখ হয়েচে, বরপাত্র সভায় উপস্থিত, এখন উনি অমঙ্গলজনক বিবাদ উপস্থিত করে শুভ কর্ম্মের বিলম্ব কচ্চেন—করুন লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না।

মেসো। পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি হয়েচে, ছোটবাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই, হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান কর।

কাকা। আচ্ছা, কখান দাঁত হয়েচে দেখা আবশ্যক, বাবাজি দাঁত দেখাও দেখি।

রাজী। আমি বড় বাঁশি বাজাতেম তাই অল্প বয়সে গুটিকতক দাঁত পড়ে গিয়েচে। (দাঁত বাহির করিয়া দর্শায়ন)

কাকা। সকলেরি মত হচ্চে আমার অমত করা উচিত নয়, আমি বাবাজিকে অন্যায় বুড় বলে ঘৃণা করেচি।

রাজী। আপনি খুড়শ্বশুর, পিতৃতুল্য, ছেলেপিলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা ছেলেকে কত মন্দ বলে, তখনি আবার সেই ছেলে কোলে লয়ে স্তন পান করায়।

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ শীতল হয়ে যায়।

রাজী। আপনি শ্বশুর নচেৎ আদিরসের কবিতা শুনায়ে দিতেম।

ঘট। এখন কোন কথা বল্‌বেন না লোকে বল্‌বে বরটা ঠোঁটকাটা। বাসরঘরে আমার মান রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরবিজয়ী বর বলবো। মাগীগুলো বড় ঠ্যাঁঠা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলে বসে।

রাজী। এ ত সুখের বিষয়।

দাদা। এখন রহস্যের সময় নয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠ নাপিতকে ডাকুন পাত্র লয়ে যাক্।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

ঘট। বৈকুণ্ঠ আর বিলম্ব ক'র না, পাত্র কোলে করে লও।

বৈকু। আপনি যে বুড় বর এনেচেন এ কি কোলে করা যায়।

কাকা। আমাদিগের বংশের রীতি আছে সভা হতে বর নাপিতের কোলে যায়, হেঁটে যাওয়া পদ্ধতি নাই।

রাজী। পরামাণিকের পো, আমি আল্‌গা দিয়ে কোলে উট্‌বো, দেখ নিতে পার্‌বে এখন, কিছু পাওয়ার পিত্তেশ রাখ ত?

বৈকু। পাওয়ার পিত্তেশ রাখি, কোমরিকেও ভয় করি।

দাদা। একটা সামান্য কর্ম্মের জন্য শুভ কর্ম্ম বন্ধ থাক্‌বে? বৈকুণ্ঠ চেষ্টা করে দেখ বুড় মানুষ অধিক ভারি নয়।

বৈকু। মহাশয় পুরাণো চাল দমে ভারি। এক একখানি হাড় এক একখানি লোহার গরাদে। এ বোঝা নিয়ে কি মাজা ভেঙ্গে ফেল্‌বো।

কাকা। উপায়?

রাজী। আমি লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে যাই।

পুরো। প্রচলিত আচারানুসারে মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হওয়া অবৈধ, উল্লম্ফ দ্বারা গমন করিলে মৃত্তিকা স্পর্শ হবে।

রাজী। ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায়? এ কথা কেন আগে বলো নাই, আমি একজন বলবান্ নাপিত আন্‌তেম, না হয় এর জন্যে এক বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি যেতো।

ঘট। সামান্য বিষয় লয়ে আপনারা গোল কচ্চোন কেন। নাপিত মুখের দিক্ ধরুক, আমরা দুই জন পায়ের দিকে ধরি, বিবাহের স্থানে লয়ে যাই।

রাজী। এ কথা ভাল, এ কথা ভাল—(চিত হইয়া শয়ন করিয়া) ধর, ধর।

বৈকু। আজ্ঞা হাঁ এরূপ হতে পারে (বৈকুণ্ঠ মস্তকের দিকে, ঘটক এবং দাদা পায়ের দিকে ধরিয়া উঠায়ন) গুরু মহাশয়, তোমার পড়ো উড়ে যায়, বাঁশবাগানে বিয়েবাড়ী বেগুনপোড়া খায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাগানের আটচালার অপর এক কাম্‌রা
বাসরঘর

রতা নাপ্‌তে কনের বেশে আসীন, কেশব এবং ভুবনের নারীবেশে প্রবেশ

ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস্, ব্যাটা আসচে।

কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচিস্ গোল করে ফ্যালবে এখন।

রতা। না হে ওরা সব খুব চতুর, এত ক্ষণ দেখ্‌লে ত কেমন উলু দিলে শাক বাজালে।

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় এক কল্‌সী গোবর-গোলা ঢেলে দিলে?

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, ওকে একদিন বুড়ো ব্যাটা মার খাইয়েছিল তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবরগোলা মাথায় ঢেলে দিয়েচে।

ভুব। আমি ব্যাটার গা ধুয়ে দিইচি—ব্যাটা রাগ করি নি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ করে থাকে।

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রতন! ঘোমটা দাও হে।

রাজীবের বরবেশে এবং নসিরাম আর পাঁচ জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ

নসি। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনানন্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েছে—শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি স্ত্রীর মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌লেন।

কেশ। মার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাঁদ্‌লেন। তা ভাই তুমিই ত বুঝ্‌তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী বরে পড়ে। সে কথায় আর কাজ কি, তুমি এখন মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত খাক্।

নসি। একবার দাঁড়াও ত ভাই জোঁকা দিই তোমার কত দূর পর্য্যন্ত হয়। (রতা এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি মানিয়েচে, বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাঁজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ও মা সে কি গো তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়ান ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে না কি?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যি রে, খুব রসিক।

ভুব। বাসরঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসি। ষোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। "কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে,
সে কালের আর কদিন আছে।"

প্রথম বালক। বা রসিক, কানমলা খাও দেখি। (সজোরে কান মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কান মলন) লাগে মা—(সজোরে কান মলন) মলেম পিচি—(সজোরে কান মলন) মেরে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা এ কি।

ভুব। রামমণি কে গো? কানমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কান দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।

ভুব। কামিনী কোমল কর কিবা কানমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই। (কান মলন)

রাজী। উঃ উঃ বেশ রূপসি। (কান মলন) মলুন, বেশ, সুন্দরীর হাত কি কোমল!

ভুব। না, রসিক বটে।

কেশ। একটি গান কর দেখি।

রাজী। তোমরা মেয়েমানুষ, বাইনাচ কর আমি শুনি।

দ্বিতীয় বালক। নাচ শোনে না দেখে?

রাজী। নাচ শোনাও যায়, দেখাও যায়। তুমি নাচো আমি চক্ বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি।

ভুব। আগে তুমি একটি গাও তার পর আমি নাচ্‌বো।

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাববেন; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়; গান কর, নাচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও।

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন? আচ্ছা বেশ গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি।

ভুব। কবিতা বিয়ানের সঙ্গে বলো, আমরা তোমায় একদিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি।

রাজী। আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান?

ভুব। ওগো হ্যাঁ গো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েছে। তোমার ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর।

রাজী। বিয়ানের কথাগুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি?

কেশ। তোমার বিয়ানের নাম চন্দমুখী।

রাজী। হ্যাঁ বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী?

ভুব। আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে?

রাজী। বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা কর্‌বো।

ভুব। খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই,
কোন দিকে সুখ নাই।

নসি। দুঃখের কথা বল্‌বো কি, ওর ভাতার ওকে খুব ভাল বাসে, বয়স অল্প কিন্তু খোঁড়া।

রাজী। তবে হরেদরে বিয়ানের একটি পুরো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাতরে পাঁচ কিল।

কেশ। তোরা বাজে কতায় রাত কাটালি গাও না ভাই, গীতের কথা ভুলে গেলে।

রাজী। আমি একটা ন্যাড়া নেড়ীর গান গাই—

মন মজ রে হরিপদে,
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুল না মন আমোদ মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ তার বিপদে।

নসি। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে আমার ঘুম আস্‌চে।

তৃতীয় বালক। বাসরঘরে ঘুমুলে মাগ-ভাতারে বনে না।

নসি। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত ব'লে কয়ে মিন্‌সেরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্‌বেন, তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলেমানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, ষাট বছরের একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বৎসরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকট গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই ছেলেমানুষ শান্ত করে রেখ—

নসি। ঠাকুর্ঝি যে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস্‌, দেখিস্‌ যেন কাম্‌ড়ে ন্যায় না।

ভুব। কাম্‌ড়ালে ক্ষেতি কি? বোনাই-ভাতারী ত গাল নয়, শালী পোনের আনা মাগ।

কেশ। তুই যেমন ব্যাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্‌—আয় লো আমরা যাই।

[রাজীব এবং রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান; দ্বার রোধ।

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুর কচি পাতা; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গঙ্গামণ্ডল। তোমার গোলামকে একবার মুখখান দেখাও, আমার স্বর্গলাভ হক্‌।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)
ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধীনী তোমার,
গাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পতি বিহার।
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,
রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারি দিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা! জন-প্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার,
দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালার।

চারি দিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাতখানি ধরি।

রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান,
যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ হতেছিলাম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল কর্‌লে। আমি

যে জ্বালা পেয়েচি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীনঝি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কাণ্টা অতিশয়,
পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,
পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোরা ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব? কাল পাল্কি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া) এই নাও চাবি তোমার কাছে থাক। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ!

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দ-সাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমায় বুড়ো বলে ঘৃণা করো না!

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কিবা কদাকার,
ভকতিভাজন ভর্ত্তা অবশ্য ভার্য্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয়মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।
নানা আরাধনা করি মন করি এক,
সরল বচন জলে করি অভিষেক।
বিলেপন করি অঙ্গে আদর চন্দন,
হেম উপবীত দিই সুখ আলিঙ্গন।
রসের হেয়ালি ছলে বলি শিব ধ্যান,
কপোল কমল করি দেব অঙ্গে দান।
অবলা সরলা বালা আমি অভাজন,
দিবানিশি থাকে যেন পতিপদে মন।

রাজীবের চরণ ধারণ

রাজী। সোনার চাঁদ তুমি আমার স্বর্গে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এইখানে পড়ে থাক্‌বো। বিধুবদনি একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পতির বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুন হে মদন।
কনক কিশোরী, পিরিতের পরি,
রসের লহরী, বসে আলো করি,
নিকুঞ্জ বন,
মন উচাটন, মুদিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
বংশীবদন।
কুলের অবলা, অবলা সরলা,
বিরহে বিকলা, সতত চপলা
বাঁচিতে নারি,
বিনে প্রাণ হরি, হায় হলো হরি,
কুসুম কেশরি, আহা মরি মরি,
মরে গো নারী।
রমণীর মন, কি জানি কেমন,
এত অযতন, তবু তো রতন,
পুরুষে ভাবে,
কি করি উপায়, অরি পায় পায়,
পথে যদু রায়, পড়ে প্রেম দায়,
মজেচে ভাবে।
বৃন্দে বলে রাই, লাজে মরে যাই,
এসেচে কানাই, দোহাই দোহাই,
কথা কস্ নে,
রাই বলে সখি, সে মানে হবে কি,
পিপাসী চাতকি, নীরদ নিরখি,
বাধা দিস্ নে।
কামিনীর মান, সফরির প্রাণ,
মানে অপমান, বিধাতা বিধান,
আন গোবিন্দে,
করি আলিঙ্গন, মদনমোহন,
স্মর হুতাশন, করি নিবারণ,
যাও গো বৃন্দে।
নূপুরের ধ্বনি, শুনি ওঠে ধনী,
দীনে পায় মণি, পদ্মে দিনমণি,
ধরিল করে,
সহজ মিলন, সুখ সন্তরণ,
সুবোধ সুজন, ললনা কখন,
মান না করে।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনি নি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্চে! আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদজ্বালা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ-বাঁটুল খেয়ে ঘুরে

মাটিতে পড়ে, হনুমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচামেচি করে, মেয়েরা গুমরে গুমরে মরে।

রতা। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে;
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিষণ্ন নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুলায় যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়ে ত কখন দেখি নি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে"। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে একবার হাত দাও।

রতা। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল দুটি করে করি লই।

রাজীবের কপোল ধারণ

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম—আজ সকালে রতা শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজী ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখ্‌বো।

রতা। আমি তব কেনা দাসী পদ অভরণ,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ, কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়.
স্বামীর সোহাগে যদি হইয়ে অবশ,
দেখাই বিয়ের রেতে উদর কলস,
কৌতুক রঙ্গিণী রসময়ী রামাগণ,
বেহায়া বলিবে মোরে ঠারিয়ে নয়ন,
সবে না সরল মনে কৌতুক কঙ্কর,
আজি কান্ত শান্ত হও দেখে বাম কর,

বাম হস্ত দর্শায়ন

রাজী। আহা কি দেখ্‌লেম, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—
তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সম যোড়া কুচ যোড়ে বুক,
সুশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ,
অদ্যাবধি ঋণগ্রস্ত আমি অধমর্ণ।
তোমার গ্রথিত ছড়া রহস্যের কুয়া,
আমি বুড় মূঢ় কবি করি হুয়া হুয়া,
ভৃত্যের বার্দ্ধক্যে যদি না কর ধিক্কার,
সুকৃত মসৃণ পদ্য করিব ন্যক্কার।

রতা। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর না মোরে দেখিয়ে অবলা।
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান,
শুনিয়ে মোহিত হোক্ মহিলার প্রাণ।

রাজী। পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রতা। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
খাটিল ঘটক বাণী ভাগ্যে অধীনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর।

রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েচে, রাত আমার দিন বোধ হচ্যে—প্রেয়সি! তুমি এক বার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রতা। কথার সময় নয় রসময় আজ,
এখনি আসিবে তব শ্যালকী শ্যালাজ।

রাজী। কারো আস্‌তে দেব না, তুমি উতলা হও কেন, এস, এস, এস না—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন)।

রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় দু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।

যাইতে অগ্রসর

রাজী। সুন্দরি, এখন রাত অধিক হয় নি

—তুমি ঘর হতে গেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, ব'স যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন)।

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড় না ছাড় না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।
নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর;
দম্পতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু?

রাজী। প্রেয়সি! বুড় বামুনের কথা রাখ, যেও না, প্রেয়সি, তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল ক'র না। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে ব'স।

রতা নাপ্‌তের পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাঁসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।

জানালার নিকটে নসিরামের আগমন

নসি। এ কি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুই হাতে খেতে হয়? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না।

[নসিরামের প্রস্থান।

রতা। ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

কিয়দ্দুর গমন

রাজী। বাপ্‌ধন আমার চল্যে! আমারে মেরে চল্যে, ব্রহ্মহত্যা হলো—যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাক্‌চে।

[রতা নাপ্‌তের প্রস্থান।

রাজী। বিটী জানালা দিয়ে কথা কয়ে আমার মাতায় বজ্রাঘাত কল্যে, বিটী রাত-ব্যাড়ানী। বিটী আক্‌তা ভাতারের মাগ, তা নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয়? আহা কনক বাবুর প্রসাদাৎ কি রত্নই লাভ করিচি, বউ ঘরে তুলে কনক বাবুকে ভাল পেয়ারা, ভাল আতা পাঠিয়ে দেব। কনক বাবু অনুগ্রহ না কল্যে কি এ বুড় বয়সে অমন মেয়ে জুট্‌তো? যদি মা দুর্গা থাকেন তবে তুই বুড়রে যেমন সুখী কল্যি, এমনি সুখী তুই চিরদিন থাক্‌বি।

নসিরাম এবং ভুবনের প্রবেশ

ভুব। কি ব্যাই, বিয়ানের সঙ্গে আমোদ হলো কেমন?

নসি। ঠাকুরজামাই ভাব্‌চো কি? আজ তো সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, এতেই এই, না জানি চাঁপার বয়সকালে কি হবে।

রাজী। আমারে কিছু ব'ল না; আমি মরিচি, কি বেঁচে আছি তা আমি বল্‌তে পারি নে—আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে এস, আমি ছোঁব না কেবল দেখ্‌বো, আমার কাছে বসে থাকলে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা থাকে—তোমার পায় পড়ি এক বার নিয়ে এস।

নসি। সে এখন ঠাক্‌রুণের কাছে ব'সে রয়েচে, তাকে আন্‌বের যো নাই—আমরা এইচি এতে কি তোমার মন ওটে না?

ভুব। বড় সুখের বিষয় বিয়ানের সঙ্গে তোমার এমন মন মজেচে।

নসি। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত লোকে কত কথা বল্‌বে, তুমি ভাই খুব যত্ন কর—চাঁপা বড় অভিমানী, বড় কথা সইতে পারে না, তোমার মেয়েদের ব'লে দিও মন্দ কথা না বলে।

রাজী। আর মেয়ে! তারা কি আছে, মনে মনে তাদের গাঁ ছাড়া করিচি। দেখ্‌বো যদি ব্রাহ্মণী তাদের উপর রাজী হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুক্‌নি দিইচি।

ভুব। বিয়ান সতীনের নাম সইতে পারে না, তোমার মেয়েরা বিয়ানের সতীনঝি, তারা যেন বেয়ানকে ছোঁয় না, তা হলে বিয়ান জলে ডুবে মরবে—

সতীনের ঘা সওয়া যায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে খায়।

রাজী। তোমরা কিছু ভেব না, আমি কাহাকেও ছুঁতে দেব না, চুপি চুপি নিয়ে যাব, দশ দিন পরে গাঁয় প্রকাশ কর্‌বো।

নসি। এস, বাসি বিয়ে করসে, ঘোর থাক্‌তে থাক্‌তে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ

রাম। ভগবতী এমন দয়া কর্‌বেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন কর্‌বো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তা তো দিতে পার্‌বো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবা তো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ

রাজী। ও মা রামমণি, ও মা, তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়েছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভালমুখে ডাক্‌লেম উনি কান্না আরম্ভ কর্‌লেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথাগুলো বলো না—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাত ধ'রে ঘটকের প্রবেশ

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির ব্যাটা, সর্ব্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্‌—কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্ব্বনাশ কল্লি এমনি সর্ব্বনাশ তোর হবে—

ঘট। বাছা মিছি মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে।

[হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান।

রাজী। তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়, এত ঝক্‌ড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ পাড়াকুঁদুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাই নে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচ জন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ

শিশুগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ব্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ্‌ (কনের অবগুণ্ঠন মোচন)।

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোনারবেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ্‌লেম, আমায় ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বর্গ মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিটী পেঁচোর মা তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার ডোইরে কলাগাছে জল-ভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কনক রায় নির্ব্বংশ হক, কনক রায়ের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। কান্‌তি নেগুলে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন)

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেত্নি, শুয়োরখাগি, শুয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি

ক্যান? শুয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

[শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শুয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কনক বাবু বুদ্ধিমান্‌, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শুয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্‌ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়।

পেঁচোর। মোর স্বপোন কি মিত্যে। তোমার বাবা মোর হাত ধরে আন্‌লে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে?

পেঁচোর। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি?

পেঁচোর। ঋুজ্‌কো ব্যালাডায় আত আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, দুটো পরির মেয়ে বল্যে পেচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই এই ছানাডারে বড় ভালোবাসি, এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কতি পারি নে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলে দেলে কতা কস্‌ নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্‌।

রাম। বাবার গায়ে শুয়োরের বাচ্ছা দিলি ক্যান?

পেঁচোর। তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে খুব ভালো বাস্‌বে. ভাতার বশ করা কত ওষুধ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

রতা নাপ্‌তের প্রবেশ

ইনিতি মোরে পর্‌তম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রতা। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, শুয়োরের ছানা ছুঁইচি।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। ভাই ছুঁয়ে নাতি চায়! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাবি দাও —আহা, বুড়ো মানুষকে কেউ তো মারি ধরি নি।

রতা। মার্‌বে কে?

গৌর। বেশ হয়েছে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। বড় মেয়ে গেল, ছোট মেয়ে গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর ভাতার কনে গেল?

প্রথম শিশু। দূর বিটী ডুম্‌নি।

পেঁচোর। বুড়োর বেতে বামনি হইচি, মুই অ্যাকন ডুম্‌নি বাম্‌নি।

রতা। ওলো ডুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুঁজে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

সধবার একাদশী

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call—Devil! *Shakespeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates." *Elihu Burret.*

"Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond so easily betray'd?" *Collins.*

পুরুষ-চরিত্র

জীবনচন্দ্র (ধনবান্ ব্যক্তি)। অটলবিহারী (জীবনচন্দ্রের পুত্র)। গোকুলচন্দ্র (অটলের খুড়শ্বশুর)। নকুলেশ্বর (উকিল)। নিমচাঁদ, ভোলা (অটলের ইয়ার)। রামমাণিক্য (বাঙ্গাল)। দামা (অটলের ভৃত্য)। কেনারাম (ডিপুটী মাজিস্ট্রেট)। বৈদিক (ব্রাহ্মণ পণ্ডিত)। রামধন রায় (অটলের পিতৃব্য)।

স্ত্রী-চরিত্র

গিন্নী (জীবনচন্দ্রের স্ত্রী ও অটলের মাতা)। সৌদামিনী (অটলের ভগ্নী)। কুমুদিনী (অটলের স্ত্রী)। কাঞ্চন (বেশ্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা—নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা

নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্তের প্রবেশ

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে?

নিম। পানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারিণী সভা কচ্চে কি?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। না হে এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়্‌চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্চে তুমি বুঝ্‌বে কি? অনেক ভদ্রসন্তান মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ্ খেতে আরম্ভ কর্‌তো—এখন অনুরোধ করিবামাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিছি, মাতাল ভায়ারা ওম্‌নি পেচ্‌য়ে যান।

নিম। *Vice Versa.*

নকু। সে আবার কি?

নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখ্‌লেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়।

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখ্‌য়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না?

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন্ হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সুরাপান-নিবারিণী সভার ভ্য হ না।

নিম। আগে লিবারের উপক্রম হক্—কতকগুলিন নাম কাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা?

নিম। শূল, পীলে, পাত, অগ্রমাস, কাঁশর, ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে

স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক্‌ হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে, সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।

নিম। রস বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি, তার পর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্যপান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হক্‌।

নিম। এস, বাপ্‌ এস। (মদ্যদান)

নকু। (মদ্য পানানন্তর) এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্‌য়ে দিলেম, তাঁতি সোনার বেণে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুপঞ্চে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ কর্‌বো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত কর্‌বো?

"—the mind and spirit remains
Invincible, and vigour soon
returns."

নকু। রোগে জর্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম না লিখ্‌য়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্ত্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন খায় নি অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক রোগের আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন্‌ শালা তোমার কথার উত্তর দেয়—মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশবীজ বপন কর্‌বো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ্য পান করিয়া) আমি ত কাজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলি না—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান-নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মান্‌সের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মর্‌বো—এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো তা বলো, আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারিণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে—এ সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা ধরে ছেড়ে দেওয়া অতি ভীরুতার কর্ম্ম—

—"To be weak is miserable
Doing or suffering."

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারিণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ের অপরাধ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লানটিন্‌ দেখ্‌য়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাঁহাদিগের বঙ্গ-

দেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গ-সমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বনিতার ব্যভিচার দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন; কত যুবক রমণীর কুচরিত্রজাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্ করে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন বিবাহ হইতে আবষ্টেন্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা কর্‌বো না।

নিম। দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর্. মেডিকল্ সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

"Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain."

নকু। তুই দেখিস্ আমি ত্বরায় সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নিম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা —তিনি বিশ বৎসরে যে কার্‌গো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে—তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাট্‌ছেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন।)

অটলবিহারীর প্রবেশ

এস আমার মাখনলাল, মদের গোপাল, এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্য পান) অটল বাবা এক সিপ্ নাও—

অট। আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর ছাড়া যায় না—আমি সে দিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্‌লেম, তাতে আমার হেডেক্ হয়েছিল।

নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ ষ্টু হয়।

নকু। কেন?

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্‌পেন্ দাও।

অট। আমি তাও খেতে পার্‌বো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচ্‌ড়েচ? থুড়ি, সই করেচ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্ম্মিক, প্রত্যহ শিবপূজো করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। (অটলের হস্তে শ্যাম্‌পেন্ দিয়া) ঢক্ করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অটল। নকুল বাবু—খাব?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বই ত নয়—

নিম। জুড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্য পান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ?

অট। বেটি তিন-শ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।

নকু। কাঞ্চন আজ আস্‌বে কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্য পান) অটল শক্তির সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যাম্‌পেন্ খাও।

অট। নকুল বাবু চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ ত্যাগ করেছেন না কি?

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্রবিশেষ—এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্য পান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ তোর পায় পড়ি আমায় আর দিস্‌ নে—বাবা যদি জান্‌তে পারেন আমি মদ খেইচি তিনি গলায় দড়ি দেবেন।

নিম। তুমি নকুল বাবুর অনুরোধে খেতে পাল্যে, আমার অনুরোধে খেতে পার না? আমি তোমার সতাত বাপ? তুই যদি এক গেলাস না খাস্‌ আমি গলায় দড়ি দেব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না?

অট। না।

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড্‌, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

কাঞ্চনের প্রবেশ

নকু। একাকিনী নাকি?

নিম। (করজোড়পূর্ব্বক কাঞ্চনের প্রতি)

পুণ্য পুঞ্জ পন্ড দেবি সৈরিণি!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!
নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
সাধুপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!
নাস্তি ধর্ম্ম নাস্তি কর্ম্ম পাপিনি!
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট কাল সাপিনি!
দন্ডধার কীট কুন্ড বাসিনি!
বার বার লক্ষ জার নাশিনি!
নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনি!
পাপ তাপ পুষ্প মাল মালিনি!
ফেটনাখ্য গাড়ি ঘোড়ি হাঁকিনি!
উল্‌সনের ভোগ রাগ চাকিনি!
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি!
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি!
পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি!
লালমুন্ড হাড্‌ডিসার অঙ্গিনি!'

কাঞ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে?

কাঞ্চ। ও নকুল বাবু দেখ দেখি নিমে দত্ত আমায় বিরক্ত করে—মাইরি আমি ঐ জন্যে আসি নে—

নিম। খাও না একটু—(মদের গেলাস মুখে দেওন)

কাঞ্চ। তুই ভারি পাজি—যাদের কাছে এইচি তারা কিছু বল্‌চে না, তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি।

নিম। দুঃ বেটি কমবক্তি—

কাঞ্চ। তুই আমায় বেটি বেটি করিস্‌ নে বল্‌চি।

নিম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে?

নকু। কাঞ্চন, অটল বাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চো?

কাঞ্চ। অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়—উনি সাত দিন ভাঁড়ুয়ে এক দিন যান। উনি বড়মানুষ, আমরা গরিব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ও'র মানের খর্ব্ব হয়—আমরা নাচ্‌তে জানি নে, গাইতে জানি নে, কথা কইতে জানি নে, কিসে ও'র মনোরঞ্জন কর্‌বো?

অট। আমি যে কাল গিচ্‌লেম।

কাঞ্চ। চকিতের ন্যায়।

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে যেন হাঁড়িচাঁচা ডাক্‌তে লাগলো, এখন কথা কচ্চে যেন সেতার বাজ্‌চে।

নকু। অটল, কাঞ্চনের সঙ্গে একটু সম্ভাষণ কর।

অট। কাঞ্চন, তুমি ভাল আছ?

নিম। দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর—তোকে একটু মদ দিতে বলেচে—

অট। তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি—(এক গেলাস শ্যাম্‌পেন্‌ কাঞ্চনের হস্তে দান)

কাঞ্চ। তুমি আগে খাও।

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও।

কাঞ্চ। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) এই নাও।

অট। কেমন নকুল বাবু এইটুক খাই তা নইলে কাঞ্চনের অপমান হয়। (মদ্য পান)

নিম। তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।

নকু। আমরা তবে সরে দাঁড়াই।

নিম। অফর্ কল্যে না খেলে যে কত অপমান বাঞ্চৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা, ক্যাডোভরাস্।

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ করিস্ নে ভাই, তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি।

নিম। Amende Honorable — এই গেলাসটি খাও দেখি। (মদ্য দান)

অট। (মদ্য পান করিয়া) দেখ ভাই, সব খেইচি।

নিম। উত্তম বালক।

অট। আমার মাতাটা রুণ্ ঝুণ্ কচ্চে।

কাঞ্চ। রস আমি তোমার মাতায় একটু গোলাপজল দিয়ে দিই। (অটলের মস্তকে গোলাপজল দান)

নিম। দেখ বাবা যেন গঙ্গা যমুনা একত্র হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না।

নকু। কাঞ্চন একটি গাও না ভাই।

কাঞ্চ। (গীত, রাগ মুলতান, তাল আড়াঠেকা)

চলো লো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই;
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর,
পুড়ে হলো ছাই।

অট। আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে—বেশ গেয়েছে বিবিজান।

নিম। একটু ব্রান্ডি খা।

অট। না আমি স্পীরিট খাব না।

নিম। শ্যাম্পেন্ খেয়েচ অ্যাসিডিটী হবে —একটু ব্রান্ডি খাও অ্যাসিডিটীর আদ্যকৃত্য হয়ে যাবে।

অট। এখন আমার প্রাণ সুখসাগরে সাঁতার দিচ্চে, এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। (ব্রান্ডি পান)

নিম। That's like a good boy—

অট। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play—

নিম। And will be a dunce, like you, all the days of his life.

অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাঞ্চনের সঙ্গে এক বার নাচি।

নিম। পল্কা।

কাঞ্চন। আমি একটু বাগানে বেড়াইগে।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্টি।

অট। গেল কোথায়?

নিম। To do a thing which no one can do for her.

অট। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

[অটলের প্রস্থান।

নকু। এ গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে।

নিম। কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকা-গুনো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক্—তুমি দেখ্বে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।

"If consequence do but approve my dream
My boat sails freely, both wind and stream."

নকু। চলো একটু বাতাসে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা

গোকুলচন্দ্র এবং জীবনচন্দ্রের প্রবেশ

জীব। আমি ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস দুই তিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে!

গোকু। আপনার শাসন নাই।

জীব। কি করে শাসন করি—একটি বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি সানে আচ্‌ড়ে মাত্তেম—সেই বেশ্যামাগীকে বগিতে করে গড়ের মাটে বেড়ুয়ে বেড়ায়।

জীব। তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি—ছেলেকে শাসিত কল্যে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন—তাঁর বা অপরাধ দের কি, যে সুবোধ ছেলে, সচ্ছন্দে আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বল্‌তে দেয় না।

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা দেওয়া নয়, ওকে বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়।

জীব। আমি কি টাকা দিই, গিন্নি দেন—সে দিন গিন্নির বাক্সটা জোর করে খুলে দশ হাজার টাকার একখান কোম্পানির কাগজ নিয়ে গেল।

গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন দেকি, ছেল্‌টির জন্মের ত কোন দোষ নাই।

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে সন্দ হয় না—একেলে ব্যানেরা লেখা-পড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এ'দের ছেলেতে সন্দ হবে।—ব্যান্‌রে যা খুসি তাই করুন, আমার একটি কথা তোমার ভাই রাখ্‌তে হবে।

গোকু। আজ্ঞা করুন।

জীব। ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রাত্রে তোমার কাছে এসে পড়াশুনা কর্‌বে—আমি তোমার নিন্দা কত্তেম—তুমি জাত মান না, ব্রহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি কর্‌বের সুযোগ কর—কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব বিপরীত—বল্‌বো কি মদ খায়, বেশ্যাবাড়ীতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মিল—গুওটা এসব ছেড়ে যদি তোমার সঙ্গে মিশে গোরু খায় তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হই নে—তুমি যা ভাল বোঝ ভাই তাই কর—আমার ছেলে, তোমার দাদার জামাই—অধঃপাতে গেলে শুধু আমার যাবে না।

গোকু। আমায় বল্‌চেন আমি নিয়ে যাব, কাজকর্ম্ম শেখাবার চেষ্টা কর্‌বো—কিন্তু ফল দর্শে এমন বোধ হয় না—কারণ ও গোড়ায় বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড় মানুষের ছেলে।

জীব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্যেই ও শুধ্‌রে যাবে। অটলকে আমি আস্‌তে বলিছি।

গোকু। আমি তাকে শোধ্‌রাব কি সে আমায় বেগ্‌ড়াবে তা নিশ্চয় বলা যায় না।

জীব। লেখা পড়া ভাল করে শিখ্‌লে না, কিন্তু তবু ইংরিজি কইতে পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।

অটলের প্রবেশ

অট। গুড মর্নিং—আপনি আমায় নাকি ডেকেচেন?—আমি শীঘ্র যাব।

গোকু। দেখ অটল তুমি সম্বংশজাত ভদ্র-সন্তান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তোমার উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।

অট। বাবা বুঝি লাগ্‌য়েচেন?

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে—তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি মাজিস্ট্রেট হবে, লেফটেনান্ট গবর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা কর্‌বে, দুঃখীদের প্রতিপালন কর্‌বে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া।

অট। বাবা যদি এখানে না থাক্‌তেন আমি আচ্ছা জবাব দিতেম।

জীব। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুমি ত বাবা অবুজ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, তোমার কি ওগুলো ভাল দেখায়।

অট। কোন্‌গুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, তার পর আমি জবাব দিতে পারি ভাল, না হয় হার মেনে উঠে যাব।

গোকু। তুমি অসৎসঙ্গ ছেড়ে দাও।

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গ কর্‌চি একটা দেখ্‌য়ে দাও আমি এখনি তাকে ত্যাগ কর্‌চি।

গোকু। তোমার সকলি অসৎসঙ্গ।

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে বড় মন্দ লোক!—নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়—

অট। তুমি মদ খাও না?—বিশ্বনাথ লা'দের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে পারি। কেন বাবার সুমুখে বল্‌তে বুঝি লজ্জা হয়।

গোকু। আমি যখন মদ খেতেম কারো ভয় করে খেতেম না, সুরাপান-নিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রে আমি মদ একেবারে ছেড়ে দিইচি। মদ অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করিচি।

অট। অনেক খরচ পড়ে ব'লে ত্যাগ করেচেন।

গোকু। সে কারণ হলেই বা দুষ্য কি—টাকা অকারণ মদে অপব্যয় না ক'রে সৎকর্ম্মে ব্যয় কল্যে ইহকালেরও ভাল, পরকালেরও ভাল।

অট। আমার আর কি দোষ?—"গুলো" বল্যেন যে—চট্ চট্ ক'রে বলুন আমি বিদায় হই।

গোকু। তোমাকে সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্য হ'তে হবে।

অট। নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারিণী সভা না স্থাপন কল্যে কোন ভদ্রসন্তান সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হবে না।

গোকু। সে পাজি ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও—তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান।

অট। আমার উচিত নয়।

গোকু। কেন?

অট। কারণ আমার টাকার কমি নেই—আমার শ্যাম্পেন্ কিন্‌বের ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক্।

জীব। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে।

অট। তা হ'লে আমি বেহ্ম সভায়ও নাম লেখাব।

জীব। তা লেখাস্।

অট। গোকুল বাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘষেমেজে রূপ কখনই হয় না।

গোকু। উনি তোমার পিতা, ওঁর সুমুখে এরূপ কথা বল্‌চো।

অট। তিলটি পড়্‌লে তালটি পড়ে, ঘাঁটালেই বল্‌তে হয়।

জীব। গোকুল বাবুর হৌসে তোমাকে যেতে হবে।

অট। আমি ত রোজই সে দিকে যাই।

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় আমার হৌসে যেতে হবে, আমি তোমাকে হৌসের কাজ শেখাব।

অট। আমি রোজ রোজ যেতে পার্‌বো না, যে দিন অবসর পাব সেই দিন যাব।

জীব। তোর আবার অবসর কি? তোর জ্বালায় আমি কি আত্মহত্যা হবো।

অট। এই উনি নাকে কাঁদেন।

জীব। দেখ্ অটল তুই যদি গোকুল বাবু যা বলে তা না শুনিস, আমি নিশ্চয় গলায় দড়ি দেব।

অট। দ্যাও, তেরাত্রে শ্রাদ্ধ কর্‌বো।

জীব। দেখ্‌লে গোকুল বাবু, গুওটার কথা দেখ্‌লে। গোকুল বাবু, তুমি ওকে কখন ছাড়বে না—ওকে তোমায় দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁসি দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।

অট। কাঞ্চন যে বলে—(জিব কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যে নয়—

বের্‌য়ে এলেম্ বেশ্যা হলেম্
কুল কল্যোম্ ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা
ধম্‌কে কথা কয়।

জীব। হয় তুই মর্, না হয় আমি মরি।

অট। মর্ মর্ কচ্চো মার কাছে বলে দেব, তখন মজাটি টের পাবেন।

জীব। আমি তোর পিতা, পিতা পরম গুরু, পিতার প্রতি এমনি উত্তর—পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করে-ছিলেন।

অট। বড় কাজ করেছেন!

গোকু। তোমার কথাগুলিন অতি কর্কশ, আর তোমার কিছুমাত্র সহৃদয়তা নাই—এ সকল কুৎসিত দলে থাকার ফল।

অট। কুৎসিত দল ত ত্যাগ কর্‌য়েচেন, আর কি কত্তে হবে বলুন।

গোকু। সে বেশ্যাবেটীকে তোমার ত্যাগ কত্তে হবে।

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজ্‌য়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভর্‌তি হন—

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা কারে কি বলিস্, উনি যে তোর শ্বশুর হন—আমি কোথায় যাব তোর জ্বালায়, তোর কি লেখা পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে!

অট। আমি ভব্যতাও জানি, সভ্যতাও জানি—আমায় রাগালে আমি সব ভুলে যাই—

জীব। উনি মন্দ বল্‌চেন কি? বেশ্যা

রাখলে লোকে নিন্দা করে, তাই ছেড়ে দিতে বল্‌চেন।

গোকু। বেশ্যা রাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ যাদের স্ত্রী আছে তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণহৃদয়, স্ত্রীহত্যাপাতকী।

জীব। ব্যাই তোমায় বল্‌বো কি, মাসে মাসে মাগীকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে হয়।

অট। সে টাকা তুমি দাও, না আমার মা দ্যায়?

জীব। তোমার মা উপপতি ক'রে এনে দেন—যা গুওটা আজ হতে তোকে আমি ত্যজ্যপুত্র কল্যেম।

[জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান।

গোকু। তোমাকে ত্যজ্যপুত্র হতে হ'বে।

অট। ও রাগ কিছু নয়—মার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর কর্‌বেন।

গোকু। তবে তোমার মা-ই তোমার মাতা খাচ্চেন।

অট। আমি যাই মহাশয়—আমি কাঞ্চনকে নিয়ে রামলীলে দেখ্‌তে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। কুমুদিনীর শয়নঘর

কুমুদিনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ

কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দে মর্‌বো।

সৌদা। আস্তে বলিস্, মা শুনলে রাগ কর্‌বেন।

কুমু। করুন্ গে—সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি—দেখ দেখি ভাই রক্ত মাংসের শরীর ত বটে, ঠাকুরজামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়, চক্ যে ছল্ ছল্ কত্তে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুধের সাধ তো ঘোলে মেটে না, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্ নে—তুই যে ভাতারকাম্‌ড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি, ঘরে এসে একটা ঠাকুর-জামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওটে কি না সন্দ।

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার একদিন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক মাগীকে রাখে।

কুমু। দূর্ মড়া, তোর আজ্‌গবি সাধ দেখে আর বাঁচি নে।

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন ক'রে বশ কত্তে হয়।

কুমু। তোর বশের যদি এত জোর, তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখা না?

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই বল্‌চিস্।

কুমু। তুই নাকি বশের বড়াই কচ্চিস্ তাই বল্‌চি—পোড়া কপালের দশা দেখ্ দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি এক দিন তাকে ঘরে দেখতে পেলেম না, এক মরে যায় জান্‌লুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।

সৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন্ কালে কালেজে পড়্‌লে? আদরের ঢেঁকি কালেজে নিলে না, তাই গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাত উল্‌টিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েচ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি পড়ার দোষ।

কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিশ টাকা ক'রে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের ভট্‌চায্যি হয়ে বেরিয়েচে, এরা কি মাগকে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো ক'রে ডাক্‌তে থাকে?

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়্‌লে রীত বিগড়ে যায়।

কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর তোমার দাদার খাস্ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে তারাই বলে। গোকুল কাকার মত নোকদের দেখ্‌লে এমন কথা কখন বল্‌তো না—ছোট খুড়ীর বেয়ারাম হ'লে গোকুল কাকা সাত দিন হোসে যান নি. কেমন চরিত্তির কারো দিকে উঁচু নজরে চান না।

সৌদা। কি জানি ভাই।

কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো?

সৌদা। দাদার ভাই কেমন পির্‌বিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই সুঁট্‌কো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস্ তার হাত পা গুণো যেন বাকারি।

কুমু। সে কি আমার ঠাকুরঝি তাই আমি তাকে দেখ্‌তে যাব?

সৌদা। তুই ভাই ঠাট্টা বই আর জানিস্ নে।

কুমু। তোর যে অন্যায়, সে হলো বাজারে বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি সাঁকারি তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌বো, আর তুই বা কেমন ক'রে দেখ্‌লি সোনাগাছী গেচ্‌লি না কি?

সৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে না।

কুমু। এর আর পারাপারি কি, তুই যে খবর বল্‌চিস্ হয় তুই সোনাগাছী গেচ্‌লি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—"সৌদামিনী, তুমি বেশ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা দ।"

সৌদা। তুই ভাই নিয়ে খুব টান্‌তে পারিস্।

কুমু। কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্তে পাল্যেম না—তুমি যে নবীন ছুক্‌রি রূপের ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।

সৌদা। তোর যা খুসি তাই বল্, আমি কথা কব না।

কুমু। মনের মত হ'লে কে কথা কয়ে থাকে ভাই?—মণি ধরে বস্‌লি নাকি? মুখে যে আর কথা নাই—ভেয়ের কোল না পেলে বোল ফুট্‌বে না। বুঝিচি—ডাক্‌বো না কি—হ্যাঁলো? (সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া)

বলো দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি?
নোন্দায়ের কোল কেন শোয় না ঠাকুরঝি॥

হা, হা, হা।

সৌদা। তুই ভাই এত রঙ্গও জানিস্।

কুমু। কাঞ্চনীর ও কথা কোথা শুন্‌লি?

সৌদা। তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা এক দিন বিকেল বেলা কাঞ্চনকে বৈটকখানায় এনে-ছিলেন—

কুমু। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না?

সৌদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন না—তিনি এখন এক এক দিন কাঞ্চনকে গাড়ীতে ক'রে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন—বাবা কত দিন দেখেছেন।

কুমু। তার পর।

সৌদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় বাড়াবাড়ি কত্তে নাগ্‌লেন, কাঞ্চনের গলা ধরে বারেণ্ডায় এসে নাচ্‌তে নাগ্‌লেন, পাড়ার সব লোক জড় হলো—ও বাড়ীর বড় কাকা এসে দাদাকে বক্‌তে নাগ্‌লেন আর কাঞ্চনকে গালাগালি দিলেন—সে বেটী কস্‌বি, বড় কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফির্‌য়ে গাল দিলে, বড় কাকা রাগ ক'রে বেটীকে বাড়ী থেকে বার্ ক'রে দিলেন। বেটী দাদাকে কত গাল দিয়ে গেল, আর বলে গেল, "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা, তা নইলে এই পর্য্যন্ত।"

কুমু। বেশ হয়েচ্‌লো, তবে বেটী আবার এলো কেমন করে?

সৌদা। আগে বরং ছিল ভাল, এখন আরো সর্ব্বনাশ হয়েচে।

কুমু। কেন? কেন?

সৌদা। কাঞ্চন বের্‌য়ে গেলে দাদা সাপের মত গজ্‌রাতে নাগলেন আর বড় কাকাকে শালা বাঞ্চৎ ব'লে গাল দিলেন; বড় কাকা বাবার কাছে বল্‌তে গেলেন।

কুমু। কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।

সৌদা। বড় কাকা বের্‌য়ে গেলে দাদা একটা বন্দুক বার ক'রে বল্যেন, এখনি গুলি খেয়ে মরবো—

কুমু। মা গো, শুনে জ্বর আসে।

সৌদা। মার ভাই একটি ছেলে, তিনি তখনি বাইরে গিয়ে হাত ধরে বাড়ীর ভিতর

আন্‌লেন — দাদা কি তা শোনেন, মা কত বল্যেন, এমন পরীর মত বউ ঘরে রয়েছে, দাদা বল্যে, "আমার কাঞ্চনকে এনে দাও, তা নইলে গুলি খেয়ে মর্‌বো, নয় গঙ্গায় ডুবে মর্‌বো, নয় কাশী চলে যাব—"

কুমু। তাই কেন কত্তে দিলেন না।

সৌদা। বাবা এসে কত বুঝুলেন, তা কি তিনি শোনেন—বেটী ভাই দাদারে কি করেচে, বেটী হয় তো যাদু জানে—

কুমু। তোমার মা যে যাদুমণি যাদুমণি করেন, তাই লোকে এত যাদু করে।

সৌদা। বাবা তো আর যাদুমণি যাদুমণি করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না —বাবা কত রাগ কত্তে লাগ্‌লেন, বল্যেন, এমন সোনার সীতে ঘরে রয়েছে, তবু এ নিন্দে না কুড়ুলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্যেন, "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।"

কুমু। এমন পোড়া কপালের হাতেও পড়িচি!

সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা নাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদ্দে নাগ্‌লেন্‌ আর বাবারে কত গালাগালি দিলেন। তার পর মার কান্না দেখে দাদার চিক্‌রুনি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাক্‌য়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠ্‌য়ে দিলেন।

কুমু। তবে আর ঠাকুরুন আমায় আন্‌লেন কেন?

সৌদা। মা তার পর কাঞ্চনের হাত দুটি ধরে বল্যেন, "মা, তোমার হাতে ছেলে সঁপে দিলেম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপালহারা হই নে।"

কুমু। অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়।

সৌদা। মার ভাই সাত নাই পাঁচ নাই, এত দৌলৎ, একটি ছেলে, যে আব্‌দার ন্যায় তাই শুন্‌তে হয়।

কুমু। তুই তবে একটি উপপতির আব্‌দার নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে, তোর আব্‌দারও শুন্‌বেন।

সৌদা। তুই এত রসিকতা জানিস্‌, দাদার ত কিছু কত্তে পারিস্‌ নে।

কুমু। তোমার দাদা যে ষণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে—শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে রেখেচ্‌লো, ওমিনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্‌বে, কেবল তাই দেখে—বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণটা হয় ত বাঁচি।

সৌদা। কাঞ্চনকে দেখ্‌বি? যখন সে গাড়ীতে ওঠে, ছাদ্‌ থেকে দেখা যায়—দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচ্‌য়ে দেন, মাইরি।

কুমু। তুই বুঝি নুক্‌য়ে নুক্‌য়ে দেখিস্‌, আর ভাবিস্‌, কি ছাঁ—ই বেরালে মেরেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈঠকখানা

অটলবিহারী এবং কাঞ্চনের প্রবেশ

কাঞ্চ। তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।

অট। জানি! জানি! তার উপর এত রাগ কচ্চো কেন জানি।

কাঞ্চ। ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হ'লে আমার বড় ভয় করে।

অট। কেন জানি, আমি তোমায় যে দিন থেকে রেখিচি, সেই দিন থেকে নিমচাঁদ তোমায় ত মাসী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হ'লে নিজের মাসী বড় জ্ঞান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী।

অট। না, জানি, সে আমার বুজম্‌ ফ্রেন্ড, জানি সে আমায় বলেচে, ফ্রেন্ডের মেয়েমানুষ মাসীর মত দেখ্‌তে হয়।

কাঞ্চ। আমার কপালে বন্‌পো উপপতিই ঘটে—প্রিয়শঙ্কর যখন আমায় রাখ্‌লে, তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তার পর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী কল্লেন; পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে, তুমি আমায় যা বল্‌তে, তা মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।

অট। (গীত) "হায় কি কল্যে মাসী বলে

হায় কি কল্যে মাসী বলে”—তুমি যে মালিনী মাসী—হিরে মালিনী ফিরে চাও—জানি (কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমায় মেরে ফেল জানি, তোমার মুখ দেখে আমি মরে যাই, জানি।

কাঞ্চ। এই যে অটল, রসিকতা শিখিচিস্।

অট। না শিখ্‌বো কেন বাবা—সহরের প্রধান চিজ্ কাঞ্চনমণি মাতায় ধরিচি।

দামার প্রবেশ

দামা। গাড়ী তোয়ের হয়েছে।

অট। এস জানি, তোমায় তুলে দিয়ে আসি—আমার আঁচল দিয়ে তোমার পা পুচ্‌য়ে নেবো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

সাবাস্ সাবাস্ বেশ পয়ার হয়েছে।

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

দামা, মেজ্‌টা সাফ কর্।

[অটল এবং কাঞ্চনের প্রস্থান।

দামা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই, কিতেবও নেই। এক এক বেটা বাবু আছে এম্‌নি কঞ্জুস, বাজারের পরতাল দেয়—যেমন কাপ্‌টে বাবু তেম্‌নি কসাই চাকরও আছে। নবীন বাবু দুদিন অন্তর একটি ক'রে পয়সা দেন সুপারি আন্‌তে, বাবুর খানসামা সেটি মাল ক'রে ক'সো পেয়ারা শুক্‌য়ে কেটে সুপারি করে দেয়, বাবুর মন্দ বল্‌বের যো নাই, তা হ'লে খানসামা ওম্‌নি বলবে, এক পয়সার ভাল সুপারি এক দিন বই হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেচেন, কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

অটল এবং নিমে দত্তের প্রবেশ

নিম। তোমাকে আজ থেকে ইণ্ডিয়ান্ বাইরন্ বল্‌বো—(চেয়ারে উপবেশন)

অট। (উপবেশন করিয়া) বড় মজাদার রাইম হয়েছে—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

নিম। আর এক লাইন্ বাড়্‌য়ে দেওয় যাক্—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

অট। ব্রেভো, ব্রেভো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

আমি কেন বলি না, দাও ব্র্যাণ্ডি পানী—

নিম। তা হ'লে ও লাইনের বিউটি রইলো কোথা? পাণি অর্থে হাত, দাও পাণি, দাও হাত, কি না বিয়ে কর—

অট। সাবাস্, সাবাস্, লেগে যা রে গুরো —জানি, আমাকে বিয়ে কর, মালিনী মাসী আমাকে বিয়ে কর—ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না—

নিম। ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়—

অট। বেস্ বেস্ ডবোল বেস্—দামা, ব্রাণ্ডি আন—

[দামার প্রস্থান।

ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়।

ভোলাচাঁদের প্রবেশ

ভোলা। (নিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিয়া) আনার্ড সার্, স্মেল্ সার্, আই স্মেল্ সার্, ইউ স্মেল্ সার্, আনার্ড সার্, স্মেল্ সার্, ওল্‌ডো টম স্মেল্ সার্—

নিম। তিনি হন কে?

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

ভোলা। সান্ ইন্‌লা সার্—স্মেল্ সার্, কানট্রি স্মেল সার—বাড়ী থেকে কানট্রি খেয়ে বের্‌য়েছিলেম, রেলওয়ের ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ বাবুরো, ফ্রেণ্ডেস্ সার্, ওল্‌ডো টম্ খাইয়ে দিলে—মিক্‌সেড্ সার্, এক্সকিউজ্ সার্, আনার্ড সার্—

নিম। মুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই কূর্ম্ম অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?

ভোলা। ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌লা সার্ —ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—(নিমচাঁদের

পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—আই সান্ ইন্‌লা সার্।

অট। তুমি কি এখন এলে?

ভোলা। ইয়েস্ সার্।

অট। শ্বশুরবাড়ী এখন যাও নি?

ভোলা। ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(অটলের পদধূলি গ্রহণ)। এক্সকিউজ সার্, সান্ ইন্‌লা সার্।

নিম। তুমি বাপু এত অল্প বয়সে মদ ধল্যে কেন?

ভোলা। গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে—গুলি ইজ্ ভেরি ব্যাড্ সার্।

অট। তুমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাও, আবার তাঁরা ভাবান্বিত হবেন।

ভোলা। নট্ সার্, ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার, হিয়ার লিভ্ সার্।

অট। গোকুল বাবুর বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমি এখনি সেখানে যাব—

ভোলা। আই জাইন ইউ সার্, আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের্ ইউ গো আই গো, সান্‌ইন্‌লা জাইন ফাদার্ ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার্—

নিম। তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ মাতার মাঝখানে সিতে, গায় নিমুর হাফ্-চাপ্‌কান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যা-সাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোল-মোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্‌টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আস্‌তে কিনেচো, ফিতের বদলে রুপার বগ্‌লস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—

ভোলা। ফাদার ইন্‌লা গিভ্ সার্—ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—

নিম। জামাই বাবু, ত্বরায় শ্বশুরবাড়ী যাও, তুমি যে বাহার দিয়ে এয়েচো, তোমার বিরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কত কাঁদ্‌চে—

ভোলা। ইয়োর ডাটার্ ইজ্ নাইন্ মন্থেস্, ইয়োর ডাটার ইজ নাইন মন্থেস্ সার্—

অট। ন মাস কি রে, পোনের ষোল বৎসরের হবে।

নিম। দূর ব্যাটা গর্ভস্রাব, ও বল্‌চে ন মাস গর্ভবতী—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্, প্রেগ্‌নাণ্ট সার্—ইয়েস্ সার্।

দামার প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাদি রক্ষা

নিম। "Man being reasonable
must get drunk
The best of life is but
intoxication."

মাসীর হেল্‌তো পান করি। (মদ্য পান)

অট। মালিনী মাসীর হেল্‌তো খাই। (মদ্য পান)

নিম। জামাইবাবু একটু খাও।

ভোলা। আই ইট্ ইন্ প্রেজেন্স ফাদার্ ইন্‌লা?

[এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান।

অট। ছেল্‌টি বেতরিবৎ নয়।

নিম। পুরির রাজা চলিত বিষ্ণু, এবং তাঁর রাণী চলিত লক্ষ্মী, রাণী এক এক দিন জগন্নাথের কাছে রাত্রে কেলি কত্তে যান, জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বিহার কত্তে পারেন না, রাণীও ভাশুরের কাছে মুখ খুল্‌তে পারেন না, পাণ্ডারা রাণীর আস্‌বের আগে বলরামের মুখে একখানা কাপড় দিয়ে রাখে—জগন্নাথ বেতরিবৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রসকেলি করেন—জামাইবাবুর সেইরূপ তরিবৎ।

ভোলাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

ভোলা। কম্ সার্, সান্ ইন্‌লা কম্ সার্।

নিম। তুমি গুওটা যে এক গেলাস রম খেয়েছ, তুমি সান্ ইন্‌লা কেমন ক'রে, তুমি বৈবাহিক। দামা মদ ঢাল—(মদ্য পান) আবার ঢাল—পানী দেও মৎ—গুওটা পান্তা ভাত ক'রে ফেলেছে—তোর বাবুর বাড়ী কি আমি আরান্দো খেতে এইচি? (মদ্য পান) হুঁ, হুঁ, আবার ঢাল—

অট। তুই ভাই গেলাসটা ফেলে দে, বোতলের কানায় খা।

নিম। "A Daniel come to
Judgement! yea, a Daniel!—
O wise young Judge, how do
I honor thee!"

আচড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিয়া বোতলের কানায়
মদ্য পান

I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, দেখ বাবা, সব খেইচি।

ভোলা। আই ডু ক্যান্‌ সার্‌, বটল সার্‌—

নিম। চুপ্‌রাও You wicked urchin, গুওটা সার্‌ সার্‌ ক'রে মাতা ধর্‌য়ে দেছে—ফের যদি সার্‌ সার্‌ করবি, এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠাব—

ভোলা। নো সার্‌, সান্‌ ইন্‌লা সার্‌, ডেড্‌ সার্‌, ইয়োর ডাটার্‌ সার্‌, উইডো সার্‌, ইলেভেন্‌ ডেজ্‌ ডু সার্‌, হাঙ্গ্রী সার্‌, দিস্‌ সাইড্‌ সার্‌, দ্যাট্‌ সাইড সার্‌, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট্‌ সার্‌।

অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, যখন খেতেম না, তখন সব শালারা আগে আমায় দিত—

ভোলা। আই গিভ্‌ সার্‌—(মদ্য দান)

অট। চিরজীবী হয়ে থাক্‌। (মদ্য পান)

রামমাণিক্যের প্রবেশ

এস এস, রামমাণিক্য বাবু এস—(মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা ধেনো খেয়ে মরেচে, ব্যাটা বিক্রমপুরে বাঙ্গাল—

রাম। আপ্‌নারা তঃ কলকত্থাই—বাঙ্গালের দেনো মদ বালো।

নিম। (রামমাণিক্যের হস্তে এক গেলাস ব্রান্ডি দিয়া) খা ব্যাটা, একটু বিলাতী মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্‌ তোর শ্রীপাঠ বিক্রমপুর ত'রে যাক্‌।

রাম। জোবর তো—এত পান কর্‌বার পারমু ক্যান্‌?

অট। ব্যাটা দুটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, আবার বল্‌চেন পার্‌মু ক্যান্‌—দেখ দেখ, ব্যাটা গেলাসের উপর কি মন্ত্র পড়চে।

রাম। হোদন্‌ করে লইচি—

নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রান্ডি, মন্ত্রের ধুম দেখ, ভাদ্রবয়ে'র কাছে শোবেন, মাজে একটা বালিস দিয়ে—দে ব্যাটা গেলাস দে—(গেলাস গ্রহণ)

অট। না হে দাও। (গেলাস দান)

রাম। বান্ডিল খাইমু তো বতোল চিবায়ে খাইমু। (বোতলের কানায় মদ্য পান) দ্যাহো দ্যাহো, বতোলে কি কিছু রাক্‌চি—হুক্‌না।

অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি কচ্চোলো—বাঙ্গালকে চেনা ভার—

রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান্‌? বাঙ্গাল সায়োরে ভাসে আস্‌চে নাহি? বিক্রমপুর কলকত্থা আষ্ট দিনের ব্যবধান, ক্যাবোল নিকট, ব্যাস্‌কোম্‌ কি?

ভোলা। বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল—
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল—

রাম। পুঙ্গির পুত্‌ কেডা! হিট্‌কাইচেন্‌ আর খ্যাপাইবার লাগ্‌চেন্‌—দ্যাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইর কর্‌তাম, আর অমাবস্যা দেক্‌তেন—হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বল্লুক, বুত।

অট। রামমাণিক্য, আর এক গেলাস খা।

রাম। (মদ্যপান করিয়া) প্যাটে পোরে—জাল্‌তো। দগ্‌দো লোঙ্কা নি আছে।

নিম। ক'রে নিতে পার যদি।

রাম। বাজা মোটোর?

অট। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল, এ কি ভুনোর দোকান?

রাম। হালা দুইটা মোটোর দিবার পারেন না, ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।

নিম। রামমাণিক্য, তোদের দেশে মেয়েমানুষ আছে?

রাম। স্বচ্ছন্দ।

নিম। পটে?

রাম। কলকত্থাই স্থ্যিয়া লোক না!

নিম। আমরা তোদের দেশে যাব—ওর মেগের নাম কি?

অট। ভাগ্যধরী।

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদী তো প্রবীণ।

নিম। ষ্টীমারে যাবো, তোর ভাগ্যধরীকে আন্‌বো—

রাম। হালা বাই হালা, ই কি তোর কলকত্বাই মাগ, উমি লোকের লগে খরাপ কাম্ করবে—বাগ্যদরী বাইবাতার করবে, স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অট। তোর বাগ্যদরী তো সতী বড়—আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই দিচে—বাঙ্গাল কউস ক্যান্—এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকত্বার মত হবার পারচি না? কলকত্বার মত না কর্‌চি কি? মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি—এতো কর‍্যাও কলকত্বার মত হবার পারলাম না. তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি. আমি জলে জাপ্ দিই. আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বক্কোন করুক—

মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে

অট। ব্যাটা পাতি মাতাল, খুব মাতাল হয়েছে—ব্রান্ডি পান পাকা লোকের কাজ।

নিম। কবির উক্তি—

"Little Learning is a
dangerous thing
Drink deep or taste not the
Pierian spring."

এখানে প্যায়ারিয়ান অর্থে পিপে।

ভোলা। ইয়েস সার্. ব্রাঙ্কর্ড সার্, সান্ ইন্‌লা সার্—

অট। এমন কোন বিষয় নাই যে সেক্সপিয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় না।

নিম। তোমার কাঞ্চন যেমন সতী, এও তেমনি সেক্সপিয়ার।

অট। কেন, ল্যাম্প্রেয়ার আনো দেকি—

নিম। "A fool might once
himself alone expose
Now one in verse makes
many more in prose."

এর আবার ল্যাম্প্রেয়ার কি দেখবি, ও বাঞ্চৎ, বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?—

তার পর কি?

অট। তুইও মাতাল হইচিস্—

নিম। তোমার টেম্‌পরেচার্‌টা সমান করে নাও না বাবা।

অট। (মদ্যপান করিয়া) আমি হাজার খাই, মাতাল হই নে—দামা, বাঙ্গালবাবুকে খাটে শুইয়ে রেখে আয়।

নিম। (দামা কর্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য দেহ টানিতে দেখিয়া) "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং"—

"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাগড়ি
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।"

আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব শব রে"—Gone to "The undiscoverd country, from whose bourne No traveller returns—"

অট। তুই দেক্‌চি বাঙ্গালের বাবার বাবা হলি—

নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া) "This is my ancient;—this is my right-hand, and this is my left-hand."

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বল্‌চিস্ তার আর কোন সন্দ নাই—আমরা ও প্লে-টা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম—Merchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

নিম। That's blasphemy, I tell you, that's blasphamy—তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিস্ নে—তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল? তুই কোন্ ক্লাসে পড়িছিস?

অট। In the Baboo's class.

নিম। Rather in the King's hell, হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্ মাষ্টর জান্তো বড়মানুষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে,

আপনারাও পড়্‌বে না, কারো পড়তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ্‌ কেলাস ক'রে সব কেলাস থেকে রমানাথের এ'ড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—

ভোলা। আই রীড্‌ সার্‌—রীড সার্‌ রাইট সার্‌—লার্জো সার্‌, মিড্‌লিং সার্‌, স্মাল সার্‌—

অট। আমি এখন ঘরে ব'সে পড়ি।

নিম। মদের দোকানের ক্যাটলগ্‌?

অট। ঘরে পড়্‌লে বুঝি বিদ্যে হয় না?

নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে, সুন্দরও হবে—

অট। পেটও হবে—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্‌? প্রেগ্‌নাণ্ট সার্‌? হুজ্‌ সার্‌?

অট। তোমার শাশুড়ীর।

ভোলা। মাদার ইন্‌লা সার্‌ গুড্‌ সার্‌।

নিম। দামা ব্যাটা গেল কোথা? আর এক-বার স্নানযাত্রা কত্তে হবে।

অট। আবার খাবি, তোর পেটে কি হয়েছে আজ?

নিম। "The thirsty earth soaks
up the rain,
And drinks, and gapes
for drink again."

বারম্বার মুখব্যাদান করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন

অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো—নিমচাঁদ শুবি?—ও নিমচাঁদ! ঘুমো, ব্যাটা-চ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ

হাল্‌লো, হাল্‌লো, কেনারাম বাবু যে।

কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

নিম। তিনি হন কে?

আর। (হাতযোড় করিয়া) ডেপুটি মেজে-ষ্টার রায় বাহাদুর—হাকিম্‌।

নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে?

Canst thou not minister
to a mind diseas'd
Pluck from the memory
a rooted sorrow;
Raze out the written
troubles of the brain;
And, with some

কি ব'লে দেও না।

কেনা। আমি ডাক্তার নই!

নিম। হাকিম বল্যে যে—তুমি ডক্‌টর্‌ জন্‌সনের চিকিৎসা কর নাই?

কেনা। না।

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বল্‌তে
"Therein the patient
Must minister to himself."

ইনি কি তোমার মোসায়েব?

কেনা। ও আমার আরদালি।

নিম। তবে ওরে লেজে বে'দে এসেচেন কেন?

কেনা। তুই বাইরে যা।

[আরদালির প্রস্থান।

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার্‌, ঘটিরাম ডেপুটি সার্‌—

অট। ঘটিরাম কি রে?

ভোলা। ও'র নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম খেতাব দিয়েছে?

কেনা। এই জন্যে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না, আমার আরদালিকে গলা টিপে তাড়ুয়ে দিলে—আমার সাক্ষাতে আমায় ঘটিরাম বল্‌চো! মপোস্বালে আমরা কারো বাড়ী গেলে উ'চু আসনে বসি—

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়।

কেনা। আমার আরদালিকে কত মান্য করে—

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি সেলাম!

অট। ঘটিরাম নামটি পেলে কোথা?

কেনা। ভাই, বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি এক দিন মুচিরাম ফরিয়াদির নাম পড়্‌তে ঘটিরাম বলেছিলুম, আমার আরদালি, ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির? ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির? বলে ফুক্‌রাতে লাগলো, কিন্তু কেউ হাজির হলো না, আমি ভারি কড়া হাকিম, তখনি ঘটিরাম ফরিয়াদির মোকদ্দমা খারিজ ক'রে দিলুম, তার পর মুচিরাম

ফরিয়াদি, সে ব্যাটা সেইখানেই ছিল, বল্যে—ধর্ম্ম অবতার, এ মোকদ্দমা আমার, আমি বল্যেম, তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘটিরামের ডাক হলো, তখন কেন তুমি হাজির হলে না, সে বল্যে, তার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়—

অট। তুমি মুচিরামে ঘটিরাম পড়্লে কেন?

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়্তে পারি, কিন্তু ভাই, মপোস্বালে গিয়ে দেখলেম, হাতের লেখা সেরূপ নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ' লেখে টয়ের মত, তাইতে ভুল হলো।

নিম। তবে ঢল্য়ে এসেছ?

কেনা। ঢলাবো কেন? আমি খুব সপ্রতিভ, হাকিমও খুব কড়া—পেস্কার বল্যে, ধর্ম্ম অবতার, ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখ ভারি ক'রে বল্যেম, তোম্ চুপ্ রও, আর বল্যেম, মুচিরাম কখন নাম হ'তে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক্ না? কায়েতরাম নাম হক্ না? তার মোকদ্দমাটি গ্রহণ কল্যেম, কিন্তু যে লিখেছিল, তার চসম্নামাই হলো।

অট। আর সেই দিন হ'তে তোমার নাম হলো ঘটিরাম।

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বল্তে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাছারি আস্তে হ'লে বলে, ঘটিরামের কাছারি যাচ্চি। আমি কাছারিতে ইস্তেহার লট্কে দিলেম, যে ঘটিরাম বল্বে, তার মেয়াদ দেব—

নিম। কোন্ ধারা অনুসারে?

কেনা। আমরা হাকিম, যে ধারা খাটাতে ইচ্ছে করি, সেই ধারা খাটাতে পারি। এক দিন এক জন মোক্তার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়াতে আমায় বল্যে, "কেব্লা হাকিম, যা খুসি তাই কত্তে পারেন"—আমার ভারি রাগ হলো, ভাব্লেম, কাছারির মাজখানে আমাকে কেব্লা হাকিম বল্যে, তৎক্ষণাৎ কনটেম্‌টো আফ্ কোর্ট ব'লে তার জরিমানা কল্যেম—সে বল্যে, ধর্ম্ম অবতার, অপরাধ কি? আমি বল্যেম, তুমি আমাকে কেব্লা হাকিম বলেছ—

অট। কেব্লা বুঝি বোকাটে?

কেনা। না হে না, কেব্লা মানে মহাশয়, পেস্কার আমায় ব'লে দিলে, তা কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আমি ভারি কড়া হাকিম, আমলার কোন কথা শুনি না।

নিম। "You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you." তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটি আছে?

কেনা। ঘটিরাম আর কারো কপালে ঘটে নি—ঘটিরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে বল্যে, ইংরাজিতে যারা খুব লায়েক, তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।

নিম। কেব্লা হাকিম চুপ কর, তোমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—

ভোল। ঘটিরাম ডেপুটি সার্, কেব্লা হাকিম সার্, ইংলিস সার্, রীড্ সার্, গুড সার্—

অট। ডেপুটি বাবু ইংরিজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন?

নিম। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি মাজিস্ট্রেটও হ'তে পারে না।

নিম। আর কালেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হ'তে পারে, কেব্লা হাকিমও হ'তে পারে—বাবা, সুক্তলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি—তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরিজি জানে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English বাবা! ছেলের হাতে পিটে নয়—কি খাবে বাবা বলো তো—Claret for ladies, sherry for men and brandy for heroes.

কেন। অটল বাবু, আমি যাই—

অট। ব'স না, তোমায় কি জোর করে খাইয়ে দেবে? He is a tatler.

নিম। দূর ব্যাটা Idler—তোর বাবার ভাষায় বল্—দেখুন দেখি মহাশয়, ব্যাটা হেলে ধত্তে পারে না, কেউটে ধত্তে যায়—

কেনা। উনি মীন্ করেছেন টিটোট্লার।

নিম। তবে আমি ঘটিরাম ডেপুটি মীন করে তোমাকে শালা বলি। তুমি মদ্য পান করবে না কেন?

কেনা। আমি কখন খাই নে।

ভোলা। ইট্ সার্, ঈট্ সার্—

নিম। তোমার কি প্রেজুডিস্ আছে?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ কিছু নাই, আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক করেছে—

নিম। একটু মদ খাবে না কেন?

কেনা। হিন্দুদের কাছে তা হলে বড় মিথ্যা কথা বলতে হয়।

নিম। তুমি মুর্গি খাও?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ নাই, কিন্তু মুর্গি খেতে আমার বড় ভয় করে—

নিম। Arrant coward. তাড়কেশ্বরের দোকানের বিস্কুট খাও?

কেনা। কোন্ তাড়কেশ্বর?

নিম। ভাল ঘটিরাম! মুসোলমানের দোকানের বিস্কুট, যারা তাড়কেশ্বরের দাড়ি রেখেছে।

কেনা। এক দিন দু দিন খাই।

নিম। তাতে মিথ্যা বলা হয় না?

কেনা। আমার ত প্রেজুডিস্ নাই, আমাকে পেড়া পিড়ি কেন? হিন্দুরা আমায় নিন্দে করবে, সেই ভয়তে আমি কিছু করি নে।

নিম। তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তি, মস্ত একটা হাকিম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্ম হয়েছ, তোমার কিছুমাত্র প্রেজুডিস নাই, আচ্ছা আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, অধর্ম্ম হবে বল্তে পার না, কারণ, তোমার প্রেজুডিস্ নাই—আর যদি আমার অফর গ্রহণ না ক'রে আমাকে ইন্সল্ট কর, থামের গায় ঘটি আচড়ে ভাংবো—

কেনা। অটল বাবু, আমি বাড়ী যাই—আরদালি! আরদালি! ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের আরদালি ওখানে আছে?

অট। ব'স না—তোমার যদি প্রেজুডিস্ না থাকে, তবে একটু খাও। তা নইলে ওর বড় অপমান হয়।

নিম। বাবা, কালেজে পড়ে বিদ্বান্ হয়েছ, ইংরাজি এটীকেট শিখেছ, একজন জেন্টেল্-ম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।

কেনা। আমি মহাশয় আঙ্গুলে ক'রে একটু গালে দিই (অঙ্গুলী দ্বারা মুখে মদ্য দান)।

নিম। Thank you কেব্লা হাকিম, Much obliged ঘটিরাম ডেপুটি।

অট। আঙ্গুল উঁচু ক'রে রয়েছ কেন?

কেনা। না, না—ঐ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ ছুঁইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে।

ভোলা। ফিংগার সার্, ওয়াশ্ সার্, প্রেজুডিস্ সার্, ফিয়ার সার্।

নিম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজুডিস্ আছে—তুমি ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হ'লে কেমন ক'রে?

কেনা। আমি প্রত্যহ সকালে উপাসনা করি, তার পর অন্য কর্ম্ম করি।

নিম। আচ্ছা বাবা, ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমি বুঝেছ কি?

কেনা। আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝতে পারি নি।

নিম। আচ্ছা বাবা, তুমি ব্রাহ্ম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, হাকিম, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করি, তুমি তার যথার্থ উত্তর দাও—কিন্তু বাবা ধর্ম্মত বল্তে হবে।

কেনা। আমি মহাশয়, মিথ্যা কথা কখন বল্বো না, মিথ্যা কথা বল্যে পরজরি হয়, পিনাল্কোডের ১৯৩ ধারায় পরজরিতে ৭ বৎসর মেয়াদ লেখা আছে—আমাকে যা জিজ্ঞাসা কর্বেন, আমি সত্য বল্বো। আমি হলোপ্ নিতে পারি, হলোপ আমার মুখস্থ আছে।

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য, সত্য ভিন্ন হইবে না"

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ্ নিয়েচ, এখন আর মিথ্যা বল্তে পার্বে না—তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা

আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ বলো? সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, যাঁর পূজা অগ্রে না কল্যে কোন দেবতার পূজা হয় না, মা শেতলা আছেন, যাঁর কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়, পুরুষোত্তমে জয়জগন্নাথ আছেন —"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে," বলো দেখি বাবা, তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very pointed.

নিম। সময় নাও, মনের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে বিচার কর, তার পর উত্তর দাও—বাবা, বউবাজারে কালী জিব মেল্যে আছেন—(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহ্বা দর্শায়ন) ফিরিঙ্গিরে ক্রিশচান, তবু তারা কালীকে ভয় ক'রে পূজা দেয়, তাহাতে তাঁর নাম ফিরিঙ্গি কালী—বলো বাবা, ভেবে বলো।

কেনা। আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না, আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—আমি কাল বল্‌বো। পরজরির শক্ত সাজা, পরজরিতে সেসান্ কেস হয়।

নিম। দূর ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গিয়াছে—যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র হচ্চে "একমেবাদ্বিতীয়ং," তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না বলতে কত ক্ষণ লাগে?

কেনা। একটি আদ্‌টি ঠাকুর হ'লে খপ্ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা এক দিনে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো একটা রাখ্‌বের মত হয়?

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির?—

কেনা। দেখ অটল, তোমার বাড়ীতে হাকিমের অপমান হচ্ছে, তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়্‌বে।

নিম। ওরে ব্যাটা, এটা কলকাতা, মপোস্বাল নয়—তুই তো ঘটিরাম, বিলাতে গেলে তোর বড় হাকিম্‌দের নিয়ে কি তামাসা করে দেখিচিস? না দেখে থাকিস, ভ্যানিটি ফেয়ার পড়্‌গে, কালেক্‌টার আফ বর্গলিওয়ালাকে কেমন ঘটিরাম করেছিল দেখ্‌তে পাবি।

কেনা। আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়—

নিম। কেবলা, মহাশয়, জনাব, হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, হাকিম, রায় বাহাদুর, বিচার আজ্ঞা হয়—

কেনা। আপনি কি হয়েছেন?

নিম। তোমার ফাল্‌সানির আসামী।

কেনা। অটল, ফ্যাল্‌সানি কারে বলে জান?

ভোলা। রেপ্ সার্, রেপ্ সার্, আই সার্, নো সার্।

নিম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া)

"Wine is the fountain of
thought; and
The more we drink,
the more we think."

বাবা, যদি সাইন্ কত্তে চাও তবে মদটা ধর।

কেনা। মদ খেলে লোকে আমায় নিন্দে করবে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্টু শান্ত বলে, আমি ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়ে ঝনাৎ ক'রে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—

নিম। তোমাকে যদি পাঁচ দিন আমি দখল পাই, তা হ'লে আমি ফরচুন করে নিতে পারি।

অট। কেমন ক'রে?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তার পর ছাপ্‌য়ে দিই, মপোস্বাল হতে শাম্‌লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা ওমনি—

অট। মেয়েরা ওমনি কেন?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্‌তে আসবে?

কেনা। মপোস্বালে আমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে পাইচালি করি আর মেয়েরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে—

নিম। আপনি কি বলেন?

কেনা। আমি বুঝি হাকিম হয়ে তাদের সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় হাল্কা বল্‌বে, যদি আমি মেয়েমানুষদের সঙ্গে কথা কই, তা হলে যখন এজলাসে বসে ফয়সালা কর্‌বো, তখন যে লোকে মনে মনে বলবে, "হাকিম শালা বড় লম্পট।"

অট। তুমি ইংরিজিতে ফয়সালা লেখ, না বাঙ্গালায় লেখ?

কেনা। ইংরিজিতে লিখি।

নিম। সাহেবরা বুঝতে পারে?

কেনা। সাহেবরা ইংরিজি বুঝতে পারবে কেন, আপনিই কেবল ইংরিজি বুঝ্‌তে পারেন?

নিম। আচ্ছা বাবা, তুই যে বড় ইংরিজি ইংরিজি কচ্চিস, একটা তর্‌জমা কর্‌ দেখি?

কেনা। যা বল্‌বে, আমি তাই তর্‌জমা কত্তে পারি—কালেক্‌টার সাহেব আমাকে কত কাগজ দেন তর্‌জমা কত্তে।

নিম। আচ্ছা কর দেখি—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—এর ইংরিজি কর দেখি বাবা, বিদ্যা বোঝা যাবে এখন—কি বাবা, বাগ্‌ দেখ্‌লে নাকি? কথা নাই যে।

কেনা। আর কবার বলুন।

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—বাবা, এ তোমার হলোপ্‌ পড়া নয়, এতে বিদ্যা চাই।

কেনা। আমি যখন তরজমা করি, তিন চার খান ডিক্সোনারি নিই আর এক একটা কথা মৎত্রুজম্‌কে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তর্‌জমা কত্তে পারি নে।

ভোলা। আই ডু ক্যান্‌ সার্‌—ডু সার্‌? সান্‌ ইন্‌লা ডু সার্‌?

অট। কর তো জামাই বাবু, তুমি যদি ঠিক কত্তে পার, তোমাকে আমি ডেপুটি বাবু করে দেব—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ কল্যেন।

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো অগষ্টো সার্‌—

নিম। তুই যদি সার্‌ বল্‌বি, তবে তোকে আমি ঘটিরাম কর্‌বো।

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্‌ দি ব্ল্যাক্‌ এইট্‌ ডেজ, কিষেণ্‌জি টেক্‌ বার্থ ইন্‌ দি বেলী আফ্‌ দৈবকী—

নিম। বাহবা জামাই বাবু—

ভোলা। সার্‌ নট সে সার্‌—-

কেনা। আবার বলো দেখি?

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্‌ দি ব্ল্যাক্‌ এইট ডেজ কিষেণ্‌জি টেক্‌ বার্থ ইন্‌ দি বেলী আফ্‌ দৈবকী। ঘটিরাম ডেপুটি নট্‌ ক্যান্‌ সার্‌।

কেনা। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বুঝি ব্ল্যাক্‌ এইট ডেজ্‌? তা তো হতে পারে না।

নিম। "Let such teach others
who themselves excel,
And censure freely
who have written well."

ডেপুটিবাবু, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইচি, তা একমুখে কত বল্‌বো, আপনি বড় লোক, আমাদের মনে রাখ্‌বেন, আপনার নাম আমার জপমালা হয়ে রইল; আপনার নামটি কি?

কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ।

নিম। ঘোষ?

কেনা। হাঁ।

নিম। কি ঘোষ, গয়লা ঘোষ, না কায়েত ঘোষ?

কেনা। কায়েত ঘোষ।

নিম। পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাত পুরুষ পাজি, তোমার আদিশূরের সভা পাজি—

কেনা। অটল ভাই, তোমার বাড়ীতে আমি থাক্তে চাই নে, সাত পুরুষ ধরে গাল দিচ্ছে—উঃ মাতাল হয়েছেন বলে ওঁকে ভয় কত্তে হবে—আরদালি! আরদালি!—তুমি আমাকে পাজি বল্‌বে কেন? তুমিও পাজি।

নিম। রাগ্‌ করো না বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো, বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র

পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—

অট। ব্যাটার মুখ যেন মন্টিতের দোকান।

নিম। সাবাস্ বাবা, বেশ বলেচো বাবা, লাক্ কথার এক কথা. পায়ের ধুলো দে, (অটলের পদধূলি গ্রহণ) এরে বলে উইট্—(অটলের দাড়ি ধরে) ওরে আমার রসিক ছেলে!—To resume the narrative—আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণানুসারে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন—উভয় বর্গের তুল্য মান, উভয় বর্গই সসম্মানে আহূত। রাজা কায়স্থ পঞ্চের একে একে পরিচয় লইলেন—মিত্রজ! ব্রাহ্মণঠাকুরদের সহিত কি সম্বন্ধ? আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণের ভৃত্য—Egregious ass! বসুজর কি? আজ্ঞে আমিও ঐ Another. ঘোষজ! আজ্ঞে ডিটো—A third and the silliest of them all—অধুনা মহারাজ যুধিষ্ঠির—বিষ্ণু—রাজা আদিশূরে তেজঃপুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন—দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর? দত্ত মহামতি গাত্রোত্থান করিলেন—(দণ্ডায়মান) এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—How nobly, how independently, how boldly said—সোভানুল্লা (বুকে চড় মারিয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ বাবা—কি Spirit, এরে বলি Moral courage—এমন মর্‍্যাল করেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বল্‌বো তার আবার কথা?—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—These words should be written in letters of gold—কেমন বাবা ঘটিরাম, হয়েছে?

কেনা। ঘোষজ Silliest হলো কেন?

নিম। Because he begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat you, who don't do what every sensible man does, namely, drink.

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় মহাশয়?

নিম। আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, ঐটি ছাড়ান দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।

অট। এই বার বড় মজা হয়েচে—যে ঘোষের নিন্দে কচ্চেন, সেই ঘোষের বাড়ীতে থাকেন—

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন?

অট। ঘোষেরদের বাড়ী বল্—

নিম। হুজুর! ঘটিরাম হুজুর! চক্ষু খুলে দেখুন, হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে তালিম কচ্চে—ঘটিরাম কেব্‌লা! শুনুন।

কেনা। আমি শুন্‌তে চাই না।

নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন করে?—ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামো পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিনতে পারে না—হুজুর! বন্দা মজুর, ধামারধামা দামার চাইতেও অধম!

অট। মর্‍্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিম। "Into what pit thou seest,
From what height fallen."

ঢুলে ভূমিতে পতন

অট। থাক্ ব্যাটা পড়ে থাক্।

কেনা। আমি এই বেলা যাই। আমায় গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে।

অট। আমিও যাব—বসো একত্রে যাই।

ভোলা। আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো আই গো।

অট। তুমি ভারি মাতাল হয়েছ, তুমি শোও গে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পারে না।

ভোলা। আই জাইন ইউ—

অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোও গে—দামা, জামাইবাবুকে শুইয়ে আয়—যাবার সময় তোমাকে ডেকে যাব।

[দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

কেনা। দত্তজা যদি মদ ছাড়েন, উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারেন—

অট। মদ ছাড়্‌লে কি হবে, ও যে ভারি লম্পট।

কেনা। মহেশ্বর বাবুর বন্‌ না বেঁচে আছে?

অট। আছে বই কি—সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইক্‌নেস্‌, তারে রেখে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।

কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠ্‌লে যাওয়া মুস্কিল হবে।

অট। ওকে নিয়ে যাই, গোকুল বাবুর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব—ওকে নিমন্ত্রণের কথা কিছু বল না।

কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে নিন্দে কর্‌বে—

নিম। "Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff; Beware নিমচাঁদ, Beware কাল্‌নিমে। কি বাবা ঘটিরাম Conspiracy কচ্চো।

কেনা। না মহাশয়, আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার উপর রাগ কর্‌বেন না মহাশয়।

নিম। আপনি এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম করেন?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করি, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়ী এসিচি। আপনি কি করেন?

নিম। আমি অটলের বৈঠকখানায় মদ খাই, এক্ষণে ঢুলে পড়ে রইচি।—মেসো মহাশয়, চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্‌।

অট। তুই ওঠ্‌, আর এক জায়গায় চল্‌।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল্‌ কোড্‌, এতে সব ক্রাইম্‌ আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড, গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে

অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায়
দ্বারপালদ্বয় আসীন

অযো। হামারা লিলাট্‌ মে ভগবান অ্যাছা দুখ লিখা হায়

রঘু। তুল্‌সি জন্মতোহিলিখ
দুখ্‌ সুখ্‌ সম্পৎস্যাৎ,
বেয়াধ্‌ ঘাটে যোঁ বয়েদ্‌
ছোঁ কলম গ্যাহে কেঁও হাৎ?

মন্‌মে ধীর রাখ ভাইয়া, লিলাট্‌ মে যো লিখা থা হো গিয়া।

অযো। হাম যো কাম্‌ কর্‌তে হেঁ ঐ কাম্‌ মে বখেড়া লাগ্‌ যাতা, কেত্তা রুপিয়া খরচ কর্‌কে সাদি কিয়া—

রঘু। ভগবান্‌ যব্‌ কৃপা করেগা থাক্‌মে শর্কর নিক্‌লেগা—

বিজু বন্‌ মিলে না লাক্‌ড়ি,
সায়র মিলে না নীর,
পড়ে উপাস্‌ কুবের ঘর
যোঁ বিপচ্ছ রঘুবীর।
বিন্‌ বন্‌ মিলে যো লাক্‌ড়ি,
বিন্‌ সায়র মিলে যো নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর
যোঁ স্বপচ্ছ রঘুবীর।

অযো। হামারা ভাইয়া অ্যাছা কাম্‌ করে গা কভী দেল্‌মে খেয়াল হুয়া নেই—ভাই হোকর্‌ ভাইকা রেণ্ডি লেকে ভাগ গেঁই? ক্যা বদ্‌বক্ত!

রঘু। মহারাজজি লিখা হায় কি নেই—
বধিক্‌ বধে মৃগবান ছোঁ।
রুধ্‌রে দেহেত বাতায়,
অংহিৎ অন্‌হিৎ হোতো হায়
তুলসি স্বরদিম্‌ পায়।
বাবুলোক আওতে হেঁ।

অযো। ভর্‌ভ্রষ্ট—

অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেনারাম এবং দামার
প্রবেশ

অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা।

অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন

নিম। (কেনারামের প্রতি) What fuss is this? Dead drunk. এ ত প্রসন্নর বাড়ী?

কেনা। না।

নিম। কোন্‌ দেবীর বাড়ী?

কেনা। গোকুল বাবুর বাড়ী।

নিম। কেউ রেখেছে?

কেনা। না—

কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন

নিম। তবে আমিও যাই। (যাইতে অগ্রসর)

অযো। তোমরা যানা মানা হায়।

নিম। আলবৎ যায়েঙ্গা—পব্লিক্ হোর কি না?

অযো। ক্যা?

নিম। পব্লিক হাউস কি না?

রঘু। তুমি কি বল্‌তেছেন গো?

নিম। Public house, free access.

রঘু। আছে, বাবুজির হৌস্ আছে—

নিম। বাইজির হাউস, আরো ভাল—ছেড়ে দাও বাবা, আমি বাইজির গান শুনবো—

উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দেখিয়া

"It is the east, and Juliet is the sun!
Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান।"

গোকু। নেকাল দেও বাঞ্চৎকো—

নিম। (গোকুলের দিকে চাহিয়া) Sing, Heavenly muse! তর্ হো গিয়া বাবা—

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ্—

নিম। আচ্ছা বাবা. বাঙ্গলাই গাও বাবা।

গোকু। তুই বাবু বাড়ী যা।

নিম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? বাই সাহেব রেডি মনি—গ্রাটিস্ না বাবা।

গোকু। আওনে দেও মৎ—

নিম। "Nacky, Nacky, Nacky—how dost do Nacky? hurry durry. Ay, Nacky, Aquilina, lina, lina, quilina, quilina, quilina, Aquilina, Naquilina, Naquilina, Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky."

গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে।

[বারাণ্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান।

নিম। "—One more and this is the last."

অযোধ্যাসিংএর ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন

অযো। এ ছছুরা! (নিমচাঁদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন—দ্বারপালদ্বয়ের বাড়ীর ভিতর গমন)

নিম। "So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
But they are cruel tears—"
কারণ, আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে, কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌চে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখ্‌চি অটলবাবুর ইয়ার—এই গাড়ী করে নে ব্যাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক গেলাসে মদ খাওয়া হয়—তা গাড়ী করে বাড়ী দিয়ে আস্‌তে পাল্যেন না। তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?

নিম। "This is the state of man! To-day he puts forth
The tender leaves of hope, to-morrow blossoms—"
তার পরেই আমার দশা।

দাসী। আহা মুখে গ্যাজা উট্‌চে, সুর্‌কিগুলো গায় ফুট্‌চে—সুখী নোক কি সুর্‌কিতে শুতে পারে?

নিম। "The tyrant custom, most grave senators,
Hath made the flinty and steel couch of war
My thrice driven bed of down."
বারুণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুর্‌কি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্চে।

দাসী। আহা! বাছা কি আবোল্ তাবোল্ বক্‌চে—

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? হাজার হোক্, বড় নোকের ছেলে কি না,

গোরিব দেখে ঘেন্না করে না; মাসী বলে ডাক্‌চে—জল এনে দেব, মুখে দেবে?

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা।

নিম। তুই এক কর্ম্ম কত্তে পারিস্‌।

দাসী। কি কর্ম্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্‌?

দাসী। তোর মা বন্‌ গিয়ে হোক্‌—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল, মদখোর, ভারতছাড়া—খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।

[দাসীর প্রস্থান।

নিম। মদের কি বিচিত্র গতি! এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির, Still, Still as death—কালেখাঁ কামানের মত পড়ে আছি—নড়া চড়ার দফা শেষ—(চক্ষু মুদিত করিয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! আমায় উঠ্‌য়ে দাও, আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করি। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দিদি আমার পিসী—বাবা জগন্নাথ, তুমি যদি কালীঘাটের সঙ্গে Amalgamate হও, তা হলে হোটেলকে গোটেহেল্‌ করি—তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে—সুভদ্রাপিসি Amalgamate শুনে রাগ কর না, আমি ঘটক নই—হে সুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়-মনোরঞ্জনকারিণি! হে অভিমন্যুপ্রসবিনি! হে যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার কর, সমুদ্রের ডাক্‌ থেমেছে, ঝড়তুফান আর কিছু নাই—সাৎ দোহাই পিসী মা, হাত পা বার করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো—

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রবেশ

সোনার চাঁদ ভাল আসো?

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে আবার আমাদের খবর নিচ্চেন।

নিম। পাছে বলো পাতি লম্পট, গ্যালান্‌ট্রি জানে না—আমি পাণ্ডা তোদের জগন্নাথ দেখাব—

দ্বিতীয়া। সার্জ্জন এলেই জগন্নাথ দেখতে পাবে।

নিম। ডুরি ধরে টান্‌লে পরে মন রয় না ঘরে।

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখায়ে) এই তোমার যাত্রী, একে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয়া। আমি ভাই একে জানি, সেই বাঙ্গালবাবুর সঙ্গে এক দিন গ্যাচ্‌লো—

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া নিমচাঁদের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুর-বাড়ী যা।

নিম। "If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain."

দ্বিতীয়া। (সভয়ে উঠিয়া) বাবা গো, এখনি ধরেচ্‌লো—তোর মত বেহায়া মেয়ে ভাই কেউ কখন বাপের কালে দেখি নি, যদি আমায় কামড়াতো।

নিম। মদ খাবি?

প্রথমা। মদের ফল তো এই?

নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা।

দ্বিতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম লিখ্‌য়িচি।

[বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান।

নিম। "Come Sleep—O Sleep,
the certain knot of peace,
The baiting place of wit,
the balm of woe,
The poor man's wealth,
the prisoner's release.
Th' indifferent Judge between
the high and low—"

চৌদ্দ বৎসর কেন, চৌদ্দ হাজার বৎসর বনে থাক্তে পারি, যদি আমার মালিনীমাসী জানকী কাছে থাকে — পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে, জগন্নাথও সেই পথে।

জীবনচন্দ্র এবং এক জন বৈদিকের প্রবেশ

জীব। আপনি অগ্রসর হন্‌—দেবতার পদার্পণে বাড়ী পবিত্র হয়।

বৈদি। মহাশয় অনুরোধ কর্‌তেছেন, যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বৈদিককুলে এমন কুলকজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই

যে, শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক্, পদপ্রক্ষালন করে না—অশূদ্রপতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি—(নিমচাঁদের উপর পতন) হা রাম! হা রাম!

নিম। ভক্ত হনুমান, জানকীর কুশল বলো—হনুমান্, তুমি আমার পরমভক্ত। (বৈদিককে আলিঙ্গন)

বৈদি। হে রাম! মাতাল না কি?

নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক এমন রত্ন প্রসব করেছেন—ভক্ত হনুমান্! মুখ পুড়েছে কেমন ক'রে বাপ্—তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন করি। (বৈদিকের গালে কামড়ায়ন)

বৈদি। উহুহু কি প্রচণ্ড কামড়—

জীব। আঘাত পেয়েচেন?

নিম। Ay, past all surgery.

জীব। কি ও? কি ও?

বৈদি। আর কি ও—কপোলদেশটা এককালে দন্ত দ্বারা দুই খণ্ড ক'রে ফেলেছে—রুধিরধারা নির্গত হইতেছে—মহাশয়, ছাড়ে না।

জীব। তুই ব্যাটা কে রে? ছেড়ে দে, নতুবা চাব্‌কে লাল ক'রে দেব—

নিম। O Heavens, this is my true begotten father—আপনি অটলের গর্ভধারিণী, আপনাকে দণ্ডবৎ—

বৈদি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার সহিত বেল্লিকটের পরিচয় আছে দেখ্‌চি যে।

জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সহিত পরিচয় হবে—এদের জন্যেই অটল বিষয়টা ছারে খারে দিচ্চে—

নিম। "His father's ghost, form
· limbo-lake the while,
Sees this, which more damnation
doth upon him pile."

জীব। তুই কি নিমচাঁদ?

নিম। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা।

জীব। তা যথার্থ বটে—আমার বিষয়টা তুমি অর্দ্ধেক খাচ্চো—

নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—

জীব। সার্জ্জন আস্‌চে।

জীবনচন্দ্র এবং বৈদিকের বাড়ীর ভিতর গমন
সার্জ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ

নিম। (সার্জ্জনের হস্তস্থিত আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
"Hail! holy light! offspring of
Heaven, first born,
Or the Eternal coeternal beam,
May I express thee unblamed?"

সার্জ্জন। এ কিয়া হায়?

প্রথ. পাহা। দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া।

সার্জ্জন। What is the matter with you?

নিম। "Thou canst not say; I did
it never shake
Thy gory locks at me."

সার্জ্জন। আবি টোমারা ডর্ মালুম হুয়া।

নিম। পিসীমা, হাত পা বার করো—আমায় উদ্ধার করো, আমি অহল্যাপাষাণহরণ হ'য়ে পড়ে আছি বাবা।

সার্জ্জন। টোম্‌কো টানামে যানা হোগা—উঠাও।

নিম। "Man but a rush against
Othello's breast,
And he retires."

সার্জ্জন। টোম্ কোন্ হায়?

নিম। আমি হিমাদ্রি অঙ্গজ মৈনাক, পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রইচি।

সার্জ্জন। I will drown you in the Hooghly.

নিম। "Drown cats, and blind puppies."

সার্জ্জন। জলদি উঠাও।

দ্বিতী. পাহা। উঠ্‌বে উঠ্। (হস্তে চাদর বন্ধন করিয়া উঠায়ন।)

সার্জ্জন। Every drunkard should be treated thus.

নিম। And made a son-in-law.
কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম,
দড়ি দিয়ে বাঁদ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা কর তো বাপু।
ব্যা ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে নিয়ে চল বাবা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা
জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক আসীন

বৈদি। অটল বাবু গেলেন কোথায়?

গোকু। আঁচাচ্চে।

জীব। গোকুলবাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্ব্বনাশ হয়ে উঠ্‌লো—আবাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়্‌তেই বা বলি কেমন করে? শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বস্‌বে?

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে গিয়েছেন—মদ ছাড়্‌লে শরীর অসুস্থ হয় কে বলেছে? আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি, মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে, ছাড়্‌লে বেয়ারাম হয়, মাতালেরা বলে, মদ ছাড়্‌লে কিছু খাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু শাসিত করেন, তা হলে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করা যায়।

বৈদি। আমি যে প্রস্তাব কর্‌লেম, তাই কিয়ৎকাল করে দেখুন—আপনারা দুই স্ত্রী-পুরুষে এবং অটল এবং অটলের কায়স্থিনী কিছু দিন কাশীতে গিয়ে বাস করুন—আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারে থাক্‌বো।

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়—তা হলে ওর শোধরাবার সম্ভাবনা—সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌বেন।

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ

জীব। আচ্ছা অটল, তুই একবার ভেবে দেখ্ দেখি, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়—কেমন কাজকর্ম্ম কচ্চে, দশ জনকে প্রতিপালন কচ্চে।

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনাদের যদি মান্য না কর্‌বো, আপনাদের যদি কথা না শুন্‌বো, তবে আমাদের লেখা পড়ার ফল কি?

অটল। ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খোই ফুট্‌চে।

জীব। কেনারাম বাবু কি মদ খান?

কেনা। আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদ খেয়ে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করবো? বিশেষ মদ খেলে কর্ত্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ?

অট। আঙ্গুলে করে খেলে ক পুরুষ নরকস্থ হয়?

কেনা। অটল বাবু বুদ্ধিমান্, আপনি যা বলবেন, উনি তাই শুনবেন—কি বলেন অটল বাবু?

জীব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের কথা অমান্য করিস্ নে—আমি তোকে বলচি, তুই শপথ করে বল, আমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি কর, আর মদ খাবি নে।

অট। আমার যদি মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার যক্ষ্মাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে।

জীব। ঐ শোন গোকুল বাবু, ওর গর্ব্ভ-ধারিণীর কাছে ঐরূপ বলে, আর সে কাঁদতে থাকে।

গোকু। বাপু, পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা কত্তে নাই—কার মুখে শুনেছ, মদ ছাড়লে যক্ষ্মা হয়? মদেতে বরং যক্ষ্মা জন্মাতে পারে।

কেনা। আমি মহাশয়, ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই, তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানষেশ্বও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দু টাকা দিতেও পারবো না।

বৈদি। কেনারাম অতি সুশীল, বিলক্ষণ বিজ্ঞতা জন্মেছে, সুখে থাক।

জীব। তুই কলকাতায় বসে বসে কোন কাজ ত করিস নে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে

হবে—তুই যাবি, বউমা যাবেন, গিন্নি যাবেন, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবেন—

অট। কোথায়?

জীব। কাশী।

অট। আমায় কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

জীব। তুই যদি আমার কথার বাধ্য হস্, তুই যত টাকা চাস্ আমি দিতে পারি।

অট। আমি ত বল্‌চি যাব।

বৈদি। তবে আপনারা অটল বাবুকে অবাধ্য বলেন কেন?

জীব। আপনি একটা ভাল দিন দেখে দেবেন।

বৈদি। পরশ্ব উত্তম দিন আছে।

অট। পর্‌শু আমি যেতে পার্‌বো না।

জীব। কেন?

অট। একখান ষ্টীমার ভাড়া কত্তে হবে।

জীব। ষ্টীমারের প্রয়োজন কি? রেলের গাড়ীতে যাব।

অট। রেলের গাড়ীতে আমার যাওয়া হতে পারে না।

জীব। কেন?

অট। কারণ আছে।

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল্।

অট। আমি আপনার সম্মুখে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

জীব। রেলের গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে যাব, দু দিনে গিয়ে পৌঁছবো। রেলের গাড়ীতে গেলে তোর কি হয়?

অট। আমি গোকুল বাবুর কাছে বলি।

গোকু। আচ্ছা বলো।

অট। (চুপি চুপি) রেলের গাড়ীতে কাঞ্চনের মাতা ধরে।

গোকু। কাঞ্চনকে এখানে রেখে যাবে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাক্‌বে।

অট। তা হলে ত ভারি আমোদ হলো—বুঝিচি, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাঞ্চনকে ছাড়াবার জন্য এ ফিকির হচ্চে—

ভোলাচাঁদের প্রবেশ

ভোলা। দিস্ ইজ্ ভার্‌চু? দিস্ ইজ্ ভার্‌চু? সান্‌ইন্‌লা নট্ ঈট্, ফাদার ইন্‌লা ঈট্!—

গোকু। এ কে রে বাবু?

ভোলা। সান্‌ইন্‌লা সার্—হাঙ্‌গ্‌রী সার্, এম্‌টি বেলি সার্।

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

গোকু। অমন সুন্দরী মেয়ে ওই বাঁদোরকে দিয়েছেন—মেয়ে ত নয়, যেন পরী—

ভোলা। গুড্ সার্, বিউটি সার্, নাইন মন্থেস্ সার্।

জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর সহবাস—এক গুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলা। গন্ সার, সার্জ্জন ক্যাচ্ সার্।

অট। কখন্?

ভোলা। নাউ সার্।

[অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে, ওর আশা ছেড়ে দেন।

বৈদি। আপনি কাশী লয়ে যান্, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জীব। গেলে ত নিয়ে যাব—আর রাত করে প্রয়োজন কি?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা। নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা
নিমে দত্ত আসীন

নিম। (যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্লিওপ্যাটরা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন। মা! ভাষায় বলো। আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জননি! আমি অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা; মা আমি অতি অজ্ঞ, ভাষায় না বল্যে কি প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম হবে? আহা, জননীর কি মধুর ধ্বনি, যেন প্রভাতে পবন-হিল্লোলে ক্রিয়াবাড়ীতে ঝাড় দুলে শব্দ হচ্চে।

মা আমাকে "প্রিয়তম পুত্র" বলে সম্ভাষণ করে আপনার ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ কর্‌লেন—যে আজ্ঞা চুপ করলেম—মা আমার প্রতি অদ্য সদয় হয়েছেন, আমার যাতে—এই দেখ চুপ করিছি, র কথা কবো না—মা যদি দেখা দিলেন, তবে এই করে যাবেন—মাইরি মা, এইবার নিতান্তই চুপ কর্‌লেম—মা, তুমি হচ্চো জগতের মা, তোমার কাছে—সাদ দোহাই জননি, এই বার একেবারে চুপ্‌ কর্‌বো, তুমি অন্তর্দ্ধান হয়ো না;—ও বাপ্‌ রসনা, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির হও তো, তুমি বাপ্‌ অনেক মনস্তাপের কারণ, এক এক সময় এমন তপ্ত ফ্যান্‌ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের এক-পুরু চামড়া উঠে যায়—আ মর্‌, তুই স্থির হতে পাল্লি নে?—জননি বলুন, আমি জিব ব্যাটার পায় বেড়ি দিয়ে রাখি। (অঙ্গুলী বেষ্টন করিয়া জিহ্বা ধারণ) আহা কি সুললিত ভাষা—মা যদি বর দেবেন, তবে এই বর দেন্‌, যেন ভস্মজা বোতলসুন্দরী আমার সহধর্ম্মিণী হন; মা, দুঃখের কথা বল্‌বো কি, অদ্যাপি আমার হাতের জল শুদ্ধ হয় নি; আমার যেটি প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা করে, আমি র খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি, লোকে মাতাল বলে নিন্দে করে। জননি, কলিকাতায় লোকে গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুক্‌লি কচ্চি নে—কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে-গর্দভকে কন্যাদান কর্‌বে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা, হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে, আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব। জননি, আমি যেমন ভীম, বোতল চারু-হাসিনী আমার তেমনি হিড়িম্বা, এক্ষণে এই বর দিয়ে যান, যেন উনি আমার হৃদয়ে বিহার করে কোর্টসিপের মধ্যে ঘটোৎকচের উদ্ভব করেন—কি অনুমতি হয়? আহা "তথাস্তু" শব্দটি মায়ের মুখ হতে যেন কমলামধু পতিত হলো—অন্তর্দ্ধান হলেন, আহা! যা হক্‌ বেটীকে খুব ফাঁকি দিইচি, আমার বিয়ে হয়েচে, তবু ফাঁকি দিয়ে বিয়ের বর নিইচি। (ব্রাণ্ডির বোতলের প্রতি) হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হবে না; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। আহা! ছোট রাণীর কি রূপ-লাবণ্য—গোলাঙ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা, বক্ষঃস্থলে ভাবি পয়োধরদ্বয় কি মনোহর! প্রণয়িনী প্রৌঢ়া হলে দেশে আর লোক রাখবেন না—"অমৃতং বালভাষিতং" আমার মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কও তো। (বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি, বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোকলজ্জাভয়ে মাগীর তামাকপোড়া-মাখা থুথুগুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, যেন এখনি সাগর হতে উঠলো।

রামমাণিক্যের প্রবেশ

রাম। বস্যা বস্যা বাণ্ডিল খাইচো নাহি? ও নিমচাঁদ, চানে যাইবা না? (বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ্যপান।) বোরো তো ঠান্‌ডা, আর নি আছে?

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রেয়সি, তুমি এমন কামুকী, হনিমুনের মধ্যে আমার চকের উপর এই কাজটা কল্যে—তাই একটা সভ্য ভব্য লোক হক্‌; বাঙ্গাল, ঝাঁক্‌ড়া চুল, জুল্‌পি বয়ে সরষের তেল পড়্‌চে, ধোপা নাপতের খরচ নাই, মজা সুপারি খায়, ভগিনী-পতিকে বলে বুনির জামাই, বজ্রকে বলে ঠাটা, চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়েছে, গাম্‌লা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়, এমন সপুরুষকেও উপপতি কর্‌লে! তোমাকে ধিক্‌, তোমার নারীকুলে ধিক্‌, মেয়েমানুষকে যে বিশ্বাস করে, তার মাগ্‌কে ঠেঁটি কিনে দাও। এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স কর্‌বো—

রাম। বোজলাম না, কারে কও?

নিম। সুন্দরি, দেখ তোমার সতীত্বের সহিত তোমার সুধা তোমায় পরিত্যাগ করেছে, ভদ্রসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, তুমি দূর হও। (বোতল গড়াইয়া দেওন) ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান, দৌড়োবার ধূম দেখ?

রাম। বতোল তোর মাগ নাহি?

নিম। তোর জন্যই ত আমার গৃহ শূন্য হলো, তোর কাছে মাগ আদায় কর্‌বো, দে

বাঞ্চৎ আমার মাগ এনে দে। (গলা ধরিয়া প্রহার।)

রাম। ম্যারে ফেল্‌চে, ম্যারে ফেল্‌চে, নউল বাবু দ্যাহো, দ্যাহো, এহানে অ্যাসে দ্যাহো, পুঙিগর বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগ্যদরীরে রারী কর্‌চে, বাগ্যদরী ক্যাবোল ছোট মাইয়া, খোইদোই খ্যাইয়া একাদশী কর্‌বে কেম্‌নে?

নকুলেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ

নকু। কি হে? কি হে?

রাম। নিমে হালা গলা ধর্‌যা পুন্টে চর্ মার্‌চে।

নকু। তাইতে এত চীৎকার, আমি বলি বাঘে ধরেছে।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ

নিম। ডেপুটি বাবু, তুমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে এসেচ বেশ করেছ, তোমার কোর্টে আমার এক মোকদ্দমা আছে—আরদালি খুড়ো, তুমি আগ্‌য়ে এস, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির বলে চেঁচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা।

কেনা। কি মোকদ্দমা মহাশয়?

নিম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।

কেনা। আপনার স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল?

নিম। স্ত্রীর কন্‌সেণ্টের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না কেমন করে জান্‌বো।

নিম। আচ্ছা আমি স্বীকার কল্লুম স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল।

কেনা। তা হলে উনি বেকসুর খালাস্ পাবেন, না হয় কিছু জরিমানা করা যাবে—আরদালি, তোর মনে আছে, এমনধারা মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন?

আরদা। ধর্ম্ম অবতার, আমি মোকদ্দমার কথা শুনি নি।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি, আর বিদ্যে খরচ কত্তে হবে না, হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী, কেব্‌লা হাকিমের গাইড্ হচ্চেন আরদালি খুড়ো—বাবা, যদি জিজ্ঞাসা কর্‌বের আবশ্যকতা হলো, তুমি কেন নকুল বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্যে না, আরদালির কাছে রিফার করে কেন লোক হাঁসালে?

কেনা। ও অনেক দিন কাছারিতে কর্ম্ম কচ্চে।

কাঞ্চনের প্রবেশ

নকু। নিমচাঁদ, দেখ দেখি তোমার মাসী এলো কি না?

কাঞ্চ। মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা ওম্‌নি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান্, কত মিনতি করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।

নকু। ভক্তের উপায়?

নিম। তুলসীদাম।

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, অ্যাডল্‌টরি কেসে কন্‌সেণ্ট থাক্‌লেও মেয়াদ হবে।

নিম। কি বাবা, কিছু পকেটস্থ করে রায় ফির্‌লে না কি?

কেনা। সে কথাটি আমায় কেউ বল্‌তে পারবেন না—আমাকে একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিম্‌কি পাঠ্‌য়ে দিচ্‌লেন, আর লিখে দিচ্‌লেন, "Presents from my poor wife." আমি তখনি ফির্‌য়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, আমি হাকিম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ করি না—সেই অবধি ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে আর কথা কন্ না।

নিম। আমি হলে তোমাকে লক্ষ্মীবিলাস খাওয়াতেম।

নকু। আমি হলে জুতোর বাড়ি খাতেম।

কেনা। কেন নকুলবাবু, আমি কি মন্দ করিছি—সকলেই বলে, ইনি ভারি বেরেওয়া হাকিম্।

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান করেছ, তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই—Superstitious in avoiding superstition."

এর চেয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুস্ নিতে, সে যে ছিল ভাল।

কেনা। আমি ঘুস খাই নে।

নিম। কেন?

কেনা। লোকে নিন্দে কর্‌বে আর সাহেবেরা কর্ম্ম ছাড়ুয়ে দেবে।

নিম। ঘুস্ খেতে তোমার প্রেজুডিস্ নাই?

কেনা। ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এ ত আর মদ নয়?

নিম। হেসো না বাবা, আমি জানি, হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস্ বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিস্ বশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস্ গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—তুমি সাধু পুরুষ, প্রেজুডিস্ ছেড়ে দিয়ে বেশ করেছ।

নকু। আপনার বেশ্যালয় গতিবিধি আছে?

নিম। প্রেজুডিস নাই।

কেনা। আমি কখন বেশ্যালয় যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চ। আমার বাড়ীতে এক দিন গ্যাছলেন।

কেনা। আমি তখনি উঠে এচ্‌লেম।

কাঞ্চ। উঠে এচ্‌লে, না ইচ্ছে তাড়ুয়ে দিয়েছিল।

নিম। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

নকু। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে?

কাঞ্চ। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্‌লেন—আমি ভাই বসে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত; সে দিন আরদালি খুড়ো চাপরাসখানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফর্‌সা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে, কি চাও গা? আরদালি খুড়ো ওমনি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, "ইনি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট্, এইখানে আজ থাক্‌বেন।" ইচ্ছে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে শাম্‌লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

কেনা। তুমি বুঝি কিছু বল নি, এখন ভাল মানুষ হচ্চেন।

কাঞ্চ। আমি কি বলেছিলেম?

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে, কত টাকা মাইনে পাও, আমি বল্যেম, দু শ টাকা, তুমি বল্যে, "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্‌ম্যান আছে," তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা পেলে—জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম।

নিম। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল?

কেনা। আমি বাগানে দেখেছিলেম, সেখানে অনেক লোক ছিল, কিছু বল্‌তে পারি নি, তাইতে এক দিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু এক দিন বই আর যাইনি—

নকু। আবার কি কত্তে যাবে, হুঁকোর জল খেতে?

কেনা। কাঞ্চন, তুমি বেশ গাইতে পার—

নিম। ছি, ছি, ছি, ঘটিরাম, তুমি নিতান্ত অসভ্য, তোমার কিছুমাত্র সামাজিকতা নাই। উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা নর্ত্তকী, শাপভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি "কাঞ্চন" বলে সম্বোধন কল্যে।

নকু। "কাঞ্চন বাবু" বলা উচিত ছিল।

কেনা। বাবু তো স্ত্রীলোকের খাটে না, ব্যাকরণ দেখুন।

নকু। আপনার খুব তো ব্যাকরণ বোধ।

কেনা। আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে মুসম্মৎ দেয়, আমি তবে তাই বলি।

নিম। কেন, আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো? তুমি ব্যাকরণ পড়েছ, বাবু শব্দটি স্ত্রী করে নিতে পার না?

কেনা। বাবু বাবুনী—

নিম। হাবু হাবুনী, ঘটিরাম ঘটিরামিনী।

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না?

নিম। সাধু শব্দের স্ত্রী কি?

কেনা। সাধু সাধুনী।

নিম। কদু কদুনী।

কেনা। আচ্ছা তবে আপনি বলুন।

নিম। সাধু সাধ্বী, তেমনি বাবু বাব্বী, তোমার উচিত কাঞ্চনকে কাঞ্চন বাব্বী বলা।

আমরাও আগে বাব্বী বল্‌তেম, এখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তাই শুধু কাঞ্চন বলি।

নকু। দেখলে বাবা কলিকাতায় থাকার গুণ, একটা নতুন কথা শিখে গেলে।

নিম। শাম্‌লা মাতায় দিয়ে সমন জারি কল্যেই বিদ্যা হয় না।

কেনা। আমি জেলায় স্কুল কর্‌বের জন্য কত টাকা চাঁদা দিইচি।

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? অনেক ব্যাটা গৌরবপ্রিয় গোবরগণেশ আছে, সই করে, কিন্তু টাকা দেয় না।

কেনা। আমি মহাশয় এমন পাজি নই যে, সই কর্‌বো তা আবার দেব না—কাঞ্চন বাব্বি! তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা করেছ, তোমার পুত্র কন্যা নাই, তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়্‌তে পারে।

কাঞ্চন। আমি বাবু টাকা কোথা পাব?

কেনা। না বাব্বি, তোমার অনেক টাকা আছে বাব্বি, তুমি একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে যাও, অনেক গরিবের ছেলে প্রতিপালন হবে।

নিম। আমি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন কত্তে বলি না।

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন?

নিম। লম্পটতারিণী আড্ডা — যাতে কাঞ্চনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা অনায়াসে নিস্তার পাবে।

কেনা। তাতে থাক্‌বে কি?

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গুলি, গুল, হুঁকো, কল্‌কে, আর—তোমার ভাল করুন গে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

নকু। এর একটা কমিটি ফর্‌ম কত্তে হবে।

নিম। কমিটির হাতে দিও না, দিও না, দিও না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে।

কাঞ্চন। নকুল বাবু, আমি ভাই বাড়ী যাই—

নকু। সে কি?

নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌বের সময় হয়েছে, মাসীর প্রাণ আন্‌চান্‌ কচ্চে।

কাঞ্চ। এখানে এলে সে ভাই ভারি রাগ করে।

রাম। ঠাহা তো দিইচে, হাব্‌লি বানায়ে দিইচে, ওলোঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার দেবে ক্যান্‌? (নকুলের প্রতি) আমার বাগ্যদরী কি পরের লগে যায়, কওদি বাইডি?

নকু। কেনারাম বাবু রামমাণিক্যের সহিত আলাপ করুন।

কেনা। আপনার নিবাস কোথা?

রাম। পদ্মার পার।

প্র. বয়স্য। তাতে মহাশয় বুঝ্‌বো কি? মালদহ হতে পারে, রামপুর হতে পারে, ঢাকাও হতে পারে।

কেনা। জেলা বলুন না?

রাম। ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোর্‌গণা, নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুতি দশ আনির মুক্তারকার, বোবানীপুর বাসা, আমি স্বল্প দিন আস্‌চি—

কেনা। এই বার আপনি বেশ বলেছেন।

রাম। মোশার নাম?

কেনারামের কানের নিকটে নিমচাঁদের পরামর্শ দেওন

কেনা। ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর।

রাম। আপনি বারালেন্‌, আমি তো বারালেম্‌ না।

কেনা। রাগ কর্‌বেন না মহাশয়, এ'রা আমায় শিখ্‌য়ে দিচ্‌লেন—আমার নাম কেনারাম।

রাম। ব্যাতোন?

নিম। তোর ভাগ্যধরীরে নিকে দিবি নাকি?

রাম। হালা মাতাল, বালো মান্‌ষের সইতে কথা কবার দেয় না—মোশারা না জান্‌লে বদ্র অবদ্র জানি কেম্‌নে?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা।

রাম। আপনি অতি বদ্র, ড্যাড্‌ডা মোনসোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছুটি লয়ে আস্‌চেন?

কেনা। আজ্ঞে হাঁ—কল্য গমন করবো।

রাম। কল্যাই ম্যালা কর্‌বেন? জর্‌-তুপানতো বোরো।

কেনা। ডাকে যাব।

রাম। বাক্য পর? (সকলের হাস্য) হাস্‌ দেও ক্যান্‌?

কেনা। ডাকঘরে টাকা জমা করে দিলে তারা আমার যাওয়ার ডাক বসাবে।

রাম। পুলিন্দার মদ্দি যাবেন নাহি? হাপাইবেন্‌ তো।

নিম। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের পাল্‌কিতে যাবেন, রাস্তায় এক শ দু শ বেহারা থাক্‌বে।

রাম। বাশ্‌তো খাটো, এত বেহারা ধর্‌বে কেম্‌নে?

নিম। আহা, রামমাণিক্যের বুদ্ধি কি সরু, যেন নাই—

"নাই যাই খাচ্চো তাই থাকলে কোথা পেতে?
কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।"

রামমাণিক্যের যদি থাক্‌তো, কার সাধ্য অঙ্গ-হীন বলে।

রাম। আমাগোর হেয়ালি আছে।

কাঞ্চ। একটা বল দেখি?

"এট্টুকনি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্‌তুড়াইয়া নাচে।"

দ্বি. বয়স্য। বাহবা, এ ত বড় চমৎকার হেঁয়ালি।

রাম। কও দিনি কি?

কাঞ্চ। এ হেঁয়ালি কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি আর এক বার বলো আর অর্থ করে দাও।

রাম। হারাইচি।

"এট্টুকনি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্‌তুড়াইয়া নাচে।"

খোইডা।

কাঞ্চ। মিল্‌য়ে দাও।

নিম। কি মাসি, আর বিরহযন্ত্রণা সহ্য কত্তে পার না?

কেনা। আপনি ইংরাজি পড়েছেন?

রাম। পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।

কেনা। কেন?

রাম। মর্দ্দাগোর পের্‌নাউনে হি, হিজ্‌, হিম্‌ অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার্‌, হার্‌ কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ্‌, হিম্‌" অইল, তবে মাইয়াগোর "শি, শিজ্‌, শিম্‌" অইবে না ক্যান্‌?

নিম। আর কি?

রাম। আর এই হালার পুত্‌ "কোম্‌," এংরাজির কোম্‌ডা যে দিহি দেইচো সে দিহি লাগ্‌চে, কোম্‌ আইবারও হয়, কোম্‌ যাইবারও হয়। আমাগোর মাষ্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা গর্বস্রাব, কোম্‌ আহেনও, যানও, আর কহন কহন থাহেন্‌।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। পাত হয়েচে।

কাঞ্চ। আমি ভাই বাড়ী যাই।

নকু। কিছু খেয়ে যাও।

নিম। বাচুর ফেলে কি থাকা যায়।

কাঞ্চ। আমার ভাই বড় ভাবনা হয়েছে। আমি ইচ্ছেকে বলে এইচি, বলিস্‌ আমি গোলাপীর মেয়ের দ্বিতীয়ে বিয়ে দেখ্‌তে গেছি—

নিম। বাপের বিয়ে দেখ্‌য়ে দেবে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁসারিপাড়া। অটলের বৈটকখানা

কাঞ্চন এবং অটলের প্রবেশ

অট। তুমি কেন গেলে তা বলো, জানি, আমি তোমার সুমুখে গুলি খেয়ে মর্‌বো।

কাঞ্চ। বিলক্ষণ রসিক হইচিস্‌, এমন কল্যে লোকে যে ঠাট্টা কর্‌বে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটলবাবুর মেয়েমানুষ নকুল বাবুর বাগানে গিয়েছিল; আবার তোমার বাগানে এক দিন নকুল বাবুর মেয়েমানুষ আস্‌বে।

অট। তার সাত পুরুষে কখন মেয়েমানুষ রেখেছে? শালা এত বড়মানুষ, তবু একটা মেয়েমানুষ রাখতে পারেন না, গান শুনবের নাম করে আমার জানীকে বাগানে নিয়ে যান। আমি তাকেও কিছু বল্‌বো না, তোমাকেও কিছু বল্‌বো না, আমি মাতা কুটে মর্‌বো—(দেয়ালে মাতাকুটন)।

কাঞ্চ। অটল, তুই পাগল হলি না কি! আমি তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে, বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেঁট হবে।

নিমে দত্তের প্রবেশ

অট। ঘরের মাগ বেরুয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো?

নিম। (মদ্যপান) "Their best conscience
Is—not to leave undone,
but keep unknown."

অট। জানীকে আমি এত ভাল বাসি, জানী আমাকে একটু ভাল বাসে না--

নিম। কেমন মাসি, আমি ঠিক বলেছিলেম কি না—ব্যাটা আজ বাড়ী মাতায় করেছে—বাবা "যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দোই।"

অট। আমি আজ মর্‌বো, মরে জানীকে দেখাব, আমি জানীকে ভালবাসি কি না। (কামিজ ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত)।

কাঞ্চ। ছি লক্ষ্মী, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও; কেঁদে কেঁদে ফুল্‌চো যে।

নিম। (অটলের দাড়ি ধরিয়া গীত)
"হাবা ছেলে কাঁদিস্‌ নেকো আর,
আমি থাক্‌লে হবে বাবা, বাবার ভাব্‌না কি তোমার"—

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল লাগে না—

পদাঘাতে নিমে দত্তের দূরে পতন

নিম। বাবা তুমি বোকারাম অকালকুম্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে? (মদ্য পান) তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।

অট। ঐ শোন জানি—জানি, তুমি আমাকে দগ্ধে মেরো না জানি; জানি, তুমি আমাকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্‌য়ে দাও—আমি মর্‌বো, মাইরি আমি মর্‌বো। (বক্ষে চপেটাঘাত)

কাঞ্চ। (নিমে দত্তের প্রতি) তুই বাবু এতও জানিস্‌—

নিম। বাবা, তুমি হাতে কলমে লিখ্‌তে পার, আমি বলতে পারি নে?

কাঞ্চ। কি বল্‌বে?

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা?

কাঞ্চ। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নাগর আবার কে?

নিম। খেতে বসে যার মুখে পায়েসের বাটি ধরেছিলে।

অটল গলায় রুমাল বান্ধিয়া মোড়া দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

কাঞ্চ। ও কি, ও কি, (গলার রুমাল খুলিয়া) অটল! অটল! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে, মুর্চ্ছো হলো না কি? (ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ)

নিম। গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে, নীড়মণি, আহা হু হু হু হু, গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা বেশ্‌!

কাঞ্চ। তোর সকল সময় তামাসা—অটল যে মরে, তুই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর যা, মাকে ডেকে আন্‌।

নিম। আমি বাবা সব পারি, বড় মানুষের বাড়ীর ভিতর যেতে পারি নে—মটন্‌ করে ফেলবে।

কাঞ্চ। এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যা, শীঘ্র মাকে ডেকে আন্‌।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর গেলে আর কি বেরোনো যায়?

কাঞ্চ। তুই তো ভারি নেমোখারাম, যা না।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে।

কাঞ্চ। তবে তুই এখানে বস্‌, আমি ডেকে আনি।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নিম। (অটলের মুখের কাছে বসিয়া গীত)
"ব্যাটা বল্‌ কেটা তোর মাসী,
মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় দিলি ফাঁসি।"
আহা! পিতা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী, অন্তিম কালে আপনার অঙ্গে হরিনামামৃত সিঞ্চন করি। (বোতল লইয়া গাত্রে মদ্যপ্রদান)

অট। হুঁ—আ।

নিম। বাবা, "বিষস্য বিষমৌষধং" স্পর্শ-মাত্রে চৈতন্য। পিতা! মাসী আমার অবীরে, এমনি করে যাবেন যেন চাল ঝাড়্‌তে না হয়—

নেপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্ছেন, তুই ওখান হতে যা।

নিম। দূর বেটী কম্‌বক্তি, এমন সময় বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ আছে তা আমি কর্‌বো কি।

[প্রস্থান।

কাঞ্চন, গিন্নি, এবং জলহস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ

গিন্নি। ও কাঞ্চন, তুমি আমার ছেলে একেবারে মেরে ফেলেছ? আহা! আহা! বাবার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে। সৌদামিনী, জল দে ত মা—(মুখে জলদান।)

সৌদা। ও মা, দাদার গায় যে মদ।

গিন্নি। দূর্ আবাগি, সর্‌দি গর্‌মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।

সৌদা। গন্ধ যে।

গিন্নি। সর্‌দি গর্‌মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?

কাঞ্চ। নিমে দত্ত গায় মদ ঢেলে দিয়েছে।

অট। মা, আমার গা বমি বমি কচ্চে।

গিন্নি। বাবা, এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, সকল দৌলত তোমার, গলায় দড়ি দিতে হয়?

অট। জানী যায় কেন মা, জানী যায় কেন? আমার বুক জ্বালা কচ্চে—(চক্ষু মুদিত করিয়া থাকন।)

কাঞ্চ। নাও বাছা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ, আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোক থাকে?

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

গিন্নি। যাস্‌ নে যাস্‌ নে, ও কাঞ্চন যাস্‌ নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে বসিস্‌। ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্‌ মা যাস্‌ নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ি দেবে।

[কাঞ্চনের পশ্চাৎ গমন।

সৌদা। (স্বগত) সাদে বৌ বলে, বিধবা হয়ে থাকা ভাল—সাত জন্ম থুব্‌ড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে। (নাকে অঞ্চল দেওন।)

অট। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) জানি, জানি, তোমায় আমি গলার মাদুলি করে রাখ্‌বো জানি—

সৌদা। দাদা আমি, দাদা আমি সৌদামিনী।

[সৌদামিনীর সভয়ে প্রস্থান।

অট। লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি দূর্ হ—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, এখানে আয়।

নিমচাঁদের প্রবেশ

আমি বেঁচে উঠিচি।

নিম। ফাঁসিকাষ্ঠের সৌভাগ্য।

অট। তুই বস্‌, আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি। তুই অমনধারা কচ্চিস্‌ কেন? কতকগুলো মদ খেইচিস্‌ বুঝি?

[অটলের প্রস্থান।

নিম। মহাদেব! বোম্‌ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ন।) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জামান-মর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease,
or else climb upward
To what they were before—"

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে

করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হত-ভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফির্‌য়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই. আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌ছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কি না, এক এক বার মুখ ফির্‌য়ে দেখচেন।—মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়—ডাক্‌ ওজা, ডাক্‌ ওজা, ঝাড়্‌য়ে আমার মদ ছাড়্‌য়ে দেক্‌—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুন্‌বো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভূতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গিয়েছে; দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(গত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্ধ থাকবে, তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা মাগমুখো। বাঞ্চৎ কালেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি। বড় কাকা ব্যাটা জব্দ হয়েচে, এখন গোক্‌লো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বের উপায় কি? মল্লযুদ্ধ কর্‌বো, কি বলো? বটে ত।

অটলের প্রবেশ

অট। কাঞ্চন কেমন নেমোখারাম দেখ্‌লি, আমায় না বলে চলে গেছে, আমি কি কর্‌বো তাই ভাব্‌চি। নকুল বাবুকে আমি জান্‌তেম ভাল মানুষ, এখন বোধ হচ্চে উনি লম্পট।

নিম। লম্পটের মানে জান?

অট। গোকুল বাবু যে আমার উপর চটা, তা নইলে নকুল বাবুকে জব্দ কত্তে পাত্তেম।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি পাজি।

অট। আমায় কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বল্লি নে, তোমার মাগটিকে দাও, কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্চি।

অট। আমি তা বল্‌তেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি, বাবা আবার অসভ্য ভাব্‌বেন।

নিম। গোকুলের মাগ্‌কে দেখিছিস্‌।

অট। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্‌ নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স কত?

অট। সতের কি আঠার আমার স্ত্রীর চাইতে মাসকতকের বড়।

নিম। সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পাল্যে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অট। গোকুল বাবুর মাগ্‌ যদি বের্‌য়ে আসে, তা হলে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

নিম। তোর বাপ্‌কে এ কথা বল্‌বো না কি?

অট। মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি, কাঞ্চনের বড় অহংকার হয়েছে, তা হলে এক বার দেখাই। তাকে বার কর্‌বের এক ফিকির আছে।

নিম। গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন

খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও—

অট। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। Thou stickest a dagger in me. অটল্‌ কি গালাগালিই তুই দিলি।

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গোকুল বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আস্‌বে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্‌, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায় আনিস্‌।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে?

অট। মদ খেতে পার? কেশবের মেয়েমানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার?

নিম। "I dare do all that may
become a man;
Who dares do more, is none."

অট। একটু মদ খাওয়া যাক্‌। (মদ্যপান) চল এখন একবার কাঞ্চনের কাছে যাই, বেটী মাকে গাল দিয়ে গিয়েছে। যদি রাগ করে থাকে, তবে আর এক শ টাকা বাড়্‌য়ে দিতে হবে।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড্‌ বাড়্‌তে পেলে না, তুই মাস কতকের মধ্যে ফোর্ত গ্রেড্‌ করে দিলি, তোর সর্ভিসে প্রোমোসান বড় র‍্যাপিড্‌।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈটকখানা

মোগলের বেশে অটলবিহারী এবং এক জন হিজ্‌ড়ার প্রবেশ

অট। চিন্‌তে পারবে ত?

হিজ। যার কাঁকালে ঘড়ি রয়েছে ত?

অট। মস্ত চেন ঝুল্‌চে, নীলাম্বরী সাড়ী পরা।

হিজ। ঘড়ি তো কারো কাঁকালে নাই?

অট। না, আমি তো খড়খড়ে তুলে তোমায় চিনয়ে দিইচি।

হিজ। আমি বেশ চিন্‌তে পেরেচি।

অট। তুমি এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমার ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের দলে মিশ্‌বে, তার পর হাত ধরে কথা কইতে কইতে আমার ঘরে নিয়ে আস্‌বে, সেখানে এসে মুখ ঢেকে চোরা সিঁড়ি দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। তুমি যদি আন্‌তে পার, সোণার গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাড়ী দিয়ে তোমায় বড়মানষের মেয়ে সাজ্‌য়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না। বলো, গোকুল বাবু বৈঠকখানায় বসে আছেন, আমি মোগলের সাজ পরে আছি, আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না।

হিজ। ও যদি তোমার কাছে না থাকে, আমি নসীরাম বাবুর বউকে বার করে আন্‌তে পারি, সে ভারি জ্বালাতন হয়েছে, তার ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটকখানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে, বের্‌য়ে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুমি যদি তাকে রাখ, আমি তাকে এখনি এনে দিতে পারি, সে এমন সুন্দরী, তোমার কাঞ্চন তার বাঁ পায় আল্‌তা পরাতে পারে না।

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্‌। নিমচাঁদ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বলো, গোকুল বাবুর স্ত্রীর বের্‌য়ে আস্‌তে রাজি হয়েছে, তা নইলে ব্যাটা গোল কর্‌বে—তুমি এই বেলা যাও।

[হিজ্‌ড়ার প্রস্থান।

একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্যপান।) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে, আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ্‌ বল্‌বে না। যদি না থাক্‌তে চায় চোরা সিঁড়ি দেখ্‌য়ে দেব, তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাবে।

নিমচাঁদের প্রবেশ

কি কচ্চিলি?

নিম। খড়খড়ে উঁচু করে মেয়ে দেখ্‌চিলেম। আমার বোধ হলো, তোদের বাড়ীতে যেন দ পড়েছে।

অট। দ কেন?

নিম। দ নইলে এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায়? আমি সমাগতা সুন্দরীগণের হেল্‌ত পান করি। (মদ্যপান।)

অট। গোকুল বাবুর স্ত্রীকে দেখিচস্‌ তো?

নিম। অ্যালবার্টচেনধারিণী?

অট। হাঁ—গোকুলবাবুর স্ত্রী খুব লেখা পড়া জানে।

নিম। যেরূপ কথাবার্ত্তা কচ্চে, যেরূপ হে'সে হে'সে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে, বোধ হয় খুব রসিকা।

অট। একটু একটু ইংরিজিও জানে।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি মাগ্‌কপালে, কিন্তু ছুঁড়ি ভাতারকপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়্‌লে, রাইট্‌ ম্যান্‌ ইন্‌ দি রাইট্‌ প্লেস্‌ হতো। (মদ্যপান)। চেনধারিণীর নাম কি জানিস্‌?

অট। অনঙ্গরঙ্গিণী।

নিম। গোক্‌লো মুচি কি কামদেব? আ শালা পাজি—রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন?

অট। বেরুয়ে আস্‌বে।

নিম। মাইরি?

অট। মাইরি! আমার কাছে লোক পাঠ্‌য়েছিল।

নিম। মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েছে? আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না।

অট। মাইরি নিমচাঁদ। সে বেরুয়ে আস্‌তে চেয়েছে। সাতপুকুরের কাছে একটা বাগান ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখ্‌বো, আমার সঙ্গে যেমন হোক্‌ একটা সম্পর্ক আছে।

নিম। ব্যাটার কি নিষ্ঠে!

অট। তোর নামে বেনামি কর্‌বো।

নিম। আচ্ছা বাবা, টাকা তোমার, ভোগ আমার—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

অট। আমি মেঘনাদবধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে, দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিল্‌টন। তুমি বাবা মোগলের পোষাক কল্যে কি ঘরে বসে থাক্‌তে?

অট। ঘরে যদি মেয়েমানুষ পাই, তবে বাজারে যাব কেন?

নিম। কি বাবা, মেগের প্রতি সদয় হলে না কি?

অট। মাগ বই বুঝি আর ঘরে মেয়েমানুষ নাই?

নিম। সর্কাল মেয়েমানুষ।

অট। তুই একটু বস্‌, এখনি গোকুল বাবুর স্ত্রী এখানে আস্‌বে। আমি সেই হিজ্‌ড়াটাকে পাঠ্‌য়েছি, সে চোরা সিঁড়ি দিয়ে অনঙ্গরঙ্গিণীকে ধরে আন্‌বে।

নিম। "We have willing dames
enough—"

অট। আমাকে তুই গোকুল বাবু বলে ডাকিস্‌।

নিম। "Bloody bawdy villain!
Remoresless, treacherous,
lecherous, kindless villain!"

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মদ্যপান।) খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) গোকুল বাবু।

অট। কি বল্‌চো?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র লোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই—The inequities of the husband are visited on the wife on the third and fourth generation.

মুখাবৃতা কুমুদিনীকে বক্ষে করিয়া হিজ্‌ড়ার প্রবেশ

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! আমাকে ছল করে নিমে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল—

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি?

[হিজ্‌ড়ার প্রস্থান।

কুমু। ও মা, আমি কোথায় যাব, ও ঠাকুরঝি, একবার দৌড়ে আয়—

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর মাচ্চে না।

নিম। গোকুল বাবু?

অট। কি বল্‌চো ভাই।

নিম। তোমার স্ত্রী কেমন অ্যালবর্টচেন ঝুল্‌য়েচেন দেখ্‌লে বাবা—(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা?

কুমু। যত লক্ষ্মীছাড়া মাতাল যুটে আমার সর্ব্বনাশ কল্যে, একটু মানের ভয় নেই, লজ্জার ভয় নেই।

নিম। এ বেটী কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখ্‌তে পারে না। গোকুল, তুই আলাপচারী কর্, আমি ও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।

[নিমে দত্তের প্রস্থান।

কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

অট। তোমায় আমি বাগানে নিয়ে যাব।

কুমু। কাঞ্চনের দাসীর দরকার হয়েছে না কি? হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামী আমায় এম্‌নি অপমান করে—মরণটা হয় ত বাঁচি—(মূর্চ্ছিতা)

অট। দেখি—(কুমুদিনীর মুখের রুমাল খুলিয়া) এ কি, কুমুদিনীকে এনেচে যে, কি সর্ব্বনাশ!—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ! বড় খারাপ হয়েচে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে কুমুদিনীকে এনেচে—

নেপথ্যে। Any port in storm.

রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ

রাম। অট্‌লা ব্যাটা গেল কোথা? তার মাতালের দলে তার যে জাত মাল্যে—এই যে এক ব্যাটা—পাজি (অটলকে ধরিয়া চর্ম্ম-পাদুকাঘাত)

অট। আমি, আমি, আমি—

রাম। ভদ্র লোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারাম্‌জাদা, পাজি মাতাল—(কপোলে চপেটাঘাত মারিতে মারিতে কৃত্রিম দাড়ি পতনানন্তর অটলের মুখ প্রকাশ)

অট। বড় কাকা আমি, বড় কাকা আমি (চপেটাঘাত) আমি অটলবিহারী—আমি কিছু জানি নে, নিমে করেছে, নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়্‌তে গিয়েছে।

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নষ্ট।

[রামধনের প্রস্থান।

অট। উঃ, রাগের মাতায় মেরেছে, বড় লেগেছে, উঠ্‌তে পারি নে, বাবা গো গেলেম (রোদন)।

কুমু। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ কেন, আমার কপালে যা ছিল তা হলো।

অট। তোমার দোষেই তো এটি ঘট্‌লো—

কুমু। অবাক্, আমি কি কল্লেম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না বলে আমি কি বের্‌য়ে যাচ্ছিলেম না কি? আমার যেমন পোড়া কপাল, তোমার তেম্‌নি বুদ্ধি।

অট। তুমি গোকুল বাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে?

কুমু। তিনি পরিবেশন কত্তে গেলেন, আমায় ঘড়িটা দিয়ে গেলেন।

অট। তাইতে তো ভুল হলো।

কুমু। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আন্‌তে লোক পাঠ্‌য়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই—ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ীও যে, মাও সে—

অট। তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা কত্তে এলেন।

সৌদামিনীর প্রবেশ

সৌদা। (স্বগত) বাবা রে, সেই ঘর। (প্রকাশে) দাদা আমি সৌদামিনী, দাদা আমি সৌদামিনী—

অট। আ মলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, তুই আমায় কানা পেয়েছিস্ না কি?

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে।

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আয়, মা কত কাঁদ্‌চেন।

কুমু। যমের বাড়ী যাই।

[সৌদামিনী এবং কুমুদিনীর প্রস্থান।

অট। ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কত কাশী যাই।

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, তোমার ভয়েতে আমি খাটের নিচেয় নুকুয়ে রইচি—একেবারে গিইচি, রাম বাবু ছেড়ে দাও, আমি অগস্ত্যযাত্রা করি।

নিমে দত্তের গলা টিপিয়া রামধনের প্রবেশ

রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কানে দেখ্‌তে পাও না?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) Once-Twice-Thrice Out—আবার মারে—দূর্ ব্যাটাচ্ছেলে, তোর যে আউট্ হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাৎলামিটে বার কচ্চি। (কান মলন)

নিম। "As tedious as a twice-told tale"—কানমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগ্‌বে কেন?

রাম। দূর্ ব্যাটা পাজি। (গলাটিপ)।

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু টেপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিসগুলো নষ্ট কর্‌বে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে বসে মদ মার্‌বেন আর লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন—

নিম। আমরা তো মদ মারি, আপনি যে মাতাল মারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো কর্‌বো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। পুতি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত। রাম বাবু, আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাই বল্‌তে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যার পর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি।

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম। To tell you the truth, Ram Baboo, you would make a capital professor of Moral philosophy.

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস্ যা, এ কি? আজ পাঁচ জন ভদ্র লোকের পরিবার বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?

নিম। Damned lie. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?

রাম। অটল বলেছে।

নিম। "I look down towards his feet
—but that's a fable;
If thou be'st a devil,
I cannot kill thee."

অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—রামবাবু, আমি কিছুই জানি নে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি?

রাম। তবে কে করেছে?

নিম। সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু, চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones.

"To mourn a mischief
that is past and gone,
Is the next way to draw
new mischief on."

বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অটল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপচারী করেছে, না হয় অটলকে স্ত্রৈণ বলে ঘৃণা করুন; যদি বলেন আমার সম্মুখে এনেছে, তাতেই বা দোষ কি? ভাবুন, আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ কর্‌য়ে দিচ্চিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen.

রাম। আমি অবাক্ হইচি, ব্যাটাদের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিম। রামবাবু বড় বাধিত হলেম্ বাবা—

রাম। তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্চি।

নিম। ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগ্‌বে না।

রাম। সে ব্যবস্থা পুলিসে লওয়া যাবে।

নিম। এইবার ফুলিসের মত কথা বল্যেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—একটু সূত্র পেলে যা কখন ঘটে নি, তা রটয়ে দেবে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের কুলের কোন কামিনীকে আমি কখন দেখি নি, কিন্তু তুমি যদি নালিশ কর, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেম, লোকে বল্‌বে, ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো সব নিমের মত—I refer you to Sheridan's School for Scandal.

[রামধনের প্রস্থান।

অট। কি সর্ব্বনাশ!

নিম। (অটলের বিরস বদন অবলোকন করিয়া)।

"If thou beest he; but O, how
fallen! how changed
From him, who, in the happy
realms of light,
Clothed with transcendent
brightness, didst outshine
Myriads though bright."

অট। তুই আর আমায় বিরক্ত করিস্ নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি, তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—তোকেও ভুগ্‌তে হবে।

নিম। "—Now misery hath join'd
In equal ruin."

অট। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না—জুতোর চোটে আমার গাল জ্বল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।

নিম। যাবজ্জীবন, না যতক্ষণ জ্বল্‌বে?

"—Ease would recant
Vows made in pain, as violent and
void."

অট। তোর আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, তোর সঙ্গে মিশেই ত আমার এত অপমান হলো, তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।

নিম। তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা এই, সুরা-পাননিবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ কর্‌বো না। Not even for wine.

অট। ও'রা আমাকে মজালেন, আবার রাগ কচ্চেন।

নিম। বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্ নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।

অট। আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও।

নিম। তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হালের থামে দুপেঁছ হয়। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডাভরাস্। (শয়ন)

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, বল্‌বেন মদ ধরে এই ফল ফল্‌লো।

নিম। "—The dear pledge
Of dalliance had with thee in
heaven, and joys
Then sweet, now sad to mention
through due change
Befallen us, unforeseen
unthought of—"

অট। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।

নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।

[প্রস্থান।

সমাপ্ত

লীলাবতী

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"
—রঘুবংশ।

মঞ্জীবনময়
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাস সহৃদয়
হৃদয়বান্ধবেষু

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ!

অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আদরভাজন হয় ঐকান্তিক আশা। কত দিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না, ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্মপদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে তদবধি যে বন্ধু প্রমোদপরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটি কথা বলি—কথাটি নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই, সেই জন্য বলি—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ! লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম—তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান—আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় (জমিদার)। অরবিন্দ (হরবিলাসের পুত্র)। শ্রীনাথ (হরবিলাসের শ্যালক)। ললিতমোহন (হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত)। সিদ্ধেশ্বর (ললিতের বন্ধু)। পণ্ডিত (লীলাবতীর শিক্ষক)। ভোলানাথ চৌধুরী (জমিদার)। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ (ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়)। যোগজীবন, যজ্ঞেশ্বর (ব্রহ্মচারীদ্বয়)। রঘুয়া (উড়ে ভৃত্য[১])।

স্ত্রী-চরিত্র

লীলাবতী (হরবিলাসের কন্যা)। শারদাসুন্দরী (লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী)। ক্ষীরোদবাসিনী (অরবিন্দের স্ত্রী)। রাজলক্ষ্মী (সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী)। অহল্যা (ভোলানাথের স্ত্রী)। ঘটক, প্রতিবাসী, দাস-দাসী, ইয়ারগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর, নদেরচাঁদের বৈটকখানা

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্যি কল্যে, এখন না দেখাও নরকে পচে মর্‌বে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখা মাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও তার পর আমার চকের গুণ থাকে সফল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বার মেসে বসা চক্—আর যা কর তা কর দাদা নেমোখারামিটে কর না।

নদে। ললিত বাবু তার যে বাহারের কথা বল্যে।

হেম। কোথায়?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড় বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে তারে মাগ দেখাতে পাল্যেন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্যেও হয়, সে দিকে তাকালে মাথা কেটে ফেলেন।

হেম। ও দু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চো সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেছে।

নদে। লুক্‌য়ে?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এবারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখানা সুচরিত্র কিনে আন্‌বো, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত?

হেম। গোজন্ম পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক বলিচিস—আমাদের যে নাম বের্‌য়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটি কেঁচে কনেবউ হয়েছেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভর্ৎসনা করেছেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন তা জানিস তো?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্চিস। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস?

হেম। আমার স্ত্রীর কাছে সে বসে

---

[১] ওড়িয়া ভৃত্য রঘুয়ার সংলাপে প্রচুর ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন দীনবন্ধু। তাদের অর্থও স্বয়ং নাট্যকার পাদটীকায় পরিবেশন করেছেন।

থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব, তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেম্‌টির নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

হেম। বেশ কথা।

শ্রীনাথের প্রবেশ

মামা যে।

নদে। সরকারি মামা।

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক।

নদে। রাগ কর কেন বাবা?

শ্রীনা। অমৃতং বালভাষিতং—আর একবার বলো।

হেম। মামা বসো।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায়?

হেম। কল্‌কাতায় গেছেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে?

শ্রীনা। কি আছে?

নদে। যা চাবে, আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেছ বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। এস মামা বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বসো জাত যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এখানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যায় যে। (উপবেশন)

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে—আমি সে দিন হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলেম, আর পোঁ করে গাড়ী বের্‌য়ে গেল।

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্‌পনী?

নদে। টিপ্‌নি কি?

শ্রীনা। অন্তর টিপ্‌নি—খাবে।

নদে। তুমি ত বিদ্বান্‌ সেই ভাল।

ললি। চল সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। মামা ও'র জন্যে হতে কি দোষ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন, গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্টি ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্বি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক?

হেম। সে যে দিন মদে নেশা না হয়, রোজ ত নয়।

সিদ্ধে। মাণিক।

শ্রীনা। মাণিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ি ধরিয়া সুরের সহিত।)

কোথায় মা ওলাবিবি বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে,
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে,
ও মা একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথবাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চো—আমরা ছোটলোকের ছেলে নই—তোমার ঠাট্টা বুঝতে পারি—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্‌ রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ তুই থাক্‌ না, আমি এবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ও'র চালাকি বার কর্‌বো।

শ্রীনা। সিধুবাবু, এবারকার কার্ত্তিকে ঝট্‌কায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুনো মরে গেছে।

সিদ্ধে। সব কি মরেছে?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে—দাঁড়কাকগুনো কাকদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন।

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বল্‌তে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক

ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। ষ্টড্‌ব্রেড্।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্যে বামন বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—ঢেঁকিরাম, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়, বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওরূপে বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোনা লাগ্‌বে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েছে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বের্‌য়ে গেছে।

ললি। এলুম ভদ্রলোকের বাড়ী, বস্‌বো, কথা কবো, তামাক খাব, তা কেবল ঝক্‌ড়া আর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি।

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দে রে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবন্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া।) বাছা রে—

সিদ্ধে। ও কি মামা।

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষ্মীছাড়ী।

নদে। সে কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না, রাজকন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

নদে। দিব্বি কবিতাটি—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পশ্বাবলী টলি সব পড়িছি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েছেন?

হেম। তিলোত্তমা সম্ভাবনা পড়িছি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাথা খেয়েছ।

নদে। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন আমরা সব দেখি।

ললি। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি?

সিদ্ধে। মেট্ কাফ্—

হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্ ফাক্।

নদে। ম্যাড্ কাফ্—

শ্রীনা। তোমরা দুটিই তাই—চলো।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেছে, বাচুর বলেছে। (চিন্তা।) হেমা তোর পায় পড়ি ওদের ফিরো—ডাক্ ডাক্ ভুলে গেলুম—উতোর দেব—

হেম। মামা, মামা, যেও না, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা, আঁদারে ঢিল মার, উতোর শুনে যাও।

নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে কোথা?

শ্রীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের কনুটি রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ্ দেখেচ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চলো, গুলি খাওয়া যাক্।

নদে। চাবুক কস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর। হেমচাঁদের শয়নঘর

হেমচাঁদের প্রবেশ

হেম। রাক্ষুসী — পেত্নী — উননমুখী — বেরালখাগী। এত করে বল্যেম, বলি বাপের বাড়ী যাচ্চো নদেরচাঁদের এক দিন দেখ্‌য়ো—তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বল না"—

আবার কাঁদ্‌লেন। বলেন সে "সতীত্বের শ্বেত-পদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন—আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েছেন। বলেন "সে সরমকুমারী"—সরম কুক্কুরী—"পুরুষের সম্মুখে লজ্জায় কথা কয় না"—সিধুবাবু আমার মেয়েমানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্যেম; ভাব্‌লেম মন নরম হয়েছে—ও মা একেবারে আগুন, বলেন "মা'রে গিয়ে বলে দিই"—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "এতে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে"—ওরে আমার সতীত্বের চুব্‌ড়ি "—অধর্ম্ম হবে—" ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন, বলি এখন—কেমন মজাটি হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছে। আগে বল্‌বো না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখন এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতোনতায় ঘরে আসে—কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নীচেয় আছেন—সাড়া, সুড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে) আমার বই নে গেল কে? বাহবা আমার বই নে গেল কে?

নেপথ্যে। ও হেম ঘরে এইচিস্‌?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) ঘরে না তো কি মাঠে?

নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্‌ হেম?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) কি চাচ্চিস্‌ হেম।

নেপথ্যে। দাসীরে ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) আমার মাথাটা খাও আমি বাঁচি।

নেপথ্যে। জল দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) জল দেবে বই কি।

নেপথ্যে। তামাক দেবে?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) তামাক দেবে বই কি।

নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌বো?

হেম। (নাকি সুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না।—এই যে ঝম্‌ ঝম্‌ কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। আহা কি মধুর ভাষেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ—তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাটছিলে?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

হেম। তুমি দেখাতে পার্‌বে না?

শার। উঃ পোড়ার দশা আর কি—অমন কর তো ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে না আমার দিকে? নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান তো?

শার। তোমার এই সমাচার না আর কিছু আছে?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই।

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্যে মনের মত হয়, তাই বলো, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য?

হেম। (মেজের উপর একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চম্‌কে উঠিয়া) কিসে?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ও মা! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয়। আমি বউমানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি?

শার। কেন তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে কর্‌বে?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাথা খাও, বলো, আমি কি নিন্দের কাজ করিচি—আর দুখে মেরো না, আমার গা কাঁপচে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ্‌ সেকেন্দারি গজের দেড় গজ ঘোমটা

দাও—কেন সে কি আমার পর, না সে উলুবন থেকে ভেসে এসেছে? সে গোবাঘা নয় যে তোমারে দেখ্‌লে হা করে কাম্‌ড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ আমি স্বামী—গুরুলোক—গুরুনিন্দে অধোগতি। ওঁকে এত ভাল বাসি, কত গয়না দিইচি, কুলীনের ছেলে দশটা বিয়ে কল্যে কত্তে পারি, আর একটা বিয়ে কল্যেম না—নদেরচাঁদকে ফাকি দিয়ে একদিন দুদিন রাত্রে ঘরে আসি—তবু উনি আমাকে ছকড়া-নকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গহনা কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বিয়ে কর, আমি যে মনোদুঃখে আছি এর চাইতে আর অধিক দুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি দুঃখ?

শার। তুমি তা জান না এই দুঃখ।

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে ফেল্যে—একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ি খুলে বস্‌লেন—আমি দশটা বিয়ে কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পার্‌বো না।

হেম। আঁরোঁ ব'লে'ন আঁমি কি'সে' অ'বাঁধ্য।

শার। হই হই আমি অবাধ্য আমিই আছি—এ নিন্দেয় আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের ললিতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে?

শার। তার স্বামী তাকে ভাল বাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েছে।

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামীর বোনাই? এ যে স্বামীর ভাই, বন্ধুর বাবা।

শার। ভাই কি বোনাই তা তুমিই জান।

হেম। বা রস্‌কে—সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে?

শার। আমি সিদু নিদু চাই নে, আমি যে বিদু পেইচি সেই ভাল।

হেম। সে যে বেহ্ম সমাজ করেছে বিহ্মি হবে?

শার। আমি তোমাকে বারম্বার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে বিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর না কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর—সিদ্ধেশ্বর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা না সুখ্যাতির কথা?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে কর্‌তো না।

শার। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোনো আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর মেয়ে মানুষের পড়া শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মেতেই বা কাজ কি?—রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্‌।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়ো, ভাল না লাগে আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়্‌তে ভাল লাগে?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াবো, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম কর্‌বো, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না—আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দিখি আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর—

হেম। হো, হো, হো, পাদ্‌রি সাহেব এয়েছেন—আমাকে খ্রীষ্টান কচ্চেন—আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন—দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্যে," তা বড় মিছে নয়।

শার। আমার মরণ হয় তো বাঁচি।

হেম। রাগ হলো না কি? বাবা রে! চক্ষু যে জ্বলচে।

শার। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী তার ভালই বা কি আর মন্দই বা কি?

হেম। আমার কথা শুন্‌লে না, আমাকে অপমান কল্যে, আচ্ছা আমি বাইরে চলোম। (যাইতে অগ্রসর)

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) যা বল্‌তে হয় বলো, রাগ করে আমার মাথা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পার্‌বে না?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বলো—যে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই সে কথা কি তোমার বলা উচিত!

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে?

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার "সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে—তার মা পরেচে বন্ পরেচে, তাই সে পরে, তাতে দোষটা কি? সে তো আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি, যে তার নিন্দে কর্‌বে।

হেম। আর কি ছিল?

শার। তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত কুর্‌তি ছিল, তার উপরে বারাণসী শাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্থক জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বল্‌তে নাই। সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী—পরের মেয়ে পরের ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখ্‌তে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন্ ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে বল দেখি।

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুন, দই আস্‌চে—সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি, তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচন শেখাতে হবে না—

শার। কোন্ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ কর্‌বেন, আঁরো চক্ষু রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী যে তোমায় চক্ষু রাঙ্গাবো।

হেম। কেন তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক জীবন বলে তা হলে কি তোমার মুখখানি অমনি আগুনের নুড়োর মত হয়?

শার। আমি যে তোমার মাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বল্‌বো?

শার। বলো কান পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ—দাশরথি হয়েচ—চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেছ সে কালে করেছ—বধ্ ফধ্ এখানে বলো না গায় পয়জারের বাড়ি পড়ে। পুরুষজ্যাটা সওয়া যায়, মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাক্‌খানা কর না, তোমার পায় পড়িচি, আমি আর ভাল কথা কব না আজ অবধি অঙ্গীকার কর্‌লেম।

হেম। ফঙ্গীকার কি গো?

শার। তুমি কি বল্‌চিলে বলো আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্‌বে।

শার। এ আর তাঁতীর বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, দেখবে।

শার। কখন না, কখন না, কখন না।

হেম। শোন তবে বলি আমি কথাটি মজার,
নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার;
তোমার সয়ের বাপ করেছেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীননন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাথা খাও!

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাথা খেয়েছে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন?

হেম। মামার মেয়ে না বাবার মেয়ে?

শার। এখন ছেলে দেখ্‌বে।

হেম। ছেলে আবার দেখ্‌বে কি! পুতের মুতে কড়ি—রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড় করেছিল, তাদের ছাই কপালে ঘট্‌লো না।

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটি শ্মশানে ফেলে দেবে?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্‌ বলেচ।

শার। বাহবা আমি মর্‌ বল্লুম কখন? ও মা সে কি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে আপনি মর্‌চি—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

হেম। (স্বগত) এই বেলা ফাঁক্‌তালে একটা কাজ সেরে নিই—(প্রকাশে।) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পার্‌বে না, মাসীকে এ কথাও বল্‌বো, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্যেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না—বিয়ের কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল করিচি শুনলে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না—আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হবো—সাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বল্‌বের এক মাত্র স্থান—আমাদের পতি বই আর গতি নাই—কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে বুদ্ধি বলে রাগ করেন না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বের্‌য়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্ত্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমায় লাঞ্ছনা খাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, একদিন মাপ কর, তোমার চিরদুঃখিনী দাসীর একদিন একটি কথা রাখ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।)

হেম। যাও যে?

শার। আস্‌চি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়—ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আস্‌চে, মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "এইটি বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ"—বউ ভাল কিন্তু ইয়ার বদ্‌।

শারদার পুনঃ প্রবেশ

শার। তুমি ভেবে দেখ এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ, আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটি কথা রাখ।

শার। বলো।

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সঙ্গে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কবো।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী—

শার। তুমি রাগ কর না, আমি ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌চিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম, মাসাস্‌ আমায় লক্ষ্য করে বল্যেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না।"

হেম। আমার অসাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই কর।

নেপথ্যে। দাদাবাবু ঘরে আছ?

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস—ও কি ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া।) ঘোমটা দিচ্চি নে,

কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাত্‌লা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার জো নাই। (দেওয়ালের নিকট দন্ডায়মান।)

হেম। চেয়ারে বস না?

শার। না আমি দাঁড়ুয়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম—বউ চিন্তে পার? (শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনত-মুখী।)

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া?

শার। (অস্ফুট স্বরে।) পা—

হেম। তুমি যদি পারি না বলো তোমায় কেটে ফেল্‌বো—বল্যে না? বল্যে না?—পয় আকার পা, রয় দাঁড়ি হস্বি রি, এই দুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না? কেঁদেচ কেন বল্‌বো?

শার। (মৃদুস্বরে।) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ ঘোমটা খুল্‌য়িচি।

নদে। এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে।) ছেলেদের আস্‌বের সময় হলো আমি ময়দা মাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিন্ডি মাখ গে—এখন তিনটে বাজে নি বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্যে আর খানিক থাক্‌তো।

নদে। পেটে একখান মুখে একখান ভাল লাগে না—আগে আমার তিনি আসুন কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালী?

নদে। তুই থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্—মুক্তিমন্ডপে চলো গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌বো, ও বাপের বাড়ী যাবে।

নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও।

হেম। বেণেরা নাকি নালিশ করেছে?

নদে। আমার মোক্তার বল্যে, তুড়িতে উড়ুয়ে দেবে।

হেম। গুলি খাডালা?

নদে। চলো খাই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

রাজ। যোটালে কে?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেছেন—বন্, শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি তা আমি তোমায় বল্‌তে পারি নে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে? এই বুঝি লীলাবতীর বিদ্যার পুরস্কার? দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়া-গুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হতো না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভাল বাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুন্‌লে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের দোষ গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যায় দান করেন কি বলে?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,
অসন্তোষ অন্ধকার সদা দরশন,
কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দ্দুল প্রহার
প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল,
জ্বলাইতে অবলায় সতত প্রবল—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়,
পাষাণহৃদয় বিনা কি বলি পিতায়?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস।) এখন বন্, উপায় অনুসন্ধান কর। লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে

পড়্‌লে এক দিনও বাঁচ্‌বে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ উৎসব সদা কুসুম কাননে—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল নিধি;
কি আনন্দ নাসিকার যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানবনিকরে;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বন্য তানলয়ে
বিশ্বপিতা সুগৌরব; শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল:
এ হেন কুসুমবন সেই লীলাবতী,
করিবে কি সেই বনে বরাহ বিহার?

রাজ। লীলাবতী নাকি তোমার সই!

শার। তোমায় কে বল্যে?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী; আমরা একবয়সী, ছেলেকালে সই পাত্‌য়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেমবাবুর সুমুখে বার হন?

শার। বন্‌, তুমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা কল্যে কেন? আমার মাথা খাও, বলো এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি!

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বন্‌, আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভাই আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যথা পাই।

রাজ। ভগিনি, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব।

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না, কিন্তু দিদি, আমি এক মুহূর্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বন্‌, যখন নিতান্ত অসহ্য হয় নির্জ্জনে বসে কাঁদি আর একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্‌ আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্‌।

রাজ। বন্‌, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়, তিনি হাব্‌লার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক দুর্ল্লভ, শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী কর্‌বেন।

শার। সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়। আমি এলেম লীলাবতীর কথা বল্‌তে তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুর যেতে বলো, যাতে এ সম্বন্ধ না ঘটে তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আস্‌বের কথা আছে।

শার। আমি এই বেলা যাই।

রাজ। কেন আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয় হয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব তাঁর সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না? তোমার পড়া শুন্‌তে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতীজীবন পতি, তাঁর হাত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি, বন্ধু দরশন
নিতান্ত সহজ কথা, কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিষাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমায়?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?

পতিকে সুমতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসংগীত সুন্দর।
[শারদার প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী তার কিছুরি অভাব নাই—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন আমরা একটি পবিত্র ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেছেন, তা নয় তুমি ঘর আলো করে বসে আছো।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর না কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। রাজলক্ষ্মীর কাছে পৃথিবীর খবর —তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে সমাচার সংগ্রহ, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পার্‌বে।

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হলেই যদি বিয়ে হতো, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক পাত্র সভাস্থ হক্, তথাপি এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটে বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন—যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিষ্ঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল—পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য?

ললি। সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিহিত বিধান।
একাসনে দুই জন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবারাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে
পীরিতি পূরিত বাণী বলে,
"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর নশ্বরতা,
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে,
"পতিত পতির অযতনে?"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয় বন্ধন ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সহধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্তে বিভিন্নতা রহিল কোথায়?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত পরিমলে চিত্ত বিমোদিত,
ত্রিদিব বিশদ সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা আবিষ্কার অম্বুজ লোচনে।

লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্ম দারা পবিত্র হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না—মেয়ে ত নয় যেন নবদুর্গা।

ললি। আভাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী
সুবিমলা দেববালা অনুভব হয়—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; সরম লোচন;
সরলতা গণ্ডকান্তি; সুশীলতা নাসা;
সুবিদ্যার রসনা; স্নেহ সুন্দর অধর;
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীয় শোভা।
এই দেববালা মম স্নেহের ভাজন,
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন।

সিদ্ধে। সুরূপা রমণী মনোমোহিতকারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী—
সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে,
আদর ভাজন আরো সৌরভের বলে;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে;
মনোহর কলেবর কমলা নিকর,
মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন আজো জান্‌তেচেন।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেছ না কি?

সিদ্ধে। সাধে করিছি, তিনি সমাজ হতে বার হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্যে সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে এবং দশ দিন আস্‌তে আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর—যদি পরের উপকার কর্ত্তে না পারলেম, মন্দকে ভাল কর্ত্তে না পারলেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা, হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন, তাঁর আসার আর কোন বাধা থাকে না; তা হলে আমি কত সুখী হবো, তা বলে জানাতে পারি না।

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত, তাতে আমার অমত কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি হেমকে সমাজভুক্ত করবো, শুধু সমাজভুক্ত কেন যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয় তার বিশেষ চেষ্টা করবো। কিন্তু ভাই সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ, শুনিচি রাগের মাথায় শারদাসুন্দরীকে যা না বল্‌বের তাও বলে, সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই—শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সে পুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না।

[ললিতের প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা বোধ করি এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার সম্মুখে কথা কইতে পারিনে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না। কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখলে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বল্‌চেন লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটি কথা বলবো?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চো?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা তো হতে পারে! যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে—

সিদ্ধে। যেমন সম্বন্ধ তেমনি ঘটক ঠাকুরণ—তুমি যদি এ ঘটকালি কর্ত্তে পার, আমি তোমাকে বাসি বিয়ের কাপড়খানা দেব।

রাজ। এ সম্বন্ধ কি মন্দ?

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে করবে? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটি

কর, ললিতবাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্ত্তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাসলেই যদি বিয়ে কর্ত্তো, তা হলে এত দিন তোমার ছোট বনটি তোমার সতীন হতো।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে তখন তুমি তাকে বিয়ে কর, এখন আমি যা বল্যেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা

হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামন হয়ে গেছে—সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না—

শ্রীনাথের প্রবেশ

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি তবেই জীবন সার্থক। শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন কর্‌চো। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপে শেখে নাই বলে ক্ষতি কি?—

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি? ছেলেটি কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন; তার চরিত্রের অন্য পরিচয় কি দিব, চৌধুরী বাড়ীর মেয়েরা তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমন ভাগ্নে।

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ? আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা?—এই কি ভদ্রতা? এই কি শীলতা? এই কি অমায়িকতা? এই কি লোকাচার? এই কি দেশাচার? এই কি সমাচার?—

শ্রীনা। চাচার টা ছেড়ে দিলেন যে?

হর। শ্রীনাথ স্থির হও—আমায় জ্বালাচ্চো সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা কর না।

শ্রীনা। ঘট—কচু—ড়ামণি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন না—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়তে পায় না—নদেরচাঁদ সোনার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ!

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ তুমি এরূপ কল্যে আমি এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা কর্‌বো—তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না—

শ্রীনা। আপনি রাগ কর্‌বেন না, আমি চুপ্ কল্যেম।

ঘট। শুধু চুপ্, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত—কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল—যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয় কথা কইতে হলো—ওরে ঘট্‌কা, তোমায় আমি চিনি নে? তুমি আমায় জান না?—তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালি—রাজবাড়ীতে চলো, আচ্ছা শেখান্ শেখাবো।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু বিরক্ত হবেন না—আমাদের ব্যবসা এই—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ওঁর অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীনচূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি—আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ কর্‌লেন, কিন্তু দোষ থাক্‌লেও কুলীনসন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুল-মর্য্যাদায় ঢেকে যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে?

হর। আহা হা ঘটকরাজ যথার্থ বলেচো—শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টিই বা নন—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন কর্‌চেন। ওহে পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন। শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখ্‌তে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েছে, আর পারি নে—ঘটক মহাশয় আপনি কারো কথা শুনবেন না আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে?
চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেচে।

[সরোষে শ্রীনাথের প্রস্থান।

ঘট। আপনি অনেক সহ্য করেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী—ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে দিয়ে যান—শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।

ঘট। ওঁকে সকলেই ভাল বাসে—শ্রীরামপুরে বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন। দাড়ি রেখেচেন কেন?

হর। ইয়ার্‌কি, মোসায়েবি ধরণ। উনি আবার ছেলের নিন্দে করেন—কোন্‌ নেশা বা বাকি রেখেচেন?

ঘট। ভোলানাথবাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির করে রাখ্‌তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর্‌বেন।

হর। ভোলানাথবাবু আর বিয়ে কল্যেন না—বয়স অল্প, বিয়ে কর্‌লে হান্‌ ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত ত বটে।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না তা কেমন করে বল্‌বো? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশ্বর্য্য যা করেন তাই শোভা পায়—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটি একটি সন্তান হলে, না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এবারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন দেখা যাক্‌।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কাণা খোঁড়া না হলেই হলো।

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্‌তে আস্‌বেন, সেই সময় পাত্র দেখতে পাবেন।

হর। ভালই ত—এ রীতি আমি মন্দ বলি না, যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল। তাঁদের আস্‌তে বল্‌বেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে।

ঘট। যে আজ্ঞা।

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত। আমি বিদায় হই।

[ঘটকের প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল, কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিও মলেন আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হলো—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠকন্যাটিকে চুরি করে নিয়ে গেল, আহা মেয়ে তো নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটি লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই, তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল। অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্‌লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরাজি পড়্‌তে দিলাম না, আপনার কুলধর্ম্ম শেখালেম, তেমনি

সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা কর্‌লেন। কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলাম। তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোকধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েছেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি অজ্ঞাতবাসে থাক্‌লে এত দিন আস্‌তেন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দেব, তাতেও একটি ভাল পাত্র পেলেম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, মাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ কর্‌বো। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারাধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডি। মহাশয় আজ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি—ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্‌লেন, শুনে মন মোহিত হলো—এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল। শুনলেম, ইংরাজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী তেমনি পতির হস্তে সমর্পিতা হবেন—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে—ললিতমোহনকে শাস্ত্রমত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় রাখ্‌বো।

পণ্ডি। ললিতমোহন আপনার দত্তক পুত্র হবে তা তো কেহই বলে না।

হর। এ কথাটি বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্‌বো বলেই ললিতকে শিশুকালে এনেছিলেম কিন্তু বধূমাতা কাতরস্বরে রোদন কত্তে লাগ্‌লেন এবং বল্যেন দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্যেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্যেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাক্‌লেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্‌বো।

পণ্ডি। আপনার পুত্র সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন তাঁর কি হলো? মহাশয়, ক্ষমা কর্‌বেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্যেম। আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্‌তে পাল্যেন আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কানাকানি কত্তে লাগ্‌লো, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখ্‌তে বলেন এবং আপনিও দেখ্‌তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্যেন, বধূমাতা একবার তাঁর দিকে চেয়ে আমার স্বামী নয় বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী, দুটিকে একত্রিত দেখ্‌লে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থির নেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলাবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, ললিতে লীলাবতী দান করে অপর কোন বালককে দত্তক পুত্র করুন।

হর। সেটি হওয়া অসম্ভব। ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার বক্তব্য এই, যেমন হরপার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত লীলা-

বতীকে এতই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্ত্বেও ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। শারদাসুন্দরীর শয়নঘর

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। সইকেও সইতে হলো। পোড়ার দশা, মরণ আর কি—আমি জান্‌তেম পোড়ারমুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না—বেনেদের বউ বার করে এত ঢলাঢলি কল্যো আবার ভাল মানুষের মেয়ে বিয়ে কর্‌বেন কোন্ মুখে? —সেই নাড়া... আগুন লীলার গায় হাত দেবে? —সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখ চুম্বন কর্‌বে! লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মার্‌লে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে।

পঙ্কজ কোরক নিভ নব পয়োধর—
চক্রে চক্র অতিক্রম অতীব সুন্দর।
রামহস্ত শোভা সীতা পীন স্তনদ্বয়,
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়,
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড় হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি রাশি সই মম আমোদের ফুল,
একেবারে হবে তার সুখের নির্ম্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন বাণে ভুবন জই,
হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হ্যাঁ সই আমি কি কেউ নই?

শার। আ মরি আজ যে আহ্লাদে গলে পড়্‌চো।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস!

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখ্‌লে আসে জ্বর।

লীলা। কপালগুণে কালিদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার" ভাই তেম্‌নি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্ নে ভাই—পোড়ার মুখোর মুখ দেখ্‌লে হৃৎকম্প হয়—বলে

চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলি ভুবন আলো করেচে,
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে।

লীলা। ভাব্ ভাব্ কদমফুল ফুটে রয়েচে—অকল্যাণ কর না সই তোমার দেবর হয়।

শার। আমার নক্ষ্মণ দ্যাওঁর—আমার মন-চোরার মাস্‌তুতো ভাই—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এঁর সঙ্গে জুটে গোরিবের মেয়েদের মাতা খায়—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি," শাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "দ্যাওর, পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"—যেমন মাসাস তেম্‌নি শাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বন্ স্বর্ণকুংকী।

শার। কুপতি কি যন্ত্রণা তা সই তোরে কথায় কত বল্‌বো—তুই স্বভাবত মিষ্টি কিছুতেই তেত হস্ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্। আমি কি সুখে আছি দেখ্‌চিস ত?

লীলা। সই তুমি আজ যে সজ্জা করেচ, তোমার আকর্ণবিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার হচ্চে, তোমার দ্বিরদরদ-কান্তি-বিনিন্দিত নিটোল ললাটে যে শতদলে-ষট্‌পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ্ কেটেচ, সয়া তোমায় আর ভুল্‌তে পার্‌বে না।

শার। সই আর জ্বালাস্ নে ভাই—তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে তা আমিই জানি,—যখন ভুগবি, তখন টের পাবি এখন ত হাসচিস্।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া।)

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমল-নয়ন!
সম কাল শিশুপাল বিনাশে জীবন,

পদছায়া পীতাম্বর দেহ অবলায়,
বিপদ সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে।
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল সম হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই ভীষণ আকার,
উপকান্তা অনুগামী, সব অনাচার।
জননী বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।
তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে
মাতা নাই পিতা তাই ঠেলিলেন পায়,
বালা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।
মাতাহীনা দীনা আমি এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই বাসরে সমাধি।

শার। সই সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই—কেঁদ না, কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। (চক্ষের হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ মুছান) মামা বলেচেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল তবু যেন শ্রীরামপুরে বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েচে বলে কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হলো—সোনার স্বামী যে সোনার চাঁদ, তার বাড়ী তো শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই আমি সোনা ফোনা জানি নে, আমি আপন জ্বালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি—তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ হবি—পরমেশ্বর করুন তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকুয়ে থাক্‌বো।

শার। তুমি যে অভিমানী তুমি তা পারো—সই অমন কথা বলিস্‌ নে, এমন সোনার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্‌ নে—সই আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাক্‌তে পারি নে।

লীলা। সই তুই অকালে কাতর হস্‌ কেন, আমি যা কিছু করি তোকে ত বলে করি। তোমার কাছে সই আমার ত কিছুই গোপন নাই, তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই, আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদবের স্থান।

শার। বউ কি বল্যেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়্‌বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই আমায় মার্জ্জনা কর, সই তোমার মাতা খাই আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম।

শার। সই, আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরিচি—কপালের লিখন! নহিলে ললিত—সই, কাঁদিস কেন! (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই আমায় কাঁদাস কেন?

লীলা। কি বলিব কেন কাঁদি পাগলিনী আমি।
সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল মৃণাল
সম মালিন্যবিহীন নব চিত্ত যবে
জগতে দেখিতে সব সরলতাময়,
মঙ্গলের বিনিময় জনে জনে আর—
লীলার লোচন পথে ললিতমোহন—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে
বলিতে পারি নে সই বাসকীর মুখে।
হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম—কুটিলতা বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা বয়সে,
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা?—

পতিত করিত সই সলিল শীকর,
যদি না দেখিতে পেতো ললিতে ক্ষণেক;
হরষে আবার কত জুড়াতো হেরিয়ে
ললিতমোহন নব নিরমল মুখ,
সৃষ্টি যার মিষ্টি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে একদিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে লীলার ললাটে!
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আমি, আনন্দ অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটি ধরে, বাম করে পেচে—
দক্ষিণ কপোল মম রক্ষিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে—বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,
তাহারে হারাবো লীলা করিচি বাসনা"—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল পরশে,
কলমের কালি দিয়ে কাটিলেন টিপ।
"মরি কি সুন্দর!" বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হলো;
নিশির স্বপন সম এবে অনুভব—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা জীবন—
চপলতা নিবন্ধন, তার রসধারা
লোহিত বরণ, ছাড়ায়ে অধর প্রান্ত
চিত্রিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখিজলে—
আসিয়া কহিল মিষ্ট মকরন্দ তারে,
"লীলাবতি করেচ কি? হেরে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার—
পড়েছে অলক্তরস শতদল দামে।"
বলিতে বলিতে সই অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই বাসিতাম ভাল—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র—
এখন তাহাই আছে, তবে কি না সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয় কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—আগেতে ছিল না—
হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা বাসে।
ললিতে হারাই পাছে—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আমি অপরের ঘরে—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে—ভাবনা হয়েছে এই।
ললিতে করিতে পতি—বলি লাজ খেয়ে—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি সজনি,
আকুল হয়েছি ভেবে পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান কেন বা যৌবন।
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকাকাল হেলিতে দুলিতে,
ছেলেখেলা করি সুখে লইয়ে ললিতে।

শার। শুনলেম ত বেশ, এখন উপায়—এখন শুদ্ধ নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের ম্যালা—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ। দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্বেন দিন স্থির হয়েচে—ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যিপুত্র হবে সেই দিন আমি সমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে। সই, আমার মা নাই, তা আমি এখন জান্‌তে পাচ্চি। (নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন)

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে সই?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হবো বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন, বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বল্‌চো সই, ললিতকে না দেখ্‌তে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হবো না।

শার। আমি ললিতকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো—কে আস্‌চে।

হেমচাঁদের প্রবেশ

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই ঘোল খেলে তার কড়ি কই?

শার। দড়ি কিনেচে।

হেম। সই তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পদ্মের কুঁড়ী সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই কথার শ্রী দেখ্‌লি—উনি ভাব্‌চেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ, স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? বিশেষ সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী. ওঁর মুখ দিয়ে কি এখন অমন কথা বেরুতে পারে?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি—তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চো—

শার। সই তোমাকে "আপনি আপনি" বলে কথা কইলে আর তুমি সইকে "তুমি তুমি" বলে কথা কচ্চো—ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা তো জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয় তা তো শেখ নি—কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌তে শিখেছিলে—

হেম। আজ থেকে তোমায় আমি "আপনি আপনি" বল্‌বো, "আপনি আপনি" কেন, "মহাশয় মহাশয়" বল্‌বো—"শিরোমণি মহাশয়" বল্‌বো—শিরোমণি মহাশয়! প্রাতঃপ্রণাম—

শার। দেখ্‌লি ভাই ভাল কথা বল্লুম, ওঁর পরিহাস হলো।

হেম। বাপ্‌ রে, শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন?

হেম। তোমার বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বলো, তোমায় কখন মেরেচি কি না—

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে মারকেই শুধু মার বলে না—কথায় মাত্তে পারা যায়—কাজেও মাত্তে পারা যায়—

হেম। যে মেগের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা—সই মহাশয়, আমি শুয়োরমুখো ষণ্ডা নই, আমি লেখা পড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডায়।

হেম। কেন মুক্তিমণ্ডপ বল্‌তে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন—

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি আজ পথ ভুলে এ পথে এসেচেন, না সইকে ভাল বাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভাল বাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন?

হেম। দেখা দিতে আসি নি; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে মামাশ্বশুরে বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষুস্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুতপিসী—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। ওড়া খোই গোবিন্দায় নম, বের্‌য়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন তাকে রাখ্‌বের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রট্‌য়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে।—

শার। ঠাকুরপো কোথায়?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল্‌টল্‌ খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, তুমি তারে যে ভাল বাসো মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতায় বাজী দেখ্‌তে যাব—

শার। এখানে কেন আজ থাক না।

হেম। আজ ত কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতার এত নিকটে এসে ওম্‌নি ওম্‌নি চলে যাই, আর কাল পাঁচ ইয়ারে মুখে চুণ কালি দেক্‌।

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটি খুলে পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও—

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াবো, তা আমাকে মারোই, কাটোই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুণো অপব্যয় কর্‌বে? বাক্সোয় রয়েচে তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে—কেন নিয়ে উড়ুয়ে দেবে?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি তুমি নৎ নেড়ে আমাকে উপদেশ দিও না—আমি সব সইতে পারি মেয়ে মানুষের নৎনাড়া সইতে পারি নে—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরে নৎ দিয়ে আস্‌বো।

হেম। তুমি নৎ দিয়ে এস, রথ দেখে এস, তুমি যা খুসি তাই কর, এখন দাও।

শার। কি দেব?

হেম। আমার গুষ্ঠির পিণ্ডি—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে—ভায়া ভাব্‌চেন মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি—মাগ্‌ যে প্রাণ জ্বল্‌য়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্চেন না। দেবে কি না বলো?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পার তেলো মাথার তেলো জ্বলে যাচ্চে—তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে—আচ্ছা আমি দুঃখীদের দান কর্‌বো ব্রাহ্ম সমাজে যাব।

শার। উড়ুনচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই—

হেম। উঃ সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু, না? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধ্‌রে গেছে।

হেম। আমিও শুধ্‌রে যাব—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভাল বাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন?

হেম। আজকের দিনটে। আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌বো।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্ম ঘৃণা করেন সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও?

হেম। আমি কি মন্দ কর্ম্ম কর্‌চি?

শার। আমি তোমাকে আজ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা আমি দিব্বি করে যাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে ফিরে আস্‌বো। যদি না আসি তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখ।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই? নোট-খান দাও তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান কর্‌বে।

শার। সেটি হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম—মন্দ কথা না বল্যে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বলো ভবি ভোল্‌বার নয়।

হেম। ভাল আপদে পড়িচি—দেরি হতে লাগ্‌লো। কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কারে দেবে?

হেম। দিতে হয় দাও তা নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কুবচন আমার অঙ্গের আভরণ, তোমার যা মনে লাগে তাই বলো, আমি রাগও কর্‌বো না টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে।

শার। কোন্ শালীর বেটি তোমায় আজ নোট দেবে।

হেম। কোন্ শালার ব্যাটা আজ নোট না নিয়ে যাবে।

শার। সর আমি যাই, সইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও—কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ নবাবপুত্তুর—কে দিয়েচে?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। ওঁয়ার নোট—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট—

হেম। তোমার বাবার নোট—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া বাক্সটি মাঝিয়ায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওরে আমার বাঁজ্‌রাচাকি—টস্ টস্ করে চকের জল ফেল্‌লেন আমি ওমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মর্‌বেন এখন—যা যা ভেঙ্গেচে প্যারি ত কল্‌কাতায় আজ কিন্‌বো—ভারি বদ্ ইয়ার—

শারদাসুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ

শার। বাঁচ্‌লে?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

শার। ভাগ্‌গিস সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলে নি—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি—কোন্ কথা বল্যে কি হয় তা জানেন না তাই অমন করে বলেন! নদে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ কল্যে।

[বাক্স গুছাইয়া শারদাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বসো—এই চেয়ারে হেমচাঁদ বসো—আমি লীলাবতীকে আন্‌তে বলি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

হেম। ঘরটি বেশ সাজিয়েছে ত—মেজেটিতে মাদুর মোড়া, দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা, মেহগনি কাঠের মেজটি, ঝাড় বুটো কাটা মেজের চাদর, ক্লিওপ্যাটরা কোচ, চেয়ার কখানি মন্দ নয়।

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্ ছাই—আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তা আমি সব ভুলে গিইচি, এখনি সব আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পার্‌বো না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পার্‌বো না।

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি—কাল যে সমস্ত দিন মুখস্থ করিচিস্।

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্, আসলে কম না পড়্‌লেই হলো।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে?

হেম। অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়ো?

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর বল্‌তে হবে না। আপদ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্।

নদে। সে যে আপন কোটে পাই চিঁড়ে কুটে খাই, তাতে আবার ভিকস্ সহায় হন—তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব

রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যারও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ডরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা বেশ বলিচিস্—কি বল্‌বো হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী—এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রংএর হাসি বার কত্তেম আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বের জন্যে এক এক পাত্র পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেছে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বন্দ হয়ে থাক্‌বে। আমি তো আর মুখচোরা নই—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? বল্, বল্, আস্‌চে।

হেম। "আয় আয়" না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস।

হেম। ভুল্‌বো কেন? "অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ,
অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন সিদ্ধেশ্বর
এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন! (সকলে উপবেশন।)

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন!

প্রথম প্রতি। সব দেখা শুনা হলে তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বিতীয় প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) তাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়?

হেম। তোমার গুষ্ঠির মাতা পড়ে—ঢেঁকিরাম—কি শিখ্‌য়ে দিলে কি বল্লোন—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগলির জেলে—বামণের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমনি মেয়েমুখো, তোর কপালে ইয়ারকি থাক্‌লে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতি বড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তি-মণ্ডপে ঢুক্‌তে দিই—একটি পয়সা খরচ কত্তে পারে না কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটি বজ্রমুষ্টি প্রহার) তোরে কীর্ত্তিনাশা পার কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখ্‌লেন সিধুবাবু? আপনি মামাকে বল্‌বেন, কার দোষ? আমাকে ভদ্র-লোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের সুমুখে যা খুসি তাই বল্যে তার পর এলোবিবি মার; এর শোধ দেব—আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কিল।

হেম।(নদেরচাঁদের কাপড়ে কালি দেখিয়া) খুব হয়েছে, খুব হয়েছে; পোড়ার বাঁদোর চেয়ে দেখ, চেয়ারে তেলকালি মাখ্‌য়ে রেখে-ছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েছে।

নদে। লেগেছে আমারি লেগেছে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্ তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামাপূজা, ভালুকে উল্লুকে জড়া-জড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মক্‌মলের টুপি, আর ভায়ার গায় কালি, একই রূপ দেখ্‌তে?

নদে। আমাকে এমন করে ত্যক্ত কল্যে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব—মেয়েও দেখ্‌বো না বিয়েও কর্‌বো না—দেখ দেখি আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালিতে ভিজে গিয়েছে। আমি ভাব্‌চি কল্‌কাতা বেড়ৃয়ে যাব।

শ্রীনা। কালিতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

তৃতীয় প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্‌ প্যান্‌ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি—একদিন এক জায়গায় বল্যে "তোমার গায় জল দিই" আমি ওমনি গা পেতে দিলুম আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিলে।

তৃতীয় প্রতি। কিল, কথা, জল, সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মার্‌লে বলে আমি কি ফির্‌য়ে মাত্তে পারি? তা হলে আপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন আর ঐ ভাল মানুষের মেয়ে যে আজ ব্যায়জে কাল আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয় তাইতে কিছু বল্যোম না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

তৃতীয় প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা!

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং সিন্দুর মাথা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু আবরণ

সিন্ধে। নদেরচাঁদ বাবু বল দেখি কে?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌বো বল্‌বো—(চিন্তা) মামা।

শ্রীনা। তোমার বনের ননদের ছেলের। (চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য)

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সুমুখে হাসি?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)

চতুর্থ প্রতি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ কর্‌চি নে আমি কর্ত্তার সঙ্গে এ কথা বল্‌তে যাচ্চি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখ্‌তে পার্‌বে।

হেম। মুক্তিমন্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝক্‌ড়া কত্তে আস্‌চে—এক কথা হয়ে গেছে তা এখন মনে করে রেখেচে—দাদাবাবু রাগ করে রয়েছে?—তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার তুমিই এখানে মুখ ভার করে রইলে?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো কেমন করে?

নদে। কাপড়ে আগুন ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই। (হাস্য)

ললি। আপনি কিছু লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

নদে। কর্‌বো না ত কি ওমনি ছাড়্‌বো?

তৃতীয় প্রতি। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুষ্‌ড়ে দিয়েছে।

তৃতীয় প্রতি। সিধু বাবু এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটি আছে?

সিন্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্‌কাপানের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বাবা ইস্‌কাপানের টেক্কায় হরতনের বিবি।

তৃতীয় প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েছেন কি?

নদে। আমি থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন?

তৃতীয় পুত্র। আপনি ত একটি, আপনার মত শত পুত্র সত্ত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। যা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবে হয়ে"—

ললি। মহাশয় এটি গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান কর্‌বেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েছেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু রাগ করেন কেন, আমরা বর, গাল দিলেও সহ্য কর্‌বো, মার্‌লেও সহ্য কর্‌বো, আঁচ্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো, কাম্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং শুনে নিলেই ভাল হতো।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয় জিজ্ঞাসা করুন, বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ কল্‌কাতায় থাক্‌বো।

হেম। নদেরচাঁদ যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্‌, দেরি করিস্‌ কেন?

নদে। ওগো লীলাবতী তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে?

ললি। যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেছেন ভদ্র-সমাজে তা পরিত্যাগ কর্‌বেন কেমন করে?

নদে। ললিত বাবু তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, তুমি জান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন? আমি জোর করে মেয়ে বার্‌ কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তোমার যখন মেয়ে হবে, তুমি, গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে চেড়াতে যায় না, এমনি একটি গরুকে মেয়ে দান কর, এখানে তোমার কথা কওয়া, এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে এক গাঁয় মাথা ব্যথা।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসি প্রহার—তুমি আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল, তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েছে? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে সেখানে একটিও সংবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই? তোমার যদি স্থির চিত্তে চিন্তা কর্‌বের ক্ষমতা থাকে তবে একবার ভাব দেখি তোমার নৃশংস আচরণে কত কুল-কামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কত ভদ্র সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে, এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না? তোমার এমনি শিষ্ট স্বভাব অন্য পরের কথা কি বলবো তোমার আপনার ভগিনী ভাগিনেয়ী, ভাইজ ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক-বার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নব-বিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল। যে হাতে নব বনিতা হত্যা করেছ আবার সেই হাতে গৃহস্থবালা লতে চাও—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাস্‌তুতো ভাইকে ভদ্র-সমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্ক-বিরুদ্ধ গালাগালি দিলে—তুমি এমনি নির্লজ্জ যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চো তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা কল্যে বিদ্যাসুন্দর পড়েছে কি না—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্‌, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্‌, তোমার জীবনেও ধিক্‌।

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্‌ বেশ্‌—

হেম। আমরাও বক্তৃতা কর্‌বো—নদেরচাঁদ তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা কর্‌লে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাব্‌বেন আমি লেখা পড়া জানি নে—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আন্‌চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

নদে। সিধুবাবু একখান বইয়ের নাম করুন তো।

সিন্ধে। "গুলি হাড়কালী"।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম কর্‌লেই ললিতবাবু আমাকে এখনি আবার বাপান্ত কর্‌বেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন, আমায় যথোচিত অপমান করেচেন। সে ভালই করেচেন—শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না—এখন আপনি মেয়ে মানুষটিকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া) "গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা"—

নদে। আর পড়্‌তে হবে না।

সিন্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য—সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প? গুড়গুড়ে লেখে বুঝি?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনি আস্‌বেন।

সিন্ধে। তাঁর আস্‌বের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ বিবাহ বিষয়ে বল্।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা (গাত্রোত্থান) আমি অধিক বল্‌তে পার্‌বো না।

সিন্ধে। যা পারেন তাই বলুন।

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্ত্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ — প্রিয়বন্ধুগণ এবং প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ!—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত পাটালির নিকটে—নিকটে—পাটালির নিকটে—আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্য-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না, কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন। বিবাহ হয় এক কল্প বট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে রোমশ পশু আছে—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাতায় করিয়া চলে যেতে পারে ব্যতীত পান করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধুতা তার ফল। বিবাহের কত কৌশল তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বল্‌তে পারে। দেখুন জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়—যদি বলেন জাম পাক্‌লে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়, সে ডাঁসা—যদি বলেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন সকলি দুই দুই, চন্দ্র সূর্য্য, রাত দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীবসকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভ-মতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুদ এসে পড়ে—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান।

সকলের হাস্য

আরো দেখুন মাতৃ ভাষা কেমন কাহিল হয়ে গিয়েছেন—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব—তুমি বসো।

নদে। অতএব বন্ধুগণ দাদাকে আসর দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

যেমন বসিতে যাবেন অমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন, সকলের হাস্য

হেম। চেয়ার যে সরুয়ে রেখেছে, তা বুঝি দেখতে পাও নি?

নদে। ও মা গিইচি—বাবা গো মেরে ফেলেচে—কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে—শালারা আমারে যেন পাগল পেয়েছে—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই—(চেয়ার লইয়া উপবেশন।)

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ! আমার গুণিগণানুগণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্য ভ্রাতা যাহা বল্যেন, যাহা—যাহা বল্যেন—বল্যেন, তাহা বল্যেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই মাতৃভাষায় চাষ না দিলে—না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়—আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুন্দি, কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েছেন, যথা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ! এস আমরা মাতৃভাষাকে আহার দিই—চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত রথের কাছে দাঁড়ুয়ে সে জন—চুল চুসনা হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ি উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচড়ে যাইতেছে। অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই। হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র! তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ কর না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না—উপসের মুখে একটু—একটু মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুনো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মারচেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত—কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের ত্বরায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ি দিয়ে সজনে গাছে ঝুলছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ! তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ" করিয়া বলিতেছি তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর—মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাকবে না—গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান করবে—বৃক্ষ ফলবতী হইবে—ইন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ করবেন—জাতিভেদ উঠে যাবে—বহুবিবাহ বন্দ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাকবে না—আমরা কাটুয়ে যাবো। মনোযোগ না করলে কোন কর্ম্ম হয় না—সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে নিই আমার বসবের স্থান।

সিদ্ধে। বাহবা হেমবাবু, বেশ বলেচেন।

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল।

হেম। আমি এখন রোজ রোজ বক্তৃতা করবো—মুখ বুজে থাকলে বেকল হয়ে যেতে হয়।

রঘুয়ার প্রবেশ

শ্রীনা। রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট, তবে রঘুয়ার হাত দুখানি নুলো, আর একটু বেঁকে চলে।

ললি। এ ব্যাটা নতুন উড়ে; মালীর বাড়ী হতে এসেচে।

রঘু। আপনঙ্কর[১] লেখা পড়ি হ্যালানিটিকি[২]? কর্ত্তাবাবু আউছন্তি[৩] (নদেরচাঁদের বস্ত্রে কালি, এবং বদনে সিন্দুর অবলোকন করিয়া) এ কঁড়[৪] মঃ[৫] বাবু তো সেয়াংওপরি[৬] দুশুচি[৭] গুটে[৮]—পাচড়া[৯] কদড়ি[১০] হাতেরে হুয়ন্ডাকি[১১]।

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া তুই আমারে কি বলচিস?

রঘু। বাবুমানে[১২] আপনাঙ্কো[১৩] ভালু-

নাট্যকারপ্রদত্ত টীকাঃ—

[১] আপনাদিগের। [২] হইল না কি? [৩] আসিতেছেন। [৪] কি। [৫] বাহবা।
[৬] সংএর মত। [৭] দেখাইতেছে। [৮] এক। [৯] পাকা। [১০] রম্ভা।
[১১] হইত। [১২] বাবুরা। [১৩] আপনাকে।

পিলা[১৫] সাজাউচি[১৬] আউ ক'ড়? নুগাপটা[১৬] কাড়রে[১৭] তিতি গলা।

নদে। দূর সড়া দাসো।

রঘু। মঃ[১৮] মনিমা[১৯] হেই এপরি কহুচ[২০]? মু[২১] পিলাটি,[২২] গোরিবপুও, ক'ড় করিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝুমনা[২৩] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাঁস্‌লি কেন?

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ মু গোরু চরাউচি. আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাঁহরা[২৫]—আপনো ঐরাবতঃ মু ঘুণ্ডিমুষা[২৫]—আপনো জেবে গালি দেব মু ক'ড় করিবি? আপনো সড়া বইল কাঁই কি? আপনো কি মোর ভেনুই[২৬]? আপনো কি মোর ভোঁড়ির[২৭] ঘোঁইতা[২৮]?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া ফের যদি বক্‌বি তো জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[২৯], মু হাজির অছি—

অল্‌পিকে সল্‌পিকে লোকে[৩০]
মনে বহন্তি[৩১] গর্ব্বিতা;
সারু[৩২] গছ মূলে ভেকো
ছত্র দণ্ড ধরাইতা;

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু এবারে আপনাকে রাজছত্র দিয়েছে, আর কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

নদে। মহাশয় আমরা যথোচিত খুসি হইচি—পড়্‌তে শুন্‌তে বেশ, আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা দুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন—ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ মুখ পোঁচ্।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্ না?

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ও'র মা কাচ্ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে, কুলীনের ছেলে, বড় মানুষের ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা লালগুঁড়ো লাগ্‌লো কেমন করে?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নদে। সে যে শাদা।

হর। লীলাবতী কোথায়?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠ্‌য়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পার্‌বো না. আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েছে। দেখ্‌লে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ডু ভক্ষণ করে, কারো শিখ্‌য়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ, চলো তোমাকে ও-বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর বসো, আমি আসচি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো ছেলে দেখ্‌লেন কেমন? আপনাকে আমি জেদ করে এখানে পাঠ্‌য়েছিলেম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

[১৪] ভালুকের ছানা। [১৫] সাজ্‌য়েছে। [১৬] কাপড়। [১৭] কালিতে। [১৮] বাহবা। [১৯] প্রভু। [২০] কহিতেছেন। [২১] আমি। [২২] ছেলেটি। [২৩] বিবেচনা। [২৪] ঝাঁটা [২৫] কাটাবিড়ালি। [২৬] বোনাই। [২৭] ভগিনীর। [২৮] স্বামী। [২৯] স্বামী। [৩০] ক্ষুদ্রান্তঃকরণলোকদের। [৩১] প্রবাহিত। [৩২] মানকচু।

তৃতী, প্রতি। বংশ উঁচু, রূপ নইচে, গুণ চটু—বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখিচি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখি নি—আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলেম, বোধ হলো দুই যুগ—যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত-পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল, আঙ্গুলগুলিন কাঁক্‌ড়া, চক্ষু দুটি কাঠ-ঠোক্‌রার বাসা, কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে, হাসলে ভালুকে শাক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কুকী, বজ্জাতিতে বাকরগঞ্জ। মেয়েটি হামান-দিস্তেয় ফেলে থেতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

প্রথম প্রতি। মেজো খুড়ো মেলের ঘরটা বিবেচনা কল্যেন না?

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যাদান সকলের ভাগ্যে হয় না। ছেলেটি অশিষ্টু কেমন করে বলি। আমার সঙ্গে কেমন কথাবার্ত্তা কইলে. কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বল্যে. আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাক্‌লে বিদ্যার পরীক্ষা লতে পারে না।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আইমা হরিণের শিং।"

প্রথম প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব—কি মন্দ পরীক্ষা করেচে? মহাশয় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়ুয়ে উটে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

তৃতীয় প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটি সংস্কৃত শেলাক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাথায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শেলাকই বলেচে।

প্রথম প্রতি। ঐ শেলাকটিই বটে—কেমন মহাশয় এটি কি মন্দ বলেচে।

হর। আমার মাথা বলেচে—আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিক্তো তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটি কথা হয়। তা যাই হোক্, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাক্‌তে ত্যাগ কত্তে পার্‌বো না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?

সিদ্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে, কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বের্‌য়ে পড়ে—কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্‌ছে এবং অভিন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে. ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে, মনুষ্যের শ্রেণীতে কখনও সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভবপ্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটিকেও গ্রহণ করে নাই বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে, তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধর্ম নদেরচাঁদ। সদ্‌-গুণের অভাব দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেছে যে তাহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েছে, তাহার এক মধুর দৃষ্টান্তস্থল ললিত-মোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বরদত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম বৃদ্ধি হয় না এবং অকুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীন বংশজ নিকৃষ্ট নরাধম-দিগের কৌলীন্য চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ করবের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহ সংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের

হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্চেন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্তেন "আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।" নদেরচাঁদ অতি পাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরানো। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না—

তৃতীয় প্রতি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেছে।

তৃতীয় প্রতি। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ কাল কালেজের চূড়াস্বরূপ। আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না কর্লে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্চি—আপনারা যারে জামাই কত্তে বল্চেন আমি তাকে পুত্র কর্চি, তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি, না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন? ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক কর্ব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যিএঁড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্রি শ্রাদ্ধ তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়। আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত মেয়ে থাক্তে পুষ্যিএঁড়ে গ্রহণ করে না।

প্রথম প্রতি। তবে পূর্ব্বপুরুষের নাম-গুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্। এক এক জন এক এক শয়।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ কর্তে চাই না, আমি যা ভাল বুঝ্বো তাই কর্বো।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন, নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই। আপনারা বাইরে যান আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্বো।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম কত্তে বল্চি নে। জান-বাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্চে—তার পিতামহ কানাই ছোট্ঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েছে। বিশেষ আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি এখন অন্য মত কর্লে আমার কি জাত থাকে, আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাক্‌বে না — আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভরাভর দেবেন না, তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারীটি হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুন্‌বেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদেরচাঁদকে জামাই করি। বিশেষ ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাঁচি। ঘটক বল্যে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজ-বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচ্‌য়েছে, ভোলানাথ বাবু যে রাজ-বাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌বেন এমত বোধ হয় না।

হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচে, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

পণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি—সকলেই একজোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া শ্রীনাথের প্রস্থান।

হর। আমায় কে চিটি পাঠালে—

লিপি পাঠ

প্রণাম নিবেদনমেতৎ।

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কানপুরে তারাসুন্দরীকে বার-বিলাসিনীপল্লীতে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, তথায় সেই সময় একজন ক্ষত্রিয় মহাজন বাস করেন, তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা, উভয়কে প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

অনুগত জনস্য।

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্যে—কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে এক চিটি পাঠ্যেছে—আমি আর ভুলি নে—সে-বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠ্যে জান্‌লেম সকলি মিথ্যা। কি ষড়্‌যন্ত্র হচ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। চিটিখান লুক্যে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। অনাথবন্ধুর মন্দির

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ

যজ্ঞে। তুমি অকারণে আমাকে এখানে রাখ্‌তেছ—আমি আর তোমার কথা শুন্‌বো না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দিতে পার তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌বো।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠ্যে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর?

যোগ। আমার টাকায় প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী
শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা
মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং
জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে
কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয় হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্চি না—আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চো, সুতরাং তোমার টাকার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটি নির্জ্জন স্থান বলে দেবে, দিলে না?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান বলে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে বলে দাও, তার পর তোমার কথা শুন্‌বো। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাক্‌তে হবে, সব বলো তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব—এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে

ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে, তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্, যমে জান্‌তে পার্‌বে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে।

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই—সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাক্‌বে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে?

যোগ। কিছু না—চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ কথা আমি সেখানেই যাব—এখন বলো তোমার কি কত্তে হবে।

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাও, তাঁকে বিশেষ করে বলো, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আস্‌বেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন—আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে জান্‌লে?

যোগ। তুমি বল্‌বে প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তোমাকে বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে কিরূপ চেহারা?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, যোড়া ভুরু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বল্যে বিশ্বাস কর্‌বে কেন? ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে, তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ি না পাক্‌তো তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে?

যোগ। বলো আপাততঃ জানি নে, ত্বরায় বল্‌বো।

রঘুয়ার প্রবেশ

রঘু। এ গোঁসাই, বাহারকু[১] যিবাউ[২] মাই কিনিয়া মানে[৩] এ ঠারে[৪] আসিছন্তি; সেমানে[৫] চান্ডে[৬] শিবমুণ্ডে পানী দেই যিবে, তাঁয়উতারু[৭] আপনোমানে নেউটি[৮] আসিব।

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি?

রঘু। দোষ থিলে[৯] কোঁড় ন খিলে কোঁড়? মতে[১০] কাহিছন্তি[১১] কি সেঠি[১২] যেপরি[১৩] গুটে পুরুষপো ন রহিবে, আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[১৪]? খোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি,[১৫] মরদ পিপ্‌পুড়িটা[১৬] কাড়ি[১৭] দেবি[১৮]।

যোগ। এ ধন[১৯]! এপরি কাঁহি কি[২০] কহুচু[২১]! যোগী মানে মাইপোমানাঙ্কু[২২] জননী পরি দেখন্তি,[২৩] সেমানঙ্ক পাখেরে[২৪] কেউ নিসি[২৫] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরুস্তমরে[২৬] থিলে,[২৭] আম্ভর[২৮] গুটে[২৯] কথা শুনিবাকু[৩০] হেউ—আম্ভর বাহা[৩১] কেতো দিন হেবো কহিবাকু অবধান[৩২] হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলুকু[৩৩] পড়ুচি[৩৪]। (যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।) মোর কেহি নাহি, মু[৩৫] বাটে বাটে[৩৬] বুলুচি[৩৭]।

নাট্যকারপ্রদত্ত টীকা:—

[১] বাহিরে। [২] যাউন। [৩] স্ত্রীলোকেরা। [৪] এখানে। [৫] তাঁহারা। [৬] শীঘ্র। [৭] তার পরে। [৮] ফিরিয়া। [৯] থাকিলে। [১০] আমাকে। [১১] বলিয়াছে। [১২] সেখানে। [১৩] যেন। [১৪] পুরুষ তো। [১৫] টিকটিকি। [১৬] পিপীলিকা। [১৭] বাহির করিয়া। [১৮] দিব। [১৯] ও বাছা। [২০] কি জন্য। [২১] বল্‌চো। [২২] স্ত্রীলোকদিগের। [২৩] দেখেন। [২৪] নিকটে। [২৫] কোন। [২৬] পুরুষোত্তমে। [২৭] ছিলেন। [২৮] আমার। [২৯] একটি। [৩০] শুনুন। [৩১] বিবাহ। [৩২] বলিতে আজ্ঞা হউক। [৩৩] পদতলে। [৩৪] পড়িতেছি। [৩৫] আমি। [৩৬] পথে পথে। [৩৭] ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি।

যজ্ঞে। বাহবা, তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবে কহি দেবে মতে[৩৮] গুটে টকি[৩৯] মিলিব[৪০]।

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা ঘেনি[৪১] ঘরকু[৪২] যা বড়্চোনার অচ্যুতা গোড়[৪৩] তা[৪৪] সুন্দরী ঝিও তোতে[৪৫] বাহা[৪৬] দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্চে[৪৭] জানিলি। মাইপো মানে[৪৮] আইলেনি[৪৯]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদা, লীলাবতী এবং দাসীদ্বয়ের প্রবেশ

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীবন্ধু, তোমার মাথায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, আমি ঘৃতকুম্ভ, সোনার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হলো। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আসবেন না, পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার প্রাণপতিকে আমায় দাও, আমি অতি কাতর-স্বরে তোমায় বল্‌চি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দন্ড না দেখ্‌লে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে আর তুমি অন্তর্যামী তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আস্‌বেন। সাত দোহাই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারিদ্বয়ের প্রতি) হ্যাঁগা আপনারা তো অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেচেন? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হলো বিবাগী হয়েচেন। হ্যাঁগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো আমার দাদার বিরহে আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলায় মুক্তার হার দান কর্‌বেন।

যজ্ঞে। না মা আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন? আর কিছু কাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝ়য়ে বলেন তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন. তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যি-পুত্রও লওয়া হবে না পূর্ব্বপুরুষের নামও থাক্‌বে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝ়য়ে পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বো।

লীলা। আহা জগদীশ্বর নাকি তা কর্‌বেন।

শার। ওগো পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটি প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই চলো আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখ্‌তে পার. নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটি পাবে। তোমাকে আমি একটি দিন স্থির করে বল্‌বো. সেই দিন তুমি আস্‌বের দিন বল্‌বে. এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাক্‌তে পারেন না?

[৩৮] আমার। [৩৯] বালিকা। [৪০] মিলিবে। [৪১] লইয়া। [৪২] ঘরেতে। [৪৩] অচ্যুত ঘোষ (গোপ)। [৪৪] তার। [৪৫] তোকে। [৪৬] বিবাহ। [৪৭] নিশ্চয়। [৪৮] মেয়েরা। [৪৯] এলেন।

যজ্ঞে। না এলে আমি তো পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আস্‌বেই আস্‌বে, না আসে আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[যোগজীবনের প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগ্‌তে হবে—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে—যৎ পলায়ন্তি স জীবতি—বেটা আমাকে ফাঁকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আস্‌বেন, আমাকে রাজ্যেশ্বরী কর্‌বেন; আমি কখন নিরাশ হবো না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো, আমি প্রাণ থাক্‌তে বিধবা হবো না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রি কত্তে গিয়েছেন ভাব্‌বো, তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পার্‌বো না, তিনি নাই আমায় যে বল্‌বে, পায় ধরে তার মুখ বন্দ কর্‌বো। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন) বুক ফেটে গেল, প্রাণ বার হলো, আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্লো—আহা মা যখন বিয়ে দেন তখন কি তিনি জান্‌তেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে—যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি বিয়ে মা তো দিছলেন—কি মনের মত স্বামী! আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইলো না—সইলো না কেন বলচি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব। প্রাণনাথ কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয়-আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেচি—(বক্ষে দুই হস্ত দান) প্রাণেশ্বর আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েছে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচ্চি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুনি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে—আমার বেশভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁতেয় সিঁদুর দেওয়া—জন্ম জন্ম দেব—আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিচি—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটি বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ) প্রাণকান্ত, তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়, যখন যে পায় সেই খড়ম শোভা কর্‌তো সেই পা বক্ষে ধারণ কর্‌বো তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হবো। আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্ব-মণ্ডিত—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই
সুরভি সতীত্ব-শ্বেত-শতদল ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে,
মলিন-বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন,
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমুর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান,—
পরমেশ পিতা দত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।
রেখেছি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

লীলা। হ্যাঁ বউ একাটি ঘরে বসে কাঁদ্‌চো।

ক্ষীরো। দিদি কাঁদ্‌বের জন্যে যে আমি জন্মিচি—আমি যে চিরদুঃখিনী আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে—আমি যে এক বিনে সব অন্ধকার দেক্‌চি, আমি যে সোনার থালে খুদের জাউ খাচ্চি, আমি যে বারাণসীর শাড়ীর আঁচলে সজনের ফুল কুড়ুয়ে আন্‌চি, আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মর্‌চি—।

লীলা। বউ তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন. তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল পাথারে ভাসাবেন না—তুমি চুপ কর. দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন. সকল দিক্‌ বজায় কর্‌বেন—

শার। বউ তুমি নিরাশ্বাস হয়ো না, বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন—কত লোক ঐরূপ বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসারধর্ম্ম কচ্চে—আমার মামা-শাশুড়ী গল্প করেচেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনেদের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল; কিন্তু ছোট ভেয়ের বিবাহ হয়েছে দেখে বাড়ী রইলো না—তার বন্‌ তাকে চিন্তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে দুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটিও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত. আমি বার বৎসর দেখি নি. তবু আমি ঠিক বল্‌তে পারি সেই নাক সেই চক্‌। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ নিরীক্ষণ করে দেখিচি, ঠিক আমার বাবার মত নাক চক্‌।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ি হবে কেন? একেবারে আঁচড়ানো শোনের মত ধপ ধপ কচ্চে—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি—যদি পাকা দাড়ি না হতো, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ি কৃত্রিম—তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর আশা করি কি না—আহা প্রাণ থাক্‌তে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্‌তে পার্‌বো—বাবাকে বল্‌বো?

ক্ষীরো। না লীলা তা বলিস্‌ নে—শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে—আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ি মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ি কি নকল দাড়ি তার পর মামাকে বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়—আমি ত পাগল হইচি আমার আর ঢলাঢলি কি?

লীলা। বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক্‌ হবে কেন? আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম কর্‌বো কেন, আমরা মন্দিরে দেখিছি. আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন, তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি তিনি ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন. বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন। আহা! এমন দিন কি হবে আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পাব. আমার রাজ্জিপাট বজায় থাক্‌বে—আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে দেন, তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিচ্‌লেন কোন্‌ বাবু তাঁকে এমনি চাব্‌কে দেছে. রক্ত ফুটে বেরুয়েচে. যেন অসুর

খামাটি এ'টে রয়েচে—মাসাস ঠাকুরুণ নিম-পাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বলেন তোর তো আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচিই বা।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল, যার তিন কুলে কেউ নাই সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক—দেশে আর ছেলে মিল্লো না, নদের-চাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কল্যোন!

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমায় সকল কথা বল্‌তে হয়, সই প্রতিজ্ঞা করেচেন ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে কর্‌বেন না—

ক্ষীরো। ও মা সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যার গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়শুদ্ধ পরমা-সুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি চার্‌টি চুলের জন্যে কি বড় মানুষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাক্‌বে?

শার। বউ তুমি এক বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর—সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বলো—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না, তেমন কর্ত্তা নন, যা ধর্‌বেন তাই কর্‌বেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক, তা তিনি বলেন, তা হলে আমার পূর্ব্বপুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়।

শার। তোমার কাজ তুমি করো এক বার বলে দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভাল বাসে অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভাল বাসে, তার স্বভাবই ভাল বাসা, তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে কর্‌বে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে আর কারোকে পুষ্যিপুত্র নিয়ে তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না, তুমি চলো একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ

রঘুয়ার প্রবেশ

রঘু। (গীত) "মতে[১] ছাড়ি দে বাট,[২] মোহন!
ছাড়ি দেলে জিবি[৩] মথুরা হাট,
মোহন! রাধামোহন!
মাতাঙ্ক[৪] শপথ পিতাঙ্ক রাণ,[৫]
নেউটানি[৬] দেবি পীরতি দান, মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই,[৭] তু
মোর ভনজা,[৮] মু তোর মাই,[৯] মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
অম্বিল[১০] হেউচি[১১] গোরস মোর, মোহন!

নাট্যকার-প্রদত্ত টীকাঃ—
[১] আমায়। [২] পথ। [৩] যাইব। [৪] মায়ের। [৫] পিতার দিব্বি।
[৬] ফিরিয়া আসিয়া। [৭] নন্দকানাই। [৮] ভাগিনা। [৯] মামী। [১০] অম্বল।
[১১] হইয়া যাইতেছে।

মতে কহিলে সানো[12] গোঁসাই মিচ্ছ[13] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি—যে পুরুস্তমেরে থিলে সে ত বয়স্‌রে[14] সানো, জ্ঞানরে[15] বড়ো; আউটা[16] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়স্‌রে কেবে হেই পারে?—সড়া কিপরি[17] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিবি।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ

যজ্ঞে। ও বাপু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চো কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী—দ্বারীকে বলো আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

রঘু। দারী[18] তোর মাইপো[19] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খণ্ট[20] গোটায়[21] মুথো[22] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[23] করি দেবি—মতে গালি দেলু কাঁই কি?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই—তুমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও।

রঘু। দারী তোর ভৌড়ি,[24] সড়া ভণ্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেংস[25] করি দারীপাঁই[26] বুলুছু[27]; ভল্লোকঙ্ক [28] ঘরে তোতে দারী মিলিব? লম্পট বোধিপ[29] পাখ্‌খরা[30] তু মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দারী মু উপাড়ি পক্কাইবি[31]। (সজোরে যজ্ঞেশ্বরের দাড়ি উৎপাটন।)

যজ্ঞে। বাবা রে, মলুম রে, সর্ব্বনাশ হলো রে, চিনে ফেলেছে রে।

রঘু। তোর সব দাড়ি মু কাড়ি[32] দেবি। (দাড়ি ধরিয়া সজোরে টানন।)

যজ্ঞে। ও বাপু তোর পায় পড়ি আমারে ছেড়ে দে, আমার মিছে দাড়ি নয় তা হলে রক্ত পড়্‌বে কেন?

রঘু। কেবে[33] ছাড়ি দেবি না—রক্ত পড়লা তো কোঁড় হলা তু মিচ্ছ গোঁসাই পরা[34]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে?

রঘু। মতে[35] কহিছন্তি[36]।

যজ্ঞে। এত দিনের পর মৃত্যু হলো—ও বাপু তুমি কারোরে বলো না, তোমারে আমি একটি মোহর দিচ্চি। (মোহর দান।)

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। কি রে কি রে মারামারি কচ্চিস কেন?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাড়িগুনো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। রক্তকিঙ্কনী করে দিয়েছে যে।

যজ্ঞে। মহাশয় আমার নিষ্পাপ শরীর, আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বল্‌তে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান?

যজ্ঞে। তাঁর পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে আস্‌বেন, আমি আর কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—লীলাবতীর পড়িবার ঘর

ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। আমার মন এত ব্যাকুল হলো কেন? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে—আমার সর্কলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না; অধ্যয়ন কত্তে এত ভাল বাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হলে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা

[12] ছোট। [13] মিথ্যা। [14] বয়সে। [15] জ্ঞানেতে। [16] অন্যটি।
[17] কিরূপে। [18] বেশ্যা। [19] স্ত্রী। [20] ডাকাত। [21] একটি।
[22] কিল। [23] চ্যাপ্টা। [24] ভগিনী। [25] সাজ। [26] জন্য।
[27] ঘুরে বেড়াইতেছে। [28] ভাল লোকের। [29] জারজ। [30] বজ্জাত।
[31] ফেলাইব। [32] উঠাইয়া। [33] কখন। [34] গোসাই বটে ত।
[35] আমায়। [36] বলিয়াছে।

পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে —উত্তমতায় পরিপূর্ণ বিশ্বসংসার কি সুখ-শূন্য হলো, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতা-বিহীন হলেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্ত্তনীয় —তবে আমি এমন দেখ্‌ছি কেন? নীলবর্ণের চশ্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত কি পিঙ্গল, কি নীল কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয়—পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেচে—আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি—বিষাদের জন্ম হলো কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি কিন্তু মুখ দিয়ে বলতে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই। লীলাবতী —নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে—এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, যাকে এত ভাল বাসি সে অমন অপদার্থ নরাধমের কর-কবলিত হচ্চে—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে? সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমা সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়? বিষাদের অপনোদন তো হয়ই হয় আরো অপার আনন্দ জন্মে—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্বসদ্‌-গুণমণ্ডিত একটি নবীন সুপুরুষ লীলা-বতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বলো, অচেতন হলে যে—হয়, অবশ্য হয়—এই বার মন মনের কথা বলো না, গোপন কল্লে: গোপন কর্‌বো কেন?—তা হলে সে তো সুখে থাক্‌বে—মন ধরা পড়েচে, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভাল বাসি সে তো ভাল থাক্‌বে। হোক, লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হোক—না, না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মতি দান কত্তে অক্ষম—কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন করে জান্‌বে না—অপরের কাছে পাছে সে যা ভাল বাসে তা না পায়—আমি তার সুখের জন্যই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়,
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মোদিনী জয়ী হরিণনয়নে
বঙ্গ-বিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে,
উৎকল অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়,
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জ্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার,
এক স্থানে বসে হতো রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ।
সুশ্যামল দোল দোল অলককুন্তল,
মুখপদ্মপ্রান্তে যেন নাচে অলিদল—
চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা লীলাবতী-চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা অলকা কম্পিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে,
হলেম অবনী মাঝে বিলাসিনী বিনে,
নতুবা আমার কেন অচলিত মন—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন,
লীলাবতী নিরমল মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি,
বারিজ-বদনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি—

কি করি কোথায় যাই কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—
(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ। এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর বয়স কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে
বেড়াইত কত সুখে সরোবর তীরে,
হাত ধরাধরি করি, বলিতে বলিতে,
মধুমাখা ছাই-পাঁশ সুমধুর তারে,
"আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে—
"ওপারে রে জন্তি গাছ জন্তি বড় ফলে,"
বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী ধরিতে হৃদয়ে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী:—
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা করি
ধরেচেন আঁখি মম দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেছি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন?

ললি। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক,
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধনু জাত
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে—
জাগরণে ধ্যান মম ঘুমালে স্বপন,
মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে,
মলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে,
সে আঁখি কি পড়ে ঢাকা ঢাকিলে নয়ন?
যে কর করিয়ে করে ছেলেখেলা কালে,
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী চম্পকাবলী কোমলতাময়—
বিরাজিত যার শেষে—ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর,
সুন্দর সিন্দুর মাজা যেন মতি কাটি—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্রবলে
অম্বুজ মুঞ্জরী মুটি মনোলোভা শোভা,
মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী,
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিল জলজ যেমতি—
বলিতে বলিতে বন বিহঙ্গের রবে,
আনন্দ কাতরে আর মিছে ভারি মুখে,
"ওগো মা কি হলো, মরা মানুষের মত
হয়েছে আমার হাত নাহি রক্তবিন্দু"—;
এমন পাষণ্ড আমি এত অচেতন,
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে করনলিনী,
নয়ন যুগল মম আবরিত বলে?
যে অঙ্গনা অঙ্গজাত পরিমলকণা
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেছে মম নাসিকার দ্বার—
পারিজাত গন্ধ যথা পুরন্দর নাসা—
সৌরভে ধরিতে তায় লাগে কি সময়?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পঙ্কজে
আবরণ করে রাখে—কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সভয়-হৃদয়ে
কাঞ্চন রতন তার—ছোঁব না দেব না—
অথবা যেমন সন্দেহ সন্তপ্ত পতি
চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি কমলিনী—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
"এই যে রয়েছে ফুটে ফুলকুলেশ্বরী"।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েছ ক দিন,
বিরস রসনা, হাস্যমুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা, মাতা খাও, বল না আমায়,
কি হয়েচে সত্য বলো, পড়ি তব পায়—

ললি। কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন,
বাসনা বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা-আতপ-তাপে হৃদি-সরোবর,
দিন দিন রসহীন ক্ষীণ কলেবর—
শুখাইল কুবলয় প্রণয় সরল,
শুখাইল অধ্যয়ন বিকচ কমল,
দেশ অনুরাগ কুন্দ পুড়ে হলো খাক,
মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয় পুণ্ডরীক কলি,
উড়িয়াছে যত আশা মরালমণ্ডলী।
কি করি কোথায় যাই কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দুরিতে অভাব মোর কুবের ভিকারী,
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী?

সার কথা লীলাবতী—কি মধুর নাম,
বিরাজিত যাতে কটি ধনেশের ধাম—
বলি আজ বামাঙ্গিনি, কম্পিত হৃদয়ে,
শোন তন্বি, স্নেহময়ি একমন হয়ে—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার,
ধন জন অগণন সকলি তোমার,
ভোলানাথ বাবু তায় করেচেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা রতন
সুন্দরী সুবর্ণমুখী সরোজনয়নী।
বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী—
এত সুখে দুঃখী তুমি অতি চমৎকার,
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার,
সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়
বিবরণ বলো করি বিনতি বিনয়।

ললি। নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
সুখের সাগর সব করিয়াছে পান,
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে,
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে কাহার দ্বারা হইল নিধন,
বিশেষ করিয়ে বলো মম সন্নিধান,
সুসার করিব তাতে যায় যাবে প্রাণ—
মাতা খাও কথা কও কেঁদ না-কো আর,
দেখিছ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব অনুভব হয়,
আজ্‌কে নূতন যেন হলো পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর—
নিতান্ত করেছি পণ—পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা?
পরিণয় সুখাসনে বসিয়ে আনন্দে,
মনের উল্লাসে সুখে করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি পাণি
বিনিন্দিত যার কোমলতা সুগঠনে—
পণ রক্ষা নাহি হয় ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সম্বল,
বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি কলাপ,
করঙ্গ, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত—
সুশীলা লীলার লীলা মুদিত নয়নে
নির্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—
চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরিনন্দিনী
আনন্দ বিহ্বলে ভাবে ভূধরচূড়ায়।
ভোলানাথ বাবু বালা সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অঙ্গার।
যে দিন হইতে তুমি—শুভ দিন আহা,
জাগরূক আছ হৃদয়ের মাঝে—
পবিত্রবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে;
ভুলিয়াছি কুমুদিনী কুমুদিনী-নাথ,
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদ কৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দুর-শোভা-ঊষা-মনোহরা,
পরিমল-আমোদিত-মলয় পবন।
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর-ভুবনে
উপমা তোমার সনে, নিরুপমা বালা,
দিতে পারি সুসঙ্গত। তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন,
হয়েছি বিদায় আমি এই কতক্ষণ
তোমার মানস জেনে করিব বিধান—
স্বর্গের সোপান কিম্বা বিকট শ্মশান।

লীলা। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম সরমের ভুল?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি লাজ সংহারিয়ে
ধরিবে পুরুষ আঁখি দুই হাত দিয়ে—
আমি আজ লাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন,
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজ্‌কের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হলে এই আচরণ
আরক্ত করিত তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যায় জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।

ললি। স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি পঙ্কজিনী,
সরম সংহার তাহে নহে গর্হিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।

আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেম পূজা প্রণয় সহিত,
মন মন্দিরের দেবী, জীবাতু আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পবিত্র আকার;
তাই তামরসমুখি পবিত্র প্রসূন!
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণ।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারণ,
সুসংগত ভাবিলাম তব আচরণ,
কি বলে সুমতি তুমি বিশুদ্ধস্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম অভাব?

লীলা। মনে মনে মন যাঁরে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েছে সজীব যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন সঞ্চারে যাঁরে প্রিয় দরশন,
যাঁহার গলায় মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র অন্তরে,
তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত:
এমন আরাধ্য দেব সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার?

ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়—
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ মানস সফল,
পতিত জ্বলন্তানলে জল সুশীতল,
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নে-কো আর,
তুমি ত আমার প্রিয়ে বলিলে আমার।
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে,
সদা সুখে রবো আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেছে ফিরে নিরমল মনে।
অশুভ ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই,
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই—

লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দন্ড বিনা দরশন,
আমার কেহই নাই—
(ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজংগ তুমি ভুজংগের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায়?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায়?
তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে,
কৌলীন্য কণ্টক সুখ স্বর্গের সোপানে,
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য কাঁটা কৌশল কৃপাণে।
পোষ্যপুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধেয় বিপিন,
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্যপুত্র লবে,
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে:
তার পরে সুসময়ে হবো অধিষ্ঠান,
স্নেহবশে লীলাবতী করিবেন দান—

লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ আছে কোথা আর,
বরণ করেছি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও খাব বিষ ত্যজিব জীবন,
এই হলো শেষ দেখা জন্মের মতন।

ললি। বালাই বালাই লীলা সুশীলা সুন্দরী,
নীরজনয়নে নীর নিরখিয়ে মরি—
প্রাণ যায় অনুপায় বিদায় না নিলে,
বিপদে পতিত কান্তা কি হবে কাঁদিলে?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে ধৈর্য্য ধরে মনে,
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব,
বিপদ সূচনা যদি তব কিছু হয়,
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।

লীলা। বিপদের বাকি নাথ কোথা আছে আর
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুপাত্র কৃপাণ;
যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়,
ভয়েতে কম্পিত অংগ ব্যাকুল হৃদয়,
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী এই কি উচিত?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই,
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।

লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত উপায় সন্ধান,
নয়নের বার হলে বাঁচিবে না প্রাণ—
নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—
ললি। এখন নয়ন-তারা বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই।
লীলা। বসো বসো প্রাণনাথ হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিছি মনন—
ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা হৃদয়ের ধন,
না বলে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবা নিশি তোমার সহায়—
লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে।—
ললি। অবলা সরলা বালা নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়—
নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন—
ললি। ঈশ্বর চিন্তায় কর ভাবনা সংহার—
আসি লীলা সিদ্ধেশ্বর এসেছে আমার—

[ললিতের প্রস্থান।

লীলা। আহা দুই জনে কি বন্ধুত্ব—ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভাল বাসে না—সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভাল বাসে, ললিতের জন্যে সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভাল বাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েছে লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দু দিন থেকে যখন আসে রাজলক্ষ্মী কাঁদ্‌তে লাগলো, ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে—আবার ললিত হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বলে "আমি যাকে দেখে দিয়েচি সে কি কখন মন্দ হয়"। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভাল বাসে—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

হর। কোথায় গেছেন তা বল্‌ব কেমন করে?

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লেন না?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাক্‌বে, সেখানকার আদালতে ওকালতি কর্‌বে, তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সেখানে যায় নাই।

পণ্ডি। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌বেন?

হর। অস্থিত পঙ্কে পড়িছি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে, ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভাল বাসি, ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিছি,—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠ্‌য়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকোয় তামাক খায় দেখেও দেখি নে—ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পারি আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ডি। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে, তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই—

পণ্ডি। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল?

হর। এমন কি, কিছুই না—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন—"নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না" আর বল্লেন—"লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয় তা হলে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো"—আমি স্নেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলাম না, কেবল বল্লেম আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ডি। ললিত বোধ করি মনন করে

গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে, তা লজ্জায় বল্‌তে পারে নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু তাহা ঘটবার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে, বিশেষ কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্ছে? বিন্দুমাত্র না—ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েছেন, সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চে—

পণ্ডি। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেছেন?

হর। করেছেন—ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধ অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন, নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন, নদেরচাঁদের মোকদ্দমায় দু হাজার টাকা দিয়ে পাল সাহেবকে এনে দিয়েছেন।

পণ্ডি। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে?

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা করে উঠ্‌তে পারে?

পণ্ডি। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন—

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুসের লক্ষণ।

পণ্ডি। যদি নদেরচাঁদের মেয়াদ হয় তা হলেও কি তাকে কন্যা দান করবেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ডি। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে, এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাতছাড়া হলো—শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই। আর এক মাস থাক্‌তে বল্‌চে—আমি বলে দিইচি ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে—

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না, আর আমার বোধ হয় পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিছি আর একটি বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌বো, ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয় আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন, আমি পোষ্যপুত্রটি লওয়া হলে জন্মের মত আমার জন্মস্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব, তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন—ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন তাই কর্‌বেন—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম করিচি, না হয় আর একটা হবে—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্যে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে তা আমার জান্‌বের অধিকার নাই, কারণ আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিছি।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে?

দাসী। তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েচে।

[দাসীর প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েছেন?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সরস্বিগরাম হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবধি গা গরম হয়ে রয়েছে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েছেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন—অপর ছেলে পোষ্যপুত্র নিতে হলে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ ঘট্‌তে পারে এ কথাটা ব্যক্ত কর্‌বেন না, কারণ তা হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আস্‌বে না—ললিত যদি এখন বাড়ী আসে আমি তাকে কোলে করে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েছে।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। আহা, এত আশা সব বিফল হলো—ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে। এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি—দেক্‌ ব্যাটাকে জেলে পুরে। কোথায় বাড়্‌বো না কমে চল্যেম—যে কাল পড়েছে, আর বাড়া আর কমা—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহের পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে—তবে ললিতের আশা ছাড়তে হলো—নদেরচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য সুপাত্রের সহিত দেওয়া যাবে, ললিত যদি আসে তাকে আমি পোষ্যপুত্র করবো, কখনই ছাড়্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লীলাবতীর শয়নঘর।

পর্য্যঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচ্‌লেম, বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।

[দাসীর প্রস্থান।

লীলা। ও মা প্রাণ যায়—আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েছে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না?

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন,
বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ?
মরে যাই ক্ষতি নাই এই খেদ মনে,
পতির পবিত্র মুখ এল না নয়নে।
কি দোষ করেচে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয়?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয়;
লীলাময় প্রাণ তাঁর স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েছে তথায়—
কারে বলি কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি—

সজোরে গাত্রোত্থান

ও মা মাতা ঘোরে কেন? মলেম যে, পিপাসা হয়েচে—ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে—(শয়ন)

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ

পণ্ডি। লীলাবতী, কেমন আছ?

লীলা। ভাল।

পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেছে?

শ্রীনা। না।

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বরবাবু লীলাবতীকে কি লিপি লিখেছেন দেখি।

দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।

শ্রীনা। আমি দিচ্চি। (লিপিদান)

পণ্ডি। এ চিঠি কাল এসেচে?

শ্রীনা। হ্যাঁ, কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতি

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ তিনি ত্বরায় আগ্রায় গমন করিবেন এবং আগ্রায় পৌঁছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন; সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব; তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন। ইতি।

হিতার্থী
শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েছেন ললিতকে লয়ে আসবেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে। বধূমাতা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন; লীলা পীড়িত; ললিত পলাতক—এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জান্‌তেম না—আজ ব্যায়জে কাল যে বেড়ি খাট্‌বে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়—মেয়ের ছেলেতে ও'র শ্রাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যিএঁড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন পুষ্যিএঁড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায়, তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে? বংশের নাম থাক্‌বের হত অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর্‌বেন না; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েছে কিন্তু পোষ্য-পুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, তা ললিতই হউক আর অপর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ও'র বাড়ীতে আর প্রাণ থাক্‌তে আস্‌বে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েচেন এখানে গোল করা শ্রেয় নয়!

[শ্রীনাথ এবং পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো—(নিদ্রা)

হরবিলাসের প্রবেশ

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন—আমি অতি নিষ্ঠুর নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই—ললিত যা বলে সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়—এ কি! প্রলাপ হয়েছে না কি?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন?
কি মধুর কথা তাঁর কি সুন্দর স্বর,
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর—
জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল শোভা আভার কারণ,
না দেখে সে আঁখি, প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত—
কাছে এস প্রাণপতি প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও না কো আর—
মহীতে মায়ের মায়া রক্ষিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী,
করে গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী;
সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্যদোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ অন্তরে,
ভুলিব দাদার নাম এত দিন পরে;
জনক পরম গুরু স্নেহভরা মন,
আমার কপালে তিনি বিষ দরশন,
কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র অসিতে;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায়—
প্রাণ কাঁদে প্রাণকান্ত কর হে বিহিত—
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়্‌চে—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইছি—আমার প্রাণ এখন ফেটে বার হলো না—(রোদন) "কৌলীন্য-শ্মশান-কালী"—এক শ বার—বল্লাল সেনের মুখে ছাই—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডীকরণ—ললিতকে কোথায় পাই—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

লীলা। ঝিকে কখন ডেকিচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না—ও ঝি, ঝি,—তুই

কি কাণের মাতা খেইচিস—একটু জল দিয়ে যা—

দাসীর প্রবেশ

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাথায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচ্চেন, ঘটকের হাজার বাপান্ত কর্‌ছেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব —ও কি—তুমি অমন হলে কেন? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল—

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া) ঝি—এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে? হঠাৎ যে এমন হলো —বউ কিছু বলেছেন?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেছে?

দাসী। না। (পুনর্ব্বার উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন)

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে—মামা কেমন করে জান্‌লেন?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচে, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেছেন?

শ্রীনা। না—তিনি কোথায় গেলেন।

লীলা। মামা আমি একটু ব্যাড়াবো?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন

ভোলা। ঘট্‌কীটি জুটেছে ভাল, কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না—বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক—

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে —অনুরোধে কেমন করে?—ধমকে জাতঃপাত হইচি—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন?

যোগজীবনের প্রবেশ

(স্বগত) ও বাবা দাড়ি দেখ—(প্রকাশে) বসুন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিনতে পারেন না; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল, স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই অমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল। আপনার থাকা হয় কোথায়?

যোগ। বহু দিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল, তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামজঙ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিছি—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিছি, অচিরাৎ গমন কর্‌বো।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন।

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন — একদা কাশীধামে অযোধ্যানিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত-নীলনয়নশোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী—আশু স্বদেশ গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ

মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ ব্যপদেশে কানপুরে লইয়া যায়। কুলললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল, তন্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহারি দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি।

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম—তার পর শুনুন—দিবসত্রয় মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বন্ধন-দশায় থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদরআলার বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম, যে অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। মাজিস্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ সদরআলার বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিস্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেমনি কৃতঘ্ন, নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণি গ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া) আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এখন আমার মান রক্ষা করুন—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিছি প্রকাশ করবেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা—আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেছে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েছে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপত্তি কি—আপনি বসুন আমি এইখানেই অহল্যাকে আস্‌তে বল্‌চি—

[ভোলানাথের প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে, ভোলানাথবাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেছেন অহল্যা পরম সুখে আছে—এখন পোষ্য পুত্র লওয়া ত কোন মতেই রহিত হয় না—ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ হবে; কিন্তু আর একটি বালক যে পোষ্য পুত্র লবার জন্য স্থির করেছেন, তা রহিত করণের উপায় কি? যজ্ঞেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না।

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন আমি বারেণ্ডায় বসি গে, কয়েক জন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর আমায় মনে পড়েচে, আমি ভাব্‌লুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েছেন—আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না?

যোগ। তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ ভাই আছে, আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁহাদের কাছে লয়ে যাব—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি তুমি সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো, বাবুও আপনার মতে চল্‌বেন।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ

ভোলা। অহল্যা বাড়ীর ভিতর যাও—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

ভোলা। কাল হবে। কতকগুলি লোক আস্‌চে। বাবাজি আপনি কাল এমনি সময় আস্‌বেন, আপনার যত কথা থাকে কাল হবে।

[এক দিকে অহল্যার, অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ একটু আমোদ করা যাক্‌। ওরে—

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের প্রবেশ

প্রথম ই। কি বাবা নির্‌মিষ বসে রয়েচ যে।

ভোলা। একটি নির্‌মিষখেগো এসেছিলেন তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যান্টার প্রভৃতি প্রদান

দ্বিতীয় ই। নদেরচাঁদ লেগে যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বলবে আর খাব না সে দিন তিন চারটে আব্‌কারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে—(সকলের মদ্যপান)

তৃতীয় ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে?

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেছে—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেছে—সিদ্ধেশবরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে—একেবারে জাহ্নবে গিয়েছে।

ভোলা। ছেলেমানুষে মদ না খায় সে ভাল—কিন্তু ছোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেছেন ত?

তৃতীয় ই। উনি তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি সে যে আমার ভাগনে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাষার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম, সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না—

মদ্যমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও অমর হবে।

প্রথম ই। বা ইয়ার বেশ বলেছ—(সকলের মদ্যপান)

ভোলা। ওহে শ্রীনাথবাবু তোমরা অতি অন্তুজ; তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও! আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্‌নে সত্যি সত্যি আইবুড়ো থাক্‌বে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়িতে কি কাণ্ড না হয়ে গেছে, আমার ছাপা ত কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা তুমি যে বিয়ে করে এনেচ কত কি ছাপা থাক্‌বে—

দ্বিতীয় ই। শ্রীনাথ বাবু কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ তোলেন কেন?

নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানায়ে ভাগ্‌নে ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ এক গেলাস মদ দে ত বাবা—(সকলের মদ্যপান)

তৃতীয় ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক্‌—হুঁ হুঁ হুঁ না না না—

শ্রীনা। তান্‌সান্‌ চুপ কর মা, এখনি ধোপারা দড়া নিয়ে আস্‌বে হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক্‌—

চতুর্থ ই। উচিত—(এক গেলাস মদ্য লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয়ো দেখিতেছেন এটি পেয়, যথা—(মদ্যপান)

ভোলা। ও একটি রস কি না—

চতুর্থ ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস?

চতুর্থ ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার?

চতুর্থ ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি?

চতুর্থ ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চতুর্থ ই। ঠিক বলেচ বাপ—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না শ্রীনাথ বাবু।

প্রথম ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটি কি কি তাহা সকলে জানে না।

চতুর্থ ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর ভাতার ভূত, মাম্‌দো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত, আর দেখ গে—(চিন্তা)

নদে। বেহ্মদাত্তি

চতুর্থ ই। এবারে হোল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ।

নদে। আমি কেমন করে?

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত।

চতুর্থ ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখ্‌চি।

চতুর্থ ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্রথম ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এইটুকু বুঝায়ে দাও দেখি—"ধ্যান্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চতুর্থ ই। এ ত সহজ কথা—"ধ্যান্নিতং" কি না "মহেশং"; "রজতগিরি" কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে —"চারুচন্দ্রা" যে কতখানি "বতংসং" তা ভাই টিপ্পুনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—(শয়ন)

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্‌—(সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ)

প্রথম ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস কানায়।
(মদ্যপান)

দ্বিতীয় ই। পাহাড়ে পীরিত তব সীধু বিধুমুখি,
সাগর লঙ্ঘিয়ে কর স্বামিমন সুখী।

তৃতীয় ই। সুধীরা মদিরা বালা অবগুণ্ঠ কাক্‌,
এস না উজান যেন দোহাই—ওয়াক্‌।

ভোলা। কল্যে বমি।

তৃতীয় ই। বাবা পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি—(মদ্যপান)

চতু. ই। বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হলো তরিতে সুজনে।
(মদ্যপান)

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, লীবরজননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই।
(মদ্যপান)

ভোলা। গদ্য, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল
বামা-মুখ-চ্যুত মদে প্রফুল্ল বকুল।
(মদ্যপান)

প্র. ই। একবার প্রফুল্ল হলে হয় না?

ভোলা। না হে তায় আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি—

শ্রীনা। নদেরচাঁদ গেলাস হাতে করে ভাব্‌চিস্‌ কি—ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন।

নদে। মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্‌ কচ্‌—
মামীর পীরিতে মামা হ্যাকচ্‌ প্যাকচ্‌।
(মদ্যপান)

দ্বি. ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত—তোর মামীর পীরিতের কথা কেমন করে বল্লি?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি?

ভোলা। যথার্থই হক্‌ আর অযথার্থই হক্‌ সম্পর্কবিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না—"মামীর পীরিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েছে—

নদে। বাবার জবানি বলিচি—

তৃ. ই। বাহবা বাহবা বেশ সাম্‌লে নিয়েচে—নদেরচাঁদ একটি কম নয়—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটি ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হেঁসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল, তার বাপ তাতে রাগ কল্যে, সে বল্যে "বাবা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক"—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথবাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্যেম,

ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হলো না বিদ্যাও হলো না —দেখ দেখি ভাই মামী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্যে—

নদে। মামী যদি আমার মা হলো তবে আপনি বিয়ে কল্যেন কেমন করে?

চতু ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ উত্তর দিয়েচ —মদ না খেলে কথা বেরোয় না, মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণ্যা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্য পান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথবাবু সংস্কৃতটা একচেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়—দিনের বেলা কালেজে ইংরাজি পড়্‌তেম রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন তার আখের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপ-জায়তে—পণ্ডিতকে স্পর্শ কল্যে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র. ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়। (সকলের মদ্যপান)

ভোলা। শ্রীনাথবাবু কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলেম—সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল—অরবিন্দকে কত গাল দিতে লাগলো, বল্লে কল্লের বাহির করে বেইমান ছেড়ে দিয়ে পালালো—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য, অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না—

ভোলা। সে বল্যে তা আমি কি কর্‌বো —নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আন্‌বো তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব।

দ্বি ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে হবে?

নদে। কাল।

তৃতীয় ই। হরবিলাসবাবু বলেচেন যদি জরিবানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদের-চাঁদকে কন্যা দান করবেন। ঘটক বল্যে তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করে-ছিলেন এখন একটু নরম হয়েছেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

চতুর্থ ই। একবার গাওয়া যাক্—

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা তাল আড়খেম্‌টা।)

নেশার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি—
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদ্‌সা মারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী;
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েচে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইছি—

প্রথম ই। নেশার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জবালাচ্চে—খাবার তয়ের হয়েছে এখন উনি নেশার রাজা কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নাগার

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথবন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হলো না—অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না। আজ্‌কের রাত পোহালে কাল পুষ্যিপুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে—(রোদন) কাল আমি কাঙ্গালিনী হবো, কাল আমি পথের ভিকারিণী হবো,

কাল আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না—প্রাণেশ্বর একবার দেখা দাও—কোথায় রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও। হে সূর্য্যদেব তুমি আজ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে—তুমি যদি অস্তে যাও, কাল আর উদয় হয়ো না—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার—আমি আর দিন পাব না —আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না —প্রাণকান্ত, পুষ্যিপুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখলে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হবো—আহা! স্বামিহীনা রমণীরাই বলতে পারে স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে—ও মা, মা গো, দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম—আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর এক জন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌লো—আহা! আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, তুমি বিদীর্ণ হচ্ছো, হও—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়ীস্ত্রীর লক্ষণযুক্ত বল্‌তো; ও মা তা কি এই! আমি আজ রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্ম-এয়ীস্ত্রী নাম থাক্‌বে—মরি, মরি, মরি, এক দিনে সব অন্ধকার, আমি আর কিছুতে নাই. আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী—আমার যদি একটি পেটের ছেলে থাক্‌তো তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম। আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ) আমার কেবল এই এক মাত্র জুড়াইবার উপায়—আমার গহনা, কাপড়. বাক্সয় যেমন আছে এম্‌নি থাকবে, না যাকে যাকে ভাল বাসি তাকে তাকে দিয়ে যাব—আমি ভাল শাড়িখানি পর্‌বো, মুক্তার মালা-ছড়াটি গলায় দেব, গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়ীস্ত্রী মর্‌বো, বিধবা হবো না, বিধবা হবো না, বিধবা—(রোদন)

দাসীর প্রবেশ

দাসী। আহা এমন করে রাজার রাজ্জিপাট উঠে গেল গা—মা তুমি কেঁদে কেঁদে শুখুয়ে গেলে যে—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যি পুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যি পুত্র না নিলে আর চল্লো না—লোকে বলে বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি পুষ্যি পুত্রের কথা মুখে আনতে পাত্তেন—আহা অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোনার গয়না দিচ্‌লেন—আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বের্‌য়ে গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোনার দানা গড়্‌য়ে দিচ্‌লেন—আমি পোড়া-কপালী আজো বেঁচে রইচি, অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্‌চি—(রোদন)

ক্ষীরো। ঝি, আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাদ মিট্‌লো না—আমার মনের দুঃখ মনেই রইলো—ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্‌তে পাল্লেম না—আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোনাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না—ঝি আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চির-দুঃখিনী বলে মনে করিস—ঝি তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন কর্‌তিস, তুই আমাকে বড় ভাল বাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ দু ছড়া দিই তোর ছেলের বউকে পর্‌য়ে দিস—

বাক্‌স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া
দাসীর হস্তে প্রদান

দাসী। মা আজ কি সুখের দিন তা আমি সোনার তাবিচ নেবো—মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো, আমি জোর করে সোনার তাবিচ নিতেম—মা এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিও না—

ক্ষীরো। ঝি আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি—তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আনন্দ হবে—

দাসী। মা তোমার যেমন মন তেমনি ধন হক্, মা কালীঘাটের কালী যদি থাকেন,

অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ

ক্ষীরো। লীলা আমার তাবিচ দু ছড়া ঝিকে দিলেম—আমার নাম করে, আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে, ওর বউ পর্‌বে—লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল—আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল—লীলা কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে—আমার মন্দ কপাল কোন সাদ পূর্ণ হলো না—ছেলেকালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হলো—বিধবা হলেম—(রোদন)

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সর্‌চে না—তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে—আমি কি বল্‌বো—আমাদের কপালে এই ছিল—ঝি তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন্। (রোদন)

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি—

লীলা। বউ আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেছ, তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভিতর যায়—বউ তুমি কি নিরাশ্বাস হয়েছ—হ্যাঁ বউ, পুষ্যি পুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না—

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি—পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আস্‌বেন না—লীলা, আমি পুষ্যি পুত্র লওয়া দেখ্‌তে পার্‌বো না—লীলা, আজ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো—লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাঁসিটুকু তাঁর হাঁসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভাল বাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়িগুলি তুই পরিস, আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্ নে—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে—বউ আমার ভয় কচ্চে—বউ, আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না—(ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন)

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি—আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব—চুপ কর কেঁদো না—

লীলা। পুষ্যি পুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি—দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন তখনি আমাদের আনন্দ, তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যি পুত্র নেন না।

শারদার প্রবেশ

শার। যে ছেলেটি পুষ্যি পুত্র কর্‌বেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন—এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি—যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি—আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম আমার গাছতলায় স্বর্গপুরী হতো।

লীলা। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যি পুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, না থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, আমি জন্মের সোদ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি—কাল এক দিকে পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে আর দিকে হতভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে—আমি কি আর এ পুরীতে থাক্‌তে পারি—পুষ্যি পুত্রের নাম শুনি আর প্রাণ কেঁদে ওটে, পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌বো—

শার। বউ তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ কর না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি, পুষ্যি পুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ কর্‌বো—পুষ্যি পুত্র লওয়া হলো বলে তোমার আশা ত কম্‌চে না, তবে তুমি কি জন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে।

ক্ষীরো। শারদা আমি আজ বার বৎসর তাঁর আশায় রইচি, আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয়নি তিনি আসবেন না। কিন্তু এই পুষ্যি পুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে তা আমি বল্‌তে পারি নে, আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ কাল শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে—শারদা তোরা আমাকে ভাল বাসিস, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—(রোদন)

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শুন্‌বেন, বারণই বা কর্‌বে কে—মামা কাল বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বের্‌য়েছেন এখন আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আবার দাদার খবর বল্‌তে এসেছিল, কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়্‌য়ে দেছেন—

নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি—বাবার গলা শুন্‌তে পাচ্চি—তিনি যেন কাঁদ্‌ছেন—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেছে—

শার। এই যে মামা আস্‌চেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এসেচেন—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—সেই ছোট ব্রহ্মচারী যিনি যোগজীবন নাম নিয়ে বেড়াতেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ি মিছে, এখন তাঁর দাড়ি আছে কিন্তু এ কালো দাড়ি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়্‌লেন কেন? —ও বউ, বউ, আর বউ, বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন—সই ঝিকে ডাক, জল আন্‌তে বল—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয় বউ মূর্চ্ছা গেছেন, জল নিয়ে আয়—(পাকা লইয়া বাতাস)

লীলা। ও বউ, বউ—ও সই, বউ এমন ধারা হলেন কেন, বউ যে ন্যাতা মত হয়ে পড়্‌লেন—

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান

দাসী। ভয় কি এখনি চেতন হবে—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন, ও মা অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—

লীলা। সই আল্‌মারির ভিতর থেকে নুনের শিশিটে দে, আমার গা কাঁপচে—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়তরাসে কেন —(নুনের শিশি নাসিকায় ধারণ)

লীলা। বউ, বউ—

ক্ষীরো। মা—

শার। বউ, সাম্‌লেচ?

ক্ষীরো। হ্যাঁ।

দাসী। ও মা আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপ্ন নয়?

লীলা। না বউ সত্যি সত্যি দাদা বাড়ী এসেচেন।

দাসী। আহা! বুড়ো মিন্‌ষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌চে—বল্‌চেন্ "বাবা তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে" —আমি এক বার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ কিছু ভয় নাই—সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথবন্ধুর মন্দিরে দেখে-ছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী—তাঁর সে পাকা দাড়ি মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম; উনিই আমার প্রাণকান্ত—পাকা দাড়ি না থাক্‌লে আমি তখনি তাঁর হাত ধত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ

শ্রীনা। বউমাকে বলো উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না, আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ি মিছে আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক—বাইরে লোকারণ্য হয়েছে অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান আমি প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে?

ক্ষীরো। বল্‌চি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা তুই একখানা কাগজ ধরে লেখ্—

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বলো—

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর—আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলেম?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌বো—

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ—

লীলা। বলো।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ"।

শার। বউ এ অনেক দিন্‌কের কথা এটি তাঁর মনে না থাক্‌তে পারে এ কথাটা লিখে কাজ নাই, যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কানাকানি কর্‌বে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন উনি আমার স্বামী নন—যিনি আমার স্বামী তিনি অবশ্যই ও উত্তরটি বল্‌তে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে।

ক্ষীরো। কত বার—তিনি আমায় কথায় কথায় বল্‌তেন "কালীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ"—

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। দুটি কাগজই পাঠ্‌য়ে দাও—বলে দাও—এইটি প্রশ্ন, এইটি উত্তর।

লীলা। আমি মামার হাতে দিয়ে আসি।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েছে, সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই—তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে—অপর কেহ পতির রূপ ধরে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—উনি যদি যথার্থ উত্তরটি দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌বে না—আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বসবো।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখ্‌লেই চিন্তে পার্‌বে—হাজার পরিবর্ত্ত হক্ স্বামীর মুখ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

নেপথ্যে আনন্দধ্বনি

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌লো, বুঝি বল্‌তে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বল্‌তে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটি হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটি দাদার হাতে দিলেন, দাদা পড়্‌তে লাগ্‌লেন, আর হাঁসতে লাগ্‌লেন, তার পর অমনি বল্‌লেন "এক শত বৎসরের পথ"—মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরটি কাগজ খুলে চেঁচ্‌য়ে পড়লেন আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌লো। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা যেয়ো না—লীলা, বস, তোর দাদা তোকে দেখুক, আর তো আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত

যোগ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি বুঝি একটি প্রণাম কত্তে পাল্যে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখ্‌তে চাও না—আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম তোমার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ি না থাক্‌ত তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম—লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি—ললিত-মোহন কাশীতে আছে আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেছেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েছে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হলো।

শার। দাদা আপনি যদি আজ না আস্‌তেন কাল পুষ্যি পুত্র লওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন—বার বৎসরের ভিতর বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাক্‌তে বাবা পুষ্যি পুত্র নিতেছিলেন কেন?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন—আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোকে কত বারণ করেচে, তা কি তিনি কারো কথা শোনেন?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন?

ক্ষীরো। কিচ্ছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারি নে—লীলা কিছু শুনেছিলি—

লীলা। না বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্ তারা বউ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দুস্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেচ্‌লো।

যোগ। লীলা তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

নেপথ্যে। অরবিন্দ একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে?

যোগ। এসে বল্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ

শার। (কার্‌পেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে, বলে সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি—আমায় বল্যেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচে—উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ কর্‌বেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। সৎসঙ্গে কাশীবাস, নদের-চাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, ওমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে—প্রথম থেকে স্বভাব ভাল, কেবল নদে পোড়াকপালে এত দিন মজ্‌য়েছিল—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে—সিদ্ধেশ্বর তা কখন বলতে দেবে না—সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়—

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। কি সই কি কচ্চো?

শার। ও ভাই সেই জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।

লীলা। মাইরি সই মিছে কথা কয়ো না—ও ত জুত নয়।

শার। জুত নয় তবে কি?

লীলা ভাতার ধরা ফাঁদ—যখন ওম্‌নি

ধরা দিয়েচে তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই আর ব্যাখ্যানা করিস নে সই, আমি এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই তুলিস নে, ফাঁদ পেতে রাখ্, তোর ভাতারে ভাতারে ধূলপরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটি ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই আজ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে বসে রইচিস, না?

লীলা। মাইরি সই উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্ দেখি।

লীলা। নিশীথ সময় সই—নীরব অবনী—
নিদ্রার নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপাতিত,
যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে,
স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে সুষুপ্ত অঘোর—
সুশীলা মহিলা এক—অরবিন্দমুখী,
ইন্দীবর বিলম্বিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর দাম, কিন্তু অগ্রভাগে
বিরাজে বন্ধন, সহ বিপিন মালতী,
আবরিত কলেবর—সুগোল, কোমর—
বিমল বল্কলে—শৈবালে জলজ যথা—
চারু করে শোভা করে মৃণাল সহিত
পুণ্ডরীক কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে—
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতি আশুগতি পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়"।
বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে,
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী বিজলী বরণ—
কিরূপে গেলাম সই, স্থলে কিম্বা জলে,
অনিলে, অনলে, কিম্বা রথ আরোহণে,
বলিতে পারি নে; হইলাম উপনীত
সুরম্য অরণ্য মধ্যে, সরোবর তীরে—
গোলাকার সরোবর মনোহর শোভা—
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক;
নীল শিলা-বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ;
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তুরী হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,
আমোদিত সুসৌরভে সরোবর কূল,
বনপক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, শালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানা মতে দেখিতে সুন্দর—
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত;
তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে
কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল;
কুবলয়চয় পরে রুধির বরণ
বিরাজে সরসীবক্ষে আলো করি দিক্;
তদন্তে শোভিত সর ইন্দীবর দলে—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা সরলা—
কুণ্ডল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে;
পরিশেষে পঙ্কজিনী-সর-অহঙ্কার।
দ্বিরেফ সর্ব্বস্ব নিধি, রবি মনোরমা,
কুসুম কুলের রাণী, মরাল সঙ্গিনী—
পবন হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে।
তার পরে বারি চক্র হীন দাম দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন।
বারি চক্র মধ্য ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীয়—
তত বড় ফুল সই দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে।
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ—যুবতী নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক:
কূলোপরি কত নারী সারি সারি বসি—
অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী—
কেহ হাঁসে কেহ গায়, কেহ স্থির নেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বল্লভ রঞ্জন।
বিস্মিত্র দেখিয়ে মোরে সঙ্গিনী আমার,
কহিলেন হাস্যমুখে—"দেখ লীলাবতি,
'পরিণয় সরোবর' এ সরের নাম;
ওই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে,

প্রজাপতি-প্রদত্ত 'প্রণয় পুণ্ডরীক'—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে,
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা"—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে সজনি,
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায়—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন,
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে—সুতা বাঁধা করে—
সিঁতেয় সিন্দুর বিন্দু দিলেন সাদরে
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি,
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি॥

শার। সই তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না তো কি আমি আইবুড়ো থাক্‌বো?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হ্যাঁ সই তবে যে বলে স্বপ্নে ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয় তারাই বলে।

লীলা। যাই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টো দড়াস্‌ দড়াস্‌ কত্তে লাগ্‌লো—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম তা পোড়া ঘুম আর এলো না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেছেন তখন সই আর ভয় কি?

লীলা। দাদা, ভাই, রাত্রদিন বয়ের কাছে আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই পরে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না কর্‌য়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌বো না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটি আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিরস বদন দেখ্‌লেম, হাসি নাই, আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না—হয় তো দাদার সঙ্গে ঝকড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভাল বাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সঙ্গে ঝকড়া করেন?

লীলা। দাদা তো খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে—হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়ুয়ে নিয়ে আসিস—অমন বুদ্ধিমান্‌ ভাই, উনি কখন ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতঙ্গ, ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হলে, আমি বাঁচি—তুই এখন ঝোপে ঝোপে বাগ্‌ দেখচিস্‌।

লীলা। ললিত হয় তো আমায় ভুলে গিয়েছে—আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্‌তেম তা হলে হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হতো।

শার। তোকে দেখ্‌চি ঘরে রাখা ভার হলো—তুই কাশী যা—

লীলা। (গীত)
"তোমার কোন্‌ তীর্থ কাশীধাম,
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ"
হা, হা, হা, কি বলো সই—

শার। তুই যেন পাগল—তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে, তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতা জোড়াটির যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে তোমার মদনমোহন, ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে, কি কর্‌বেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হই নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চো, যার মনে প্রবোধ মানুচে না তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ি ধরিয়া) মানময়ি, আদরিণি, পঙ্কজনয়নি,

বিরহিণি, ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই তুই রঙ্গ রাখ্, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল্ আড়াঠেকা)

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা;
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা, অবিরত ভাবনা।

সই গানটান শুন্‌লে এখন বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ দাও আড্ডায় যাই।

শার। হাঁ সই চাঁপার সঙ্গে দাদার কি হয়েছিল শুন্‌তে পেলি?

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি, তোর মুখ দেখ্‌লে কোন কথা মনে থাকে না—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার কিছুই হয় নি, এই লিপিখানি পড়, সব জান্‌তে পার্‌বি—লিপিখানি বাবার একটি ভাঙ্গা বাক্‌সয় পেয়েচি। (লিপিদান)

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্‌চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ)

কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও অপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসিনী কামিনীগণ কানা-কানি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছিল, আমি সহসা ঘরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম, চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল, "বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।" আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম আমার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের পরে সরলান্তঃকরণ-বিদারক, অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি। মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়, পিতাও সেই মত করিতেছেন। আমি কি করি কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার কিছুমাত্র দোষ নাই, আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিস্কৃতা হয়। অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সহস্র মুখ, নির্দ্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি কাশীধামে পিতার মহাতাপমুখী নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী, তখন অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বউ কেমন চাপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে, দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন ছুঁড়ীগুনো বড় বেহায়া—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে। (লিপি গ্রহণ)

শার। যাস না কি?

লীলা। তোর ভাতার আস্‌চে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতারের ঘট্‌কী।

শার। দূর মড়া।

লীলা। মাইরি সই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি—যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে, এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটি ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভাল বাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খোই ফুট্‌তে থাকে—

হেমচাঁদের প্রবেশ

এই বুঝি তোমার কাল?

হেম। কাল বড় ব্যস্ত ছিলেম—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে? তুমি এমন বিমর্ষ কেন?

হেম। খবর মন্দ।

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার হয়েছে?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে।

শার। তবে কি মন্দ খবর?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েছে?

হেম। ললিতেরও হয়েছে সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েছে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেছে, আমাকে গাদা পিট্‌য়ে ঘোড়া করেছে—এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

শার। কি হয়েছে শীঘ্র বলো, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেছে ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতীদের ছেলে—আসল অরবিন্দ আজ এসে পোঁছেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেছেন?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেছেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ—বউ হয় তো বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাঁসে না—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েছে?

হেম। পুষ্যি পুত্র নিবারণ কর্‌বের জন্য আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত কর্‌বের জন্য ষড়যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েছে, ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চূড়া, এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বলেছে ত তবেই হয়েছে।

হেম। কিন্তু জাল অরবিন্দ যে ঘরে রয়েছে তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেছেন ইনিই আসল, এঁর গা খোলা, দাড়ি নাই, ইনি বানারস কালেজে কিছু দিন শিক্ষক ছিলেন, কর্ত্তা বিলক্ষণ চিনতে পেরেছেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেছেন?

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন, তার পর বড় আহ্লাদে কাল তাঁরা তিন জন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন, সেখানে শুন্‌লেন এক জাল অরবিন্দ এসেছে, এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্চিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেছেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বের উপায় করেছে। পুলিসের ইনিস্পেক্‌টারদের অনেক টাকা দিয়েছে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত, মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন—

শার। আমি যাই দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা
হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী, নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর, পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন।

শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ কি যিনি এখন এসেছেন ইনি জাল অরবিন্দ

তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও।”

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদমাস্, এখন জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটি ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন তবে আমি কে?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতী।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাক্‌তে বলে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ তোমার জিহ্বাটি কালকূটে পরিপূর্ণ, যদি আমার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক্ মিউসিয়ামে রেখে দেব—আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষপরবশ হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন, কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রাত্মা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্যে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে পঙ্ক দান কল্যে, এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি. কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্যে, তোমরা স্থির কর্‌লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী তোমার সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ও'র সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ও'র সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসি, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় বসে যে যে কথা হয়েছিল তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল বলে তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েছ সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউনসেল আছে, তোমার বজ্জাতি খাট্‌বে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি (নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি) যত বড় মুখ তত বড় কথা—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেছে গো —(রোদন)

ভোলা। তুইও মার্।

নদে। তা হলে আবার মার্‌বে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্যে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি—ওর ক্ষমতা থাকে ও ফিরুয়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েছ—আচ্ছা তোমার নামে আমরা নালিস কর্‌বো।

সিদ্ধে। নালিস না করে যে টাকাটা আমার জরিবানা হবে সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দবাবু আপনাকে আমি একটি নিবেদন করি, যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌বো তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পাল্যেম তখন জাল অরবিন্দ কেন নিবারণ কল্যেম না, আর

আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যেম না?

অর। ললিতবাবু আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতী যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতীর দিব্যি গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতী না হই।

ভোলা। সম্ভব—কারণ তুমি যে কাজ করেছ, এ বোকা তাঁতীর দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্, তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তোর রক্তে স্নান কর্‌বো, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন!

হর। ভোলানাথবাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইনিস্পেক্‌টার আস্‌বে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইনিস্পক্টব যজ্ঞেশ্বর হেমচাঁদ এবং কনস্টেবলদ্বয়ের প্রবেশ

হেম। ইনিস্পেক্‌টার যজ্ঞেশ্বরকে শিখ্‌য়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে, আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী, আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি, যখন কাছারি ছিলেম তখন পুলিসকে কত ঘুস দিইচি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সম্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক্‌তো।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বলো—বকেয়া কিছু ওটে নি ত?

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান কচ্চেন।

হর। যোগজীবন যে অরবিন্দ তুমি কেমন করে জেনেছিলে?

যজ্ঞে। পুষ্যি পুত্র লওয়া নিবারণ কর্‌বের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ওঁকে দেখ্‌তে পায় উনি পাল্‌য়ে পাল্‌য়ে বেড়াতেন, আর ওঁর ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার প্যেড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ওঁকে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম—এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি আমার বেটার মাতা খাই। আমি ব্রহ্মচারী, সাত দোহাই তোমাদের আমি ব্রহ্মচারী।

পু ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা, আমার কেয়াসে এ দোন ব্রহ্মচারীকে, 'আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে লিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েছে কে?

পু ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্‌বির করেছেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদী না হন ততক্ষণ পুলিস ওকেও ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্যে মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্যে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু. ই। আপনি পুলিসকে বড় বদ্‌জবান বল্‌ছেন, আমি আমার সুপরেন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে বল্‌বে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইনিস্পেক্‌টার জেনারেল সাহেবকে বল্‌বো তাঁর এক জন ইনিস্পেক্‌টার বেয়াইনি এক জন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেছে।

পু. ই। না মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার্ ধর্ কিছু করে নি, গ্রেপ্তার বি করে নি,

ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে আপনারা লে যেতে বল্‌বেন লে যাব, না লে যেতে বল্‌বেন আমি কৈকো ধর্‌বো না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র সন্তান. আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্যেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্যেন?

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটি উদ্দেশ্য: প্রথম. অরবিন্দেব পৈতৃক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয়: দ্বিতীয়. তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়. তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় অবলম্বন করেছেন. উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেছেন, হিতে বিপ্রীত করেছেন. দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেছেন—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্ অরবিন্দবাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাতবাসে গমন কর্‌বেন: আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুর্লভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা. তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না. কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অণুমাত্র প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই. লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম. আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল কিন্ত আপনি কি অশুভ ক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কলোন আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো আমি দুস্তর বিপদ্‌-বারিধিজলে নিপতিত হলেম—

যোগ। ললিত তুমি অশ্রুধারা পতন কর না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন—

সিদ্ধে। ললিত তুমি ছেলেমানুষ হয়েছ?

ললি। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী মনের সুখে থাক্—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেছেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না, কিন্তু নদেরচাঁদ যেরূপ বল্‌চে. তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না—জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলেম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই তাঁতী ব্যাটা সকল ভণ্ডুল কল্যে. এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি। তুই পাপাত্মা কে? তোর চৌদ্দ পুরুষের দিব্ব্যি যদি ঠিক্ করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর। তোর নাম কি?

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায়?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।

হর। তুই বাপু আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে—তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ও'রা কি আমার গায় হাত তুল্‌তে পারেন।

অর। পারি নে?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কব আমি দেখাচ্চি—

শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাধারণ. হস্তে
বজতত্রিশূলে গ্রহণ

অর। বাবাজি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা আমি আপনাকে কবচন বলে অতিশয় পাপ করিছি, সন্তানের দোষ গ্রহণ কর্‌বেন না। আমাকে যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন আমি সেইরূপ করিছি।

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষ মধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন কর্‌লে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধ পুরুষ, ওঁয়ার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই—খন্ডাগিরি ধামে আমি যখন সন্ন্যাসিরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থান-শক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন, উনি ছয় মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্য আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েছেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আস্‌তেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দন্ডের মধ্যে পোষ্য পুত্র গ্রহণ হতো।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ওঁর কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না—তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন, কারণ আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ওঁর ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনার সাহেবের অনুমতি অনুসারে খন্ডাগিরি নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিষ্কৃত হয়, আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি বল্‌তে পারি নে।

যোগ। আর একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুরনিবাসী ধনশালী ভিটস্‌ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্‌মাবাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগ ধর্ম্মের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যতা হয়, তুমি সেই কুলটা কামধুরার নিমন্ত্রণ অনুসারে এক দিন তার বিলাসকাননে অবস্থান করিতেছিলে, আমি তোমাকে বলিলাম অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌বে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমার শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে আর তুমি অবিলম্বে প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুন্‌তে চেয়েছিলেন—তখন আপনার পাকা দাড়ি ছিল না, মাথায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি, (শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া) তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বল্‌বো কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি, তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয় পাইবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম কিন্তু তুমি কোন মতে পরিচয় দিলে না, বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে, যদি কেহ কিছুমাত্র জান্‌তে পারে সেই দিন হতে তোমার সন্ন্যাসাশ্রম নূতন গণ্য হবে। আমি অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরাজি অধ্যয়ন কর্‌তে লাগ্‌লে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটি ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ তুই বাপু কি চুপ করে থাক্‌তে পারিস্‌ নে?

নদে। মহাশয় ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েছেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে কিন্তু কলঙ্কে কুল পরিপূর্ণ হলো।

অর। আমার মনে কিছু মাত্র দ্বিধা হচ্চে না, আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান কর্‌চি।

হর। ভোলানাথবাবু কি বলেন?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ,

ও'র মনে যে কিছু মাত্র মালিন্য আছে তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কানাকানি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্লো।

হর। মেজোখুড়ো কি বলেন?

প্র. প্রতি। এ বিষম সমস্যা—অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচ্য়েছেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না—যোগজীবন তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্যেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি—ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন, আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্যেম, এবং সকল বিষয়ে বুঝ্য়ে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্যেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে—আপনারা সব কথায় ভুলে যাচ্চেন, ও বরানগরের ভগা তাঁতী কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেছে কি না, তার বিচার কচ্চেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরায়ণ এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত, উনি কেবল পোষ্য পুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের নিমিত্ত এই ছলনা করেছেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসার ধর্ম্মে মন দেন—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেছ, তা দশ জন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম কল্যে পারে না—তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইনিস্পেক্‌টার সাহেব আমার হাতে বাঁচ্‌বে না।

পু. ই। এ বাবুসাহেব! আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে তা হামি নেন নি—হাম্ কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে, আমি একটি কথা বলি তাই করুন সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে—ভগা তাঁতীকে আর ললিতকে ইনিস্পেক্‌টারের জিম্বা করে দেন; বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান তাঁকে সোজা পথ দেখ্য়ে দেন তিনি সোনাগাছী চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন, চাঁপা কাশীতে আছে, মামা দেখে এসেছেন।

ললি। নদেরচাঁদ পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর। বউটিকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠ্য়ে দিই, অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করুন।

প্র. প্রতি। অরবিন্দ সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পার্‌বে না; তিনি নবীনা যুবতী ইনি নবীন যুবক, একত্রে তিন দিন বাস হয়েছে, এক শয্যায় শয়ন হয়েছে, ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি, তখন ভারি সন্দেহ স্থল—অনল ঘৃত একত্রে থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা—তুমি ব্রহ্মচারীকে ওমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেছেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু, অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, এ কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্যেন এবং আমাকে বিশ্বাস কল্যেন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আপনারা উপায়হীনা, অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে প্রস্তাব

করিতেছেন তাহা অতীব গর্হিত, চণ্ডালের উপযুক্ত — ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য —যোগজীবন যদিও একটি পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের করাল কপোল-কল্পিত ভগা তাঁতী হইতেন, যদিও যোগ-জীবন কেবল সতীত্ব সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিব্রতা ক্ষীরোদ-বাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না, কারণ যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেছেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি? ভ্রমবশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েছে—কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন, যোগজীবন পরমধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবন-দাতা, হিতসাধক, যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্ দিবসে অরবিন্দ আগমন করবেন, তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনায় অপর উদ্দেশ্য কোন প্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হলো যোগজীবন তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা, আর জানিতে পারলেন তাঁর স্বামী দিবসত্রয় মধ্যে আসবেন, তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ করতে কাজে কাজেই বিরতা হলেন—তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা—যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত তাহা হলে ভোলানাথ বাবু যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া-বধি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তিনি কখন যোগজীবনের কৌশল অনুমোদন করতেন না। স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়। অরবিন্দ ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী, উনি মুক্ত-কণ্ঠে বলতেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই, অরবিন্দের এতদ্বাক্য সত্ত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করতে চান অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় বনবাসে প্রেরণ করতে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণজাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্রা প্রণয়িনীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অর। ললিতবাবু তুমি সাধু ব্যক্তি; তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধাশূন্য হলো—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বলচি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চির-দুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই—আমি মৃত্যুশয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম আর ভাবতেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজোখুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র. প্র। মাথা মুণ্ডু কি বলবো—লোকাপ-বাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই—হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে এল একবার ক্রোড়ে লতে পেলেম না—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে বসে আমার দুর্গতি দেখচো—তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধরে রাখ—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি রোদন সম্বরণ করুন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আপনার প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন করবো—যে অর-

বিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ করিছি, গিরিগুহায়, পর্ব্বতশৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে বাস করিছি, খণ্ডগিরি ধামে যে অরবিন্দ পীড়িত হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিছি. সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি, সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না, আমিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদের-চাঁদ কেমন পাজি, জান্‌বের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে——আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি—আমার পাকা দাড়িও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়িও কৃত্রিম—আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু, জটা পরিত্যাগ

পণ্ডি। মলিন হয়েছেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতি, যেন জনকনন্দিনী অশোক-বন হতে বার হলেন—আপনি কে মা?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে, আমি যখন সপরিবারে কাশী হতে বাড়ী আসি উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন, ওঁর নাম চাঁপা।

অর। চাঁপা তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েছ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন আপনাকে পিতা বলিচি, এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ করেছেন, এখন আপনাকে মাতা সম্বোধন করি।

পু. ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েছে—এ ত আউরাৎ—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইনিস্পেক্টর এবং কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিস বাবা গেল, তুমি যাও—ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো—ও ইনিস্পেক্টার সাহেব, একবার এস আমারে বাঁচাও, তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না—

শ্রীনা। এই যে টাকা। (সজোরে গলাটিপ)

নদে। ও মা গেলুম—শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি ছেড়ে দে—(গলাটিপ)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপ) গলার হাড় ভেঙ্গে গেল—মাস্তে হয় পিটে গোটাদুই কিল মার্—(গলা-টিপ)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল—তোমার কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি কিল আরম্ভ কর, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টিদ্বয় প্রহার)—ও মা গেলুম, গলা ধরে কিল মাচ্চে—গলা ছেড়ে দিয়ে কিল মার্—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হলো—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা—

ভোলা। শ্রীনাথ কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চো?

সিদ্ধে। ভোলানাথবাবু আপনার ভাগ্‌নে কেমন সৎ তা তো দেখ্‌লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

নদে। শ্রীনাথ মামা একবার গলাটা ছাড় আমি এক দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই আমি শালার বেটার শালা।

[নদেরচাঁদের বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েছেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন—আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব।—আপনি যে বল্যেন পিতার নাম সম্বলিত পাড়বিশিষ্ট একখানা কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল সে কাপড়খানি কোথায়?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি—পেড়ে লেখা দেখ্‌চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরনে ছিল—চাঁপা তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যারূপে প্রতিপালন করেছিলেন, আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে লয়ে আসেন—কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথবাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েছে—ভোলানাথবাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম—আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব, আমি তারাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বো, তারার বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অতিরিক্ত আছে—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ কর না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেছেন, ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেছেন। ভোলানাথ বাবু আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুন।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথবাবু যার জন্যে কাশীতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দবাবু আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না?

অহল্যার প্রবেশ

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী, তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেব—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দবাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গলময়—আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল। আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায়! ব্রাহ্মণি একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দউৎসব দেখে যাও, তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেছে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েছে, তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন—হা ব্রাহ্মণি! হা ব্রাহ্মণি—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি কাঁদেন কেন? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে—পিতা তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম

হর। আমার তারা শিশুকালেও যেমনটি ছিলেন এখনও তেমনটি আছেন, দেখি মা, তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্ত ধারণপূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটি আছে—আমার আনন্দের সীমা নাই আমার মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন—আমার আরো আনন্দের বিষয় আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন।

যোগ। অহল্যা আমার কাছে এস, আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিছি।

শ্রীনা। মহাশয় যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাকি থাকেন কেন, যদি অনুমতি করেন আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি—

যজ্ঞে। মরে যাব—সাত দোহাই বাবা আমার গজানো দাড়ি—তোমাদের উড়ে চাকর একদিন এক গোছা দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তার জ্বালা সামলাতে পারি নি—

হর। আপনি কি ছদ্ম বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী?

যজ্ঞে। বাবা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে রহ—আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্‌লে আমি কখন ছাড়্‌বো না, তোমার দাড়ি নেড়ে দেখ্‌বো—(দাড়ি ধরিতে হস্ত প্রসারণ।)

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব—সাত দোহাই বাবা দাড়ি ছুঁয়ো না—আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গোরিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক আপনি নির্ভয়ে বল্‌তে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা আমি বাখরগঞ্জ জেলার

মনিবগড় কাছারির নায়েব, আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর বনিদি গৃহস্থের ঘর জ্বাল্‌য়ে দেন, গুটিকতক খুন করেন—আমি পেটের দায় সঙ্গে ছিলেম—পুলিস আস্‌বামাত্র আমি পটল তুল্যেম—তার পর গবর্ণমেণ্টো আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপ্‌য়ে দিলে—আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল খাঁক্‌তি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ

ভোলা। অরবিন্দবাবু এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরবাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেছেন—ললিত প্রথমে জান্‌তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী, আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটি লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হলো, মনে মনে কল্পনা কল্যেম ভবনে গমন করিবা মাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি, কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি—তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভাল বাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবন ধারণ কচ্চেন—আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সানন্দ অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।

নেপথ্যে হুলুধ্বনি

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

জামাই বারিক

"Of all the blessings on earth the best is a good wife;
A bad one is the bitterest curse of human life."

সদ্গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সদ্দারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি!

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর, একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্, তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম **"জামাই বারিক"**। ইতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

বিজয়বল্লভ (জমিদার)। অভয়কুমার (বিজয়বল্লভের জামাতা)। পদ্মলোচন (অভয়কুমারের প্রতিবাসী)। মাধব বৈরাগী (আশ্রমধারী বৈষ্ণব)।

স্ত্রী-চরিত্র

কামিনী (বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী)। ভবি ময়রাণী (কামিনীর প্রতিবেশিনী)। হাবার মা, পাঁচী (বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়)। বগলা, বিন্দুবাসিনী (পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়)। পারিষদগণ, চোর, জামাইগণ, দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, বিজয়বল্লভের বৈঠকখানা

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না, দেখ্‌তে কার্ত্তিকটি, লেখাপড়ায় যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স কম বলে এবারে এন্‌ট্রান্স পাশ কর্‌তে দ্যায় নি।

প্রথম পারি। প্রতিবন্ধকতা কি?

বিজ। আমি আদ্যিরস কত্তে চাই—একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটি সম্প্রদান করি, তা ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বিতীয় পারি। ছেলের বাপের মত কি?

বিজ। এ কালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা, আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন, কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েছে, আদ্যিরস প্রায় উঠে গেল—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েছেন, সে জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, ভদ্র-সমাজে তাঁর হুঁকা বন্দ।

তৃতীয় পারি। তিনি না কালেজ আউট?

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে কর্‌তো? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই। এক কামড়ে তিনটি মাথা খেলে"।

চতুর্থ পারি। কার কার?

ঘট। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

বিজ। এ বংশে আদ্যিরস ভিন্ন একটিও মেয়ের বিয়ে হয় নি—আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিলি বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্।

বিজ। সুতরাং।

প্রথম পারি। ছেলেটি কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল,
রূপ বলে হয় ভুল
সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়,
কিবা শোভা নাসিকার,
যেন কূর্ম্ম অবতার,
কপোল যুগল লৌহময়,
ঠোঁট হেরে সারে শোক,
যেন দুটি মোটা যোক,
অবশ রুধির করে পান,
অতি লম্বা পদ দুটি,
যেন গরানের খুঁটি,
কেটে মাটি করে খান খান;
বসনে বিষম আটা,
কভু রজকের পাটা,
আজন্ম করে নি পরশন,
রাখাল রাজের ভাব,
কাটেন গরুর জাব,
ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;
গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে,
ঘুঁটের আগুন দিয়ে,
খর্সান তামাক সেজে খায়,
লেখা পড়া হাড়পোড়া,
কিন্তু কুলীনের গোড়া,
কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো, ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েছে।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি কর্‌বেন আমি তেমন কর্‌ব, তবে স্বরূপ বর্ণনা না কর্‌লে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পারি। ছেল্‌টিকে জামাই বারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্যে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে, আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

বিজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয়কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েছে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম তা কোন মতেই এল না; শুন্‌ছি সে মহাশয়ের বড় অনুগত, আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্যে আপনাকে অধিক বল্‌তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠিয়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি তা, এঁরা সকলি জানেন। অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটি জমীদারি লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

তৃতীয় পারি। তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রী করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব দরে বিক্রী হয়; তাঁর পিলে রোগা গন্নাকাটা কালপেঁচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে।

চতুর্থ পারি। তাঁর ছেল্‌টি কেমন?

পদ্ম। ভগ্নীর ভাই।

চতুর্থ পারি। লেখা পড়ায় কেমন?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা কর্‌লেম "তোমরা কয় ভাই"? সে বল্যে "তিন ভাই"; আমি বল্যেম "কে কে?" সে বল্যে "আমি, কালাকাকা, আর ভগীপিসী"। লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্যে কেন? পদ্মলোচন বাবু এসেছেন ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্‌।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি।

বিজ। কেন মহাশয়?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাকিয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্রথম পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভার হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্রথম পারি। জমীদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বরদত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞে না, আপনার ভুল হচ্চে; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্রথম পারি। কার দত্ত?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী দাশরথি দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্যেন যুবরাজ বর নাও; যুবরাজ অঙ্গদ বল্যেন প্রভু এই বর দেন, যেন আমার লাঙ্গুল পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে। রামচন্দ্র বল্যেন হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ! তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে, তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটি অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজবিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল?

পদ্ম। মুখে মূর্খ জমীদার; পেটে

সোয়ালচুরির সদরআলা; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বিতীয় পারি। সুকতলাটি কি?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোষামোদ।

ঘট। মুর্খ জমীদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি?

পদ্ম। মুখ খিচোয়।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই?

পদ্ম। এজ্‌লাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি?

পদ্ম। শতমুখীতেও সোজা করা যায় না।

তৃতীয় পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন?

পদ্ম। কিষ্কিন্ধাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন?

পদ্ম। ছয় কেটে দুই।

ঘট। সে কি মহাশয়?

পদ্ম। ডেপুটিবাবু এক দিন এক জন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্যেন।

ঘট। ডেপুটিবাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটিবাবুর ব্ল্যাক-ষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

তৃতীয় পারি। রিপর্ট লিখ্‌তে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটিবাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসায় বসে।

ঘট। ডেপুটিবাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখতে পাই যুব-রাজ অঙ্গদের মত বৈঠকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘট। বোধ হয় বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান তো মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেছে।

চতুর্থ পারি। কিসের গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবরণমেন্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। সুতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি।

ঘট। বোধ করি সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

পদ্ম। সে জন্যে নয়।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গুল বের্‌য়ে পড়ে।

ঘট। আপনার কলিকাতায় যাতায়াত আছে?

পদ্ম। বারেক দুবার গিয়েছিলেম।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন?

পদ্ম। কলিকাতা রত্নাকরবিশেষ — কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ কোন কোন স্থল বিষময়।

ঘট। কোন্ অংশটি বিষময়?

পদ্ম। যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস।

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা?

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গুল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেওয়ার সময় আবার আস্‌তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ ভিজিট্ রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন।

ঘট। তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া?

পদ্ম। আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাস-কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।

দ্বিজ। (গদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদ্ম লোচনের নিকটে বসিয়া) পদ্মলোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ কল্যেন, তা আপনিও তো বৈঠকখানায় গদিতে বসেন।

পদ্ম। কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি।

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মার্জ্জনা কর্‌বেন।

পদ্ম। ধনী লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর।

বিজ। যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।

পদ্ম। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

এক দিকে কামিনী, অপর দিকে
ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

কামি। এ কি ভাগ্যি, ময়রা দিদির আগমন—আজ্ সকালে কার মুখ দেখে-ছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখ্‌ব লো—কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ্ যাব লো—তুমি বেঁচে,—আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েছে।

ভবি। কামিনী, নাতিনী, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুর্দ্দাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই—

কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।

ভবি। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ন্যায় কি আমায় ন্যায়।

কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি নবীন
বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা নিরেট বাঁজা বড় কপাল জোর। তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে?

ভবি। নিলেও নিতে পারে।

কামি। কেন লো?

ভবি। ভাতার যে তোর মনে ধরি নি।

কামি। তা বলে তো আর আমি বিয়ে করি নি।

ভবি। পথ থাক্‌লে কর্ত্তিস।

কামি। না থাক্‌লেও কর্‌বো।

ভবি। কাকে লো?

কামি। যমকে।

ভবি। অমন কথা বলিস্ নে।

কামি। যাই, মেজদিদির পাশে যাই, হাড়টা জুড়ুক।

ভবি। মেজদিদি ম'ল কেন? বল্ না ভাই।

কামি। বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা।
মেজ জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, এক দিন দরোয়ান দিয়ে বার করে দিচ্‌লেন—মেজদিদির চক্ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো, নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন—কেনই বা কাঁদ্‌লেন; একে ঘর-জামায়ে তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি—আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়—

ভবি। তার পর।

কামি। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন—"বাবা আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি, চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবি। বাবা কি বল্লেন?

কামি। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক ভাব সে মরে গিয়েছে।" পোড়া কপাল আর কি বাপের মুখে কথা দেখ—যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্ ছোন্দ হক্ মাতাল হক্ গুলিখোর হক্ তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবি। আহা! মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না?

কামি। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে—রাত্তিরটি পোহালো; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েছে, রক্তে ঢেউ খেল্‌চে। বেঁচেছে, ঘরজামায়ের হাত এড়্‌য়েছে।

ভবি। বড় ডামাডোল হল?

কামি। হল না? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে—কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগলো, কেউ বলে, বেরুয়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেছেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন—যে যা বলুক সে

সব কথা মিছে; সতী লক্ষ্মীর দোষ দেব না আমি যা বল্‌চি তাই সত্যি, সে আপনার দুঃখে আপনি ম'ল।

ভবি। জামাই বাবু আর আসেন নি।

কামি। ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসি সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরালো—চাপরাস হার্‌য়ে জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবি। তোর ভাতারকে যদি তাড়্‌য়ে দেয়।

কামি। ওলাবিবির পুজ দিই—

ভবি। তা আর দিতে হয় না—

কামি। যে দোষে তাড়্‌য়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও, বাবা তাতে কথাটি কন না—মদ খেলে, না যমের বাড়ী গেলে, তবু মেজ্‌দি মরে কড়াকড়্‌ অনেক কমেছে। এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবি। ভাব যেন নাত্‌জামাইকে চাকররা তাড়্‌য়ে দিলে—তুই তা হলে কি করিস?

কামি। কাঁদি কিন্তু মরি নে।

ভবি। কাঁদিস্‌ কেন?

কামি। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে, হয় ত তাইতে কাঁদি।

ভবি। মরিস্‌ নে কেন?

কামি। শুধু শুধু মর্‌তে যাব কেন লো —এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান—ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মার্‌লে দাগ চড়ে না—তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবি। আমার বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি—

কামি। চুলোর দোরে না গেলে তো নয়।

ভবি। নাত্‌জামাই নাকি বড় রাগ করে গেছে, আর নাকি আস্‌বে না?

কামি। ঘর্‌জামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

আসে আস্‌বে, না আসে না আস্‌বে আমার তায় কি?

হাবার মার প্রবেশ

ভবি। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার?

কামি। হাবার মার, মাইরি ময়রা দিদি তোর মাথা খাই, এক রাত এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েছে। হাবার মার ঐ তো রূপ—দাঁতগুলি পড়ে উঠ্‌চে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদ মন্থন, চুল শণের নুড়ি, নার্‌কেলের তেলে জব জব, নিকি মরে পচা গন্ধ—উতিই আমার নটবর হাবুডুবু।।

হাব। জামাই বাবুকে আন্তে গেল—

কামি। আমায় নিয়ে চুলোয় চল।

হাব। আ মরি মরি, কথার শ্রী দেখ—কামিনি তোরে কেমন কেমন দেখ্‌চি—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েছে—হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি নাকি?

ভবি। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার মেনে যায়।

হাব। এবার এলে আর গ্যাদা করে হত-ছেদ্দা করিস নে—ছোট নোক হক্‌, গুলি খাক্‌, তোর ভাতার ত বটে, ফুল ফেলে তো মেরেচে—স্বামী গুরুনোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে—বলে—

স্বামী আমার গুরু জন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।

কামি। হাবার মা, তুই আর জ্বালাস নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েছে, দুটো মনের কথা কই—তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয় বেদীতে গিয়ে বসো।

হাব। হ্যালা কামিনি, তুই আমারে বাঁদী বল্লি; তোরে হতে দেখিছি, কোলে পিঠে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস, সাপের ভয় দেখ্‌য়ে তোরে কাপড় পরাতে শিখ্‌য়েছি—তুই আজ এত বড় হলি আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিদি গিন্নির কাছে।

কামি। হাবার মা, তুই বড্ডো হাবা, আমি বল্লেম বেদী, তুই শুন্‌লি বাঁদী। ময়রা দিদিকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলিচি "বেদী" বাঁদী নয়।

ভবি। সত্যি রে হাবার মা, কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি—

কামি। মাইরি হাবার মা, আমি তোকে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্ নে আমার মাথা খাস্—

হাব। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি—তোর ভাতার রাগ করে গেছে আমি ধড়্ফড়্ করে মর্‌চি।

কামি। তোমার সঙ্গে কি না নতুন প্রেম। আহা জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটি ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে।

ভবি। ও হাবার মা, নাত্‌জামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে?

হাব। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ সেই ঘরেতে চুরি—
দেখে যা চোরের দাগাদারি। (নৃত্য)

ভবি। আ মরণ, নাচেন যে।

হাব। নাচ্‌বো না তো কি,
আমি কি ভেসে এসিচি,
কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। (নৃত্য)

কামি। পোড়ারমুখ, যেমন ঝক্‌ড়া কত্তে, তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ী, তবু রসের ডোবা।

ভবি। হাবার মা, নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নতুন পীরিত কল্লি বল্ না?

হাব। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাব। তা তো তুমিই করে দিয়েছ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়, বড়-মান্‌ষের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্‌লি।

হাব। তোর রাত কত করে?

কামি। কুলীন বাবুদের ফাটা পা।

ভবি। আমি কথাটি পাড়ি আর কামিনী উড়্‌য়ে দেয়—হাবার মা নতুন পীরিতের কথা বল্।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্।

হাব। ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাব। আমার মত সতীন হলে বটে—ময়রাদিদির মত সতীন হলে ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটাছেঁড়াছিঁড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ন্যাজের দিকে।

ভবি। তা হলে আমি গিছি—তুমি কাম-দেবের বয়ারকাটা কামার—মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের, তুমি এমনি কোপ কর্‌বে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুকু কেটে নেবে—

হাব। তোমার হাতে থাক্‌বে কি?

ভবি। ভাতারের ন্যাজটি।

কামি। ময়রাদিদি, তুই ভয় করিস কেন—হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবি। ওকে দেবার আটক কি—ও তো কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাব। মাইরি দিদি, আমি কিছু খাওয়াই নি—দুকুর রেতে কোথায় কি পাব ব'ন—বাছা চুপ্‌টি করে শুয়েছিল—

ভবি। কামিনীর ঘরে কে ছিল?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবি। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেছে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি—বুড়োর তুই বুকপোড়া ধন—এক খোলা সন্দেশ, টাট্‌কাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক্ পড়েছে বটে, কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে—তুমি জল বল্লে সর্‌বোত্ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস, মাচ্ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ।
চতুর্দ্দশীর চৌদ্দ শাগ।

ভবি। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কামি। আদ্যিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জ্বাল্‌য়ে মারে।

ভবি। তাইতে দিলি হাবার মারে!

হাব। আহা! রাত পর দুয়ের সময় লোকজন সব শুয়েছে, মাজের দরজায় চাবি পড়েছে, বাছারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল দিলে; ও কি সামান্যি। ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি—দশটা পাঁচটা

নয়, একটা ভাতার, তার এই খর্, ছিক্ লো ছি—

কামি। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজিচি।

ভবি। তার পর।

হাব। বাছা কত বল্লে, "কামিনি, দোর খোলো, কামিনি, দোর খোলো, আমার মাতা খাও দোর খোলো"—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমবো কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

হাব। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে পারে না পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন, কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে নাগ্‌লো—

কামি। দূর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি—সে কাঁদ্‌বের ধন, আমাকে কত গাল দিতে লাগ্‌লো—যদি কাঁদ্‌তো, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম—বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেঁজ, ঘর-জামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেছে।

হাব। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে নাগ্‌লো—

ভবি। তার পর বুঝি তোমার কোষায় উঠ্‌লেন?

হাব। আমার কি বিছানা আছে না শেজ আছে—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁতাখানা পাতা—বালিশ্‌টে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাব। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বস্‌য়েছিল—শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডুপাত করে গিয়েছে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখ্‌তে পাই নে, পাঁচি আবাগী জামাইবাবুকে রাম-রাবণের যুদ্ধ কচ্চে, ভয়ে ভয়ে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কামি। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোনা কখন কুঞ্জে আগমন করবেন—

হাব। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল—

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েছে।

হাব। বাছা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে নাগ্‌লো, ঘুমে ঢুলে পড়্‌চে, আমার বিছানায় শোবার উজ্জুগ্—আমি দেখ্‌লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডপাত হয়—বল্লেম জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচিয়ে পাশঘেঁষে শুয়ে থাক, জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাইবাবু, মাজ্‌খানেতে কে?

হাব। মাজ্‌খানে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবি। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়েছিল?

হাব। মুণ্ডপাত আড়াল ছিল।

ভবি। তার পর সকাল বেলা?

কামি। নিশি অবসানে দেখ্‌লেম কেলে-সোনা কোল থেকে চুরি গিয়েছে।

হাব। সকাল বেলা উঠে শুনি জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েছে। তখনি লোক গেল, ফিরলো না—আবার আজ লোক গিয়েছে।

[হাবার মার প্রস্থান।

ভবি। এবারে আস্‌বে?

কামি। আগুনে টেনে আন্‌বে।

ভবি। কিসের আগুন?

কামি। জঠোরের।

ভবি। ঘর থেকে বার করে দিচ্‌লি কেন?

কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝক্‌ড়া হয়েছিল—

ভবি। পীরিতের ঝক্‌ড়া?

কামি। প্রেতের ঝক্‌ড়া।

ভবি। কথাটা কি?

কামি। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারি নে; প্রদীপটে নেবে নেবে; বল্লেম প্রদীপটেয় তেল দাও, সে বল্যে তুমি দাও; আবার বল্লেম আমি আরাম কর শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস, সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও—আমার বড় রাগ হলো, রাগ হবারি কথা, বল্লেম আমাব বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব—সেও রাগ্‌লো, গদিতে ধপ ধপ করে নাতি মারে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি বাইরে যাবার পথ নাই, নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, তা আমি শুনেও শুনলেম না।

ভবি। তার পর?

কামি। মুণ্ডুপাত।

ভবি। এটি নাত্‌জামায়ের অন্যায়—কত হুমরো চুমরো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগ্‌কে উঠ্‌তে দেয় না, বিশেষ শীত কালে।

কামি। সেটি ভাই সেজদিদির ভাতারের দেখিছি—সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।

ভবি। যাই হক্‌ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, নাত্‌জামাইকে আর অপমান করিস্‌ নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, লোকে তোরি নিন্দে করে।

কামি। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোনা নিন্দে তার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা। পদ্মলোচনের দর্‌দালান

পদ্মলোচন আসীন। অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্‌য়েছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিকে তেলের দাগটি লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা তো অনেক হয়েছে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাক্‌বো! বড় আবাগী দুদ্দাড় করে কিল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা ফির্‌য়ে ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে—বল্‌বে আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখ্‌লে না, আপ্‌নি তেল দিলে।

অভ। তুমি তবে তো বড় সুখী—তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী, আমার দুটি।

অভ। কিন্তু দাদা ঘরজামায়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বল্‌তে পারি না। এরা এখন মার ধরেছে—

অভ। বলো কি?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিত।

পদ্ম। আমার জিত অনেক রকমে—তুমি পেটে খেতে পাও আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি—দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেছে—এ বলে আমার এখানে খাও ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে তো আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র—ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি?

পদ্ম। বড় আবাগীর কিল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটি হস্তে বগলার প্রবেশ

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে—এবারে না কি তাড়্‌য়ে দিয়েছে? তুমি কি মাগই পেয়েছ। আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন মাগের সুখটা টের পান।

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেছেন বুঝি, আমার নিন্দে না করে জল খান না—আমি তোমার করিছি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর—

পদ্ম। তুমি মার্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারি নে?

বগ। আমি তোমারে একা মারি? আঃ ড্যাক্‌রা ভারতছাড়া—ছোটরাণীর নাম করতে

পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না; ছোটরাণীর নাতিগুলো চামরব্যজন, ছোটরাণী হাস্‌লে মাণিক পড়ে, কাঁদ্‌লে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে—

ছোট মাগ পাটরাণী।
বড় মাগ ধানভানানী।

কি বল্‌বো ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাংতেম।

পদ্ম। বড়রাণী মারেন কি না বুঝ্‌তে পাচ্চো—

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি—মারি খুব করি, ছোটরাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি, এই মাল্লেম, (সজোরে তেলের বাটি মস্তকে পতন)

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ।

বগ। আমি বাটি ফেলে মেরিচি, ছোটরাণী হ'লে ঘটি ফেলে মার্‌তো—দেখ্‌লে তো ভাই, ও'র বিচার তো দেখ্‌লে—আমি কথা কইলে ও'র গায় পোড়া কাট পড়ে, ছোটরাণী কিল মার্‌লে ও'র গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘনিশ্বাস) তোমার বাটির ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা রক্ত পড়্‌চে যে। বউ একটু তেল দাও।

বগ। মর্‌চি—ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়া-কপালীর—তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়্‌ছে, তারি দিকে টান্‌চেন—আমার দিকে ভুলেও টানেন না—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর, এই আংটিটে বিন্দি পোড়াকপালীর বাপ দিয়েছে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল ক'রে আমারে অপমান করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িছি। সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি—বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে ব'লে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো বিচার শুন্‌লি—যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেছে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েছে—ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ও'র কি উচিত—ভালাই চাও তো আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থে'তো করে ফেল্‌বো।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্‌লেম। (অঙ্গুরী দূরে নিক্ষেপ)

বগ। তুমি এখন এক রকম হয়েছ; আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দি পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমাকে পর করে দিলে। আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না। ঘরে না ঢুক্‌তে বলেন আমার হাতে অনেক কাজ, বিন্দির ঘরে ঢুক্‌লে বেরুতে চান না—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দির গদি বড় নরম রাত দিন তাতে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

[বগলার প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে—আমার কাছে ইতর বিশেষ নাই, গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড়রাণীকে অধিক—তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বসতে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ি। বড়রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেছে। এখন বড় হয়েছে আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েছে। সে দিন বড়রাণী পিটে করে খাওয়ালে—পিটে তো নয় পেটের পীড়ে—কতকগুলো কাঁচাতেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্‌লেন, পিটে খাও, কি করি ভয়তে ভয়তে খেলেম, জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না—কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোটরাণী ভারের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর্‌লে, রেতে আমায় খেতে বল্লে—ছোটরাণী

সকল বিষয়েই বড়রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজ্‌ড়ে রেখেছেন। তাই কম করে খেলেম ব'লে কত আবদার, কি করি আবার খেলেম, বল্যেম বড়রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ঝক্‌ড়া, দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, আমার হয়েছে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েছে, সত্যি সত্যি ফেলেছে—

পদ্ম। কি ছোটরাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিছি। (প্রকাশে) না ছোটরাণি, আমি কি তোমার আংটি ফেল্‌তে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েছে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েছে, না আংটি বগী আবাগীর মত নাফাতে শিখেছে, তাই উঠানে নাফ্‌য়ে গেল—তোমার মরণদশা ধরেছে তাই এই অলক্ষণগুণো কত্তে আরম্ভ করেছ—বগী আবাগী ঠিক বলেছে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এই বার ছোটরাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে।

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেছ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী ব'সে একাদশী করি; রাতদিন ঝাঁটা খাচ্ছেন, তবু নজ্জা হয় না; কি বল্‌বো ঠাকুরপো রয়েছে, নইলে নোড়া দিয়ে একটি একটি ক'রে দাঁত ভাংতেম।

অভ। ছোটবউ তুমি রাগ ক'রো না, বড়বউ তোমাকে ক্ষেপ্‌য়েছে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্‌কারা—সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হ'লে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নন্দনস কর।

পদ্ম। ছোটরাণি, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েছে এখানে, মনে ভাব্‌বে কি।

বিন্দু। ও'রে আমার নজ্জা নিবারণ কর্‌বের ক'ত্তা রে—বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তখন ভাতারগিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটি দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেছে এক কাল আছে তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোষামুদে কথা বলতে হবে না—তুমি যত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড়রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটিবার ঘটি ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোটরাণি, তোমার পিটে আমি এক পেট খেইচি, বড়রাণীর পিটের ডবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হ'লে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হ'ত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঁড়্‌ খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাক্‌তেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমক্‌হারামই বটে, আমি ও'র জন্যে এত ক'রে মরি উনি ভাবেন আমি ও'র মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর বেলা অনেক হয়েছে।

পদ্ম। শ্বশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েছে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শ্বশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোষামুদেরা খারাপ করে তুলেছে।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেছেন তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

[অভয়ের প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েছে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার?

বিন্দু। বগী আবাগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতিই জান্তে পেরিচি। মত্তে গিচ্‌লেম পিটে কত্তে গিচ্‌লেম।

বগলার প্রবেশ

বগ। হ্যাঁরা ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই নাকি আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস্‌—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ। বিন্দি পোড়াকপালীর আচ্ছা অষুধ, বেশ ধরেছে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল। তোমার নাকি মৃত্যু ঘুনুয়ে এসেছে তাই এমনি ক'রে অপমানের কথাগুণো মুখ দিয়ে বার কচ্চো; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দির বাঁদর।

বিন্দু। বগি, তুই বিন্দি বিন্দি করিস্‌ নে, বল্‌চি ভাল—তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে, আমার নাম কর্‌বি বেড়ীপেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ তুই আপনি বল্লি, না বিন্দি তোকে বলালে? কথা কস্‌ নে যে—বিন্দির দিকে দেখ্‌চিস্‌ কি—তুই যেমন তারি মতন। (মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত)

পদ্ম। বাবারে গিছি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বল্‌বি আরো গাল দিবি? হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ীর ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারি—খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে—বুড়োরে বুড়ো বল্‌বে না তো কি খুকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেছে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী
এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতোচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি নয়দুয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বুদ্ধি হয়েছে, এত বুদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণবাড় বেড়েছে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি, পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হ'লে তোর ভাতার বুড়ো হ'ত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূরে আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাট যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্যে, ম'লে কাটের দাম নেবে না—বিন্দি রাঁড়ি তোর মড়িপোড়া বাবাকে ব'লে দিস্‌, আমি ম'লে কাঠগুণো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি ম'লে গোর দেবে, কাট লাগবে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপ্‌কে আর তোর বাপ্‌বয়সি ভাতারকে। ভালখাগি তুই যে ভাতার ভাতার করিস্‌, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেছি। তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি, তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ ফে'সোওটা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাটকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্‌।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ ক'রে মরিস্‌ কেন; ওলো পাড়াকুঁদুলি পাটিবেচার মেয়ে, তোর বাপ পুঁটিমাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্‌লে তুই হিজ্‌ড়ে আমাকে বিয়ে কল্যে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেছে—বাবুরা মেগের বয়স হ'লে যেমন রাখে, তেম্‌নি তোকে রেখেছে। তুই বারেন্ডায় চিক্‌ ঝুল্‌য়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর্‌, তাকিয়ে বসা, বাঁধাহুকোগুলো মেজে ঘসে রাখ্‌, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাৎ, পায় বারগাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর্‌, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ্‌, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর নুক্‌য়ে নুক্‌য়ে বাবুর মুখে চুন কালি দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী
এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাবনারকেলের ন্যাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাচুর; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্‌ড়াচ্চে—ও আবাগি, সরে যা, ও পোড়াকপালি বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি
মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।
পদ্মলোচনের দাড়ি ধরিয়া নৃত্য
আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি
মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কিল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়—থাক্‌ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

[বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান।

পদ্ম। বড়রাণী তোমার জিত। তুমি হাজার হক্‌ আমার সময়ের মাগ—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি নি, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্চি, তোমার শ্রীচরণের চুট্‌কি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না ভাতারের ভা-ও না; ভাতার বলি ও-বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড়দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি
আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ, মরে যাও।

পদ্ম। যশোদার নীলমণি যেমন,
ননী খায়তো নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করবে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হলো এখন স্নান হলো না।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা, অভয়কুমারের ঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাক্‌তে হবে না—মাগটি গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল। বাইরে থাক্‌বের স্থান নাই, কাজেই চলে আস্‌তে হবে।

পদ্ম। জামাই বারিক।

অভ। জামাই বারিকে রাতদিন প্রেত-কীর্ত্তন হচ্চে—কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাঁচালির ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপ্‌চেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও তো গুলি খাও।

অভ। জামাই বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ি রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈঠকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েছেন, সব

জামাইরা সেইখানে থাকে; জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ। সাড়ে বায়ান্ন জন।

পদ্ম। আবার আদ্‌ পেলে কোথায়?

অভ। চাপরাস হারাণে জামাইগুলোকে আদ্‌ বলে গুণ্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে?

অভ। আছে বই কি—তিন কুড়ি খাট্‌ আছে—দড়ি দিয়ে ছাওয়া—তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশবালিশ আছে; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হ'কো আছে, কলিকেও একটা ক'রে; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, এক জন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা গুলি চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায়?

অভ। তিন দিন, চার দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হ'লে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়েছি, জামাই বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাফেসাত আর ক'রো না, মানুয়ে জুনুয়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে?

অভ। মাগ্‌ মনিব। এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি তা হ'লে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার আর খেতে পারি নে। আবাগীরে পালা উঠ্‌য়ে দিয়েছে; এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি ক'রে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এবাড়ী ওবাড়ী বসে গল্প করি তার পর রাত দুই প্রহর হ'লে বাড়ী যাই, দুই আবাগী ঘুম্‌য়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শুম্ভু নিশুম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে, এস দুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত অধিক হ'লে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা, পদ্মলোচনের দরদালান

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (স্বগত) আজ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌বো। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর নুঠ্‌ ক'রে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আস্‌বে অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। বগী আবাগী ঘুম্‌য়েছে, সাড়াশুড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়্‌য়ে থাকি।

[প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ

বগ। বিন্দি পোড়াকপালী ঘুম্‌য়েছে। আজ যেমন আস্‌বে ওমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দি আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে আমার বুক থেকে মিন্‌সেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় তো আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি। যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ

চোর। এরা সব ঘুম্‌য়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময়—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি

একদিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুমুয়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড়রাণীর ঘরে যান, বড়রাণীর দুদ বড় মিষ্টি, ছোটরাণীর দুদে গোবরের গন্ধ; মুখ ঢাকিস্ কেন? (নাসিকার উপরে কিল) তোর আজ হয়েছে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটির বাড়ি মেরে মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চো কোথায়; এদিকে এস; আমিও তোর মাগ্, আমাকেও বিয়ে করেচিস; ওকেও যেমন দেখিস্ আমাকেও তেমনি দেখতে হয়। আমি তো আর তোর মার পেটের ব'ন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় কর্‌তে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়, (পৃষ্ঠে কিল) আয় ড্যাকরা ঘরে আয়। (কিল)

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ কোথায় যাও—আজ তোমারে যমে ধরেছে, যমের হাত ছাড়াতে পার্‌বে না—তবু যে যাস্ হ্যাঁ রা বেহায়া বেইমান। (ঝাঁটা প্রহার) পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েছেন। (নাসিকার উপর কিল)

বগ। ছোটরাণীর কিলগুণো বড় মিষ্টি, আমার কিলগুণো তেতো, তাই ছোটরাণীর দিকে ঢল্‌কে পড়্‌চো—পড়াচ্চি, তোমাকে, ব'টি এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে—দুই আবাগী কাটাকাটি করে মর্‌চিস্ না কি? মর্ আপদ যাক্; আমি বলি ঘুমুয়েছে, ঘুম কোথা বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদ্‌য়েছে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়্‌য়ে ঝক্‌ড়া কাচ্চিস্ না কি?

বগ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কিলগুণো বাজে খরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর চুরি কর্‌তে এয়েছে। টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি তুমি যাচ্চো, গলায় গামছা দিয়ে তাই মার্‌তে লাগলেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েছ চুরি কত্তে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা—চল্ ব্যাটা চল্ তোকে পুলিসে দেব—

চোর। মশাই গো, পুলিসে দেবেন না—এক দিনের মার বাঁচ্‌য়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর তো?

চোর। আমি চোর, না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন ক'রে?

পদ্ম। এ কথা তুমি বল্‌তে পার।

চোর। আমি বিশ বছোর চুরি কাচ্চি এমন বিপদে কখন পড়ি নি; বাপ্ যেন চর্‌কি ঘুর্‌য়ে দিলে। জান্‌তেম ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ও মা কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু আমি নেমক্‌হারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট্ নেবেন।

[চোরের প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের জ্বালায় আমি কি দেশ-ত্যাগী হব—তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্ তোদের সাহস কি, এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিশুতি, সাড়া শব্দটি নাই, তোরা কি না এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদ্‌য়েচিস্—আমি আজ কারো ঘরে যাব না এই দরদালানে পড়ে থাক্‌ব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি—আমি ঘরে যাব আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকি দাও। (উপবেশন)

বগ। আমার বে'লা চৌকি দাও, আর বিন্দির বে'লা কাছে ব'স—আ পোড়াকপালে একচকো; তোমার মুন্ডুটো আজ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হলো—ছোঁটরাণি আমার কাছে ব'স, ছোঁট-রাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁটরাণি আমার অন্তজল কর—পোড়ারমুখ্. মরে যাও. ছোটরাণীর কোল খালি হক্—বলে

সুয়ো মেগের ষোল আনা দুয়োর
নামে নাই,
একচখো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি
বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখ যদি বুঝতে পেরে থাকে তোকে ত্যাগ কর্‌বে—ও তো চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়ার, নাগর ব'লে আন্‌লি, চোর ব'লে ছাপালি—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি
বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী দুদ তুল্‌চেন; এতক্ষণ মনচোরার গায় দুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় দুদ তুল্‌চেন—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি
বৃন্দাবন।

বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে. আমি এই ভাতারের কাছে বস্‌লেম।

পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন

ওকে বিষ খাইয়ে মার্‌বো তবু তোকে দেব না —ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি তো ঝাঁটার বাড়ি খাবি—

বগ। ছোঁব না তো কি তোকে ভয় কর্‌বো. এই ছুঁলেম। (পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কিল)

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কিল মার্‌লি আমি তোর পায় দুই কিল মারি। (পদ্ম-লোচনের ডান পায় দুই কিল)

বগ। তবে তোর পায় তিন কিল—(বাঁ পায় তিন কিল)

বিন্দু। তোর পায় এই চার কিল। (ডান পায় চার কিল)

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি না কি কেমন করে তোকে রাঁড় করি—(ব'টি লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ)

[বগলার প্রস্থান।

পদ্ম। পা-টা একেবারে গিয়েছে, দু আঙ্গুল কোপ বসেছে—উত্থানশক্তি রহিত।

বিন্দু। আহা পোড়াকপালী মাচ কোটা ক'রে কেটে ফেলেচে—এস তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর জামাই বারিক

চারি জন জামাই আসীন

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি. প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন না কি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েছে; আজ এক মাস কুঁড়ে-পাতর লুস্‌চেন, বর্‌মা পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন, আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নি বলেন ক্যাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরেগা গুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি

পাঁচিকে রোজ বলি, পাঁচি আমার নামের পাসখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব, তা বলে তোমার নামের পাস দিতে চান না।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন এখানে ছিলাম না এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, দেখ্‌ছি যে—পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাসে যাবার যো নাই?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে?

তৃতীয় জা। আমি একদিন বিনা পাসে যাবার চেষ্টা করেছিলেম, মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না—আমরা যেন ভাই কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেল্ গ্যাণ্ডার ফিমেল্ গুস্—

দ্বিতীয় জা। সাবাস দাদা বেশ বলেছ—কি বল্‌বো গাঁজা টিপ্‌চি তা নইলে শেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম—নেভার মাইন, কোনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ) শালাবাবুদের পাস নাই?

চতুর্থ জা। তাদের হ'ল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়—বউমাদের পাস আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে কদিন? যে কদিন খাঁড়া ধরতে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(বাউলে সুর, তাল একতালা)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে
না খেয়ে রয়েছে আমার পেট্‌টা ফুলে;
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা।)

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ি,
তাইতে আসি শ্বশুরবাড়ী, করি কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক্ না ভাই, সাত কাণ্ট রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে—ঐ এয়েচে।

পাঁচ জন জামাইয়ের প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। নিবারণ একবার সাত কাণ্ট রামায়ণটা শুনুয়ে দাও।

পঞ্চম জা। ক্ষেতি কি বাবা—বেদী করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদী (একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন।)

দ্বিতীয় জা। তবে বেদীতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্‌চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাঁচ দিন পাস পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ পাস পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদীতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ট রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয় বাবা। তবে শোন,—ঐ যে রোজ সকাল বেলা অর্থাৎ যামিনী বিগতা হ'লে পূর্ব্বে দিকে, পরমরূপয়া পশ্যতি দৃশ্যং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাঁচা সোণার ন্যায়, একখানা চক্‌মকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য্য—তোমরা ভাব ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালুয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়, ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্যবংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই

সূর্য্যবংশে, দশরথ নামে এক রাজা ছিল, মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা; অন্দরমহলে রাণীর পাল। পালঝাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না, বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্দি স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্যেন কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হ'ল না। রাজা ভেবে ভেবে চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং। তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই বারিকের শাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা কি হতো—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মান্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ; ঋষিবর যোগ আরম্ভ কর্‌লেন। বাবা কার দ্বারা কি হয় কে বল্‌তে পারে, রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগলো। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখ্‌তে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলে-গুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্ম-পলাশলোচনবৎ ফুলে উঠলো। পরীক্ষার দিন উপস্থিত, রাজা কড়াংকেতে আপামর সাধারণ পারদর্শী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। রাম উপস্থিত, রাজা জিজ্ঞাসা কল্যেন "পঞ্চাশ কড়া"? রাম বল্যে "বার গন্ডা দু কড়া," রাজা গালে একটা প্রচন্ড চড় মারিয়া বল্যেন "তোর কিছু বিদ্যা হয় নি তুই বনে যা"। লক্ষ্মণ উপস্থিত—"পঞ্চাশ কড়া"? "সাড়ে বার গন্ডা" —প্রচন্ড চড় মারিয়া রাজা বল্যেন যা ব্যাটা তুইও বনে যা। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত— "পঞ্চাশ কড়া"? দুই জনে একবারে বল্যে "পাঁচ গন্ডা সাত কড়া"—রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্যেন "যা তোরা রাজা হগে"।

রাম লক্ষ্মণ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডান্ডা ফেল্‌লেন। সেখানে সাঁওতালনন্দনীদিগের সহিত হে'ড়েডুডু, নবীন তুড়াকি, কপাটি কপাটি, ডান্ডাগুলি খেল্‌তে লাগলেন, অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু শিখর নিকর পরাজিত দিগ্‌বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচ্‌কিন্দা অধিপতি বালি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যাম্‌টাওয়ালি উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে—বালি রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত উচ্চপুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল—তারাও সভায় উপস্থিত—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিক্‌ড়ে গিয়েছিল—বালি রাজাকে বল্যে খ্যামটাওয়ালি দুটোকে আমাদের দাও, বালি বল্যে দেব না—ঘোর যুদ্ধ—বালি রাজা বধ। খ্যাম্‌টাওয়ালি দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা সেটা নিলে রাম, যেটার নাম শূর্পণখা সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্য্যাভ্রান্তরে শুচি হইয়া পঞ্চ-বটীর বনে আগমন করে দেখেন শূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী—তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত বারিদবৃন্দপরাজিত রজক-রঞ্জন গর্দ্দভবৎ চীৎকার শব্দ কর্‌লেন, নয়ন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল বাহির হইতে লাগলো— বল্যেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো,—ছল করে রামের সীতা হরণ করে নিয়ে গেল, রাম বাতাহত কদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামটা ভ্যাবাগঙ্গারাম; লকার বুদ্ধিটে খর্জ্জুরকণ্টকবৎ তীক্ষ্ম, ছল বল দুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত—বল্যে দাদা তুই কাঁদিস্ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে

আন্, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর্, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্যেন। লক্ষ্মণ হনুমানদিগকে এক একটি কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক একখানা টিকে ধর্য়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্যে যাও সব লঙ্কার চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন কলার কাজ না কল্যে কৃতঘ্নতা হয়—হুপ্ হুপ্ করে লঙ্কার চালে বস্‌লো আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত—বেড়া আগুন পালাবার যো নাই—লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকান্ড রামায়ণং সমাপ্তমিদং। এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদীতে বসেই বলো আর চামর হাতে করেই বলো।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বৌল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পিরের গান হক্।

ষষ্ঠ জা। চার জন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চার জন জামাইয়ের সহিত গীত।)

মাণিকপির, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকির নেলে ফেনি খালে না.
মাণিকপির—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার,
মাজা দুল্‌য়ে চলে যাবা ভবনদীর পার।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ,
লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি;
কোরাণেতে বয়েদ আছে,
দুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝক্‌মারি।
ব্যানে বিকেলে দুপহরে,
জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মন্‌ডা করে স্থির;
মানী লোকের রাখ্‌বা মান,
গোরিব লোককে কর্‌বা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা,
পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রাণি।
পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা,
অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌ছে কাম্ কর্‌না ছোড়্‌কে শয়তানি।
ঝুট্‌বাৎমে না দেবা দেল্,
সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পুজো বাপ্ মার চরণ।
গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ,
ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে
কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পিরকে
ফাঁকি দিল।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই,
কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি
ডুলি চেপে যায়।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ওরে, কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে,
তুশ্চু নেরেল ব্যাল,
আজগবি দুনিয়ার খেলা সর্পের মধ্যি ত্যাল।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুসল্‌মানের মোল্লা রে ভাই
হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে
সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্য্যি ওঠে রাতির
বেলায় চাঁদ।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিক্‌লি
বাঁধা পায়,

আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ি মেগের
নাতি খায়।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা কত
কেরামৎ জানো,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে
টানো।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে
ভাই মোরগ চেপে যায়,
আর পুজো পালি বাঁজাবিবির
ছাওয়াল করে দেয়।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভূতির ডরে
ডর্য়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়্কো মেয়ে ঝম্কে ওঠে
খসম কাছে এলে।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
তৃতীয় জা। বিরহ হবে না?
দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্যে?
ষষ্ঠ জা। এই বার হবে—গেয়ে লাও তো
ভাই।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো,
বাঁদে নাকো চুল।
কল্জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাব্লি
আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের
ঠোকরে।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে
বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাক্তো কাছে রে
পুঁচ্তো নুমাল দিয়ে।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। পিঁড়েয় বসে কাঁদ্চে বিবি, ডুবি
আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে
মান্ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা
কল্লাম শেষ।
চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)
তৃতীয় জা। এবারে পাঁচালি হক্।

পাঁচি এবং চার জন দাসীর প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। পাঁচালিতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালি শোনা যাক্।
পাঁচি। আর সব কোথায়?
প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।
পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্যে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐখানে রাখ্—তোর হাতে কি?
প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।
পাঁচি। তোর হাতে?
দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।
পাঁচি। তোর হাতে?
তৃতীয় দা। দুদের গামলা।
পাঁচি। তুই কি এনেচিস্?
চতুর্থ দা। শশা, কলা, পেয়ারা।
পাঁচি। দুদের উড়্কি এনিচিস্?
তৃতীয় দা। এই যে।
পাঁচি। তুই এনিচিস্?
দ্বিতীয় দা। এই যে।
দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হ'ল কেন রে?
তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।
পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।
তৃতীয় জা। ক জন?
পাঁচি। এখন জামাইয়ের পাল।
পঞ্চম জা। পাঁচি তুমি দ্রৌপদী।
পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হ'তে বাবুদের বাড়ী—
তরুণ তপন রূপে বিমোহিত মন,
বিবাহ না হতে কুন্তী অর্পিল যৌবন।
পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর ছন্দ পতন হয়েছে।
পাঁচি। কোথায়?
প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা কর না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্টব ছিলেন তার পর কল্মা কেটে কাজি হয়েছেন?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান ক'রো না—তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার—

প্রথম জা। খানা কাটা যায়?

পঞ্চম জা। তুমি মূর্খ, রিফিউয়ের "ধার" বুঝবে কি, পাঁচি বুঝেছে।

পাঁচি। আঁশবঁটি।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে তো হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে তো নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন দুই তিন," তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েছে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই সাত হ'তে পারে।

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাট্ বুঝি জামাই বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে?

পাঁচি। কেন আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; সী'র মিল কত্তে তোকে কাকী ব'লে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে প্রমদা পরিমল পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সর্বরা কচ্চো, তুমি একটু গা ঢাকা হয়ে থেক।

পাঁচি। কেন গো?

পঞ্চম জা। লুশাই এক্‌সপিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো?

পাঁচি। তারা বাঁধা খেগো বয়েল ধচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুঝি—আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমার তানা পড়েন কত্তে হবে?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে যাব।

[দশ জন জামাইয়ের প্রস্থান।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেছে আমাকে এইখানে দে। (একখানি রেকাব আর দুটি বাটি লইয়া উপবেশন।)

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এদিকে আয়। (দুটি গোল্লা, চারখানি শশা কাটা, একটি খোসা-ফেলা পেয়ারা, এক উড়্কি চিনির পানা, এক উড়্কি দুধ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি। (আহার)

তৃতীয় জা। পাঁচি, আমার নামে পাস বের্য়েচে?

পাঁচি। বল্‌তে পারি নে, পাসগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ যে দেখি আঁচলভরা প্যাস, বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাসগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাসগুলিন খুলিয়া পঠনানন্তর প্রদান।) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়ার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব,

জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সিনিয়ার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখন বেরুলো না, কি সর্ব্বনাশ, আর কখান আছে?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আব্দুল লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার?

তৃতীয় জা। ও তো ছোট জামাইয়ের, সে রাতদিন চশমা চকে দেয় ব'লে তাকে আমরা আব্দুল লতিফ বলি—পাঁচি, আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। পাঁচি, আমার পাস বের্‌য়েছে?

পাঁচি। তোমার পাস হার্‌য়ে গিয়েছে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাব না?

পাঁচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে —আজ পাস পেয়িচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গোতে পারি—

হাবার মার প্রবেশ

হাব। অভয় কোথায়? তার জন্যে লেখন এনিচি।

অভয়ের গ্রহণ

পাঁচি। হাতে লেখা পাস।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হ'লে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পার্‌লিই হ'ল।

হাব। বলে—

নৌকা ডিঙে চাই নে আমি আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাই।

দ্বিতীয় জা। হাবার মা একটা গান কর্।

হাব। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,
মেতি আম্‌লা দিয়ে চুলে, সাজ্‌য়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে কাছে ব'সে দুবেলা তার মন যোগাই।
(নৃত্য)

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখ্‌বে?

দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ

কামি। হাবার মা তার গায় তো গন্ধ কচ্চে না, ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ হয়—বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাব। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে—আমি দেখিচি কেমন তেল মেখেছে, চুলগুলো যেন তেলে সাতার দিচ্চে।

কামি। তবেই আমার মাথা খেয়েছে; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকাফুলের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাক্‌তে হবে।

হাব। তুই যে ঠ্যাকারের কথা ক'স, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কামি। রাগ করে গেল, থাক্‌তে তো পাল্যে না, তু ক'রে ডাক্‌তেই তো আবার এয়েচে।

হাব। রাত অনেক হয়েছে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি।

[হাবার মার প্রস্থান।

কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে।)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না,
স্যাওড়াগাছের কেলেসোনা,
গাঁজার খবর ষোলো আনা,
তারি হাতে এই ললনা!

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘনিশ্বাস)

কেন বা বাঁদিন্‌ চুল, কেন মল্লিকার ফুল,
ঘিরে দিন্‌ কবরীর গায়;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইন্‌ হায়,
কেন আল্‌তা দিন্‌ রাঙ্গা পায়;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি মরি কি বাহার,
কিবা হার পয়োধরোপরে;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর,
মেঁদিপাতা দিছি পদ্ম করে;
নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটি ইন্দীবর,
যোগ ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম;
নবীন যৌবন ধন, কারে করি বিতরণ
পরিণেতা পোড়া বাঞ্ছারাম।
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন।
এখনি নিকটে বসে, মাথা খাবে দাদ্‌ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন।
থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাথায় বিচালি বাঁধি আনে,
এমন চাষার কাছে, আমার কি সুখ আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েছ?

কামি। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেন্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌বো না।

কামি। অন্য অন্য জামাইরা তো করে।

অভ। তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান তাই করে—ও কথাগুলিন আমি ভালবাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামিনী, তুই এমন নির্দ্দয় কেন? (কামিনীর চেয়ার ধারণ।)

কামি। (নাক টিপিয়া) ও'রে মাঁ গ'ন্ধে মলুঁম, গ'ন্ধে মলুঁম, গ'ন্ধে মলুঁম, গ'ন্ধে মলুঁম; কোঁথাঁয় যাঁব', কিঁ ক'র্‌বো কেমন করে রাঁত কাঁটাঁবোঁ—গ'ন্ধে মলুঁম, গ'ন্ধে মলুঁম, ও'রে মা গ'ন্ধে মলুঁম—

অভ। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম্‌ রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে—

কামি। দেখ, দেখ, হারাই ডোমাই হয়—বাড়ীর সকলে ওঠে।

অভ। ওরে বাড়ীর লোক তোমরা দৌড়ে এস, আমারে মেরে ফেল্লে—বাবা রে, মা রে, মলেম্‌ রে, মেরে ফেল্লে রে—

পাঁচি, হাবার মা, বউ এবং পুরমহিলাচতুষ্টয়ের প্রবেশ

হাব। ও মা আমি কোথায় যাব, কি হলো, অভয় আমার অমন ক'রে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি কি হয়েছে?

কামি। হবে আবার কি।

বউ। অভয়কুমার তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি সুরে "ও'রে মাঁ গ'ন্ধে মল'ুম কোঁথাঁয় যাঁবোঁ" বল্‌তে লাগলো আমি ভাব্‌লেম পেৎনী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখী, সব বোনগুলিন এক, গন্ধ গন্ধ ক'রে মরেন—ও'দের গায় পদ্মের গন্ধ আর ও'দের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ, পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ ক'রে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে—পাঁচি দৌড়ে যা ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডর্‌য়ে উঠেছিল।

[পাঁচির প্রস্থান।

হাব। শুলো বা কখন, ঘুমুলো বা কখন, এই তো এল—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়্‌য়ে নাও, বোধ হয় পেৎনীর দিষ্টি হয়েছে—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাব। ইষ্টিদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্‌গির মর।

[কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টিদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ, ছোটলোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন, বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য করি তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি, কাল

সকালে কত ব্যাখ্‌খানা সইতে হবে, কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না। দাদা শুনে কি বল্‌বেন, মা-ই বা কি ভাব্‌বেন।

অভ। তুমিই তো এর কারণ।

কামি। আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন দিদির মত কর্‌বো, নাতি মেরে নাব্‌য়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘনিশ্বাস) বটে—এত দূর।

কামি। চ'ক রাঙ্গাচ্চো মার্‌বে না কি?

অভ। গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম—(দীর্ঘনিশ্বাস) কামিনি—আমি তোমার স্বামী—কামিনি, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌লো—

কামি। আমার মাথা খাও রাগ ক'রো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

[প্রস্থান।

কামি। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘনিশ্বাস।) ঘুম তো হয় না। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি তো বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম—"আজ পড়্‌লো"—আমিও তো আর রাখ্‌তে পারি নে—আমারও "আজ পড়্‌লো"। (রোদন) "তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম"—"আজ পড়্‌লো"—ও মা, কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ

পাঁচি। ফুলদিদি তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেছ, জামাইবাবুকে নাতি মেরেছ; কর্ত্তার কাছে জামাইবাবু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যেন—

কামি। নাতি মেরেচি বলেচে?

পাঁচি। নাতি মাত্তে চেয়েছ।

কামি। বাবা কি বল্যেন?

পাঁচি। কর্ত্তা মহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগ্‌লেন, আর বল্যেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন কর্‌বো না—

কামি। অভয় কোথায়?

পাঁচি। কর্ত্তা মহাশয় কত বল্যেন তা তিনি শুন্‌লেন না, রাগ ক'রে চলে গিয়েছেন।

কামি। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও আমি মেজদিদির মত করি—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা?

কামি। মেজদিদির কাছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ

অভ। দাদা আর তো হাত পুড়্‌য়ে খেতে পারি নে—তুমি যদি অনুমতি দাও আমি কণ্ঠিবদল করি, আর কিছু করুক না করুক দু বেলা দুটো রেঁধে তো দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাক্‌তে পার না। তাই বলো—তুমি এমনি মাগমুখো আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাব্‌ছিলেম আর একটা পরীক্ষা ক'রে দেখি। শ্বশুরবাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হ'লে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজি হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

পদ্ম। আমি তো ভাই, বেশ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি হাড় গোড়গুলো যোড়া লেগেছে।

অভ। না দাদা যেতে আর মন সরে না, আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হ'লে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে আস্‌তে হবে—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাক্‌তো তা হ'লে আমি জামাই বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ-বাড়ীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। মোদ্দা কথাটা একটা মেয়েমানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিচ্ছে।

পদ্ম। যাদের কেলীকদম্বের তলায় দেখেছিলে?

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ—স্বভাব যত দূর নরম হতে হয়—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ:

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহু কাল বৃন্দাবনে আশ্রম করে আছেন, তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারি দিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্তভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারীপুর গ্রাম। তারা তাঁরই মেয়ে।

অভ। চারটিই?

পদ্ম। বড়টি তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটি তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটিকে যদি আমায় দেয় আমি কণ্ঠিবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে ক'রে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশুম্ভর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝক্‌ড়া কত্তে পারে না—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই, ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোনার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা তুমি ওদের বাড়ী গিচ্‌লে?

পদ্ম। গিচ্‌লেম—মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্ট স্বভাব, আমায় অতিশয় আদর কল্যেন আর বল্যেন বাবাজি তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে ব'লো।

অভ। অমন বাপ না হ'লে অমন মেয়ে জন্মায়—মেয়েরা তোমার কাছে এল?

পদ্ম। আমি তো আর এখানে পত্নীদ্বয়ের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচনবাবু নই যে তারা ভয় কর্‌বে—আমি এখানে বৈষ্ণবচূড়ামণি পদ্ম বাবাজি, তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগলো।

অভ। দাদা আমি এক দিন যাব।

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটি কথা কইলে?

পদ্ম। দুটি একটি—বড় মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা, ছোট দুটি তত নয়—মাধবের বৈষ্ণবী তো রসসরোবর, নাক্ দে মুখ্ দে চ'ক্ দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠিবদল করেছেন।

অভ। দাদা তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে?

পদ্ম। জনপ্রাণী না—আমি দেখ্‌লেম দু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ কর্‌লে তাই কারো কিছু না ব'লে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিটি লিখিছি কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জান্‌তে পারে। তোমার কথা কেউ জানে?

অভ। আমার আছে কে তা জান্‌বে। দাদা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠিবদলের কথা হলো?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে তো আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েছ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখ্‌লে হতো—কিন্তু অনেক কাট খড়—না দাদা তোমায় পাঁচিকা এনে দিচ্চি, এইখানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, মাধব বৈরাগীর আশ্রম

এক দিকে মাধব, এক দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজির মঙ্গল?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল। বাবাজি বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজি।

মাধব। ছোট বাবাজির স্বভাব অতি মিষ্টি, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটি তাঁকে অতিশয় ভাল বাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েছে, এখন আপনারা অনুগ্রহ কর্‌লেই হয়।

বৈষ্ণবী চতুষ্টয়ের প্রবেশ

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণবকুলতিলক বৃন্দাবনভূষণ, আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শলাঘা নয়—তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি?

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা তো ছোট বাবাজি বলেছেন—তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজিকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজি অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাতপ্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন কর্‌বার মনস্থ করেছিলেন, বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি! তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক নেবে পা দুটো রসেছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠিবদলে মত দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত দেন নাই—তাঁর মনটা পারানি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্চিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশি
ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি
রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন বাবাজি?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েছে?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর—আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি অনুমতি করেন তো সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপিপাঠ।)

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবন মধ্যে যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়! অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব, সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণ-গোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল বিগলিত জলধারাকুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন, শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন, দেখিলে বোধ হয় যেন দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা—কেবল "হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে" বলিয়া বিষাদ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।" আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি
সেবক শ্রীনলিনীনাথ রায়।

বাবাজি! ছোট বাবাজি স্ত্রৈণ, না তুমি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমার ছোট বাবাজি গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না—এমনি স্ত্রৈণ দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন পদাঘাতের উপসংহার হলো।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েছে, আর না গিয়ে থাকতে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজি ঘর্‌জামায়ে হবেন না কি?

পদ্ম। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?
পদ্ম। কিছুমাত্র না।
মাধ। তবে দিন স্থির করুন।
পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্।
মাধ। বৈষ্ণব ভিখারির বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।
প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন?
পদ্ম। সেও তো একটা কথা বটে।
প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!
মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।
প্রথম বৈষ্ণ। একটি হীরার আংটি দেব।
মাধ। অবশ্য।
প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোনার দমদম।
পদ্ম। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।
প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টি শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত কর্‌বেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হ'ল, রত্নগর্ভা জননী আঙ্গোটপাত পেতে বস্‌লেন, ঘাড়ি দাও, ছড়ি দাও, শাল দাও, ছেলেকে একটি সোনার লেজ গড়ুয়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি—মেয়ে যদি চ'কে লাগলো, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।
মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।
প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!
মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।
প্রথম বৈষ্ণ। আপনি তো তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফর্‌সিটে দিয়ে গেছেন সেটা বরাভরণ বলে দিই।
মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।
প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি আপনারা কিছু দেবেন না?
পদ্ম। ছোট বাবাজি অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।
প্রথম বৈষ্ণ। থাক্‌বের মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন।
পদ্ম। এক ছড়া সোনার গোট আছে তাই দেবেন।
মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।
পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ, অভয়কুমারের শয়নঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

পদ্ম। ভায়া তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেছেন, বাছার কি মধুর স্বভাব। যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগলো—বক্তার মাগ মরে, কম্‌বক্তার ঘোড়া মরে, তা তোমাতেই ফল্‌লো।
অভ। আহারটা হলো কেমন?
পদ্ম। পরিপাটি।
অভ। বৈষ্ণবীর শেট্‌হ্যাণ্ড।
পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অতবড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্বা ছিল।
অভ। দাদা বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্।
পদ্ম। তুমি কোন্ দিন মজাবে—বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজির কন্যা, ওঁয়াকে অমন কথা কখন ব'ল না—কণ্ঠিবদলের ডাইভোর্স আছে।
অভ। মন জেনে তবে বল্‌বো, আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।
পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদির উপর সুচুনি পাতা, বালিশের আড়ং, দানে পেলে না কি?
অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব দাদা।
পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখুনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

[পদ্মলোচনের প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হলো, তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌বো না—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নবনলিনী—ইচ্ছা প্রকাশ না

কত্তে সম্পাদন করেন—সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম। (শয়ন)

সট্‌কায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন

বৈষ্ণবি! তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই। (ধূমপান)

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা কর্‌বো, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ি তুলে এসেচি, হেন্‌সেল পেড়ে এসেচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িছি, নারায়ণ ভোজন ক'রে শয়ন কল্যে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম; তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি তুমি কাঁদ্‌চো?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটি বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন কর্‌বো।

বৈষ্ণ। এক বাসনা তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন কর্‌বো, আর এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াবো।

অভ। (একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ) কেন?

বৈষ্ণ। নাথ! আমি তোমার পাতকিনী কামিনী। (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)

অভ। আমার কামিনী, কামিনীর এই দুরবস্থা—(কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জল প্রদান) কামিনি! কামিনি! আমার সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না!—কামিনি! কামিনি! কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী ব'লে যদি গ্রহণ না কর আমার আর আক্ষেপ নাই, আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল করিচি। আমি আজ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি —বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন—আমি কোথায় যাই. আমার কে আছে—দেখ্‌লেম সকল আবদার স্বামীর কাছে, আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনি তুমি আর কেঁদ না—আমি তোমারি—আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিছি।

বৈষ্ণ। নাথ! আমিই তার মূল—

অভ। কামিনি তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌বে জান্‌লে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট কর্‌বো না তো কার জন্যে কষ্ট কর্‌বো—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম—তুমি বল্যে "আজ পড়্‌লো"—আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল—সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম তা পাঁচি হ'তে দিলে না—যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়ুয়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনি সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেছ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি; স্বামী হারা হলেম—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি: স্বামীর মর্ম্ম জান্‌লেম। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ! আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌বো বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হলো—এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনি তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যার পর নাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি—তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছছাড়া হবো না। (মুখ চুম্বন)

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফর্‌সিটিতে তামাক খেতে ভাল বাস্‌তে আমি তাই উটি যত্ন করে রেখিছি।

অভ। কামিনি তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয় তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে আর আমি খাস গ্যাদারি কোচে বসে থাক্‌তেম—এখন ভাবি কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটি মুছিয়ে দিতাম না। এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনি তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয় তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব আর এখানে থাক্‌তে দেব না।

অভ। দেশে যাব কিন্তু জামাই বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস কর্‌বো—আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় এখানেই তোমার পদসেবা কর্‌বো. বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ কর্‌বো না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটি কে?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি।

অভ। মাইরি?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদিই তো আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই তো তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চো না?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়।

অভ। বল কি? শালা এমন বৈরাগী সেজেছে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না—ছোট বৈষ্ণবী দুটি?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চো—শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন সুন্দর দেখাচ্চিলো।

ভবি। তবু তো আমার কণ্ঠি কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শাশুড়ী।

ভবি। বৃন্দাবনের নাড়ী ভূঁড়ি,
দিদি শাশুড়ী শাশুড়ী,
দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগ্‌রী খুঁড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ি,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ি,
কণ্ঠিবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অভ। ময়রাদিদি! মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবি। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন?

ভবি। হৃদয় কটোর কৃষ্ণ ধন।

অভ। কামিনীর আমি কি?

ভবি। দাদার মতন ভাতারটি। (হাস্য)

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একে-বারে।

অভ। ময়রাদিদি তোম্‌রা এলে কেমন করে?

ভবি। নাতজামাই!—থুড়ি, ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। আবার রঙ্গ।

ভবি। নাতজামাই তুমি তো ভাই সেই রেতে চলে এলে—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না—আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শতধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কারপ্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেছে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌লো, কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বল্যে ময়রাদিদি আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিছি—ঐ দেখ কামিনীর ডাগর চ'ক সাগর হয়ে উঠ্‌লো—কেন দিদি আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না তাকে তো পেয়েছ।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি তুমিও যে কাঁদ্‌চো ভাই।

অভ। তার পর।

ভবি। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর্‌লেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতুন কাপড় প'রে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় প'রে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদ্‌চেন, আমি কাছে গেলেম, বল্যো ময়রাদিদি আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেছে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই। ঐ দেখ কামিনী আবার কাঁদলো, আমি ভাই ইতি করি।

বৈষ্ণ। বল্‌ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে।

ভবি। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলি নিরাশ হয়ে ফিরে এল, দাওয়ানজি তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশানে ধরেছিলেন, তা তুমি বল্যো যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে সে বাড়ীতে আমি আর যাব না। ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল এক জন ছাড়্‌লে না, তোমার নাম আর কিছুতেই রইলো না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্যে "অন্য কেউ তাকে আন্‌তে পার্‌বে না, আমি গেলে আন্‌তে পারি—আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্যেম ময়রা বুড়, তুমি কার, সে বল্যো আগে ছিলেম কামিনীর এখন তোমার।

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবি। আমি বল্যেম তবে পাত্‌ দত্‌ তোলো, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে, সে অমনি কাপড় চোপড় প'রে মাতায় পাগ্‌ড়ি ঙটি হয়ে আমাদের সেতো হয়ে চল্‌লো—দেশে সোরৎ হলো কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বের্‌য়ে গিয়েছে।

অভ। শালার মাথার টাক্ দেখ্‌লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবি। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভোঁ ভোঁ কেউ কোথাও নাই—সেখানে এক নতুন বিপদ্ উপস্থিত; তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আচ্‌ড়াপিচ্‌ড়ি করে কান্না, বল্যো "এত দিন সোনার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোনার অট্টালিকা—ময়রাদিদি তুই যা আমি এই ভিটেয় পড়ে থাকি, অভয় শুন্‌লে আমাকে গ্রহণ কর্‌বে।"

অভ। ময়রাদিদি এবারে আমি কাঁদ্‌লেম; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেছেন।

ভবি। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজির ভাইপোর কাছে জান্‌লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজির মঠে আছ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলী-কদম্বতলায় বনমালীর প্রথম দর্শন; পুর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত স্মরণ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কণ্ঠিবদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কল্যেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কল্যেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি আমার প্রধান সহায়, ওবে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবি। তোর ভাতারের গলায় দে সাজ্‌বে ভাল—কামিনি তোর মুখে আজ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়ালো।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেছেন।

অভ। মাধব বৈরাগী?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন—মিন্‌ষে কামিনি কামিনি ব'লে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে, কামিনী পতি উদ্ধার করেছে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে ষোল ভরির সোনার হার পারিতোষিক দিয়েছেন।

ভবি। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বের্‌য়েচেন।

পদ্ম। উনি কে—আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না?

ভবি। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবি। নাতজামায়ের ভাই,
শালা বল্যে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রাদিদি সব কল্যে ঘটক বিদায় কল্যে না।

ভবি। ঘটক বিদায় দেব।

পদ্ম। কি?

ভবি। ছোট মেগের হাতের রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই—এঁরা আস্‌চেন।

ভবি। আমি যাই।

[ভবি ময়রাণীর প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয়বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্যে তো?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

কমলে কামিনী নাটক

Dun. Dismay'd not
Our Captains, Macbeth and Banquo?
Serg. Yes,
As sparrows, eagles, or the hare, the lion.
Macbeth.

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি-বিবিধ-গুণরত্ন-মণ্ডিত
পণ্ডিতমণ্ডলি-সমাদরতৎপর
রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
সজ্জনপালকেষু

রাজন্ !

আপনকার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতঃই একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনকার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, ভবাদৃশ বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমাত্র অকৃত্রিম অমায়িকতাই এ অপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটি কারণ অনুভূত হয়; সেটিও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরাদ্বিতয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলে কামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনারে "কমলে কামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্বভাবের পরিচয় প্রদান মাত্র, ইতি।

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

রাজা (মণিপুরের রাজা)। বীরভূষণ (ব্রহ্মদেশের রাজা)। সমরকেতু (মণিপুরের সেনাপতি)। শিখণ্ডিবাহন (ঐ সহকারী সেনাপতি)। শশাঙ্কশেখর (ঐ মন্ত্রী)। সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম (ঐ সভাপণ্ডিত)। মকরকেতন (ঐ যুবরাজ)। বক্কেশ্বর (মকরকেতনের বয়স্য)। ব্রহ্মদেশের সেনাপতি, পারিষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, বাদ্যকরগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

গান্ধারী (মণিপুরের রাজার মহিষী)। বিষ্ণুপ্রিয়া (ব্রহ্মরাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী)। সুশীলা (সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্ত্রী)। রণকল্যাণী (ব্রহ্মরাজার কন্যা)। সুরবালা, নীরদকেশী (রণকল্যাণীর সখীদ্বয়)। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী (শিখণ্ডীবাহনের মাতা)। পুরস্ত্রীগণ, বালিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, রাজসভা

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর, পারিষদবর্গ আসীন, সৈনিকগণ দণ্ডায়মান

রাজা। নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার পালখ্ উঠে। ব্রহ্মদেশাধিপতি মনে করেছেন আমি জীবিত থাক্‌তে তাঁর অপদার্থ শ্যালক কাছাড়ে রাজত্ব কর্‌বে। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত কর্‌বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ কর্‌লাম।

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জমিদার, তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে অতি উপযুক্ত পাত্র স্থির করেছিল—ভীমপরাক্রম ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি—

সর্ব্বে। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহন যখন রণসজ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করে, আমাদের বোধ হয় ত্রিদিবেশ্বরের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগদম্বা মঙ্গল কর্‌বেন, মহারাজ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করেছেন, বিজয় স্বতই মহারাজকে আশ্রয় কর্‌বে—

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে
জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো
জয়ঃ ॥

রাজা। প্রজাদিগের আবেদন পত্র আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করে রাজনীতি অনুসারে ব্রহ্মদেশাধিপতির সম্মতির নিমিত্ত ব্রহ্মরাজধানীতে প্রেরণ কর্‌লাম। ব্রহ্মরাজ অহঙ্কারে উন্মত্ত, মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য, আমার লিপির উত্তর দিলেন না, উত্তরের পরিবর্ত্তে দূতের হস্তে একটি মৃত মূষিক-শাবক প্রেরণ কর্‌লেন! ব্রহ্মনরপতি অস্মদাদিকে মূষিক-শাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন। নিজ রাজধানীতে সিংহাসনে উপবেশন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বী-পতিকে মূষিক বিবেচনা করা সহজ বটে, কিন্তু তিনি যদি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ মূর্ত্তি হৃদয়ে চিত্রিত কর্‌তেন—সহস্র সহস্র সৈনিকের তরবারি ঝঙ্কার, অশ্ববৃন্দের নাসিকাধ্বনি, রণোন্মত্ত কুঞ্জরনিকরের বৃংহিত শব্দ, প্রজ্বলিত পটমণ্ডপ, উৎসাহিত সৈনিকের মার্ মার্, ত্রাসিত সৈনিকের হাহাকার, পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি, শোণিতস্রোত, কুক্কুর শৃগালের কোলাহল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদিত—তিনি যদি একবার আলোচনা করে দেখ্‌তেন সমরে সংশয় আছে, বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই—তিনি যদি একবার অনুধাবন কর্‌তেন সমুদ্র-কূল-বালুকা-সন্নিভ অগণনীয় সৈন্যসামন্তশালী অমিততেজা দিগ্বিজয়ী দশাননও সমরে সবংশে ধ্বংস হয়েছিল—তিনি যদি একবার চিন্তা করে

দেখ্‌তেন ভারতবর্ষীয় ভূপতি সমুদায়, প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচকুণ্ডলাবিভূষিত বীরকুল-কেশরী কর্ণ, অজাতশত্রু অর্জ্জুনের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, মন্দাকিনীনন্দন গভীর ধীশক্তি-সম্পন্ন ভীষ্ম সহায় সত্বেও সংগ্রামে ধার্ত্ত-রাষ্ট্রীয়কুল সমূলে নির্ম্মূল হয়েছিল—তিনি যদি মণিপুর যুদ্ধে পূর্ব্বতন ব্রহ্মাধিপতির দুর্দ্দশা একবার মনোমধ্যে স্থান দিতেন, তা হলে কখনই এমত অর্ব্বাচীনের ন্যায় উত্তর দিতেন না, এমত রাজনীতিবিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমত অধর্ম্মাচরণে পাগলের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ব্রহ্মাধিপতি কূপমন্ডুক, কূপে বসে আপনাকে শত্রুহীন সম্রাট্ বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ আছে—ব্রহ্মাধিপতি বিবরের শৃগাল, বিবরে বসে আপনাকে সর্ব্বাধিপতি বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর নিপাত সাধক মহিষ আছে, মাতঙ্গ আছে, শার্দ্দূল আছে, সিংহ আছে। কুসুম কাননে মহিষীর ভুজলতাস্পর্শসুখানুভবে জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজ্ঞীর আজ্ঞায় রাজ্ঞীর ভ্রাতাকে কাছাড় রাজত্বে অভিষেক করেছেন। নবীনা মহিষীর ভুজবল্লী কোমল, কিন্তু মণিপুর-সেনার করাল করবাল কঠিন। দুরাত্মাকে আর আস্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত নয়, এই দণ্ডে দুরাত্মার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

সাজ সাজ বীরকুল তুমুল সমরে,
সাহসে সংহার কর অরাতিনিকরে—
চর্ম্ম বর্ম্ম অসি শূলে করিয়ে ধারণ
বীরদম্ভে বাজিরাজি কর আরোহণ,
সাপটি বিশ্বাসি অসি সৈনিক সম্বল,
কচুর মতন কাট শত্রুসেনাদল,
বর্ব্বর ব্রহ্মেশে কেশে করি আকর্ষণ
মণিপুর কারাগারে কর রে ক্ষেপণ।
দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
মূষিক মার্জ্জার কেবা বুঝিবে আহবে।

সকলে। (করতালি দিয়া) অবশ্য অবশ্য।

শশা। মহারাজ! পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমায় বলে আস্‌চেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপ-যোগী আয়োজন করে আস্‌চি। পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্রপুঞ্জ, শিবির, বাহক আমাদের সকলই প্রস্তুত, যদি যুদ্ধ করাই স্থির সংকল্প হয় তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় কর্‌তে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ কর্‌বেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেছেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিক-শাবক প্রেরণ করেছেন, তখন যুদ্ধের আর বাকি কি? সমরানল সম্যক্ প্রজ্বলিত হয়েছে, বাকির মধ্যে আমার রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটি মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করা। ব্রহ্ম-মহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্ সাহসে মণিপুর মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয় আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিকশাবক-বৎ বিনাশ কর্‌বেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তী পর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্টনরপতি সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তিধারণ ক্ষেদা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বন্যজন্তুতুল্য লুসাইদিগের আক্রমণ রহিত করেছি—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্ম-সেনার শোণিতস্রোতে পদপ্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করে দেব। মহারাজ! রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে শিখণ্ডিবাহন সহায় থাক্‌লে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শংকা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক-সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের পদাতিকের ন্যায় সুশিক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাধিক্য আশঙ্কার কারণ বটে। সেনাপতি সমরকেতু কৌশলে

অল্পতা পূরণ কর্‌বেন। মণিপুর অশ্বসেনা ভুবনবিখ্যাত, সংখ্যাও অধিক, কিন্তু অশ্বসেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্ব্বত হতে বিংশতি সহস্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা আবশ্যক—জনবল বড় বল—

শিখ। সিংহরাজ কি শৃগালশ্রেণী দেখে ম্রিয়মাণ হয়? শার্দ্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয়? খগপতি কি নাগকুলের সংখ্যাবলে ভীত হয়? মণিপুরের এক একটি সৈনিক ব্রহ্মদেশের এক এক শত সৈনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মনরপতির সেনার সংখ্যাধিক্য কোন প্রকারেই আমাদের আশঙ্কার কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ সেনাপতি সমরকেতু এবং দূরদর্শী সচিব শশাঙ্কশেখর পাঁচ বৎসর অবধি যে সমরায়োজন করেছেন তাতে একটি কেন দ্বাদশটি ব্রহ্মাধিপতি নিপাত হতে পারে, অতএব ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধিক্যে ভীত হওয়া নিতান্ত ভীরুতার কার্য্য। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু যদি বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন আর আমি যদি দশ সহস্র অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সহায়তা করি, অব্যাজে ব্রহ্মাধিপতির অকর্ম্মণ্য গড্ডলিকাপ্রবাহ ঐরাবতীপ্রবাহে নিমগ্না হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার শিরোধার্য্য। নাগা সৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে। কিন্তু এটি যেন মহারাজের এবং সভাসদ্‌বর্গের প্রতীতি থাকে আমি "অধিকন্তু ন দোষায়" বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন কর্‌চি, কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনা-সংখ্যার অধিকতা আশঙ্কাবশতঃ নয়। আমি মুক্তকণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে বলিতেছি, ব্রহ্ম-মহীপতির অপরিমেয় পদাতিকসংখ্যায় অমিত-তেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। যদি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আশঙ্কা করার আবশ্যকতা হয়, তবে এই মাত্র আশঙ্কা করুন কাছাড় যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির সৈনিক-সংখ্যা অধিক বলিয়া ব্রহ্মদেশের বহুসংখ্যক বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। শুনিলাম মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রৈণ ব্রহ্মভূপ আপনার শালাকে কাছাড়ের রাজা করেছেন, শুনিলাম বর্ম্মার অপকৃষ্ট সেনা-পতির পরামর্শে আমাদের দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরিত হয়েছে। আমার এই তরবারি দেখুন; এই তরবারি সেনাপতি সমরকেতু আমার শস্ত্রবিদ্যার নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় দান করেছেন; বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন ভবানীপতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পূজা করিতেন, আমি তেমনি আমার গুরুদেবপ্রদত্ত এই তরবারির পূজা করিয়া থাকি; এই আরাধ্য তরবারির আশীর্ব্বাদে "ত্রাস" শব্দ আমার অভিধান হইতে উচ্ছেদ হয়েছে; এই তরবারি হস্তে করে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং পাপমতি সেনাপতিকে সমরে পরাজিত করে মণিপুরেশ্বরের শিবিরে জীবিত আনয়ন করিব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মূষিক-শাবকটি তার দন্তদ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি যদি বভ্রুবাহনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি সেনাপতি সকমরকেতুর সুশিক্ষিত ছাত্র হই, আমি যদি মণিপুর-মহীশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপতি হই, আমার এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব। প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিতে না পারি, আমার এই পূজনীয় তরবারিখানি আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে জলাঞ্জলি দিব। হে রাজ্যেশ্বর! বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, রণবাদ্য সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভযাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করুন, ব্রহ্মাধিপতি অচিরাৎ শমনসদনে গমন কর্‌বেন।

কেমনে কৌরব-কুল-কুসুম-লতিকা,
বিভূষিত বিকসিত কুসুমনিকরে,
নবীন মুকুলে, নব ঘনরুচি দামে—
পান্ডব মাতঙ্গ পদে হইল দলিত,
দেখাইতে পুনরায়, দেব চক্রপাণি
দর্পহারী পীতাম্বর পাঠালেন বুঝি,
দুর্ম্মতির দুষ্ট শিরে দুষ্ট সরস্বতী;
নতুবা নীচাত্মা কেন, দিয়া জলাঞ্জলি
ধর্ম্ম আচরণে আর সুনীতি পালনে

পড়িছে পতঙ্গ প্রায়, জানি পরিণাম,
মণিপুর-পুরন্দর-অশনি-অনলে?
সাজ রে সমরে, ডঙ্কা বাজাইয়া তেজে,
তুলিয়ে অম্বরপথে বিজয়পতাকা।
মণিপুর-পুরবালা কমলারূপিণী,
কপোলে দুলিছে কিবা শ্যামল অলকা—
বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী—
লইয়ে মঙ্গলঘট রঞ্জিত সিন্দুরে,
পরিপূর্ণ পূত জলে মুখে আম্রশাখা,
স্থাপন করিবে দিয়ে শুভ উলুধ্বনি,
বিনোদ দেবীতে গঠা পবিত্র কর্ন্দমে,
সাধিতে সংগ্রামে হিত মঙ্গল বিজয়।
বীরবালা ফুলমালা ধরিয়ে মস্তকে,
নমস্কার পূর্ণ কুম্ভে করি ভক্তি ভাবে,
কর যাত্রা বীরদল অরাতি দলনে।
সুরঙ্গে তুরঙ্গ সেনা—অটল আসনে,
ছুটিছে তুরঙ্গ তবু মাটি কাঁপাইয়া,
উঠিতে ভূধরে বেগে যেন বিহঙ্গম,
পশ্চাতে কেমন, ঘনে ক্ষণপ্রভা প্রায়,
নলকে অনলকণা নালে শিলা বাজি,
গর্জিয়াছে বাজিপৃষ্ঠে বুঝি বীরবর—
চালাইব রণস্থলে করে ধরি জোরে,
তেজঃপুঞ্জ তরবারি কুলিশ বিশেষ।
সমরে শিক্ষিত অশ্ব করি সঞ্চালন,
মহীলতা সম শত্রু করিব দলন।
বিফল বিলম্ব আর করা বিধি নয়,
উদ্যমে অর্দ্ধেক কার্য্য স্বতঃ সিদ্ধ হয়।
মণিপুর ধর্ম্মধাম সত্যের আলয়,
জয় জয় মণিপুর-ভূপতির জয়।

সকলে। (করতালি দিয়া) মণিপুর-ভূপতির জয়।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি চিরজীবী হও, তোমার আশ্বাস বাক্যে আমার আশা শতগুণে উত্তেজিত হল, তোমার সাহসে আমি সাতিশয় উৎসাহিত হলেম। মণিপুর রাজ-বংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি হার যদি অন্দর হইতে অপহৃত না হইত—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ সেই গজমতি মালা তোমার গলায় দিয়ে, আমি যে তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করি তাহা প্রমাণ করিতাম। আমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব, হিড়িম্বা দেশাধিপতির রাজমুকুট তোমার সুরেশ-সুলভ-শিরে সুশোভিত হবে। আমার আর কিছুমাত্র বক্তব্য নাই—একমাত্র জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, মকরকেতনের কেলিগৃহ

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যগণের প্রবেশ

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড় রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাক্‌লে সমরে দুন বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া—

বক্কে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বক্কেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বক্কে। অদ্বিতীয় হতেম্ কি না বুঝ্‌তে পাত্তেন্, যদি ধরে বস্‌বের কিছু থাক্‌ত।

শিখ। কোথায়?

বক্কে। ঘোড়ার পিটে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বক্কে। কাজে কাজেই—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম মহাশয় যদি আমাকে অশ্ব-সেনাভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হয় তবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন যাহা ছুটিবার সময় দুই হাত দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন্ আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না?

বক্কে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি?

বক্কে। গোঁজ।

মক। তা বুঝি সেনাপতি দিলেন না?

বক্কে। সেনাপতি বল্লেন এক জনের জন্য গোঁজের সৃষ্টি করা যেতে পারে না; সেনাপতি মহাশয়ের সেটা ভুল, কারণ আমার মত এক-

জন একটা কটক। সে সময় যদি গোঁজের সৃষ্টি কর্‌তেন আজ আমি কত কাজে লাগ্‌তেম, তিনি রণস্থলে আর একটি শিখণ্ডিবাহন পেতেন।

মক। ঘোড়া থেকে কত বার পড়েছ?

বক্কে। যত বার চড়িছি। আমার হাড়গুলে বেয়াড়া পল্‌কা, এক একবার পড়িছি আর এক একখানা হাড় পাকাটির মত মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গিয়েছে। যার ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার আছে সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক্।

প্র. বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত?

বক্কে। বর্ম্মার রাজা সপরিবারে এসেছেন বলে আমাদের মহারাজও সপরিবারে গমন কর্‌বেন স্থির করেছেন, সুতরাং আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে কারণ আমি না গেলে পুরস্ত্রীদিগের শিবির রক্ষা কর্‌বে কে?

প্র. বয়। তুমি মেয়েদের শিবিরেই থাক্‌বে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না।

বক্কে। আমার আবার সাহস হবে না—আমি কি কম পাত্র? আমি কি সামান্য যোদ্ধা? আমি নিজে লড়াক্, লড়াকের বংশে জন্ম। যে দিন শুনুলেম বর্ম্মার রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি অহোরাত্র রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছি, রণসজ্জায় ভ্রমণ করি, রণসজ্জায় আহার করি, রণসজ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শুনুলেম ব্রহ্মাধিপতি আমাদের লিপি অমান্য করেছেন, তখন আমার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগ্‌ল, আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধুমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগ্‌ল, আমার দন্ত-কড়মড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনার গর্ভ সঞ্চার হইয়া সেই দণ্ডেই গর্ভপাত হইতে লাগ্‌ল। যখন শুনুলেম ব্রহ্মাধিপতি শালাবাবুকে কাছাড়াধিপতি করেছেন, তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগ্‌ল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাণিগ্রহণ করে শালাবাবাজির মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যখন শুনুলেম বর্ম্মার সেনাপতি আমাদের দূতের হাতে একটা মরা ইঁদুরের বাচ্চা পাঠ্‌য়েছে তখন আমার কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং আপাততঃ যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্য্যাতন হেতু কদলীবনে গমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ম কুঠার দ্বারা একটি কদলীবৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলাম। আমার হস্তে এই যে দীর্ঘকায় অসিলতা দেখ্‌তেছেন এখানি যুবরাজ মকরকেতন আমার ফলার-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দান করেছেন। এই অসিলতার মহিমায় আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি; এই অসিলতার মহিমায় গোপাঙ্গনারা আমার উদরপরিমাণ ঘোল দান করে; এই অসিলতার মহিমায় পুরমহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং রাধা-সরোবররসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভালবাসেন। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি রণস্থলে শালাবাবুর কেশাকর্ষণ করে বলিব হে শ্যালক-কুল-তিলক! তুমি রাণী আবাগীর আনুকূল্যে রাজত্ব গ্রহণ করিও না, কারণ তা হলে রাণীর সহিত তোমার সম্পর্ক ফিরে যাবে, যে হেতু শাস্ত্রের বচন এই "স্ত্রীভাগ্যে ধন আর স্বামীভাগ্যে পুত্র"। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি সেই ব্রহ্মদেশীয় পামর সেনাপতিকে রণে পরাজিত করে তার প্রেরিত মরা ইঁদুরের বাচ্চাটি তার নাসিকায় নোলক ঝুলাইয়া দিব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে না পারি অসিলতাখানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচি ধোপানীর চর্‌কার টেকো গড়াইয়া দিব।

মক। বাহবা বক্কেশ্বর বেশ প্রতিজ্ঞা করেছে, কে বলে বক্কেশ্বরের বীরত্ব নাই। আমি বক্কেশ্বরকে সহস্র সৈনিকের সৈন্যাধ্যক্ষ করে সর্ম্মভিব্যাহারে লব।

বক্কে। সে দিন আমি রাজসভায় ছিলেম, বীর পুরুষদের গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মুখে রা ছিল না।

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রহ্মাধিপতি অকারণ আমাদিগের যে অবমাননা করেছেন তাহাতে বক্কেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্যে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বক্কেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্র ধরা সার্থক।

দ্বি. বয়। যুদ্ধযাত্রার আর বাকি কি?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা কর্‌লেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিলে তবে আমি যাত্রা কর্‌ব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েছে, সে আমায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমার মনকে বায়ান্ন পেঁচে বেষ্টন করেছে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লে—তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্য-সুখে এত কাল যাপন করেছ, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেছ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচী আর তুমি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বক্কে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পোন, আর রাখার পর দেড় দিস্তে।

মক। বক্কেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বক্কে। যথার্থ কথা বল্যে আপনি ত রাগ করেন না।

তৃ. বয়। রাজা রাজড়ার স্ত্রীসত্ত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়—

জায়ার যৌবন ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি খোসামুদে কথা শুন্‌তে চাই না—প্রমাণ করে দাও শৈবলিনীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।

শিখ। শৈবলিনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত সকলই দুষ্কর্ম্ম। বারস্ত্রীকে স্ত্রী বলা সাধারণ মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব ভাল, কেবল একটি দোষ—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, তোমার দেশহিতৈষিতা দেখ্‌লে তোমাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখ্‌লে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌তে ঘৃণা করে। তোমার লোকভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই তুমি এমত পাপাচরণে রত হয়েছে।

মক। দাদা তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, সেই জন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতা-দুর্ল্লভ সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। আমাগত শৈবলিনীর জীবন। শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। ঠাকুরাণী আস্‌চেন।

মক। আসুন—উপযুক্ত সময় বটে, তাঁর পক্ষ বীরেরা উপস্থিত।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বক্কে। কিন্তু আপনি অতিশয় পক্ষপাত কর্‌চেন।

মক। বক্কেশ্বর, তুমি আর বাতাস দিও না। দাদা, সুশীলা তোমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করে, তুমি সুশীলাকে বুঝাইয়ে বল আমাকে আর জ্বালাতন না করে।

সুশীলার প্রবেশ

সুশী। (শিখণ্ডিবাহনের প্রতি) দাদা আমি আপনার কাছে এলেম্।

শিখ। সুশীলা তোমায় অনেক দিন দেখি নি; তোমার ত সব মঙ্গল?

সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদুঃখিনী করেছেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল কি। সতীর সর্ব্বস্বনিধি স্বামিরত্নে বঞ্চিত হয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি। যুবরাজ আমায় ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমনি হয়েছেন আমার ছেলেটিকেও আর স্নেহ করেন না।

মক। যত পার বল, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্‌ব না।

সুশী। যুবরাজ মায়ের প্রতি যে কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন রাণী তাতে মনোদুঃখে মলিনা হয়ে রয়েছেন; সে কটু ভাষা মুখে আন্‌লেও পাপ আছে, আপনি আমার সহোদর আপনার কাছে সকল কথা বলে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিঞ্চিৎ দূর করি। যুবরাজ তাকে

সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কত বুঝালেম, "এমন কর্ম্ম কখন কর না; কলঙ্কে দেশ ডুব্‌লো, আমার মাতা খাও মহাপাপ থেকে বিরত হও।" যুবরাজ উত্তর দিলেন "আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব, আমায় রাগত কর না, পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হবে না ত কি পুণ্যাত্মার জন্ম হবে।"

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।

সুশী। সেই অবধি রাণীর দুই চক্ষে শত ধারা পড়্‌চে, বল্‌চেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণী ত্বরায় শঙ্কট রোগে অভিভূত হবেন কারণ তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই নিদ্রাও নাই। আমার যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই বরং নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্ত্তব্য।

শিখ। মকরকেতন তুমি কি অপরাধে এমন সতী লক্ষ্মী ধর্ম্মপত্নীর অবমাননা কর আমি বুঝ্‌তে পারি না।

মক। উনি বড় বানান কর্‌তে ভোলেন।

সুশী। ও দোষটি যুবরাজেরও আছে।

মক। কিন্তু শৈবলিনীর নাই।

শিখ। তুমি সুশীলার সমক্ষে সে দুঃশীলার নাম উচ্চারণ কর না। বেটীর যেমন রূপ তেমনি স্বভাব।

বক্কে। পা দুখানি পিঞ্জরের শলা।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চুড়ি চন্দ্রহার পরাবার এক জন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চতু বয়। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সাভ্‌ভোম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিছি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত কর্‌তে পারেন আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই!

বক্কে। এক উপায় আছে কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ ত তোমাদের সপ্তরথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্বিনীত দয়িতের দুরাচারে দশম দশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন—অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিন-বদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘনিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না। পরিশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন—একদা স্বামী যেমন স্বৈরিণী বিহারে গমন কর্‌চেন, ভামিনী অমনি স্বামীর কেশাকর্ষণ করে স্বামিপদমুক্ত পাদুকা গ্রহণানন্তর পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশটি প্রচণ্ড আঘাত প্রদান কর্‌লেন। স্বামী বল্লেন "কল্যাণি তুমি সাধ্বী, তুমি আমার চরিত্র সংশোধন করে দিলে—আমি আর যাব না, যার জন্যে যাই তা ঘরে বসে প্রাপ্ত হলেম।" পাদুকা ঔষধ বড় ঔষধ, যদি সেবন করাবার বৈদ্য থাকে।

মক। এরূপ সাহস অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন। এ সাহস সুশীলার হয় না কিন্তু শৈবলিনীর হতে পারে।

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা যুবরাজকে বুঝায়ে বলুন আর কলঙ্ক বৃদ্ধি না করেন।

[সুশীলার প্রস্থান।

শিখ। তুমি সে কলঙ্কিনীকে পরিত্যাগ

না কর নাই করবে কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও না।

মক। সে যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ, তার বিরহে আমার যে পক্ষাঘাত। দাদা প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জান্‌লে না কেবল তলয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন তখন ওঁয়াকে চিরকাল আইবুড় থাক্‌তে হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আর ত মিল্‌বে না।

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা পড়েছেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধ হয় পরিণয় কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।

শিখ। স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি সূর্য্যপ্রভা পাবা মাত্র বিকসিত হয়।

একজন পদাতিকের প্রবেশ

পদা। মহারাজ আপনাদিগকে ডাক্‌চেন।

বক্কে। বোধ হয় আমাকে মহিলাদের শিবির রক্ষার ভার দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির

বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঙ্গলঘট কক্ষে সুশীলা, সিন্দুর চন্দন ধান দুর্ব্বা আতপতণ্ডুলাধার হস্তে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এবং কুসুমালা এবং শঙ্খ হস্তে করিয়া অপর পুরমহিলাগণের প্রবেশ

গান্ধা। ধূপ ধুনা কুসুম চন্দনের গন্ধে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির আজ আমোদিত হয়েছে। লক্ষ্মীজনার্দ্দন যেন প্রফুল্ল মুখে আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌চেন আর বল্‌চেন নির্ভয়ে কাছাড় যুদ্ধে যাত্রা কর।

ত্রিপু। মা সকলের আগে মঙ্গলঘট স্থাপন করুন।

গান্ধা। সুশীলা তুমি মঙ্গলঘট স্থাপন কর।

ত্রিপু। কি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়েছে, কি চমৎকার আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে, না জানি কোন্ কল্যাণীর এ শিল্পনৈপুণ্য?

সুশী। রাজবালার।

ত্রিপু। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চকে পড়েনা। কেন যে আমার শিখণ্ডিবাহন রাজবালাকে বিয়ে কর্‌তে অমত কল্লেন তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

সুশী। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজনয়ন যার তাকেই সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন।

গান্ধা। রাজবালার চক্ষু দুটি একটু ছোট।

ত্রিপু। সুশীলা পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? বেদীতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন কর।

সুশী। বীরপুরুষেরা অসিচর্ম্ম ধারণ করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ কর্‌তে পারেন আর বীরাঙ্গনারা মঙ্গলঘট কক্ষে করে ক্ষণকাল দাঁড়াতে পারে না। (সুশীলার মঙ্গলঘট স্থাপন, শঙ্খবাদ্য উলুধ্বনি।)

সকলে। (তিন বার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিন বার মন্ত্র পাঠ।)

তলয়ার ফলাকা লক্ লক্ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,
মরে শত্রু হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ

নেপথ্যে রণবাদ্য

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথার নাথ! হে ভক্তবৎসল ভগবান! তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতিদল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ করলাম অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয়পতাকা উড়াইয়া রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন! তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রু হননে বলদান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

সুশী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়ানন জননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন! আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি সহকারে তোমার আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি! ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর—হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ! তুমি যেমন ভক্তবৎসলতা-পরবশ সমরপ্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ্-উদ্ধার মধুসূদন! তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ) তুমি যেন—(শিখণ্ডিবাহনের ললাট অবলোকন) তুমি যেন সমরে ষড়াননের ন্যায়—(ললাট অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

সুশী। ধর ধর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।)

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে। (মুখে জল দান, অঞ্চলদ্বারা বায়ু সঞ্চালন।)

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা—মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস) "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম।"

রাজা। মহিষী কি বলচেন

সুশী। মা সুস্থ হয়েছেন? বলচেন কি?

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান, বরণডালা গ্রহণানন্তর শিখণ্ডিবাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহুবলে রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

রাজা। গান্ধারি তোমার হাত কাঁপচে তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব কর না গৃহে যাও। শিখণ্ডিবাহন তুমি ফুলমালা ধান দূর্ব্বা গ্রহণ কর, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

শিখ। যে আজ্ঞা। (ফুলমালা, ধান দূর্ব্বা গ্রহণ।)

[রাজা, সমরকেতু এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

গান্ধা। বাবা মকরকেতন তুমি পুত্র হয়ে আমাকে পাপীয়সী বল।

মক। তুমি আমায় রাগাও কেন?

গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মার মনে বড় ব্যথা জন্মে।

মক। বাবা ত আমায় কিছু বলেন না।

গান্ধা। কিন্তু আমায় রত্নগর্ভা বলে উপহাস করেন।

মক। মা তোমার মুখ অতিশয় মলিন হয়েছে, তুমি এখন আমার বিষয় চিন্তা কর না, তাতে আরো অসুস্থ হবে।

গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেছ তখন তোমার বিষয় চিন্তা করেছিলেম, এখনও

তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌চি, আর তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌তে কর্‌তেই আমার মরণ হবে। এই ত মরতে পড়েছিলেম।

মক। সে কি আমার জন্যে?

গান্ধা। আমার আর কে আছে?

মক। একটি পালিত পুত্র।

গান্ধা। পালিত পুত্র কে?

মক। হিংসা—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই।

গান্ধা। আমি কার কি দেখে হিংসা কর্‌ব?

মক। রাজদণ্ড।

ত্রিপু। না বাবা অমন কথা বল না, মহিষী আমার শিখণ্ডিবাহনকে বড় ভাল বাসেন।

গান্ধা। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

মক। তা ধরুক কিন্তু আমি তোমার মত হিংসুটে নই। আমি বাবার মত সরল, তাই শিখণ্ডিবাহনকে দেবতার মত পূজা করি।

ত্রিপু। মা আপনি পাগলের কথায় কাণ দেবেন না।

গান্ধা। আমার কর্ম্মান্তির ভোগ।

[সুশীলা এবং মকরকেতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুশী। তোমার কথাগুলি বড় তেত।

মক। কিন্তু সত্য।

সুশী। সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন কর্‌তে হয়।

মক। সেটি আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

সুশী। কেবল শৈবলিনী তোমার স্বভাবসিদ্ধ।

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ কল্যে?

সুশী। পাগল হবার পূর্ব্বলক্ষণ, এত দিন হই নি এই আশ্চর্য্য।

মক। তুমি আমার গলায় মালা দিলে না?

সুশী। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি আর দিতে সাহস হয় না।

মক। জ্ঞানবান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার যে প্রশংসা করে বোধ হয় আমি তোমায় চিন্‌তে পার্‌চি না।

সুশী। আগে চিন্‌তে এখন ভুলে গিয়েছ।

মক। আজ তুমি মনে করে দিলে।

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণশক্তিটি বড় দুর্ব্বল।

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা দিয়ে সবল করে দাও।

সুশী। পতিরতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
জীবন-ধারণ-পন্থা এক মাত্র যার
আনন্দভাণ্ডারপতিমুখ-দরশন—
নিপতিতা হয় যদি ছিন্নলতা প্রায়
দৈবের বিপাকে নিজ কপালের দোষে
পতি অনাদররূপ জ্বলন্ত অনলে,
কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ হৃদয়ে করে দিবা বিভাবরী
যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে?
পূর্ণিমায় অন্ধকার; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ মুখে মরে পিপাসায়;
সুখশূন্যে সুলোচনা শূন্য মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতীজীবন পতি সংসারের সার;
এবার একান্ত নিধি একান্ত আমার।

মালা দান

মক। সুশীলা তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি হয়েছেন তখন সত্বরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা-প্রলাপ।

[সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি শুন্‌চিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাক্‌তে ভাল বাসি কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্যেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিণী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বক্রেশ্বর বক্রচূড়ামণি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়, রাজপথপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ

নীর। দেখ ভাই আমি কেমন ছাদের উপরে রাজসভা সাজ্‌য়েচি। রাজকন্যা বল্যেন আমরা এক তলার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখ্‌ব আমি তাই ছাদের উপর বিছানা করে একখানি সিংহাসন স্থাপন করিচি।

সুর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন কর্‌লেই হয়। মণিপুর-রাজার কত তাঁবু দেখিচিস্‌, যেন রাজহংসগুলি সার বেঁধে দাঁড়্‌য়ে রয়েছে; ঘোড়্‌সওয়ারই বা কত।

নীর। মহারাজ বল্‌ছিলেন মণিপুরের রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুট্‌য়েছে তখন যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

সুর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, দোতলার ছাদে গেলে হত।

সুর। সেখানে রাণী আছেন রাজকন্যা তাই সেখানে যেতে চান্‌ না। রণকল্যাণীর নবীন বয়স, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত দিন রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখ গুঁজ্‌ড়ে বসে থাক্‌তে পারে।

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চক্‌ ভাই কখন দেখি নি, কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, কে যেন কাণ পর্য্যন্ত তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; শাস্ত্রে যে বলে "ইন্দীবরাক্ষী" রণকল্যাণী আমাদের তাই।

পুরমহিলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। কি লো সুরবালা কি যেন বল্‌বি বল্‌বি মত মুখখানা করে রইচিস্‌ যে।

সুর। তোমারি কথা হচ্চিল।

রণ। আমার কি কথা?

সুর। তোমার চকের কথা।

রণ। আমার চকের মাথাটি খাচ্চিলে বুঝি?

নীর। বালাই আমরা কি তোমার চকের মাতা খেতে পারি?

সুর। এ কি মাছের চক্‌?

রণ। তবে কিসের চক্‌?

সুর। ঠার্‌বের।

রণ। তবে তোমায় ঠারি।

সুর। আমায় কেন?

রণ। তবে কাকে?

সুর। যার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পাত্র কই?

সুর। দেবীপুরের রাজপুত্র!

রণ। মদ্যপায়ী।

সুর। কুণ্ডলার যুবরাজ?

রণ। শেয়াল মার্‌তে হাতী চায়।

সুর। বীরনগরের বীরেশ্বর?

রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

সুর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা?

রণ। শস্ত্রধারণে সতীলক্ষ্মী।

সুর। বনপাশের বিজয়?

রণ। জয়দেবের আততায়ী।

সুর। ময়ূরেশ্বরের মুক্তারাম?

রণ। পেটের ভাঁজে ইঁদুর থাকে।

সুর। তোমার কপালে বর নাই।

রণ। এ বর মন্দ নয়।

প্রথম পুর। রাজার মেয়ে কত বর যুট্‌বে।

সুর। যৌবন যে যায়,
তাকে আট্‌কে রাখা দায়।
সোণার শেকল লোহার খাঁচা,
এর বেলাটি বিষম কাঁচা।
যৌবনের জোয়ারের জল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঢলাঢল,
নাব্‌লে বারি রয় না আর,
ফুট্‌লে কলি ফক্কিকার।

রণ। মনে যৌবন যার,
ভাব্‌না কোথা তার?
মাতায় পাকা চুল,
খোঁপায় ঘেরা ফুল।
এক একটি দন্ত খসে,
প্রেম লতাটি গজ্‌য়ে বসে।
কাল যদি যায় মনের সুখে,
মধুর হাসি শুকুন মুখে।

সুর। থাক্‌তে বেলা নবীনবালা
প্রেম বাজারে যায়,
গেলে কুঁড়ি থুব্‌ড় বুড়ী
কেউ না ফিরে চায়।
রণ। মনের মণি গুণমণি
মনের দিকে মন,
সমান বলে, সকল কালে
সুখ সাধনের ধন।

প্রাসাদতলস্থ রাজপথ দিয়া সৈনিকগণের গমন

দ্বি. পুর। আজ কত সৈনিক যে যাচ্চে তা গণে সংখ্যা করা যায় না।

রণ। (সিংহাসনে উপবেশন এবং সৈনিকগণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ।) আমাদের সৈন্য কেমন সুসজ্জিত হয়েছে, যেন দেবতারা তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন। পুরুষ হওয়ার চাইতে আর সুখ নাই।

নীর। শত শত পুণ্য কল্যে তবে পুরুষ হয়।

সুর। মেয়েদের পদসেবা কর্‌বের জন্যে।

রণ। সেও যে একটা সুখ।

সুর। সে সুখভোগ ইচ্ছে কল্যে কর্‌তে পার।

রণ। কেমন করে?

সুর। নির্জ্জনে বসে "প্রাণ প্রেয়সী" বলে আপনার টুক্‌টুকে পা দুখানিতে হাত বুলাও।

রণ। আমি ত পুরুষ নই।

সুর। খাবার সময় গরস ছোট কর।

রণ। তা হলেই বুঝি পুরুষ হল?

সুর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের অনুরোধে নত পরা ছেড়ে দিয়েছে।

রণ। তোমার মুণ্ডু।

প্রথ. পুর। পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখা যায়।

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগ্‌ড়ি, কোমরে কিরিচ্, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল্ ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়, আমার বড় হিংসে হয়। অশ্বারোহী সৈন্য অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোকদিগের সৈনিক হবার রীতি থাক্‌ত আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন করতেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

সুর। কি হতে?

রণ। সেনাপতি।

সুর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিন্ডি। আমি কি ভাই মন্দ বল্‌চি, আমরা পুরুষদের চাইতে কিসে কম্, আমরা শূরেবীর পেটে ধর্‌তে পারি আর শূরবীরের মত অস্ত্র ধর্‌তে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে; যেখানে বলে না পারি সেখানে কৌশলে সারি। বল্‌তে কি আমার ভাই ইচ্ছা কচ্চে এই দন্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচারবিরুদ্ধ বলে লোকে দুষ্‌তে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখ্‌তে পাবে না।

সুর। বামাসৈন্যের একটি বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপন্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

সুর। কখন কখন ঘোড়াগুল দম্‌ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠ্‌বে আর কচ্ছপের মত চল্‌তে থাকবে।

রণ। কখন?

সুর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাকটি কেটে
করি কুচি কুচি॥

নাসিকা ধারণ, হস্ত হইতে পদ্মফুলের মালা পতন

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে?

রণ। গাঁথলেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটি দেবে কাকে?

রণ। যাকে বিয়ে কর্‌ব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার মেনে হাল্ ছেড়ে দিয়েছেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু
হয় লো?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরল স্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্রথ. পুর। দুটি অশ্বসৈনিক এই দিকে আস্‌চে—ও বাবা এমন বেগে অশ্ব চালান ত কখন দেখি নি. আকাশ হতে যেন দুটি তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত. কিছু ত চেনা যাচ্চে না কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে, ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

রাজপ্রাসাদতলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান, শিখণ্ডি-বাহন অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান

সুর। আমাদের সেনাপতি মহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি?

সুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ. সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়্‌য়ে নিয়ে গেল উটি কে?

দ্বি, পুর। বোধ হয় মণিপুর-রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

রণ। যিনি ঘোড়া চড়ে নদী পার হন।

সুর। বয়স্ ত অধিক নয়।

রণ। কি চমৎকার চুল।

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে সেনাপতি পরাজিত হলেন।

প্রথ. পুর। পরাজিত হবেন কেন. বোধ হয় কৌশল করে অবোধ শত্রুকে আপন কোটে নিয়ে এলেন।

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ করেছে ও সৈনিকটি অবোধ নয়: ও আপন বীরত্বে নির্ভর করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেছে—

সুর। আবার এই দিকে আস্‌চে।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং যুদ্ধ

শিখ। একে বলি বীরত্ব—সম্মুখযুদ্ধ কর —পলায়ন করা কি সেনাপতিকে সাজে?

ব্রহ্ম, সেনা। তুমি অতি শিশু, তোমায় বধ করতে আমার মায়া হয়।

শিখ। শিশুর হাতে পুতনা বধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম, সেনা। তবে রে পামর, ছোট মুখে বড় কথা, এই তোমার শেষ। (অস্ত্রাঘাত, শিখণ্ডিবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা।)

শিখ। তোমায় প্রাণে মারা আমার অভিপ্রায় নয়। যদি পারি তোমায় জীবিত পরাজিত কর্‌ব। দেখ দেখি হার মান কি না। (অস্ত্রাঘাত)

ব্রহ্ম, সেনা। বীর পুরুষ স্থির হও. আমি নিরস্ত্র হলেম। (তরবারি পতন) সহকারী সেনাপতি তুমি ধন্য, আমার প্রাণ যায়. আমি মলেম।

কামিনীগণ। পড়্‌লেন যে, পড়্‌লেন যে।

শিখ। আমি থাক্‌তে বীর পুরুষ ভূমিশায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্ম-সেনাপতিকে আপনার অশ্বে লইয়া সেনা-পতিকে বগলে ধারণ)

ব্রহ্ম, সেনা। জল না খেয়ে মরি—জল—জল —ছাতি ফেটে গেল।

শিখ। পিপাসা হয়েছে। (দন্তে বল্‌গা ধারণান্তর জিনের ভিতর হইতে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র বাহির করিয়া সেনাপতির মুখে ধারণ, সেনাপতির জল পান। রণকল্যাণীর হস্ত হইতে পদ্মের মালা শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে পতন)

সুর। ঠিক্ পড়েছে।

শিখ। (গলায় মালা ধারণ. রণকল্যাণীর মুখাবলোকন. উষ্ণীষ পতন)
ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
মুখ সুখ সরোবরে ভাসিছে কেমন!

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপতিকে লইয়া প্রস্থান।

নীর। ও বাবা এমন জোর ত কখন দেখি নি. সেনাপতি মহাশয়কে কচি খোকার মত নিয়ে গেল।

প্র. পুর। পদ্মের মালা যেমন অবলীলাক্রমে নিয়ে গেল সেনাপতিকেও তেম্‌নি।

সুর। দুটি জিনিস্‌ নিয়ে গেল, না তিনটি?

নীর। দুটি।

সুর। তিনটি।

দ্বি. পুর। তিনটি কই?

সুর। সেনাপতি—কমলমালা—আর একজনের কোমল মন।

রণ। কার লো?

সুর। যার মনে মন নাই।

রণ। তোমার মুখে ছাই।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

প্র. সৈ। সেনাপতির বোধ হয় মৃত্যু হয়েছে।

দ্বি. সৈ। তা হলে কেবল মাতাটা কেটে নিয়ে যেত।

প্র. সৈ। আজ্‌কের যুদ্ধে আমাদের হার বল্‌তে হবে।

দ্বি. সৈ। কেন সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েছে তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ কর্‌ব।

প্র. সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌চে।

দ্বি. সৈ। ঘোড়াটি নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা পাগ্‌ড়িটা কুড়িয়ে দিতে বল।

সুর। ও গো ঐ পাগ্‌ড়িটা তুলে দাও।

প্র. সৈ। দুঃখের বিষয় মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগ্‌ড়ি ফেলে গিয়েছেন যাতে পাগ্‌ড়ি থাকে সেটি ফেলে যান নাই। (শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষ প্রদান)

রণ। (উষ্ণীষ ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ!

রণ। সোণার চুম্‌কিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেছে—আমি এরূপ পারি—ও সুরবালা মণিপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেছে দেখ।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস। হস্ত হইতে উষ্ণীষ পতন।)

[রণকল্যাণীর চঞ্চল চরণে প্রস্থান।

প্র. পুর। যুদ্ধে হার হয়েছে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েছেন।

নীর। চক্‌ দুটি ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি. পুর। তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ হার্‌লেম্‌ হয় ত কাল জিৎব। রণকল্যাণীর চকে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্‌ না ভাই।

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

নীর। সুশীলা কে?

প্র. পুর। বোধ হয় ঐ ছোঁড়ার মাগ্‌।

দ্বি. পুর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগ্‌মুখ, তাই মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে কথায় বলে—

মাগ্‌ মাগ্‌ মাগ্‌
মাগ্‌ মাতার পাগ্‌।

ছোঁড়া কাজে তাই করেছে।

রণকল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ

রণ। সুরবালা বল্‌ দেখি আমি কোথা গ্যাছ্‌লুম?

সুর। চক্‌ মুছ্‌তে।

রণ। তুই পাগ্‌ড়িটা নিয়ে আয়।

সুর। সুশীলা হয় ত শিল্পকারের বউ, পাগ্‌ড়ি বেচে খায়।

রণ। তুই তার কাছে একটা পাগ্‌ড়ির বায়না দিস্‌।

সুর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়।

সাগর তলে রতন রয়,
সুখের পথটা সহজ নয়।
হাতীর মাতায় মুক্তা থাকে,
বার করে লয় মানুষ তাকে,
যত্নে পড়ে বনের পাকী,
চেষ্টা কল্যে না হয় কি?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার কক্ষ

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রবেশ

বিষ্ণু। ছোট রাণী আমাকেও খেলে রাজ্যটাও খেলে। ছোট রাণীর কুহকে যদি না পড়্‌তে এমন সর্ব্বনাশ হত না।

বীর। সর্ব্বনাশ কি?

বিষ্ণু। রণে পরাজয়।

বীর। সেনাপতি পরাজিত হয়েছেন বলে কি আমি পরাজিত হলেম? সেনাপতির সহোদরকে সেনাপতি করেছি।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে যে ধরে নিয়ে গেছে, সে বেঁচে থাক্‌তে যুদ্ধে জয় হবে না।

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রহিত কর্‌বের প্রস্তাবে করিছি। আমি মণিপুরের রাজাকেও ভয় করি না, তার সেনাপতিদিগকেও ভয় করি না। মনে করি ত মণিপুর ছারখার করে চলে যেতে পারি। কাছাড়ের ভদ্রলোকেরা আমার অনুগত, কিন্তু তারা শালার অধীনে থাক্‌তে অপমান বোধ করে।

বিষ্ণু। তারা ত আর ছোট রাণীর প্রেমের অধীন নয় যে তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ পাবে।

বীর। আমি সেই জন্যে সন্ধির সূচনা কর্‌চি। এখন বোধ হচ্চে আমার এ আড়ম্বর করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নি।

বিষ্ণু। তখন কি না মাতাল হয়ে ছিলে।

বীর। আমি মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে মদ আসে না।

বিষ্ণু। জন্মায়।

বীর। কোথায়?

বিষ্ণু। ছোট রাণীর অধরে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিষ্ণু। কোথায়?

বীর। বড় রাণীর রসনায়।

বিষ্ণু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কাণ দিলে না, সমরসভার উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে আর যুদ্ধ করতে বেরয়ে এলে।

বুড় বয়েসে নবীন নারী,
জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আদ্‌মরা তার নয়ন বাণে
দেখ্‌তে প্যাই নে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা কর্‌তেন। তিনিই ত লিপির উত্তরস্বরূপ মূষিকশাবক পাঠিয়েছিলেন।

বিষ্ণু। সেনাপতি ইঁদুরভাতে ভাত রেঁধেছেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না, লেজ্‌টি তোমার জন্যে রাখ্‌বো, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিষ্ণু। আমি কেন খেতে যাব। যে তোমায় এমন রান্না শেখালে সেই খাবে।

বীর। মণিপুরীরা জান্‌ত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল, সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল মণিপুর-শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে, কিন্তু সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিষ্ণু। মণিপুর-রাজার বড় মহত্ত্ব।

বীর। রাজার মহত্ত্ব নয়।

বিষ্ণু। তবে কার?

বীর। বীরকুলপূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোর দোর নিয়ে বেড়াবে, শিখণ্ডিবাহন বল্যেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য, বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখ্‌লে ব্রহ্মাধিপতির মূষিক প্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে।" শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে রেখেছেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা, তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ কর্‌তেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার করে না খাওয়াতেন।

বীর। শত্রুর মুখে জলদান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগ্‌লী; সেই সময় শিখণ্ডিবাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেশ করেছে। রণকল্যাণীর মহৎ

অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শত্রুতেই হউক আর মিত্রতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরসবদন হয়ে আছে। রাত দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্যে রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েছে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চকের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্‌লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্‌ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না কল্যে অর্জ্জুন কর্ণকে মার্‌তে পার্‌তেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়্‌লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখ্‌তে বড় সাধ্।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার বছরের তখন একদিন আমার কিরীট মাতায় দিয়ে আর আমার তলয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল "বাবা আমি তোমার থন্নে নলাই কলি।"

বিষ্ণু। তুমি কোলে করে আমায় এনে দেখালে।

বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপস্থিত শুনে রণকল্যাণী বল্যে বাবা আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব। সেই জন্যে সপরিবারে কাছাড়ে এলেম। রণকল্যাণী আমার যে আব্‌দার নেয় আমি তাই করি। শ্বেত হস্তীর জন্যে আমায় পাগল করে দিচ্‌লো কত কষ্টে শ্বেত হস্তী জুট্‌য়েছিলেম।

বিষ্ণু। এখন একটি মনের মত পাত্র জুট্‌লে বাঁচি।

বীর। সে ত আর তোমার আমার হাত নয়।

বিষ্ণু। কত পাত্র এল, কত পাত্র গেল।

বীর। অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পাত্র পেলেই বিয়ে দেব।

বিষ্ণু। সেটা মুখের কথা, কাজের সময় বলে বস্‌বে রাজনিয়ম অতিক্রম করে কি কুলাঙ্গার হব।

বীর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার হওয়া ভাল।

বিষ্ণু। কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল কলিকা,
অবিরত পাপে রত অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান অভিমানবশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে?
সুযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখ দেহ ধর্ম্ম জ্ঞান।
পরিণয় কালে তায় দেহ অনুমতি,
আপনি বাছিয়া লতে আপনার পতি।

রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। বাবা মন্ত্রী মহাশয় এই লিপিখানি আপনার হাতে দিতে বলেছেন। বোধ হয় মণিপুর-রাজার লিপি।

বীর। (লিপি গ্রহণ) আমি রাজসভায় যাই।

বিষ্ণু। এত ব্যস্তই কি?

রণ। বাবা পত্রখান পড়ুন না।

বীর। রণকল্যাণীর আব্‌দার শুনুন।

বিষ্ণু। আমারও শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্চে।

বীর। রণকল্যাণী তোর ইচ্ছে কি, "নলাই" না সন্ধি? (রণকল্যাণী লজ্জাবনতমুখী।) কথা কও না কেন মা? তুমি যে ছেলেকালে বল্‌তে "বাবা তোমার থন্নে নলাই কলি।"

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর কি হয়েছে। ওঁর সঙ্গে এত গল্প করেন, এত রূপকথা বলেন, এখন একটা কথার জবাব দিতে পারেন না।

বীর। রণী যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। যুদ্ধ না সন্ধি?

রণ। সন্ধি।

বীর। তুই ভয় পেইচিস্!

রণ। না বাবা। আমাদের যে পদাতি আছে

আমরা মণিপুর তুলে ব্রহ্মদেশে নে যেতে পারি।

বীর। দেখ্‌লে রণীপাগ্‌লীর কেমন সাহস। তবে যে সন্ধি কর্‌তে বল্‌চিস্‌।

রণ। এই পত্রে হয় ত সন্ধির কথা লেখা আছে।

বীর। তুমি পড় আমরা শুনি।

রণ। (লিপি গ্রহণানন্তর পাঠ।)

পুণ্যপুঞ্জবিভূষিত মহাবলপরাক্রমশালী রাজশ্রীমহারাজ বীরভূষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু।

ভ্রাতঃ!

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। অস্মাদির প্রতীতি হইয়াছিল ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয়পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজনিয়ম নহে। আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মান সহকারে পরম সুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্ত দিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্য সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধি সম্পাদন সম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড়সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্‌—শ্রীমান্‌—

বীর। তার পর।

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি—(লিপি পাঠ।)

শ্রীমান্‌ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন।
রাজশ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্‌ যদি না রইল তাঁরও জেদ্‌ থাক্‌বে না—"অখণ্ডনীয় প্রস্তাব।"

বিষ্ণু। তবে যে তুমি বল্যে, "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে ওর বাপের ঠিক্‌ নাই।

বিষ্ণু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বীর। জারজকে মেয়ে দিতে পারি কিন্তু রাজ্য দিতে পারি না।

বিষ্ণু। এটা জেদের কথা।

বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপত্তি কর্‌বে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান।

রণ। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—"শ্রীমান শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন—" আমার কি রাজরাণী হতে বাসনা—তা হলে ত এত দিন হতে পার্‌তেম। আমার ইচ্ছা ধর্ম্মপত্নী হই। "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন"—বাবা আমার গুণগ্রাহী। মণিপুরের মহারাজ এত বড় লিপি লিখ্‌লেন আর সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের কেউ নয় এ সংবাদটি লিখ্‌তে পার্‌লেন না।

অবলা রমণী অরবিন্দ মনে
কত কীটক ভীষণ, ভীত গণে।
বিপদে ললনা কি উপায় করে,
কুল-পিঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে।
অভিলাষ সদা অভিরাম জনে,
পথ সঙ্কুল কণ্টক রীতি গণে।
কুররী নয়নে কত কাঁদি বসে,
নাহি আপনি আপন ভাব বশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের শিবির

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ

শিখ। ব্রহ্মেশ্বর আমাকে জারজ বলেছেন—ব্রহ্মাধিপতি সেই ইন্দীবরনয়না অরবিন্দমুখী রণকল্যাণীর পিতা—অবধ্য। ব্রহ্মনরপতির প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই—আমার কঠিন কৃপাণ কলেবরে সুকোমল কমলরাজি বিকসিত হয়েছে। যুদ্ধে জলাঞ্জলি—জীবনেও বা দিতে হয়। নীলাম্বুজনয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেছে। হে ব্রহ্মেশ্বর! আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত কর্‌লাম—কাছাড় রাজ্য তোমাকে দিলাম। পৃথিবী তোমাকে দিলাম—অমরাবতী তোমাকে দিলাম—বিষ্ণুলোক তোমাকে দিলাম—ব্রহ্মলোক তোমাকে দিলাম—তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও। কবি-বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজ-

মানা। ব্রহ্ম-সেনাপতি বল্যেন রাজা, রাজপুত্র, রণকল্যাণীর মনে ধরে নি—রণকল্যাণী অবিবাহিতা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সরমকেতু এবং
সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি এমন ম্রিয়মাণ কেন? তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন—তোমার সুবচনগর্ভ রসনা অবশ—তুমি কি শত্রুর কটূক্তিতে সংকুচিত হয়েছ?

শিখ। আজ্ঞে না।

সর্ব্বে। অসম্ভব নয়। শত্রুর শস্ত্র অঙ্গ বিক্ষত করে, শত্রুর কটূক্তিতে হৃদয় বিকল।

সম। আমরা সন্ধি করিব না—আমরা যুদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা করিব। দুর্ম্মতি ব্রহ্মাধিপতি সম্যক্ পরাজিত হলেও স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিপুর-মহারাজের সহকারী সেনাপতি বিজয়মণ্ডিত শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। সাত দিন পরে সমর আরম্ভ হউক; শিখণ্ডিবাহন যেমন সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবিরে এনেচেন আমি তেমনি দাম্ভিক ব্রহ্মভূপতিকে মহারাজের শিবিরে আনয়ন কর্‌ব। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি আমি সন্ধি চাই না যুদ্ধ চাই। ব্রহ্মভূপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে শিখণ্ডিবাহনকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হন, সন্ধি, নতুবা যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। সমকক্ষ সম্রাটে সম্রাটে সন্ধি হয়, পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। পরাজয়-পরিপীড়িত ভূপতির সন্ধির প্রস্তাব করা নিতান্ত অসংগত—প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করাই তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শশা। আমরা জয়লাভ করিচি, ব্রহ্মসেনাপতি, আমাদের শিবিরে আবদ্ধ রয়েছেন, আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন কি। ব্রহ্মেশ্বর একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন, তিনি স্বয়ং শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলেন না, তিনি কাছাড় রাজধানীর কতিপয় অমাত্যের দ্বারা এ আপত্তি উত্থাপন করায়েছেন। মণিপুর-মহারাজের প্রতিজ্ঞা আছে প্রজার অনভিমতে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করিবেন না; অতএব অমাত্যগণের আপত্তি খণ্ডনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সাত দিন সময় আছে, সেনাপতি সমরকেতু যদি আমায় সাহায্য করেন, শিখণ্ডিবাহন যে জারজ নয় তাহা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সম। দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন? শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্চে না যে কুলজির আবশ্যক। তলয়ারে তলয়ারে মীমাংসা তাতে আবার জন্মবৃত্তান্ত কি? বাহুবলে রাজ্য গ্রহণ তাতে জারজের কথা আস্‌বে কেন? অমাত্যগণের যদি কোন আপত্তি থাক্‌ত তা হলে তারা আবেদনপত্রে ব্যক্ত কর্‌ত। ব্রহ্মেশ্বরের কুপরামর্শে এ আপত্তির সৃষ্টি—খণ্ডন কর্‌তে ইচ্ছা করেন আমার আপত্তি নাই।

রাজা। মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি সম্মত।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন যখন সেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্‌তেন তখন লোকে তাঁর জন্মকথা আন্দোলন করত, এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত পূজা করে, কার সাধ্য সে কথা মুখে আনে। ব্রহ্মাধিপতির যে কুটিল স্বভাব আমাদের প্রমাণ অগ্রাহ্য কর্‌তে পারেন।

সম। তলয়ারের প্রমাণ গ্রাহ্য কর্‌বেন।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। লোকে বলে ব্রহ্মদেশ হতে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হন—এ কথা অলীক না হবে, নইলে অমন প্রভাতসূর্য্যরূপিণী তপতীতুল্যা রণকল্যাণীর আবির্ভাব হল কেমন করে।

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা
হৃদয়ে উদয়, অবশ রসনা,
পদ্মের প্রলম্ব দিলে পদ্মাসনা,
কি ভাবি জানিব কেমনে মনে।
প্রেম পরিপূর্ণ পূত পরিণয়,
মেদিনী মণ্ডলে মকরন্দময়,
সম্পাদিত শুভ ক্ষণে যদি হয়,
সুনীল নলিনীনয়না সনে।

মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ

মক। ছল করে জেদ্ বজায় রাখ্‌বেন।

বক্কে। এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়। ব্রহ্মনরপতি কলে পড়েছেন তবু ছল ছাড়্‌চেন না।

শিখ। ব্রহ্মভূপতি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকার নন। বোধ হয় সন্ধি হবে।

বক্কে। তা হলে আমার রণসজ্জা তো বৃথা হবে। আমি যে অসিলতা উঠিয়েচি তা এখন ফেলি কোথা?

মক। কদলীবৃক্ষের বক্ষে।

বক্কে। না—পরশুরামের প্রাণ সংহারের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বাণ টেনেছিলেন তা ছাড়্‌লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশুরাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয়সংকট, এ দিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ও দিকে গোরিব ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটি নিক্ষেপ কল্যেন। আমি সেইরূপ কর্‌ব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে।

বক্কে। মকরকেতনের শৈবলিনীরূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা শৈবলিনীর সংবাদ শুনেছ।

শিখ। স্বৈরিণীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেছে।

বক্কে। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে
প্রাণ বাঁচানো ভার,
খাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা
পাল্‌য়েছে আমার।

মক। দাদা এই লিপিখানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জান্‌তে পার্‌বে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। (লিপি পাঠ)

প্রাণেশ্বর!

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সহৃদয় মহদাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভর্ৎসনা করেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী; সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গর্ভধারিণী; তুমি সুশীলার হৃদয়মৃণালের পবিত্র পদ্ম, সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণ রসের সঞ্চার হয়—আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী বস্তুতঃ বারবিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবিলাসিনী নই এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।

একশত বার, যাবজ্জীবন। (লিপি পাঠ)

আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবনস্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটি পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতিঅর্পণ করিয়া বলিবে, বার-বিলাসিনী, নীচকুলোদ্ভবা শৈবলিনী, যদি হৃদয়-পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম। ইতি।

তোমার সংজ্ঞাশূন্যে শৈবলিনী।

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখি নি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জান্‌তেম তোমার সঙ্গে এক দিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম কল্যে বেশ্যা বলে উড়্‌য়ে দিতে তা তার কাছে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বের্‌য়ে গেল, এখন তোমার ইচ্চে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বক্কে। আম্ শুক্‌য়ে আম্‌সি, জল শুক্‌য়ে পাঁক্,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্।

মক। দেখ দেখি দাদা, বক্কেশ্বর করুণ রসের সঙ্গে কৌতুক রস মিশ্রিত করে।

বক্কে। আম্ররসে লবণকণা,
খেয়ে তৃপ্ত ভক্ত জনা।

প্রথ বয়। তুমি যে এমন লিপি পেয়ে জীবিত আছ এই আশ্চর্য্য।

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই। সে

দিন মঙ্গলঘটের সম্মুখে লক্ষ্মী জনার্দ্দনকে সাক্ষী করে সুশীলা আমার গলায় মালা দিয়েছে, সেই অবধি আমি সুশীলার একায়ত্ত।

শিখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) অমন করে মালা দিলে কে না বশীভূত হয়। সে কি পদ্মের মালা?

মক। পদ্মের মালা।

শিখ। জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সার রত্ন। রমণী না থাক্‌লে পৃথিবী অন্ধকারময় হত। রমণী জীবন ধারণের মূল।

মক। কি দাদা প্রণয়ের পদ্মকলিটি ফুট্‌লো নাকি? তোমার মুখে স্ত্রীলোকের এমন প্রশংসা কখন ত শুনি নি। সে দিন তুমি ব্রহ্মরাজার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করেছিলে, বোধ হয় স্বজাতি সূর্য্য প্রভা পেয়ে থাক্‌বে।

শিখ। আমি শৈবলিনীর মনের উচ্চতা অনুধাবন কর্‌চি।

মক। শৈবলিনী সুশীলার হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আমি কি সাধে তার প্রণয়-পিঞ্জরে বন্ধ ছিলেম। শৈবলিনীর বর্ণবিন্যাসটা দেখ্‌লেন ত। পত্রখান আর একবার পড়্‌ব।

বক্কে। আর পড়্‌তে হবে না, খেউ কল্যেই শিকারী কুকুর বলে বুঝা যায়। পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শিখালে বক্কেশ্বরও বিদ্যাবাগীশ হতে পারেন।

মক। দাদা স্বাক্ষরটা দেখেছেন "তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী"।

বক্কে। তোমার ডঙ্কা মারা কলঙ্কিনী।

শিখ। প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা, বারাঙ্গনা হলেও মধুরতাশূন্য হয় না।

মক। বক্কেশ্বর তোমার সাধু শিখণ্ডি-বাহনের ব্যাখ্যা শুন।

বক্কে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার কাছে শৈবলিনীবধ কাব্য পাঠ করব আর ডোল পুরে চন্দ্রপুলি খাব।

মক। শৈবলিনী কি তোমায় খেতে দিত না?

বক্কে। দিত কিন্তু ঔষধ গেলার মত খেতেম। শৈবলিনীর সন্দেশ খাওয়া উচিত নয়।

দ্বি, বয়। তবে খেতে কেন?

বক্কে। ক্ষিদে পেত বলে।

সঙ্গদোষে ভাই,
বেশ্যাবাড়ী খাই,
গোট্ মজ্‌লে জিজির মজে সন্দেহ তার নাই।

মক। বক্কেশ্বর বড় জ্বালাচ্চ, মৃগয়ায় নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব।

বক্কে। হদ্দ গয়া হবে আর কি?

মক। দাদা তুমিই আমার চরিত্র সংশোধনের মূল. তুমি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তে তা হলে আমি ছার্‌খারে যেতেম।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। মকরকেতনের কাছে ধরা পড়ে-ছিলাম আর কি—মকরকেতনের যেমন মিষ্ট স্বভাব তেম্‌নি তীক্ষ্ম বুদ্ধি—ওর কাছে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত, ওর মত বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে। সুশীলার সুখের সীমা নাই—পদ্মের মালা বড় পয়মন্ত—পদ্মের মালা ছড়াটি একবার গলায় দিই। (গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান।)

একজন পদাতিকের প্রবেশ

পদা। এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আস্‌তে চায়।

শিখ। তোমরা কি যুদ্ধশিবিরের রীতি জান না, যে সে আস্‌তে চাইবে আর আমায় এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায় ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগ্‌ড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগ্‌ড়ি? আমার পাগ্‌ড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আস্‌তে দাও, একাকিনী আস্‌তে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগ্‌ড়ি তুলে লন্ নি। আমি ভেবেছিলেম মালা দান সুলক্ষণ, পাগ্‌ড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানু-দুলারীকালেনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন-ভব-ভয়ভঞ্জন,

বৃন্দাবনস্বামী, তোঁহারি মঙ্গল করে। দরিদ্র বৈষ্ণবী ভূখী হেঁা। হে গুণধাম মোরি মুখ পর্ আপ্‌কা নেহারিয়ে? দর্পণ নাহি, এহ্ নেত্র হায়্, নাক্ হায়্ কাণ্ হায়্, ওষ্ঠ হায়্, দন্ত হায়্।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া) কুলবালার কমল মালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোনার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়ে নি।

শিখ। তোমার বেশে বেশ ঢাকে নি। তোমার অধরকোণে হাসি রাশ বেঁধে রয়েছে। আর বঞ্চনা কর কেন আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, ভেকের জন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি!

শিখ। ভেক্ কেন নাও না?

সুর। মানুষ কই?

শিখ। মোট্ বইবের মানুষ জোটে আর তোমার ভেকের মানুষ জোটে না?

সুর। বাঁশবাগানে ডোম্ কাণা,
দেখি সব শালারা গুণ্‌টানা,
আছে একটি নিধি মনের মত,
তার গুণের কথা কইব কত,
সে রণ করে রমণী মারে,
পালায় লয়ে পদ্ম হারে।

শিখ। আমি কি এক শালা?

সুর। তা নইলে সিংহাসনে উঠ্‌তে চাও।

শিখ। আমার সহোদরা নাই।

সুর। শুরতা আছে।

শিখ। তুমি কি পাগ্‌ড়ি দিতে এসেচ?

সুর। পাগ্‌ড়িও দেব পাগ্‌ড়ির বায়নাও দেব।

শিখ। কাকে?

সুর। উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা সুশীলাকে।

শিখ। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর সরলস্বভাবা দুহিতা, যুবরাজ মকরকেতনের সহধর্ম্মিণী, আমার ধর্ম্মভগিনী।

সুর। চিরজীবিনী হন্।

শিখ। তুমি সুশীলার প্রতি যে বড় সদয়।

সুর। সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।

শিখ। বোধগম্য হল না।

সুর। সুশীলার নামটি শিলাখণ্ডবৎ প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে পতিত হয়েছিল। তিনি সেই অবধি মুর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুন্‌লে পুনর্জীবিতা হবেন।

শিখ। নামে এমন ভয়?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের শিরোভূষণে লেখা বলে।

শিখ। তাতে হল কি?

সুর। তাতে হল সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের মাগ্।

শিখ। শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্ম-ভগিনী।

সুর। তা আমরা জান্‌ব কেমন করে? আমাদের দেশে মাগ্ মাতায় করা রীতি আছে, ভগিনী মাতায় করা রীতি নাই।

শিখ। ব্রহ্মসেনাপতি আমায় বল্যেন রাজ-কন্যা রণকল্যাণীর সহচরী সুরবালা যেমন মিষ্টভাষিণী তেমনি বিদ্যাবতী। তার প্রমাণ পেলেম।

সুর। আমায় আপনি জোর করে স্বর্গে তুল্‌চেন। আমি স্বর্গমহিলা নই।

শিখ। তুমি স্বর্গের সেতু।

সুর। তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ হবে।

শিখ। কেন?

সুর। আমি ফুলের ভর্‌টি সইতে পারি না।

শিখ। তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া হল কেন?

সুর। সুপাত্র ভেবে।

শিখ। কমলমালা কখন পারিজাতমালা, কখন কাল ভুজঙ্গিনী।

সুর। পারিজাতমালা কখন্?

শিখ। যখন ভাবি মালাদান পরিণয়ের চিহ্ন।

সুর। কালভুজঙ্গিনী কখন্?

শিখ। যখন ভাবি আমার রাজবংশে জন্ম নয়।

সুর। রাজবংশে জন্ম হলে রাজবংশী হয়। অনেক রাজবংশী নিরাশ সাগরে নৌকার দাঁড়ি হয়েছেন। রাজবংশ-স্রষ্টার করে প্রাণ সমর্পণ।

শিখ। সুরবালা! তুমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জান।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত্ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্ন হস্তে দন্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার মূল।

সুর। আমি ঘট্কী। এখন একটা দর দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। আমি কেন দর দেব?

সুর। যেমন কাল পড়েছে; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোল টাকার দর পাকা সোনা, কষে লব।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি?

সুর। পাগল করা পাগ্‌ড়িটি। (উষ্ণীষ প্রদান)

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি?

শিখ। বিরস বদনে,
সজল নয়নে,
বসিয়ে বিজনে,
নিরখি মনে।
সে বিধু বদন,
সে নীল নয়ন,
সে মালা অর্পণ,
আনন্দ সনে।

সুর। করিলাম পণ,
পাবে দরশন,
হইবে মিলন,
বিবাহ পাশে।
পাগল হৃদয়
যার জন্যে হয়
সে হলে সদয়
অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা! এই পুস্তকখানি নিয়ে যাও। (পুস্তক দান)

সুর। রণকল্যাণী "জয়দে" প্রিয়া স্বপ্নে জান্‌লেন না কি?

শিখ। সেনাপতি বলেছেন।

সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক।

শিখ। কবে আসবে?

সুর। আপনি এখন খুব পাগল হন নি তাই "কবে" বলচেন, পাগল হলে বল্‌তেন কখন আস্‌বে।

শিখ। আজ কি আস্‌তে পারবে?

সুর। বলুন না কেন আজ যাব।

শিখ। তা কি ঘট্‌তে পারে?

সুর। সুরবালা না পারে কি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। রাজধানীর অন্দরের কুসুম-কানন

রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। যার মন উচাটন তার কুসুম-কাননে কর্‌বে কি। কেনই বা মন উচাটন হয়—এক হাতে ত তালি বাজে না। এক হাতে তালি বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। শিখণ্ডিবাহনকে দেখ্‌বের আগে আমি যে রণকল্যাণী ছিলাম, সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। হয় ত ভাল হব। জীবনটা একটানা স্রোতের তরণীর মত এক রকম চলে যাচ্ছিল বেশ। বড় ধাক্কা লাগ্‌ল—চড়ায় ঠেকেচে, গতিশক্তি হীন। আর কি নৌকো চল্‌বে? কেন মালা দিলেম? কি বীরত্ব, কি মহত্ত্ব, কি সহৃদয়তা, কি অশ্বসঞ্চালন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন। আমি কি মালা দিলেম? মালা নিয়ে মন উড়ে গেল। না ঘটে নাই ঘট্‌বে, আর ভাব্‌তে পারি নে। চিরকুমারী হয়ে থাক্‌ব। কিন্তু সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। না ঘট্‌বেই বা কেন? অমন ব্যস্ত তবু স্থিরনেত্রে আমায় নিরীক্ষণ কল্যেন। অমন ব্যস্ত তবু আমার

সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন। সুশীলা শিল্পকারের মেয়ে। সুরবালা শীঘ্র আস্‌বে বলে গেল এখন এল না। সে যত শীঘ্র পারে আস্‌চে আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেম-পিপাসায় দণ্ডে দিন।

গীত

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী

কি হেরিলাম আহা মরি
কিবা রূপের মাধুরি,
আসিতে না পারি ফিরে এলেম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে,
পারি নাহি লাজভরে,
যদি বিধি দয়া করে,
পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে
চাইব ফিরে ফিরে।

সুরবালার প্রবেশ

সুর। বৃন্দাবন স্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে, দরিদ্র বৈষ্ণবী ভুখী হেঁ।

রণ। বৈষ্ণবীর বেশে এলে, মেয়েরা দেখ্‌লে বল্‌বে কি।

সুর। বল্‌বে সুরবালা ভেক্‌ নিয়েচে।

রণ। সমাচার কি?

সুর। সুরবালা গর্ব্ভবতী।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

সুর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

সুর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শ্রীমান্‌ শিখণ্ডিবাহনের বনবিহঙ্গবাদিনী, বিজলিবরণা, বিমলেন্দু-বদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা, বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জন্ম হল যে।

সুর। কিন্তু জারজ নয়।

রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

সুর। প্রসূতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে জারজ, তোমার হাসিবিকসিত অধর বল্‌চে জারজ, তোমার জারজ বল্‌চে জারজ।

সুর। এটা তোমার গরজ।

রণ। এখন বল সুশীলা কে?

সুর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভি-সারিকা।

রণ। তোমার মরণ। তা আমি দেখ্‌লেও বিশ্বাস করিতে পারি না; শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে পুণ্যতরু।

সুর। রণকল্যাণী মুক্তিলতা।

রণ। সুরবালার মাতা।

সুর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

সুর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

সুর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপীজনমনোরঞ্জন বল্যেম, এত বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে বল্যেম, কিছুতেই ভুল্যে না, আমায় খপ্‌ করে ধরে ফেল্যে।

রণ। তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘটকালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্যেম না কি?

রণ। তার পর।

সুর। বল্যে তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমা-দের সব খবর নিয়েছেন।

রণ। তবে তিনিও উচাটন।

সুর। তাঁর হার জিত দুই হয়েছে।

রণ। হার্‌লেন কিসে?

সুর। রণকল্যাণীর নয়ন-বাণে।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বন্‌।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী, শিখণ্ডি-বাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্যেন কি?

সুর। বল্যোন রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন কর্‌চি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

সুর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

সুর। বল্যোন রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।

সুর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে এক-খানি পুস্তক দিয়েছেন। (পুস্তক দান)

রণ। জয়দেব। এ সেনাপতি বলে দিয়ে-ছেন, তিনি আমায় পদ্মাবতী বলে উপহাস কর্‌তেন। এমন সুন্দর লেখা ত ভাই কখন দেখি নি, যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যামাবলি—

ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল
মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত
কুঞ্জ কুটীরে।

সুর। শিখণ্ডিবাহনের স্বহস্তে লেখা।

রণ। (পুস্তক বক্ষে ধারণ) সুরবালা আমার সুখের সীমা নাই—সুরবালা আমার জীবনতরী এত দিন পরে প্রেমসাগরে ভাস্‌ল—

সুর। তোমার চক্ষে জল কেন ভাই—আর ত কাঁদ্‌বের কারণ নাই। (আলিঙ্গন)

রণ। সুরবালা তুমি আমার সহোদরা, তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ শুক্‌য়ে গ্যাছ্‌ল—তুমি আমার মৃত মুখে অমৃত দান কর্‌লে—আমি আনন্দে কাঁদি—

প্রাণ যারে চায়,
প্রেম পিপাসায়.
সে যদি আমায়,
আপনি চায়।
অখিল সংসার
সুখের ভাণ্ডার,
প্রেম পারাবার
ভাসিয়ে যায়।

সুর। মণিপুর-শিবিরে রাসলীলার বড় ধুম।

রণ। রণজয়ের চিহ্ন।

সুর। রাজা অনুমতি দিয়েছেন, সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও।

রণ। রাসমঞ্চ হবে কোথায়?

সুর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে। কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে যেন একটি রাজছত্র। চন্দ্রাতপটি সুগোল, লাল বর্ণ, তার ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খুঁটিগুলি কাঠের কি বাঁশের তা বল্‌তে পারি না। খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়্‌য়ে দিয়েছে খুঁটির গা দেখা যাচ্চে না। রাস-মণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন। পদাতিক প্রহরী রয়েছে নইলে একবার রাধিকা হয়ে বসে আস্‌তেম।

রণ। কৃষ্ণ সাজ্‌বে কে?

সুর। রাজবাড়ীর রাসলীলায় যুবরাজ মকরকেতন কৃষ্ণ সাজ্‌তেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, এখন শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজেন।

রণ। রাধিকা?

সুর। রাজবালা।

রণ। রাজবালা কে?

সুর। নাগেশ্বরের রাজকন্যা, মণিপুর-রাজার ভাগিনী, রণকল্যাণীর সতীন।

রণ। সুরবালার শালী।

সুর। রাজবালা রাধিকা সাজ্‌তে রাজি নয়—

রণ। কেন?

সুর। শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন বলে।

রণ। শিখণ্ডিবাহনের উপর যে অভিমান?

সুর। শিখণ্ডিবাহন যা করতে নাই তাই করেছেন।

রণ। কি?

সুর। যাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ।

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে।

সুর। তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি? সুশীলার যে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর মেয়েরা ত রাসলীলায় সাজে না।

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ।

সুর। সাজ্‌বে কেন? যার শ্যাম সেই রাধা হবে।

রণ। সুরবালা শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে আমি ত আর বাঁচি নে। চল না কেন আমরা রাসলীলা দেখতে যাই।

সুর। এখন ত সন্ধি হয় নি।

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব।

সুর। দুটি কম্‌লে বাচুর চাই।

রণ। তোমার কম্‌লে বাচুরে হবে না, তোমার জন্যে একটি ষাঁড় চাই।

সুর। তোমার জন্যে একটি হাতী চাই।

রণ। নিশ্চয় যাব।

সুর। ধাত্রী যদি অনুকূল হন আমি আর একটি সংবাদ প্রসব করি।

রণ। তুমি সাত ব্যাটার মা হও।

সুর। তা হলে কি শরীরে কিছু থাক্‌বে?

রণ। চিরযৌবনার ভয় কি?

সুর। মহিলাশিবিরে গিয়েছিলেম। বেছে বেছে একটা বুড়ী দাসীকে বশীভূত কর্‌লেম। আমি বল্যেম এ মায়ি বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। সে বল্যে "বৈষ্ণবঠাকুরাণি নমস্কার আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?" আমি বল্যেম তুই আঁতুড় বাঁধ্ আমি তোর বয়ের ছেলে করে দিচ্চি। ঝুলি হতে একখানি ভাঙ্গা হলুদ বার্ করে বলোম, যশোময়ী মা যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটে তোর বয়ের পেটে মাখ্য়ে দে, হরিদ্রা শুষ্ক না হতে হতে উদর স্ফীত হবে। মাগী হরিদ্রাখানি আঁচলে বেঁধে ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পর্‌চে পাড়্‌তে লাগ্‌ল।

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা?

সুর। যাবার সময় হরিদ্রা, কেলেধান, আতপচাল, গেঁটে কড়ি, কুমিরের দাঁত সংগ্রহ করে গ্যাছ্‌লেম।

রণ। তুমি এখন ভ্যানর্ ভ্যানর্ করে পর্‌চে পাড়।

সুর। মণিপুর-রাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী মরে গিয়েছেন, ছোট রাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছেলে ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কলিটি; কপালে রাজদন্ড। রাজপুরী আনন্দে উথ্‌লে উঠ্‌ল, রাজা স্বয়ং সুতিকাগারে এসে সুবর্ণকৌটার সহিত গজমতির মালা দিলেন। ছোটরাণী হিংসায় কাঁকুড় ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহযোগে সোনার কটো শুদ্ধ মতির মালা আর বড় রাণীর হৃদয়-কটোর মতিটি নদীর জলে নিক্ষেপ কল্যেন। শোকে সুতিকাগারে বড় রাণীর প্রাণ-ত্যাগ হল।

রণ। সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর!

সুর। কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোনার চাঁদ।

রণ। তা হলে কি এত দিন অপ্রকাশ থাকে।

সুর। ছোট রাণীর ভয়ে কেউ কি এ কথা মুখে আন্‌তে পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

রাজা, শশাঙ্কশেখর এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ

শশা। শিখণ্ডিবাহন যে তাঁর গর্ভজাত নয় তা তিনি স্বীকার করেছেন।

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী আমার সমক্ষে আস্‌তে অসম্মতা কেন?

শশা। তিনি শিখণ্ডিবাহনকে কোথায় কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে বল্‌তে অস্বীকার, কিন্তু মহারাজ জিজ্ঞাসা কল্যে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না বলে মহারাজের সম্মুখে আস্‌তে অস্বীকার।

সর্ব্বে। ত্রিপুরাঠাকুরাণী সেনাপতি সমর-কেতুকে বড় ভক্তি করেন, তাঁর কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বেন না।

শশা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে শৈলেশ্বর দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন সেনাপতি স্বয়ং তাকে আন্‌তে গিয়েছেন।

রাজা। বোধ করি তাঁরা কাল আস্‌তে পারেন।

পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ

প্র, পারি। শিখণ্ডিবাহন আর মকরকেতন বড় কৌতুক করেছেন। মৃগয়ায় বক্রেশ্বরকে ঘোড়া চড়্য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা। পড়ে গেছে না কি?

প্র. পারি। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল হক্ যা হক্ ওর মনটি বড় ভাল।

দ্বি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্বসৈনিককে ব্রহ্মদেশের অশ্বসৈনিক সাজুয়ে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাক্‌বেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করিবে। শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্বসঞ্চালন করে পালুয়ে আস্‌বেন, বক্কেশ্বরের চক্ষু বন্ধন করে ব্রহ্মশিবিরের নাম করে মণিপুরশিবিরে ধরে আন্‌বে।

শশা। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়্‌তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ার পিটে একটি গোজ্ বস্‌য়ে দিলেন তবে সে ঘোড়ায় উঠ্‌ল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীরু তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে সে ভয়েতেই মরে যাবে।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপঞ্চের প্রবেশ

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগ্‌ল বক্কেশ্বরের যে কান্না, বল্যে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগলটাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে।"

শিখ। সৈনিকদের বল্যে "বাবাসকল! আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচক ব্রাহ্মণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেছেন তাই আমি এত দূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম কর্‌তেম না।"

পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ

বক্কে। বাবাসকল আমার ভাষা তোমরা না বুঝতে পার, আমার চক্ষের জলে ত বুঝ্‌তে পাচ্চ আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প্র, পদা। বেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি দোক্‌লাদুলা থেইলু, মেইটা মিটি মহিটা কের্‌কা কেল্টা ফাং ফুই, তেম্পুরাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিলু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝ্‌তে পাল্যেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই।

প্র, পারি। এ বর্ব্বর কে?

বক্কে। আহা! মাতৃভাষার বর্ব্বরটিও মধুর। বাবা আমি কোথায় এলেম?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ ব্রহ্মমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায়?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে। যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি। (মস্তক নত করিয়া প্রণাম।)

প্র, পারি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকটে যোড় কর কর্‌তে পার না?

বক্কে। যোড় কর কেন আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁজ ধরে রইচি আমার যোড় কর কর্‌বের কি যো আছে?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক্।

বক্কে। (চীৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্‌ব, বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা হাড়। (প্রগাঢ়রূপে গোঁজালিঙ্গন।)

প্র, পারি। মার না এক চাবুক। (অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বেগে অশ্ব সঞ্চালন।)

বক্কে। সাত দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়্‌লেম, পড়্‌লেম, শালার ব্যাটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই। (অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন।)

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি?

বক্কে। বাবা তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে; হাড়গুলি বোধ হয় আস্ত আছে। (হাড় টিপিয়া দেখন।)

দ্বি, পারি। তোর আছে কে?

বক্কে। আমার তিন কুলে কেউ নাই, আমি ধর্ম্মের ষাঁড়, নাম বক্কেশ্বর।

দ্বি, পারি। তবে একখান তলয়ার পেটে পূরে দিয়ে ব্যাটাকে মেরে ফেল্।

বক্কে। সাত দোহাই বাবা, পেটের ভিতর

তলয়ার পুরে দিলে নাড়ী কেটে যাবে। আমার কাঁদ্‌বের লোক আছে।

দ্বি, পারি। কে আছে?

বক্কে। আহা মরি, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যায়। এত ভালবাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারবিন্দ বর্ণ, সকলি ব্যর্থ হল।

দ্বি, পারি। কার কথা বল্‌চিস্‌।

বক্কে। আহা! আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়-বিলাসিনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন? আহা আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর কর্‌বে।

দ্বি, পারি। তার নাম কি?

বক্কে। চন্দ্রপুলি।

তৃ, পারি। তুই আমাকে চিনিস্‌?

বক্কে। যাকে চিনি না, তাকে চক্ষু খোলা থাক্‌লেও চিন্‌তে পারি না, এখন ত চক্ষু বাঁধা।

তৃ, পারি। আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা—

বক্কে। চিন্‌লেম, আপনি শ্যালক-কুল-তিলক—

তৃ, পারি। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্‌ আমাকে এমন কথা বলে।

বক্কে। বাবা তুমি মাতুল মহাশয়।

তৃ, পারি। তবে যে শালা বল্লি।

বক্কে। অভ্যাসবশতঃ।

তৃ, পারি। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশের জল খাওয়াব।

বক্কে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল দাও মামা, আমি পিপাসায় মরি।

রাজা। (জনান্তিকে) জল দাও। (পারিষদ দ্বারা বক্কেশ্বরের সম্মুখে জলপাত্র রক্ষা।)

তৃ, পারি। জল দিয়েছে খা না, ভাব্‌চিস কি?

বক্কে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব।

তৃ, পারি। তবে চাস্‌ কি?

বক্কে। কাহনটাক্‌ রসমুণ্ডি।

তৃ, পারি। হা কর্‌ আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।

বক্কে। মাতুল, আমি হা করে করে খাই তুমি দিতে থাক। যদি ছোটারে হয় তবে বুড়ি ধরণে দাও। (হা করণ) কতক্ষণ হা করে থাক্‌ব। (রসমুণ্ডি ভক্ষণ।) বাবা, মামা জল দাও গলায় বাদ্‌চে। (জলপান।) মামা তোমার জন্মেরও ঠিক্‌ নাই, হাতেরও ঠিক নাই, জলে মুখ চক্‌ ভাস্‌য়ে দিলে বাবা।

তৃ, পারি। বক্কেশ্বর, আর কিছু খাবি?

বক্কে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় না। রকমফের্‌ কল্যে ভাল হয়।

তৃ, পারি। তবে একখান খিরচাঁপা দিচ্চি প্রাণ ভরে খাও। (একখান পুরাতন ছিন্ন পাদুকা বক্কেশ্বরের হস্তে প্রদান।)

বক্কে। (হস্ত দ্বারা পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা দেশ-বিশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন হয়।

তৃ, পারি। কেন রে।

বক্কে। এগুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এগুল কুকুরে খায়! আপনারা এরে বলেন খিরচাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া জুতা। (পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা খিরচাঁপা যে মস্তকহীন; প্রসাদ করে দিলেন না কি?

তৃ, পারি। তুই খা না,—খিরচাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন আপনাকে খিরচাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্যেই প্রজারা আপনাকে খিরচাঁপায় চাপা দিয়ে রাখ্‌বে।

তৃ. পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি। তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্চি।

বক্কে। সাত দোহাই মামা, মের না বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার খেতে পারি না, মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার। চীৎকার শব্দে।) বাবা রে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

তৃ. পারি। তুই আমায় শালা বল্লি।

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি।

তৃ. পারি। তবে কারে বল্লি।

বক্কে। ঐ কোড়াগাছটাকে।

চতু, পারি। ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম বক্কেশ্বর!

বক্কে। মহাশয় আমি যোদ্ধা নই. আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চতু, পারি। তবে যে শুনলেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চতু, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চতু, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবিররক্ষক কল্যে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চতু, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাতর বেঁধে জলে ফেলে দেবে।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলি না।

চতু, পারি। মিথ্যা বল কখন্?

বক্কে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে।

চতু, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতার বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণ-পরিহীন-হিমকর, ধর্ম্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে) জিজ্ঞাসা কর কোন দোষ আছে কি না।

চতু, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা কর্তে এইচিস্? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। মেরে ফেল্যে বাবা, বড় লেগেচে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বল্ব না।

চতু, পারি। রাজার দোষ আছে কি না তাই বল্।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড়-লোকের মধ্যে সাধারণ।

চতু, পারি। কি দোষ?

বক্কে। বৌও।

[সলাজে রাজার প্রস্থান।

চতু, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন?

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্। জাম্বুবানের পরামর্শেই রাজত্বের এত অমঙ্গল ঘট্চে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণার আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েছে।

চতু, পারি। তোদের সভাপণ্ডিত কিরূপ।

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বের্য়েছে, ছাত্রদেরও নাম বের্য়েছে।

চতু, পারি। তাঁর কি নাম?

বক্কে। গৌতম।

চতু, পারি। ছাত্রদিগের?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চতু, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্তে পার?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। লম্পটের চূড়ামণি, উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চতু, পারি। কেন?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজপুত্রের আবির্ভাব।

চতু, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখণ্ডি-বাহনের সম্পর্ক কি?

বক্কে। খুড়ভগ্নীপতি।

চতু, পারি। ঠাট্টা? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। আপনাদের যেমন প্রশ্ন। মকর-কেতন হল রাজপুত্র, আর শিখণ্ডিবাহন হল ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পর্ক কি?

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা!

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, গোরিব ব্রাহ্মণকে শত্রু-হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়্য়ে দেন।

চতু. পারি। শিখণ্ডিবাহনের চরিত্র কেমন?

বক্কে। আস্ত ছিল সম্প্রতি একটি বড় রকম ছিদ্র হয়েছে।

চতু, পারি। বিশেষ করে বল।

বক্কে। মকরকেতনরূপ শ্যাওড়া গাছে বহু-কাল হতে শৈবলিনীরূপ একটি পেত্নী বাস করত। শিখণ্ডিবাহন চাল্পড়া খাইয়ে পেত্নীটে নাবালেন। শিখণ্ডিবাহন বড় বিশ্বাসঘাতক। মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কাজ করেছেন। উপভাদ্রবধূর উপবঁধু হয়েছেন।

রাত্রিদিন সেই পচা পেত্নীর পা-ধোয়া জল খাচ্চেন।

চতু, পারি। প্রমাণ কি?

বক্কে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন।

মক। তুরাতুণ্ডি কন্নকোণ্ডি কাকুণ্ডি। (বক্কেশ্বরের পৃষ্ঠে দুই কিল।)

বক্কে। মেরে ফেলেছে বাবা—শালার হাত যেন হাতুড়ি। তোমরা কিল্‌কে বুঝি কাকুণ্ডি বল?

শিখ। চেপ্‌পাচণ্ডু চট্টচাত্‌। (বক্কেশ্বরের মস্তকে চপেটাঘাত।)

বক্কে। তোমাদের চট্টচাত্‌ বুঝি চপেটাঘাত? তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখ্‌চি।

মক। মুরারণ্ডি মুক্কি মুণ্ডু (গলাটিপ।)

বক্কে। তোমাদের মুণ্ডু বুঝি গলাটিপ। বাবা চাপাচাপি কল্যে ভুলে যাব, তাতে আবার মেধা কম্‌।

চতু, পারি। তুই এখন চাস্‌ কি?

বক্কে। আমার চক্ষু খুলে দাও আমি রাজ-দর্শন করে মণিপুরশিবিরে যাই।

চতু, পারি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে একটি মণিপুর-মহিলা আমাদের নিকট পাঠ্য়ে দেবে।

বক্কে। একটা কেন, একটা মহিলা শিবির পাঠ্য়ে দেব।

চতু, পারি। আর তোমার ঘোড়াটা রেখে যেতে হবে।

বক্কে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভাল বাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে যাচ্চি।

চতু, পারি। আর তোমার তলয়ার রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে।

চতু, পারি। আর তোমার নাসিকাটি রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে—আজ্ঞা না, ওটা সেখানে গিয়ে পাঠ্য়ে দেব।

মক। কুন্তিকন্দা কাকুণ্ডি।

বক্কে। কি বাবা কাকুণ্ডি বল্‌চ যে, আর এক চোট কিল ঝাড়্‌বে না কি?

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিই। (চক্ষের বন্ধন মোচন।)

বক্কে। বাবা চক্ষু বুঝি গিয়েছেন অন্ধকার দেখ্‌চি যে—(সকলের মুখাবলোকন করিয়া) আমি এখানে!

মক। বক্কেশ্বর এতক্ষণ কি কচ্চিলে!

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।

মক। কেমন জব্দ।

বক্কে। দশ চক্রে ভগবান্‌ ভূত।

মক। কাকুণ্ডি আহার কর্‌বে?

বক্কে। কিল্‌গুলি বুঝি তোমার? এমন খোস্‌খৎ আর কে লিখ্‌তে পারে। মহারাজ কোথায়?

সর্ব্বে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই শুনেই বাড়ীর ভিতরে গিয়েছেন।

মক। সার্ব্বভৌম ঠাকুর্দ্দা গৌতম হয়েছেন।

সর্ব্বে। কিন্তু আমার অহল্যা নাই তোমার অহল্যাকে দিয়ে নাম রক্ষা কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ। রাসমণ্ডপ
রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদগণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন

রাজা। অতি পরিপাটি রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন রাসলীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন কর্‌বের জন্য বিশেষ যত্নবান্‌।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেছেন, হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব সেই দিন আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব।

বক্কে। বক্কেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাট্‌নাই নাচ্‌না।

বক্কে। যখন রণবাদ্য হয় তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বক্কে। মহিলাশিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী কর্‌ব।

শশা। উপযুক্ত জাম্বুবান্‌ বটে কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় লাঙ্গুলকান্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকান্ডে লেখে কি?

বক্কে। লঙ্কাকান্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্‌ বল্যেন ঠাকুর আমি কোথায় যাই। রামচন্দ্র বল্যেন তুমি মরে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্‌ বল্যেন কলিতে রাজ-সভায় মনুষ্যের মত বস্‌তে হবে কিন্তু কক্ষ-তলে লাঙ্গুল থাক্‌লে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে। রামচন্দ্র বল্যেন জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগের মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বক্কে। কেন মহারাজ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বক্কে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র. পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বল্‌তে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য

বক্কে। রাসলীলা নবনলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত কর্‌তে কর্‌তে আগমন কচ্চেন।

নেপথ্যে সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল, কোকিল,
ওরে শুক শারি।
হয়তো এসেছিল গুণমণি,
নাহি নিরখিয়া কুঞ্জে কমলিনী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামণি
গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি।
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে
নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।
ঘনশ্যামের, অনুমানি, ঘনশ্যামে
বাড়িল যামিনী যৌবন যামে।
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে
রজনি তোমার চরণে ধরি।

রণকল্যাণীর রাধিকাবেশে, সুরবালার দূতীর বেশে এবং অপরাপর বালাগণের সখীবেশে প্রবেশ

রণকল্যাণীর পদ্মাসনে উপবেশন

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য

সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল—ইত্যাদি

রাজা। রাধিকার কি চমৎকার রূপ! এমন মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর করি নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটি নববিকশিত ইন্দীবর। এ রূপরাশি লাবণ্যময়ী কমলিনী না জানি কোন্‌ ভাগ্যবানের দুহিতা।

বক্কে। কাছাড়নিবাসী ভাট্‌ বামনদের মেয়ে। ওরা দুজন এসেছে।

শশা। এমন মনোমোহিনী কমলিনী কস্মিন্‌ কালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ হয় আমাদের রাসলীলার কমলাসনে স্বয়ং কমলিনী বিরাজিতা।

সর্ব্বে। রাজ্ঞার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনত। রক্তোপলবিনিন্দিত ওষ্ঠাধর। সুকুমার-আভা-বিস্ফারিত-বিশাল- লোচনদ্বয়ে দুটি সন্ধ্যা-তারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ

হয় কমলাসনে সর্ব্বলোকললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড় প্রদেশে এমন অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীরত্নের আবির্ভাব অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনকনন্দিনী জানকী পদ্মসিংহাসনে উপবেশন করেছেন।

বক্কে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সম্প্রীত কর্‌তে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, করকমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

সকলে। কমলে কামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েছেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

বক্কে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি! প্রেমবিলাসিনি! পীতবাসহৃদয়াম্বুজবাসিনি! সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়া ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষন্নমনে, বিরসবদনে, জলধারাকুললোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন কর্‌তে হল।

রণ। দূতি শিখ—(লজ্জাবনতমুখী।)

সুর। শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্যে কেন?

রণ। দূতি কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, সরম দিয়েছি, সুনাম দিয়েছি, যৌবন দিয়েছি, জীবন দিয়েছি; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি তা আমি জানি আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি! তুমি কালের মত কার্য্য কর নাই। তুমি সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্যে, তোমার হাতে এসে বেলে পাতর হল, তুমি কিন্‌লে কোকিল, তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুমি সাধুর মূল্য দিলে হয়ে পড়্‌ল লম্পট। তুমি বহুমূল্য দানের রত্ন ক্রয় কর্‌বের সময় কাহাকে জানালে না, কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে নিলে না।

রণ। সখি, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, মনোমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সঞ্চার হলে কি মন বিমোহিত হয়। সখি আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন কি যাচাই কর্‌বের রত্ন? আমি দেবতাদুর্ল্লভ নবদূর্ব্বাদলরুচি যশোদাদুলালকে নিরীক্ষণ কর্‌লেম আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হয়ে গেল, অমনি পরমানন্দ সহকারে বরমাল্য প্রদান কল্যেম।

সুর। প্যারি! তুমি কৃষ্ণের কুহকে পতিতা হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা করেছিল, তোমার সর্ব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে।

রণ। সখি! ত্রিভুবননাথ চক্রপাণির কুহকচক্রে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, আমি অবলা কুলবালা সেই চক্রপাণির কুহকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হব আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সখি বল্‌তে কি আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্ব্বস্বধনের বিনিময়ে আমি তার সহস্র গুণে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যে পদ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদপদ্ম আমি বক্ষে ধারণ করেছিলেম। শ্যাম আমার অমূল্য নির্ম্মল অয়স্কান্তমণি, আমি হৃদয়কন্দরে যত্ন করে লুকায়ে রেখেছিলেম, চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেছে।

সুর। প্যারি, শ্যামসোহাগিনি! তুমি সরলতার সরোজিনী পীতাম্বরের প্রবঞ্চনা তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। না দূতি।

সুর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় অসম্ভব?

রণ। হাঁ দূতি।

সুর। যামিনীর যৌবন গত, দীপমালার আভা মলিন, তাম্বুল তিক্ত, তোমার বক্ষঃস্থ কমলমালা রসহীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিলকূজনে নিশি অবসানবার্ত্তা প্রচারিত; কৃষ্ণ তবে কোথায় গেলেন?

রণ। জান্‌ব কেমন করে?

সুর। শ্যামের আসার আশা কি এখন আছে?

রণ। নইলে কি আমি জীবিতা থাক্‌তেম।

সুর। প্যারি, সুখময়ি, রাজনন্দিনি, আর

আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন প্রেম, তোমার একটি প্রেম, তাই আজো প্রেম-প্রবাহের চোরাবালি দেখ্‌তে পাও নাই, আমরা বহুকাল প্রেম করিছি, পাঁচ সাতটা হয়ে গেছে, আমরা আভাসে সব বুঝ্‌তে পারি। তোমার মদনমোহন মদনবাণে বারমহিলাকক্ষে কাত্‌ হয়ে পড়ে আছেন।

রণ। সখি সে কি সম্ভব?

সুর। তুমি যখন আমাদের মত হবে তুমি তখন এমনি করে নবীন বিরহিণীদের উপদেশ দেবে।

রণ। সখি আমি করি কি?

সুর। নাসিকার ধ্বনি করে নিদ্রা যাও।

রণ। সখি যার মন উচাটন তার কি নিদ্রা হয়?

সুর। রাইকিশোরি তুমি আজো প্রেমের কলিকা, কার মুখে শুনেছ মন উচাটন হলে নিদ্রা হয় না; আমরা দেখে শিখিছি, ভুগে শিখিছি। বিরহিণী মুখে বলেন আহার নাই কিন্তু ভোজনপাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্ম্মাণ করেন, মুখে বলেন নিদ্রা নাই কিন্তু নাসিকাধ্বনিতে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে।

রণ। সখি আমি যদি শয়ন করি অচিরাৎ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূতা হব।

সুর। একটা গোরুচরাণে রাখালের জন্যে? পোড়া কপাল আর কি! সূর্য্য উদয় না হতে হতে আমি তোমায় দ্বাদশটি রাখাল এনে দেব, বৎসরে বৎসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ বৎসর কেটে যাবে।

রণ। সখি কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করেছেন আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। কৃষ্ণপ্রেমে কুল দিয়েছি এখন প্রাণ উপহার দিয়ে ধরাশায়িনী হই।

সুর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য সঙ্গীত। রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,
প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই
বিফলে গেল যে রজনী।
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হতে কুলে কালি,
জলে বাঁধলেম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী,
বল শ্যাম বলে মরিল ধনী।

সুর। প্যারি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাভ্ৎরা, নিশ্বাস বন্ধ করা বই ত নয়। তোমার কৃষ্ণ আস্‌বেন। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি।) ঐ শুন মুরলীবদন মুরলীধ্বনি করে মৃত জীবনে জীবন দিতেছেন।

কৃষ্ণবেশে শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য

সুর। মদন মোহন!
মুরলী বদন!
বল বিবরণ
কোথায় ছিলে।

বাঁধি প্রেম জালে
কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে
সিন্দুর দিলে।

নরেশ নন্দিনী,
কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী
তোমার তরে।

বিনা দরশন,
বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন
রোদন করে।

আর নিশি নাই,
কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই,
তুল না তায়।

নারিবে শ্রীহরি!
কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী
ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন। জনা

ন্তিকে সুরবালার প্রতি) সুরবালা তুমি দূতী?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা করতে পারি না।

সুর। শনিবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত হলে যে। তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু ভাই রাগে রগ্‌রগে আঁচ্‌ড়ালে কাম্‌ড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্তগুলি কুন্দকলি; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

সুর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ?

সুর। হাতা পোড়া।

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি,
অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি,
ইন্দীবর নয়নে।
আমি আশা তুমি ফল,
আমি তৃষ্ণা তুমি জল,
বনমালী অবিরল
প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ।

অবলার মনে,
এমন বচনে,
কেন অকারণে,
হান হে বাণ।
স্বামীর চরণ,
সতীর জীবন,
সদা আরাধন,
পাইতে ত্রাণ।
কুলের রমণী,
আইল আপনি
হৃদয়ের মণি
দেখার আশে।
শেষ উপাসনা,
অতীত যাতনা,
পূরিল বাসনা
বস না পাশে।

(পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি)

শিখ। (জনান্তিকে) তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম। (মূর্চ্ছিতা হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিতা।)

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।

সুর। (রণকল্যাণীর নিকটে গিয়া) দেখি।

রাজা। মেয়েটি অমন হয়ে পড়্‌ল কেন?

সুর। ভয় নাই ওর ওরূপ হয়ে থাকে। ভাট্‌বামনের মেয়ে গাছতলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে। কৃষ্ণ মহাশয়! কমলিনীকে কোলে করে নাট্যশালায় লয়ে চলুন, মুখে চকে জল দিলেই সুস্থ হবে।

রাজা। আহা বিপ্রবালা অতি সুন্দর লীলা কচ্চিল, আর বিলম্ব কর না লয়ে যাও।

[রণকল্যাণীকে বক্ষে করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আমি বড় সম্প্রীত হইচি, এই মুক্তার মালা দুছড়া তোমাদের দুজনকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

সুর। মহারাজ দুঃখিনী বিপ্রকন্যাদের লীলায় সম্প্রীত হয়েছেন এই আমাদের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের ব্যবসায় নয়, মুক্তামালা গ্রহণে অস্বীকার মার্জ্জনা কর্‌বেন।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। এ মেয়েটি বড় মিষ্টভাষিণী।

বক্কে। এ বেটি কোন পুরুষে বামনের মেয়ে নয়।

রাজা। কেন বক্কেশ্বর?

বক্কে। বামনের মেয়ে হলে ছান্‌লাতলায় মেয়ের মায়ের সুত গেলার মত কোঁত্‌ করে মালা গিল্‌তো।

রাজা। তোমার শাশুড়ী সুত গিলেছিলেন না সুত গিলেছিলেন?

বক্কে। সুতও না সুতও না।

রাজা। তবে কি?

বক্কে। কেবল কলা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। মহিষীর পটমণ্ডপ

শয্যোপরি গান্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা, সুশীলা আসীনা

সুশী। মহারাজকে কখন্ ডাক্‌তে বলিছি। যে ভয়ংকর কথা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ কচ্চেন আর কাহাকেও ত এখানে আস্‌তে দিতে পারি না। সত্যপ্রিয় মকরকেতন সত্য কথা বলে এ সর্ব্বনাশ কল্যেন—"পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম"—আমার মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই. মকরকেতন এখন পূজনীয় পুণ্যাত্মা। শৈবলিনীর নাম কল্যে বলেন "সুশীলা আমি পাপ হতে মুক্ত হইচি আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দাও।"

গান্ধা। পাপীয়সী—পাপীয়সী—পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম—মন্থরা—

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! ব্যাক্‌রোধ হয়ে মর্‌তেন ভালই হত। মকরকেতন যে অভিমানী. যদি বুঝ্‌তে পারেন তাঁর জননী এমন ভয়ংকর পাপ করেছেন. আত্মহত্যা কর্‌বেন। মকরকেতনের মন বড় সরল. এ গরলে বিকল হয়ে যাবে।

রাজা, সমরকেতু এবং কবিরাজের প্রবেশ

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি: মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন. নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক প্রকার উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন.—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়।"

আমাদের মহিষীর ঠিক্ এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এ রোগে প্রাণের আশংকা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেই জন্যেই মা আমার এমন সংকট রোগগ্রস্ত হয়েছেন।

কবি। প্রাণের কোন আশংকা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন কর্‌লেই অচিরাৎ আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন।

চিন্তামণিরসোনামা মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি॥

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত. ধুনি তুই সর্ব্বনাশী—(গান্ধারীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান।)

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বলোম অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত. কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে একবার দেখ্‌তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি. তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

রাজা। সমরকেতু আমার বিপদের সীমা নাই। মহিষী যে সকল কথা ব্যক্ত কচ্চেন শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র স্বভাব শুন্‌লে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে আমি তাই ভেবে দশ দিক্ শূন্য দেখ্‌চি।

সম। মকরকেতন কোন কথা শুনেছে?

রাজা। কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার

একটা, ওখানকার একটা। কবিরাজ বলেন যত ব্যাধি বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। মকরকেতনকে আমি এখানে থাক্‌তে দিই না, বিশেষ আমি এখানে থাক্‌লে সে এখানে আসে না।

সম। ধনী দাই জীবিতা আছে?

সুশী। ধনী বেঁচে আছে কিন্তু তাকে অনেক দিন দেখি নি। মহিষী তাকে বড় ভাল বাস্‌তেন কিন্তু কয়েক বৎসর সে মহিষীর চক্ষের বিষ হয়েছে, তাই আর রাজবাড়ী এসে না।

গান্ধা। (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ।) পাপীয়সী—পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর—প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও—আরো জ্বলে। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও—ও মা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্ব্বাণ হয় না আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন—খান্ডবদাহনে এত আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল—দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদায় শীতলসাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকাশক্তি তিরোহিত হল! (পর্য্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন।)

রাজা। গান্ধারি তুমি রোদন কর কেন?

সম। অনুতাপতপ্ত মুখ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

গান্ধা। কৌশল্যা—বড় রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ — মন্থরার — কুমন্ত্রণা — বামা-বুদ্ধি—মহারাজ মার্জ্জনা করুন। পাপীয়সীকে পদাঘাত কল্যেন—পাপীয়সী পদাঘাতের পাত্রী, বেশ করেছেন।

রাজা। সমরকেতু আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল: গান্ধারী উৎকট পাপে কলুষিতা হলেও আমার অনাদরের যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জীবনাধার মকরকেতনের গর্ভধারিণী। গান্ধারী যদি কোন পাপ করে থাকেন এ ভীষণ অনুতাপে তার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

গান্ধা। আমি তোমার কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী—ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেন? দন্ত দ্বারা অধর কাট্‌চেন কেন? আমি তোমার আদরমাখা গান্ধারী—ও কি মহারাজ, এমন আরক্ত লোচন কেন? পাপীয়সীকে মেরে ফেল্‌বেন—মের না, মের না, মের না—স্ত্রীহত্যা কল্যে তোমার নির্ম্মল করকমল কলুষিত হবে।

রাজা। আমি এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না। গান্ধারি আমি তোমায় কখন বড় কথা বলি না আমি তোমায় পদাঘাত করব?

গান্ধা। মহারাজ কোথায়—আমার হৃদয়-বল্লভ কোথায়—আমার দশরথ কি রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই যে মহারাজ পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট কর্‌বেন বলে অসি উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহারাজ, আমার মনে আর দ্বেষ নাই, আমার মনে আর হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামা-হৃদয়, একটি স্নেহের সরোবর। যদি সাধ্যাতীত না হত আমি এই দণ্ডে তোমার রামচন্দ্রকে মাতৃস্নেহ সহকারে কোলে করে এনে তোমার কোলে দিতেম। বড়রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধনী দাই আমার মন্থরা। বড়রাণীর সদ্যোজাত রাজদণ্ড-সুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার হিংসা হ'ল—আঃ! দুর্নিবার হিংসা, তুমি আর স্থান পেলে না, অভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কর্‌বের জন্যে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। (বক্ষে করাঘাত) অর্থপিশাচী ধনী সর্ব্বনাশী বল্যে মহারাজ স্বর্ণ কৌটাশুদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজ-মতির মালা দান করেছেন। হিংসায় অন্ধ হলেম, ধনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য নিধি, বড়রাণীর বত্রিশ নাড়ীছেঁড়া ধন, সোনার কটো শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে—বড়রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জেবলে দিলেম, দিদি আমার পুত্র-শোকে সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন;

প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদলেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

সম। ধনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়। গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল, আমি মণিপুর-মহারাজের প্রিয়া মহিষী, স্বর্ণপর্য্যঙ্কে অবস্থান; মলিন বেশে, দীননেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ধনী দাইয়ের পর্ণকুটীরে গেলেম, ধনী দাইয়ের পায় ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বল্যেম ধনি! মহারাজের জীবনাধার নবশিশু কোথায় রেখে এলি। ধনী বল্যে বিন্দু সরোবরে। তার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গেলেম, কত খুঁজলেম বাছাকে পেলেম না। ধনী বল্যে রাখিবামাত্র কে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা। হয় ত আমার প্রাণপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু ধনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ বারণ করুন্। অল্প-প্রাণী দাইয়ের মেয়ে ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ কর্‌তে বলুন। মের না, মের না, মের না, সাত দোহাই সেনাপতি! ধনীকে বধ কর না, আমার মকর-কেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্যেম সেই দিন বুঝ্‌তে পাল্যেম বড়রাণী কেন সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন।

সুশী। বাবা ধনীকে মার্‌বেন না। তাকে মাল্যে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা তুমি কেঁদ না আমরা ধনীকে কিছু বল্‌ব না।

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডিবাহন! আমার প্রাণ-কান্তের প্রাণ পুত্র শিখণ্ডিবাহন! তুমি দুষ্ট দশাননকে নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেছ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্চি। (বক্ষে নখাঘাত।) শিখণ্ডিবাহন তুমি আমার বুকজুড়ানে ধন, বাবা তোমার মা নাই আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা অভাগিনীকে একবার চাঁদমুখে মা বলে ডাক আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি যাদু তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক। আহা! হা! প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল—বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অবতার, কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কল্যে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক (দণ্ডায়মানা) মহারাজ, আর কেঁদ না আমি তোমার হারা-নিধি কুড়ায়ে পেয়েছি, বিন্দু সরোবরে পড়ে ছিল, কোলে করে এনিচি, মায়ের মত কোলে করে এনেচি। মহারাজ একবার কোলে কর, মণিপুর সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতিমালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে। ঐ দেখ, কপালে রাজদণ্ড। শিখণ্ডিবাহনের কপালে রাজদণ্ড। বরণ করতে দেখ্‌তে পেলেম। মহারাজ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি শিখণ্ডিবাহন তোমার বড়রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সমরকেতু! শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন কর্‌বের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সমর। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন কর্‌তে পারেন না। এটি সাধারণ ব্যাপার নয়!

গান্ধা। আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! শিখণ্ডিবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, আমার মকর-কেতন ভরতের ন্যায় রাজছত্র ধরে দণ্ডায়মান। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা কর না। মকরকেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাস্‌তে, এখন মকরকেতন সত্য সত্য তোমার কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হয় নি, পুণ্যাত্মার জন্ম হয়েছে, মকরকেতন বল্যেন "মা আমি তোমার মত হিংসুটে নই আমি বাবার মত সরল।" আমার মকরকেতন কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আনি। (পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং নিদ্রা।)

সুশী। এই নিদ্রা ভাংলেই সহজ হবেন, ব্যাধির কোন চিহ্ন থাক্‌বে না।

রাজা। আশ্চর্য্য পীড়া। এ পীড়ার ঔষধ কি?

সমর। এ পীড়ার ঔষধ অনুতাপ।

[রাজা এবং সমরকেতুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়, রণকল্যাণীর অধ্যয়নকক্ষ

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ

নীর। এর নাম ছান্‌লাতলা পার, এ ত বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে কত বাজি হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গীত হবে, তেল সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে, ও মা কিছুই না।

সুর। এ ত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত এক করা। মহারাজ বলেছেন শিখণ্ডিবাহনকে সঙ্গে করে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে সমারোহ কর্‌বেন।

নীর। সেখানে গিয়ে বিয়ে দিলেই হত।

সুর। রণকল্যাণী যে প্রাণত্যাগ করে। রাসলীলায় শিখণ্ডিবাহনের বক্ষে উঠে পাগল হয়ে গেল। শিখণ্ডিবাহন কুসুমকানন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন, কাননদ্বারে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, বল্যে তোমায় ছেড়ে দেব না; শিখণ্ডিবাহন বারম্বার মুখ চুম্বন কল্যেন, বারংবার আলিঙ্গন কল্যেন, কত সান্ত্বনা কল্যেন তবে শিবিরে ফিরে গেলেন। শিখণ্ডিবাহনের হৃদয় ভাই স্নেহের সাগর।

নীর। শিখণ্ডিবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আমি তার কথা বল্‌চি না আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বল্‌চি।

সুর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন কর্ত্তে লাগ্‌ল, বল্যে "সুরবালা আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখে থাক্‌তে পারি না।" আমি মহিষীর কাছে সকল কথা বল্যেম, মহিষী আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা শুনে আনন্দসাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বল্যেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে আজ আমার জীবন সার্থক, অমন বীরকুলকেশরী কন্দর্পকান্তি শিখণ্ডিবাহন আমার জামাতা হলেন।" মহারাজ আমার কাছে শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমলমালা নিক্ষেপ করা অবধি কুসুমকাননের দ্বারে শিখণ্ডিবাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দপ্রফুল্লমুখে শ্রবণ কল্যেন। মণিপুরেশ্বর রণকল্যাণীকে "কমলে কামিনী" বলেছেন বলে মহিষীর বা কত হাসি, মহারাজের বা কত হাসি। গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুমতি দিলেন। আমি ঘটক ঠাকুরুণের বেশে শিবিরে গিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুমকাননে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

নীর। বরকনে কোথায়?

সুর। কুসুমকাননে। রণকল্যাণী আহ্লাদে ফুলে দশটা হয়েছে, শিখণ্ডিবাহনকে পদ্মবন, তমালবন, নিধুবন, লতাকুঞ্জ, প্রস্রবণরাজি, হিমসরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য, দেখ্যে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নীর। আহা! মনের মত স্বামী হওয়ার চাইতে রমণীর আর সুখ কি। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ করেছিল। রণকল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল।

সুর। রণকল্যাণীর যেমন মা তেমনি বাপ। লোকে শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ বল্যেন জারজ হউক আর নাই হউক তা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই, শিখণ্ডিবাহন সুপাত্র, রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনকে ভাল বাসে, এই পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক।

নীর। শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা কর্‌বেন?

সুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্যসামন্ত সব ব্রহ্মদেশে পাঠ্যে দিলেন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ

সুর। একা যে?

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

সুর। কুসুমকাননে মাধবীলতা কেড়ে নিয়েছে।

রণ। সুরবালা আর কি সে ভয় আছে, পরিণয়-শৃঙ্খল পায় দিইচি, যখন মনে কর্‌ব

শেকল ধরে টান্‌ব আর হৃদয়ে এসে বিরাজ কর্‌বে।

সুর। শেকল ধরে না কি খেলায়?

রণ। ইচ্ছে কল্যে তাও পারি।

নীর। বালাই অমন কথা কি বল্‌তে আছে, স্বামী যে গুরুলোক।

সুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্যেই কেমন যেন সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয় বোধ হয়; লম্বোদর, নামাবলিতে গাত্রাচ্ছাদন, আর্ক-ফলালঙ্কৃত মস্তক, কোষাকুষি নিয়ে বিব্রত, তিথি-নক্ষত্র দেখে মেগের কাছে আস্‌চেন; অমন স্বামীর পোড়া কপাল।

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও?

সুর। লড়ায়ে ম্যাড়ার মত। নেচে কুঁদে বেড়াবে, তুড়ি দিলেম খপ্‌ করে গায় এসে পড়্‌ল, তার সময় অসময় নাই।

রণ। সুরবালা শূরবীর। তুই ভাই একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস্‌। নীরদ-কেশীর মতে আমার মত. স্বামী গুরুলোক।

সুর। দেখ দিদি ভক্তিভাণ্ড সাবধান যেন গোরুর গায় পা লাগে না হাম্বা করে ডেকে উঠ্‌বে।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ। (সুরবালার অলকা ধরিয়া টানন।)

সুর। ও কি ভাই অলকাপহরণ কেন?

রণ। গোরু বাঁধা দড়া কর্‌ব।

সুর। যৌবনের গাম্‌লা পূর্ণ থাকলে গোরু বাঁধতে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি?

সুর। স্বামী যেমন গোরু লোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন।

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই! মাকে বল্‌চেন আর ছোটরাণীকে তিরস্কার কর না, ছোট-রাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোনার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্যেন সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড় থাকত্‌।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে?

সুর। তোমার কথা না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি? এক জীবন এক অধ্যয়ন এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। দূর্‌ পোড়াকপালী।

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েচে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আট্‌চালা! সুরবালা না থাক্‌লে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভাল বাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ

বস ভাই এই সিংহাসনে বস তোমার বাম পাশে রণকল্যাণীকে বস্‌য়ে দিই, যুগল রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি। (শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর সিংহাসনে উপবেশন।)

শিখ। সুরবালা কই?

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের কুন্তল শিথিল করিয়া দিতে দিতে) সুরবালার জন্যে দিশেহারা হলে দেখ্‌চি যে।

শিখ। সুরবালা সুমধুরহাসিনী, মকরন্দ-ভাষিণী, সুরবালাকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীর। রণকল্যাণীকে দেখ্‌লে তোমার আনন্দ হয় না?

শিখ। রণকল্যাণীকে আর ত আমি দেখ্‌তে পাই না। রণকল্যাণী আর শিখণ্ডিবাহন একাঙ্গ হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েছে।

রণ। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাব।

শিখ। বরের বাড়ী কনে যায় না কনের বাড়ী বর যায়।

নীর। আমি পান আনি।

[নীরদকেশীর প্রস্থান।

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া) যাবে ত, যাবে ত। আমি বাবাকে বলিচি শিখণ্ডিবাহনকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যেতে হবে।

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি রাজ্যেশ্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া।

রণ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস।

শিখ। মহারাজও তাই বল্‌ছিলেন।

রণ। তবে যাবে, বল, বল, বল।

শিখ। তুমি আমার ইন্দীবরাক্ষী রাজ-লক্ষ্মী তোমার কথায় কি আমি না বল্‌তে পারি। (নয়ন চুম্বন।)

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে?

শিখ। মকরকেতনকে।

রণ। আর সুশীলাকে। সুশীলার বড় শান্ত স্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে রাখ্‌ব।

শিখ। মহারাজ সুশীলাকে বোধ হয় যেতে দেবেন না।

রণ। আমি মহারাজের কাছে বিনয় করে বল্‌ব মহারাজ তোমার দুঃখিনী "কমলে কামিনী" অমূল্য মুক্তামালা গ্রহণ করে নাই, সেই দুঃখিনী "কমলে কামিনী" এখন ভিক্ষা চাচ্চে ভগিনী সুশীলাকে কিছু দিনের জন্যে "কমলে কামিনী"র আরাধ্যা সঙ্গিনী হতে দেন।

শিখ। "কমলে কামিনী" যদি এমন মধুর বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশীলা কেন, মহারাজ সর্ব্বস্ব দিতে পারেন।

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় আনন্দ হবে। সুশীলাকে আমার শ্বেত হস্তী দেখাব, সে বড় শান্ত হাতী, সুশীলা শ্বেত হস্তীর গায় হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেত হস্তী দেখ নি, তোমাকেও আমি শ্বেত হস্তীর কাছে নিয়ে যাব। ব্রহ্মদেশে যেমন পুষ্প আছে এমন আর কোন দেশে নাই। সুশীলাকে কাঞ্চনটগর দেখাব, কন্দর্পচাঁপা দেখাব, স্থল-পদ্ম দেখাব, শ্বেত পদ্ম দেখাব, নীল পদ্ম দেখাব।

শিখ। নীল পদ্ম এখানে আছে।

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীল পদ্ম হতে হয় না।

শিখ। তবে এ দুটি কি? (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ।)

রণ। ও যার নীল পদ্ম তার নীল পদ্ম, সকলের নয়।

শিখ। (দুই হস্তে রণকল্যাণীর কপোল-যুগল ধারণ করিয়া নয়ন নিরীক্ষণ) না প্রাণেশ্বরি, তোমার নয়ন প্রকৃত নীল পদ্ম।

রণ। কবির নীলপদ্ম, প্রণয়ীর নীল পদ্ম, আমার শিখণ্ডিবাহনের নীল পদ্ম; হয় ত মকরকেতনের বেগুনফুল।

শিখ। মকরকেতন কি অন্ধ।

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরম সুখী।

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখ্‌লে না?

শিখ। আমি ত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে আপনি গিয়ে ঘোম্‌টা খুল্‌ব।

রণ। বউটি আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা ষোল বৎসর বয়েস হয়েছে আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্‌ বউ।

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার করণীয় ঘর।

রণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠ্‌ল।

সুরবালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ

সুর। ও কি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুন্‌সুড়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল, বলে আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্‌ব না, আবার বলে আমার চুল নাই নন্দাই দেখে হাস্‌বেন, আমার হাত দুখানা আঁচ্‌ড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে—মহিষী কত ভর্ৎসনা কল্লেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা। (গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ।)

রণ। মুখ দেখাও না?

সুর। আমাদের বড় ভাজ তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী। (প্রণাম।)

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদনখানি খুলে দিই। (অবগুণ্ঠন মোচন, সকলের হাস্য।)

শিখ। এ যে আশী বছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ আবার জিব মেল্যে রয়েছেন, পাকাচুলে সিঁতি পরেছেন, তোমাদের দিব্বি বউটি।

সুর। আর ভাই বুড় হক্ হাবড়া হক্, দাদার কোলজোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েছে। কাদের বুড়ী?

সুর। যার খেয়েছ তালের নুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী আমাদের দিদিমা।

নীর। বউ দেখলে মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদিমাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমি ত আর মালা বদল কচ্চ না।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্ত্তেম।

বউ। হ্যাঁলা রলকলালি তোর এ কেমল্ বিয়ে?

রণ। দিদিমা আমার ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

বউ। তারি মতল ত দেখ্‌চি। তুই আমার বীরভূষলের একটি মেয়ে, কত বাজ্‌লা গাওলা হবে, লগরময় লবদ বস্‌বে, ও মা কোল ঘটা হল লা।

রণ। দিদিমা খুব ঘটা হয়েছে।

বউ। কিসের ঘটা?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা লা। তুই মলের মত লাগর পেয়ে আজ দুদিল্ হেসে রাজধালীটে হাস্যার্লব করে ফেলেচিস।

রণ। দিদিমা তোমার নাৎজামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদিমা বরের কোলে মিতবর ছিল না বলে নীরদকেশী বড় দুঃখ করেছে তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। লীরদ আমার বড় লম্র, যত লষ্ট সুরবালা আর রলকললী, লাতজামাই তুমি লবীল দল্‌তে দুই শালীর লাক কাল কেটে লাও।

রণ। দিদিমা তুমি একবার তোমার নাতজামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক।

বউ। তোর লবকাল্‌তের লবীল বয়েস ও কি আমার ভর সইতে পার্‌বে?

সুর। দিদিমা তোমাতে আর আছে কি কখান গোহাড় বই ত নয়। এস একবার মিতবর হয়ে বস। (সুরবালা এবং রণকল্যাণীর বউকে ধরিয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে প্রদান।)

বউ। হল ত তোদের লয়ল ত জুড়াল। (সিংহাসনে উপবেশন) লাৎজামায়ের লামটি বড় লতুল, শিখল্লিবাহল। (শিখণ্ডিবাহনের চিবুক ধরিয়া) আমার রলকললীর শিখল্লিবাহল।

শিখ। দিদিমা নটা কি তোমার নাগরের নাম তাই ধর্ত্তে পার না?

বউ। লটা আমার লাত্‌জামাই, আমার রলকললীর লবীল লাগর। আহা সুখে থাক, লবোঢ়া রালী লিয়ে অল্‌লত কাল রাজ্য কর। রলকললী বড়রালীর বড় দুঃখের ধল, তেমলি জামাই হয়েছে। বীরভূষলের আলল্‌দের সীমা লাই।

রণ। দিদিমা শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে একটু রসিকতা কর, তা নইলে আমি কাঁদ্‌ব।

বউ। লাতজামাই?

শিখ। কি বল্‌চ দিদি মা?

বউ। রলকললীকে দিলে কি?

শিখ। মূল হতে আগা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণটা।

বউ। রত্নভূষল?

শিখ। রত্নভূষণের অভাব কি?

বউ। সাদায়ে লৌকা দুলি,
বাখরগল্‌জে চাল ভরলি,
কর্‌ব মহাজলি,
আল্‌ব গদমুক্ত কিলি,
দিব লাকো কর্‌বে ধল মল,
প্পাল্ আর দুটো মাস থাক।

শিখ। দিদিমা যে জোর করে স্পাল্ বল্যেন আমি ত ভাই চম্‌কে উঠিছি।

সুর। বুঝ্‌তে পেরেছ?

শিখ। কতক কতক।

সুর। সাজায়ে নৌকা দুনি,
বাখরগঞ্জে চাল ভরনি.
কর্‌ব মহাজনি,
আন্‌ব গজমুক্তা কিনি,
দিব নাকে কর্‌বে ঝলমল
প্রাণ আর দুটো মাস থাক।

বউ। বসল্‌ত অশাল্‌ত.
বিলা স্পাল কাল্‌ত
একাল্‌ত স্পালাল্‌ত
লিতাল্‌ত মরি।
বিরহ সলিল.
বসল্‌তে বাড়িল.
ডুবিল ডুবিল
যৌবলতরি।

সুর। দিদিমা পঞ্চবাণের শ্লোকটা বল্‌বে কি?

রণ। না দিদিমা সে শ্লোক বলে কাজ নাই।

শিখ। কল্যাণ আমায় এখনি যেতে হবে।

রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে দিলে বুঝি।

শিখ। তুমি আমার কেবল কল্যাণ।

সুর। রণকল্যাণি তুমি শিখণ্ডি ছেড়ে দিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে বাহন কর।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই. তোমায় কি আমরা রণকল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতে পারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুন. কথার শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্য শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন?

সুর। রণকল্যাণী দশ দিকে শিখণ্ডি-বাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। (মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

সুর। শিখণ্ডিবাহন তুমি যেও না। (রোদন।) রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্ত্তে পার্‌ব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া) সুরবালা আমার বড় সাধের শিখণ্ডিবাহন—আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব—আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন—আর কেঁদ না দিদি—তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া) কবে আস্‌বে—তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার জীবনযাত্রার কল্যাণ। (মুখচুম্বন।) তুমি আর কেঁদ না কল্যাণ, আমি যদি মহারাজকে বল্‌তে পারি আমি কালই আস্‌ব।

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্ত্তে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন মণিপুর-মহারাজ যখন তোমাকে কাছাড়-সিংহাসনে বসাবেন সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ কর্‌বেন।

শিখ। আমার সে কথা স্মরণ আছে। বিবাহের কথা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; মহারাজ জানেন আমি জয়ন্তী পর্ব্বতে বাম-জঙ্ঘা দর্শন কর্ত্তে এসিচি।

বউ। লাতজামাই বামজঙ্ঘা দেখলে ভাল, শিখণ্ডিবাহলের দর্‌শলে পর্‌শলে মুক্তি।

শিখ। সুরবালার হাস্যমুখখানি চিকণ মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে।

সুর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে। রণকল্যাণীর কাঁচা প্রাণ তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্ত্তে পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ,

বুঝালে বুঝবে না, নাবে না, শোবে না, ঘুমাবে না, কেবল বসে কাঁদবে।

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।

রণ। না শিখণ্ডিবাহন সুরবালা বাড়িয়ে বলচে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। মণিপুরমহারাজের শিবির

রাজা এবং সমরকেতুর প্রবেশ

রাজা। কবিরাজ মহাশয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ। অদ্য মহিষী একবারও মূর্চ্ছিতা হন নি; মহিষী সম্যক্ সুস্থা হয়েছেন। পরমানন্দে মকরকেতনের ছেলেটি লয়ে খেলা কচ্চেন। সে সকল কথার চিহ্নও নাই। সে সকল কথা যে বলেছেন তাও তাঁর কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সম। পরম সুখের বিষয়।

রাজা। শান্তিরক্ষককে কি লিখেছ।

সম। ধনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট হতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ করে লয় এবং সে সমুদায় অবিলম্বে আমার নিকটে অবিকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট রাণীর স্থানে নষ্টলোক লেখে।

রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলো দেওয়া অসম্ভব নয়, অন্য লোকের চক্ষে ধূলো না দিতে পাল্যেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি আমার সত্যপ্রিয় মকরকেতনের চক্ষে ধূলো দেওয়া যাবে।

সম। চেষ্টা করা যাক্ যত দূর সফল হওয়া যায়। মকরকেতন শিখণ্ডিবাহনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভক্তি করে, শিখণ্ডিবাহন তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রমাণ হয়, সে আনন্দে উন্মত্ত হবে; অন্য কোন বিষয় আন্দোলন কর্‌বে না।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ করে, সতত মকরকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত স্বভাব, যদি সূচ্যগ্রে তার গর্ভধারিণীর কোন দোষ শুনতে পায় সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

সম। মহারাজ নির্ভয়ে থাকুন, আমি মকরকেতনের স্বভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। সে পৃথিবীর কাহাকেও মানে না কিন্তু শিখণ্ডিবাহনকে পূজা করে। শিখণ্ডিবাহন অনুরোধ কল্যে সে নিজ মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারে। শিখণ্ডিবাহনের স্নেহবাক্যে মকরকেতনের ঔদ্ধত্য সমতা প্রাপ্ত হবে।

রাজা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন?

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড়সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর-সিংহাসন মকরকেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করেছে, তিনি একপ্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধি করা হয় বোধ হয় তাঁর স্থির সংকল্প।

শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শিখণ্ডিবাহন, বক্রেশ্বর এবং পারিষদগণের প্রবেশ এবং উপবেশন

শশা। মহারাজ একখানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখেছেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি পাঠ।)

> প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়-বীরত্ববিভূষিত রাজশ্রী রাজাধিরাজ মহারাজ গম্ভীরসিংহ অলৌকিক ভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু
>
> ভ্রাতঃ!
>
> অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড় রাজধানীর যাবতীয় অমাত্য পরমানন্দ সহকারে সম্মতি দান করেছেন। অস্মদ আপনার অনুগত, বশীভূত, পরাজিত; ভবদীয় প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন; কাছাড়-সিংহাসনে শিখণ্ডিবাহনের

অধিবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম অভিমত। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্-নিষ্পত্তি নাই। হে ভ্রাতঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, কল্য প্রাতে মদীয় দীনভবনে আপনি সপরিবারে স্বদল সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, শিখণ্ডি-বাহনকে কাছাড়-সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন, পরিশেষে উভয় রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উভয় রাজা একত্রে আহার করিবেন। একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম॥ ইতি॥

অনুগতানুজ রাজশ্রী বীরভূষণ।

রাজা। চমৎকার লিপি।

সম। ব্রহ্মাধিপতি সমুদায় সৈন্য সামন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেছেন, অবিশ্বাসের কারণ নাই।

রাজা। লিপিখানি সরল চিত্তে চিত্রিত।

শশা। পরাজিত ভূপতি কৌশলাবলম্বী; লিপিখানি সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য না হতে পারে।

সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের অভিপ্রায় কি?

শিখ। লিপিখানি সম্মানে পরিপূর্ণ; সরলতালেখনীতে লিখিত।

সর্ব্বে। ব্রহ্মাধিপতি অনুতাপে পরিতপ্ত, সারল্যাবলম্বন অনুতপ্ত চিত্তের মুক্তি।

রাজা। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত। বক্কেশ্বরের মুখে এত হাসি কেন?

বক্কে। ভ্যালা লিপি লিখেছে মহারাজ; যে দুটো কথা পৃথিবীর সার সে দুটোই লিপিতে বিরাজমানা; সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে, ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো?

বক্কে। "আহার" আর "ভোজন"। ব্রহ্মাধি-পতির চমৎকার বর্ণবিন্যাস—"ভোজন বন্ধুতার জীবন।" ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচকেরা বল্‌তে পারেন ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্লে ভাল হত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাচি; কাব্য-কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে ভন্ করে সেইখানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা-শ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি"।

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন"।

বক্কে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে?

বক্কে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায় তিনিই সত্য বন্ধু। ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন।

সত্য বন্ধু হতে চাও,
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পংক্তিগুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বক্কে। লিপির পংক্তিগুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদি-সম্মত?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশা। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড় রাজধানী

রাজসভা। মধ্যস্থলে শূন্য সিংহাসন, দক্ষিণ পার্শ্বে বীরভূষণ, ব্রহ্মসেনাপতি, ব্রহ্মাধিপতির পারিষদগণ এবং কাছাড়ের অমাত্যগণ ও বাম পার্শ্বে রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, মকর-কেতন, বক্কেশ্বর এবং মণিপুরের পারিষদগণ আসীন

ব্রহ্মসেনা। (বীরভূষণের প্রতি) মহারাজ! আমি পরাজয়ে জয় লাভ করিছি; পরাজয়ের কল্যাণে বীরকুলাভরণ শিখণ্ডিবাহনের অকৃত্রিম প্রণয় লাভ হয়েছে। শিখণ্ডিবাহনের সুমধুর স্বভাব যিনি অবগত হয়েছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন, শিখণ্ডিবাহনের প্রণয়ের সঙ্গে একটা রাজত্বের বিনিময় হয় নয়।

বীর। শিখণ্ডিবাহন তোমার প্রধান শত্রু, শিখণ্ডিবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে মণিপুর-শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন; তোমার মুখে যখন শিখণ্ডিবাহনের এমন বর্ণনা তখন শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

প্র, অমা। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহনের আন্তরিক মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েই ত আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব শিখণ্ডিবাহনকে অর্পণ কর্ত্তে সম্মত হলেন।

রাজা। মহতেই মহত্তের অনুরাগী হয়। মহারাজ মহদাশয়, আপনার সম্মান এবং স্নেহ-গর্ভ আহ্বানে আমি যার পর নাই অনুগৃহীত এবং সম্প্রীত হইচি। আপনি আমাকে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবন্ধ কর্‌লেন। আপনার আপত্তি অতীব অনুকূল।

বীর। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বক্তব্য আছে।

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এইখানেই আগমন কর্‌বেন।

রাজা। তুমি কি সুবর্ণকৌটা দেখেছ?

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুন্‌লেম কৌটাটি নষ্ট হয় নাই।

রাজা। আমি ভিন্ন সে কৌটা আর কেহ খুল্‌তে পারে না। আমি যদি সে কৌটা প্রাপ্ত হই আর তার ভিতরে যদি মণিপুর-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ গজমতি মালা পাই তা হলে আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বীর। মহারাজের সকল কথা আমার বোধগম্য হচ্চে না।

রাজা। মহারাজ! সকলেই অবগত আছেন আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র সূতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধনী দাই এ অপহরণের মূল। ধনী দাই জীবিতা আছে। আমার অনুজ্ঞানুসারে মণিপুরের শান্তিরক্ষক ধনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে লিপিবন্ধ করে পাঠ্‌য়েছে।

বীর। সে লিপি কোথা?

শশা। আমার নিকটে।

রাজা। সভার সমক্ষে লিপি পাঠ কর।

শশা। যে আজ্ঞা। (লিপি পাঠ।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সমরকেতু সেনাপতি মহোদয়
অমিত প্রতাপেষু।

অনেক অনুসন্ধানের পর ধনমণি ধাত্রীকে ধৃত করিয়াছি। আপনার দ্বিতীয় অনুজ্ঞা আগত না হওয়া পর্য্যন্ত ধনমণি বিহিত প্রহরি-পরিবেষ্টিত কারাগারে নিহিতা। ধনমণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজপুত্রাপহরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ করিল; কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লীর প্রান্তভাগে নিবসতি করিত। কাহারও সহিত কথা কহিত না, কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম" বলিত। ধুনী দাই যেরূপ বলিল তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনী দাই। আমার বয়েস সাড়ে সতের গন্ডা। আমি রাজবাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড়রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড়রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্যেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড়রাণী ময়ূরচড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোনার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে কোন নষ্ট লোক আমাকে সোনার সাতনরী দিয়ে বল্যে সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়। আমি সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দুসরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড়রাণীর কোলে দিয়ে আসি. তখনি বিন্দুসরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোনার কটো পড়ে থাক্‌ত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্লেন ধুনী তোরে দশছড়া সোনার সাতনরী দিচ্চি তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়, তিনি আমার সঙ্গে বিন্দুসরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায় ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না, আমায় কত গাল দিলেন, বল্যেন সোনার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলেচিস। আমি কত দিব্বি কল্যেম তা তিনি শুন্‌লেন না, আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম আমি তাকে তখনি বল্‌তেম, তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম এখন বল্‌তে ভয় কত্তেম না, কারণ এখন আমি যমের বাড়ী যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইচি, কেবল পথ পাচ্চি না।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন কি ত্রিপুরা ঠাকু-রাণীর গর্ভজাত পুত্র?

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্যেই ভাল হয়।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র নন। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মণিপুরে ছিলেন, তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি পরে তীর্থ দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করলে দেখা গেল তাঁর অঙ্কে শিখণ্ডিবাহন তাঁর পুত্রস্বরূপ শোভা পাচ্চেন।

সম। তখন শিখণ্ডিবাহনের নাম শিখণ্ডি-বাহন ছিল না। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী শিখণ্ডি-বাহনকে কুড়ান চন্দ্র বলে ডাক্‌তেন। আমার কাছে যখন ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কুড়ান চন্দ্রকে শিক্ষার নিমিত্ত দিলেন আমি তার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহিত হলেম এবং কুড়ান পরিবর্ত্তে শিখণ্ডিবাহন নাম দিলাম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী উপস্থিতা, তাঁর নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রবেশ

সর্ব্বে। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রতি) মা আপনি সভামণ্ডপে উপস্থিতা। মণিপুর-মহীশ্বরের এবং ব্রহ্মদেশাধিপতির অবস্থানে সভা অমরাবতীর সভার ন্যায় শোভা পাচ্চে। আপনি মহারাজদ্বয়ের সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করে সত্য কথা ব্যক্ত করুন। শিখণ্ডিবাহন আপনার গর্ভজাত পুত্র কি না এবং যদি গর্ভজাত পুত্র না হন তবে কি প্রকারে শিখণ্ডিবাহনকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে বলুন।

ত্রিপু। আমি চিরদুঃখিনী, আমি বড় আশা করে রইচি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর কর্‌ব; আমি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দেবার কত চেষ্টা কর্‌লেম, একটি পাত্রীও বাবার মনোনীত হল না।

শিখ। মা আমি যদি আপনার গর্ভজাত পুত্র না হই তাতে আপনার সংসারসুখের ব্যাঘাত কি? আমি আপনার যে পুত্র সেই পুত্রই থাক্‌ব, আমি আপনাকে যাবজ্জীবন জননী বলে ভক্তি কর্‌ব, আমার স্ত্রী আপনার দাসীস্বরূপ আপনাকে পূজা কর্‌বে।

ত্রিপু। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে তুমি যে আমার গর্ভজাত পুত্র নও তা বল্‌তে আমার বুক ফেটে যায়।

শিখ। মা যদি আপনার অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, বল্‌বেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পুত্র বলে এত কাল পরিচিত, এখনও তাই থাক্‌ব। আমি দুঃখিনীর পুত্র, স্বীয় বাহুবলে রাজ্য লাভ করে দুঃখিনী মাতাকে রাজমাতা করে পরম সুখী হব।

ত্রিপু। বাবা তুমি চিরজীবী হয়ে থাক এই আমার বাসনা। তোমার মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন সার্থক, মরণকালে তোমার হাতের এক গন্ডুষ জল আমার মুখে পড়্‌লেই আমার স্বর্গ লাভ হবে। বাবা আজকের রাজসভা আমার পক্ষে প্রভাস তীর্থ, যশোদার মত আজ আমি গোপাল হারালেম, এত সাধের শিখণ্ডিবাহন আজ আমার পর হল।

রাজা। দিদি ঠাকুরুণ! আপনি কাঁদেন কেন? আপনি সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, শিখণ্ডিবাহন আপনার কখন পর হবে না।

শিখ। মা আপনার যদি মনে কষ্ট হয় আপনি কোন কথা প্রকাশ কর্‌বেন না।

ত্রিপু। বাবা আমার মনে কষ্ট হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্যে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, সেই জন্যেই মহা-রাজের সমক্ষে আমি সকল কথা ব্যক্ত কর্ত্তে সম্মত হইচি।

শশা। মা আপনি ত সেনাপতি মহাশয়কে সকল কথা বলেছেন; এখন মহারাজের সমক্ষে আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে মহারাজকে সুখী করুন।

ত্রিপু। শিখণ্ডিবাহন আমার গর্ভজাত পুত্র নন।

সর্ব্বে। নীরব হলেন কেন? শিখণ্ডি-বাহনকে তবে কি প্রকারে পেলেন।

ত্রিপু। মহারাজ! বৈধব্য যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই, আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তেম না, কোন কথায় কাণ দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ কর্‌লেম যে কদিন বেঁচে থাকি তীর্থ দর্শনে জীবন

যাপন কর্‌ব, আর সুখশূন্যে ঘরে ফিরে আস্‌ব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রিযোগে একাকিনী তীর্থযাত্রা কর্‌লেম। বিন্দু সরোবরের তীর দিয়ে গমন কর্‌চি, এমন সময়ে সদ্যোজাত সন্তানের রোদন শব্দ শুন্‌তে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখ্‌লেম একটি ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদ্‌চে এবং ছেলের পার্শ্বে একটি সোনার কৌটা রয়েছে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটি কোলে করে নিলেম, এবং সোনার কৌটাটি তীর্থযাত্রার ঝুলিতে বাঁধলেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন কর্‌লেম। বাড়ীতে ফিরে আস্‌বের বাসনা ছিল না। শিশুটি পাঁচ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের মত দেখাইতে লাগ্‌ল, তার মিষ্ট কথা শুন্‌বের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত। এক দিন এক জন সন্ন্যাসী শিশুটি অবলোকন করে আমায় বল্যেন মা এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌ছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে, আপনি বাড়ী ফিরে যান, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখ্‌বেন আমার উক্তি ফলবতী হবে। এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ান চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডিবাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভাল বাস্‌তেন আমার এক এক বার সন্দেহ হত, হয় ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্প দিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের অনুগ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন, কাছাড় যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন, আজ রাজত্বে অভিষিক্ত হবেন।

শশা। সোনার কৌটাটি কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোনার কৌটাটি খুল্‌তে পার্‌লেম না, বোধ হয় কৌটাটি খোলা যায় না। ভাব্‌লেম শিখণ্ডিবাহনের স্ত্রীকে কৌটাটি যৌতুক দেব।

সম। কৌটাটি এনেছেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা। কৌটাটি আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ) এ সুবর্ণকৌটাটি আমার, এক জন যুবা সুবর্ণকার স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়, আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই, কৌটার চাবি নাই, কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতি সহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতিমালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটি বড় রাণীর হস্তে সূতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটার তালা উদ্ঘাটন।) এই দেখুন সেই গজমতিহার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতিমালা প্রদান।) আমার প্রমীলা যদি আজ জীবিতা থাক্‌তেন, প্রাণপুত্রের মুখচুম্বন করে চরিতার্থা হতেন। বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেম। তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার রণপাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতিমালা দিতে বাসনা করেছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ প্রাণ পুত্র বলে দান কর্‌লেম। আমার সুখের পরিসীমা নাই। কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্‌তেম শিখণ্ডিবাহন পাটরাণী প্রমীলা দেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধিপতির আপত্তি খণ্ডন কর্‌তে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল, ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন জারজ সত্ত্বেও শিখণ্ডিবাহনকে রাজা কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলেন, এক্ষণে প্রমাণ হল শিখণ্ডিবাহন মণিপুরের যুবরাজ, ব্রহ্মেশ্বর বোধ করি এখন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌তে পরম সুখী হবেন।

বীর। আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য। বড়-রাণীর সদ্যোজাত শিশু কোন নষ্ট লোকের কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নষ্ট লোকটা কে?

সম। তা জেনে প্রমাণের কোন পোষকতা হবে না, প্রমাণের পোষকতার কোন আবশ্য-কতাও নাই।

বীর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুরমহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তার প্রচুর প্রমাণ হয়েছে। রাজবাড়ী হতে রাজপুত্র অপহরণ অতীব আশ্চর্য্য, এই জন্যে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি নষ্ট লোকটা কে?

শশা। নষ্ট লোকের নাম বোধ করি ধনী ব্যক্ত না করে থাক্‌বে।

বীর। ধনী দাই যেরূপ অসঙ্কুচিতচিত্তে সত্য কথা বলেছে তাতে নষ্ট লোকের নাম গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সর্ব্বে। নষ্ট লোকের নাম উল্লেখে উপস্থিত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, কিন্তু কাহারো না কাহারো মনে ব্যথা জন্মিতে পারে।

বীর। মহারাজ জানেন কি না? আপনার বদন অতিশয় বিরস হল, মার্জ্জনা কর্‌বেন আমি প্রশ্ন রহিত করলেম।

মক। মণিপুরমহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন নষ্ট লোকটা কে, কেবল কলঙ্কের ভয়ে বল্‌তে সাহস কচ্চেন না।

সম। মকরকেতন তুমি কি কথা না কয়ে থাক্‌তে পার না; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে সেখানে তোমার বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?

মক। প্রয়োজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নষ্ট লোক মণিপুর-মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপীয়সী জননী—(ধরণীতলে পতন)।

রাজা। সমরকেতু আমি যে ভয় করে-ছিলেম তাই ঘট্‌লো, মকরকেতন মূর্চ্ছিত হয়েছেন। (মকরকেতনকে ক্রোড়ে লইয়া) বাবা মকরকেতন তুমি স্থির হও, তুমি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না, তোমায় কাতর দেখলে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মক। পিতা আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হয়েছে, পিতা আমার আশা আপনি পরিত্যাগ করুন, আমি এ পাপজীবনে এই দণ্ডে জলাঞ্জলি দেব—আমায় অনুমতি দেন আমি পাপীয়সী জননীর মস্তক ছেদন করি। আমায় ছেড়ে দেন আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। পিতা আমি সকল সহ্য কর্ত্তে পারি, পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের ঘৃণা কর্ত্তে পারি না। (রোদন)

শিখ (মকরকেতনের গলা ধরিয়া) মকর-কেতন তোমায় আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাস্‌তেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত সহোদর।

মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জন্ম বলে আমায় ঘৃণা কর্‌বেন না—আমি পাপাত্মা, তোমার সহোদরের যোগ্য নই।

শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে দেখ্‌চি যে। তুমি স্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে পরমসুখে রাজ্য কর্‌ব। তুমি মণিপুরের রাজা হবে, আমি কাছাড়ের রাজা হব।

মক। দাদা আমায় আর রাজ্যের কথা বল্‌বেন না। আমি পাপাত্মা, আমার জননী—

শিখ। আবার ঐ কথা। তুমি কি আজ আমার উপদেশ অবহেলা কল্যে?

মক। দাদা আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আপনাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বলেচেন আমি তাই কর্‌চি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বল্‌বেন তাই কর্‌ব, কিন্তু দাদা আমার এক ভিক্ষা, আমায় কখন রাজা হতে বল্‌বেন না; মণিপুর রাজ্যও আপনার, কাছাড় রাজ্যও আপনার, আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেছ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি, তুমি রাজা হলে আমার মনে যত আনন্দ হবে আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না! ভাই তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা আপনি আমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুনুলেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। দ্বেষ।

সর্ব্বে। ব্যঙ্গ।

বক্কে। হাঁড়ি গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর।

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন?

বক্কে। আপনি আস্তা না করে যে জন্যে বর্ম্মা পণি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝতে পাল্যেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন।

বক্কে। এ অভিপ্রায় কখন প্রকৃত হতে পারে না।

বীর। কেন?

বক্কে। তা হলে ফলারের যা আয়োজন করেছেন সব বৃথা হয়ে যাবে। আয়োজন ত সাধারণ নয়—চন্দ্রপুলির হিমাচল, খিরচাঁপার নৈমিষারণ্য, কাঁচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির রাম-রাবণে যুদ্ধ, পায়েসের জলপ্লাবন, চিনির বালিআড়ি।

বীর। আমি প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিছি।

বক্কে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল—

সম। মহারাজ স্পষ্ট করে বলুন আমরা সেইরূপ কার্য্য করি।

বক্কে। মহারাজ এখন ভোজনের সময়, ভোজন সমাপন করুন তার পর ভোজনান্তে এ কথার মীমাংসা হবে।

বীর। এতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আছে।

সম। ব্রহ্মাধিপতির মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

বক্কে। তা হলে অত চন্দ্রপুলি গড়ে উঠ্‌তে পার্‌তেন না।

শশা। আপনার অভিপ্রায় কি প্রকাশ করে বলুন আমরা আমাদের শিবিরে চলে যাই।

বক্কে। না খেয়ে? মন্ত্রী মহাশয় মানুষ খুন কর্ত্তে পারেন।

বীর। বক্কেশ্বর আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি তোমায় আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব না।

বক্কে। মহারাজের কথাগুলিই চন্দ্রপুলি—মনে কপটতা থাক্‌লে মুখ দিয়ে এমন সরল চন্দ্রপুলি নিঃসৃত হয় না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজের স্কন্ধ হতে দুষ্ট সরস্বতীকে দূরীভূত করুন, নিদেনে ভোজন পর্য্যন্ত।

সর্ব্বে। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের অধিপতি কর্‌তে মহারাজের কি যথার্থ্যই অমত?

বীর। সম্পূর্ণ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের হাস্য বদন দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি। এরূপ রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখে শিখণ্ডিবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন বড় আশ্চর্য্য।

শিখ। পিতা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে মহারাজ বীরভূষণ মণিপুর-বীরপুরুষদিগকে আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন ভ্যালা লোক বাবা, আচ্ছা অনুধাবন করেছে। আমার বোধ হয় ভোজনের জায়গা হচ্চে।

সম। মহারাজ কি আমাদিগকে আপন বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন?

বীর। সম্মানের পাত্রকে কি কেউ অবজ্ঞা করে থাকে?

বক্কে। বিশেষ ভোজনের সময়।

সম। তবে মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসনে অধিরূঢ় হতে সম্মতি দান করুন।

বীর। জীবন থাক্‌তে হবে না।

সম। (তরবারি নিষ্কাশন করিয়া) তবে যুদ্ধ করুন।

বীর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে নাই।

সম। তবে কর্‌বেন কি?

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা কর্‌ব।

সম। আপনার জামাতা কে?

বীর। মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র শ্রীমান্‌ শিখণ্ডিবাহন — (মণিপুররাজাকে আলিঙ্গন।) ভাই তুমি আমার বৈবাহিক, তোমার "কমলে কামিনী" আমার প্রাণাধিকা দুহিতা রণকল্যাণী। শিখণ্ডিবাহন শাস্ত্রমত আমার এবং মহিষীর সম্মতিতে রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করেছেন।

রাজা। ভাই তুমি আমার সুখের সাগর উচ্ছলিত কল্যে। আমার "কমলে কামিনী" রাজকন্যা, আমার "কমলে কামিনী" ব্রহ্ম-দেশাধিপতির দুহিতা, আমার "কমলে কামিনী" প্রাণাধিক শিখণ্ডিবাহনের সহ-ধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ? কি আনন্দ! কি আমোদ! ভাই মাকে একবার সভামণ্ডপে আনয়ন কর, পুত্রবধূর পবিত্র মুখ অবলোকন করে জন্ম সফল করি।

সর্ব্বে। আজ আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা —"কমলে কামিনী" ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা, যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মপত্নী, কি আনন্দের বিষয়। সকল বিগ্রহের এইরূপে সন্ধি হলে ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না।

বক্কে। এ ত সন্ধি নয়, কলহ নিমগাছে মিলন আম্রফল—না হবে কেন, নিমের গুঁড়িতে জগন্নাথের ভুঁড়ি নির্ম্মিত হয়, যাঁর কল্যাণে উদর পূরণে জেতের বিচার নাই।

রণকল্যাণী, সুরবালা এবং নীরদকেশীর প্রবেশ

বীর। ও মা রণকল্যাণি তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী, বীরকুলপূজনীয় শ্রীমান্‌ শিখণ্ডি-বাহন তোমার স্বামী, রাজকুলপূজনীয় মহারাজ মণিপুর-মহীশ্বর তোমার শ্বশুর। শিখণ্ডি-বাহন মণিপুরমহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। (রণকল্যাণীর প্রণাম।)

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ।) মা তুমি আমার রাজলক্ষ্মী। "আমার কমলে কামিনী" আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিখণ্ডি-বাহনের সহধর্ম্মিণী। পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রার্থনা করি তুমি জন্মএয়স্ত্রী হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সুখের সময় সকলি সুখময়। বসন্তকালে তরুরাজি সুকোমল পল্লবে বিভূষিত হয়ে নয়নে আনন্দ প্রদান করে, কুসুমরাজি বিকসিত হয়ে পরিমল বিতরণে নাসিকাকে আমোদিত করে, বিহঙ্গম-কুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, স্রোতস্বতী সুবাসিত স্বচ্ছ সলিলদানে তাপিত কলেবর শীতল করে। আজ আমার সৌভাগ্যের বসন্তকাল, বীরকুলকেশরী শিখণ্ডিবাহন আমার পুত্র হলেন, অমিততেজা ব্রহ্মাধিপতির সর্ব্বলোক-ললামভূতা দুহিতা আমার পুত্রবধূ হলেন, দুর্দ্দম অরাতি ব্রহ্ম-মহীপতি আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশ-সঙ্কুল বিগ্রহের বিনিময়ে উন্নতিসাধক সন্ধি। বৈবাহিক মহাশয় তুমি ধন্য, তোমা হইতেই এ পূর্ণানন্দের উদ্ভব।

শিখ। রণকল্যাণি ইনি আমার স্নেহময়ী জননী, তুমি যাঁকে দেখ্‌বের জন্যে গোপনে আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, আমার জননীকে প্রণাম কর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে রণকল্যাণীর প্রণাম।)

ত্রিপু। (রণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ আমার নয়ন সার্থক, আমার শিখণ্ডিবাহনের বউ দেখ্‌লেম। এমন ভুবনমোহন রূপ ত কখন দেখি নি; মা আমার সত্য সত্যই "কমলে কামিনী"। মা তুমি শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে রাজসিংহাসনে বস আমি দেখে চরিতার্থ হই।

রণ। মা আপনি রাজমাতা, আমি আপনার দাসী, আপনি রাজধানীতে স্বর্ণসিংহসনে বসে থাক্‌বেন আমি রাত্রি দিন আপনার পদসেবা করব।

ত্রিপু। মার আমার যেমন রূপ, তেমনি মধুমাখা কথা। শিখণ্ডিবাহন যে আমাকে এমন বউ এনে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। বাবা শিখণ্ডিবাহন আজ আমার জীবন সার্থক হল। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন; শিখণ্ডিবাহনের এবং রণকল্যাণীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে স্থাপন, মকরকেতন রাজছত্র ধরিয়া

দণ্ডায়মান।. নেপথ্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও উলুধ্বনি।)

শিখ। ভাই মকরকেতন, তুমি রণকল্যাণীর বাম পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন কর।

মক। না দাদা আমি রাজছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

রণ। ঠাকুরপো, সিংহাসনে এসে বস। (মকরকেতনের সিংহাসনে উপবেশন।) সুরবালা! সুশীলাকে নিয়ে এস।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমরকেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এ সব পরিচয় আমাকে দিয়েছেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ

রণ। এস দিদি সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর। (সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন, উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি।)

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন না, তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাক্‌তে হবে, কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হল আমার কথার অন্যথা হয়েছে; রাজ্ঞী রণকল্যাণী সত্যই কবি-বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমাসুন্দরী তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এমন রূপের উপযুক্ত গুণ থাক্‌লেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে।

শিখ। কেন?

বক্কে। জয়দেব অধ্যয়নে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতীর দাঁতের পাটি প্রস্তুত কত্তে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অঙ্গ শীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি?

শিখ। রণকল্যাণী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখ্‌তে পারেন।

বক্কে। সম্বৎসর শিবচতুর্দ্দশী!

শিখ। কেন?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে হাঁড়ি সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়্‌তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধু।

সুর। রণকল্যাণী বামন ভোজন করাতে বড় ভাল বাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা—এমন রাজ্ঞী নইলে রাজসিংহাসনে শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী; সুরবালা তুমিও গুণবতী নইলে এমন গুণগ্রহণশক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা বোকা-রাজার পড়ো বাড়ী

ভোঁদার প্রবেশ

ভোঁদা। কত পন্থায় ফিরি, তা কে বুঝবে? এই যে বিচারপতি বলদপঞ্চাননকে অভিনন্দনপত্র দেবার অভিসন্ধি করেছি, এতে আমার কত উপকার, তা আমিই জানি, সবই কি বিবাদে জয় পতাকার পথ? সকলে জান্‌তে পাচ্ছে, আমি একজন কম নই; দিশী কাগজ-ওয়ালারা যেমন আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত করেন, তেমনি জব্দ; ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশ্‌লেম আর ছেলেপিলেগুলোর সহায় হলো। তবে এক মুখে দুই কথা ছেপ্‌ ফেলে ছেপ্‌ গেলা, এই একটু দোষ, তা ব'লে এত উপকার গা দিয়ে ঠেলতে পারি নে।

গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাত হাটের কাণাকড়ি এবং হুতোম পেঁচার প্রবেশ

গোমা। মহাশয়, সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, কিন্তু তা ব'লে কি তাতে শামুক-গুগ্‌লী থাকে না? কলিকাতা সুবিবেচক, বিদ্যা-বিশারদ, দেশহিতৈষী লোকের আবাসস্থান বটে, কিন্তু তা ব'লে কি দুটো একটা লম্বোদর স্থূলবুদ্ধি গবারাম নাই যে, আমার অভি-নন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে? দেখুন, প্রায় দুই হাজার সহি হয়েছে।

ভোঁদা। চিরজীবী হও বাপু, বড় বাধিত হলেম, ভেবেছিলেম যে, মলা গুলেছি, তা বুঝি উদরস্থ কত্তে পাল্লেম না; কিন্তু বাপু, তোমার কল্যাণে শুধু উদরস্থ নয়, পরিপাক করবো।

গ্যাঁটাগোঁটা। মহাশয়, আমার শাদা রাজ-হাঁসের পাকনার জোরে আমি একা এক সহস্র, বেটার টু রেণ্‌ ইন্‌ হেল্‌ দ্যান্‌ সর্ভ ইন্‌ হেভেন—আমাদের দলের নাম হয়েছে "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" ভালই, আপনাকে এই দলের মস্তক বল্‌চে, আমাকে এই দলের সপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌ছে। মানের কথা বল্‌বো কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ জান্‌তো না; এখন আমার কাগজের নাম দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে।

স্বার্থকদাস। আমি তোমাদের অমতে চল্‌বো না। কিন্তু যথার্থ কথা বলতে হয়, তোমাদের যদি নাম বাহির কর্‌বের ইচ্ছাই ছিল, তুমি কেন বাগবাজারের বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে আগুন দিলে না? এমন ক'রে মলে কেন? সে দিন যাকে বঙ্গদেশবিদ্বেষী বলিয়া বক্তৃতা কল্লে, আজ তাকে কি ব'লে অভিনন্দন দিতে যাও? আমি পেটের দায় নাম লিখেছি।

সাত হাটের কাণাকড়ি। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন; জল পড়ে ছাতা ধরি—ভোঁদা মহাশয় যখন এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তখন কিছু না কিছু হবেই। চিল্‌টে পড়্‌লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। কিন্তু এক-মণ তুলা ভারী কি এক মন নোয়া ভারী, প্রশন উপস্থিত হচ্চে। আমরা যত নাম কেন স্বাক্ষর করি না, ভাব পেঁৗছিচ্চে না।

ভোঁদা। ভাবে আসে যায় কি? লোকে তো বুঝবে, আমরা যেটা ধরেছিলেম, সেটা সম্পাদন করেছি, ভেঙ্গে তো বেরিয়েছি।

স্বার্থক। ও ভাঙ্গাতে দল ভাঙ্গে না। গাছ সতেজ হবে ব'লে মরকুটে ডালগুলো কেটে দেয়, কুকুরের অনেক ছা হলে জঘন্য দেশে গোটাকত মেরে ফেলে, কারণ, ভাল শাবকগুলি তা হলে অপর্য্যাপ্ত আহার পেয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গ-সমাজের শুভ সাধন হয়েছে।

ভোঁদা। এ সব এখানে বল্‌চো—বলো, অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো না—আমরা কিসে কম, আমাদের দলে না আছে কি? হুতোম পেঁচা মহাশয় যে ওষ্ঠ ফাঁক কচ্চেন না?

হুতোম। পেঁচা প্যাঁচপোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো, তা যদি আমার বুঝেবের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আন্‌তে যেতেন না।

স্বার্থক। হুতোম পেঁচা বড় লক্ষ্মী পেঁচা, যে যা বলে, তাই শোনে। আর

বিলম্বের প্রয়োজন নাই. কাল বিচারমন্দিরে সাক্ষাৎ হবে।

হুতোম। আমি যেতে পার্‌বো না. বলদ-পঞ্চাননের মুখ দেখ্‌লে আমার সাবেক কথা সব মনে পড়্‌বে. আর অমনি ব'লে ফেল্‌বো. আমার স্বাক্ষর হাতের. মনের নয়।

স্বার্থকদাস। ডিটো।

সাত হাটের কাণাকড়ি। ডিটো।

গোমা। ওঁরা না যান. নাই যাবেন—বলদ-পঞ্চানন কেবল ভোঁদা. গোমা. গ্যাঁটাগোঁটা এই তিন জনকেই চেনেন। এঁরা গেলেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচারমন্দির

বলদপঞ্চানন আসীন

বলদ। আশার সংসার বুঝি হলো না হলো না।
ভোঁদা. গোমা. গ্যাঁটাগোঁটা এখন এলো না॥
সুখ্যাতি লিখন ভাগ্যে নাহিক আমার।
অন্যায় অখ্যাতি তাই করিনু সবার॥
সেই হেতু বঙ্গবাসী মহোদয়গণ।
সুশীল সুবোধ যারা দেশের ভূষণ॥
অবহেলা তারা সবে করিল আমায়।
মুখ-দোষে মুখপানে কেহ নাহি চায়॥
মেটাতে দুধের স্বাদ ঘোলের কেঁড়েয়।
বেড়ে বেড়ে বেঁড়ে বেঁড়ে ধরেছি এড়েয়॥
ভোঁদা গোমা গ্যাঁটাগোঁটা হয়ে একযোট।
বেঁধেছে অপূর্ব্ব "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ"॥
তারাই করিবে পার নিন্দাপারাবার।
এই কি ছিল মা গঙ্গে কপালে আমার॥

ভোঁদা, গোমা ও গ্যাঁটাগোঁটার প্রবেশ

ভোঁদা। হে বিচারপতি. আমাদের সংখ্যার অল্পতাদৃষ্টে আপনি মনে কোন ক্লেশ বোধ করিবেন না। আপনার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট. কেবল পাঁকুই ধর্‌বের আশঙ্কায় সকলে এলেন না, বিশেষ এপিডেমিকে মানুষ ক'মে গিয়েছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুর বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।

পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমকরুণয়া
পশ্যতি দৃশা.
পরাপত্যাম্বেষী স্বসুতমপি নো পালয়তি যঃ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো,
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসঃ কেনচিদপি॥

কোকিলের কত দোষ. কালো বর্ণ. রক্তিমাবর্ণ চক্ষু. পরের সন্তানের প্রতি দ্বেষ. স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালন করে না. তথাপি এই কোকিল সকল জগতের প্রিয়পাত্র, সেটা কেবল মধুর স্বরের গুণে। আপনি আমাদের চোর বলেছেন. ডাকাত বলেছেন, জালসাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচ-জাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ ভুলেও এক দিন কোন পাঠশালা দেখিতে যান নাই. কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সেই যে আপনি বিচারাসনে ব'সে, দাড়ী নেড়ে. মেজ চাপ্‌ড়ে, গাইবাচুরে সুরে তান মাত্তেন, তাতে সকলেই মোহিত হয়ে যেত, আপনার ধান ভান্‌তে শিবসঙ্গীত আরো ভাল লাগ্‌তো। আমরা আপনাকে যে অভিনন্দনপত্র দিতে এসেছি, তা এই—(অভিনন্দনপত্র পাঠ)

"বাঙ্গালীর নামে অগ্নিশর্ম্মা বলদপঞ্চানন
বিচারপতি শ্রীউরোতেষু
এলে লক্ষ্মী গেলে বালাই
দেশ বাঁচ্‌লো বাপ।
কোন কালে কেউ দেখে নি
এমন কলির কাপ॥
সাধ্যমতে বাধ্য কল্লে নতুন বিচার করে।
যশোপত্র কল্লে লাভ জনকতকে ধ'রে॥

বলদপঞ্চানন। উন্‌পাজুরে লক্ষ্মীছাড়া
বরাখুরের দল।
যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল॥
গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥

ভোঁদা। (জনান্তিকে বলদপঞ্চাননের প্রতি) ছেলেদের জন্য একটু সুকতলা দিয়ে যাবেন।

(প্রকাশ্যে)
চল ভাই ঘরে যাই পালা হলো শেষ।
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান্ মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়, ফরাসি-প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব-বিনির্ম্মিত ঘু ঘু ঘড়ী, কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ; কারণ, কালান্তক মহোদয় এক দিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরাজি দশ ঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর; বোধ হয়, অমরাবতীপ্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালাললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তিমান্ দেখা যাইতেছে। নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতিহস্ত-পরিমাণ আশীবিষসদৃশ বক্রনল-সঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত তমাকনিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য পি, এণ্ড ও কোম্পানির ষ্টীমারে ভীয়া ব্রিণ্ডিসি একখানি সরকারী চিটি এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই 'জরুরি' শব্দাঙ্কিত।"

রাজার অনুমতি অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারী লিপিখানি অগ্রে পাঠ করিলেন, যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত
সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ যমরাজ
মহোদয় অপ্রতিহতপ্রতাপেষু।

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণপূর্ব্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দীন, শিশু স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেন্ট আমার অমিততেজে অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্যে দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিতগুলিন কাহাদের অধিকার?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন ইংরাজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা'— রণজিতের এতদ্ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য।

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ
শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে, তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ"চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা—

"দুষ্টদমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ মহোদয় অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু।

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সাব-ডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাঠিয়াল, সড়্‌কিওয়ালা, গড়্‌গোয়ালা, দেশোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে একজন গড়্‌গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাতাটি দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিল যে, আপনকার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টারের লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারিবাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কাম্‌রায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি একপাটায় ঢাকা আছে। যদি পত্র পাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।"

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপরনাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে! না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য! ধূর্ত্ত জমীদার-কর্ম্মচারীরা দিবসদ্বয়পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্ট-মেন্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন? এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই রজনীমধ্যে নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।" আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র চিত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নায়েব রক্ষিত হওনের পর, পতনবাবুর কর্ম্মকারকেরা জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিসের সবইন্‌স্পেক্টার জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটি স্থানান্তরিত করিল, চারপায়াখানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়কারোগ-সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে; নাসিকাটি লম্বা; অল্প মঙ্গোলীয়ান কট্ বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর; গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণতারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচিসদৃশাক্ষমালা; বাহুতে

ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্তচন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলির যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটী। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতাহেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটওয়ারিগিরি কর্ম্ম করিয়া একবার মাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চুনের গুদামে এবং বারত্রয় মাত্র সরকারি জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি দূর মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটি বিষম বকেয়া, ডালার উপর আদ ইঞ্চি পরিমাণে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; বাম পার্শ্বে একটি ছিদ্র হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আরসুল্লা গমন করিয়া একখান কান-ফোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলে, ভবিষ্যদাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য ছিদ্রটি গালা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জন্মাবধি কোন অংশে পেতলের সাজ নাই। পুরাকালে একখানি পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহু কাল হইল অপসৃত হইয়াছে। বাক্সের মুখ-প্রান্তে একটি শ্বেত চন্দনের, একটি রক্ত চন্দনের, একটি হরিদ্রার অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য—এক দিস্তা সাদা কাগচ, একটি কলম-রাখা বাঁশের চোঙ্গা, তাহার মধ্যে তিনটি কঞ্চির কলম, একটি খাকের কলম, একটি শজারুর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের ছুরি আর আদখানি কাঁচি, সাতখান কান-ফোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া-মোড়া খাতা, একটি চুনের পুটলি, একখানি খাপ-খোলা আর একখানি খাপ-সংযুক্ত চসমা; একটি গলাসি দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকাল মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; তাললয়বিশুদ্ধ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ ফরর্-ফরর্-ফরর্-ফরাৎ নাসিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজ-প্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চার-পায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনানন্তর পুনর্ব্বার চারপায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সৌধসমীপে ঝাউ-গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারীতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আট জন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচন্ড চড় মারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন,—"ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এই দন্ডে তোদের কাছারিবাড়ীতে আগুন দিয়া খান্ডবদাহন করিয়া যাইব। আমার প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুন্ডপাত করিব।"

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী নদীগর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়া-পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, এক জন ঊর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খট্টাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "এ কি ভীষণ ব্যাপার! কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল, "মশাই গো, এটা চৌধুরীদের কাছারি-বাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্‌তি গিয়েলাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিচি; মারামারি করবেন না, আর মোরে ঝা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগচ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, "আমাকে যম-রাজের সমক্ষে লইয়া চল।" বেহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাতকার্য্য সম্পাদন করণানন্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুলচিত্তে বাহকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "কর্ত্তামশাই, পেল্‌য়ে যাও, পেল্‌য়ে যাও, আর অক্ষে নেই, মাল্লে মাল্লে, বৈতর্ণীর ধারে একজন বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বে, এক চড়ে আট্টা কাহার ঘাল করেছে।" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাস আনিয়াছিস কি না?" বেহারা কহিল, "নব ঠাকুরকে কনে নুকয়েচে, তার অন্দি সন্দি পালাম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।" যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন যমকে পাঠালে কে?" বেহারা বলিল, "সে আপনি এয়েছে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাক্সবাহক সমভিব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন; যথা—

"ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি
কৃতান্ত মালম করিবা।

শ্রীসদাশিব।

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতার দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ড করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ; ন্যাড়ামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে; তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েক জন অল্পবেতন-ভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।"

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্তজ মহাশয় কখন্ চার্য্য লইবেন?" দত্তজ উত্তর দিলেন, "এই দণ্ডে।" চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগজ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন; এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক পারিষদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তিবিস্ফারিতবদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমাওয়াশীল বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজুতানির দাম বাকি আছে, সেগুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহাখরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি এ বিষয় ভগবান্ ভবানীপতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।" পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে যে বরারম্বর আছে, তাহার একটি সরকারি আর একটি

আমার নিজ খরিদ; যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "তুমি দুটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।" পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নূতন যম সভাভঙ্গ করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ্চ, আফিসযান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জ্জিত হইবে, অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড়-মানুষের বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একজন ডেপুটি কালেক্টরের প্রয়োজন; এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্‌ভেয়িং জানেন না।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি সর্‌ভেয়িংপারদর্শী একজন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।" যমালয়ের বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যারপরনাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন; কারণ, ছাত্রেরা জমাওয়াশীল বাকি লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্‌বিদ্যাম্বয়োন্নতিসাধক দুইটি নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁসপাতাল, পাগলা-গারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ হয় না; শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; বৈতরণীতীরে ঋত্বিক্‌-মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দীও সেইরূপ; তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যিনি যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদরপরিধি চতুর্দ্দশ গজ দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং ঢিবিযুগলে বিভক্ত; সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত ঊর্দ্ধ্ব সিন্দুররেখা, ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত; নাসিকা নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একটি নত দুলিতেছে, নতটি কুম্ভকারচক্রপরিমাণ মোটা, নোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়াবিশেষ; দাঁতগুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর্‌ কর্‌ করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে; কালিন্দীর ত্বক্‌ মসৃণ নহে, হাতীর গায়ের মত খস্‌খসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেশবিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশীখান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি চুনরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আধ মণ সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল; প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মুখামৃত-সহযোগে অভ্রখণ্ড-সমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশগাছা মল। ঘু ঘু ঘড়ীতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণ-পূর্ব্বক ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া অপরিচিত স্বামি-সন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়নমন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্‌লারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে। শয্যার নিকটে

কয়েকখানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁতগুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, “কল্যাণি, তুমি কে?” কালিন্দী বলিল, “আমি যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।” কুড়রাম ভাবিলেন, “এই বারে গেলেম, যদিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না; মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে; কি কৌশলে ও রক্ত-বীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল; স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল।” কালিন্দী কুড়রামকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, “প্রাণবল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই,
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ী,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ী,
তুমি বোল্‌তা আমি চাক্‌,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালী,
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন, “শোভনে! তোমার বচনপীযূষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধযজ্ঞফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু হরিষে বিষাদ। আমার গণীভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী-সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারু-হাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটি পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিতমনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটি চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্ন-প্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন, রাজ-মহিষীর প্রিয় পানের মসলা; স্বামিবশীভূত-করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদা-প্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদচ্যুত যম বিষণ্নবদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ-জননী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, “বাবা যম, এ দুর্ভিক্ষসময়ে তোমার কর্ম্মটি গেল, এ রাবণের পুরী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজকাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব প্রবল।” যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন; কহিলেন, “ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত কালের কর্ম্ম কখনই একেবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ, লক্ষ্মী ঠাকুরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না। আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করিবে; তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিল্পকার্য্য জানি, জুতা, টুপি, মোজা বিনাইয়া তোমার সাহায্য

করিব।" জননীর সাহসবাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া উড়ানিখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠনঠনের জুতা যোড়াটি পায় দিলেন, তার পরে একগাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরকবলয়, পায়ে চারগাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোনার গোট, কণ্ঠে দুনর মুক্তামালা, মস্তকে সজলজলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরেঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাচপোকা-দুলতুল্য দোদুল্য নীল পান্না। ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুকটুক করিতেছে। একখানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদাস্ত ফিন্‌ফিনে ধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী দুর্গেশনন্দিনী অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েষার বিষাদ আলোচনা করিতেছেন; এমত সময় যমরাজজননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজজননী আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোকপ্রতিপালিনী; আমার যমের প্রতি দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদখানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, যমের কর্ম্ম গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না; তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজ-জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক; মা, আপনি মনে করিলে সর্কাল করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে কদিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমায় অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজজননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরি-চারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, একবার "ওহো বেটা, ওহো ও বেটা" বলিয়া গাত্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্র গ্রীবা অব-লোকন করিতেছেন; এমত সময়ে বিন্দী আসিয়া উপর-আদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, "আসামি হাজির, দণ্ডবিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ-রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছ।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম

ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে, সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক, যখন তুমি তাহার ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে; আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" লক্ষ্মীর অলককুন্তলে একটি দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিস্মার্ক ব্রাউভার্ণর ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ি যোজনা করিলে নারায়ণ আরোহণপূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্তসরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুতি পরোয়ানাখানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়ীও সপ্তসরোবরোদ্যানে পেঁাছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থা দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সম্মান সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময়?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সে কি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন; অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে না কি?" বিষ্ণু কহিলেন, "যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব পদচ্যুত করিয়াছেন, এই পরোয়ানাখানি পাঠ করুন।" ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া বলিলেন, "যমের এ বিপদ্ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া-ছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক্ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে, পরশ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্যশৈথিল্য, সদাশিবের ত দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।" বিষ্ণু কহিলেন, "যম আপনার সন্তান, সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানু-গত, বহুকালের চাকর, উঁহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচারসংগত হয় না।" যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্ চতুর্ম্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অভিপ্রায় কি?" দয়াপয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন,

"মার্জ্জনা করা।" ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বরভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, "ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচ মিনিটে আসিবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বাবাজি, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে; বিশেষ, সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার ত অবিদিত কিছুই নাই, অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আটটা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।" যম ব্রহ্মা বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টর্ডাহিট্লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।" ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকী আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূলচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিত, শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠদেশের ঘামাচি মারিতেছেন। গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন, ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভর্ৎসনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জ্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ "ব্রেভো নন্দী" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমনপ্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত করিয়া অভিনব শয্যা রচনাপূর্ব্বক স্পন্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়্কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি আপাদমস্তক গস্নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত, নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাচের ঝোল দিয়া চারিটি ভাত দেয়।" ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনতমুখী হইলেন; শিব কহিলেন,—"ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধিরস্তু অ আ হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর, দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।" ব্রহ্মাকে সম্বোধন

করিয়া ভগবতী বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি ও'র কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্টপ্রহর আমার সহিত ঐরূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ও'য়ার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?" মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।" ভগবতী কহিলেন, "তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।" বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভগবতি, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা, তাহার কাছে যাও।" ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?" ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে, আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মদাদির নিকটে অখণ্ড্য বলিয়া পরিগণিত। আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মরুন্নিভ চিরপ্রবাহিত: অতএব হে বদান্যতা-বারাংনিধি, বগলাবল্লভ! অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা, এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন দিন বলিবেন, আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।" ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ "সদাশিব" স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, "এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা ছিল না।" যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছ?" যম উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর-নিকেতনে গমন করিতে হইবে"। বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্ত কত আসিয়াছে?" যম উত্তর দিলেন, "জনপ্রাণী না, কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংশালয়ে হাতে মাতা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক জন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।" বিষ্ণুর মতে বহ্বারম্ভ অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের

কারাগারগুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দিগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্দ্বারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃংখল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।" চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিতচিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে সে নিযুক্ত. তাহার কারাবাসানুজ্ঞা আপিলে খন্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন. "আমার নাম হুকুম. তোমার নাম তামিল. তোমাকে যে হুকুম দিতেছি. তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে. তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।" কুড়রাম কম্পিতহস্তে রায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামন্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দন্ডায়মান রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু. তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?" কুড়রাম উত্তর দিলেন, "প্রভো, আমি লোচনপুর কাছারির আটচালায় শয়ন করিয়া ছিলাম, যমপ্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌঁছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায়সম্পত্তিহীন, কি করি, অবশেষে কাগচ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামটি জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্ক-শেখর নীলকণ্ঠ! দক্ষযজ্ঞবিনাশনমার্জ্জনীয়-মহেশ্বর! অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন. "বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ. অতএব দ্বীপান্তরস্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারিবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু. মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে তো? নাকে কাণে খত দাও. আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না। যমকে ভর্ৎসনা করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন. লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

পোড়া মহেশ্বর

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়া মহেশ্বর-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য-কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতপটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল, বোধ হয় বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশত্রয় পশ্চাতে পতিত হইলে, খলসির বিল নামে একটি সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপরনাই পরিপাটি; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা নির্ম্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ, সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টি-গোচর হয়। কুন্দ কুমুদ কহ্লার কুবলয় কমলসমূহে জলাশয়টি অতিসুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম এক স্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ। জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক্ পদ্মপত্রে আবৃত, সেখানে বোধ হয় পদ্মপত্রবিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভা; নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুম-সৌরভামোদিত শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতি দিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপে পক্ষী সঞ্চরণ করে; তাহাদিগকে নিধনকরণাভিলাষে সময়ে সময়ে কিরাতস্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

খলসির বিলের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে সরাবপুর গ্রাম; অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বাসিন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়া মহেশ্বর বিরাজিত। পূর্ব্বকালে একটি সুদীর্ঘ মন্দির ছিল; তন্মধ্যে পোড়া মহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির সম্যক্ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিকা স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, এই স্তূপোপরি পোড়া মহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়া মহেশ্বর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত, হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই, একখানি সুগোল শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটি বর্ত্তুলবৎ। পোড়া মহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা প্রতীতি হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া লড়াইলে শিবের শরীর ঢক্ ঢক্ করিয়া লড়িতে থাকে। পোড়া মহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি যে বৃহৎ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়া মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে। কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল, তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিম্বদন্তী, পোড়া মহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেব-

দুর্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইল একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পর্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের সম্মুখে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘকলেবর; প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় রূপ, শ্বেত কুন্তল এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়দণ্ড, বাম হস্তে কমণ্ডলু, গাত্রে গাছের বল্কল। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্তও করেন না, দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, রবশূন্যবদনে, অবিচলিতচিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে, স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবধ্বংসে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসি-সম্বন্ধে নানারূপে অদ্ভুত কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কথা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর ঘাট হইতে দুইটি কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদয় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসনখানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিতসিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, লোকে দুদ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুদ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, সুমিত্রার দুদ যেন বটের আটা। রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা যাচ্ঞা করে, তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁটাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্তবস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁটাল দিল; ভ্রমরার বিলে বা'চ হইতেছে, শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা, জাল, পলো, দ'ড়ে, ঘুনি লইয়া মাচ ধরিতেছে, একটি আঁশমাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না, সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনা-বৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, গাছপালা লতা পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে, সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে ফটিক জল, ফটিক জল বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা বাম-লোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য-হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহর্নিশ দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্র-বসনধারিণী সুমিত্রা সগৌরবে বলিলেন, "হতভাগিনি বন্ধ্যে! অচিরাৎ পুত্রবতী হও" সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ্যার প্রসববেদনা; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না; জননী সে জন্য যারপরনাই দুঃখিনী, চালপড়া, জলপড়া, মাচ-পোড়া, বার্ কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যার শেকড়, কন্যার বাম চরণের রেণু, জামাইকে কত খাওয়াইলেন, বশীকরণমন্ত্র যেখানে যাহা ছিল, সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা কয় না, সুমিত্রা-প্রদত্ত রক্তবসনের একগাছি দশী জননী অতীব

ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সুমিত্রা-সম্বন্ধে আর একটি অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাঞ্চনবরণ চিকুর-গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুগ্ধের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী, পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী; সুমিত্রা সতী বলেই হউক, কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কাণাকাণি করে নাই; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিতসিক্তবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেত-ভূমি পরিহারপুরঃসর উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য ম্যাজেন্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।

দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথসময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্টা সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে অশ্বত্থ মহীরুহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশান-বিহারী ভূত পেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোনো মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাগত অপদেবতাদিগের সহিত তড়্‌বড়্ করিয়া কথা কহিতেছেন। যমরাজ গৃধিনীযুগলপ্রযোজিত অশ্ব-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশমশ্রু মামদো ভূত শকটের সারথি; উদ্বন্ধনে মৃত মানবের নাড়ী ভুঁড়ীর বল্‌গা; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ; নরশিশুমুণ্ডাবিমণ্ডিতমস্তামালালঙ্কৃত যুবরাজ মহারাজের সমভিব্যাহারে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে যমরাজ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষোবিলম্বিত ধবলচামরবৎ শমশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড়্ বিড়্ করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন; দামু ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণানভিজ্ঞা; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম্ম নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া কহিলেন, "হে ভূতকুলশিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্যমন্ত্রি ব্রহ্মদৈত্য মহোদয়! এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি এক প্রকার রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বোধ হয় বাবাজীর মত দুটি নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন।" সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ, তোমার বয়স কত?"

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান?

যুবরাজ। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বয়ের বয়স কত?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি?

যুবরাজ। নিশিথে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয়?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শট্‌কেতে কিঞ্চিৎ কম মজ্‌বুত, আঁতুড়ঘরে আরশুল্যায় বাবাজীর মস্তিষ্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘুঁটে-বুদ্ধি!

যমরাজ। যুবরাজ ঘুঁটে-বুদ্ধি বটেন; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতা-পল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ-সহকারে সৌরভবিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা; পরশ্রীকাতর, পাষণ্ড, নির্দ্দয়, নীচাত্মারা কাননের কোমল পত্র ছিন্ন করে, বসন্তানিলান্দোলিত মুকুলভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকশিত কুসুমসমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাতাঘাতে নিপতিত হয়, যে সকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং অসংলগ্নদাম হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জ্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষণ্ড, তোমার গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্ব্বনাশামোদী, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগবান্ ভোলামহেশ্বর ভাঙ্‌ধুতুরায় নিশি-যামিনী বিভোল, দূরপ্রদেশের শাসনপ্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটি তোমার অতিশয় ভ্রম; তোমার দৌরাত্ম্য, তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে; সেই দণ্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী, অকালমৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকাল-মৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যনুসারে এক আষাঢ় দণ্ডাঘাতে তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব! কল্য প্রাতে লোকে দেখিবে দুটি দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না। আমার জানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন, আমি প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ, তুমি হস্তিমূর্খ; তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, অকালমৃত্যু বীরদম্ভে বিহার করিতেছে, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত,—বিচারালয়ে নবীন বিচারপতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনী শুষ্ক জিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকাভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর শত শত উদাহরণ দিতে পারি, তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত, অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল

সন্ধান করিয়াছ; যে সকল মানবের জীবন-পাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে,—মীনহট্ট নামে বারমহিলাপল্লীতে দেখিলাম, একজন অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপেট জুতা, কোমরে সোনার গোট, গোট হইতে সোনার চাবিশিকলি লম্বমান্, মাসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে' মালা, দন্তে গোলাপী মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাসিলেন, স্বৈরিণী অমনি একটি কুসুমগোচ্ছা তাঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল—দাঁতগুলি কৃত্রিম!

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ,—তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠ তণ্ডুল তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার ষোড়শ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্ত্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটি যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটি রূপার ষোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমত নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ শ্বশুরকে গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়শটি বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে!

যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অহিতাচারের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পার, এই দণ্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। এক দিন সমস্ত দিন স্বকার্য্য-সাধনানন্তর সন্ধ্যাকালে শমনবাণটি মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ শিমুল গাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে কন্দর্প কাকা সেখানে উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটি ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমুল ফুলের কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাঁড়ীচাঁচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতে যাইতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ ঠাকুরদাদার রথ-চক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমনবাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায় অপ্সরা-মনোরঞ্জন বেশবিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ?

যুবরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্চি না।

সন্ন্যাসী। তুমি অদ্য শিমুল বৃক্ষে ফুলবান লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বাণের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমুল বৃক্ষের নিকট যায় না।

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমত সময়ে রাখালেরা অশ্বথ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু-আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটি হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহ্বর রাখালদিগের নয়নগোচর হইল, অমনি তাহারা দৌড়াইয়া দূরে পলায়নপরায়ণ হইল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাদুলি, মস্তকে কেশবিন্যাস করিয়া ঝুঁটি বাঁধা, তাহাতে সোণার পুঁটে, কর্ণে কুণ্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগকে যারপরনাই ভীত করিল, তাহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা, অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদ্ঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে এক দিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-করনিকরে অবনীদগ্ধবৎ পুষ্করিণীর, নীর সীতাকুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ-আতপ-তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস-সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে;—এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্তমস্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল যে, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" কৃষকেরা, রাখালেরা, গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একটি অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জ্বালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে, "সেই পাগল ব্যাটা রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, সন্ন্যাসী এক দিন বড় বড় কাষ্ঠের কুঁদা, স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল, যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সেই সমুদয় পাঁজা সাজানের ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে

লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারাগ্নি-কুণ্ড-দগ্ধ-লৌহবৎ পার্ব্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধিশালী অনল-জ্বালা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতীব কাতরতাসহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, “কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।” গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইত বলিয়া এবং প্রত্যহই পাগল সন্ন্যাসীর ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিত না, অদ্যও সকলে সেই ব্যাপার স্থির করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করিল না; মহাদেব নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রদোষকাল উপস্থিত; কাঞ্চনকান্তি সূর্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিমগ্ন; বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গমন করিতেছে: গাভীদল দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগত; ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে; বামাকুল পরিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে গোলায়, গোয়ালঘরে, তুলসীপিড়িতে দীপ দেখাই-তেছে। এমন সময় প্রবল হুতাশনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মূর্দ্ধদেশ-নিহিত স্পর্শমণি ছিটকাইয়া সমীপস্থ ক্ষেত্রোপরে নিপতিত হইল। তন্দণ্ডে সে স্থলে একটি হ্রদোৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্ত্যভিলাষে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বত্থমূলে অনাহারে কাল যাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্ব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশে সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই নবোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হওয়ায় স্পর্শমণি প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্তিমান্ হইল। সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলনপূর্ব্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগ্রত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দীনবন্ধু-জায়া অন্নদাসুন্দরী

কিরণ   সুশীল   জ্যোতিষ   শরৎ   দীনবন্ধু   তমালিনী   ললিত   বঙ্কিম   চারু

সুরধুনী কাব্য

"Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me."—*Coleridge*.

ভিষক্-কুল-পঙ্কজ-সবিতা
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি
হৃদয়সন্নিহিতেষু।

সহোদর-প্রতিম মহেন্দ্র!

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক,—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোহর—ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়নকালাবধি তুমি আমার পরম বন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্ত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে বিপুল বিভবপ্রদ এলোপাথি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্ত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয়দর্শন! উল্লেখিত প্রিয় দর্শনটি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। তোমার মহত্ত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ স্বরূপ আমার সুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্নহৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

প্রথম ভাগ

প্রথম সর্গ

কবিতা-কুসুম-মালা শোভিতা ভারতি!
দীনে দয়া বীণাপাণি কর ভগবতি!
বিবরণ বলো বাণি! শুনিতে বাসনা,
কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না;
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
সে কালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী—
এখন বাজায়ে বীণা তুমি একবার,
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার।

হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর;
তুষারমণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর,
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ অম্বর—
ধবল ধবলগিরি উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর,
শীত-ঋত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম।
নদনদী হ্রদ উৎস সলিল প্রপাত,
শোভা করে শৈলবরে সব শৈলজাত,
পৃথিবী-পিপাসা-নাশা জলছত্র জ্ঞান,
অকাতরে গিরিবর করে নীর দান,
অবনীর নীর প্রয়োজন অনুসারে,
ভূরি ভূরি বারি ভরা ভূধর ভাণ্ডারে।
ভাণ্ডারের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছ জলে,
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে,
কিয়দংশ পরিপূর্ণ সজল জলদে,
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে।

এই মহামহিমালয় হৃদয় কন্দর,
জাহ্নবীর জন্মভূমি জনে অগোচর।
শিশুকাল হয় গত পিতার ভবনে,
যুবতী হইলে সতী পতি পড়ে মনে।
জীবন যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল,
বিষম বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বিঁধিল।
একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা,
বাম করে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তল দল, সজল নয়ন,
হতাদরে নিপতিত সিন্দুর চন্দন,
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল—
কাঁদিছে বিষণ্ন মনে, নিতান্ত চঞ্চল।
হেন কালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়,
"এ কি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয়!
"কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন,
"কার জন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন,
"মাতা খাস, মরামুখ দেখিস্‌ সজনি,
"সত্য বলো কিসে তুমি বিরসবদনী,
"কেন চুল বাঁধো নাই, পর নি ভূষণ,
"কিশোর বয়সে কেন বেশে অযতন,
"অবাক্‌ হয়েছি হেরে লেগেছে চমক্‌,
"কাঁচা বাঁশে ঘুন সই, কোরকে কীটক?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে—
বলিলেন ভাগীরথী "শুন পদ্মা সই—
"বেশভূষা অভাগীরে সাজে আর কই,
"বৃথায় জীবন মম বৃথায় যৌবন—
"বনে ফুটে বনফুল বনে নিপতন—
"দেশান্তরে রহিলেন পতি পারাবার,
"দেখা তাঁর, দূরে থাক্‌ নাহি সমাচার।
"আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তর,
"তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর,
"তাই সখি এত দিন ভুলে আছি কান্ত,
"সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, দুর্ল্লভ নিতান্ত—
"তুমি মম প্রাণসখী বিশ্বাসের স্থল,
"বিকশিত তব কাছে হৃদয়কমল,
"শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়,
"বিনা প্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়,
"পতিহারা সতী সই জীবিত কি রয়?
"অনিল অভাবে দীপ নির্ব্বাপিত হয়।"

নীরবিলা সুরধুনী, পদ্মা হাসি কয়,
"পেলেম প্রাণের সখি ভাল পরিচয়;
"কেমনে পড়েছে কাল, লাজে যাই মরে,
"কচি মেয়ে কাঁদে মা গো! পতি পতি করে,
"আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী,
"করি নাই কখন ত হা পতি যো পতি—

"টলটল করে জল বিশাল নয়নে,
"সাগর সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে,
"কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি কাঁদ্ মন দিয়ে,
"বিচ্ছেদ অনল যাবে এখনি নিবিয়ে।"

ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়—
"তোর কি কৌতুক সখি সকল সময়!
"রঙ্গ ভঙ্গ দে লো পদ্মা করি লো মিনতি,
"জীবন নিধন ধনি বিনা প্রাণপতি।
"পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ,
"কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ?
"বিরহিণী পাগলিনী, ব্যাকুল হৃদয়,
"পতিদরশনে যেতে নাহি লাজ ভয়,
"পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর,
"কোমল মালতী, বর্ম্ম দুর্গম বন্ধুর;
"স্নেহভরা সহচরী তুই লো আমার,
"কেনা রব চিরদিন, কর উপকার।"

জাহ্নবীরে ধীরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিণী,
বলিল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহিনী—
"কেঁদ না কেঁদ না ধনি সুরধুনি সই,
"ব্যাকুলা হেরিলে তোরে দিশেহারা হই,
"প্রচন্ড প্রবাহ ভরে পয়োধি আলয়ে,
"আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে,
"পাবে পতি পারাবার পতিতপাবনি,
"পূজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী,
"হেরিবে পতির মুখ জুড়াইবে প্রাণ,
"উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু সন্নিধান,
"কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাক লো সুন্দরি,
"সাগর গমন যোগ্য আয়োজন করি—
"পরাধীনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন,
"শৈশবে অবলা বালা পিতার অধীন,
"যৌবনে যুবতী গতি পতি অনুমতি,
"স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী;
"অতএব অম্বু-অঙ্গ বিবেচনা হয়,
"হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়,
"অনুমতি লয়ে তাঁর উভয়ে মিলিয়ে,
"চপল চরণে যাব সাগরে চলিয়ে!"

এত বলি চলে গেল গঙ্গা উন্মাদিনী,
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকিনী,
"নিবেদন," বলে গঙ্গা, "শুন গো আমার
"তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার,
"যৌবনে ভরেছে অঙ্গ পতি নাই কাছে,
"বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে,
"হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি,
"পতি কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী,
"ঘরেতে রাখিলে গঙ্গা ঘটিবে জঞ্জাল,
"কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল?"

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ,
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ;
হেন কালে হিমালয় গিরিকুলেশ্বর,
হাসি হাসি তথা আসি চুম্বিয়ে অধর,
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর বচনে—
"কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চন্দ্রাননে,
"কি বিষাদ হৃদিপদ্ম হৃদিঅধিকারী,
"আমি ত অর্দ্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি।"
মেনকা কহিল কথা বিস্ময় হৃদয়ে—
"কি আর বলিব নাথ মরিতেছি ভয়ে,
"ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জ্বালা মার,
"কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার,
"পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে,
"কেমনে জীবিতনাথ ভাত উঠে গালে?
"অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল,
"কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি কুল,
"দাসীর বিনতি পতি কাতর অন্তরে,
"জাহ্নবীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।"

হিমালয় মহাশয় স্বভাব গম্ভীর,
বলে "প্রিয়ে বৃথা ভয়ে হয়েছ অধীর,
"অমূলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়,
"কেন কন্যা করিবেন অধর্ম্ম আশ্রয়?
"শিক্ষিতা সুশীলা বালা তনয়া রতন,
"পতিব্রতা সতী সাধ্বী সদা ধর্ম্মে মন,
"পিতা মাতা পাদপদ্ম ভক্তি সহকারে,
"করে পূজা দিবানিশি বসি অনাহারে।
"হিতৈষী দুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ,
"কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ,
"বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী,
"এমন অঙ্গজা কভু, আনন্দ-আননি,
"করিবেন হেন হীন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর,
"যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অন্তর?
"কলুষিত হবে যাতে ধর্ম্ম সনাতন?
"দূরীভূত কর প্রিয়ে চিন্তা অকারণ—

"পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে,
"আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে,
"যে দিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন,
"পর ঘরে যাবে মাতা হবো সুখহীন।"

অতঃপর চারি দিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন।
সজল নয়নে রাণী মেনকা তখন,
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন.
শৈবাল চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল কোরক মালা গলে পরাইল,
সুগোল মৃণাল করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল মালা মেখলা উদয়,
প্রবাহ পাটের শাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁসি কৌতুকেতে কয়,
"যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির হৃদয়,
"তোলপাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ,
"ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলাইবে অর্দ্ধেক ভূষণ।"
স্নেহভরে গিরিরাণী চুম্বিয়ে বদন,
বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন—
"প্রাণ যে কেমন করে করি কি উপায়,
"এত দিন পরে মা গো ছেড়ে যাস্ মায়?
"শূন্য ঘর হলো মম ফুরাইল সুখ,
"কারে কোলে লব মা গো চুম্বে চন্দ্রমুখ,
"দুবেলা মা বলে মা গো কে ডাকিবে আর,
"ভাল মাচ্ ঘন দুধ মুখে দেব কার—
"চিরদিন সুখে থাক স্বামীর সদনে,
"হাতের ন ক্ষয় যাক্ পাল দশ জনে,
"রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে,
"জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে,
"সুপুত্র প্রসবি কেতু দেহ স্বামিকুলে,
"অক্ষয় সিন্দুর মাতা পর পাকা চুলে।
"রহিল জননী তোর বিষণ্ন হৃদয়ে,
"মা বলে মা মনে কর সময়ে সময়ে।"

বেশ ভূষা করি গঙ্গা সজল নয়নে,
প্রণাম করিল আসি ভূধরচরণে;
অপত্যস্নেহের ভরে গলিয়ে ভূধর,
নিপাতিত অশ্রুবারি করিল বিস্তর,
জাহ্নবীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয়
বলিলেন সকরুণ বচননিচয়—

"স্নেহময়ি মা জননি জাহ্নবি সুশীলে,
"অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে?
"সম্বরিতে নারি মা গো অন্তররোদন,
"রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন?
"কে বেড়াবে আলো করি শিখরভবন?
"কে চাহিবে নিত্য নিত্য নূতন ভূষণ?
"পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়,
"আর কি দেখিতে মা গো পাইব তোমায়?
"প্রমদা পরম গুরু পতি মহাজন,
"সেবিবে তাঁহার পদ করি প্রাণপণ,
"যা ভাল বাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে,
"সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণপণে,
"কখন স্বামীর আজ্ঞা কর না লঙ্ঘন,
"পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ দরশন।
"যদি পতি করে মাতা, কুপথে গমন
"বল না সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
"বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল,
"দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল,
"কৃষ্ণপক্ষ ক্ষপাকর কলেবর প্রায়,
"ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়;
"করিবারে পতি কদাচার নিবারণ—
"ধর পন্থা, স্নেহ, ভক্তি, সুধা আলাপন,
"কান্তের চরিত্র কথা জেনেও জেন না,
"বিমল প্রণয় সহ কর আরাধনা,
"তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে,
"অতি সমাদরে কর করেতে করিয়ে
"মিষ্ট ভাষে মন্দরীতি কর আন্দোলন,
"অনুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামিমন,
"সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি—
"পতিকে সুমতি দিতে ঔষধ রমণী।
"শ্বশুর শাশুড়ী অতি ভক্তিভাজন,
"তনয়ার স্নেহে দোঁহে করিবে যতন,
"ভাশুরে করিবে ভক্তি সরল অন্তরে,
"কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে,
"যা-গণে বাসিবে ভাল ভগিনীর ভাবে
"স্বীয় ক্ষতি সহ্য করে কলহ এড়াবে।
"পতির বয়স্য বন্ধু আদরের ধন,
"ভাসিবে আনন্দনীরে পেলে দরশন,
"যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময়,
"পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়,
"আতিথ্য করিবে স্নেহে সোদর আদরে,
"কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে।

"সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, সরম,
"অঙ্গনার অলঙ্কার অতি মনোরম,
"ভূষিত করিবে বপুঃ এই অলঙ্কারে,
"আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে।
"বেলা যায় বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
"স্মরিয়ে পরম ব্রহ্মে কর মা গমন,
"প্রিয় সখী সহচর আছে তব যত
"তোমার সেবায় তারা রবে অবিরত,
"তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন,
"অতিক্রম কর গঙ্গা গোমুখী তোরণ;
"প্রেরিব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন,
"পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন।"

অশ্রুনীরে ভাসি গঙ্গা সুমধুর স্বরে
কহিল সরল বাণী, সম্বোধি ভূধরে—
"বিদরে হৃদয় পিতা মরি ভাবনায়,
"কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়!
"সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
"ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেক না ভুলিয়ে,
"পথ চেয়ে হব রত দিন গণনায়,
"যত শীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়,
"বিলম্বিত-স্নেহরজ্জু-সম সর্ব্বক্ষণ
"সংমিলিত তব পদে রহিল জীবন।"
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে,
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে—
"মা আমারে মনে কর," বলিল নন্দিনী,
"না হেরে তোমারে আমি হবো পাগলিনী,
"কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়,
"বাবারে বল মা, মোরে আনিতে ত্বরায়।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী মেনকা তখন,
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ,
বলে "মা কেঁদ না আর কেঁদ না কেঁদ না,
"সহিতে পারি নে আর হৃদয়-বেদনা,
"সেই ঘর সেই দোর কর চিরদিন,
"কেঁদ না কেঁদ না মুখ হয়েছে মলিন—
"কোল শূন্য হলো, শূন্য হইল ভবন,
"মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন—"
অতঃপর পদধূলি করি রাণী করে
জাহ্নবীর শিরে দিল অতি সমাদরে।

প্রণতি জননীপদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাতরথ মনোরথগতি।

মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ,
অযুত জীমূত শব্দে প্রপাত পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী কম্পিত শরীর।

তুষারমণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
শৈল কুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল,
করিতেছে ধপ্ ধপ্ ভীম দরশন,
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ,
শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
নামিয়াছে তুষারশলাকা আভাময়,
তুষারশলাকাপুঞ্জ তুষারপ্রাচীরে,
শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটির শিরে।
সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে,
শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

দ্বিতীয় সর্গ

প্রস্তর আকীর্ণ বর্ত্ম মহাভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর,
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয় গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গম্ভীর গর্জ্জনে।
অভিমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান,
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়,
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়,
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়,
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়—
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তরনিকর,
অহঙ্কারে উচ্চ শিরে হয় অগ্রসর,
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত,
কলুষ-নাশিনী-নীরে হলো নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথ্বীতলে,
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে—
হেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল,
চমকে দাঁড়ায় কূলে বিষাদে ব্যাকুল,
বিরস বদনে মনে ভাবে এ কি দায়,
এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেথায়।
করিরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দিল,
কুঞ্জর প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল।

কোথাও প্রস্তরযুগ জাহ্নবীর জলে
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকারে বলী মহাবলে,
তার মধ্য দিয়ে স্রোত অতি বেগে ধায়,
কল কল করে জল পাথরের গায়।
সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত,
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত,
ভাসিছে হাসিছে দ্বীপ জাহ্নবীজীবনে,
বিপিন বিটপী তায় নাচিছে পবনে।
কোথায় স্বভাব সুখে বসিয়ে নির্জ্জনে,
খোদিয়ে সুন্দর শিলা নিপুণ যতনে,
নির্ম্মিয়াছে তটযুগ তটিনীর তল,
স্বভাবের গর্জ্জাগিরি আরাধ্য কৌশল।
কোথাও বিরাজে বালি সোণার বরণ,
মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড সুখদরশন,
সুনয়নী কুরঙ্গিণী ভ্রমিছে তথায়,
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়,
শার্দ্দুলের পদচিহ্ন বালির উপর,
চপল নয়ন তাই অধীর অন্তর।

চলিতে চলিতে গঙ্গা অতি বেগভরে
বিষ্ণুপ্রয়াগেতে আসি পৌঁছিল সত্বরে,
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাকিনী সতী,
পালিতে যথায় হিমালয় অনুমতি,
সহচরীরূপে আসি দিল দরশন,
জাহ্নবী করিল দুয়ে সুখে আলিঙ্গন।
তিন বেণী এক ঠাঁই অতি মনোহর,
যার যোগে হলো বিষ্ণুপ্রয়াগ সুন্দর।

বিষ্ণুপ্রয়াগের পর পতিতপাবনী,
শ্রীনগরে উপনীত করি মহাধ্বনি—
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়,
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়,
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে,
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
কোন দ্রব্য আঁখি আর দেখিতে না পায়।
পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী
উপনীত হরিদ্বারে তরিতে মেদিনী।

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার,
ধরায় স্বর্গের দ্বার তীর্থ হরিদ্বার।
"হরিদ্বার" নামে ঘাট "হরের সোপান"
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান।
"কুশাবর্ত্ত" ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ,
কুশহস্তে ভক্তিভাবে করিছে তর্পণ।
বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার,
"হরিদ্বারে" "কুশাবর্ত্তে" দিতেছে সাঁতার,
কেহ মালসাট মারি কাঁপায় জীবন,
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন,
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়।
কৌতুকে কামিনী এক কাণে নীল দুল,
কষিত-কাঞ্চনকান্তি কিবা চাঁপা ফুল,
পিঠে দোলে একা বেণী গলে মতিমালা,
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা,
আহ্লাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস বদনে,
শিলায় সোপানে বসি ডাকে মীনগণে—
"এস এস সোণামণি জাদু রে আমার
"চাল চানা চিঁড়ে মুড়ি এনেছি খাবার।"
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়,
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়,
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল,
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল,
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল
বামকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল।
ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে,
কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে,
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে?

"নীলধারা" নামে ঘাট নির্ম্মিত শিলায়,
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথায়।
পবিত্র বিশাল "বিল্বপর্ব্বত" সোপান
বেলভক্ত ভোলা "বিল্বকেশরের" স্থান,
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দুর্ল্লভ,
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বগলাবল্লভ।

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপুর,
উন্নতি বিজ্ঞানশাস্ত্র পেয়েছে প্রচুর।
কট্‌লি যখন কাটে এই মহাখাল,
হরিদ্বার পাণ্ডাগণ করি বড় গাল,
বলেছিল "বৃথা হবে আয়াস যতন,
"কাটা খালে গঙ্গাদেবী যাবে না কখন!"
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্‌লি কহিল
"শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল,

"চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে,
"খাটে না পান্ডার আর ভন্ডামি এ কালে।"
লোকাতীত কান্ড এই খাল মনোহর
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর,
কোথা বা উপরে রাখি নদীর জীবন,
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন।
পরিহরি হরিদ্বার পবিত্র সদন,
নীরাসনে নারায়ণী করিল গমন,
উত্তরিলা শৈলবালা গড়মুক্তেশ্বর,
মুক্তেশ্বর নামে যথা বিরাজে শঙ্কর,
পূজনীয় গণপতি এই পুণ্য স্থলে,
করেছিল মুক্তিলাভ তপস্যার বলে,
গণমুক্তেশ্বর তাই এর আদি নাম,
যাত্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষ ধাম।
অদূরে হস্তিনাপুরী পান্ডব আবাস,
পতিত ভীমের গদা কৌরবের ত্রাস।

চলিতে চলিতে গঙ্গা হরিষ অন্তরে,
উপনীত পুরাতন অনুপ সহরে।
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন,
নিবসতি করিতেন ঋষি মহাজন,
নাম তাঁর "হোমানল" স্বভাব গম্ভীর,
তেজোময় তনু যেন মধ্যাহ্নমিহির,
"আহুতি" দুহিতা তাঁর পাবকরূপিণী,
বেদবিশারদা বামা বীণানিনাদিনী,
মেধাবী "অনুপচন্দ্র" শিষ্য গুণালয়,
ভুলিয়ে অম্বরশশী ভূতলে উদয়।

বাসন্তী যামিনী শেষ যায় শশধর,
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর,
নিদ্রায় আহুতি দেবী আছে অচেতন,
পরিমলকণাবাহী প্রভাত পবন
বহিতেছে ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়ে,
অলকা বল্কল তায় উঠিছে নাচিয়ে;
স্বপনে শুনিল সতী সঙ্গীত সুন্দর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি সুমধুর স্বর,
জয় জগদীশ বলি যোগিনী জাগিল,
এখন সে গীতধ্বনি শুনিতে লাগিল,
"কি জ্বালা" বলিল বালা "নহে ত স্বপন
অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন।"

সুনেত্রার নেত্রনীলাম্বুজ নীরাকুল,
উদাসিনী, বিষাদিনী যেন বাসি ফুল,
উপনীত অন্য মনে কুসুমকাননে,
কিছু কাল কাটাইল কুসুম চয়নে,
ফুল তোলা হলো শেষ আহুতি চলিল,
সরোবরকূলে বসি ভাবিতে লাগিল,
"কেন মন উচাটন কেন তনু জ্বলে?
"নিবারিতে নারি বারি নয়নযুগলে,
"সহাস বদন কেন জলে কমলিনী?
"সেই জলে মরি কেন কাঁদে কুমুদিনী?
"যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন,
"কুমুদিনী কাছে জানি কেন কাঁদে মন।"
অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির,
ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগুণ অধীর,
মনোভাব পরাভব করিতে মহিলা
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বসিলা
সঙ্কলিত হলো মালা পরিমলময়,
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়—
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল।

অনুপ প্রভাতকার্য্য করি সম্পাদন
পূজায় বসিল যেন প্রভাত তপন,
পূত মনে দেবতায় করিল অর্পণ,
বিল্বদল দূর্ব্বাদল কুসুম চন্দন,
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল,
নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল,
চমকি নবীন ঋষি চাহিল বিস্ময়ে,
বিকম্পিত কলেবর "হোমানল" ভয়ে,
সাদরে চুম্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়,
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়।

দিবা অবসান রবি ডুবিল ডুবিল,
সোণার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,
শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুমনিচয়,
নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে,
নাচিছে ময়ূর, মুখ ময়ূরী অধরে,
সুরধুনীনীরে নাচে কনকলহরী,
নীরবে তুলিয়ে পালি চলে যায় তরি।
আলবালে দিতে জল সজল নয়নে,
চলিল আহুতি কূলে মরাল গমনে,
ভাবে মনে "এত দিনে ঘটিল কি দায়,
"নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।"

উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক—
সুযোগ সুভোগ কিবা বিধির বিপাক!
বসিয়ে অনূপ কূলে মন উচাটন,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন।

চমকি নবীন ঋষি উঠে দাঁড়াইল
নীরবে আহুতি পানে চাহিয়ে রহিল—
উভয়ে বচনহীন, অঙ্গ অচেতন,
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন।
চেতন পাইয়ে পরে অনূপ সাদরে,
বলিল আহুতি প্রতি ধরি বাম করে,
"উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল,
"উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।"
নাবিল তাপসবর কুম্ভ করি করে,
ভরিল জীবন তায় হরিষ অন্তরে,
নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল,
ললাটে ললাটে হলো শুভ পরশন,
অলকা অনূপ অংস করিল চুম্বন।
বারি লয়ে আলবালে গেলা ঋষিবালা,
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মালা।
দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল,
"কেমনে কখন মালা গলে পরাইল!"

গোপনে গান্ধর্ব্ব বিয়ে করি সম্পাদন,
জায়াপতি ভীতমতি অতি উচাটন—
আহুতি উদরে সুত হইল উদয়
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয়?
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত,
"হোমানল" ক্রোধানল মহা প্রজ্বলিত,
দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে
ভীম মুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে,
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে,
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জিহ্বাসঞ্চালনে,
সম্বোধি অনূপে বলে "ওরে দুরাচার
"মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তার,
"কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর,
"চিরকুমারীর ব্রত করে দিলি দূর,
"শোন্ রে অধম মূঢ় আজ্ঞা ভয়ঙ্কর
"মর্ গিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত্ত ভিতর!"
অনূপ "যে আজ্ঞা" বলি দিল পরিচয়,
"অপাংশুলা আহুতির পূত পরিণয়
"পবিত্র জীবন তার কর না নিধন,
"সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন।"
দ্বিগুণ জ্বলিয়ে বলে ঋষি হোমানল
"তোর কাজ তুই কর তাপসকজ্জল!"
আদমরা আহুতির প্রতি দৃষ্টি করি,
বলে "ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পামরি,
"কেমনে পবিত্র ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন
"এই জন্যে করিলি কি বেদ অধ্যয়ন?
"গর্ভিণী, অনলে তোরে করিব না দান,
"বৈধব্য পাবন তোর করিনু বিধান।"
ত্যজিল জাহ্নবীজলে অনূপ জীবন,
"হোমানল" হিমালয়ে করিল গমন,
শোকাকুলা অপাংশুলা 'আহুতি' কাননে
কাঁদিয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে।

যে কূলে 'অনূপ' কুম্ভ দিয়েছিল করে
সেই কূলে একদিন 'আহুতি' কাতরে,
বসিলেন একাকিনী বিষণ্ণ বদনে,
বিগলিত বাষ্পবারি মলিন নয়নে।
প্রবাহিণী জল পানে বিষাদে চাহিয়ে
কাঁদিতে লাগিল বালা করুণা করিয়ে—
"কোথা গেলে প্রাণবন্ধু আহুতি জীবন
"অভাগীরে একবার দেহ দরশন,
"আদর ভাণ্ডার ফেলি রহিলে কোথায়,
"যাতনায় মরি নাথ বুক ফেটে যায়,
"দেখা দাও, দেখা দাও হৃদয় রতন,
"বিধবা আহুতি ব্যথা কর নিবারণ—
"বৈধব্য অনল তাপ অতীব ভীষণ,
"দাবানল তার কাছে তুষার মতন,
"জ্বলিতেছে দিবানিশি অতি অনুপায়,
"কেহ নাহি তিন কুলে মুখ পানে চায়।
"প্রমদা প্রণয় পূত পয়োধি গভীর,
"সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর:
"কেন না ডুবিলে সেই পয়োধির জলে?
"বিরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে,
"পিতার পরুষ আজ্ঞা হইত পালন,
"আহুতি হতো না শোকে আহুতি জীবন।
"পূজার সময় নাথ হয়েছে তোমার,
"যোগাসনে বস আসি যোগিকুল সার,
"সাজায়ে দিয়েচি ফুল দুর্ব্বা বিল্বদল,
"কোথায় দিয়েছি পূত জাহ্নবীর জল—

"ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন,
"অগস্ত্য-গমনে অস্ত তাপস তপন!
"আঁখিনীরে ভাসে ফুল কাঁদে ফুলাধার,
"শূন্যময় যোগাসন করে হাহাকার।
"কোন্ পাপে হারালেম তোমা হেন পতি—
"কেন হলো, কেন হলো, এমন দুর্গতি?
"এ জন্মে তেমন মুখ আর কি দেখিব?
"সুমধুর অধ্যয়ন আর কি শুনিব?
"করিলাম বিরচন নিকুঞ্জে নির্জ্জনে,
"শতদলদামে শয্যা বসিয়ে যতনে,
"কোমল মৃণাল দল করে সঙ্কলন
"রচিলাম উপাধান সুখ-পরশন—
"আর কি প্রাণের স্বামী শোবেন শয্যায়,
"মনের হরিষে হাত বুলাইব পায়—
"চয়ন করিয়ে ফুল কাননে কাননে,
"নাগকেশরের মালা গাঁথিনু যতনে—
"কে মোরে গাঁথালে মালা করি উপহাস,
"জান না কি আহুতির বড় সর্ব্বনাশ—
"কি হলো, কেন বা মালা গাঁথিলাম, হায়—
"গৌরবে কাহার গলে দোলাইব তায়?
"বাহির হইল প্রাণ আর নাহি ভয়,
"দেখিতেছি দশ দিক্ অন্ধকারময়,
"দয়ার সাগর তুমি স্নেহপারাবার,
"এখন দাসীরে দেখা দেহ এক বার
"উঠ উঠ প্রাণপতি প্রবাহ ভেদিয়ে—
"কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে?"

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ,
জাহ্নবীর জল হতে উঠিল অনূপ,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত,
পবিত্র পীযূষ মুখে বেদান্তসঙ্গীত,
আহুতি হাসিল হেরি, অনূপ অমনি
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী,
নিবারি নয়নবারি পবিত্র চুম্বনে,
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে।
অপূর্ব্ব অনূপ মায়া করিতে স্মরণ,
অনূপসহর নাম করিল অর্পণ।

অনূপসহর ছাড়ি চলে প্রবাহিণী,
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী।
রমণীয় পথ ঘাট বিস্তীর্ণ বিপণি,
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি,
শত শত সদাগর বসিয়ে আপণে,
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতাগণে।

ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পায় কানপুর,
যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরাজকুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।

বিরহিণী প্রবাহিণী দাঁড়াতে না চায়,
কবে পড়িবেন বামা প্রাণপতিপায়—
চলিল সত্বরে বিষ্ণু-পদ-নিবাসিনী,
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী!
ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা গতি অবিরাম,
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম।

তৃতীয় সর্গ

যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে,
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখিজলে,
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী,
ভেবে ভেবে কালরূপ তপননন্দিনী,
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।
আলিঙ্গন করি তারে সুরধুনী কয়,
কেমনে আইলে বোন দেহ পরিচয়।

সম্ভাষিয়ে জাহ্নবীরে অতি সমাদরে,
যমুনা বলিল বাণী সুমধুর স্বরে—
পথশ্রান্তে ক্লান্ত আমি সরে না বচন
মম সঙ্গী কূর্ম্ম সব করিবে বর্ণন।
কূর্ম্মবর যমুনার আজ্ঞা অনুসারে
পথবিবরণ যত বলিল গঙ্গারে—
"দেখিয়ে এলেম দিল্লী পুরী পুরাতন,
পাঠান মোগল রাজা মহাসিংহাসন,
চৌদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর
শত শত রম্য হর্ম্ম্যে শোভিত শরীর।
নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ,
অতি উচ্চ অনুমান চুম্বিছে গগন,

অভেদ্য তোরণচয় ভয়ঙ্করকায়,
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায়।
সহরের বড় রাস্তা অতি পরিসর,
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর,
এই পথে পদব্রজে পান্থ চলে যায়,
গাড়ী ঘোড়া হাতী চলে পাশের রাস্তায়।

আল্লার মন্দির জুম্মা মস্‌জিদ সুন্দর,
বিনির্ম্মিত উচ্চ এক শিলার উপর।
আরংজিবতনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়.
সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়।
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার.
মার্জ্জিত পাষাণে গাঁথা অতি পরিষ্কার,
প্রাঙ্গণ-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান,
আর তিন ধারে তিন তোরণ নির্ম্মাণ,
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে.
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে
বিরাজে উঠান মাঝে বাপি মনোহর,
ফোয়ারায় দেয় বারি তাহার ভিতর।
দাঁড়ায়ে মস্‌জিদে যদি ফিরাই নয়ন
নগরের সমুদায় হয় দরশন।"

"হুমাউন ভূপতির কবর কেমন,
অতি মনোহর শোভা সরল গঠন,
কবরের চারি পাশে বিরাজে বাগান.
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর দান,
বিপিনের চারি দিক্ দেয়ালে বেষ্টিত,
তদুপরি স্তম্ভরাজি আছে বিরাজিত।"

"কুতব মিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর
আদি তিন থাক্ তার লোহিতবরণ,
লাল শিলা বাছি বাছি করেছে গঠন,
নির্ম্মিত চতুর্থ থাক্ ধবল পাথরে,
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে।
এক শত ষাট হাত দীর্ঘ কলেবর,
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভূধরশিখর.
আশী হাত পরিমাণ পরিধি তাহার
ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্ত্তি চমৎকার!
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ,
গঠে স্তম্ভ পূর্ব্বকালে পৃথু মহাভাগ,
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করি আরোহণ,
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।"

মুসল্‌মানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
কুতব মিনার তাই এবে নাম তার।

"স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাজধানী,
শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রাণী,
কোথা পতি! কোথা পুত্র! কোথা স্বাধীনতা!
দলিত-দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা!
ছিন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল,
ছিঁড়েছে কুণ্ডল সহ শ্রবণ পলল।
যেখানে বসিয়ে রাজা করিত শাসন,
সেখানে শৃগাল এবে করেছে ভবন!"

"বিমল মথুরা ধাম হেরিলাম পরে,
হরি-হুরি গেট যার সম্মুখে বিহরে.
আবিরে আবরি অঙ্গ লইয়ে নাগরী.
হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি।
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়.
মাটির পাহাড় কত গণা নাহি যায়।
কংসবধ নামে এক মৃত্তিকা-ভূধর.
কংস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর।"

"বিশুদ্ধ বিশ্রাম ঘাট নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কংসবধশ্রম যথা বসি কৃষ্ণ হরে;
বিরাজে ঘাটের মাঝে স্তম্ভ শিলাময়
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময়.
ব্রজবাসী দ্বীপপুঞ্জ কাঁপাইয়ে ধীরে
আনন্দে আরতি দেয় যমুনা দেবীরে।
সমবেত হয় তথা লোক শত শত.
মৃদঙ্গ কাঁসর ঘণ্টা বাজে অবিরত.
আরতি দেখিতে হাতে লয়ে নানা ফুল,
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষাকুল,
সারি সারি কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়,
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়,
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্ব্বাণ,
মহিলামণ্ডলে উঠে হাসির তুফান।"

"বসুদেব দেবকির মন্দির সুন্দর,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর;
'দেবকী-অষ্টম গর্ভে জন্মিবে নন্দন
হইবে তাহার হাতে কংসের নিধন'—
এই বাণী শুনি কংস বাঁধি হাতে পায়,
বসুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়,

বুকেতে পাষাণ চাপা প্রহরী দুয়ারে,
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে?
বজ্রবক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার
সোদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার!
সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল,
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল!
শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া
বন্ধনদশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া।
বাসুদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে,
দেবকী সূতিকাস্নান করেন কাতরে,
গোয়ালিয়ারের রাজা পবিত্র অন্তর
গঙ্গাগিরি করিয়াছে সেই সরোবর।"

"দেখিলাম তার পরে ভরিয়ে নয়ন,
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দভবন,
কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি,
রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শোভে সারি সারি,
লীলার নিকুঞ্জবন তমাল কানন,
সুরম্য ভান্ডীর বন শোভা হরে মন,
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী।
কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদিনী।
পালে পালে হনুমান্, তাদের জ্বালায়,
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহি যায়,
জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে,
খিচোয় পোড়ার মুখ দাঁত বার করে,
খাবার করিলে দান জুতা দেয় ফেলে,
কে না জানে হনুমান্ বড় ঝানু ছেলে।"

"যমুনা পুলিনে কেলি-কদম্ব-পাদপ,
কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ;
জুড়াতে নিদাঘজ্বালা গোপিনীর কুল,
পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে দুকূল,
সুরঙ্গে ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন,
সহসা সেখানে আসি অঙ্গনাবসন
কৌতুকে হরণ করি হরিষ অন্তরে
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে।"

"লচ্‌মি শেঠের কীর্ত্তি বিশাল মন্দির,
ধবল ভূধর সম তাহার শরীর,
সম্মুখে বিরাজে এক স্তম্ভ মনোহর,
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর,
মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ কিবা কুসুমকানন,
সদাব্রত অবিরল পালে দীন জন।
বহুমূল্যে তোষাখানা যাহার ভিতর
রূপার প্রমাণ হাতী দেখিতে সুন্দর,
রূপার ময়ূর আশা সোটা অগণন,
স্বর্ণ অলংকার হীরা মতির ভূষণ।
রক্ষিত মন্দির মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ
ভক্তিভাবে ভক্তগণ করে দরশন।"

"অকালে সংসার জালে জলাঞ্জলি দিয়ে
বসিলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে;
করেছেন নানা কীর্ত্তি বদান্যহৃদয়,
মোহন মন্দির মঠ অতিথি আলয়,
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়,
অপূর্ব্ব আহারে সবে পরিতোষ পায়।
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ গান,
ধন্য লালা বাবু তব সুপবিত্র স্থান।"

"ব্রজবাসী বলে এত বৃন্দাবন-মান,
উষায় বায়স মুখ করে না ব্যাদান,
কেলি-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়,
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেঙে যায়।
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়,
সত্য হেতু হনুমান্ অনুমান হয়—
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায়
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায়?
সন্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।"

"তপন-তনয়া-তটে ঘাট অগণন,
শিলায় নির্ম্মিত সব অতি সুশোভন,
প্রকান্ড কচ্ছপ কত করভ আকার,
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার,
স্নানের সময় তারা করে জ্বালাতন,
বহু দিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন।"

"দেখিতে দেখিতে দেখা দিল দ্বিজরাজ
চন্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ,
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল,
শশিকরে সমুদায় হাসিতে লাগিল,
বচনবিহীন হলো সুখ বৃন্দাবন,
জীব মাত্রে কোথা আর নাহি দরশন;
এমন সময় মাতা! সুষুপ্ত মেদিনী,
হেরিলাম অপরূপ, অপূর্ব্ব কাহিনী—

নিকুঞ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা, মদনমোহন,
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর,
গিরিধারিকর ধরি চলিল রমণী,
চলিল অঞ্চল পিছে লুটায়ে ধরণী,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিণীতটে,
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে—
কেন নাথ অকস্মাৎ এ ভাব তোমার,
কি জন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার,
অধীনী কি অপরাধী হলো তব পায়,
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায়?
রাধার সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের সার
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার,
তব প্রেমপাগলিনী আমি অনুক্ষণ
বসন্তের অনুরাগী ব্রততী যেমন,
বসন্ত চলিয়ে যায় কাঁদাইয়ে তায়,
তুমিও কাঁদাও মোরে লইয়ে বিদায়;
যবে তুমি মথুরায় করিলে গমন,
কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন,
বিরহ বিষম বাণ বিদারিল কায়,
নিপতিত হইলাম দশম দশায়;
হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়,
যে যাতনা! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয়।
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ
চল ফিরি ধরি হরি পদ অরবিন্দ।
রাধার বচন শুনি মদনমোহন
বলিলেন মৃদু স্বরে এই বিবরণ—
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে,
আধিপত্য এত দিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি!
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির?
অনাদি অনন্ত দেব বিশ্বমূলাধার,
পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়াপারাবার;
নির্ম্মিত মন্দির তাঁর জীবের হৃদয়ে,
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবালয়ে,
আরাধনা অবিরত করিছে তাঁহার,
পাতর পুতুলে পূজা কেন দেবে আর?
পুত্তলিকা পরিহৃত, হইল ঘোষণ
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ধর্ম্ম সনাতন।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দে আনন্দিত মন,
কে আর করিবে বল তীর্থ দরশন?
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখা পায় নরে
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে,
দেবদেবী উপাসনা—অজ্ঞানের ফল—
কি জন্য করিবে আর মানবের দল?
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত,
কে রোধিতে পারে সত্য সলিলপ্রপাত?
ভূমিশূন্য ভূপতির বৃথায় জীবন,
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন।
আইস আমার সঙ্গে কিশোরি কমলে,
থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে;
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম গরিমা,
কষ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা।
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে,
ঝাঁপ দিল কালীদহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী,
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।"

"আকবার রাজধানী আগরা নগরী,
প্রবাহ পুলিনে যেন বিভূষিতা পরী,
অপরূপ অট্টালিকা সরসীনিকর,
রমণীয় রাজপথ উদ্যান সুন্দর,
বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়,
বিশ্বকর্ম্মা বিনিন্দিত কীর্ত্তি শোভে তায়।"

"তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার,
ভারতে এমন হর্ম্ম্য নাহি কোথা আর,
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল,
শোভিয়াছে মহলের শরীর বিশাল,
করিতেছে চক্‌মক্ উজ্জ্বলতাময়,
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়।
অপূর্ব্ব নিপুণ কর্ম্ম করেছে প্রস্তরে,
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে,
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়,
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়।
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লী অধিপতি,
ভার্য্যা তার বন্নু, সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাজিহান
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর
বিংশতি সহস্র লোক বাইশ বৎসর।"

"শিস্‌মস্‌জিদের শোভা অতি মনোহর
অভ্র আবরিত তার সব কলেবর,
রজতরচিত দেখে অনুভব হয়,
অথবা অবনী অঙ্গে শশাঙ্ক উদয়।"

"শ্বেত পাতরের মতিমঞ্জিল সুন্দর,
পরিপাটী ঘর তার অতি পরিসর,
মোগলকুলের কেতু রাজা আকবার,
এই স্থানে করিতেন রাজদরবার।
মঞ্জিলের তিন দিকে কিবা শোভা পায়,
বিবিধ ভবন রচা ধবল শিলায়,
যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ,
বিমল মানসে ব্রহ্মে করিত ভজন।"

"সুবিস্তৃত সেকেন্দরা বাগ্ অপরূপ,
কবরে বিহরে যথা আকবার ভূপ,
নিন্দিয়ে নন্দন বন বিপিনমাধুরী,
সুবাসিত বারিপ্রদ উৎস ভূরি ভূরি.
বিরাজিত তরুরাজি দেখিতে কেমন,
নয়ন-রঞ্জন-নব-পল্লব-শোভন,
বিচিত্রবরণ পক্ষী শাখে করে গান,
চুনি-মণি-পান্না-আভা পক্ষে দীপিতমান,
মকরন্দ বিমণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল.
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল.
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ.
অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ।"

"ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর,
নির্ম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর।
বিরাজে অপর পারে এম্‌দাদ্ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ।
ছাড়িয়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে.
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে।"

চতুর্থ সর্গ

পবিত্র প্রয়াগে পূর্ব্বে ছিল বিরাজিত,
স্রোতস্বতী সরস্বতী ভারতী সহিত,
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন,
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ,
অন্তর্দ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী.
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি?

জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়,
সে কালে প্রয়াগকোলে সংমিলিত হয়,
সেই জন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম,
জনপদময় গণ্য ভোগমোক্ষ ধাম।
যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়,
সুকেশা যুবতী যেন প্রয়াগে না যায়;
যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল,
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল।

প্রয়াগে প্রধান দুর্গ অতি পুরাতন,
পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজা করে বিরচন,
আক্‌বার রাজা পরে করে পরিষ্কার,
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার।
জাহ্নবী যমুনা যোগে দুর্গের স্থাপন,
উভয়ে পরিখারূপে করেছে বেষ্টন।

প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনার উপর,
নিপুণ গঠন কীর্ত্তি অতীব সুন্দর,
দূরেতে দেখিতে শোভা আরো চমৎকার,
যমুনা-গলায় যেন কনকের হার।

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে,
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসীতলে,
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর,
সলাজে ফিরায় মুখ কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্মপ্রসবিনী,
হয়েছেন মনোলোভা উত্তরবাহিনী।
সুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে,
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে?
"অসি" "বরুণের" প্রতি দিল অনুমতি
এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী।
বারাণসী দুই পাশ দিয়ে দুই জন
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ,
বলিলেন বিবরণ যোড় কর করি
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি—
"অম্বুঅঙ্গী আমি বাছা তিনি শিলাময়,
সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পরিণয়?"
নদদ্বয় পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে,
চলিল আনন্দ মনে সিন্ধু দরশনে।

দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন
কি শোভা ধরেছে কাশী নয়ননন্দন,

নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পতিত নয়নে
কিন্নরকুলের পুরী সজ্জিত রতনে;
সুরধুনীনীর হতে উঠিয়ে সোপান
মিশিয়াছে হর্ম্ম্য অঙ্গে, হয় অনুমান
এক খণ্ড শিলা খোদি করেছে নির্ম্মাণ
এক ভাগে অট্টালিকা অপরে সোপান,
রজত কাঞ্চন চূড়া সুমার্জ্জিত কায়
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী প্রায়।

কাশীতে অপূর্ব্ব শোভা ঘাট সমুদায়,
পরিপাটী বিনির্ম্মিত বিমল শিলায়;
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন
কথোপকথন করে সেবে সমীরণ।
"অগ্নীশ্বর" "মাধরায়" ঘাট মনোহর,
"পঞ্চগঙ্গা" "ব্রহ্মঘাট" সোপান সুন্দর,
"মণিকর্ণিকার" ঘাটে সমাধির স্থান,
চির চিতানল যথা না হয় নির্ব্বাণ,
"রাজরাজেশ্বরী" ঘাটে স্নানে মহাফল,
"শ্রীধর" "নারদ" ঘাট আরাধনা স্থল,
"দশ অশ্বমেধ" ঘাটে হইলে মগন,
সশরীরে চলে যায় বিষ্ণুনিকেতন,
সুন্দর বিরাজে "রাজঘাট" শিলাময়
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়।

"মাধরায়" ঘাটোপরি অতি উচ্চ শির
বিরাজিত ছিল বেণীমাধব মন্দির,
বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী বেণীমাধব তথায়
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায়;
অপকৃষ্ট আরংজিব রাজা দুরাচার,
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার,
নাশিতে কাশীর কীর্ত্তি ভীমমূর্ত্তি ধরি,
কাশী আসি উপনীত করে অসি করি,
ভাঙ্গিয়ে মন্দির তায় মস্জিদ গঠিল
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
মন্দিরের চূড়া এবে মস্জিদ্ মিনার,
বহু দূর হতে লোক দেখা পায় তার।

বিশ্বেশ্বর পুরাতন মন্দির এখন
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ
শোকের উদয় হয় মানবের মনে,
ওরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা কেমনে
নাশিলি এমন কীর্ত্তি? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ জোর?
বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি ভঙ্গে,
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে!

অন্ধকার "জ্ঞানবাপী" অজ্ঞানের মূল,
কতমত মানবের ধর্ম্মপক্ষে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ।
বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে,
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্বরচয়িতা,
কোপ কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন!
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।

সুগৌরবে "দশ অশ্বমেধ" ঘাটোপরে
জ্যোতিষ আধার মানমন্দির বিহরে;
সেখানে বসিয়ে রবি শশী গ্রহগণ,
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন।
ধ্রুবতারা ধরিবার সহজ উপায়,
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর প্রভায়।
স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি,
যাঁর করে জ্যোতির্বিদ্যা পাইল উন্নতি,
তাঁহার নির্ম্মাণ মানমন্দির মোহন,
মরিয়ে জীবিত রাজা কীর্ত্তির কারণ।

সুশোভিত শিক্রোল পল্লী পরিষ্কার,
পরিপাটী অট্টালিকা বর্ত্ম চমৎকার,
নবীন দূর্ব্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ,
মনোহর দরশন নয়নরঞ্জন।
শিক্রোল করে বাস সাহেবের কুল,
সুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল।

শিক্রোল সন্নিকটে কালেজ ভবন,
বহুচূড়া বিভূষিত অপূর্ব্ব শোভন,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার,
বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়
দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর দ্বিতয়।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।

চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।
খালি পায় সমুদায় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক;
ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ,
দুর্ব্বল দলনা নহে মহতের কাজ।

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ন অলঙ্কার,
হীরক বলয় বাজু মুকুতার হার,
চেলির বসন, তায় কার্য্য পরিপাটী,
মোহিনীর মনোহরা বারাণসী শাটী,
বিবিধ বর্ণের ধুতি উড়ানি উজ্জ্বল,
জরিতে জড়িত শাল করে ঝলমল,
ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন,
ঘটি বাটি লোটা থাল বিচিত্র বাসন,
হাতীর দাঁতের হাতী চিরুনি মুকুর,
শালপাতা মোড়া নস্য শ্লেষ্মা করে দূর।

প্রতি উপকূলে রামনগর সুন্দর
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর।
মহারাজ মহিমার পরিসীমা নাই,
সুচিত্তে যশের গান করিছে সবাই,
ভাণ্ডারে বিপুল নিধি রাজ আভরণ,
মন্দুরায় বাজিরাজি—গমনে পবন,
দুরন্ত দ্বিরদবৃন্দ-চলিত অচল—
ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল।

রামনবমীর দিন—যে শুভ দিবসে
প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুযশে—
রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয়,
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়,
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন,
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন,
কুঞ্জরনিকরে কত দরশক দল,
আরোহিয়ে কত লোক তুরঙ্গ পটল,
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন,
হাউই হুহুস্ স্বরে পরশে গগন,
তুপড়ি আগিনঝাড় করে বিনির্ম্মাণ,
অনলকণিকা উৎস হয় অনুমান,
তারাহার কি বাহার তারাহার জিনি,
দম্ দম্ ছোটে বোম্ কাঁপায়ে মেদিনী,
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জ্বল বরণ,
নিশির কুন্তলে যেন মণি দরশন,
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয়ঢাক,
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক,
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার,
পুড়িয়া রাবণ রাজা হয় ছারখার।

কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি সুরধুনী
পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী,
গোমতীবদন চুম্বি জাহ্নবী আদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার করে কর ধরে।
গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ,
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ।

"শুনিলাম তুমি সখি পতি দরশনে
করিয়াছ শুভযাত্রা সাগর গমনে,
কাঁদিলাম মনোদুখে তব ভাবনায়,
পারি কি থাকিতে, আমি ছাড়িয়ে তোমায়?
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর
সাজাহানপুর হতে হলেম বাহির,
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রথে,
অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে।"

"দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান,
বীরপ্রসূ লক্নাউ অলকা সমান।
বিপুল বিভবশালী ভূপাল তাহার,
পদাতিক গজবাজি হাজার হাজার,
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন
ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ,
অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশ প্রবল,
সিংহাসনে রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চল,
তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে,
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে।
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতাহীন,
অপমানে অবনত বদন মলিন,
মুকুট ভূষণ রাজ-দণ্ড কেড়ে নিল,
রাজসিংহাসন হতে নামাইয়া দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপ কাতর অন্তরে
বহু পুরুষের পুরী পরিহার করে,
নিরাশায় নত নৃপ নির্ব্বাসনে যায়,
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়।
আকুল অমাত্যকুল আঁধার দেখিল,
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল,
শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনী প্রায়,
দরবেস্ বেশে বাছা কোথা চলে যায়?

মহলে মহলে কাঁদে মহিষীমণ্ডল,
অবিরত বিগলিত নয়নের জল,
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে যত পরিজন
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন,
বিলাপে বারণবৃন্দ নিরানন্দ মন,
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতন,
শোকানলে জ্বলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়,
আক্ষেপ-কূজন করে পক্ষী সমুদায়,
পরিতাপে পশ্বাবলী মলিন বদন
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন,
নিরানন্দ-নীরনিধি অধিপ ভবনে,
হাসেন্ হোসেন্ যেন মরিয়াছে রণে।"

"সুশাসিত লাক্‌নাউ হয়েছে এখন,
সভ্যতা হতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ.
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর.
নাহি আর করে রাজপুরুষনিকর.
কালেজ. কাছারি, সভা. ভেষজের স্থান,
স্থানে স্থানে রাজ্য মধ্যে হতেছে নির্ম্মাণ,
নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্জন
করিতেছে সুযতনে উন্নতি সাধন।"

"লাক্‌নাউ পরিহরি আসি কিছু দূর,
দেখিলাম সুশোভিত সুল্‌তানপুর.
রয়েছে নগরতলে তরি শত শত,
বাণিজ্য বণিক্‌বৃন্দ করে নানা মত।
চলিতে চলিতে পরে তব দরশন,
চরণকমল হেরি জুড়ালো জীবন।"

নীরব গোমতী.—গঙ্গা করিল গমন,
অবিলম্বে মির্জাপুরে দিল দরশন.
কমনীয় কলেবর সুন্দর নগর.
বিরাজিত প্রস্তরের দুর্গ পরিসর
বসন ভূষণে ভরা বিপুল বাজার,
কেনা বেচা করে লোক হাজার হাজার,
বিবিধ বাণিজ্যপোত শোভা করে ঘাট,
সারি সারি রহিয়াছে বাহাদুরি কাট।

মির্জাপুর সুরধুনী করিয়ে অন্তর,
উপনীত গাজিপুর সুরভি নগর।
কুসুম কানন পুরে শোভে অগণন,
বিপুল গোলাপপুঞ্জ তাহার ভূষণ,
ফুলবনে সুলোচনা করিছে বিহার,
চয়ন করিয়ে ফুল ভরিছে আধার.
মধুপ কৌশলে ফুলে করিয়ে দলন,
লইতেছে বার করে পরিমল ধন.
শীতল গোলাপজল গোলাপি আতর.
মকরন্দ বিমোদিত অতি মনোহর।

মহাজনগণ করে নানা ব্যবসায়.
আপণে রয়েছে থান গাদায় গাদায়.
রহিয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই,
কত যে চিনির কুঠী সংখ্যা তার নাই.
চলিতেছে অবিরাম চিনি-করা কল,
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল,
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাঙ্গণ,
বালিআড়ি সিন্ধুতীরে দেখিতে যেমন।

গাজিপুর করি দূর সাগররমণী,
উপনীত বক্‌সারে পতিতপাবনী।
বক্‌সারে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাজন,
করেছিল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন.
যখন জানকী-পাণি করিতে পীড়ন,
বরবেশে রঘুবর করেন গমন,
ঋষির আশ্রমে আসি করিলেন বাস,
ঋষির হৃদয়পদ্ম আনন্দে বিকাশ।
তপোবন নিকেতন আজো বিরাজিত.
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত।
"রামেশ্বর" নামে শিব স্থিত বক্‌সারে,
স্থাপন করেছে রাম ভক্তি সহকারে,
"রামেশ্বর" শিরে জল ঢালে সুলোচনা,
সীতাপতি সম পতি করিয়ে কামনা।

পরিহরি বক্‌সার পারাবারপ্রিয়ে
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপ্‌রা আসিয়ে.
আলিঙ্গন করি তারে অতি সমাদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার সুমধুর স্বরে।

পঞ্চম সর্গ

ঘর্ঘরা গঙ্গার বাক্যে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়।

কুমাউন মহীধর কনক বরণ
হিমালয় শৈলরাজ অনুগত জন;

তাঁহার দুহিতা আমি শুন সুলোচনে,
আছি চিরবিরহিণী নিরানন্দ মনে।
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি,
শিক্ষা দিল অভাগীরে দিবা বিভাবরী—
শিশুকালে শিখিলাম উর্ব্বশী কৃপায়
তত্ত্ব, ওঘ, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়,
শিখিলাম সুযতনে সঙ্গীত কাকলী,
বিহঙ্গ-বাদিনী-বীণা মধুর মুরলী;
সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস,
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ
রেসম-কুসুম-কুল মুকুল পল্লব,
ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব;
কত সুখে করিলাম অধ্যয়ন মরি,
সরল সাহিত্য-মালা আনন্দলহরী,
বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে,
গাঁথিনু ললিত মালা কবিতা-প্রসূনে।
বিফল হইল এত শিক্ষা আহা মরি!
বলিতে মরমে বাজে সরমে শিহরি—
দেশাচার দাবানল অতি নিদারুণ,
দহিল যৌবন-বন কবিতা-প্রসূন,
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন,
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন?
কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল,
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকূল—
ধনবন্ত ঐরাবত কুলীন-প্রধান
তাঁর পুত্রে পুত্রী দান অতীব সম্মান,
কিন্তু সখি বলিব কি ঐরাবতসুত,
অকাল কুষ্মাণ্ড ষণ্ড ভীম ভণ্ড ভূত,
গভীর লোচন দুটি ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন,
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত দিন,
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ,
পোড়া শিরে ধূলো দিয়ে ধরি অবহেলে,
বড় বড় মহীরূহ উপাড়িয়া ফেলে—
এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে,
কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে?
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল,
শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল,
বিদ্যাবিভূষিত তারে করা ভাল নয়,
শত গুণে পরিতাপ অনুভব হয়।
হস্তি-মূর্খ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে,
আয়োজন করে পিতা হরষিত চিতে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই,
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই?
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ,
সাগর সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন,
অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে
কাটাইব এ জীবন ধর্ম্ম আচরণে,
তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে
আক্ষেপ প্রবাহ বল আর কোথা ধরে।
পরিণয় দিনে পরি বসন ভূষণ
ঐরাবতসুত যাই দিল দরশন
ভাসাইয়ে আঁখিনীরে অঙ্গ অবনীর
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির।"

"আইলাম কিছু দূরে অতি বেগভরে
মনে ভয় মূর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে—
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেইখানে,
মাতঙ্গমূরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে,
সত্বরে উপল-কুলে করি পরিহার
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার;
তব সহচরী বলি দিল পরিচয়
কান্তারে আসিতে একা পাইয়াছে ভয়।"

"দুই জনে একাসনে আসি কিছু দূর
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ সুর
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি আমায় ধরিল
'সুরধুনীপ্রিয়সখি' পরিচয় দিল।
'গৌরীগঙ্গা' নাম তার কনক বরণ
ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন।
নেপাল হইতে পরে নদী করণালী,
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি,
আসিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন।
'সতীগঙ্গা' নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে
অপূর্ব্ব কাহিনী সখি শুন মন দিয়ে।
'করণালী' তীরে ছিল অপূর্ব্ব নগর,
রাজদণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর
অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান;
সজোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিভব,
সতীর সতীত্ব নাশে তোষে মনোভাব,
অনলে দহন করি প্রজার ভবন
অনায়াসে নাশে তারে সহ পরিজন।"

"এই পাষণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি
অনুকম্পা-পরিণত 'সম্পা' গুণবতী—
নবীন যৌবন ফুল পরিমলময়
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয়,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ সুনীল বরণ,
দূরেতে নীলাম্বুনিধি দেখিতে যেমন;
উজ্জ্বল তারকা দুটি জ্বলিছে নয়নে;
হাসিছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে,
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর,
কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।
পূর্ব্বতন সেনাপতিপুত্র পুণ্ডরীক,
ষড়ানন সম রূপ সুযোগ্য সৈনিক,
সম্প্রতি তাহার করে হরষিত মনে
সঁপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে।"

"একদা উষায় বসি সম্পা সুলোচনা
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা;
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন,
করিছে লহরী লীলা শৈবলিনী-বন.
চুম্বিছে বালার্ক-আভা 'সম্পা' গণ্ডদেশ
কষিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দ্দেশ।
হেন কালে পাপনেত্র রাজা নটবর
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল অন্তর।"

"উপাসনা সারি 'সম্পা' মরাল গমনে
পুণ্ডরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে.
অমনি মুচকি মুখ পুণ্ডরীক হাসে.
স্নেহগর্ব্ভ সুবচন পরিহাসে ভাষে—
হৃদয় মৃণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমন ফুটিয়ে?
জান না কি 'সম্পা' তুমি আমার জীবন.
দিবসে আঁধার হেরি বিনা দরশন।
কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি,
শুভ্র ধুতুরার মালা কুন্তল উপরি;
সুষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বলি—
কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলী;
তা নয় তা নয় 'সম্পা' বলি এই বার,
জলধি-অসিত-জলে সিত-পোতহার;
হল না হল না প্রিয়ে পুনর্ব্বার বলি
অমানিশি অঙ্গে যেন নক্ষত্রমন্ডলী;
এইবার আদরিণি! উপমার সার
হৃষীকেশ-কোলে যেন বাণীর বিহার;
এতেও উঠে না মন কি করি উপায়,
হর-কর-শাখা যেন কালিকার গায়;
এবার বলিব ঠিক পরিহরি ভুল
সম্পার কুন্তলে যেন ধুতুরার ফুল।
হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে বেশ
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ।
পরিহর পরিহাস ধরি দুটি পায়,
কোথা পাব ভাল কেশ কেনা নাহি যায়।
পতি-হাত ধরি সতী নিকটে বসিল,
পুণ্ডরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরশিল।
কিছু কাল কাটাইয়া কথোপকথনে,
পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে।"

"নিরমল মনে 'সম্পা' বসি একাকিনী,
উপনীত আসি তথা রাজার কুট্টিনী—
বলে মাগী 'শুন সম্পা মম নিবেদন,
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন,
শুভ ক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ,
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ.
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়,
বহুমূল্য উপহার দিয়েছে তোমায়.
ন-নর মতির মালা, হীরক বলয়,
রতন-রচিত সিঁতি শত সূর্য্যোদয়.
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন,
সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ.
গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস.
ভূপতি-ভূপতি হয়ে রবে বার মাস,
সতত মানিবে ভূপ তব অনুমতি,
পলকেতে পুণ্ডরীক হবে সেনাপতি।
কখন্ যাইবে 'সম্পা' বল না আমায়.
শুভ সমাচার দিয়ে বাঁচাব রাজায়।
এ বারতা বিধুমুখি! কেহ না জানিবে.
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে,
অথবা তোমার যদি অনুমতি হয়.
আসিবে ভূপতি-ভৃত্য তোমার আলয়—
অমত করিলে 'সম্পা' নাহিক নিস্তার,
সহসা সবংশে সবে হবে ছার খার।'
মর্ম্মভেদি বাক্য শুনি 'সম্পা' ক্রোধে জ্বলে
উজ্জ্বল নয়নে বেগে বারিবিন্দু গলে,
ইন্দীবরে ভোরে ঝরে যেমন নীহার,
বরিষণ করে কিংবা হীরা মুক্তাহার।

সরোষে বলিল 'সম্পা' 'ওরে নিশাচরি!
কামিনীকুলের কালি কিরাতকিঙ্করি!
জান না কি পাতকিনি! আছে সর্ব্বোপর,
রাজার উপর রাজা মহামহেশ্বর,
পরম দয়ালু পিতা দুর্ব্বলের বল,
দুরাত্মা দৌরাত্ম্যে তাঁর জ্বলে ক্রোধানল;
ভাব না-ক একবার সে ভূপের ভয়,
ভূপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে লয়।
কি সাহসে এলি মম পবিত্র আলয়ে,
নিরয়ের কীট যেন নব কিসলয়ে!
দূর দূর কালামুখি কালভুজঙ্গিনি!
কুলের কামিনী-কুল-কলঙ্ক-কারিণি!
ভাবিয়াছ পাপীয়সি প্রমদার কুল
কাটিয়াছে একেবারে সতীত্বের মূল,
পলকে ভুলিবে পেয়ে হীরকবলয়,
করিবে রাজত্ব সনে ধর্ম্ম বিনিময়!
রাজার বড়াই তুই করিস্ পামরি,
আমি যে পতির সুখে রাজরাজেশ্বরী।
প্রণয় পয়োধি মম পতি পুণ্ডরীক,
হেমকান্তি, বীর-কেতু, সুশীল. রসিক;
দেবতা-দুর্ল্লভ পতি আদরে সেবিত,
সহস্র সহস্র রাজা পদে বিরাজিত।
এন না আমার কাছে অপদার্থ মণি
পতিভক্তি সতী অঙ্গে কমলা আপনি।
বার হ রে বারযোষা বলি বার বার,
কলুষিত হইতেছে ভবন আমার।
ভাল উপদেশে যদি যায় তোর মন,
ললনা ছলনা বৃত্তি দিগে বিসর্জ্জন
অনুতাপানলে মন করি নিরমল
আচরণ কর ধর্ম্ম অন্তের সম্বল।
রাজারে বলিয়ে যাস পাবে প্রতিফল,
সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল'।"

"রাগত বেজির মত গরজি গভীর,
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির,
ভূপতিকুট্টিনী চলি গেল রোষভরে,
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে।
অশুভ সংবাদ শুনি সম্ভলীর মুখে,
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদুখে।
সম্বরি শম্বর-অরি-পাবক-ভীষণ
আশ্বাস সম্বর করি যত্নে বরিষণ,
বলিল দূতীর প্রতি 'যাও পুনরায়,
পুণ্ডরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা করিলাম দান,
আজ হতে সে হইল সচিবপ্রধান।
বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনুমতি
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী,
যেমন সে দিন সাধু সদাগরপ্রিয়া
পতির আজ্ঞায় আসি জুড়াইল হিয়া।'
এ নহে' বন্ধকী কহে 'তেমন দম্পতি
কি করি প্রভুর আজ্ঞা যাই আশুগতি'।"

"নষ্টমতি নটবর নষ্ট ব্যবহার
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার;
পরিতাপে পুণ্ডরীক করিল প্রেরণ
পদত্যাগ পত্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন।
সম্পার লোচনবারি মুছিয়ে চুম্বনে
করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে।
তার পরে সরোবরে সেবিয়ে সমীর,
ভাবিতে লাগিল বসি পুণ্ডরীক বীর—
'হা জননি মাতৃভূমি কি দশা তোমার
হেরি মা নয়নে তব নিরাশ আসার,
অবিচার অত্যাচার বরাহ জম্বুক,
অবিরত বিদারিত করে তব বুক,
অসহ্য সহিতে আর পার না জননি,
কত মনে নিপতিত অধিপ-অশনি।
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায়বিহীন
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন—
গরীয়সি মাতৃভূমি সম্বর রোদন,
আহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন'—
এমন সময় তথা ভূপাল প্রেরিত
জঘন্য-জীবন দূতী আসি উপনীত,
সাহসে করিয়ে ভর দিল পরিচয়,
'নটবর' নরপতি-আজ্ঞা সমুদয়।
আরক্ত লোচনে বীর দূতী পানে চায়,
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পালায়,
কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে,
বলে 'তোরে থেঁতো করি আছাড়ি পাথরে,
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে,'
সহসা ভাবিয়ে বলে 'কি পৌরুষ তাতে,
বামা হত্যা মানুষিক গণনীয় নয়,
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়,

ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র অনুসারে
রাখিলাম পদাঘাত বাঁধতে রাজারে'।"

"রাজার সদনে দূতী আসিয়ে সত্বরে,
বলিল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে।
কান্না নিবারণ তার করিয়ে টাকায়
'নটবর' কুটনীরে করিল বিদায়।
ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির,
'মশানে লুটালো দেখি পুণ্ডরীক শির,
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ,
কার সাধ্য রক্ষা করে. বিদ্রোহীর প্রাণ।
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনাদল,
পরিতাপে জ্বালাইবে সমর অনল,
পূর্ব্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয়
তার চেয়ে পুণ্ডরীক বীর বরণীয়,
আমিও তাহারে ভাল বাসি চিরকাল,
না দিয়ে 'সম্পারে' মোরে বাড়ালে জঞ্জাল।'
পুণ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিহিত.
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্ব্বস্ব সহিত।
সর্ব্বস্বান্ত পুণ্ডরীক পড়িয়ে সংকটে
বিরচিল পর্ণশালা 'করণালী' তটে,
ভিকারীর বেশে তথা 'সম্পা' ভার্য্যা সনে,
করিতে লাগিল বাস হরষিত মনে।"

"বিলাপ যখন পায় আসিতে সময়.
বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয়।
যাতনা যখন মনে ধরে না-ক আর.
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার;
পরিতাপে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর.
আবার বিকার তায় করিল অধীর—
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল.
নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল.
মাথার বেদনে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যায়.
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়.
হাঁপাইয়ে বলে 'আর চেষ্টা অকারণ,
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ।'
কাছে বসি বলে 'সম্পা' ভাসি আঁখিজলে,
'বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে.
আছে দাসী দিবা নিশি তোমার সেবায়,
কি করিব বল নাথ কি দিব তোমায়;
এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে,
নাথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাটে।
এখনি যাইবে জ্বালা হয়ে থাক স্থির,
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর।'
পুণ্ডরীকে অচেতন করি দরশন,
কোলে তুলে নিল 'সম্পা' করিয়ে যতন,
সুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে,
মুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে,
সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম,
যতনে বাতাস বালা দিল অবিরাম।
শবাকার পুণ্ডরীক সুস্থির নয়ন,
শোকাকুলা সম্পা সতী নিরাশে মগন।"

"হেন কালে সেনাপতি সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে।
সস্নেহে নিকটে বসি বলে বীরবর,
কি ভাবনা মা তোমার স্বরাজ্য ভিতর,
রাজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ.
পুণ্ডরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন।
রাজকবিরাজ মাতা আসিবে এখনি.
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবী নরমণি।
কিছু দিন কষ্টে বাছা কর দিনক্ষয়.
প্রজাপরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়.
পূজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়.
প্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয়!
গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান.
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান।
এত বলি সেনাপতি করিল গমন,
কাঁদিতে লাগিল 'সম্পা' ব্যাকুলিত মন।"

"নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে.
পাঠাইল কুট্টিনীরে পুণ্ডরীকঘরে.
আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশ জন.
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকালো বদন।
সতেজে সম্ভলী বলে 'শুন মম বাণী,
অকারণ কষ্ট তাজি হও রাজরাণী,
কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়.
এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়,
রবে না সুখের সীমা বাড়িবে সম্মান,
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্নিধান।
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোল্লায়,
শুয়েছে সাধের স্বামী শমনশয্যায়,
এইবার অবহেলা করিলে বচন,
গলা টিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশ জন'।"

"কাতরে কাঁদিয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে
'নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে?
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার,
দেখিতেছি দশ দিক্ আমি অন্ধকার,
হেরিলে আমার মুখ এমন সময়,
স্নেহরসে গলে কাল সাপিনীহৃদয়,
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে
আমায় বাঁধিতে চাও মহাপাপ জালে?
যাও বাছা জ্বালাতন কর না-ক আর,
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার'।"

"রাজার আদেশ মত কুট্টিনী তখন
সম্পাপুণ্ডরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ,
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলয়,
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হয়।
বাঘিনী হরিণী হরে আনিলে যেমন,
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন,
দুষ্ট সম্ভলীর হাতে হেরে সম্পা সতী,
নষ্ট নটবর মতি নাচিল তেমতি।
পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজন কারায়,
রেখে দিল কেলিগৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।"

"দিবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন,
হা নাথ! বলিয়ে কত করিল রোদন।
বিরাজিত করণালী কেলিগৃহতলে,
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদীজলে।
হেন কালে নটবর রাজা দুরাচার
আইল তথায় হাতে হীরকের হার।
বিহার ভবনে ভূপ, সম্পা হতজ্ঞান,
সীতা যথা হতমতি রক্ষসন্নিধান;
পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন,
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন।
আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে
ভুজবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।
মূঢ়মতি নটবর হৃদয় পাষাণ,
নরপশু নিশাচর নষ্টতা নিধান,
কাছে আসি বলে ধনি আমি ক্রেনা দাস,
তোমার সেবায় প্রিয়ে রব বার মাস।
নিবারণ কর কান্না ত্যজ অভিমান,
ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান,
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার,
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে হীরকের হার।

এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর,
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর,
কুলবালা গোঁয়ারের হেরি ব্যবহার,
চমকিয়া সকাতরে করিল চীৎকার—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার'।"

"হেন কালে সেনাপতি আসি বেগভরে
পায়ে ধরি পাপবৃত্তি নিবারণ করে।
বলিল 'জঘন্য কাজ কর না রাজন,
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন।
পুণ্ডরীক অপমানে যত সেনাগণ,
হাহাকার রব করি করিছে রোদন।
পুণ্ডরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়,
রাজ্যেতে সমরানল জ্বলিবে ত্বরায়'।
সেনাপতি সনে ভূপ গেল নিকেতন
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন।"

"পর দিন কেলিগৃহে সম্পা একাকিনী,
কনকপিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনী!
কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন,
ভাবিতেছে অবিরল অবলার মন।
চিন্তা অনশনে শীর্ণ-দেহ কৃশোদরী
বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী;
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে,
করণালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—
'তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি,
পতিরত্ন, রমণীর হৃদয়ের মণি,
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর,
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর?
পাষণ্ড পাষাণ মন কালকূটকূপ
অনাথিনী ধর্ম্ম নাশে হয়েছে লোলুপ।
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ'।"

"এমন সময়ে তথা ভূপতি অধম,
উদয় হইল যেন কালান্তক যম,
সম্পার নিকটে আসি বলে শুন প্রিয়ে,
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে;
অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়,
কৃপা করি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়।

যদি অভিমান ভরে কর অপমান,
আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান।
বলিতে বলিতে মূঢ় হয়ে অগ্রসর,
পরশিতে যায় সম্পা পবিত্র অধর,
শিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন,
সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ
ভূপমুখে পড়ি করে রসনা দংশন,
ছটফট করে রাজা বিষের জ্বালায়,
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায়।"

"পরদিন পাপমতি মহাক্রোধভরে,
নিষ্কোষিত তরবারি জোরে ধরি করে,
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তিমান্ জীব-ধ্বংস অন্তক-কিঙ্কর,
বলিল পরুষ বাক্যে 'শুন রে পামরি
হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী।
রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার,
আমি যদি মারি রক্ষা করে সাধ্য কার,
এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন,
নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন।'
পতিপরায়ণা সতী মতি নিরমল,
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম পালনেতে মন রত অবিরাম,
তরবারি তার কাছে তামরস দাম;
টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়,
নড়ে কি অশনিপাতে উচ্চ হিমালয়?
নীরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে,
করিলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে।"

"নিষ্ফল হইল দেখি ভয় প্রদর্শন,
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন,
বাম করে বামাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ,
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ,
বলিল এখন যদি রাখ মোর মান,
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ।
অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'

করণালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া,
লয়ে গেল কেলিগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া,
মরিল দুরাত্মা ভূপ সুগভীর নীরে,
ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে,
তপোবনে ঋষিগণ পাইল সম্পায়,
পিতৃস্নেহে সুযতনে বাঁচাইল তায়।"

"মরিল দুরাত্মা ভূপ গেল অত্যাচার,
ধন ধর্ম্ম মান নষ্ট হবে না-ক আর।
মন্ত্রী, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা একমনে
পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে।
আনন্দে ভরিল দেশ গেল অবনতি
প্রজার মনের মত হয়েছে ভূপতি।
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোবন-মুখে
আনি তারে রাজরাণী করে রাজা সুখে।
করণালী সম্পা সতী করিল উদ্ধার
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।"

"মিলিল সরযূ সই আসি অযোধ্যায়,
উভয়ে অপূর্ব্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়,
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন,
এক ভাবে এক পথে সতত গমন।
প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মানিবে সকলে,
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে।"

ষষ্ঠ সর্গ

ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন,
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন
গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়,
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়।
এইখানে ঋষি-পত্নী অহল্যা সুন্দরী
পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব রতনে,
কোপাগ্নি জ্বলিল তায় তপোধন-মনে।
শাপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ
অচেতন কলেবর অসাড় অজ্ঞান।
পরিণয় আশে রাম যবে মিথিলায়
বিশ্বামিত্র ঋষি সনে এই পথে যায়,
পরশিল পদ তার পদ বিচারণে
শৈলময়ী অহল্যায় শাপ বিমোচনে,

অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়,
অনুতাপে নিরমল পবিত্র হৃদয়।

তথা হতে চলে গঙ্গা হেলিতে দুলিতে
কিছু দূরে দানাপুর থাকিতে থাকিতে,
মহাবেগে শোণ নদ ভয়ঙ্কর কায়
প্রণমিয়ে নতশিরে ভেটিল গঙ্গায়।
শোণেরে সম্ভাষি গঙ্গা বলে "বাছাধন
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ,
কি দেখে আইলে পথে যাইবে কোথায়,
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায়।"
গঙ্গার আজ্ঞায় শোণ প্রফুল্ল হৃদয়
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়।

"অপূর্ব্ব শোভিত বিন্ধ্যগিরি মহাভাগ,
যে করে ভারতভূমি দ্বিভাগে বিভাগ,
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে,
চিরদিন আছে দুঃখে ভূমে প্রণমিয়ে;
এল না অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন,
বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন।
সেই নয়নের জলে জনম আমার।
জনরবে পাইলাম তব সমাচার,
আসিয়াছি অগস্ত্যের করিতে সন্ধান,
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু সন্নিধান।"

"বিরাজিত জরাসন্ধ-হর্ম্ম্য মম তটে,
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সংকটে;
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল নিদান
ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ সন্নিধান।
কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাহিল,
রণ ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি মাগিল,
বাক্য অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান,
বৃকোদর বীরদম্ভে করিল আহ্বান।
উভয়েতে ঘোর রণ কে বাঁচে কে মরে,
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে,
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়,
সাপটি বিক্রমে ধরে দু হাতে দু পায়,
বাঁশচেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল,
রক্তস্রোত নদী অঙ্গে পড়িতে লাগিল।
জরাসন্ধে করি বধ গেল বৃকোদর,
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর।"

"দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রহিতস গড়
পাথরে গঠিত যেন ভূধর অনড়,
অরি আক্রমণ বাধা করিতে বিধান
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নির্ম্মাণ।"

"অপূর্ব্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার,
কত দূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার,
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা,
অটল প্রবাহবেগে, ধন্য গুণপণা;
ইষ্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন,
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন।"

শোণেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা।
সুন্দর ব্যারিকপুঞ্জ ধবল বরণ,
নব দূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ।
চারি ধারে সুশোভিত বর্ত্ম পরিসর,
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর।
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার,
করিতেছে জুতা তারা হাজার হাজার।

করি দূর সুরধুনী সৈন্য নিকেতন,
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন।
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায়
পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল পাটনায়,
আখ্যায় 'পাটলীপুত্র' ধরিত নগর,
সীমাশূন্য ছিল রাজ্য অবনী ভিতর।
আদিরাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বিষাম্পতি,
সমকক্ষ কোথা তার ছিল না ভূপতি।
মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণ,
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজতুরঙ্গমে।
উপনীত হয়েছিল সাগরসঙ্গমে।
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়,
প্রস্থে কিন্তু অর্দ্ধ ক্রোশ হয় কি না হয়।
বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর,
হর্ম্ম্যমালা সহ ঘাট তটের উপর।

একাধারে আহিফেন জন্মে এই স্থলে,
উৎকট রোগের শান্তি করে গুণবলে,
প্রকাণ্ড গুদাম ভরে রাখিয়াছে তায়,
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহি যায়।

সোরা করা কারখানা হাজার হাজার,
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্ব্বেতে রাজার,
যার কাজে রায় রামসুন্দর ধীমান,
লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান।

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে;
লবণ মসিনা ছোলা ধরে না নগরে।
সোনার বরণ জিনি সুপক্ক জনার,
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার।
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল,
দাড়িম্ব অম্বল মধু রসে টলমল,
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর,
পীযূষপূরিত পীত পেয়ারা প্রচুর।

পাটনার গোলঘর অতি চমৎকার
পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার,
বিপুল পরিধিযুত উচ্চ অতিশয়
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপান দ্বিতয়।
তুরঙ্গে সুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাদুর
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর!
গোলঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি,
দশ বার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি।

পরিহরি পাটনায় পতিতপাবনী
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি।
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে,
ফুটেছে চামেলি বেলা পোরা পরিমলে,
সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতাময়
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়।

ছাড়ি বাড় চলিলেন অচলদুহিতা
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা।
বিরাজিত এই স্থানে দুর্গ পুরাতন,
অতি দীর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন,
ইষ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর,
অভেদ্য ভূধর অঙ্গ, অতি উচ্চ শির,
তিন দিগে সুগভীর পরিখা খোদিত,
চতুর্থে জাহ্নবী নিজে পরিখা শোভিত,
শিলাবিমণ্ডিত শক্ত দ্বারচতুষ্টয়,
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়।
পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান—
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্ম্মাণ।
মির কাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার,
নবাব করিত হেথা রাজদরবার।

রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাবে,
রেখেছিল এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে,
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুজ্ঞা ভীষণ,
জিজ্ঞাসিল "কি মরণে মরিবে রাজন?"
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তিভরে
"ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহ্নবী উদরে।"
নবাব দিলেন সায় বাঞ্ছিত মরণে,
সমবেত কত লোক মৃত্যু দরশনে।
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল,
প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড গলেতে বান্ধিল,
তার পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিল সুরধুনী নিরমল নীরে,
জয় রাম বলি রায় অনাতঙ্ক মনে,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে,
জীবন নিধন হলো জাহ্নবীর জলে
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাঁদিল সকলে।

নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে,
রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে,
সহ পুত্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে,
অনশন, জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ কলেবর,
নাপিত অভাবে দাড়ি বাড়িল বিস্তর।
নিষ্ঠুর নবাব হাতে নাহি পরিত্রাণ,
পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
মশানে লইতে দূত আইল তথায়,
ধরিতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়,
তদ্গতচিত্তে ভূপ পূজিছে শঙ্করে,
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে—
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
আইল ইংরাজসেনা আর কারে ডর,
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে,
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।
হয়েছিল ভূপতির দুর্গে যে আকার,
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার।

শিলাবিনির্ম্মিত বাপি সীতাকুণ্ড নাম,
উৎস উষ্ণোদকপূর্ণ শোভা অভিরাম,
বাপিতল হতে শ্বেত বিম্ব শত শত,
স্ফটিকের মালা গাঁথি উঠে অবিরত,

সলিল উপরে উঠি বিম্ব ভঙ্গ হয়,
তাহাতে গন্ধকযুক্ত ধূমের উদয়।
সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি,
উপল তণ্ডুল তলে গণে লতে পারি।
সুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ,
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে নির্ম্মাণ।
বাপি অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে,
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়,
বিরাজে রাজীবরাজি কুন্দ কুবলয়।

মুঙ্গের নগরে শোভে ষোড়শ বাজার
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার।
আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর,
হাতীর দাঁতের কার্য্য তাহার উপর,
লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি,
সুমার্জ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি।
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার
বেণায় রচিত পাখা অতি চমৎকার।
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়,
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়।

মুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন,
ভাগলপুরেতে আসি দিল দরশন।
সুদীর্ঘ নগর ইটি বিস্তারিত তীরে
বিপুল বাজার পল্লী শোভিছে শরীরে।

চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান,
যথায় বেহুলা সতী পতি-গতপ্রাণ,
মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাসরে,
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে।
শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়,
সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায়,
দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়,
বাঁচাইল পতিরত্ন আনন্দ হৃদয়,
মনসা কাণীর মান টুটিল অমনি,
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি।
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে
পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে।

পূর্ব্বকালে এই স্থলে করিত বসতি,
হেমকান্তি "বসুবন্ত" বিখ্যাত ভূপতি,
"চম্পাকলি" ছিল তার নর্ত্তকী সুশীলা,
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুস্বরে কোকিলা।
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম
গৌরবে রাখিল 'চম্পা' নগরের নাম।

বিরাজে "করণগড়" দুর্গ পুরাতন
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল পরশন।
কর্ণ রাজা পূর্ব্বকালে করিল নির্ম্মাণ,
যথায় ঊষায় নিত্য করিতেন দান
ভক্তাধীনী "মহামায়া" করুণার বলে,
এক শত মণ স্বর্ণ দরিদ্রের দলে।
তার পরে এই দুর্গে করিত বসতি,
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি।
মুসলমানেরা পরে করে অধিকার,
ইংরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার।

জরাসন্ধ-কারাগার অতি ভয়ঙ্কর
বিরাজিত আছে আজো নগর ভিতর,
মাটির ভিতরে কত হয় দরশন,
ইষ্টক রচিত ঘর পুরাণ গঠন।

বাবর, কুতব, আলি, মিলি তিন জনে,
নির্ম্মিল নদীর তীরে হর্ম্ম্য সুযতনে।
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হলো সেনাকুল,
এই হর্ম্ম্য হয়েছিল দুর্গ অনুকূল।

ছাড়িয়ে ভাগলপুর গঙ্গা চলে যায়,
কালগ্রাম কেড়াগোলা অবিলম্বে পায়।
কেড়াগোলা সন্নিকটে কুশী নদী আসি,
ভূধর আজ্ঞায় হল জাহ্নবীর দাসী।
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়,
পুরাতন রাজধানী নবাব আলয়,
সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর,
শ্রান্তিহর, স্নিগ্ধকর, আনন্দ আকর।

সপ্তম সর্গ

ছাপঘাটি আসি পরে ভীষ্মের জননী,
পদ্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধ্বনি—
"শুন পদ্মা সহচরি তরঙ্গরঙ্গিণি,
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী,

এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ,
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ,
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির,
এই পথে যাব আমি সাগর গভীর,
সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল,
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল।
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ,
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ,
লয়ে যাও বুনো চর মস্‌নে বঞ্চক,
শমন-সদন-বর্ত্ম আবর্ত্ত অন্তক,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয়ঙ্কর জন্তুচয়।"

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন—
"ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে না লো মন,
সতত তোমার সনে করিছি বিহার,
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার,
যেতেও তো নাহি পারি লয়ে দুষ্টদলে,
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে—
কূলনিবাসিনী কুলকমলিনীগণ,
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন বচন,
বাঁধাঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান,
আমি গেলে তাঁহাদের বড় অপমান,
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই,
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।"

উন্মাদিনী প্রবাহিণী পদ্মা চলে গেল,
বিষণ্ণ বদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল,
জঙ্গীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন
নিবসতি সদাগর করে অগণন,
বিরাজে মন্দির কূলে রেশমের কুটি
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্, ডেপুটি,
টোল ঘরে শুল্কদান নাবিকনিকরে,
করিতেছে দাঁড় গুণে বিষাদ অন্তরে।

জঙ্গীপুর করি দূর সুরতরঙ্গিণী,
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্রনন্দিনী।
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,
জাহ্নবীজীবন মাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।

কেঁয়েদের নিবসতি এ দুই নগরে,
প্রস্তর-পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে।
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছুমাত্র নাই।
দানশীল লছ্‌মিপৎ কেঁয়েকুলসার,
পলাশ বিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার।
বালুচরি চেলি হেথা সঙ্কলন হয়,
খচিত কৌশলে তায় সেনা করী হয়।

আইল জাহ্নবী পরে মুরশিদাবাদে,
যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে।
সুশীল, সুধীর, শান্ত, সুখী, ধনশালী,
অভিমানপরিশূন্য মান্য জনাবালী;
পারিষদ শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টি নাহি হয়,
বিভবে বিদ্যার কবে হয় পরিচয়?
অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন,
হারালে নবাব সব কুলীন বামন,
আলিপুর জেল জিনি অন্দর দেয়াল
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল,
শেষ দ্বারে অসি করে ভামিনী ক জন,
কালভৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ।
সতীত্ব রক্ষার হেতু সাবধান নানা,
মনের দুয়ারে কিন্তু নাহি দেয় থানা।

নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান,
বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান,
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর,
নীরবে কহিছে কথা ধন্য চিত্রকর,
দ্যালগিরি, আলমারি, মেহাগনি মেজ,
অতুল্য সুমূল্য ঝাড় শত শত সেজ,
ফরাসি গালিচা পাতা ফুল কাটা তায়,
চেয়ার পর্য্যঙ্ক কোচ গণা নাহি যায়,
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি,
দেয়ালে মধুর তানে বাজিতেছে ঘড়ি।

ও পারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর,
শ্বেতশিলা বিনির্ম্মিত ভাব ভয়ঙ্কর,
কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব,
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে
মানব-পূরিত তরি না ডুবায় জলে,

দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে,
নাহি আর গর্ভিণীর উদয় বিদরে,
নিদ্রা অনুরোধে আর সঙ্কীর্ণ কারায়,
ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,
রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল,
কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল!

ছাড়িয়ে নবাববাড়ী নগপতিবালা,
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা;
রমণীয় পথ ঘাট বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যানিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে।

সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান,
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান।

ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে,
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে,
বিভবশালিনী সতী সদা বিষাদিনী,
শ্বেতাম্বর পরিধানা যেন তপস্বিনী,
ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ,
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূষণ;
রাজীবলোচন যোগ্য সচিব ধীমান,
অবিবাদে রাজকার্য্য হয় সমাধান।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে;
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিকণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একা বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা শ্রেণী,
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক;
হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল,
পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে;
কাঁচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,
ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ,
মনোলোভা শোভা কিবা নয়নরঞ্জন,
খোদিত দ্বিরদরদ কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনীমূলে লাবণ্যের দলা,
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুল আকার
কুচসন্ধি স্থানে চূড়া মিশেছে তাহার;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক বিপিনে যেন জনকদুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণীরতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
"কে বাছা সুন্দরি তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয় গৌরব,
সময় সাগরে জলবিম্ব অনুভব,
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখিসিংহাসন!
আদিত্যপ্রতাপভরে কাঁপিত ভুবন,
যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন;

উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথাই রোদন আর বৃথা পরিতাপ;
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণিবিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি লজ্জায় শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হলো অন্তর্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী,
উতরিলা কাটোয়ায় ভীষ্মপ্রসবিনী।
কাটোয়ায় কাষ্ঠভাষা কণ্টকের ধার
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে অকার।
বিচার আসনে বসি ডেপুটি রতন,
করিতেছে দণ্ড দান, পাষণ্ডপীড়ন।

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন,
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মুসুরি,
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভূরি ভূরি,
সুরভি "গোবিন্দভোগ" চাল যার নাম,
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারি দাম।
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়,
বদান্য ভিষজ-ঘর ভাল বিদ্যালয়।

"অজয়" পাহাড়ে নদ ভয়ংকর কায়,
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়,
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ
কাটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।
অজয়েরে সম্ভাষিয়ে গঙ্গা সমাদরে—
জিজ্ঞাসিল কেন রক্ত মাখা কলেবরে?
বন্দিয়ে "অজয়" বীর গঙ্গার চরণ,
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন—
"রামগড়" শৈলমালা শোভা মনোহর—
ভূধর অধর-সম "সোম" সরোবর
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সুবাসিত জলে,
কনককমল ভাসে ভরা পরিমলে,
বিকশিত ইন্দীবর সুনীল বরণ;
মরাল মরালী কত করে সন্তরণ।
রচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়,
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায়।
একদা বিকালে যবে পদ্মিনী-রঞ্জন,
মাখাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ,
দেবকন্যাকুল কেলি করিবার তরে,
মলয় পবন যানে, হরিষ অন্তরে,
নাবিল সরসী তীরে উজলি ভূধর,
ত্রিদিব সৌরভে পূর্ণ হলো সরোবর।
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ দিল সরোবরে,
কৌতুক রহস্য হাসি ধরে না অধরে,
করতালি দিয়ে কেহ ভাসিতে লাগিল,
কেহ নীলাম্বুজ তুলি কানে দোলাইল,
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই
নীলপদ্ম হেরি নীরে করে নাহি পাই,
কনক কমল কেহ করিয়ে চয়ন,
হাসিয়ে সখীর অঙ্গে করিল অর্পণ,
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল,
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল দিল।

কতক্ষণে জলকেলি করি সমাপন,
সোপানে বসিল সুর-সুলোচনাগণ;
বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে,
আরম্ভিল সুসংগীত সুমধুর স্বরে,
মোহিত মেদিনী শুনি ধ্বনি মনোহর
আনন্দে অঘোর জীব ভূচর খেচর।
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন
আচ্ছাদিল নিরানন্দ অন্ধকার ঘন—
দুরন্ত দানবদল দীর্ঘ কলেবর
ঢুলু ঢুলু মদে আঁখি ধুলায় ধুসর,
ভয়ংকর হুহুংকার অহঙ্কারে করি,
ধাইয়ে ঘেরিল যত ত্রিদিব-সুন্দরী,
ব্যাকুলা মহিলাকুল মহাকোলাহলে,
কাঁদিল কাতর স্বরে একত্রে সকলে;
ভূধর কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে
পূজিতেছিলাম ভবে ভক্তি-বিল্বদলে,
রমণী-রোদন রব প্রবেশিল কানে
গিরি অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সেখানে,
মা ভৈঃ, মা ভৈঃ বলি উপনীত হয়ে
ক্রোধভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে,
বলিলাম "ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার,
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার?

দূরে পলায়ন কর নহিলে এখনি,
মুষ্টিরূপ বজ্রে মাথা লুটাবে ধরণী।”
অরুণ-অঙ্গজ-মূর্ত্তি দনুজ বলিল—
“দেবতা দেবারি ভয়ে সুধা লুকাইল
বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে,
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে,
এলেম অমর হতে, কে তুই পামর,
বাধা দিতে এলি হেতা যেতে যম-ঘর।”
ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ জ্বলে,
গলা টিপে দানবেরে ধরিলাম বলে;
মারিনু পাহাড়ে কিল নাসার উপরে,
বহিল শোণিত-স্রোত বল্ বল্ করে;
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধরিয়ে গলায়,
ঠকাঠকি করিলাম মাথায় মাথায়.
ঘায় ঘায় মাথা দুটো ছটিকে পড়িল,
“ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী” দরশন দিল;
এইরূপে হত করি দানব-নিকর,
শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর।
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন,
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ,
হাত বুলাইল অঙ্গে স্নেহরসে ভাসি,
বলিল “করিলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশি,”
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চালন,
দিলেন দেবতা-বালা সুখ-সমীরণ,
শ্রান্তি দূরে করি সুর-সুন্দরীর কুল
মধুর বচনে দিল বর অনুকূল—
“সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে,
চলে যাও কাটোয়ায় নির্ভয় অন্তরে,
সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়,
পবিত্র হইবে দেহ, স্থান পাবে পায়।
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়,
দেখিতে তোমায় হেথা আইল অজয়।

রুধির বরণ হেতু বলিয়ে অজয়,
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়—
“দেখিয়ে এলেম পথে কেন্দবিল্ব গ্রাম,
যথা জয়দেব মিষ্ট কবিগুণগ্রাম,
সরলতা সরোবরে রসরূপ জলে,
নিরমিল নিরমল কবিতা কমলে,
প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়,
জনগণ মনরূপ মধুকর তায়।
কবিজাত জলজের লইতে আসব,
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব,
উপনীত হয়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজ করে পদ্য কিসলয়;
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য বলে,
পীতাম্বরপদসেবা করিল বিরলে।”

আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি,
অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী।
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে,
সেবা হেতু জমিদারি লেখা তাঁর নামে;
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর—
অতিথির বাস জন্য বহুবিধ ঘর—
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাথে গণে,
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে।

গোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী,
আইলেন নবদ্বীপ পণ্ডিতের খনি।
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে,
যাঁদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতীভবনে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধা মতি অতি চমৎকার—
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু,
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃকেতু।
তথাকার পণ্ডিতেরা বিদায় সময়,
ফিরে লইলেন গ্রন্থগুলি সমুদয়,
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রন্থ যদি পায়,
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিথিলায়?
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত,
হাসিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহিত,
স্মরণ তুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়,
সুন্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়,
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার,
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবে না আর।

পরম পবিত্র আত্মা ভারত-তপন,
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোনার বরণ।
জগতে মহৎ কাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন—
বিচারিয়ে মনে মনে পঠদ্দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জ্জন আহ্নিক পূজায়,

শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ?'
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
"বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়।"
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,
বিনীতস্বভাব শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য আরাধন;
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।
ধর্ম্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম বলে লোক।
প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম্ম সত্য সনাতন,
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন;
কাঁদিলেন শচীমাতা, গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্রশোকে চক্ষে শতধারা।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী,
হাহাকার করি কাঁদে লুটায়ে ধরণী,
"বিদরে হৃদয় মরি এ কি সর্ব্বনাশ!
সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটি কি ধর্ম্মের কর্ম্ম সর্ব্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার!
পতি পত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে, প্রিয়দরশন!
না লয়ে আদরে সনে সধর্ম্মিণী বলে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহাশোকানলে?"

সাধারণ নর সম প্রভু মহোদয়,
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয়;
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়,
ব্যাসদেব সম মতি অতি জ্যোতির্ম্ময়,
শিশুকালে বুদ্ধিবলে হয়েছিল তাঁর,
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।
প্রচলিত শাস্ত্র তাঁর ভারত ভিতর,
"সুবিখ্যাত চিন্তামণি দীধিতি" সুন্দর।
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়,
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয়;

বলিতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণয়িনী,
লভিয়াছি পুত্রকন্যা বিনা বামাঙ্গিনী,
"ব্যুৎপত্তিবাদ" পুত্র কন্যা "লীলাবতী"
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী।
কাণভট্ট, রঘুনাথ দুই নাম তাঁর,
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার।

স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্,
শিরোমণি সমাধ্যায়ী দেশ জুড়ে মান,
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্ত্তবাগীশ আখ্যায়,
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়।

সুপণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা,
"শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" বিজ্ঞজনয়িতা,
ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ,
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জ্বলিত দেশ।

বিদ্যাবিমণ্ডিত মুখ আগমবাগীশ,
তন্ত্রের তরুণ ভানু আলো দশ দিশ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতরতন,
ন্যায়শাস্ত্র দেখিবার নবীন নয়ন,
শিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ সমুদয়,
গদাধর-টীকালোকে লোকে আলোময়।

বুনো রামনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞবর
বিভব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর;
নবকৃষ্ণ ভূপতির উজ্জ্বল সভায়,
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়,
হেন কালে বুনো রাম হইয়ে উদয়,
বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয়।
সমাদরে মহারাজা বহু ধন দিল,
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল।

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়,
অর্থলোভী ভণ্ড ধূর্ত্ত দুষ্ট দুরাশয়,
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব;
ভণ্ডামি-প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে
বঞ্চনা বালির বাঁধ কত দিন থাকে।

অষ্টম সর্গ

ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে অনিবার,
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার;
প্রবল প্রবাহ ভরে জলাঙ্গী আইল,
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল।
জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে,
আলিঙ্গন করি তারে হাসিয়ে জিজ্ঞাসে—
"বলো লো জলাঙ্গি সখি! পদ্মা-বিবরণ,
কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন।"
"শুন সখি নিবেদন" জলাঙ্গী কহিল,
"ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল,
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি,
মত্ত হলো দলবল লাফিয়ে অমনি;
রামপুর বোয়ালিয়া নগরী নূতন,
রম্য হর্ম্ম্য, ঘাট বাট, ছিল অগণন,
প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে
রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে।
কি করিবে যত যাবে বলিতে না পারি,
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভীর সারি সারি;
তুমি সখি! বুদ্ধিমতী ভীষ্মের জননী,
ভদ্র সমাজেতে তাই তাদের আন নি।

"দেখিয়ে এলেম সখি! আসিতে হেথায়,
অপূর্ব্ব নগর এক নদী-কিনারায়;
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে,
কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে,
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাইত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী,
অদ্যাপী বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি।

"রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি কত ঘর যেন হর্ম্ম্য বন;
চমৎকার পরিপাটি পূজার দালান,
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্রসম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কত কাল গেছে তবু চক্ মক্ করে;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠলেশ।

"এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার,
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী নাহি অহঙ্কার;
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।

"ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞ জন,
স্বদেশের হিতে তাঁর বিক্রীত জীবন,
সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়,
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়,
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন,
বালকের মন হতে ভ্রম নির্ব্বাসন।

"করিলাম তার পরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক্‌রতন,
সুশীলতা সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পীরিতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার,
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদরভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকাশিত যাতে তাঁর হৃদয়পঙ্কজ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয় দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ;
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর।

"লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে "মালতীমাধব" সুললিত,
"বঙ্গ ব্যাকরণ," বঙ্গময় বিচলিত।

"কৃষ্ণনগরেতে আছে কালেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষকনিকর;
এ কালেজ একবার উমেশ প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

"বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথাই জীবন,
যদি শিক্ষা নাহি পায় সীমন্তিনীগণ;
কৃষ্ণনগরের লোক সাহসিক অতি,
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা উন্নতি,
বিরাজে নগরে দুটি বালা-বিদ্যালয়,
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয়।

"উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়,
সরভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়,
শচীর রসনাযোগ্য, কি মধুর তার,
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে একবার?

"কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে,
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।"

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী
উপনীত সুরধুনী কালনা নগরী।
নদী হতে অপরূপ শোভা কালনার
যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস বদনে,
হেরিছে তরঙ্গরঙ্গ জাহ্নবীজীবনে।

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড়, সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখরনিকর যথা শিখরীর শিরে,
উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার,
জামাই আদরে দেব করেন আহার,
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়।

কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান আশে মহিষীর সনে,
উপনীত কালনায় সুপবিত্র মনে।
সেই কালে কালনায় সন্ন্যাসিপ্রবর,
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী—
"মোহন মূরতি দেব শোভা আভাময়
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয়;
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই,
বনমালিবিলাসিনী বিনোদিনী রাই?
রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদা ম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহ শূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নীছাড়া হলে;
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমে রচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী,
তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয়?"

সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্নরাজি,
বসন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজী;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরীদলে মিলে করে কুলাচার;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই রতনে,
বসাইল সিংহাসনে হরষিত মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখ সীমাহীন।

এইরূপে কিছু দিন বিগত হইল—
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে এই বিবরণ—
"বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জান না কি রাজবংশে আছে কি আচার?
ভূপতি-দুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনীরূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই,
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।
কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর-ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে?

দূরীভূত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।"

নিরন্তর তপোধন রাজার কথায়,
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজি জামাইগণে বর্দ্ধমানে বলে,
লালজিরে পূর্ব্বে বলে লালাজি সকলে।

কত কীর্ত্তি করেছেন বর্দ্ধমানেশ্বর,
চক্রাকারে শোভা করে মন্দিরনিকর,
বিরাজিত এক শত আট শিব তায়,
পূজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পূজায়।
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে
স্বর্গীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে,
চামর বীজন সোঁটা সুখ সিংহাসন,
পর্য্যঙ্ক, পানের বাটা, লোহিত বসন,
তামাক কলিকা টিকা হুকা সরপোষ,
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ।

যখন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার,
দেশে দেশে সত্য ধর্ম্ম করেন প্রচার,
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়,
লভেন বিশ্রাম বসি তেঁতুলতলায়,
সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে,
অদ্যাপি বিরাজে বলে গোঁসাই মন্ডলে।
তেঁতুল গাছের কাছে শোভিছে মন্দির,
চারু মূর্ত্তি দারুময় মুরারিশরীর
বিরাজিত তার মধ্যে শুভ দরশন,
বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ।
অপরূপ রাসমঞ্চ সুগোল গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায়, সুগোল প্রাঙ্গণ,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি সুশোভিত,
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

পরিহরি কালনায় গৌরাঙ্গভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি "ভক্ত অবতার"
হলেন অদ্বৈত নামে হরিতে ভূভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম গৌরব,
খৃষ্ট অবতারে যথা "জনের" সম্ভব।

পবিত্র অদ্বৈতবংশপঙ্কজতপন
সাহসী "গোঁসাই" ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পন্ডিত-পটল-পন্থা প্রভাময় মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল ব্রহ্মান্ডপতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার?
দ্বিজদল গর্ব্ব করি বলিল সভায়,
"গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,"
উত্তর "গোঁসাই" দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
"সন্দ নন্দনন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায়!"

সুরপুর সম পুর শান্তিপুর ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম,
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন।
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজি তাঁতী হাজার হাজার।
শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি,
"নীলাম্বরী," "উলাঙ্গিনী," "সর্ব্বাঙ্গ-
সুন্দরী"।

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী
চলিতেছে হাস্য মুখে পথ আলো করি,
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে,
মনোভব-মনোরমা সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন,
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর,
একেবারে কত রামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।

গুপ্তিপাড়া গন্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে।
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
"ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে।"
যে কন্যা কুমারীভাবে চির দিন রয়,
কুলীন মহলে তারে "ঠ্যাকা মেয়ে" কয়।
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নীচ পামর কুলীন,
আপন ভবনে বসি ভাবনাবিহীন,

অশনবসনহীনা দীনা দারাদল
পিতৃগৃহে কাঙ্গালিনী চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃজায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা কভু দাসী হয়,
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয়?
স্বামী সত্ত্বে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবনকালে জনকের ঘরে,
সাবিত্রী সমান সতী হলেও কল্যাণী,
কলঙ্ক আমোদী লোক করে কাণাকাণি
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ,
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন!
একে চির বিরহিণী অভাগিনী বালা,
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের জ্বালা।

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম
বলিল কুলীনে "শুন পরামর্শ মম—
বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর,
নবীনা সুন্দরী যেটি তাহার ভিতর,
বাছিয়া আমার করে কর সমর্পণ,
বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহু ধন,
তুমিও আমার সনে থাক সহচর,
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর।"

সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার,
"তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার"
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে,
রেখে দিল লম্পটের কেলি-কুঞ্জবনে।
শিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,
দীননেত্রে নীরধারা বহিতে লাগিল—
"স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কর্ম্ম করিলে,
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নাশিতে আনিলে,
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবঞ্চনা করি?
নিদারুণ মর্ম্মব্যথা মরি মরি মরি;
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে,
করিতাম দিনপাত ধর্ম্মকর্ম্ম লয়ে,
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর! ঘুচালে সে বাস?
কলঙ্কিনী করে স্বামী এ কি সর্ব্বনাশ!
পতি যদি রোষভরে পদাঘাত করে,
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে,
কিম্বা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার,
তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার;
কিন্তু যদি মূঢ়মতি পতি ধন আশে,
বিবাহিতা বনিতার সতীত্ব বিনাশে,
নাহি আর করি তার মুখ দরশন,
খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন।
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়,
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়,
পরিণয় পাশ আজ জীবনের সনে,
নাশিব করিনু পণ জাহ্নবীজীবনে।"
কূলে উপনীত বালা সজল নয়ন,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গাজলে ত্যজিল জীবন।

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ,
বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
"বাণুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে।"
ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত
সপ্তাগড়ে, শৈলবালা হলো উপনীত—
এই স্থানে চূর্ণী নদী, প্রেরিত পদ্মার,
যোড় করে জাহ্নবীরে করে নমস্কার।
চূর্ণীরে আদরে ধরে সাগর-সুন্দরী
জিজ্ঞাসিল সমাচার আলিঙ্গন করি—
"বল বল বিবরণ চূর্ণি সুলোচনে,
কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে।"
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি,
উত্তর করিল চূর্ণী মাতাভাঙ্গা সতী—

"স্বীকারপুরের কুটী, তাহার উত্তরে
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরীনিকরে,
তিন জনে একাসনে কিছু দূর এসে,
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে,
দুই জনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে,
তথা হতে ইছামতী চলে গেল বামে,
সঙ্গিনী বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে;
যথায় বিরাজে আদি রাজনিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন।

এক্ষণে গঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তায় করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বলিয়ে।
ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহরী,
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী।
মামজোয়ানী রে তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ রতন,
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন,
স্বীয় ভাগ্য বিশ্বকর্ম্মা ভকতিভাজন,
ব্যবস্থাদর্পণকর্ত্তা বিজ্ঞ অতিশয়,
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয়।

তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর,
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর,
বিরাজে তথায় পালচৌধুরী ধনেশ,
জমিদারি করী হয় যাহার অশেষ,
বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাহিক প্রতাপ,
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ।
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয়
পালচৌধুরীর কুল যায় আভাময়।

রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।
ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশন,
জুড়াইল আলিঙ্গনে চঞ্চল জীবন।"

চূর্ণী মৌনা হলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোতভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল,
ভগীরথ-রথচক্র বালুকায় পশি,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি,
সেই হেতু এ স্থানের চক্রদহ নাম,
গণনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষ ধাম।

বক্রভাবে চক্রদহ অতিক্রম করি,
সুখসাগরের তলে নাচিল লহরী।
এই স্থল ছিল পূর্ব্বে সহরের মত,
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত,
নাহিক বাজার আর বিশাল ভবন,
নীলকুটি বালাখানা কুসুমকানন,
কোথা গেছে নাহি তার কিছুই নিশান,
ও পারে গিয়েছে এবে তাহাদের স্থান।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম—
সোমড়া শবিড়া বৈদ্যনিকরের ধাম,
সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তুফির বাস,
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস,
ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই,
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।
এ সব রাখিয়ে পিছে মনের উল্লাসে,
উপনীত নারায়ণী ত্রিবেণীর পাশে,
গঙ্গা দরশনে সবে ভাসিলেন সুখে,
বাজিল কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বামা-মুখে।

যমুনা বিমনা বড় ত্রিবেণীর তলে,
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলে—
"বহু দূর নাহি আর সাগর ভীষণ,
একা তুমি অনায়াসে করিবে গমন,
যাব না তোমার সনে আমি লো ভগিনি,
ছাড়িয়ে তোমায় আজ হবো বিরাগিণী;
তব স্বামী কাছে যেতে হলে অনুরাগী,
কত কথা রটাইবে যত ভালখাগী,
তাই বন নিবেদন শুন লো আমার,
বাম দিকে যাব আমি করিছি বিচার,
দেখে যাব বিরুয়ের মদনগোপাল,
হরিণঘাটায় খাব সোণামুগ দাল,
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম,
দেখিব গোবরডেঙ্গা শারদাপ্রসন্ন,
ধনশালী তমোহীন বন্ধুতাসম্পন্ন,
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী,
স্বভাবে সাবিত্রী কিম্বা সীতা বিম্বাধরী:
তার পরে ইছামতী সহিত মিশিয়ে
একাসনে টাকি দিয়ে যাইব চলিয়ে,
বনে বনে দুই জনে করিব গমন,
যতক্ষণ নাহি পাই সিন্ধু দরশন।"

কাঁদিলেন ভাগীরথী ভগিনী বিরহে,
নয়নে সলিলধারা অবিরত বহে;

জ্বালার উপর জ্বালা নগবালা পায়,
"সরস্বতী" এই স্থানে নিবেদিল পায়—
"রেখে যাও ত্রিবেণীতে আমায় জননি,
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্ডিতের খনি।
এই স্থানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন,
বেগচির প্রমাবন্ত যেন দ্বৈপায়ন,
করেছেন জ্ঞান দান শাস্ত্রের বিচার,
সুশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার;
অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান,
শুনিয়ে ইংরাজি বলা তাহার প্রমাণ।
যেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে,
প্রফুল্ল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে।"

বাণী শেষ করি বালা মন্দ স্রোতভরে
ডান দিকে চলে গেল ত্রিবেণী ভিতরে;
একত্রিত তিন বেণী মুক্ত এই স্থলে,
সেই জন্য মুক্তবেণী ত্রিবেণীকে বলে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বতীয় ভাগ

নবম সর্গ

ত্রিবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী
চলিল বিষন্ন-মনে পরমাদ গণি;
দুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী দুজন,
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন।
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে দুই তটে
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে।

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ কত পন্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়;
অকালে কালের করে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ত্রিদিব-ভুবনে;—
সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে,
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাণি,
যখন বিদায়, পতি সবিতায়,
দেয় শ্বেত ঊষারাণী;
কুল-ফুল-বনে, কুসুম-চয়নে,
চঞ্চল-চরণে আসে
বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়,
বিজলী বিকাশে হাসে।
কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার,
নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ,
চুম্বিছে হিঙ্গুল তার।
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে,
ভাসিছে ভাসন্ত আঁখি,
মুখে মুখ দিয়ে, অথবা বসিয়ে,
যুগল খঞ্জন পাখী;
কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ
করে নি প্রণয়-নীর,
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে
কঠিন কটাক্ষ-তীর।
সরস অধরে, জবা-রাগ ধরে,
পীযুষ বিহরে তায়,
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে,
কুসুম-সৌরভ পায়।
অতীব সুষমা, অর্দ্ধেক চন্দ্রমা,
চিবুক সরল গোল,
টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে
দিয়েছে মোহন টোল।
গোলাপের দাম, গন্ডে অভিরাম,
হাতে তুলিবার নয়,
যে হবে বরণ, জানিবে সে জন,
চুম্বনে চয়ন হয়।
ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল,
কোমল শিলায় গটা,
নিন্দি শতদল, শোভে করতল,
নখরে মুকুতা-ছটা।
এমন সুন্দরী, পরী কি কিন্নরী,
নন্দন-কাননে পেলে,
ভূলোকের নয়, করিয়ে নির্ণয়,
লবে দেবকন্যা ফেলে।
সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলা,
তুলিতে লাগিল ফুল,
প্রভাত-পবন, চুম্বিয়ে বদন,
দোলায় কানের দুল।
লক্ষ্মী সরস্বতী, শচী আর রতি,
ধরিয়ে বালিকা-বেশ,
কুসুম-চয়নে, যেন ফুলবনে,
এলায় নিবিড় কেশ।

সাবিত্রী হাসিয়ে বলে, "চরণ কেমনে চলে,
ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা,
বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছে কেশদলে,
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা!

সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,
তবে কেন তরুরাজ, করিতেছ হেন কাজ,
কামিনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ?
ছাড় ছাড়, পড়ি পায়, বক্রভাবে কটি যায়,
কি দায় কাননে এসে মোর,
অবলা-বিনতি শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
ছাড় ছাড়, করো না-ক জোর।

এস লো সরলে সই, তোমার শরণ লই,
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ,
তোমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে,
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।"
দূরেতে সরলা বলে, বসন্ত-কোকিল-কলে,
"ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই,
অকস্মাৎ সুলোচনে, বিপদে পতিত বনে,
আমাতে ত আমি আর নাই।
গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে,
কুসুমিত পল্লবের সনে,
টানিতেছে অলকায়, সে বুঝি ছিঁড়িয়া যায়,
জননীরে ভাসায়ে জীবনে;
আমাদের এই গতি, টেনে নিয়ে যাবে পতি,
পরিণয় হইবে যখন,
পরিয়ে সিন্দুর শাড়ী, যাইব শ্বশুর-বাড়ী,
মা জননী করিবে রোদন।"

সরলা পরেতে হাসি, সাবিত্রী-নিকটে আসি,
কেশ-রাশি ছাড়াইয়া দিল,
কৌতুকে সরলা কয়, "রঙ্গ বড় মন্দ নয়,
কেন তরু কেশ পরশিল?
যৌবন-মুকুল সই, ফুটিবার বাকি কই,
তাই তরু চুম্বিল কুন্তল,
সঙ্কেত হইল তায়, তোমায় করিতে চায়
প্রণয়িনী পতির সম্বল;
সুখের নাহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ,
নবীন কুসুমতরু বর,
বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল,
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।"

সাবিত্রী উত্তর দিল, "এত দিন পরে কি লো,
আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী,
সচন্দন বিল্বদলে, নব ফুল্ল শতদলে,
যতনে কণ্টক পরিহরি,
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল,
বোবা বন-তরু হবে বর?
উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি,
আসি বনে গৃহ পরিহরি,
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে,
বিনাইয়ে ফুলাধার করি,
প্রতিদিন পূত-মনে ফুল তুলি ফুল-বনে,
স্নান করি জাহ্নবীর জলে,
পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পূজায় বসি,
ফুলদান করি পদতলে;
তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময়ী নাম ধরি
নিদারুণ নির্দ্দয় অন্তরে,
বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকায়,
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে?
চল সখি, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়,
দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন,
কখন্ কুসুম তুলে, যাইব জাহ্নবী-কূলে,
কখন্ করিব আরাধন?"

সরলা হাসিয়ে বলে, "চরণ চালালে চলে,
চলিবে না চিকুরের দাম,
চেয়ে দেখ প্রাণ-সই, হাত বাড়াইয়ে ওই,
কুরবক-নবঘনশ্যাম;
কুসুম-কাননে ভাই, বরের অভাব নাই,
টানাটানি করিবে তোমায়;
অতএব সুলোচনে, যদি যাবে ফুল-বনে,
কর কাল চুলের উপায়;
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ
বেঁধে দিই তরুলতা তুলে,
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ,
বরবৃন্দ পড়িবে অকূলে।"
সুযতনে সরলতা, সকুসুম তরুলতা,
সগৌরবে তুলিয়ে আনিল,
বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল,
হাসি হাসি বলিতে লাগিল,
"আমি যদি বেঁচে রই, বিবাহ-বাসরে সই,
কৌতুক করিব তোর কেশে,
টেনে এনে কানে ধরে, কুন্তলে বাঁধিয়ে বরে,
দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে;

কেমন দেখাবে তায়, দোলে যথা লতিকায়
বনমালী কেলি-কুঞ্জ-বনে,
অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় পিঠে ফেলে
বুন মাগী কুন্তল-বরণা;—"

সরলার গন্ড ধরি, সাবিত্রী বলিল, "মরি,
কি মধুর নূতন তুলনা।
পাগলের মত ধনি, যা ইচ্ছা করিছ ধ্বনি,
হাসিতেছ আপন গৌরবে,
বলিতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা,
পার না কি থাকিতে নীরবে?
তোমার তো বড় কেশ, আছে কি না আছে শেষ
তুমি কি বাঁধিবে বরে তায়?"
সরলা সহাসে বলে, "আমার চিকুরদলে
জ্বালাতন করে না আমায়।
দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে
জড়ায়ে রেখেছি কণ্ঠ বেড়ে,
নবীন-যোগিনী-বেশ, যাব কাশী কাঞ্চী দেশ,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সব ছেড়ে;
কিংবা বেদে-বামাঙ্গিনী, গলে কাল ভুজঙ্গিনী,
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব;
অথবা বিপিনে আসি, গলায় দিব লো ফাঁসি
পিট্‌পিটে কান্তে ছাই দিব।"

সাবিত্রী সরলা বনে, ফুল তোলে এক-মনে,
হেন কালে বিমলা ডাকিল,
"আয় লো সখি রে ত্বরা, বিরজায় আদ-মরা,
হেরে মোর পরাণ উড়িল।"
দুই জনে দ্রুত-পায়, চলিত নক্ষত্রপ্রায়,
উপনীত সরসীর তীরে,
একেবারে দুই জন, বিপদের বিবরণ
জিজ্ঞাসিল বিমলা সখীরে।
বিষাদে বিমলা বলে, "ফুল তোলা শেষ হলে,
আইলাম সরোবর-কূলে,
দেখিলাম নলিনীরে, কেমন ভাসিছে নীরে,
সারি-গাঁথা রাজহংস-কুলে:
পরে বট-তলে আসি, বিনাইয়ে লতা-রাশি,
রচিলাম সুখের দোলায়,
পদ্মপত্র পাতি তায়, বসাইয়ে বিরজায়,
কত যে দিলেম দোল তায়;
লতার বন্ধন পরে, ছিঁড়িল পটাস করে,
পড়িল বিরজা ভূমিতলে,

নীরব সুন্দরী মরি, মূর্চ্ছা অনুভব করি,
বাতাস দিলাম পদ্মদলে;
অঞ্চলে আনিয়ে জল, ধুয়ে দিনু করতল
মুখ চক্ষু চিবুক কপোল;
এমন বিপদে ভাই, কভু আমি পড়ি নাই,
খাব না দেব না আর দোল।"

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে, বিরজায় উঠাইয়ে,
বলে, "সখি, পেয়েছ বেদনা,
আমরা সঙ্গিনী হই, কি দিব তোমায় সই,
কথা কয়ে বল না বল না?"
বিরজা বলিল, "ভাই, কিছুমাত্র লাগে নাই,
বলিতাম পাইলে যাতনা,
ফুল সহ ফুলাধার হইয়াছে ছার খার,
এইমাত্র মনের বেদনা।"
বিরজার হাত ধরে, সাবিত্রী সান্ত্বনা করে,
"তার জন্যে ভাবনা কি ভাই,
এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফুলগুলি,
কাননে কি ফুল আর নাই?
নহে মম ফুলাধার, কর সখি, অধিকার,
পরিহার কর মনোদুখ,
কোমল হৃদয়ে ভাই, বিষম বেদনা পাই,
হেরি যদি তোর অধোমুখ।"

সরলা মুচকি হাসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কৌতুকেতে বিরজারে বলে,
"বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ,
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে;
আইবুড় বুড় মেয়ে, লজ্জার মাতাটি খেয়ে,
সরোবরে করিলে সুরঙ্গ,
আই আই মরে যাই, বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই,
লতায় বাঁধিয়ে নব অঙ্গ।
দোলের দুরন্ত জোর, ভাঙ্গিয়াছে কটি তোর,
লজ্জায় বলো না কারো কাছে,
কটিভঙ্গ-কমলিনী, কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী,
নীলমণি নাহি লয় পাছে।"
বিরজা বলিল, "হায়, সরলা পাগলপ্রায়,
কেমনে করিব তায় শান্ত,
শুন লো সরলে বলি, তুমি কমলের কলি,
পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।"

সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,
তবে কেন তরুরাজ, করিতেছ হেন কাজ,
কামিনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ?
ছাড় ছাড়, পাড়ি পায়, বক্রভাবে কটি যায়,
কি দায় কাননে এসে মোর,
অবলা-বিনতি শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
ছাড় ছাড়, করো না-ক জোর।

এস লো সরলে সই, তোমার শরণ লই,
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ,
তোমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে,
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।"
দূরেতে সরলা বলে, বসন্ত-কোকিল-কলে,
"ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই,
অকস্মাৎ সুলোচনে, বিপদে পতিত বনে,
আমাতে ত আমি আর নাই।
গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে,
কুসুমিত পল্লবের সনে,
টানিতেছে অলকায়, সে বুঝি ছিঁড়িয়া যায়.
জননীরে ভাসায়ে জীবনে;
আমাদের এই গতি, টেনে নিয়ে যাবে পতি,
পরিণয় হইবে যখন,
পরিয়ে সিন্দুর শাড়ী. যাইব শ্বশুর-বাড়ী,
মা জননী করিবে রোদন।"

সরলা পরেতে হাসি, সাবিত্রী-নিকটে আসি,
কেশ-রাশি ছাড়াইয়া দিল,
কৌতুকে সরলা কয়, "রঙ্গ বড় মন্দ নয়,
কেন তরু কেশ পরশিল?
যৌবন-মুকুল সই, ফুটিবার বাকি কই,
তাই তরু চুম্বিল কুন্তল.
সঙ্কেত হইল তায়. তোমায় করিতে চায়
প্রণয়িনী পতির সম্বল;
সুখের নাহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ,
নবীন কুসুমতরু বর,
বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল,
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।"

সাবিত্রী উত্তর দিল, "এত দিন পরে কি লো,
আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী,
সচন্দন বিল্বদলে, নব ফুল্ল শতদলে,
যতনে কণ্টক পরিহরি,
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল,
বোবা বন-তরু হবে বর?
উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি,
আসি বনে গৃহ পরিহরি,
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে,
বিনাইয়ে ফুলাধার করি,
প্রতিদিন পূত-মনে ফুল তুলি ফুল-বনে,
স্নান করি জাহ্নবীর জলে,
পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পূজায় বসি,
ফুলদান করি পদতলে;
তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময়ী নাম ধরি
নিদারুণ নির্দ্দয় অন্তরে,
বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকায়,
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে?
চল সখি, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়.
দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন,
কখন্ কুসুম তুলে, যাইব জাহ্নবী-কূলে,
কখন্ করিব আরাধন?"

সরলা হাসিয়ে বলে, "চরণ চালালে চলে,
চলিবে না চিকুরের দাম,
চেয়ে দেখ প্রাণ-সই, হাত বাড়াইয়ে ওই,
কুরবক-নবঘনশ্যাম;
কুসুম-কাননে ভাই, বরের অভাব নাই,
টানাটানি করিবে তোমায়;
অতএব সুলোচনে, যদি যাবে ফুল-বনে,
কর কাল চুলের উপায়;
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ
বেঁধে দিই তরুলতা তুলে,
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ,
বরবৃন্দ পড়িবে অকূলে।"
সুযতনে সরলতা, সকুসুম তরুলতা,
সগৌরবে তুলিয়ে আনিল,
বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল,
হাসি হাসি বলিতে লাগিল,
"আমি যদি বেঁচে রই, বিবাহ-বাসরে সই,
কৌতুক করিব তোর কেশে,
টেনে এনে কানে ধরে, কুন্তলে বাঁধিয়ে বরে,
দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে;

কেমন দেখাবে তায়,   দোলে যথা লতিকায়
বনমালী কেলি-কুঞ্জ-বনে,
অথবা যেমন ছেলে,   লয়ে যায় পিঠে ফেলে
বুনো মাগী কুন্তল-বরণা;—"

সরলার গন্ড ধরি,   সাবিত্রী বলিল, "মরি,
কি মধুর নূতন তুলনা।
পাগলের মত ধনি,   যা ইচ্ছা করিছ ধ্বনি,
হাসিতেছ আপন গৌরবে,
বলিতেছ কত কথা,   জিব কি হয় না ব্যথা,
পার না কি থাকিতে নীরবে?
তোমার তো বড় কেশ, আছে কি না আছে শেষ
তুমি কি বাঁধিবে বরে তায়?"
সরলা সহাসে বলে,   "আমার চিকুরদলে
জ্বালাতন করে না আমায়।
দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে
জড়ায়ে রেখেছি কণ্ঠ বেড়ে,
নবীন-যোগিনী-বেশ,   যাব কাশী কাঞ্চী দেশ,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সব ছেড়ে;
কিংবা বেদে-বামাঙ্গিনী, গলে কাল ভুজঙ্গিনী,
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব;
অথবা বিপিনে আসি,   গলায় দিব লো ফাঁসি
পিট্‌পিটে কান্তে ছাই দিব।"

সাবিত্রী সরলা বনে,   ফুল তোলে এক-মনে,
হেন কালে বিমলা ডাকিল,
"আয় লো সখি রে ত্বরা, বিরজায় আদ-মরা,
হেরে মোর পরাণ উড়িল।"
দুই জনে দ্রুত-পায়,   চলিত নক্ষত্রপ্রায়,
উপনীত সরসীর তীরে,
একেবারে দুই জন,   বিপদের বিবরণ
জিজ্ঞাসিল বিমলা সখীরে।
বিষাদে বিমলা বলে,   "ফুল তোলা শেষ হলে,
আইলাম সরোবর-কূলে,
দেখিলাম নলিনীরে,   কেমন ভাসিছে নীরে,
সারি-গাঁথা রাজহংস-কুলে;
পরে বট-তলে আসি,   বিনাইয়ে লতা-রাশি,
রচিলাম সুখের দোলায়,
পদ্মপত্র পাতি তায়,   বসাইয়ে বিরজায়,
কত যে দিলেম দোল তায়;
লতার বন্ধন পরে,   ছিঁড়িল পটাস করে,
পড়িল বিরজা ভূমিতলে,

নীরব সুন্দরী মরি,   মূর্চ্ছা অনুভব করি,
বাতাস দিলাম পদ্মদলে;
অঞ্চলে আনিয়ে জল,   ধুয়ে দিনু করতল
মুখ চক্ষু চিবুক কপোল;
এমন বিপদে ভাই,   কভু আমি পড়ি নাই,
খাব না দেব না আর দোল।"

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে,   বিরজায় উঠাইয়ে,
বলে, "সখি, পেয়েছ বেদনা,
আমরা সঙ্গিনী হই,   কি দিব তোমায় সই,
কথা কয়ে বল না বল না?"
বিরজা বলিল, "ভাই,   কিছুমাত্র লাগে নাই,
বলিতাম পাইলে যাতনা,
ফুল সহ ফুলাধার   হইয়াছে ছার খার,
এইমাত্র মনের বেদনা।"
বিরজার হাত ধরে,   সাবিত্রী সান্ত্বনা করে,
"তার জন্যে ভাবনা কি ভাই,
এস না আবার তুলি   ভাল ভাল ফুলগুলি,
কাননে কি ফুল আর নাই?
নহে মম ফুলাধার,   কর সখি, অধিকার,
পরিহার কর মনোদুখ,
কোমল হৃদয়ে ভাই,   বিষম বেদনা পাই,
হেরি যদি তোর অধোমুখ।"

সরলা মুচকি হাসি,   আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কৌতুকেতে বিরজারে বলে,
"বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ,
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে;
আইবুড় বুড় মেয়ে,   লজ্জার মাতাটি খেয়ে,
সরোবরে করিলে সুরঙ্গ,
আই আই মরে যাই,   বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই,
লতায় বাঁধিয়ে নব অঙ্গ।
দোলের দুরন্ত জোর,   ভাঙ্গিয়াছে কটি তোর,
লজ্জায় বলো না কারো কাছে,
কটিভঙ্গ-কমলিনী,   কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী,
নীলমণি নাহি লয় প্যাছে।"
বিরজা বলিল, "হায়,   সরলা পাগলপ্রায়,
কেমনে করিব তায় শান্ত,
শুন লো সরলে বলি,   তুমি কমলের কলি,
পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।"

নূতন তুলিয়ে ফুল, চলিল অবলাকুল,
অনুকূল কল্লোলিনী-জলে,
বিমল শীতল বারি, দেয় অঙ্গে সারি সারি,
চুরি করে প্রবাহ অঞ্চলে,
নীরের আশ্রয় নিয়ে, নব অঙ্গ আবরিয়ে,
মোহন অঞ্চলে দিল টান,
প্রবাহ মানিল হার, ফিরে দিল ললনার,
ললিত অঞ্চল সহ মান।
বসন বাঁধিয়ে গায় গভীর জলেতে যায়,
ডুবে করে জল-পরিমাণ,
যোড় কর উচ্চ করি, ডুবে যায় সুধাধরী,
দশমীর দুর্গার সমান;
ডুবিল বদন নীরে, তার পরে ধীরে ধীরে,
বাহু মণিবন্ধ করতল,
পুনঃ উঠি হাঁপাইয়ে, কুলেতে সাঁতার দিয়ে,
আসি মুছে বদন কুন্তল।

সরলা বলিল, "ভাই, ঘাটে জন প্রাণী নাই,
আমাদের তরিখানি তীরে,
শ্বেত অঙ্গ পরিপাটী, নাহি তায় মলামাটি,
রাজহংসী সম ভাসে নীরে,
ক্ষুদ্র দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহিত হয়,
সুললিত শুভ্র হালখানি,
চল সবে তরি বাই, কূলে কূলে চলে যাই,
সারি গেয়ে ধীরে দাঁড় টানি।"

চারি বালা দাঁড় ধরি, বাহিতে লাগিল তরি,
মৃদুস্বরে গেয়ে সারি সুখে,
অবলার হীন বলে, জল কেটে তরি চলে,
আনন্দে ধরে না হাসি মুখে।
বিরজার দাড়ি ধরে, সরলা কৌতুক করে,
বলে, "কোথা যাও কুলনারি,
নব যৌবনের তরি, ভাসাইলে সহচরি,
না আসিতে নবীন কান্ডারী?
বিনা কান্ডারীর হাল, তরি হবে বান্‌চাল,
ঠেকে মন-চোরা বালুকায়।
কে বুঝি আসিছে ভাই, চল ত্বরা চলে যাই,
হংসেশ্বরী বিরাজে যথায়।"

লয়ে নিজ নিজ ফুল, চলিল অবলাকুল,
হংসেশ্বরী-মোহন-মন্দিরে।

মন্দিরের কলেবর, সুমার্জ্জিত মনোহর,
পঞ্চ চূড়া শোভিতেছে শিরে,
সুন্দর সোপান তায়, ছাদোপরে উঠি যায়,
দেখা যায় জাহ্নবী-জীবন,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা, তাহে কিবা মনোলোভা,
বারিপ্রদ ফোয়ারা স্থাপন।
মন্দিরের অভ্যন্তরে, শোভে কালীমূর্ত্তি ধরে,
সুবিমল উচ্চ বেদিকায়,
হংসেশ্বরী চতুর্ভুজা, ষোড়শোপচারে পূজা,
পুলকেতে প্রতি দিন পায়।
চারি বালা সারি সারি, লয়ে পুষ্প পূত বারি,
বসিল পূজায় পূতমনে।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশ, পাট করে বাঁধা বেশ,
কুসুমিত তরুলতা সনে।
ভক্তিমতী বামাকুল, সিন্দূর চন্দন ফুল,
বিল্বদল নব নিরমল
করে তুলে সুযতনে, পূজিল পবিত্র-মনে,
হংসেশ্বরী-চরণ-কমল।

সাবিত্রী পবিত্র-মনে, মুক্ত করি সঙ্গোপনে,
নবীন হৃদয় সুকোমল।
আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখে, কামনা করেন সুখে,
সার ভাবি দেবী-পদতল,
"হংসেশ্বরি, দেহ বর, পাই বর কবিবর,
সুধাগর্ভ কল্পনায় যার
মহীরূহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য-লতিকা হাসে,
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার;
শূন্যে হয় সুশোভন, মণিময় নিকেতন,
শোকাকুলে শান্তি-সুধা-দান।
মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ,
পৃথিবীতলে স্বর্গ দীপ্তিমান্‌।"

বিরজা সরোজাননী, বলে, "দেবি মা জননি,
হংসেশ্বরি, হও গো সদয়,
দেহ মাতা অনুমতি, সদাগর পাই পতি,
ধনশালী সাধু সদাশয়:
সাজায়ে বাণিজ্য-তরি, বনিতায় সঙ্গে করি,
ভ্রমণ করিবে নানা দেশ,
জাতিরঙ্গে প্রবেশিব, স্থিরচিত্তে নিরখিব,
রীতি নীতি ব্যবহার বেশ;
দেখিব আনন্দে ভাসি, মুঙ্গের পাটনা কাশী,
কান্যকুব্জ পঞ্জাব কাশ্মীর,

বোম্বাই বণিক-স্থল, নাগপুর নীলাচল,
সিংহল বেষ্টিত সিন্ধুনীর;
বিলাতে গমন করি, দেখিব ইংলণ্ডেশ্বরী,
লণ্ডন—অলকা নিন্দি ধাম;
ফিরে আসি নিকেতন, অপরূপ বিবরণ,
বলিব কৌতুকে অবিরাম।"

বিমলা বিমল-মনে কোরক ভকতি সনে,
বলে, "হংসেশ্বরি, দেহ বর,
পতি পাই জমিদার, পরি মুকুতার হার,
হীরক বলয় মনোহর;
স্বামী সনে সুখাসনে, বসি হরষিত-মনে,
সেবিকা তাম্বুল করে দান;
আমায় ফেলিয়ে কভু, করিবে না প্রাণপ্রভু,
ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ;
অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ,
করিব দরিদ্র দীন হীনে,
মুছাইব দুঃখিনীর, নলিন-নয়ন-নীর,
পিপাসুরে তুষিব তুহিনে;
সুখে করি পাঠশালা পড়াইব কুলবালা,
দু বেলা দেখিব নিজে বসি,
বালা বিদ্যাবতী হলে, আনন্দে পড়িব গলে,
হাতে পাব আকাশের শশী।"

সরলা মুদিয়ে আঁখি, হৃদয়েতে হাত রাখি,
বলে, "মাতা দেবি হংসেশ্বরি,
পতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ,
পুজনীয় দিবা বিভাবরী।
দিও না গো ভগবতি, আমায় মাতাল পতি,
মাতালে আমার বড় ভয়,
রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর, ধুলো-মাখা কলেবর,
জিহ্বায় জড়ান কথা কয়,
অকারণ চীৎকার, করে জোরে অনিবার,
গর্দ্দভ গণ্ডার অচেতন,
কি জোর হাতুড়ি-হাতে, ভূমিকম্প মুষ্ট্যাঘাতে,
পদাঘাতে বজ্র-নিপতন;
খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে,
কালনিদ্রা আসে নাক ডেকে,
মধুচক্র হয় গালে, মাছি বসে পালে পালে,
নিশ্বাসে উড়িয়ে থেকে থেকে;
যদি কভু আসে ঘরে, বিছানায় বমি করে,
তার গন্ধে পেতিনী পালায়,
চৈতন্য পাইবামাত্র, ফুঁয়ে ঝাড়ি পোড়া গাত্র,
মদ্যপাত্র ধরে মদ খায়।"

আরাধনা করি শেষ সীমন্তিনীগণ,
ললাটে অর্পণ করি পূজার চন্দন,
নিজ নিজ বাসে গেল সহাস-বদনে,
হয়েছে বাসনা ব্যক্ত দেবীর সদনে।

ছয় মন্দিরের ঘাটে পতিতপাবনী
দেখিলেন পতিব্রতা বিধবা রমণী;
দীননেত্রে দুঃখিনীর, বহিতেছে অশ্রুনীর,
দরদর অবিরাম ভিজায়ে অবনী,
ধূলো-ধূসরিত কেশ লুণ্ঠিত ধরায়
হেরিয়ে মলিন মুখ বুক ফেটে যায়।

নূতন বিধবা বালা বিদীর্ণ হৃদয়,
খুলিয়াছে কণ্ঠহার হাতের বলয়;
ভূষণ ফেলেছে খুলি পরনের চিহ্নগুলি
এখন রয়েছে মরি অঙ্গে সমুদয়;
শূন্যময় সিঁতি, অস্তে গিয়েছে সিন্দুর,
সে যে সধবার স্বত্ব, ধব অন্তে দূর।
স্বামী সনে কামিনীর শাড়ী বিসর্জ্জন,
শ্বেতাম্বর শোকশীর্ণ-দেহ-আবরণ।
কি আছে সংসারে আর, অন্ন জল পরিহার,
যে দিন মরেছে পতি সতীর জীবন;
শোকাকুলা সবাকার, কেঁদে কণ্ঠ-রোধ,
উন্মাদিনী অবোধিনী মানে না প্রবোধ।

উপকূলে একাকিনী বালুকা-উপর
বিষাদে বসিয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর,
স্পন্দহীন শূন্যরব, শৈলময়ী অনুভব,
জীবিত লক্ষণ মাত্র চল নেত্রাম্বর।
আকাশ ভাবিছে বালা নিরাশ সাগরে,
না জানি কি অভাগিনী অভিলাষ করে।

দশম সর্গ

ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননী,
হুগলী নগরে দেখা দিলেন তখনি।
হুগলী নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্ত্তুগিজগণ আসি করিল নির্ম্মাণ;

তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখা যায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।
পবিত্র এমাম্‌বাড়ী বিশাল ভবন,
অগণন বাতায়ন, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ।
বিরাজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর,
নানাবর্ণ মীন নাচে তাহার ভিতর।
মনোরম্য অট্টালিকা জাহ্নবীর তীরে
বিরাজে শীতল হয়ে সুরধুনী-নীরে।

চন্দ্রমা-মাধুরী-ধরী চুঁচুড়া নগরী,
জলকেলি-আশে যেন উপকূলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে;—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্ব্বকালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য-নিকেতন।
এই কালেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম,
প্রথম উকিল-শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অসীম।
দ্বিতীয় দুর্গেশনন্দিনীর জনয়িতা,
বঙ্গভূমি-আদি-বিদ্যা-কুমার-সবিতা।
বিশাল বারিক শোভে নিতম্বে রশনা,
রণ-কনসার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা।
হিঙ্গুলবরণ বর্ত্ম শোভে অগণন,
দুই ধারে হর্ম্ম্যশ্রেণী রম্য-দরশন;
শোভিছে তাহারা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে,
মণিময় কণ্ঠমালা সুন্দরী-হৃদয়ে।
অপূর্ব্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জন,
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরু-পল্লব শ্যামল,
নগরী-নাগরী-শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়,
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।

চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ-অধিকার,
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার;
গভনর আছে তার, বিচার-আলয়,
সৈন্যশালা, সেনাপতি, সৈন্য কতিপয়;
পদ-অনুযায়ী তারা বেতন না পায়,
মহাদম্ভে কার্য্য কিন্তু করিছে তথায়।
ইংরাজের অধিকার-পয়োধি-ভিতরে
দ্বীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে।

ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস,
শাস্ত্র-আলাপন যথা হয় বার মাস;
বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড়
গাদায় গাদায় করা, হারায়ে পাহাড়;
সুপক্ক কদলী কত সংখ্যা নাহি তার,
মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অবিরাম,
হাতে ঝুলি, নামাবলী, মুখে হরিনাম।
এই স্থানে আদি মিশনরি-নিকেতন,
দিনামার-নরপতি-সনদে স্থাপন।
কিবা কালেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর,
অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর।
পিতলের রেল সহ ললিত সোপান,
অপূর্ব্ব প্রান্তর পথ, সুরম্য উদ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধপ্রকার।

কায়স্থ-নিবাস কোননগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।

বামে হালিসহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র-আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলি, বিরচিত তাঁর,
সকল-কথক-সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পনী সাধু যাঁহার রচিত।

মূলাজোড়, ইচ্ছাপুর, সশস্ত্র চাণক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়-রঞ্জক।

গোঁসাই গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম।
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা-শোভিত,
গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গীত।

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ,
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন।
সুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম,
দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ-ধাম,
রমণীয় অট্টালিকা সরসী বাগান;
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান,
বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক-আলয়,
শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।

হেন কালে হুহুঙ্কার করি ভয়ঙ্কর,
আইল প্রচন্ড বাণ দীর্ঘ-কলেবর;
কম্পিত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গতি,
পতি-দরশনে যেতে এমন দুর্গতি!
নোয়াইয়ে শির বাণ সুরধুনী-পায়,
বলিতে লাগিল বাণী নগেন্দ্রকন্যায়,
"আমি গো সাগর-দূত, সাগরে বসতি,
এসেছি তোমায় লতে অতি দ্রুতগতি,
তোমার বিরহে তব পতি রত্নাকর
করিতেছে ছটফট পড়ে নিরন্তর,
অবিরত কাঁদিতেছে তোমার কারণ,
দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ,
নিতান্ত অধীর সিন্ধু মানে না প্রবোধ,
ভাঙ্গিতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধঃ,
অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়,
বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায়।
অতএব চল ত্বরা জাহ্নবী সুশীলে,
হারাবে প্রাণের পতি বিলম্ব করিলে।
জানি আমি পথ ঘাট সদা আসি যাই,
আমার সহিত চল, কোন ভয় নাই।"

নীরব হইল বাণ; জাহ্নবী বলিল,
"তোমায় হেরিয়ে বাপু চিত্ত জুড়াইল,
তুমি অতি বীর বাণ, তেজে প্রভাকর,
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর।
যেতে যেতে বল বাণ! নানা বিবরণ,
কলিকাতা কত দূর, নগরী কেমন?"

গঙ্গার বচনে বাণ নাচিতে লাগিল,
ভাসিয়ে আনন্দ-নীরে হাসিয়ে ভাসিল,
"বিবরণ বলি তবে শুন ভীষ্মমাতা,
ওই ঘুষুড়ির ট্যাঁক পরে কলিকাতা।
অপূর্ব্ব নগরী, মরি! কে বর্ণিতে পারে,
অলকা অমরাপুরী শোভা একাধারে।
বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন,
ভাসিতেছে জলে যেন দেবদারু-বন।
কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট,
বজ্‌রা, ভাউলে, ভড়, কত গাদাবোট;
কত দ্রব্য আসে যায় সংখ্যা নাহি তার,
হইতেছে বাণিজ্যের ষোড়শোপচার।
ওই গঙ্গা, দেখ বাগবাজারের ঘাট,
অপূর্ব্ব আহিরীটোলা বণিকের হাট,
ওই দেখ নিমতলা সমাধি শ্মশান,
সু-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান,
ওই দেখ টাঁকশাল টাকা-করা কল,
ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল,
ওই দেখ বানহৌস প্রকান্ড ভবন,
পরমিট, ডাকঘর নির্ম্মিত নূতন,
ওই মেট্‌কাফ্‌-হাল্‌ পুস্তক-আলয়,
আছে যথা সমাচার পত্র সমুদায়,
ওই গো বাঙ্গাল বেঙ্ক নোটের জনক,
ওই জলতোলা কল জীবন-দায়ক,
এই চাঁদপালঘাট সোপান সুন্দর,
দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর,
প্রমদার মনোরম্য ইডেন উদ্যান,
লাল পাতা নব ফুল সুরভি-আঘ্রাণ,
সুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদৃশ্য কেমন,
আচ্ছাদিত দূর্ব্বাদলে নয়ননন্দন,
পরিসর বর্ত্মব্যূহ হিঙ্গুল-বরণ,
উঁচু নীচু কোন স্থানে নহে দরশন,
বীরকীর্ত্তি মনুমেণ্ট পরশে গগন,
কলিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সুশোভন,
তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর,
গীত বাদ্য নাটলীলা তাহার ভিতর,
ভ্রমিতেছে কত লোক নানা বেশ ধরি,
শকটে চরণে কেহ কেহ অশ্বোপরি,
চেরেট বিরুচ বগী ফিটান সত্বরে
ঘুরিতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে,
জামাজোড়া দাড়ী তেড়া কোচ্‌ম্যান্‌-গায়,
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায়;

প্রথমে সাহেব বিবি আলো করি যান,
রতিপতি রতি সনে হয় অনুমান,
দ্বিতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহন,
বিলাতী বালিকা দুটি যুবতী ছজন
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে,
ফুল-ভরা সাজি যেন মালি-করে দোলে,
তৃতীয়েতে সুসজ্জিত বাঙ্গালি সুশীল
ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে অনিল।
চতুর্থে চক্ষুর শূল লম্পট অধম,
বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম,
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহি কিছু লাজ,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, পড়ুক্ মুণ্ডে বাজ।
কত দিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট,
সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর-কবাট,
বেড়াবে বাঙ্গালি বাবু গাড়ীতে বসিয়ে,
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।
সারি সারি অট্টালিকা শোভা মনোহর,
প্রান্তরের ধারে ধারে শোভিত সুন্দর;
বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত,
সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়,
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়।
বিশাল টাউন হাল, মোটা মোটা থাম,
হিতকার্য্য-সাধা সভা করিবার ধাম।
দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয়,
বিজয়পতাকা ওড়ে শত্রু-পরাজয়,
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চ আচ্ছাদিত ঘাসে,
বিরাজে কামান, অরি নিশ্বাসে বিনাশে,
চৌদিকে গভীর গড় রচিত ইষ্টকে,
পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে;
ক্ষুদ্র বর্ত্ম বক্রভাবে নেবেছে ভিতর,
অভেদ্য দুর্গের দ্বার নিতান্ত দুস্তর,
অকাট্য কবাট স্থূল বজ্রসম বোধ,
মিত্রগণ-সুগতি অরাতি-গতিরোধ।

মনোহর যাদুঘর আশ্চর্য্য আলয়,
ধরার অদ্ভুত দ্রব্য করেছে সঞ্চয়,
দেখিলে সে সব নিধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ঈশ্বর-মহিমা হয় উদয় হৃদয়ে;
বিরাজে পুস্তকপুঞ্জ বিজ্ঞান-দর্পণ,
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন।

রজনী হইল, মাতঃ, গেল দিনমণি,
নীলাম্বরে কনেবউ সাজিল ধরণী;
দীপরত্ন হর্ম্ম্য-হারে জ্বলিয়া উঠিল,
ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দিল;
সদাগর গেল চলে চাবি তালা দিয়ে,
দলে দলে মুটেদেল চলিল হাসিয়ে।
দ্বারবান্-গণ মিলে একত্র বসিল,
তুলসীর দোঁহারত্ন পড়িতে লাগিল।
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহি যায় পারে,
স্পন্দহীন ফেরি বাষ্পতরি নদী-ধারে;
নৌকায় নাবিকগণ ভাত চড়াইল,
নাটুরে ঘষিয়ে দাদ তান ছেড়ে দিল।

এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর,
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর;
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা,
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা;
মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়,
ঝরা তারা-গতি যথা আকাশের গায়,
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে সাজ,
পরিয়াছে হীরা মণি পান্না পেসোয়াজ,
নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি,
শচীর সমীপে যথা উর্ব্বশী সুন্দরী।

নগরী-ভিতর, মাতা, অতি চমৎকার,
মন্দাকিনী-রূপে ধরে দেখ শোভা তার;
কত বাড়ী কত বর্ত্ম সংখ্যা নাহি হয়,
নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব-নিচয়।
ভাল-জল লালদীঘি হিম সরোবর,
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান;
তার পর রাজপথ অতিপরিসর,
তার পরে হর্ম্ম্যমালা দীর্ঘ-কলেবর,
চারি দিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ জ্বর-হাস্পাতাল,
ছাদে উঠে ছোঁয়া যায় আকাশের গাল,
সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর,
নির্ম্মাণ করেছে যেন ক্ষোদিয়ে ভূধর।

দেখ মাতা, গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর,
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,
বাঙ্গালির উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্যে করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।
উত্তরে বিরাজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর,
গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর,
বিদ্যা-প্রবাহের মূল, সভ্যতা-আকর,
দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর।
দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক-রবি,
লায়ালের ট্যাব্‌লেট্ দয়া-পরিচয়,
উ(ই)ল্‌সনের ছবিখানি যেন কথা কয়;
হেয়ারের শুভ্রমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত,
কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্থিত।

এই বার কর, মাতা, সুখে নিরীক্ষণ,
কালেজ রতনচয় মহামহাজন,—
সুবিজ্ঞ রসিককৃষ্ণ ইষ্ট-অভিলাষ,
মনোবৃত্তি-শাস্ত্রবিদ্ অধর্ম্মের ত্রাস,
প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ, সহাস আনন,
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' কর দরশন;
প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসমসাহস-ভরা, অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী;
প্রসন্নকুমার ধীর বিজ্ঞ মহাশয়,
মনুর ব্যবস্থা-বেত্তা মঙ্গল-আলয়;
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সহিত,
"বল বাণ বিচঞ্চল-ভয়ঙ্কর-কায়,
স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পণ্ডিত কোথায়?
পরাশর-অনুরাগী রম্য-রীতি-পাতা,
না দেখিলে তাঁরে বৃথা আসা কলিকাতা।"
গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল,
ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলিতে লাগিল,
"পূর্ব্ব দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন,
দেখ ওই গুটিকত অমূল্য রতন,—

বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-লালন-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি-ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে যার
অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার;
বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারে নি কেহ শাস্ত্রমত তার;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
'বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে।'
সুবিজ্ঞ ভারতচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ,
বঙ্গেতে যাঁহার সম নাহিক পণ্ডিত,
প্রাচীন নবীন স্মৃতি যাঁর কণ্ঠহার,
ক্লান্তিপুষ্ট কলেবর ঋষির আকার।
ধীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহান্,
অলঙ্কার-গৃহে বিদ্যা করিতেছে দান,
সুকঠিন নৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয়,
করেছেন উভয়ের টীকা রমণীয়।
সুতীক্ষ্ম-শেমুষী তারানাথ মহাশয়,
শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারে দুর্জ্জয়,
কাব্য ন্যায় স্মৃতি আদি শাস্ত্র আছে যত,
সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামত।
ওই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,
দর্শনেতে সুদর্শন, বিচারে শমন,
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল আর বৈশেষিক
মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্বিতীয় নাহিক।
সাহিত্য-শোভিত কবি মদনমোহন,
মরিয়া জীবিত দেখ কীর্ত্তির কারণ,
বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন,
বাসবদত্তার পিতা রসিক-রতন।
সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক,
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক,
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার,
কবিতার পুরস্কার একাধিক তার।
বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর,
সোমবারে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর।
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যারত্নাকর,
দশকুমারের অনুবাদক প্রবর।

সুপণ্ডিত বিজ্ঞ তারাশঙ্কর সুশীল,
কঠিনতা সনে যার মধুরতা মিল,
চন্দ্রাপীড়-সম শব পড়ে ধরাতলে,
কাঁদিতেছে কাদম্বরী ভাসি আঁখিজলে।
লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন,
মেধার সাগর রামকমল রতন।
সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক,
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক।
সহকারী রাজকৃষ্ণ কাঞ্চন-বরণ,
যার করে জ্বলে টেলিমেকস রতন;
হাস্যমুখ বিদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক,
এক বৃন্তে যেন দুটি বিজ্ঞান-চম্পক।

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়,
বিদ্যা বিস্তারিতে দেশে প্রফুল্লহৃদয়,
মিষ্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভীর,
বাঙ্গালায় অঙ্কশাস্ত্র করেছে বাহির,
যোগ্যবর প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কালেজে
দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাজে।

খৃষ্টধর্ম্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র,
বিদ্যাবিশারদ অতিবিশুদ্ধ-চরিত্র,
স্বদেশের হিতে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়,
লিখিয়াছে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ-নিচয়।
বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্য্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার,
ভূতপূর্ব্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনারাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভ-পত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।
সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন,
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ-দরশন,
বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধক,
কাটিতেছে সুযতনে অজ্ঞান-কণ্টক,
রবি শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চমন,
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ রতন।
চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
ক্ষীনমতি সুরাপান-বিষম-শমন।

সহজ ভাষার পাতা পণ্ডিত বিশাল,
প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল'।
সাহসী কিশোরীচাঁদ ফীল্ড-সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক।
কনক-কন্দর্প-কান্তি দক্ষিণারঞ্জন,
সুলেখক সাহসিক, মধুর-বচন,
তাঁহার প্রদত্ত স্থানে দেখ বিরাজিত,
বালা-বিদ্যালয় সহ অশোক লোহিত,
বেথুন-স্থাপিত ওটি—দাতা, মহাশয়,
হেয়ারের তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদয়।
জগদীশ পুলিস-রতন বিজ্ঞবর,
তান লয়ে গাইতেছে গীত মনোহর।
মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।
রাজেন্দ্র সুধীর বিজ্ঞ দত্ত-কুল-কেতু,
হোমিওপেথির বৈদ্য বিপদের সেতু।
জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব-বিনত,
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।
মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন,
প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক-রতন,—
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ,
যার করে মহারোগ পেয়ে যায় লাজ;
প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান,
বিচক্ষণ কবিরাজ, জিহ্বায় নিদান,
শিখেছিল সূক্ষ্মমতি বিনা উপদেশ,
রোগব্যূহ-ব্যূহভেদ-করণ উদ্দেশ;
গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার,
জর্ম্যান্-বৈদ্যশাস্ত্র-অনুবাদকার;
জগদ্বন্ধু গুণসিন্ধু সুদক্ষ ভিষক,
সুপণ্ডিত কবিরাজ কালেজ-তিলক;
নানাবিদ্যাবিশারদ মহেন্দ্র প্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীন জনে ঔষধ-রতন;
দুর্গাদাস ব্যাধিত্রাস অধ্যাপকবর,
পালায় পরশে যার জ্বর ভয়ঙ্কর,
বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল আছে অধিকার,
'সুবর্ণ-শৃঙ্খল' নামে নাটক তাঁহার;

দেয়ালে রয়েছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত্ দিয়ে।

দেখ হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্র মনোহর,
স্বদেশের শুভদানে ফুল্ল-কলেবর,
কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়,
তাহার সংক্ষেপ বার্ত্তা বলি তব পায়,
পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর,
অবিরাম বারিস্রোতে ক্ষোদিত প্রস্তর,
প্রাজ্ঞে যদি করে অধ্যবসায় বরণ,
আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট্ দেশের কল্যাণ,
হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল-চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়,
প্যাট্রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল,
মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে?
বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক,
সাহসিক প্রজাবন্ধু পারগ লেখক।
দেখ লো 'বেঙ্গলি' পত্রী, ভাষা সুললিত,
বিরাজে গিরিশ-করে বিদ্যা-বিমন্ডিত।
'শিক্ষা সমাচার' পত্র শিক্ষা করে দান,
সজোর মধুর ভাষা, যায় নানা স্থান।
ইন্ডিয়ান মিরারের পবিত্র শরীর,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-কথা কয় বচন গম্ভীর।
ন্যাশনাল পেপারের ভাষা মনোহর,
সাধিতে স্বদেশ হিত লয়েছে আসর।
ওই দেখ 'প্রভাকর'-পত্র-যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়,
মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকশিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্তবাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জ্ঞানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি কৌতুক-রতন,
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা বরিষণ।
অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্ট ভাষা করেছে সংহতি।
বাহ্যবস্তু ধর্ম্মনীতি চারুপাঠ-চয়,
এডিসন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয়।
কবিবর রঙ্গলাল রসিক-রতন,
নানা ছন্দে কবিতারে করেছে বরণ,
চলিলে লেখনীলতা ইচ্ছা-সমীরণে,
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার-সুমনে,
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাহিত্য-সংসারে,
'কর্ম্মদেবী' 'পদ্মিনী' শোভিতা রত্নাহারে।

ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্টালিকা,
সম্মানের সরোজিনী সম্পদ-নায়িকা,
জ্বলিতেছে ঝাড়বৃন্দে বাতি-পরিকর,
দুলিতেছে চন্দ্রাতপ শোভা মনোহর,
চৌদিকে দেয়ালগিরি সারি সারি থামে,
বিরাজে দালানে দুর্গা যেন গিরিধামে
পেতেছে গালিচা বড় ঢাকিয়ে প্রাঙ্গণ,
বিহারে চেয়ারশ্রেণী সংখ্যা অগণন,
বসিয়াছে বাবুগণ করি রম্য বেশ,
মাতায় জরির টুপি, বাঁকাইয়ে কেশ,
বসেছে সাহেব ধরি চুরট বদনে,
মেয়াম ঢাকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যজনে,
নাচিছে নর্ত্তকী দুটি কাঁপাইয়ে কর,
মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর,
সু-লয়ে মন্দিরে বাজে ধরা দুই করে,
সু-তানে তবলা বাজে রক্ষিত কোমরে,
পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে,
তুষিতে সাহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে;
সম্মান-সবিতা রাধাকান্ত মহারাজ,
আসীন লইয়ে বিজ্ঞ পন্ডিত-সমাজ,
ঋষিরূপ বৃদ্ধ ভূপ শ্রদ্ধার ভাজন,
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন,
রাজা হয়ে করিয়াছে আদর বিদ্যার,
কল্পদ্রুম-সম 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর,
নিরমল শুভ্র যশঃ করীন্দ্র-বরণ
স্থলপথে জয়মান করেছে গমন।

ওই দেখ পাকপাড়া রাজাদের ধাম,
চলিছে দয়ার কর নাহিক বিরাম,
বিরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়,
দেশ-অনুরাগে ভরা সুশীলতাময়;
মরেছে ঈশ্বরচন্দ্র সুভব্য সোদর,
করেছিল নাটকের বিপুল আদর,
নিরানন্দে বেলগেছে-বিলাসকানন,
কাঁদিতেছে 'রত্নাবলী,' যত বন্ধুগণ।

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত,
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা,
'হুতোমপেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

মান্যবর রমানাথ ঠাকুর-রতন,
ভকতিভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ,
মানীর সম্মান করে দীনের পালন,
ভদ্র-মহোদয়-ঘরে ভদ্র আচরণ।
বিমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন,
নতভাব সদালাপ সুখ-দরশন,
সদা ব্যস্ত প্রজাগণ-মঙ্গলের লাগি,
সুকাব্য-নাটক-প্রিয় দেশ-অনুরাগী।

ওই দেখ রাজেন্দ্র-মল্লিক-রম্য-বাড়ী,
দ্বারে শিখ দ্বারবান ভয়ানক-দাড়ি,
রয়েছে দেশের পশু পক্ষী মনোলোভা,
রচিত সোণার গাছে মুক্তাফল শোভা,
ওই দেখ মতিশীল-সুন্দর-ভবন,
হীরা চুনি পান্না যথা অমূল্য রতন।
ভাগ্যবন্ত দিগম্বর সুখ্যাতি-ভাজন,
ব্যবস্থা-সভার সভ্য সত্যপরায়ণ।

ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূ-কৈলাস ধাম,
সত্যের আলয় শুভ সত্য সব নাম,
চারি দিকে কাটা গড় কেমন সুন্দর,
খিলানে নির্ম্মিত সেতু, বর্ম্ম পরিসর,
পথের দু কূলে শোভে বকুলের ফুল,
তপন-তাপেতে তারা অতি অনুকূল;
বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম-দশভূজা,
পট্টবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।

হাইকোর্ট বিচারের আসন-নীরজ,
এ দেশের শম্ভুনাথ বসিয়াছে জজ,
সুদক্ষ বিচারে অতি, নিরীহ নিতান্ত,
গুণে যুধিষ্ঠির ধীর, রূপে রতিকান্ত।
আইন-পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর,
সাধিতে স্বদেশ-হিত ছিল তৎপর,
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
অস্তমিত হল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক-দিনে গেল শমন-ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে!

সুখে দৃষ্টি কর ব্রাহ্মসমাজ-ভবন,
বিশ্বসংসারের সার-ধর্ম্ম-নিকেতন;
মহামহামতি রামমোহন ধীমান্,
ভ্রম-কুজ্ঝটিকা-রবি জ্ঞানের নিদান,
বিকসিত রসনায় শত ভাষা তার,
বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পাতা, অধর্ম্ম-প্রহার,
দীপ্তিমতী জ্ঞানজ্যোতিঃ হইল উদয়,
দেবদেবী কদাচার অন্ধকার ক্ষয়,
সাধিতে স্বদেশ-হিত দেখিতে কৌতুক,
গিয়াছিল বিলাতেতে সুপ্রফুল্ল মুখ,
করেছিল বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান,
সফল না হতে প্রাণ করিল প্রয়াণ;
গিয়েছে মহাত্মা রোপি ধর্ম্মের পাদপ,
বিস্তারিত এবে বহু পল্লব বিটপ।
ধার্ম্মিক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-উপাসক,
ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ কলুষ-নাশক;
ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনীর নয়ন,
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন।
সত্যেন্দ্র তাহার পুত্র আদি সিভিলান,
ধীরমতি ব্রাহ্মবর বঙ্গের সম্মান।
পূর্ণানন্দ হাস্যমুখ রাজনারায়ণ,
সুললিত ভাষা যার সুধা-বরিষণ,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম কথা বিকসিত তাঁয়,
প্রথমে কেশব যাতে তত্ত্বজ্ঞান পায়।
ওই দেখ ব্রহ্মানন্দে বিমত্ত অঘোর,
তীব্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মবীর কেশব কিশোর,
বহিছে প্রচণ্ড-বেগে ভরে জিহ্বাদেশ,
ব্রহ্ম-মহিমার বাণী ধর্ম্ম-উপদেশ।

দেখ আদি বারিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন,
বিমল খৃষ্টানদল-কৌস্তুভ-রতন।
ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসলমান্ সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন-তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।

দেখা হল কলিকাতা, চল ভবায়না,
সাগরের হবে রোষ, করিবে লাঞ্ছনা,—
"থাক থাক ক্ষণকাল, জাহ্নবি সুন্দরি,
স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃষ্টি করি,
বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্,
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম-অবলম্বী ধর্ম্ম-সুধাপান,
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।"

অবশেষে বাণ বীর করিলেন চুপ,
পরিহার করে গঙ্গা মন্দাকিনী-রূপ।
ছাড়াইয়ে গড় গঙ্গা হরিষ-অন্তর,
মধুস্বরে বলিল বচন মনোহর,
"শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়,
খেজরির পথে যেতে বড় ভয় হয়,
ছাড়াইলে উলুবেড়ে ধরিবে ভীষণ
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ,
রূপনারায়ণ নদ ভয়ঙ্কর-কায়
গেঁয়োখালি মোহানায় ধরিবে আমায়,
হীরাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ,
তার পরে ভয়ঙ্কর হল্দির মুখ,
যথায় কাঁশাই নদী সুবক্রগামিনী,
সুন্দর-মেদিনীপুর-নগর-শোভিনী,
খাইতেছে হাবুডুবু নাহিক সহায়,
এমন ভীষণ পথে ভদ্রলোকে যায়?
অতএব শুন বাণ পুরুষ-রতন,
এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন,
লয়ে যাও বড় স্রোতঃ তরঙ্গনিচয়,
দেখো যেন চড়া এসে নাহি করে ক্ষয়।
ভীতা সঙ্কুচিতা সদা অবলা মহিলা,
কোমলা সুধীরা স্থিরা অতি লাজশীলা,
বাম দিকে যাব আমি করিয়াছি স্থির,
বনফুলে দামদলে ঢাকিব শরীর।"

শুনিয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতশির
চলে লয়ে ভাগীরথী-স্রোতঃ সুগভীর,
ছাড়াইয়ে খেজরি নগরী অতঃপর,
প্রবেশিল মহাবেগে সাগর-ভিতর।
ছেড়ে দিয়ে বড় স্রোতঃ গঙ্গা চলে বামে,
উতরিল কালীঘাটে আদি-গঙ্গা নামে,
যথায় বিরাজে কালী ভীষণরসনা,
ভ্রম-ঘোরে তাঁরে নরে করে উপাসনা,
কুলবধূ, রাজরাণী, যাহাদের অঙ্গ
দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভুজঙ্গ,
বেড়ায় এখানে ঘুরে ধরিয়ে অঞ্চল,
যথায় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল;
ছাগ-মেষ-মহিষ-রুধির করি পান,
বনের ভিতরে গঙ্গা করিল প্রয়াণ।
নিবিড় সুন্দরবন ব্যাঘ্র-ভয়ঙ্কর!
শুকাইল জাহ্নবীর ভয়ে কলেবর,
একাকিনী নারায়ণী কাঁদিতে লাগিল,
কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল।
রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে
গঙ্গার নয়ন-নীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে,
ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে,
পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে।

মলিন-হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল,
গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উতরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন,
হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

দ্বাদশ কবিতা

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
পরমারাধ্যবরেষু।

মহাশয়

কল্পনা কাননে প্রবেশপূর্ব্বক যত্নসহকারে কয়েকটি কবিতাকুসুম চয়ন করিয়া **"দ্বাদশ কবিতা"** নামে এক ছড়া মালা সংকলন করিয়াছি। আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, **বঙ্গভাষা** আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম, যদি যোগ্য বিবেচনা করেন আপন তনয়ার কণ্ঠে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি।

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব

এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে,
নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায় রে,
বদনে বালেন্দু হাসে,
তারকা নয়নে ভাসে,
অধরে বান্ধুলি চারু কিবা শোভা পায় রে,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাথায় রে,
নব তামরস রাগ হাতের তলায় রে।

এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে,
কেন বা উদয় বারি নয়ন কোণায় রে,
পরের সন্তানে মন,
কেন হেন নিমগন,
অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে,
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোনার বাছায় রে।
অথবা তুলিয়ে ধরি তাপিত গলায় রে।

অতি আকুলিত চিত্ত হতে পরিচিত রে,
এগোয় পেছোয় প্রাণ হয়ে অতি ভীত রে,
কি করি কোথায় যাই,
আমার যে কেহ নাই,
শূন্য হৃদয়েতে আশা অতি অনুচিত রে:
আবার হৃদয় ভরে মধুর আশায় রে,
রোমাঞ্চিত কলেবর আ মরি কি দায় রে।

ভাগ্যবান্ বলে মানি শিশুর পিতায় রে.
এমন সোণার চাঁদ জীবন জুড়ায় রে;
হাসি হাসি বসি কোলে.
যবে আধো আধো বলে,
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে.
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে,
স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে।

কি পাপে এমন পাপ করিলাম হায় রে.
পরিতাপানলে প্রাণ এখন যে যায় রে।
সুখের ভবনে হানা,
নয়ন থাকিতে কানা,
যদি না হতেম হেরে নয়ন তারায় রে,
আজ যে এমনি নব শিশু সুখময় রে,
বাবা বলে জুড়াইত ব্যথিত হৃদয় রে।

আমার পানেতে শিশু থাকে থাকে চায় রে,
স্নেহের সরোজ প্রাণে অমনি ফুটায় রে,
কি ভাবে শিশুর মন,
কেন হেন নিরীক্ষণ,
হয় তো আমার কাছে বাছা কিছু চায় রে;
অভাগা অধম আমি কি দিব তোমায় রে.
পড়ে আছে. শূন্য কোল আয় বাছা আয় রে।

যখন জননী তব কোলে তুলে লয় রে,
ত্রিদিব পবিত্র-শোভা ধরায় উদয় রে,
চুম্বি চারু চন্দ্রানন,
করে সতী দরশন,
পতির বদনকান্তি তব মুখময় রে—
হয় তো টিপিয়ে গাল দয়িতে দেখায় রে,
নয় তো রোদন করে মনোবেদনায় রে।

ঘটিলে ঘটিতে পারে, যদি ঘটে যায় রে,
বিনত করিব শির প্রেয়সীর পায় রে;
ধরিয়ে কান্তার গলে,
ডুবাইব আঁখিজলে,
খেদের বারতা ক্ষমা-ক্ষীরোদ-তলায় রে,
দেখিব কেমন কোলে ছেলে শোভা পায় রে,
নব কুসুমের শোভা ললিত লতায় রে।

চিন্তার প্রলাপে মরি ঘটিল কি দায় রে,
নিবারিতে মর্ম্মব্যথা নাহি কি উপায় রে,
আপন করম দোষে,
পোড়ালেম পরিতোষে,
দেবতা-দুর্লভ নিধি ঠেলিলাম পায় রে,
এখন রোদন করা নিতান্ত বৃথায় রে,
ছিন্ন-তরুমূলে বারি দিলে কি গজায় রে;

আনন্দ-রচিত-চারু-নন্দন বদন রে.
আমার কপালে কভু নাহি দরশন রে;
যে দিন নিষ্ঠুর মন,
করিয়াছে বিসর্জ্জন,
ধর্ম্মদারা শকুন্তলা আমার জীবন রে,
ঘুচিয়াছে সেই দিন একবারে হায় রে
সুখ পুত্রমুখদেখা মম বসুধায় রে।

চন্দ্র

দিবা অবসানে শশধর শ্বেতকায়,
আলো দিতে অবনীতে অনাদি আজ্ঞায়
উদয় হইল ওই গগন উপর,
কৌমুদী-শীতল শ্বেত ধরাকলেবর
আচ্ছাদিল মনোহর, জুড়ালো নয়ন,
মনোসুখে করি চাঁদ তোমায় বরণ!

দূর হেতু তব অঙ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়,
রজতের থাল যেন আকাশের গায়,
বস্তুত অনেক বড় তুমি নিশাকর,
বিরাজে তোমাতে কত অটবী, ভূধর,
সাগর, তটিনী, জীব, জন্তু অগণন,
বলিতে পারি না কিন্তু স্বভাব কেমন।

বেড়িয়ে তোমার কত উজ্জ্বল বরণ
তারাবলি নীলাম্বরে দিল দরশন,
বিরাজিত যেন বনে শত গন্ধরাজ,
নীল চেলে জ্বলে কিম্বা চুম্‌কির কাজ।

পর উপকার হেতু তুমি হিমকর,
রবির নিকটে লও আলোক সুন্দর,
তার পরে কর দান চন্দ্রিকা ভুবনে,
সতের স্বভাব দয়া জানে সর্ব্বজনে;
দিবাকরকর পড়ি তব কলেবরে,
প্রতিজ্যোতি হয়ে আসে
পৃথিবী ভিতরে,
মুকুরে মিহির কর পড়িয়ে যেমন
ঘরের ভিতরে হয় ভানুর কিরণ।

কি শোভা তোমার শশি
আকাশ উপরে,
শ্বেত পদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে,
ইচ্ছা করে উড়ে যাই কাটিয়ে অনিল,
কোলে করে আনি ধরে,
তোমার সুশীল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হিতার্থী তোমার,
চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, বলে অনিবার।

ধরিতে তোমায় ইন্দু সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
উথলিয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর,
তাহাতে জোয়ার বান নদী মধ্যে হয়,
হুহুঃ শব্দে চলে যায় তরণী নিচয়।

ভালবাসে কুমুদিনী তোমার কিরণ,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন;
তুমি নাকি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি?
তবে ত শ্বশুরবাড়ী তোমার সরসী!
এস এস একদিন হেথায় নাবিয়ে,
করিব তোমায় সুখী সকলে মিলিয়ে।

সূর্য্য

অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান,
অন্ধকার সনে নিশি করিল প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর,
কিবা রূপ মনোহর
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীত বাস কিরণে তোমার।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পালাইল,
গিরীশ গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল;
কেহ বা ভানুর ডরে,
কাফ্রির কলেবরে,
কেহ বা কামিনী কেশে এসে মিশাইল;
অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধকূপে যায়,
খলের হৃদয়ে গিয়ে অথবা মিশায়।

বিষাদে বিষণ্নমুখ বিহঙ্গম কুল
নীরবে বসিয়ে ডালে আঁধারে আকুল,
পেয়ে তব দরশন,
আনন্দে মোহিত মন,
গাইল বিভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল।
কলকণ্ঠ সহকারে ললিত কুহরে,
বিমোহিত জন মন সুমধুর স্বরে।

নিরানন্দে নৈশ নীরে নলিনী সুন্দরী,
বিষাদিত ছিল দামে বদন আবরি;
বিভাকর নবোদয়ে,
আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী-ঈশ্বরী;
দোদুল্য প্রফুল্ল কায় প্রভাত সমীরে,
হেরে পতি বুঝি সতী কাঁপে ধীরে ধীরে।

অনল বেলুনবৎ বিমল আকাশে,
ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে;
প্রাপ্ত হয়ে শুভালোক,
পুলকে পূর্ণিত লোক,
স্বকার্য্য সাধনে সব নিমগ্ন আশ্বাসে।
কৃষক চলিল মাঠে স্কন্ধে হল ধরা,
সুকুমার তাপে মাটি হয়েছে উর্ব্বরা।

মধ্যাহ্নে মিহির তব করাল কিরণ,
ফিরাইতে তব পানে পারি না নয়ন:
কর রশ্মি বিতরণ,
অনুমান বরিষণ,
অনল কণিকা পুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।
সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়,
বসিলে দুর্ব্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী,
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতকিনী
খাবে না নদীর নীর,
নীরদ হইতে ক্ষীর
পড়িবে জুড়ায়ে যবে তাপিত মেদিনী,
উড়িয়ে উড়িয়ে পান করিবে তাহায়,
স্বভাব-অঙ্কিত-রেখা কে ছাড়িয়ে যায়?

সে সময় সুশীতল বরফের জল
পরিতুষ্ট করে দেয় হৃদয়-কমল:
তৃষ্ণায় উত্তপ্ত প্রাণ,
বার বার করে পান,
অনুমান পশিয়াছে হৃদয়ে অনল।
কে করিবে শীতকালে বরফে যতন,
অভাব বিহনে ভাল লাগে কি পূরণ?

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান্,
পৃথিবীর পয়ো লয়ে পৃথ্বীকে প্রদান:
আতপে তাপিয়ে জল,
উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদ কুলে কর বিনির্ম্মাণ:
বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন এল হারা ধন।

তেজঃপুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রচণ্ড প্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস এ বড় প্রলাপ!
লোকে করে হাহাকার,
দিবসেতে অন্ধকার,
তপন নিধন হায় এ কি পরিতাপ।
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকাচুরি খেলা তব গ্রহণ ত নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা,
গ্রহণ রাহুর গ্রাস করিব রচনা;
গতিক্রমে নিশাপতি,
পৃথ্বী রবি মধ্যে গতি,
একটি সরল রেখা তিনের ধারণা,
তখন তপনে শশী করে আবরণ,
অমনি অবনীতলে প্রকাশ গ্রহণ।

নয়নের ভুলে বলি সূর্য্যের "গমন,"
চলিলে তরণী যথা কূলের চলন;
স্থিত ভানু এক স্থলে,
ঘুরিতেছে গ্রহদলে,
অবিরত রবিকায় করিয়ে বেষ্টন।
মার্ত্তণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্গ নাহি পরিমাণ,
ধরার সহস্র গুণ হয় অনুমান।

হয় ত সবিতা তুমি সহ গ্রহগণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে বেড়ে করিছ ভ্রমণ;
তোমার সমান কত,
ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্য্যে করিয়ে বেষ্টন;
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্য পরে স্বদলে লইয়ে,
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বেড়িয়ে।

তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর,
অনাদি অনন্ত দেব পরম ঈশ্বর,
বিরাজিত সর্ব্বোপর,
জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
নিমেষে হতেছে সৃষ্টি শত প্রভাকর।
গগনে অগণ্য তারা কে তারা কে জানে,
তা বড় তা বড় সূর্য্য জ্যোতির্ব্বিদে মানে

ল্যাপল্যাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়,
ছয় মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয়;
দেবের আরতি যায়,
ব্রাহ্মণেরা নাহি পায়,
সন্ধ্যা করিবার কাল সন্ধ্যার সময়,

মুসলমানের রোজা ভাঙ্গে না ছ মাস,
হয় ধর্ম্ম লোপ নয় জীবন বিনাশ।

ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার,
কালনিশি অনুরূপ নিশির আকার;
নিশিতে করিছে স্নান,
নিশিযোগে পূজা ধ্যান,
সম্পাদন নিশিযোগে আহার বিহার;
সাগরে মারিয়ে তিমি তেলের সঞ্চয়,
ছয় মাস অবিরত তাতে আলো হয়।

যমুনা তনয়া তব শ্যামল বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ বৃন্দাবন;
যমুনার উপকূলে,
লইয়ে গোপিনীকুলে,
করে কেলি বনমালী মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছ বারি শীতলতাময়,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত মানব নিচয়।

দুর্দ্দান্ত অঙ্গজ তব ভঙ্গি ভয়ঙ্কর,
শুনিলে তাহার নাম অঙ্গে আসে জ্বর;
আতঙ্গ মণ্ডিত রূপ,
আঁখি দুটি অন্ধকূপ,
সুগোল গভীর কাল ঘোরে নিরন্তর,
উচ্চ গণ্ডে কালশিরা করাল ভুজঙ্গ,
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুড়ঙ্গ।

ভয়ানক গল্লাকাটা দন্ত দেখা যায়,
বিষমাখা খড়্গশ্রেণী যেন শোভা পায়;
পেটের প্রকাণ্ড খোল,
অবিরত গণ্ডগোল
আবরণ চর্ম্ম উড়ে গিয়াছে কোথায়,
নাড়ীতে জড়িত কত ভূত ভয়ঙ্কর,
গৃধিনী শকুনী শুনি শিবা নিশাচর।

এ ষণ্ড মার্ত্তণ্ড তব যোগ্য সুত নয়,
বাপের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়,
সাহসিক বলবান,
অকাতরে করে দান,
কল্পতরু হয় জ্ঞান ধরায় উদয়;
দয়ার কারণে তার দাতা কর্ণ নাম,
যা যাচিবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম।

কোকিল

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকিল!
তোমার দ্বাদশ মাসে,
আতর চন্দন ভাসে,
আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল,
যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন,
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন।

আলো-করা কাল রূপ নয়ন-নন্দন।
ভাল রূপ ভাল স্বর,
পাইয়াছ পিকবর,
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন;—
"কোকিল কুৎসিত পাখী" কে বলিল হায়।
কুৎসিত কবিত্বে কবি-অঙ্গ জ্বলে যায়।

আনন্দ প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন
অরুণ নয়নদ্বয়—
যেন রক্ত কুবলয়
ভাসিতেছে কাল জলে বিকাশি নূতন—
হেরিতেছ অবনীর নব কলেবর,
সরস পল্লব লতা মঞ্জরী মনোহর।

মঞ্জুল নিকুঞ্জ তব রসাল-শাখায়;
সুরভি মুকুল পুঞ্জ,
পরিমলে ভরে কুঞ্জ,
আবরিত করে কচি কোমল পাতায়,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়,
সুশীতল সুবিরল যেন দেবালয়।

এ হেন নিকুঞ্জে বসি হরিষ অন্তরে,
করিতেছ কুহু রব,
শুনিয়ে মোহিত সব,
ত্রিদিব-সম্ভব-রব শ্রবণবিবরে।
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।

এমন পবিত্র স্থানে সুপবিত্র মনে,
বল কলকণ্ঠবর,
করি এত সমাদর,
গাইতেছ কার গুণ বিকম্পিত স্বনে:
যে দিল তোমার রবে এমন সুতার,
বিজনে কূজনে পূজা করিতেছ তাঁর।

শৈশবে বসন্তসখা! বায়সী তোমায়
সুযতনে সমাদরে
লালন পালন করে,
সন্তান-জীবন-জীবি জননীর প্রায়;
মহাসুখী তব মাতা পিকরাজপ্রিয়া,
পালিল সন্তানে কাকী কিঙ্করীকে দিয়া।

সেবিকা সন্তানে পালে ভূপালভবনে;
তবে কেন বিরহিণী,
শুনি কলকণ্ঠধ্বনি,
ব্যথিত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে,
"কাকের পালিত তুই কঠিনহৃদয়!
স্বর শরে বধ নারী নাহি ধর্ম্মভয়।"

কুহর কুহর পিক সুকোমল কলে,
শুনিয়ে মধুর তান,
আনন্দে নাচিছে প্রাণ,
শুন না-ক বিরহিণী কাতরে কি বলে—
পাগলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাকুল,
বিমল সুতার সুধা বিষ বলে ভুল।

তোমার ভোজন হেতু প্রিয় আয়োজন.
তেলাকুচা লতিকায়,
কেমন শোভিছে হায়,
পরিণত বিম্বকুল হিঙ্গুলবরণ।
বামে লয়ে কোকিলায় কর হে আহার,
সকালে ললিত তানে গাইবে আবার।

প্রবাসীর বিলাপ

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গ দেশ।
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী.
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,
তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্দ, সোহাগ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ,
স্নেহ বিকশিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ।
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে কত সুখী হত প্রাণ।
শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে,
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে;
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

পরম আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা, যে নামে পলায়,
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত মনে,
গিয়াছেন পরলোকে, বিভু দরশনে।
স্বর্গীয় জননীস্নেহ এত দিনে হত,
মা বলা হইল শেষ জনমের মত;
ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

সহোদর সুসহায় সংসার ভিতর,
রক্ষিতে সোদরে সদা বদ্ধপরিকর,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখে অমিয় বচন,
হাসিয়ে করেন দান স্নেহ আলিঙ্গন,
না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর,
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর?
ধিক্ ধন অনুরোধে ছেড়ে আছি ভাই!
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

স্নেহের লতিকা মম সুশীলা ভগিনি!
কত শত দিন গত তোমায় দেখি নি।
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ের দিন সহোদরা ঘরে
আনন্দ উৎসব হয় তুষিতে সোদরে:
সমাদরে সহোদরে ভাইফোঁটা দান,
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান;
জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন?
ভুলি নাই বামাঙ্গিনি পবিত্রলোচনে!
দিবা নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান মনে,
ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
রহিব তোমার পাশে স্বর্গে দিব ছাই;
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় হৃদয়নিধি তনয় নিচয়,
কবে তোমা সবে হেরে জুড়াব হৃদয়।
কেহ পাঠে দেবে মন কেহ দৌড়াইবে,
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে.
কেহ করতালি দেবে কেহ বা নাচিবে,
আধ বোলে বাবা বলে কেহ বা হাসিবে।
দেখিতে এ সব পেলে স্বর্গ নাহি চাই.
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

মায়ার মৃণাল মম মেয়েটি কোথায়,
মরি যে জননি! কোলে না লয়ে তোমায়,
চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু তুমি মম খেলার পুতুল,
কবে নব তামরস দাম রসনায়
লেহন করিবে নাসা শৈশব লীলায়।
তাই তাই 'তমালিনি' তাই তাই তাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

বিপদ-নিস্তার বন্ধু-নিকর কোথায়.
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
উল্লাসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে.
অশুভ ঘটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে।
কবে তোমাদের কাছে বসিব হাসিয়ে.
মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে.
বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় যমুনা নদী তপননন্দিনী.
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুমুদিনী,
কেমন বিমল বারি সুমধুর তার.
আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সাঁতার,
কত তরি কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাসে চলিছে গৌরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনাজলে এ দেহ ভাসাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল,
চন্দ্রাতপ পায় যায় আতপে রাখাল।
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুর-মহিলা প্রবীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদলদলে,
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে,
বাসনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

খণ্ডগিরি

উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর,
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর,
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ—
মার্হাট্টা তৈলঙ্গি উড়ে বাঙ্গালি অশেষ.
ইহুদি পঞ্জাবি ভিল্লি কেঁয়ে মহাজন.
উড়িষ্যার পরগাছা "ক্যারা" * অগণন।
তিন পার্শ্বে বিরাজিত তটিনী তরল,
দেখিতে সুন্দর শোভা সুমধুর জল,
বোধ হয় মহানদী কটক ছটায়,
উন্মাদিনী আলিঙ্গন করিতে তাহায়,
নগর নগরে হৃদে ধরিতে অধীর,
কাটজুড়ি রূপে বাহু করেছে বাহির,
ঊর্দ্ধরেতা সম কিন্তু কটক প্রবর,
পাথরের বাঁধ ধৈর্য্য ধীর ধরাধর,
অভিসারিকার পাণি ফেলিছে ঠেলিয়ে,
ধীরতাবিহীন হলে মরিত ডুবিয়ে।

খণ্ডগিরি নামে গিরি কটক দক্ষিণে,
চারি দিকে ব্যাড়া যাহা নিবিড় বিপিনে
ভয়ংকর মনোহর বিজন বিশেষ
হেরিলে অমনি হৃদে উদয় ভবেশ।
অচলের অঙ্গ খুদে করেছে নির্ম্মাণ,
দালান, মন্দির, থাম, সরসী, সোপান:
সারি সারি গিরিগুহা খোদা নর-করে,
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে,
নীচে গুহায় যাহা ছাদ দরশন,
উপর গুহায় তাহা হয়েছে প্রাঙ্গণ।
কোথাও দেখিতে পাবে গুহার অন্তরে,
যোগী-উপযোগী-বেদী শৈল-কলেবরে,
পাথরের নাগ-দন্ত পাথর দেয়ালে,
পাথর নির্ম্মিত কড়া গহ্বরের ভালে,
দেয়ালে দেখিবে কত খোদা সারি সারি,
মহাতপা তপোধন ধ্যান ধর্ম্মধারী,

* যে সকল বাঙ্গালিরা বহুকাল উড়িষ্যায় বাস করিতেছে, তাহাদিগকে ক্যারা-বাঙ্গালি বলে।
[দী. মিত্র]

পবিত্র পরমহংস চিত্ত নিরমল,
অসাড় শরীর মহাপুরুষ পটল.
নিরাকার করে ধ্যান একতান মনে,
অচলিত দ্বিরসন-দন্ত-পরশনে.
বিবসন বৌদ্ধব্যূহ বিশুদ্ধ হৃদয়,
জিন অনুগামী দিগম্বর জৈনচয়.
দেখিবে অনেক আরো জীব অনুরূপ.
মানব মানবী পরী রাণী সহ ভূপ.
কুরঙ্গ. শার্দ্দূল. করী. করি-অরি. হয়,
ভল্লুক মহিষ মেষ ছাগ ধেনুচয়।
পাগল পথিকগণ আসিয়ে হেথায়.
লিখে গেছে নিজ নিজ নাম কয়লায়,
যে নাম রাখিতে নরে নারে যজ্ঞ যাগে,
রাখিতে বাসনা তাহা কয়লার দাগে!!

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ভ্রমের সোপান,
অন্তরে ঈশ্বর পূজা বিশুদ্ধ বিধান,
মহাজন কীর্ত্তি এই খন্ডগিরি ধাম,
নাই কিছু তাই তথা দেব দেবী নাম।
পৌরাণিক পুত্তলিকা দেখা ইচ্ছা হয়,
অচলের তলে যাবে মহন্ত আলয়,
লাল মাটি লেপা মঠ দেখিতে সুন্দর,
দেব দেবী অগণন তাহার ভিতর;
হরির পবিত্র নাভি-নলিনী হইতে,
উঠিতেছে পদ্মযোনি বিশ্ব বিরচিতে,
ভুজঙ্গশয়নে বিষ্ণু আছেন নির্জ্জনে.
নারায়ণী সেবে পদ হরষিত মনে.
বৈদেহী বৈদেহী-ঈশ সৌমিত্রি সুধীর.
রুদ্র অবতার আর দশশির বীর.
বসন হরণ. রাজা রাধিকা সুন্দরী.
বীরদম্ভে গিরিধর গিরি হাতে করি.
জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ভগিনী.
লোকনাথ. সত্যবাদী. বিমলা উড়িনী।

সুগভীর কূপ এক আছে মঠাঙ্গনে,
ছেড়ে দিলে যায় গুণ বলির সদনে,
সুশীতল সুমধুর কিবা বারি তার.
বিপদে বন্ধুর বাণী যেমন সুতার।

অচলে "আকাশগঙ্গা" খোদা সরোবর,
ভাসিলে তাহাতে শান্ত হয় কলেবর,
"গুপ্ত গঙ্গা" নামে কূপ ভূধর কন্দরে,
দিতেছে বিমল বারি ঝির ঝির করে,
শীতল "ললিতা কুণ্ড" "রাধাকুণ্ড" আর,
করেছে পাথর কেটে সরের আকার।
নামগুলি আধুনিক সর পুরাতন.
উড়েরা দিয়েছে নাম মনের মতন।

মহীধরে মহীরুহ শোভে অগণন,
রমণীয় এলো মেলো সুখ দরশন—
পুন্নাগ, পলাশ, বাঁশ নতানো সুন্দর,
বারমেসে শোভাঞ্জন উড়ের আদর,
শিমুল, বকুল. বট. অশ্বত্থ বিশাল.
পিপুল, তেঁতুল. তাল. পিয়াশাল, শাল,
নিম, গাব, সহকার. বেল, আমলকী,
কণ্টকী, করঞ্জ. কুল. কদম্ব. কেতকী.
গন্ধরাজ, বনমল্লী, মালতী. বাদাম.
অশোক, চম্পক. বক. হরীতকী. জাম।

বন্ধুবিদায়

চিত্ত বিনোদিনী শোভা হেরিলাম হায়!
ভাবিতে যেমন. তা কি বাক্যে বলা যায়?
বিমল তটিনী তটে.
লেখা যেন স্বচ্ছ পটে,
বন্ধুর নিকটে বন্ধু চাহিছে বিদায়।

দাঁড়াইয়ে দুই জনে করে দিয়ে কর,
অধীর অন্তর দুখে. স্থির কলেবর.
নাহি রব সুবদনে,
দিবানিশি হাসি সনে
চলিত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর।

স্নেহরস পরিপূর্ণ সুকোমল মন,
বিরহ-ভাবনা-ভার করিছে দলন.
পতিত হতেছে তায়.
প্রস্রবণ বারিপ্রায়
স্নেহবারি নাসাপাশে ভরিয়া নয়ন।

শৈশবে সজাতি তরু থাকি গায় গায়.
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়.
উভয়ের এক দল.
মুকুল কুসুম ফল.
এক রসে রসশালী উভয়ের কায়।

সেইরূপ বন্ধুগণ হয় দরশন,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন,
উভয়ের এক আশা,
অধ্যয়ন, ভালবাসা,
এক ভাবে আন্দোলিত উভয়ের মন।

এ হেন প্রাণের ধনে কোথা যায় লয়ে
সহে কি বিরহ ব্যথা বন্ধুর হৃদয়ে,
সৌম্য মূর্ত্তি পুনর্ব্বার,
দেখিতে পাবে না আর
জীবন প্রবেশে যদি অন্তক আলয়ে।

উপকূলে অবস্থান করিছে তরণী
প্রাণ হতে প্রাণ বন্ধু হরিবে এখনি,
বিদারি ছিদাম-মন,
শূন্য করি বৃন্দাবন
কংসের স্যন্দন যথা হরে নীলমণি।

ফুলে ফুলে কাঁদি বন্ধু বলে অবশেষ,
"নিতান্ত যাইতে যদি হইল বিদেশ,
যাও যাও যাও ভাই,
সদা যেন লিপি পাই,
সতত পবিত্র সুখে রাখুন পরেশ।

"নিবারি নয়ন-বারি তরি আরোহণ
কর সহোদর! আর কর না রোদন,
যত দিন মহীতলে,
বিরহ-অনল জ্বলে,
সময়ে সময়ে শোক দেয় দরশন।"

বন্ধু হস্ত ধরি বলে কাঁদিয়ে আবার
"কি করিয়ে প্রবেশিব পুস্তক-আগার?
তবাসনে তুমি নাই,
তথায় দেখিয়ে ভাই,
ধরাশায়ী হব আমি করি হাহাকার।

"আমার রোদনে তব, রোদন বাড়িল,
অশ্রুবারি স্থূলধারে বহিতে লাগিল;
আমার বচন ধর,
নয়ন মোচন কর,
ওই দেখ কর্ণধার তরণী খুলিল।"

কাতর পীড়িত স্বরে যাবার সময়,
উত্তর করিল বন্ধু ব্যাকুল হৃদয়—
"ভাবিয়ে বন্ধুর মুখ,
কাঁদিলে বিমল সুখ,
বিরহে নয়নে তাই জল উপচয়।

"লোচন আকুল জলে আপনিই হয়
যবে এই শুভ ভাব মনেতে উদয়—
আমায় আমার বলে,
আহা মরি মহীতলে,
ঈশ্বর কৃপায় আছ কোন সহৃদয়।

"দৈবের আদেশে দেশ ত্যজি সকাতরে
তোমারে ছাড়িয়ে আমি যাই দেশান্তরে,
বিদেশে বিরহে হায়,
যদি এ জীবন যায়
মরিব তোমার মুখ ভাবিয়ে অন্তরে।

"বিজনে বিষণ্ন মনে সতত ভাবিব,
বারিহীন মীন প্রায় যাতনা সহিব,
কোথাও না পাব সুখ,
অন্তর ভেদিয়ে দুখ
সময়ে সময়ে মাত্র নিশ্বাসে ছাড়িব।"

স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আলিঙ্গন
তরণীতে উঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন।
চলিল জীবন-যান,
উভয় বন্ধুর প্রাণ
বিরহ অনল তাপে হইল দহন।

কিনারায় থাকি বন্ধু তরি পানে চায়,
দাঁড়ায়ে অপর বন্ধু চলিত নৌকায়;
ঘন ঘন হাত নাড়ি,
বলে "যাও যাও বাড়ী
আবার হইবে দেখা অনাদি-কৃপায়।"

তরি যায়, হায় বন্ধু বিষাদে ব্যাকুল,
অবিরাম আঁখিবারি চুম্বে উপকূল।
চাহিয়ে তরণী পানে,
রহে স্থিত এক স্থানে
যতক্ষণ দেখা যায় নৌকার মাস্তুল।

কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়,
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কি না যায়,
এই বারে একেবারে,
অনিল ঢাকিল তারে
বন্ধুর তরণী আর দেখিতে না পায়।

ত্যজিয়ে তটিনী করে ভবনে গমন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর ধন;
যায় যায় ফিরে চায়,
এই বুঝি দেখা যায়
যে তরি প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।

কঠিন কাঠের তরি লোহায় যোজনা,
জানে না বিরহে বন্ধু সহে কি যাতনা,
বন্ধুর কোমল প্রাণ,
পেতে যদি জল-যান
ফিরে আনি বন্ধুধনে করিতে সান্ত্বনা।

সংসারের গতি এই বিরহ মিলন,
পরিবর্ত্ত-প্রিয়-কোলে প্রকৃতি পালন,
কভু পরিতাপময়,
কভু সুখ সমুদয়,
অবিরত বিনিময় হয় দরশন।

পরিণয়

সুপবিত্র পরিণয়,
অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়,
হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিশুদ্ধ বিধান।
একাসনে দুই জন,
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ,
উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি,
ঘরময় দিবা রাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকশিত,
আনন্দ বসন্ত বাস,
বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত;
যে দিকে নয়ন যায়,
সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে,
কান্তাকর করে করে,
পীরিতি পূরিত বাণী বলে—
"তব সন্নিধানে সতি,
অমলা অমরাবতী,
ভুলে যাই নর নশ্বরতা,
অভাব অভাব হয়,
পরিতাপ পরাজয়,
ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে,
স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত, কামিনী কেমনে,
বেঁচে থাকে ধরাতলে,
যেই হতভাগ্য ফলে,
পতিত পতির অযতনে?"
নবশিশু সুখরাশি,
প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ,
যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সতীত্ব

পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণী মণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই,
সুরভি সতীত্ব শ্বেত শতদল ঠাঁই:
নাসিকা মুদ্রিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে;
মলিন বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।

সতেজ স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন;
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ গোঁয়ার
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান—
পরমেশ পিতাদত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।

যুদ্ধ

রুধিরাক্ত ভীম মূর্ত্তি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
অন্তক দক্ষিণ হস্ত অবনী ভিতর।
নরমুণ্ডে বিনির্ম্মিত,
অট্টালিকা মনোনীত,
নিবসতি কর তুমি তাহার ভিতর।
শোণিতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়,
নিপাত, বিনাশ, ধ্বংস সদা রসনায়।

প্রশস্ত গভীর তব উদয় ভীষণ,
নীরশূন্য নীরনিধি দেখিতে যেমন;
স্তূপাকার নরদেহ,
গণিতে না পারে কেহ,
মহিষ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ধেনু অগণন,
গোলা, গুলি, ডুলি, ঝুলি, খট্টাঙ্গ, শিবির,
সংগ্রহ ভরিতে তার কন্দর গভীর।

শোভে অঙ্গে করি রঙ্গে আতঙ্ক বর্ষণ
শমন রঞ্জন সজ্জা দুরন্ত দর্শন—
ভীমগদা ভিন্দিপাল,
শূল শেল করবাল,
খাঁড়া ঢাল টাঙ্গি যেন কালের দশন,
কিরিচ, ভোজালে, তূণ, শরাসন, বাণ,
যমের নিশ্বাস নিন্দি বন্দুক কামান।

দাঁড়াইয়ে অশ্ব সেনা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে,
রতন প্রলম্ব শোভা তোমার হৃদয়ে,
পদাতিক পরিকর,
কটিবন্ধ ভয়ঙ্কর,
শোভিতেছে যেন তব কোমরে নির্ভয়ে,
তুরী, ভেরী, জয়ঢাক বাজিছে মোহন,
অনুমান তব পদে ঘুঙুর শোভন।

ভয়ঙ্কর কোলাহলে বহুবিধ বোল,
দূরেতে শ্রবণে যায় মাত্র গণ্ডগোল—
কোথাও বিজয় শব্দ,
শুনিলে অমনি স্তব্ধ,
ভাবে শ্রোতৃ ভীত চিত্তে বড় ডামাডোল,
কোথাও রোদন ধ্বনি পশিছে শ্রবণে,
পড়িয়াছে কেহ বুঝি শূলের দংশনে।

বীরদম্ভে ভীমনাদে আহবে মাতিয়ে
বলিতেছে কোন বীর কৃপাণ ধরিয়ে—
"কেটে করি খান খান,
রুধিরে করিব স্নান,
রাখিব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে,
আমূল বিন্ধিব শূল শত্রু কুল বক্ষে,
অবশ্য বধিব কার সাধ্য করে রক্ষে?

"দম্ দম্ ছাড় গোলা গোলন্দাজ বীর,
আকাশে উড়ায়ে দেহ অরাতির শির;
বাজাও বিজয় ডঙ্কা,
কাহারে না করো শঙ্কা,
বিক্রমে বিনত লঙ্কা সুবর্ণ শরীর—
পল্লবে অনল কভু থাকিবে না ঢাকা,
বীরত্বের পুরস্কার বিজয় পতাকা।"

হুহুঙ্কার করি কোন বীর মহাভাগ,
বিশাল হৃদয়ভরা দেশ অনুরাগ,
বলিতেছে "বলে ধরি,
সংহার করিব অরি,
বিনতানন্দন যথা নাশে দুষ্ট নাগ,
এক কোপে শত শির করিব ছেদন,
শত্রুর শোণিত-স্রোতে ধুইব চরণ।

"বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায়?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায়?

স্বদেশ রক্ষার তরে,
সমরে কি কেহ ডরে,
শতগুণে হয় বলী স্বদেশ রক্ষায়—
খুলিয়ে নিডেলগণ্ ছেড়ে দেহ যম,
দুর্দ্দম্ দুর্দ্দম্ দম্, দম্, দম্, দম্।"

তুমুল সংগ্রামে ধূলো ছাইল গগন,
রসাতলে হয় বুঝি মেদিনী মগন—
কাঁপিছে কৃপাণ কুল,
ঘর্ঘর ঘুরিছে শূল,
হুলুস্থূলে গোলে ভুল পরকে আপন,
মালসাট মারে সেনা দাপে মহাবলে,
কাঁপে ধরা যেন সরা বাতাকুল জলে।

সৃষ্টিনাশা গোলা বৃষ্টি দৃষ্টি করে রোধ,
প্রলয়ের অনুরূপ যুদ্ধক্ষেত্র বোধ,
ঝর্ঝড় ছুটিছে গুলি,
চূর্ণ মস্তকের খুলি,
গদাঘাতে জয় প্রাপ্ত জনমের শোধ;
গোলা দগ্ধ গজ অশ্ব পড়িছে ধরায়,
বিনাশিত বস্ত্রাবাস অনলশিখায়।

আর্ত্তনাদ করি এক বীর মহাজন,
নিপতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন,
কোথা পুত্র কোথা দারা,
তারা যে নয়নতারা,
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন,
কি বলিল শেষে বীর ভাসি আঁখিজলে?
"কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রণয় কমলে!"

বিশ্বাস-ঘাতক যুদ্ধ, কারো নহ বাঁধা,
বুঝিতে তোমার ভাব লেগে যায় ধাঁধা,
ক্ষিতীশের সর্ব্বনাশ,
বীরেশের বনবাস,
ভূপতি দাসের দাস! তব কার্য্য সাধা;
গৌরবে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে,
মুহূর্ত্তে কারায় বন্দী তব পরশনে।

ভিখারী দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ করি,
ছারেখারে দিলে লঙ্কা সুবর্ণ নগরী,
রক্ষেশ দেবেশ-ত্রাস,
করিয়ে সবংশে নাশ,
বিভীষণে দিলে রাজ্য সহ মন্দোদরী।

দুরাচার কুলাঙ্গার ওরে বিভীষণ,
কোন্ প্রাণে বিনাশিলি সোদর রতন?

কোন্ অপরাধে রণ কৌরবের কুল,
গান্ধারী-হৃদয়-বন-কুসুম-মঞ্জুল,
বিনাশিলে সমুদায়,
দুখে বুক ফেটে যায়,
রাখিলে না মা বলিতে একটি মুকুল।
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন,
শত পুত্র হত রণে থাকে কি জীবন।

তব অবিচার হেরে দুঃখে অঙ্গ জ্বলে,
বড় পরিতুষ্ট তুমি দলিয়ে দুর্ব্বলে;
ভারত ভূপতি চয়,
নিরাপদে কাল ক্ষয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যজ্ঞে করিত কুশলে,
দেশান্তর হতে আনি দুর্বৃত্ত যবন,
আক্ষেপ ক্ষীরোদে দিলে ভারত ভবন।

কেড়ে নিলে স্বাধীনতা দেশের ভূষণ
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন;
রাজত্ব করিলে ক্ষয়,
ভেঙ্গে দিলে দেবালয়,
গোহত্যা করিলে হিন্দু দেবতা সদন,
মানসিংহ ভগিনীরে সজোরে ধরিয়ে,
নীচ কুল যবনের সনে দিলে বিয়ে।

চক্রবৎ ঘোরে তব কুদৃষ্টি, কল্যাণ—
যার করে হিন্দু রাজ্য করেছিলে দান,
ইংরাজে উন্নত করি,
শেষে তারে কেশে ধরি,
ভয়ঙ্কর নির্ব্বাসন করিলে বিধান,
রত্নে রচা শিখী যার ছিল সিংহাসন,
টঙ্গুর মাটিতে তারে করিলে নিধন।

বিষাক্ত দশন তব সমর ভীষণ,
করেছিলে লণ্ডভণ্ড ইংলণ্ড ভবন,
স্বদেশ ভূপতি সনে,
প্রজাপুঞ্জ মত্ত রণে,
শমন সদনে গেল কত মহাজন—
রাজার পবিত্র শির করিয়ে ছেদন,
কোরমওয়েলে দিলে রাজসিংহাসন।

বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট বেলোনার বর,
কীর্ত্তিপূর্ণ কার্ত্তিকেয় বিপুল অন্তর,
গলে গৌরবের হার,
বিজয় মুকুট তার,
পরাজিত রাজ্য তায় হীরকনিকর,
কৌশলে রুক্মিণীনাথ, বিক্রমে অর্জ্জুন,
ধন্য বোনাপার্ট রাজা ধন্য তব গুণ।

রাজবংশে জন্ম নয়, রাজবংশ-কর,
নিজপরাক্রমে বীর অপূর্ব্ব ভূধর,
টিরাণি করিয়ে লোপ,
ভেঙ্গে গড়ে ইয়োরোপ,
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর;
প্রজার পালনে রাজা প্রজা পূজনীয়,
বাহুবলে বীর কেতু বীর বরণীয়।

বীরত্বে মোহিত হয়ে রাজা কত জন,
অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করেছিল অনুক্ষণ,
কেহ দিল সিংহাসন,
কেহ রাজ আভরণ,
বিবাহ বন্ধনে কেহ তনয়া রতন,
নখর নিকরে রাজ্য দিল বহুতর,
যারে ইচ্ছা বিতরণ করে নৃপবর।

নির্দ্দয় সংগ্রাম তুমি বল কোন প্রাণে,
প্রাণপুত্রে পরাভূত কর অপমানে?
সমবেত ভূপচয়,
বোনাপার্ট বন্দী হয়,
সপ্ত রথী ধরে যথা সুভদ্রাসন্তানে—
হায় রে বিদরে বুক মর্ম্ম বেদনায়,
পাঠাইলে হেন নিধি হীন হেলেনায়।

যে বর্লিনে বোনাপার্ট সম্মানের সনে,
বসেছিল বীরদম্ভে রাজসিংহাসনে,
তথা তার বংশধর,
ফরাসির নৃপবর
বন্দী ভাবে কাটে কাল বিষণ্ণ বদনে।
কখন কি হয় রণে কখন কি হয়,
জয় কিবা পরাজয় সতত সংশয়।

আশা

আনন্দ-আকর আশা অবারিত গতি,
প্রবল প্রবাহ সম সদা বেগবতী,
অমর অনন্ত-বরে রক্ষিতে অবনী,
সুধাময়ী, মায়াবিনী, প্রবোধ জননী,
মনোবৃত্তি নিচয়ের মধুরা ভগিনী,
মরিয়া আপনি বাঁচে বাঁচায় সঙ্গিনী।
করবী কুসুম তরু করিলে ছেদন,
আবার পল্লব শাখা দেয় দরশন—
আশাতরু কলেবর যদি কাটা যায়,
মনোনীত পল্লবিত হয় পুনরায়।

আশাসুখে চাষাচয় ক্ষেত্র পানে চায়,
মনঃক্ষেত্রে পুরানন্দ নাচিয়ে বেড়ায়,
হয়েছে সতেজ গাছ বারিদ বরণ,
পবন হিল্লোলে দোলে তরঙ্গ যেমন,
হেন কালে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে নাশ,
বিনাশিত একেবারে চাষা-আশা-বাস,
ভস্মরাশি শস্যক্ষেত্র আতপ অনলে,
হাহাকার আর্ত্তনাদ কৃষকের দলে—
"মা মরি আকাট ওরে এ কি অবিচার!
অনাহারে মরে যাব সহ পরিবার,
রাতি পোহাইলে লাগে চাল চার পালি,
কেমনে কোথায় পাব খাব কি রে বালি?
কি দিয়ে শুধিব আর মহাজন ধার,
ভিটে মাটি হবে নাশ নাহিক নিস্তার—"
মুকুলিত আশালতা হৃদয়ে উদয়,
চাষার লোচন বারি বিমোচন হয়—
ভাবিতে ভাবিতে বলে "কেন অকারণ
নিরাশে মগন হয়ে করিব রোদন।
কোনমতে পরিবার চালাব এখন,
যতন করিয়ে বীজ করিব রোপণ,
এবার হইবে বারি মুষলের ধারে,
দুই বৎসরের শস্য পাব এক বারে,
শুধিব সকল ধার সুখী হবে মন,
কাটাইব সুখে দিন রাজার মতন।"

কারাগারে অন্ধকারে বন্দী করে বাস,
হয়েছে সম্যক তার সুখের বিনাশ,
বিরলে বিদরে বুক চক্ষে বহে নীর,
নীরবে বিলাপ করে অবশ শরীর—

"কোথায় সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী
স্নেহভরা ধর্ম্মদারা পবিত্রা কামিনী?
কত দিন, হায় পুত্র প্রিয় দরশন,
ধরি নি তোমায় বক্ষে করি নি চুম্বন!
অনাথিনী করশাখা ধরিয়ে স্বিকরে,
কাঁদিতেছে বাছা মোর আহারের তরে,
অনুপায় অভাগিনী কি দেবে অশন,
অজানত, নিজনেত্রে নীর বরিষণ।
দুঃসহ যাতনা আর কেমনে সহিব,
গলায় বন্ধন দিয়ে এখনি মরিব—"
হেন কালে আশা আসি দেয় দরশন,
মনে মনে ভাবে বন্দী মুছিয়ে নয়ন—
"থাকি আর কিছু কাল ত্যজিব না প্রাণ,
ত্বরায় বিষাদ নিশি হবে অবসান,
কারাগার দ্বার মুক্ত হবে অচিরাৎ,
অপকৃষ্ট অধীনতা হইবে নিপাত,
চলে যাব হাস্যমুখে আনন্দিত মনে.
নিরমল সুখ পোরা নিজ নিকেতনে.
দয়ার পয়োধি বিভু করিবেন দয়া,
আনন্দে দেখিব জায়া তনয় তনয়া,
ভাত বেড়ে দেবে ভার্য্যা সানন্দ হৃদয়ে.
ভোজন করিব সুখে ছেলেদের লয়ে.
বেড়াইব হেথা সেথা যথা যাবে মন,
যখন হইবে ইচ্ছা আসিব ভবন,
দুঃখের পরেতে সুখ, সুখ যার নাম,
হৃদয় ভরিয়ে ভোগ হবে অবিরাম।"

আশাসুখে সুযতনে অধ্যয়ন করে.
বদ্ধ পরিকর ছাত্র পরীক্ষা সমরে.
বিজয় পতাকা পেতে হইল বিফল,
জ্বলিল কিশোর হৃদে নিরাশ অনল,
অপমান অনুমান অতিশয় দুখ,
কেমনে স্বজন কাছে দেখাইবে মুখ,
বিরলে বিলাপ করে গালে দিয়ে হাত,
হতাশে করিতে চায় জীবন নিপাত;
জননীর মত আশা আসিয়ে তখন,
স্নেহভরে শান্ত করে শিশুর রোদন—
কেন বাপ্ হতাদর কর রে জীবনে,
এবার লভিবে জয় পরীক্ষার রণে,
অধ্যয়ন কর অধ্যবসায় সহিত,
সুতার সফল সুধা পাবে মনোনীত—
আশার অমিয় বাক্যে অমনি বিশ্বাস,
পাঠে ছাত্র দেয় মন না ছাড়ে নিশ্বাস।

জীবিকাবিহীন জন ব্যাকুলিত মনে,
লভিতে উপায় ফেরে ভবনে ভবনে—
দীন পালনের পিতা ধনী মহাশয়,
ভাবে মনে যাই তথা হবে দুঃখ ক্ষয়,
"দেবেন জীবিকা এক সদয় হৃদয়ে,
অভাব হইবে হত অভাগা আলয়ে।"
বড় আশা করি যায় ধনী বিদ্যমান,
যাতনার পরিচয় করেন প্রদান।
কাতর কাহিনী শুনি বধিরের কানে
ধনী বলে "কাজ খালি কোথায় এখানে?
ভাল জ্বালা দুই বেলা কি দায় আমার
কেন আস মম বাসে তুমি বার বার?—"
আশায় কেন যে আসে দীন ধনী স্থানে.
অভাব অনল-দগ্ধ দীনেতেই জানে—

অশনি-হৃদয়-ধনী-দুর্বিনীত ধ্বনি,
জীবিকা-বিহীন-জনে বাজিল অশনি.
মরিল আশার তরু পুড়িয়ে তথায়,
বজ্র নিপতিত হলে আর কি গজায়?
বাড়ী যায় নিরানন্দে করে হায় হায়,
আবার নবীন শাখা আশার গোড়ায়—
আশায় নির্ভর করি বলে মনে মনে
"বৃথা গেলেম কেন ধনীর সদনে,
বিষম পাষণ্ড ধনী জানা পদে পদে,
সহোদরে হতভাগা দেখে না বিপদে।
পর উপকারী ভারি বাবু মহাশয়,
তাঁর কাছে গিয়ে সব দেব পরিচয়.
দেবেন জীবিকা তিনি ভাসিয়ে দয়ায়.
হাসি মুখে আসি বাড়ী কহিব ভার্য্যায়—"

আশাসুখে আসি দীন বাবুর সদনে,
নিজ সমাচার বলে বিনত বচনে,
শুনিয়ে বিনয় বাণী বাবু তোলে হাই
ট্যাপ্ ট্যাপ্ পড়ে তুড়ি সংখ্যা তার নাই,
নীরবে ভাবেন বাবু আঁখি উঠে ভালে.
দীনের সৌভাগ্য বুঝি ফলে এত কালে,
অধীর হইয়ে দুঃখী জিজ্ঞাসে তাহায়,
অনুমতি মহামতি কি হলো আমায়;

মাথা তুলে বাবু বলে, "পাইলাম লাজ
কোন স্থানে নাহি মম খালি কোন কাজ,
থাকিলে তোমায় দিতে বাধা কি আমার,
বাড়ী যাও খালি হলে পাবে সমাচার—"
আশার নবীন শাখা খসিয়ে পড়িল,
বিষণ্ন বদনে দীন বাড়ীতে চলিল—
পরিতাপে পরিপূর্ণ ঘুরিয়ে বেড়ায়,
কোমল পল্লব পুনঃ হয় আশা গায়—
"ধনশালী জমিদার ধনপুরে আছে,
অনুরোধ লিপি লয়ে যাব তাঁর কাছে,
অগণন জন তথা হতেছে পালিত,
আহার পাইব আমি তাদের সহিত,
পরিতাপ পরিহার হবে এই বার,
উথলিবে পরিবারে সুখ পারাবার—"

জমিদার অট্টালিকা অতি সুশোভিত,
অনুরোধ পত্র করে তথা উপনীত।
দ্বারবান করে মানা যাইতে ভিতরে,
অনুরোধ লিপি দান করে তার করে,
লয়ে লিপি দ্বারপাল উপরেতে যায়,
দণ্ডবৎ করি রাখে জমিদার পায়,
লিপি পাঠ জমিদার করিয়ে নিমেষে,
ভেবে চিন্তে দীন জনে ডাকে অবশেষে।
লিপি দিয়ে জমিদার তরণী গঠিল,
আশা সুখে আসি দীন নিকটে বসিল।
খুলিয়ে প্রচণ্ড পেট জমিদার কয়,
"মম উপকারী লিপিদাতা মহাশয়,
করিতে পারিলে তাঁর বাক্যে কর্ম্ম দান,
প্রতি উপকার মাত্র করি অনুমান,
বন্দবস্ত হয়ে গেছে সকলি এবার,
পর সনে মনোরথ পুরিবে তোমার,
প্রণাম আমার দিও বন্ধুর চরণে,
অনুরোধ রলো তাঁর জাগরূক মনে—"

বিষম বিষাদে দীন হইল হতাশ,
তখনি উঠিল ছাড়ি বিলাপ নিশ্বাস—
"আর কোথা নাহি যাব করিলাম পণ,
নাহি যাব ঘরে ফিরে ত্যজিব জীবন—"
আশা বলে "দেখ বাপু আর এক বার
অবিচার করিবে কি বিধি বার বার?
নূতন সদরআলা এসেছে ধীমান,
করিবে সকলি সেই নূতন বন্ধান,
তার কাছে যাও তুমি সকলের আগে,
সফল হইবে সত্য মম মনে লাগে,
অনাহার পরিহার হইবে নিতান্ত,
বিফল হইলে তুমি করো জীবনান্ত।"
আশার অমিয় বাক্যে করিয়ে বিশ্বাস,
সদরআলায় বলে নিজ অভিলাষ,
সজল লোচনে বাণী বলে অবিরত,
যোগ্যতার পরিচয় দেয় শত শত।
কাল আসিবার আজ্ঞা দীনজন পায়,
সে দিন মনের সুখে বাড়ী ফিরে যায়।
এখানে বিচারপতি অবিচার করে,
নিয়োজন অনক্ষর আত্মীয়নিকরে।
পরদিন দীনহীন আইল পলকে,
পক্ষপাতে বজ্রপাত আশার মস্তকে।
"অবশেষে আশা শেষ আর কিছু নাই.
বিষাদ সাগরে মরে যমালয়ে যাই—
নিরাশে রোদন করে নিতান্ত ব্যাকুল,
অজ্ঞাতে আশার তরু পরিল মুকুল—
ভাবে মনে "ভারি ভুল আমার হয়েছে,
পরাধীন হতে তাই এত দিন গেছে,
বিষয়ীর উপাসনা করিব না আর,
দেখাইব তাহাদের ক্ষমতা আমার,
আইন করিব পাঠ মনোনিবেশিয়ে.
উকিল হইব পরে পরীক্ষায় গিয়ে,
স্বাধীনতা সনে ধন করিব অর্জ্জন
ডাকিয়ে করিব দীনগণে বিতরণ,
সুখসিন্ধু উথলিবে ভবনে আমার
পরিতোষে পরিপূর্ণ হবে পরিবার।"
পড়িয়া পরীক্ষা দিল হইল সফল,
উকিল হইল গণ্য বাড়িল সম্বল,
সব আশা পূর্ণ তার এত দিন পরে,
জীবের জীবন রক্ষা আশা দেবী করে।

"পীতপক্ষী" নামে পাখী শোভা অভিরাম,
আনন্দে নন্দনবনে নাচে অবিরাম,
নিরানন্দ নাশা রব কণ্ঠে অবিরত,
শুনিলে শোকের শেষ দুঃখ পরিহত,
যদ্যপি বিকল অঙ্গ কভু তার হয়,
ভস্মরাশি হয় পুড়ে আর নাহি রয়,
সেই ভস্ম হতে জন্মে আবার তখনি,
নবীন সতেজ "পীতপক্ষী" গুণমণি,

আবার আনন্দে নাচে রবে হরে মন,
রমণীয় 'পীতপক্ষী' নাহিক পতন—
স্বর্গ হতে সেই "পীতপক্ষী" মনোহর,
উড়ে আসিয়াছে এই অবনী ভিতর,
করিয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে
দুঃখভরা মানবের হৃদয় কন্দরে।

জননী নবীন শিশু কোলে করি বসি,
আনন্দ অম্বুজে পূর্ণ হৃদয় সরসী:
মুছান যতনে মুখ করেন চুম্বন,
থেকে থেকে নব শিশু সুখে আলিঙ্গন।
হৃদে থাকি আশা পাখী করে কলরব,
ভুবন ভিতরে হয় স্বর্গ অনুভব—
"বাঁচাবেন বিভু মম বাছার জীবন
বিমল আনন্দ বারি হবে বরিষণ,
ছয় মাসে সমারোহে মুখে ভাত দিব,
স্বজন বনিতা সহ বাড়ীতে আনিব,
গলায় গড়িয়া দিব কাঞ্চনের হার,
কেমন দেখাবে তাতে গোপাল আমার,
ধূলায় করিবে খেলা তুলে লব কোলে,
মা বলে ডাকিবে যাদু আধো আধো বোলে,
কালেজে পড়িতে দিব পরায়ে বসন,
বই হাতে করে যাবে বিদ্যা নিকেতন,
রাজা হবে যাদুমণি, হব রাজমাতা,
মনে মনে ভক্তিভাবে আরাধিব ধাতা,
দেশ দেশান্তরে যাবে বাছার মহিমা,
রত্নগর্ভা বলে মম বাড়িবে গরিমা,
বিয়ে দিয়ে, বউ নিয়ে, আমোদ করিব,
আমার মুকুতামালা তার গলে দিব,
কোলে করে লব বউ বদন চুম্বিয়ে,
নে যাব পতির কাছে আহ্লাদে মাতিয়ে,
হাঁসিয়ে বলিব প্রাণকান্তে বার বার,
দেখ নাথ স্বর্ণলতা কেমন আমার,
আনন্দে প্রাণের পতি হেসে কথা কবে,
কোলে কোলে কনেবউ কোলে করে লবে,
বিরাজিত কত সুখ সময় ভিতরে,
সানন্দে বয়ের সাদ দিব ঘটা করে,
কৌতুক করিবে কত কামিনীর কুল,
বিলাইব ঘড়া তেল সিন্দূর তাম্বূল,
যেমনি সোণার চাঁদ মম অঙ্কে দোলে,
হইবে এমনি চাঁদ বউমার কোলে।"

সপ্ত তরি সদাগর ভাসায় সাগরে,
সুমধুর তানে আশা পাখী গান করে—
"সমীরণ সহকারে সন্তরি সাগর,
উপনীত অম্বুপোত বিলাত ভিতর;
রেসম কুসুম ফুল সর্ষপ তণ্ডুল,
বিলাতে বেচিলে হবে বিভব বিপুল,
সময় সুন্দর বটে দর মন্দ নয়,
দ্বিগুণ হইবে লাভ নাহিক সংশয়;
বলিয়াছি বিনিময়ে আনিতে বসন,
সুতা জুতা ছুরি কাঁচি মদিরা লবণ,
সে সব আসিবে যবে কলিকাতা কূল,
বাণিজ্যের মহালক্ষ্মী হবে অনুকূল,
আবার করিব লাভ বিনিময়ে কত,
শচীনাথ সম সুখে রব অবিরত।"

ভবিকা ভরসা দেবী ভুবনমোহিনী,
অগোচর ব্রহ্মলোক সোপান গামিনী,
খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার দৈব পরশনে,
বিমল অনন্ত সুখ দেখায় ভুবনে,
দেখাইয়ে সেই নিধি, জগতের সার,
মানবের পরিতাপ করেন সংহার।
চিরজীবী সুখ পদ্ম ভাবিলে বিজনে,
বিলাপ কি থাকে আর মনুজের মনে?

আনন্দে দম্পতী বাস করে ধরাতলে,
বিমোহিত সুখধাম সুখ পরিমলে,
দুয়ের জীবন এক দেহ মাত্র ভেদ,
কোনরূপে নাহি কভু বিরস বিচ্ছেদ,
কামিনী কান্তের গলা করিয়ে ধারণ,
বলে "নাথ এক দণ্ড বিনা দরশন,
বিদরে হৃদয় মম হেরি শূন্যময়,
দশ দিক্ অন্ধকার ভীষণ প্রলয়;
যথায় তথায় যাও, বিনয় কামনা,
দাসীরে চরণ ছাড়া কখন কর না।"
পবিত্র চুম্বন দান করিয়ে বদনে,
প্রাণপতি তোষে তায় অমিয় বচনে—
"অমল আদরমাখা আদরিণি প্রিয়ে,
আমার জীবনযাত্রা তোমায় লইয়ে,
পতিব্রতা স্নেহময়ী ধর্ম্মশীলা নারী
তোমায় ছাড়িয়ে আমি থাকিতে কি পারি!"
দুই জন ভাসিতেছে আনন্দ সাগরে,
পরস্পর হরষিত হেরে পরস্পরে,

নাহিক দুঃখের লেশ সরল হৃদয়ে,
সকল অভাব দূরে পবিত্র প্রণয়ে।

অবনীর সব সুখ বিজলী কিরণ,
এই হলো এই গেল, থাকে কতক্ষণ?
ভয়ে ভাবনায় কাঁপে রমণী হৃদয়,
রোগে পরাজিত পতি, আসন্ন সময়,
বসিয়ে মুখের কাছে বিষন্ন বদনে,
নীরবে রোদন করে বিষাদিত মনে—
প্রলাপে প্রাণের পতি প্রমদার পাণি,
ধরিয়ে সাদরে বলে কত মত বাণী—
"নিলাম বিদায় সতি হৃদ-সন্নিহিতে,
ব্রহ্মলোক হতে দূত এসেছে লইতে,
বিমুক্ত স্বর্গের দ্বার কনকনির্ম্মিত,
শত নবোদিত রবি বিভা বিকশিত,
অনুকূল পরীকুল পরিশুদ্ধ মন,
ললিত মন্দারমালা সুরভি চন্দন,
হাতে ধরি সারি সারি দাঁড়ায়ে তোরণে,
পূরানন্দ বিকশিত অরবিন্দাননে,
নে যাবে আমোদে তারা সাজায়ে আমায়,
করুণা কমলাসন অনন্ত যথায়,
দয়া পয়োনিধি পিতা মঙ্গল আকর,
প্রসারিত কত দূরে মার্জ্জনার কর!
ক্ষমা করিবেন পাপ পতিতপাবন,
শান্তি সুধা অবিরত হবে বরিষণ—"
কাতরে কামিনী কাঁদে নেত্রনীরে ভাসি,
"কোথা যাও প্রাণপতি পরিহরি দাসী,
এত ভালবাসা নাথ ভুলিবে কেমনে,
কি হবে দাসীর গতি ভাবিলে না মনে?"
আকাশে তুলিয়ে আঁখি পতি ধীরে বলে
"ভুলিব না কভু মম হৃদয়-কমলে,
পবিত্র প্রণয় তব লইব তথায়,
স্বর্গের সমান জানা যাবে তুলনায়,
কেঁদ না কেঁদ না কান্তে কুররীনয়নে,
হইবে মিলন পুনঃ পবিত্র সদনে—"
হায় বিধি অবনীতে দারুণ বিধান,
রমণী সর্ব্বস্ব নিধি স্বামী অন্তর্দ্ধান,
"হা নাথ! কি হলো মোরে!" বলে পতিব্রতা,
মূর্চ্ছিতা ধরণী তলে যেন ছিন্ন লতা।
"কি হলো কি হলো" বলি কাঁদে পাগলিনী
"নাহি জানিতাম আমি হেন অভাগিনী,
কি আর আমার আছে জগৎ সংসারে,
ব্যাপিয়াছে দশ দিশ নিরাশ আঁধারে,
কাজ কি জীবনে বিনা জীবন-জীবন,
বাঁধিতে হবে না হবে আপনি নিধন।"
আহা মরি কি যাতনা মনুজের মনে,
আত্মীয় স্বজনে যদি, সংহারে শমনে—
কি যাতনা আহা মরি অনুভবে সতী,
হারা হলে ভূমন্ডলে সুখময় পতি,
পতির বিহনে সতী ব্যাকুলিত মতি,
পাবকে মিশাতে চায় দূরিতে দুর্গতি,—
কে পারে সান্ত্বনা দিতে আছে কি সান্ত্বনা,
যায় না বিনাশ বিনা অন্তর বেদনা।

ভাবিকা ভরসা দেবী ভবভয়হরা
দয়াবিমণ্ডিত মুখ অমৃত অধরা,
করেতে মঙ্গল ঘট পূর্ণ শান্তিজলে
সুশীতল বরিষণ শোকের অনলে।
জননী সমান আসি স্নেহ সহকারে,
লইলেন কোলে তুলে বিধবা কন্যারে,
ধোয়ালেন শীর্ণ মুখ শুভ শান্তিজলে,
সমাদরে মুছালেন কোমল অঞ্চলে।
আবার অবলা বালা বিষাদে ব্যাকুল,
উষ্ণোদকে ত্যক্ত যেন অম্বুজ মুকুল,
কাতরে কাঁদিয়ে বলে "কি দশা আমার,
হারালেম স্বামিনিধি সংসারের সার,
জানি না গো কত বড় অসীম সাগর,
গিয়াছেন যার পারে একা প্রাণেশ্বর,
কি আছে সাগরে মরি কে বলিতে পারে,
ফিরে ত আসে না কেহ গিয়ে তার পারে,
বায়ু, বারি, বহ্নি, বিষ কিম্বা শূন্যময়
পতিহীনা অভাগীর যেমন হৃদয়,
অনাথা সহায়হীন কার সঙ্গে যাই,
কার কাছে প্রাণপতিসমাচার পাই;
নাহি কি উপায় হায়! হইল কি শেষ
অক্ষয় দম্পতি স্নেহ পবিত্র বিশেষ?"
নীরব হইল বালা অমনি তখন
ভাবিকা ভরসা দেবী করিয়ে সিঞ্চন
শান্তিবারি বিধবার মলিন বদনে
প্রবোধ লাগিল দিতে মধুর বচনে—

"প্রবোধ গ্রহণ কর যাদে অবোধিনি!
আছে পন্থা যাদঃপতি লঙ্ঘন সাধিনী—

ধর্ম্ম আচরণ কর পূজ একমনে,
করুণাবরুণাগার অনাদি কারণে,
জানাও বাসনা তব ভক্তি সহকারে,
পরম পুলকে যাবে পারাবার পারে;
হইবে ধর্ম্মের বলে সেতু মনোহর,
পারিজাত বিরচিত সাগর উপর,
আনন্দে তাহাতে বাছা করিবে গমন,
অবিলম্বে স্বর্গধাম পাবে দরশন,
তোরণে সজীব স্থির সৌদামিনী কুল,
সুশোভিত শুভ অঙ্গে আনন্দের ফুল,
ভগিনীর ভাবে তারা করি আলিঙ্গন,
লইবে তোমায় সুখে বিভুর সদন,
পবিত্র মিলন হবে ভক্তির ভবনে,
পুরানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণপতি সনে,
বিচ্ছেদ হবে না আর রবে না ভাবনা,
হইবে অনন্ত কাল আনন্দে যাপনা।”

দেবীর বচনে বালা করিয়ে বিশ্বাস
নিবারিল অশ্রুবারি ছাড়িয়ে নিশ্বাস—
বলিল “জননি তুমি জননী সমান,
মৃত দেহে দিলে প্রাণ সুধা করি দান;
প্রত্যয়ে ভরিল মন চিন্তা গেল দূরে,
অবশ্য পাইব পতি সুখ স্বর্গপুরে।
য দিন রহিবে মা গো এ দেহে জীবন,
তব অঙ্ক হয় যেন মম নিকেতন।”

রেলের গাড়ি

গড় গড় তাড়াতাড়ি,
চলিছে রেলের গাড়ি,
ধারেতে নড়িছে বাড়ী,
জানালায় পরে শাড়ী
রমণীরা দেখিছে।
ধন্য ধন্য সুকৌশল,
জ্বালিয়ে অঙ্গারানল
পরিতপ্ত করি জল,
বার করি বাষ্প দল,
বেগে কল চলিছে।
কিবা তড়িতের তার,
হইয়াছে সুবিস্তার,
অবনীর অঙ্গে হার,
সমাচার অনিবার,
নিমেষেতে ধাইছে।
দূরিত হইল দূর,
কালের ভাঙিল ভুর,
বন্ধুর ভূধর চূর,
এক দিনে কানপুর,
পথিকেরা পাইছে।
পদার্থবিদ্যার বলে,
খোদিয়ে ভূধর দলে,
সুড়ঙ্গ করেছে কলে,
তার মধ্যে গাড়ি চলে,
অপরূপ দেখিতে।
শোণ নদ ভীমকায়,
ইষ্টকের সেতু তায়,
কটিবন্ধ শোভা পায়,
নির্ভয়েতে গাড়ি যায়,
দেবকীর্ত্তি মহীতে।
অশ্ব গজে দিয়ে ছাই,
হাসিতে হাসিতে ভাই,
বোম্বাই নগরে যাই,
পথে নেবে নাহি খাই,
কি সুবিধা হয়েছে।
এ পাড়া ও পাড়া কাশী,
পাঞ্জাবিয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজি আসি,
পবিত্র গঙ্গায় ভাসি,
দিবানিশি রয়েছে।
রেলের কল্যাণে কবে,
মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে,
এক মত হয়ে রবে,
সুমিলনে মিলিয়ে।
সাধিতে স্বদেশ হিত,
মনে হয়ে হরষিত,
কবে বিজ্ঞ মনোনীত,
বিলাতেতে উপনীত,
হবে মুখ খুলিয়ে।

নানা কবিতা

কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ

সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়। এবং কবিতা পরিণামের দোষ

দীর্ঘ ত্রিপদী

দিবস হইল শেষ,
নাহি কোথা রৌদ্র লেশ,
দিবাকর বসিবেন পাটে।
হেন কালে সরোবরে,
শোভা হেরে মনোহরে,
মহিলারা জল লয় ঘাটে॥
বিমল কমল হাসে,
আর রাজহংস ভাসে,
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়।
ষট্‌পদ মনোসুখে,
পদ্মিনীর মধুমুখে,
চুম্বনেতে মকরন্দ খায়॥
বহে সমীরণ ধীর,
কাঁপে কি না কাঁপে নীর,
স্থির শাখা, পাতা নড়ে সব।
শোভে ফুল চারি পাশে,
মধু আশে অলি আসে,
স্বরে করে আনন্দ উৎসব॥
ভাঁজিয়ে মধুর তান,
কোকিল করিছে গান,
শুনে প্রাণ বিমোহিত হয়।
শোভে ধার নব ঘাসে,
নয়নের দোষ নাশে,
কবির আসন সুখময়॥
সুশোভিত হেরে বারি,
অশেষ বরণ ধারী,
কল্পনা দেবীর আগমন।
দেখেন সরসী সুখে,
বচন নাহিক মুখে,
ভাবাকুল হোয়ে একমন॥
হেন কালে সেইখানে,
সুমধুর মিষ্ট তানে,
এল এক কবি মহাজন।
মনে মিলাইছে পদ,
চলে কি না চলে পদ,
দেবী কাছে দিল দরশন॥
রবহীন কবিবরে,
নোলিত ললিত স্বরে,
কহে দেবী কথা মনোহর।
ওরে বাছা জাদুধন,
শোন দেখি দিয়া মন,
যাহা বলি তোমার গোচর॥
দিবসেতে কুমুদিনী,
অভাগিনী অনাথিনী,
বিরূপা মলিনী মনোদুখে।
নিশিতে তাহার বেশ,
সুশোভিত বড় বেশ,
পবন হিল্লোলে দোলে সুখে॥
কুমুদিনী কেন দুখী,
কিসেই বা পুন সুখী,
দিনে রেতে কেন ভেদাভেদ।
তুমি কবি বিচক্ষণ,
বোলে এই বিবরণ,
কর মম মনোদ্বিধা ভেদ॥

কবির উত্তর

পয়ার

মানবের ভাগ্য এই, কুমুদিনী ফুল।
সত্যের দ্বরূপ দিন, আলো অনুকূল॥
পাপ অনুরূপ নিশি, আঁধার আধার।
এ তিনে প্রকাশ করে, জগৎ সংসার॥
সত্য ধরে যত দিন, থাকে নরচয়।
তত দিন কভু নাহি, হয় সুখোদয়॥
নাহি পায় ভাল পদ, নাহি বাড়ে মান।
অধোমুখ দিবসের, কুমুদী সমান॥
সত্য ছেড়ে যেই জন, পাপে হয় রত।
নয়ন নিমিষে পায়, সুখ শত শত॥
মিছে কথা দিয়ে করে, ঋণ পরিশোধ।
স্বৈরিণীর সনে পায়, পরম আমোদ॥

পরযশ হরে যশ, করে আপনার।
অতি নীচ তোষামদে, প্রিয় সবাকার॥
পাপের অধীনে পারে, লইতে মেদিনী।
সৌভাগ্য প্রফুল্ল যেন, রেতে কুমুদিনী॥
সত্যেতে মলিন সব, পাপে আমোদিত।
প্রবল পাপেতে সত্য, শেষ পরাজিত॥
কুমুদীর সুখ দুখ, কিছু নহে আর।
পাপ পুণ্য ফলাফল, দেয় সমাচার॥

দেবীর উক্তি

মধুমাখা কথা তব, মুখে বরিষণ।
সুললিত ভাষা শুনে, জুড়ালো শ্রবণ॥
ভাবের সৌন্দর্য্য কিন্তু, নাহি দেখি তায়।
মজিল না মন তাই, তোমার কথায়॥
কোথায় শুনেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনোসুখোদয়॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্ব্বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

———

সুমেরু শিখর সত্য, দাঁড়ায়ে ধরায়।
ঝড় হোয়ে পাপ তারে, উড়াইতে চায়॥
দূরে পড়ে যায় বায়, ঠেকিয়ে পাথরে।
পাপের কি সাধ্য বল, সত্যে জয় করে॥
যত জোরে লাগে বাত, মহীধর গায়।
অধশিরে তত দূর, দূরে হোয়ে যায়॥
সত্যের বিক্রমে পাপ, আপনি পলান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

———

সত্য তেজ অনুরূপ, রবি তেজময়।
মেঘাকারে ঢাকে পাপ, তাহার উদয়॥
অক্ষয় তপন জ্যোতি, করে দরশন।
কেঁদে বরিষণ করি, করে পলায়ন॥
জলদে নাহিক আলো, চপলে যা পায়।
সেরূপ পাপের সুখ, না হইতে যায়॥
ভানু সম সত্য জ্যোতি, সতত সমান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

———

শুনেছ ত্রেতায় দুষ্ট, রাক্ষস রাবণ।
করিল অনেক পাপ, বধে জনগণ॥
পাইল সম্পদ বলে, নাহি হয় শেষ।
কর দিত শচীনাথ, রবি শশী শেষ॥
মহাপাপী হোয়ে পরে, হরিল জানকী।
কত সুখ পেলে পরে, পরেতে জান কি॥
সবংশে হইল নাশ, খেয়ে রাম-বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

———

দ্বাপরে চাতুরি করে, রাজা দুর্য্যোধন।
পাশায় হারায়ে পাণ্ডু-বংশ দিল বন॥
লইয়ে সকল দেশ, বসিল আসনে।
সত্য ধোরে পাঁচ ভাই, ভ্রমে বনে বনে॥
পালন করিয়ে সত্য, এলো পাণ্ডুদল।
মেঘ ভঙ্গে রৌদ্র যেন, হইল প্রবল॥
পাপের শরণে কুরু, না পাইল ত্রাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

———

কলিতে কি হয় দেখ, মেলিয়ে নয়ন।
কত দেশ বোনাপার্ট, করিল দাহন॥
খেদাইয়ে দেশ হোতে, নরপতিগণে।
এনেছিল সব রাজ্য আপন শাসনে॥
স্ববলে সম্রাট্ দলে, দিল বহু দুখ।
কোথা রৈলো অবশেষ, পাপার্জ্জিত সুখ॥
পড়িয়ে ডিউক হাতে, খোয়াইল মান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান।

———

তাই বলি ওরে বাপু, নব কবিবর।
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর॥
হয় নি, হবে না সত্য, কখন মলিন।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ, সম চিরদিন॥
প্রথমে দেখিতে গেলে, সংসারের কায।
বোধ হয় পাপ সত্যে, সদা দেয় লাজ॥
সুবিচার কর দেখি, সুধীর হইয়ে।
আলোচনা কর দেখি, জ্ঞানে ডাক দিয়ে॥
অবশ্য দেখিবে তবে, মনের নয়ন।
সত্যের নীচেয় পাপ, সহস্র যোজন॥

কবির উত্তর

কালের গতিক তুমি, জান না কামিনী।
তাই মন্দ বল মোর, কবিতা নলিনী॥
সুভাব অভাবে বল, কি ক্ষেতি আমার।
ভাষা দেখে ভাল মন্দ, কবিতা বিচার॥
শত শত ধরে গুণ, পদ্য সুলোচনা।
স্বর মাত্র সকলেই করে বিবেচনা॥

পাইয়ে কবিতা এক, আমি এক দিন।
ভাব বুঝিবারে ভাবে, হলেম বিলীন॥
ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান।
স্বপনেতে করিলাম, তার পরিমাণ॥
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাঁটি।
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাটি॥

দেবীর উক্তি

কালের এমন ভাব, কে বলে তোমায়।
ভুলেছ এমন তুমি, কাহার কথায়॥
পাগলেতে যাহা বলে, বিজ্ঞে যদি ধরে।
চলিত না কায তবে, সংসার ভিতরে॥
সুকবি পণ্ডিত যারা, তারা জানে বেশ।
কবিতার সার মর্ম্ম, ধর্ম্ম উপদেশ॥
ধর্ম্ম নীতি ঢাকা দিয়ে, মিথ্যার বসনে।
সহজে পাঠায়ে দেয়, মানবের মনে॥
মিথ্যা দূর হয় সাঙ্গ, যে হয় পঠন।
অনায়াসে বসে সত্য, হৃদয়ে তখন॥
মিষ্টি ভাষা থাকে যদি, চরণে চরণে।
সুরস লাগে না শেষ, কারো আস্বাদনে॥
বিষয় বুঝিয়ে হবে, ভাষার চলন।
স্বরে অর্থে রাখা চাই, সতত মিলন॥
কাঠিন্য থাকিবে ভাষে, শাস্ত্রীয় কথনে।
কোমল সরল ভাষা, কামিনী বচনে॥
ঝড়েতে কর্কশ বাক্য, হুহু করে ঘনে।
ধীরি ধীরি ওঠে পদ, মলয় পবনে॥
সংগ্রাম বর্ণনে কথা, করে খন্ খন্।
ষষ্ঠী বাঁটা হাসি হাসি, বচনে রচন॥
উচ্চমন উচ্চ ভাবে, সদা সুখী হয়।
কাল কিন্তু ভাবে কালা, স্বর লয়ে রয়॥
নর বিনা অন্যে ভাব, বুঝাতে না পারি।
নর সনে স্বরে কিন্তু, পশু অধিকারী॥
স্বপনের বিবরণ, বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর॥
নিজ আভা নিজ গুণে, না হোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল॥
ভাষা আগে এই বার, ভাবে দেও মন।
দেখ না দেখ না আর, শুয়ে কুস্বপন॥
উচ্চভাষা ভয়ে বুঝি, হয়েছিলে কাট।
দেয়ালা করেছ তাই, ষাট্ ষাট্ ষাট্॥

উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে মিশায়।
মাথা নেড়ে কবিবর, নিজবাসে যায়॥
কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেরেছি কিন্তু, তোমায় চিনিতে॥
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতী তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥
আঁখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে॥

এই পর্য্যন্ত

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজের ছাত্র।

চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই

নির্ম্মলবর্ণা সরলতা দেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়নপরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সরল কবি স্তন পানে সুমধুর নম্রতারূপ পয়ঃ পান করিয়া মাতৃগুণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নরনিচয়ের সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক্ নিষ্কলঙ্ক হয় না। একদা সরলতা সুকুমার কুমারকে গৃহে রাখিয়া দিবসত্রয় জন্য তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলে তাঁহার সপত্নী হিংসা দেবী অবসরক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া সরল শিশুর সরল রসনায় গরল দান করিলেন, যেহেতু এরূপে উভয় পরের অনিষ্ট এবং বালকের অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা। হিংসা ঘরে আসিয়াই সতীন-সুতে কোলে লইতে হস্ত প্রসার করেন। কিন্তু জন্মাবধি সরলতার বিমল বদন বিগলিত বিহিত বচন শ্রবণে এক-বার সুসংস্কার জন্মিলে সহসা কখন কেহ তৎসতা হিংসাদেবীর সুস্বাদ বিষাক্ত বচনে মোহিত হয় না। সুতরাং সরল কবি প্রথমত হিংসার ক্রোড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারেন নাই। ভোজ-বিদ্যাবিশারদা হিংসাদেবী এমন মধুর মধুর স্নেহবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ধন, মান এবং সুখসম্পাদনের এমন সহজ সহজ উপায় দেখাইতে লাগিলেন, মনোবেদনার এমন আশু প্রতীকার করিতে লাগিলেন, যে

সরল কবি কুহক কুআশা ঘোরে অন্ধ হইয়া দৌড়োদৌড়ি হিংসার কজ্জল কোলে উঠিলেন এবং গলা ধরিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হিংসাও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত নূতন ছেলের মুখ চুম্বন করত মনোমত মন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তদবধি সতীন-পোর প্রতি হিংসার এমন মায়া বসিল, যে, এক ভ্রূক্ষেপ কাল তাহার বদনসুধাকর না দেখিলে তিনি চারি দিক্ শূন্য দেখেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। এ জন্য "মার চেয়ে ব্যথিত যে তারে বলে ডান"। সরল কোল ছাড়িয়া গরল কোলে আইলে শিশুর নাম সরল কবি পরিবর্ত্তে বুনো কবি হইল। তদনন্তর হিংসার মন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া তৎকোলে শয়ন করিয়া যে এক অপূর্ব্ব মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন অজ্ঞানতাবশতঃ সেই স্বপ্নের কথা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় অথবা মনের ভিতর যাহা চিন্তাযোগে আপনা আপনি উদয় হয় সে কেবল বাতাসে দুর্গ নির্ম্মাণ। তাহা মনে মনে রাখাই উচিত, কারণ প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলে। হিংসার পালিত পুত্র এ সব না জানিয়াই সুমিষ্ট স্বপ্নবিবরণ সত্য বলিয়া পত্রে প্রকটন করিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে সরোবর-তীরে এতৎ-স্বপ্নোপলক্ষে কল্পনা দেবীর সহিত তাঁহার কথোপকথন উপস্থিত হইবায় বাড়ি আসিতে কিঞ্চিৎ রাত্রি হয়, তাহাতে হিংসা দেবী নবপ্রসূত বৎসহারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া নীচের লিখিত মত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হিংসা

রজনী হইল ঘোর,
নাড়ী ছেঁড়া ধন মোর,
এখনো এলো না কেন ঘরে।
পোড়া জন্ম কুলনারী,
বাহির হইতে নারি,
না পারি ডাকিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দণ্ড চাঁদমুখ,
না দেখিলে ফাটে বুক,
নাহি সুখ প্রাণ উঠে মুখে।
কি করি কোথায় যাই,
কোথা গেলে বুনো পাই,
আই ঢাই করে অঙ্গ দুখে॥
দুধের গোপাল বাছা,
সব ছেলে মধ্যে বাছা,
সতত মায়ের আজ্ঞাকারী।
হয় সদা সঙ্গোপন,
অধ্যয়নে দেয় মন,
সদা সৎ আচরণকারী॥
পড়িয়াছে ইতিহাস,
বেদব্যাস কীর্ত্তিবাস,
পাঁজি পুঁথি কিছু বাকী নাই।
চারি যুগ সমাচার,
শুন গিয়া মুখে তার,
বলে সব বোসে এক ঠাঁই॥
মুখ-অগ্র রামায়ণ,
নহে কিছু বিস্মরণ,
বিবরণ মুখে মুখে বলে।
রাম সীতে লোয়ে শিরে,
বোধ হয় বুক চিরে,
রাখিয়াছে দেখাতে সকলে॥
এমন সোণার ছেলে,
থাকিতে কি পারি ফেলে,
কখন্ আসিবে বাছা-ধন।
ক্ষীরে স্তন হোলো ভারি,
আর যে থাকিতে নারি,
যাদু পান করিবে কখন্॥
পাড়ার বালকগণে
পেলে মোর বাছাধনে,
কাণাকাণি করে হেসে হেসে।
অতি শান্ত বাছা মোর,
যুবাদলে যেন চোর,
অঘোর আমার উপদেশে॥
বলিয়াছি বুঝাইয়ে,
রবে মুখে গুও দিয়ে,
লুকাইয়ে করিবে আঘাত।
কেহ বুঝি পেয়ে টের,
কোরেছে বিষম ফের,
নহিলে কি জন্য এত রাত॥
প্রতিদিন যাদুমণি,
অস্তে গেলে দিনমণি,
অমনি আসিত মোর কোলে।

করিয়ে দিয়েছি কাচ্,
তবে কেন হেন কাচ্,
কি জানি পড়িল কোন্ গোলে॥
ওই যে আসিছে যাদু—

কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলের আগমন

পয়ার

ও কি ও কি, ও মা ও মা, কান্না কেন ধন।
কে বোলেছে মন্দ কথা, বল বিবরণ॥
তুমি যে আদুরে ছেলে, ঘরের সোহাগ।
তোমা বিনে মম ধনে, কারু নাহি ভাগ॥
বাপের ঠাকুর যাদু রায়, মরি মরি।
কেন কেন কান্না কেন, এসো কোলে করি॥
কে বোলেছে কটু কথা, মুখে ছাই তার।
বাপ্‌ধন বাছা মোর, কেঁদো নাকো আর॥

বুনো কবি

জননি জিজ্ঞাসা করি, বল বিবরণ।
পরেতে বলিব মম, কাঁদার কারণ॥
করিলাম কবিতা রচনা, তিন জনে।
অর্পণ করিল রবি, তাহা সাধারণে॥
পাঁচ জনে পাঁচ কথা, বলিতেছে তায়।
চুপি চুপি তুমি তবে, বলিলে আমায়॥
"অপর দুজনে যাহা, কোরেছে রচন।
তুমি বাপু কর তার, বিচার এখন॥"
তব বোলে মুগ্ধ হোয়ে, করিলাম তাই।
আদেশের অভিপ্রায়, শুনিবারে চাই॥

হিংসা

আমার বাসনা যাদু,
তোমায় করিতে সাধু,
শুধু নয় স্বগুণ গৌরবে।
ছুপে রাখি পর যশ,
কাদা করি পর রস,
মাটি দিই পরের সৌরভে॥
বাড়াইতে তব মান,
কবিতার পরিমাণ,
করিবারে কোরেছি আদেশ।
তা হইলে লোক সব,
করিবেক অনুভব,
কবিশূন্য হয়েছে এ দেশ॥

তুমিই কবির সার,
কাব্য লেখ একবার,
আর বার কর পরিমাণ।
সাপ হোয়ে কামোড়াও,
ওজা হোয়ে পরে যাও,
সহজে কাযেই বাড়ে মান॥
বঙ্গ দেশে লোক নাই,
তুমিই কবির চাঁই,
সকলেই ভাবে কাযে কাযে।
আপনার গুণ যত,
ভাল বল মনোমত,
পরগুণ ফেলো ভ্রম মাঝে॥
যদি কারো ভাল দেখ,
তার পক্ষে মন্দ লেখ,
সবার নীচেতে ফেলো তারে।
অপরের সুকিরণ,
করিবারে নিবারণ,
এই বিধি আমার বিচারে॥

বুনো কবি

কেমন কেমন লাগে, এ কথা আমায়।
করি নি সুযুক্তি আমি, তোমার কথায়॥
তিন পত্র তিন জনে, লিখিনু যতনে।
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে॥
সাধারণ অভিপ্রায়, শুনিতে সকলে।
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে॥
কবিতা সবিতা রবি, তিনিও নীরবে।
কোন্ ভাবে কোন্ কবি, সাধারণে লবে॥
মাঝে পোড়ে আমি কেন, তুলিলাম মাতা।
মাতা হোয়ে মোর মাতা, খেলে ওগো মাতা॥
বাদী প্রতিবাদী আসি, বিচার আলয়।
বিচারের তরে দুয়ে, উপস্থিত হয়॥
বিচারপতির কথা, না হইতে শেষ।
বাদী যদি প্রতিবাদী, প্রতি করে দ্বেষ॥
খপ্ করে ওঠে যদি, বিচার আসনে।
দুই হাত তুলে যদি, বলে সাধারণে॥
আমার বিচারে আমি, করি অনুমান।
প্রতিবাদী মিথ্যাবাদী, বাদীর কল্যাণ॥
তখনি সে হয় তথা, হাসির আস্পদ।
সবে ভাবে ভুলক্রমে, হোয়েছে দ্বিপদ॥

আমিও সেরূপ মাতা, কোরেছি অন্যায়।
শিষ্য হোয়ে গুরুনাম, লিখিয়াছি গায়॥
বিশেষ জিজ্ঞাসা করি, জননী তোমায়।
কে আদি দ্বিতীয় কেবা, জানিলে কোথায়॥
আমি বা রোলেম্ কোথা, বিচার সময়ে।
"ঐ আমি কি আমি আমি" গেছে ভুল হয়ে॥

হিংসা

বাপ রে সোণার বাছা,
তোমার বয়স কাঁচা,
বোঝ না রে জননীর বাণী।
কবি বটে তিন জন,
তুমি মোর প্রাণ ধন,
তার মধ্যে একজন জানি॥
যতনে তোমারে ধন,
করিলাম সঙ্গোপন,
মাপের লেখনী দিনু হাতে।
তুমি তায় হোলে ভারি,
কবি পরিমাণকারী,
নাবিলে না ও দুয়ের সাতে॥
উঠিলে ছাড়িয়ে ভূমি,
শাখায় কুরঙ্গ তুমি,
বোসে দেখ কবিদের মাঝে॥
উপরেতে বোসে থাকি,
সকলেরে দিলে ফাঁকি,
মানী হোলে জনের সমাজে॥
কে আদি, দ্বিতীয় কেটা,
ভাবিয়ে দেখি নি সেটা,
এই মাত্র করিলাম মনে।
এসো বলি কাণে কাণে,
পাছে আর কেহ জানে,
মনে রাখ গোপনে গোপনে॥

কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন।

বুনো কবি

যা বল তা বল মাতা, কথা ভাল নয়।
তব উপদেশ নিতে, মনে সন্দ হয়॥
এ আদি, দ্বিতীয় ইটি, বলিলে কি হবে।
পড়িলে কুঁদের মুখে, বাঁক নাহি রবে॥
একদল ভুক্ত মোরা, হই তিন জন।
আমার বিচার করা, বিচার লঙ্ঘন॥
ওরূপ কথায় কারো, মন্দ নাহি হয়।
বিশেষ বলেন তাহা, পোপ মহাশয়॥

"Envy will merit as its
shade pursue,
"But, like a shadow, proves
the substance true;
"Wit envied, like the sun eclipsed,
makes known
"The opposing body's grossness,
not its own."

হিংসার সহিত বুনো কবির এইরূপ মনান্তর হওনের সূচনা হইলে পরিহাস নামে জনেক বয়স্য আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে ডাকিয়া লইয়া গেল।

পরিহাস

এসো এসো বুনো বাবু, বেড়াইতে যাই।
এদিনে লিখেছ ভাল, ভ্যালা মোর ভাই॥
সে সব হাসির কথা, সরস শুনিতে।
জান না রে মুখে পড়ে, মাথায় মুতিতে॥
"কমলিনী" বিবরণ, বলিলে কেমনে।
রাগ কেন বল দেখি, কি ভেবেছ মনে॥

বুনো কবি

দেখ না দেখ না......নাহি সয়।
কমলিনী কাছে ছোঁড়া দিবা নিশি রয়॥
রাগেতে গুমুরে মরি, থাকি মনে মনে।
কি গুণে মজিল পদ্মী ভ্রমরার সনে॥

পরিহাস

ধর্ম্মশীলা কমলিনী, হরিণলোচনা।
রূপবতী অতিসতী, পতিপরায়ণা॥
বিধির কৃপায় পেয়ে, এমন রতন।
নিশা নিশি করে কবি, সুখ আলাপন॥
এ দেখে শিহরে অঙ্গ, দ্বেষেতে তোমার।
বেহাত্ তোমায় কিন্তু, করে দেশাচার॥
মিসর দেশের রীতি, থাকিলে এখানে।
কমলিনী নাহি যেতো, আর কার স্থানে॥

বুনো কবি

পরিহাস, পরিহাস, কেন কর ভাই।
কি বলিতে, কি বলেছি, ভাবিয়ে না পাই॥

পরিহাস

বেশ বেশ ও কথায়, কায নাই আর।
কি ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার॥
বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাছুর হয়েছে॥
এ অর্থে বলদ তুমি, যদি লিখে থাক।
বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাচ ঢাক॥
তব দ্বেষ স্পষ্ট ইথে, হইবে প্রকাশ।
না কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ॥

বুনো কবি

No, no, ভাই, আমি নই, এমন অসার।
ও অর্থে, বলদ, আমি, করিব ব্যাভার॥
যার বলে হয় লোক, গোরু অধিকারী।
আমি কি সে অর্থ কভু, শব্দে দিতে পারি॥
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল॥
পাছে লোক ভাবে আমি, বলদ বলেছি।
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে লিখেছি॥

পরিহাস

ভাল ভাল যেতে দেও, ও সব বচন।
জিজ্ঞাসা তোমায় করি, এক বিবরণ॥
তব লেখা অনুসারে, হোতেছে প্রকাশ।
এসেছিল মিত্র বাবু, শ্বশুরের বাস॥
তোমায় রাগত কিন্তু, দেখিয়ে জামাই।
জষ্টি ষষ্টি বিরচনে, কোরেছে কামাই॥
এবার কিরূপ হোলো, জানিতে না পাই।
পত্রেতে আভাস দিয়ে, ভাল কর নাই॥
কেবল আইল, মিত্র বন্ধু, কয় জনা।
কেমনে লইল দ্বারী, করিয়ে বন্দনা॥
কি বোলে, নে গেল, দাসী, বাড়ির ভিতরে।
কি বলিল শালি মুখ, ঢাকিয়া অম্বরে॥
শালাজ কেমন দিল, দুদ্ মিঠে আঁব।
কি কথা বলিল মিত্র, দেখে তার ভাব॥
কিরূপ কৌতুক হোলো, শয়ন আগারে।
কি কথা কহিল কান্তা, সেতারের তারে॥
তোমার কারণ ভাই, তোমার লিখনে।
বঞ্চিত হয়েছি মোরা, সব বিবরণে॥
লিখিয়াছ জান তুমি, "বেশের বিষয়"।
এ সব বলাও তব, উপযুক্ত হয়॥
স্বচোকে সকলি তুমি, দেখিয়াছ ভাই।
আদি অন্ত তব কাছে, শুনিবারে চাই॥

বুনো কবি

যাও যাও জ্বালাতন, কোর না আমায়।
মন্দ কথা ছেড়ে দাও, পড়ি তব পায়॥

হাসিতে হাসিতে উড়ে, গেল পরিহাস।
ফিরে যায় কবিবর, আপন আবাস॥

এখানে চট্টো, মিত্র সমভিব্যাহারে সরলতা দেবী ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রিয়তম জীবনাধিক সরল কবিকে না দেখিতে পাইয়া নগর পর্য্যটনে গমন করিয়াছে বিবেচনায় উপস্থিত কবিদ্বয় সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন।

সরলতা

তার পরে কি হইল, বল বল বল।
শুনিয়ে এ সব কথা, হৃদয় চঞ্চল॥
তিন দিন হয় নাই, করেছি গমন।
এর মধ্যে এত কাণ্ড হোয়েছে ঘটন॥

চট্টো কবি

তিন দিন বহু কাল, পেলে তিন পল।
করিতে পারেন দ্বেষ, সাগরে অনল॥
পথেতে শুনেছ মাতা, সব বিবরণ।
এখন উপায় বল, যাহাতে মিলন॥

মিত্র কবি

উপায় ভাবনা ভাই, ভাবিতে হবে না।
মায়ের স্মরণে দ্বেষ, রবে না রবে না॥
এ ভবনে তিন জনে, হোলে দরশন।
নয়ন নিমিষে হবে, সরল মিলন॥

সরলতা

অধীর তোমরা বাছা, হও নি নিপুণ।
ব্যস্ত হোয়ে কর গ্রাস, হিংসার আগুন॥
মমালয় থাক সবে, পরম সন্তোষে।
পতিত হবে না কেহ, কভু কোন দোষে॥
সতত থাকিব আমি, ব্যাপিয়া ভবন।
ছেড়ে আর—এসো এসো, এসো বাছাধন॥

সরল কবির আগমন*

বল দেখি বিবরণ, বিস্তার করিয়ে।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বেষাদেষ, কিসের লাগিয়ে॥

সরল কবি

আলয়ে কখন মার, হোলো আগমন।
তোমা দুয়ে যোড় করে, করি সম্ভাষণ॥
কি বলিব জননি গো, বাক্য নাহি সরে।
বিবাদে পেয়েছি ব্যথা, সরল অন্তরে॥
কিন্তু মা গো পথ দিয়ে, আসিতে ভবনে।
তব পুণ্য অনুরূপ, পোড়ে গেল মনে॥
অমনি দাহন হোলো, কলহ কণ্টক।
সহসা ফুটিল মনে, মিলন চম্পক॥
খাইল কাঁটার ছাই, ভ্রমের অর্ণব।
বলিতে সে সব মাতা, হলেম নীরব॥
প্রিয়বন্ধু কবি ভ্রাতা, দেখি দুই জন।
তোমার প্রসাদে মাতা, হইল মিলন॥

চট্ট কবি

মোহিত হইল মন, সরল মিলনে।

মিত্র কবি

এই স্থানে অদ্যাবধি, রব তিন জনে॥

সরলতা

এমন মিলন বাছা, হবে কাযে কাযে।
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে॥
বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা, ভেবে দেখ মনে।
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে॥
তিন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধীন।
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও তিন॥
বিরচন করি তিনে, দেহ এক ঠাঁই।
এতেও তোমরা তিনে, হও ভাই ভাই॥
কবিতায় উপদেশ, লহ রবি কাছে।
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধি, ইথে আরো আছে॥
করো না করো না তাই আর দ্বেষাদ্বেষ।
তিনে মিলে কর চেষ্টা, তুষিতে স্বদেশ॥

—

বিবাদ বাড়বানলে, ঢালিয়ে সলিল।
সরলে সরলে হলো, সুখের সুমিল॥
সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন।
সুখের সাগরে ভাসে, সরলের মন॥
অমিয় বচনে মাতা, তুষিল সকলে।
শিশির পড়িল যেন, নব চারাদলে॥
অবশেষ লোয়ে তিনে, সরল সুধীর।
তপনে অর্পণ করি, হইলেন স্থির॥

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দু কালেজ।

হাতে হাতে পাপের ফল

এ দেশের দেশাচার করিলে বিচার।
পরিতাপ তাপে হয় হৃদয়ে বিকার॥
বিধিবৈধ বিধি যাহা হয় অনুমান।
তাহার আচার দোষে না হয় বিধান॥
শিশুকালে পরিণয় হোলে সম্পাদন।
কত রূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন॥
আরো তায় বিদ্যাহীন যদি হয় নারী।
অনিষ্ট উদয় কত বলিতে না পারি॥
পবিত্র বলিয়ে সবে, ভাবে লোকাচার।
অভয়ে অবজ্ঞা করে, মনের বিচার॥
পিতা পিতামহ যাহা, করে নি কখন।
তাহা করিবারে কায়ে, নাহি সরে মন॥
সে কালে সকলে মনে, করিত বিশ্বাস।
অবনী বেড়িয়া রবি, ঘোরে বার মাস॥

---

*হিংসাও গিয়াছে, বুনো কবি নামও গিয়াছে। [দী. মিত্র]

জ্ঞানের প্রভাবে কিন্তু, নির্ণয় এখন।
সূর্য্য বেড়ে করে ধরা, সতত ভ্রমণ॥
পূর্ব্ব-পুরুষেরা ইহা, মানিত না মনে।
এ সব বিশ্বাস তবে, হতেছে কেমনে॥
চলিত আচার দোষ, দেখিতেছ সবে।
লোকাচার কারাগারে, বাঁধা কেন তবে॥
শিশুকালে পরিণয়, কর পরিহার।
বিধবারে দিতে পতি, কর দেশাচার॥
বিশেষ বিনয় সহ, এই অভিলাষ।
রামা-মন হোতে কর, আঁধার বিনাশ॥
সকল সুখের ভাগী, রমণী রতন।
তার পরিতোষে সুখী, মানবের মন॥
বিদ্যারত্ন মহাধন, মনের নয়ন।
জীবনের সারভাগে, কর বিতরণ॥
বিদ্যা আভা বিনা রামা, ভাবে বিপরীত।
কুলটা হইতে দোষ, না ভাবে কিঞ্চিৎ॥
পড়ে দেখ নীচের কাহিনী সাধুজন।
প্রমাণ হইবে তবে, আমার বচন॥
চঞ্চলা নামেতে এক, রাজার নন্দিনী।
বিদেশী পতির তরে, চির বিরহিণী॥
কুসুমে বাঁধিয়া নাথ, গিয়েছে প্রবাসে।
চঞ্চলা চঞ্চলা বড়, তার আসা আশে॥
উথলিল সময়েতে, জাহ্নবী যৌবন।
তটে বোসে আছে বালা, উচাটন মন॥
নায়ক নাবিক বিনে, তরিবে কেমনে।
ডোবে বুঝি অবলার, জীবন জীবনে॥
এক দিন সহচরী, সঙ্গে রসবতী।
কহিতেছে হাসি-মুখে, মধুর ভারতী॥
দেখেছিলি তোরা কি লো, তাহারে বাজিয়ে।
যার সনে বাবা মোরে, দিয়াছেন বিয়ে॥
নবীন বয়স কি না, দেখিতে কেমন।
বল্ না জানিস যদি, তার বিবরণ॥
মনে প্রেম ফোটে কি না, দেখিলে তাহারে।
প্রাণ কেড়ে লয় কিনা, নয়নের ঠারে॥
জনেক প্রবীণা সখী, করে নিবেদন।
শোন শোন বিধুমুখী, আমার বচন॥
বরমাল্য যার গলে, দিয়াছ চঞ্চলা।
দেখিয়া তাহার রূপ, চপলা চঞ্চলা॥
তব পিতা মনে ভাল, বুঝেছিল তায়।
হাতে হাতে তারে তাই, দিয়াছে তোমায়॥
মন মিল কথা কিন্তু, কে বলিতে পারে।
যত দিন থাকে দুয়ে, অজ্ঞান আঁধারে॥

বালক বালিকা করে, মন বিনিময়।
পুতুলের বর কন্যা, অনুমান হয়॥
আর এক সহচরী, হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতেছে মৃদুস্বরে, নিকটে আসিয়া॥
আজ কেন আদরিণি, বিমনা এমন।
পতি নামে কেন আজ, এত উচাটন॥
পাষাণ হৃদয় তার, বিফল জীবন।
ছেড়ে আছে ভুলে, আহা! তোমা হেন ধন॥
চঞ্চলা অধীরা হোয়ে, বলে তার পর।
মম মন নাহি কিন্তু, তাহার উপর॥
মনোমত নারী সেই, লয়েছে আবার।
দেখি দেখি মম মনে, কি হয় বিচার॥

ত্রিপদী

কিছু দিন তার পর,
স্মর-শরে জ্বর জ্বর,
থর থর কলেবর কাঁপে।
একে সরস্বতী বাম,
তাহাতে উদয় কাম,
পাপোদয় দ্বিগুণ প্রতাপে॥
পঞ্চশর নিবারণ,
করিবারে জ্বলে মন,
অবলা চঞ্চলা পাগলিনী।
দূরে গেল ধর্ম্ম ভয়,
কুলমান পরাজয়,
রমণী হইল কলঙ্কিনী॥
নিশিযোগে এক দিন,
চঞ্চলা সুমতিহীন,
বলিতেছে সহচরী কাছে।
তোরে ভাই বার বার,
বলিতে না পারি আর,
বাঁচিবার উপায় কি আছে॥
শোন প্রাণ প্রিয়সই,
তাহার উপায় কই,
বড় ঘরে বড় ভয় করে।
সঙ্গোপনে কোন জনে,
অনিবারে এ ভবনে,
আছি আমি অন্তরে অন্তরে॥
চঞ্চলা বলিল আর,
সহে না যৌবন ভার,
বারেক ধরিতে লোক নাই।

জান কোটালের বাড়ি,
কেমন নবীন দাড়ি,
দেখ দেখি তারে যদি পাই॥
হেন কালে কোতয়াল,
লয়ে ঢাল তরবাল,
আইল সাধিতে নিজ কায।
মোহিত কোটাল স্বরে,
পাইল আকাশ করে,
রাজকন্যা দিল লাজে লাজ॥
আসিয়ে ধরিল হাত,
বলে এস প্রাণনাথ,
পুরাও মনের অভিলাষ।
কোতয়াল শিহরিল,
হাত ছাড়াইয়া নিল,
বলে ও মা এ কি সর্ব্বনাশ॥
বুঝাইয়ে বলে বালা,
শান্ত কর কামজ্বালা,
ঠেকিবে না তুমি কোন দায়।
মনোরম্য দেবালয়,
হবে তথা সুখোদয়.
চল চল পড়ি তব পায়॥
কামের করাল বাণ,
তাতে এই যাচা দান,
কোটাল করিল মতি স্থির।
গলাগলি দুই জনে,
চলিলেন সঙ্গোপনে,
উপনীত যথায় মন্দির॥
দৃঢ়তর অঙ্গীকার.
করে রামা বার বার.
পতির মুখেতে দিল ছাই।
ধন মন বিতরণে,
লইলেন সঙ্গোপনে.
মনোমত বাপের জামাই॥

পয়ার

দেবতামন্দির করি. প্রেমের মন্দির।
আনন্দে চঞ্চলা আছে. কিছু দিন স্থির॥
সময়ে হইল শেষ. বিদেশ ভ্রমণ।
রাজার জামাই করে. দেশে আগমন॥
কঠিন হৃদয়ে ছিল, ছাড়িয়ে রমণী।
বিরূপ দেখিতেছিল, শোভিত অবনী॥
বড় আশে আসে আগে, শ্বশুর আলয়।
নানাভাবে নানাভাব, হৃদয়ে উদয়॥
ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা, সংক্ষেপ কারণ।
প্রবাসীরে দেখ সবে, প্রমদা সদন॥
চঞ্চলার মন বাঁধা, কোটালের পায়।
পতির কথায় সে কি, কিছু সুখ পায়॥
মন রাখা দুই এক, বলিয়ে বচন।
ঢুলে ঢুলে পড়ে বালা, ঘুমের কারণ॥
এত দিন পরে যদি, দিলে দরশন।
ফুরাও না এক দিনে, সব বিবরণ॥
তোমা বিনে বিরহিণী, ছিলেম ভবনে।
অভ্যাস নাহিক তাই, নিশি জাগরণে॥
ঘুমাও ঘুমাও আজ, ওহে গুণমণি।
উঠিয়ে ও ঘরে নহে, যাইব এখনি॥
কাছাহীন জীবদেব, ভাব বোঝা ভার।
পতি সনে আছে তবু, অঞ্চলেতে জার॥
জামাই বিশ্বাস করি, কথার উপর।
নাক ডাকাইয়া নিদ্রা, গেলেন সত্বর॥
ভয় ভাবনায় ভরা, চঞ্চলার মন।
কোথায় গিয়েছে ঘুম, ছাড়িয়ে নয়ন॥
ধীরে ধীরে পরিহার, করি নিজ ঘর।
চল চল চলিলেন. কোটাল গোচর॥
এখানে কোটাল বসে. ভাবে মনে মনে।
এসেছে জামাই বুঝি, শ্বশুর ভবনে॥
কিরূপে কেমন করে, হইবে প্রকাশ।
লোভ হোতে এ দাসের, হবে সর্ব্বনাশ॥
চঞ্চলার ভাব ভক্তি, বুঝিয়া দেখিব।
অসম সাহসী কায, করিতে কহিব॥
হেন কালে রাজবালা, প্রবেশিল ঘর।
পিছন ফিরায়ে আছে, কোটাল সত্বর॥
বিরস বদনে বালা. বলিল বচন।
কেন কেন কেন প্রাণ. ফিরালে বদন॥
কোন অপরাধে বল. আমি অপরাধী।
সাদের প্রণয়ে বল, কে হয়েছে বাদী॥
মনের বিষাদ বল, ধরি দুটি পায়।
অবিলম্বে প্রতীকার. করিব উপায়॥
মাতা হেট করে তবে, বলে দুরাচার।
এখন গিয়েছে নারী, গৌরব আমার॥
এসেছে তোমার পতি. নবীন রাজন।
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা. এ জন এখন॥
পতির সহিত সুখে. কাটায়ে শর্ব্বরী।
শেষ রেতে মিছে কেন, এসেছ সুন্দরী॥

পুরাণ তেঁতুল বিচি, আমি হে এখন।
নব পতি সনে কর, রস আলাপন॥
যাইবার তরে পরে, উঠিয়ে দাঁড়ায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা, ধরিলেন পায়॥
সেই সর্ব্বনেশে বটে, আসিয়াছে আজ।
পথে কেন তার মুণ্ডে, না পড়িল বাজ॥
কাণাকাণি জানাজানি, নিবারণ তরে।
এতক্ষণ শয্যা-কাঁটা, সহি তার ঘরে॥
কিসের সমান সেটা, বলিব কেমনে।
কীশের সমান যেন, লয় মম মনে॥
দিতে কি দিব হে কভু, সে হাত এ গায়ে।
স্বপন দেখেছ তুমি, ঘুমায়ে, ঘুমায়ে॥
তুমি যদি অনুমতি, কর হে আমায়।
সহসা দলনা করি, অবনী বাঁ পায়॥
কুকুরের মত সেটা, তুমি যেন কাম।
করিয়ে রাখিব তারে, তোমার গোলাম॥
কোটাল বলিল তবে, শুন হে রূপসি।
মম বাক্যে তুমি যদি, এমত সাহসী॥
লয়ে মম তরবারি, ধরিয়ে স্বকরে।
পতিমুণ্ড আন গিয়ে, কাটিয়ে সত্বরে॥
চমকিয়া রাজকন্যা, উঠিল অমনি।
স্বামিশির কি করিয়ে কাটিবে রমণী॥
ভয় প্রকাশিলে পাছে, কোতয়াল রাগে।
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত হোয়ে, উঠিলেন আগে॥
অজ্ঞান নিশিতে যোগ, কাল কাম ঘন।
একেবারে দয়া শশী, হোলো আবরণ॥
ভাবিতে ভাবিতে রামা, ভবনে চলিল।
পতিমুণ্ড কাটি আনি, কোতয়ালে দিল॥
কোটাল বিস্ময় হোয়ে, সভয়ে কম্পিত।
বিবেচনা করিতেছে, চণ্ডলার রীত॥
কি করিব বিধুমুখি, ভাবিয়ে না পাই।
দেশ ত্যাগ করি চল, দেশান্তরে যাই॥
তোমার কলঙ্ক হবে, মম প্রাণ নাশ।
এই রাত্রে চল যাই, ছাড়িয়ে আবাস॥
অগতি যুবতী সায়, কাযে কাযে দিল।
উপপতি হাত ধরে, নিশিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে পথে, নদী দরশন।
কেমনে হইবে পার, ভাবিছে তখন॥
কোথায় তরণী বল, কোথায় নাবিক।
এ বেশেতে ডাকাডাকি, বিপদ অধিক॥
কোটাল বলিল ওহে, এ যে বড় দায়।
সন্তরণ বিনা আর, না দেখি উপায়॥
উলঙ্গ হইয়া বাঁধ, বসনে ভূষণ।
জলে দাঁড়াইয়ে থাক, এক অনুক্ষণ॥
ও পারে এ সব আগে, আসিব রাখিয়ে।
পরেতে সাঁতার দিব, তোমারে লইয়ে॥
অম্বু অম্বরেতে লাজ, করি সন্তরণ।
খুলিয়া দিলেন ধনী, বসন ভূষণ॥
বস্ত্র অলঙ্কার লয়ে, কোটাল নির্দ্দয়।
অপর পারেতে গিয়ে, উপস্থিত হয়॥
ও পারে থাকিয়া পরে, পাপিনীরে বলে।
কেন কেন রামা আর, দাঁড়াইয়ে জলে॥
উপপতি পেয়ে পতি, দিলে বলিদান।
দুরাচারী নাহি নারী, তোমার সমান॥
মনোমত প্রাণকান্ত, বাছিয়া নবীন।
আমায় আহুতি ধনি, দেবে কোন দিন॥
আর দেখ রাজবালা, ভাবিয়ে অন্তরে।
অধম কোটাল আমি, জন্ম নীচ ঘরে॥
দেশেতে মানুষ ধনি, পেলে না লো আর।
বাছিয়া অবিদ্যা তুমি, হইলে আমার॥
তোমার উদরে মোর, জন্মিলে কুমার।
দেশেতে হইবে নারী, অসুখ অপার॥
অধমের অবিদ্যার ছেলে, সেই হবে।
ছোট মুখে বড় কথা, অনায়াসে কবে॥
গায় পড়ে কলহের, করিবে সোপান।
জন্মদোষে না রাখিবে, মানীদের মান॥
তাই বলি চন্দ্রাননি, শুন হে বচন।
তব সঙ্গে অনুচিত, করা আলাপন॥
যাও যাও বৃথা কেন, আর বল চাও।
হাতে হাতে পেলে ফল, বাড়ি গিয়ে খাও॥
এই বলে কোতয়াল, করে পলায়ন।
জীবনে যুবতী ভাবে, বিষাদিত মন॥
হেন কালে সেই স্থলে, দেখহ কৌতুক।
মাংস মুখে করি এক, আইল জম্বুক॥
তটেতে বেড়ায় শিবা, জল পানে চায়।
ভাসিতেছে মীন এক, দেখিবারে পায়॥
কূলে মাংস রেখে জলে, লোভেতে নাবিল।
সভয়ে সজীব মাচ, জলে পলাইল॥
নকুলে কূলের মাস, করিল হরণ।
ফিরে আসি শৃগালের, বিরস বদন॥
আদি অন্ত চণ্ডলার, নয়ন গোচর।
উপহাস করি পরে, বলিল সত্বর॥
কি দেখ শৃগাল, মাংস লয়েছে নকুল।
এ কুল ও কুল তব, গিয়েছে দুকুল॥

শৃগাল উত্তর করে, লোহিত লোচন।
কোন্ মুখে কালামুখি, কহিলি বচন॥

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্যার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা॥

ভয়ে ভীতা হোয়ে কন্যা. না গেল ভবনে।
নিলেন সুখের ভেক, সুখ বৃন্দাবনে॥

আমারদিগের বুনো কবিটি প্রায় চঞ্চলার মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের দোষে তাঁহার চারটি চক্ষু, বিবাদ কখন এক-জনে সম্ভবে না. এক হস্তে কখন তালি বাজে না, প্রস্তরের সহিত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতীত কখন অনল উৎপত্তি হয় না। আমার যত দোষ তিনি তাহা গত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ আছে কি না আমি বলিতে চাহি না, যথার্থ বিচারকারকদিগের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিবেক না।

কবিবর এরূপ কলহ করিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে আমি অনেক দিন "বিবাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল" সেচন করিয়াছি. তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান। গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান করা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা "অসভ্য" কিরূপে বুঝিতে পারিব। একজন সভ্য সুবাণীর পুত্র রস আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছিল "কালা শিউলি রস দিবি" তাহাতে শিউলি উত্তর করিল "আহা! যে মধুর বচন. রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।"

হে অধিকারী মহাশয়, যদ্যপি বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমি কখনই "মা মাসী" তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপনি এ বিষয়ে দোষী হইয়াছেন. যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে "বিনা আয়াসের ছেলে" বলিয়া আপনার কুচ্ছ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এ সকল অতি সহজ কথা. কেন না, আপনি যাহার গর্ভজাত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, বোধ করি এই ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।

আপনার অল্পবয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ তুমি সূর্য্য আমি রাহু, আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে. আমি নীচ আপনি সুবোধ. মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এ সকল জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুবা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না। যদ্যপি "নীচের" কথা হাস্য করিয়া না উড়ান তবে মহাকবি কালিদাসের অভিমান-শূন্যতার বিষয় শ্রবণ করুন. "তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন. যেমন বামন উন্নত পুরুষ-প্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়. সেইরূপ অক্ষম আমি কবিতা কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি. উপহাসাস্পদ হইব" দ্বারি বাবু আর একটি অনুরোধ. এই শ্লোকটি পড়িবেন।

দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল।
কখন না হয় তারা গর্ব্বেতে ব্যাকুল॥
ভেকের স্বভাব দেখ ভাবিয়ে অন্তরে।
কাদা জল খেয়ে গর্ব্বে মক মক করে॥

তোমাকে আর শুনাইতে চাহি না কারণ অধিকক্ষণ "নীচের" কথা শুনিলে আপনার গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে।

বুনো কবির কেমন নির্বিরোধী স্বভাব গালাগালি না দিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না। মিত্র কবিকে সূর্য্য সম্বোধন পুরঃসর কতকগুলিন কটুবচন বলিয়াছেন। যথা

হে সূর্য্য তোমার কামিনী সকলকে বাস দেয়. তুমি মলমূত্র খাও, তুমি কন্যা হরণ কর. ইত্যাদি এ সকল গালাগালি উত্তরে কালেজের সভ্যতানুসারে গালাগালি নয় বরং সূর্য্যের সদগুণ. এবং পাছে পাঠকবর্গ বুনো কবিকে এ সকল গুণে বঞ্চিত বিবেচনা করেন. তিনি গালাগালির কিঞ্চিৎ পরেই আপনাকে সূর্য্য বলিয়া স্বগৌরব উচ্চ করিয়াছেন।

বুনো কবি লিখিয়াছেন মিত্র কবি যদ্যপি পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করে তবে তিনি প্রত্যুত্তর দানে বিরত হইবেন,

এবং "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" ইহা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। এতদিন তবে কি মিত্র কবিকে উচ্চ বোধ করিয়া কুচ্ছশর নিক্ষেপ করিতেছিলেন না ফলভোগের অভিলাষ ছিল। নীচের কথায় সুবুদ্ধিরা রাগ করেন না, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মিত্র কবির কথায় বুনো কবি একবার ছাড়িয়া দুই বার রাগ করিয়াছেন, তবে কাযে কাযেই, হয় মিত্র কবি উচ্চ, নয় বুনো কবির বুদ্ধি নাই, কিন্তু মিত্র কবি উচ্চ নয়, সুতরাং—হে কবিবর ও কথা কি এখন খাটে, গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে, নাচিতে আসিয়া ঘোমটা দিলে কি লজ্জাশীলা বলে। চারি পাঁচ লম্ফের পর ফলের আশায় নিরাশ হইয়া ফল পরিত্যাগ করিয়া যাওন কালীন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" বলা অপেক্ষা "Grapes are sour." বলিলে বলিতেও হইত ভাল শুনিতেও হইত ভাল।

কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে প্রস্তর এবং অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রোপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্টকথারূপ বারি দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক। বুনো কবিটি মনঃক্ষেত্রের উত্তম চাষা নন, যেহেতু উপদেশ দিবার অগ্রে কটু বচনরূপ অনল প্রদান করিয়া মনকে দগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, চোরে যদ্যপি চুরি করিতে নিষেধ করে, তবে কি এ নিষেধ প্রামাণ্য করা উচিত হয় না, নীচ লোকে যদ্যপি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন "You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you."

প্রেম ও প্রকৃতি

চন্দ্র

পয়ার

দিবা অবসানে রবি, তাপিত অন্তর।
জুড়াইতে যায় কায়, জলধিভিতর॥
মনোহর শশধর, উদয় গগনে।
"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়" বলে শিশুগণে॥
তারামাঝে তারাপতি, শোভে অপরূপ।
উপমায় নাহি হয়, সেরূপ স্বরূপ॥
নয়ন ফিরাতে নারি, হেরে একবার।
স্ফটিকে স্তম্ভে যেন, মল্লিকার হার॥
পুলকিত হয় অঙ্গ, চন্দ্রের কারণ।
এ কারণ ধ্যান করি, চন্দ্রের কারণ॥
পরিপূর্ণ কলানিধি, কর সুকোমল।
সরল ধবল কান্তি, অতি নিরমল॥
কৌমুদী মেদিনী পরে, ঘুমায়ে রয়েছে।
দুদের সাগর যেন, উথলে উঠেছে॥
নিশাকর-করে নিশা, পরিতুষ্টা অতি।
পতি প্রেমালাপে যথা, তুষ্টা হয় সতী॥
শশি-সুশোভিতা রাত্রে, বন ভাল সাজে।
স্বভাবের স্থির শোভা, তাহাতে বিরাজে॥
তরু'পর নিশাকর, দান করে কর।
চিক্ চিক্ করে পাতা, নাচে মনোহর॥
সুধাকর হোতে সুধা, ক্ষরে সরোবরে।
কুমুদিনী হাস্যমুখী, প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রান্তরে পথিক যায়, তাপিত তপনে।
শান্ত হয়ে শ্রান্তি যায়, বিধু বিলোকনে॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ, বসি তৃণাসনে।
স্নিগ্ধতনু, মুগ্ধমন, চাঁদের কিরণে॥
বিধুমুখী, বিধুমুখে, পড়ে বিধুকর।
সোনায় সোহাগা দিলে, যেমন সুন্দর॥
সুধায় আধার শশী, অম্বরে আবাস।
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, অবনী আকাশ॥
এত রূপ গুণ তবু, কলঙ্ক কারণে।
সময়ে সময়ে পড়ে, রাহুর দশনে॥
এইরূপ রূপে গুণে, ভূষিত যে জন।
বল তার ফল কিবা, বিফল জীবন॥
যেই জন পাপ হেতু, কলঙ্কী হইবে।
পরিণামে অবশ্যই নরকে যাইবে॥

প্রভাত

রাত পোহালো, ফর্‌সা হলো,
ফুটলো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুট্‌লো অলিকুল॥
পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌লো দিবাকর।
সোণার বরণ, তরুণ তপন,
দেখ্‌তে মনোহর॥
হেরে আলো, চোক্ জুড়াল,
কোকিল করে গান।
বৌ-কথা-কয়, করো বিনয়,
ভাঙ্‌চে বয়ের মান॥
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক।
পূজ-বাটীতে, জোর কাটিতে,
বাজ্‌চে যেন ঢাক॥
পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী।
ঝর্‌য়ে নয়ন, তিত্‌য়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী॥
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে ঊষার বায়॥
মাথা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়।
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়॥
ঘোম্‌টা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বোয়ের কুল।
মাজ্‌চে বাসন, বাজ্‌চে কেমন,
তাবিজ্ লঙ্গফুল॥
পরস্পরে, মধুস্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়॥
অনেক মেয়ে, গাম্‌চা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা।
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা॥
উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা।
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা॥
কত কুমারী, সারি সারি,
দুল্‌চে কাণে দুল।
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল॥
আস্তে ঝাড়ি, তুঁষের হাঁড়ি,
আগুন করে বার।
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্ছে চাষার সার॥
পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়।
গোরু চরাতে, পাচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়॥
গভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুদে কেঁড়ে ভরে।
গজগামিনী গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে॥
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা,
মুচ্‌কে মধুর মুখ।
গোপের মনে, দুদের সনে,
উঠ্‌ছে ফেঁপে সুখ॥
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে ববম্ বম্।
জটাশিরে সন্ন্যাসীরে,
মার্‌চে গাঁজায় দম্॥
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়।
পথে যেতে, কোঁচড় হোতে,
খাবার নিয়ে খায়॥
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদুধন॥

['বঙ্গদর্শন,' আষাঢ় ১২৭৯]

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা

গগন-শাসন-ভার নিশাকরে দিয়া।
তপন গমন করে, ভুবন ছাড়িয়া॥

এমন সময়ে শোভে সুন্দর সরসী।
হেরিলে শিহরে অঙ্গ, যায় মনোর্ম্মসি॥
সুশোভিত সরোবরে হেরে জ্ঞান হরে।
প্রেমপুষ্প ফোটে হৃদে, স্মরে মন স্মরে॥
মহীরুহ রমণীয় বিটপে বিরাজে।
অভিনব কোমল পল্লব তাহে সাজে॥
ললিত লবঙ্গলতা আছে লম্বমান।
সমীরণ সহকারে হয় কম্পমান॥
কুসুম কানন হেরি সুখী আঁখিতারা।
অনুমান হয় মনে, দিনে হেরি তারা॥
মালতী মল্লিকা জাতী কৈরব কোরক।
শেফালিকা স্থলপদ্ম করবী চম্পক॥
টগর গোলাপ বেলা অতসী বকুল।
কামিনী রজনীগন্ধ তোষে অলিকুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মকরন্দময়।
সরোবর মধুগন্ধে আমোদিত হয়॥
সুধীর হিল্লোলে নীর কাঁপিছে নির্ম্মল।
তদুপরি কেলি করে মরাল কমল॥
প্রস্তর প্রস্তুত ঘাট শোভে দুই পাশে।
ভামিনী কামিনীদল জল নিতে আসে॥
আতোর গোলাপ সই মকোর হিতাষি।
ব্যাহান দেখনহাসী গাঁদাফুল মাসী॥
রঙ্গাদিদি মিতিন্ প্রভৃতি গঙ্গাজল।
কুম্ভ কাঁখে. হাস্য মুখে, নিতে যায় জল॥
রূপসী কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল।
মুখপদ্ম হেরি পদ্ম সলিলে ডুবিল॥
সুরঙ্গে অঙ্গনাগণ বারি পূরি লয়।
পিচলে পড়িয়া কার কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥
লোয়ে বারি নারীগণ সারি সারি যায়।
চঞ্চল পবন চারু অঞ্চল উড়ায়॥
কেহ লাজে ঢাকে মুখ. কেহ ধীরে চলে।
মোরে হেরে ঐ মিনষে হাসে কেহ বলে॥
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়।
দীনবন্ধু বলে শুধু জল আনা নয়।

নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ

যামিনী অধিক হয়, কামিনী কেমনে।
নায়ক আসার আশে থাকে হৃষ্ট মনে॥
আসিবে আসিবে আশা ছিল দিবাভাগে।
এল না এল না কেন, মনে এই লাগে॥
বিনয় বচনে কত কোরেছি মিনতি।
তবু না ভানুর হলো বেগবতী গতি॥
ধরিতে ধরিতে ধৈর্য্য সূর্য্য অস্ত হয়।
নিশি সনে শশী আসি হইল উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেশ আসা আশা করি।
এলো এলো এই বোলে বাড়িল শর্ব্বরী॥
কুমুদিনী প্রমোদিনী হেরে শশধরে।
মনে সুখ, হাস্য মুখ, শোভে সরোবরে॥
শত চন্দ্র বিকসিত যার চন্দ্রাননে।
রমণীয় শুভ্র নিশি যার আগমনে॥
যাহার কথনে হয় পীযূষ বর্ষণ।
যারে হেরে পুলকিত হয় দুনয়ন॥
তার আগমন বিনা বিপদ ঘটেছে।
পূর্ণিমায় অমাবস্যা আমার হোয়েছে॥
প্রাণ যায় নাহি পেয়ে, প্রাণ যায় চায়।
চিত্ত-চকোরেন্দু বিনা বৃথা নিশি যায়॥
পলকে প্রলয় হয় যারে না দেখিলে।
অনল জ্বলিয়া উঠে শীতল সলিলে॥
সে বিনে অনন্ত রাত্রি কেমনে কাটাই।
দেহে প্রাণ রাখিবার উপায় না পাই॥
নিরাশ করিয়া নাথ! কেন বধ নারী।
প্রকটিত পুষ্পে ঢাল উষ্ণ বারি॥
কি করি জীবন যায় মানে না বারণ।
বেশভূষা কেশপাশ হয় অকারণ॥
রতিপতি সনে রণ করিবার তরে।
সেনাগণে রাখিলাম সজ্জীভূত করে॥
ফুলবাণ লয়ে করে আইল মদন।
সচকিত সঙ্কুচিত মম সেনাগণ॥
প্রাণপতি সেনাপতি বিনে সীমন্তিনী।
কেমনে কামের রণে হইবে বাদিনী॥
মনমথ মনোমত পাইয়ে সময়।
বধিতে বিরহি-বালা হৃদয়ে উদয়॥
আমার আনীত সেনা পক্ষ যারা ছিল।
বিপক্ষে বিজয়ী দেখে, বিপক্ষ হইল॥
বিপক্ষ বিপক্ষ হোলে বিধাতা বাঁচান।
স্বপক্ষ বিপক্ষ হোলে নাহি পরিত্রাণ॥
যতনে বয়স্যা দিল বেণী বিনাইয়া।
সাপিনী হইল বেণী সময় পাইয়া॥
সিন্দুরে শোভিল তার মস্তকের চক্র।
দংশিল মাথায় মম, ফণা করি বক্র॥
কেন কাটিলাম টিপ কাচপোকা মেরে।
ললাট বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে॥

বহু যত্নে মিসি ঘসি, দন্ত গুণে গুণে।
কালামুখী করে মিসি, সময়ের গুণে॥
ললিত মালতীমালা পরিলাম গলে।
কামফাঁস হোয়ে মালা গলা বাঁধে বলে॥
সরল শ্রীখণ্ড-রস লেপিলাম অঙ্গে।
গরল হইল তাহা হেরিয়া অনঙ্গে॥
কারে বা আপন বলি আপনিও পর।
আপনি আপন অঙ্গে তুলিতেছি কর॥
স্বপক্ষে বিপক্ষ, আর উত্তাপ শীতলে
একের অভাবে হয় দীনবন্ধু বলে॥

বসন্তের আগমনে সুমতি কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন

দীর্ঘ ত্রিপদী

ফুটিল কুসুমচয়, ভুবন ভূষিত হয়,
নব তরু ললিত লতায়।
কোমল পল্লব শাখা, চন্দন কস্তুরী মাখা,
নবীন কলিকা শোভে তায়॥
কোকিলের কুহু গান, শুনিয়ে মোহিত প্রাণ,
মুদে আসে আপনি নয়ন।
ফুলে করি আলিঙ্গন, চুম্বিয়া অমৃতানন,
গন্ধপূর্ণ মলয় পবন॥
বসন্ত উদয় হয়, অনেকের সুখোদয়,
কেহ কেহ পড়ে দুঃখাগারে।
কাহারো বসন্তকাল, কাহারো বসন্ত কাল,
কালাকাল তাল সহকারে॥
মাধবী মনের সুখে, উঠিল সহাস্য মুখে,
চারাচুত গাছ জড়াইয়া।
তরুলতা তরু বিনা, হইয়া জীবনহীনা,
অধোমুখী মাটিতে পড়িয়া॥
পতি প্রেম আলিঙ্গনে, প্রেমানন্দে রামাগণে,
প্রেমপোরা বসন্ত কাটায়।
বসন্তে ছাড়িয়া পতি, যৌবনে যাতনা অতি,
বিরহিণী পাগলিনী প্রায়॥

বিরহিণীর উক্তি

শুন প্রাণ সহচরি, আমি এই বোধ করি,
শীতকাল বুঝি হোলো শেষ।
গায়ে না বসন সহে, দক্ষিণ অনিল বহে,
হিম হারা বারি অবশেষ॥
দেখ সখি সুকৌতুক, শীতে নাহি কাঁপে বুক,
গ্রীষ্ম বটে ঘাম নাহি মুখে।
এ কাল সুখের কাল, থাকে ইহা চিরকাল,
জ্বালা বিনা কাল কাটি সুখে॥

সুমতির উক্তি

পয়ার

সুখের এ কাল সবে, সুখী এই কালে।
শোন প্রাণপ্রিয় সই, পাখি ডাকে ডালে॥
কাকের পালিত পুত্র, এ কালের তরে।
মোহিত করিছে মন, সুমধুর স্বরে॥

কুমতির উক্তি

লঘু ত্রিপদী

এখন সজনি, দিবস রজনী,
প্রেমসুখে পূর্ণ মন।
মলয় পবন, প্রেম সঞ্চালন,
করিতেছি অনুক্ষণ॥
অনিল ধরিয়ে, দেখ লো গালিয়ে,
প্রেম তার সার ভাগে।
রমণীর মন, দেখিবে তেমন,
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে॥

বিরহিণীর উক্তি

দেখ সখি সমীরণে, প্রাণনাথে পড়ে মনে,
প্রবোধ মানে না মনে আর।
মদনের আগমনে, প্রয়োজন প্রিয়জনে,
এত দিনে বিশেষ আমার॥
বল সখি কি কারণ, বিমনা আমার মন,
অকস্মাৎ কোকিলের রবে।
পালক নিষ্ঠুর যার, কুগুণ বর্ত্তায় তার,
সব জ্বালা সবে সই শবে॥

সুমতির উক্তি

মন্দ ভাল, ভাল মন্দ, ভাল মন্দ কালে।
জ্বরে মুখে চিনি দিলে, তেত লাগে গালে॥
বিধি বিধি বিধুমুখি, সম চিরদিন।
কাজের ফেরেতে কাজে, সুগুণবিহীন॥

কুমতির উক্তি

রমণীর মন, নির্ম্মল জীবন,
জীবন জীবন সনে।
বিনা ও জীবন, বৃথায় জীবন,
অনল কমল মনে॥
পতিকোলে প্রিয়ে, সুখী হয় হিয়ে,
সরস বসন্ত চর।
বিনা প্রাণকান্ত, বসন্ত অশান্ত,
ফুলে হুল স্বরে শর॥

বিরহিণীর উক্তি

আমার বিদেশে স্বামী, সহচরি মরি আমি,
দুরন্ত বসন্ত আগমনে।
অবিরত মন্মথ, হৃদয়ে চালায় রথ,
শত সেনা পথ করে মনে॥
মনে করি প্রাণধনে, আসিতে না দিব মনে,
ছেদ করি ভাবনার ডুরি।
বারণ কি মানে মনে, ভাবে মন প্রতি ক্ষণে,
মোহনের মুখের মাধুরী॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অঙ্গনা সনে, অনঙ্গের রণ।
পতিরূপ শস্ত্রে জয়ী হয় রামাগণ॥
সংগ্রামেতে শস্ত্রহীন, হইলে দুর্গতি।
আশাবর্ম্ম ধৈর্য্যচর্ম্ম, ধরে সেই সতী॥

কুমতির উক্তি

মদনের বাণ, হীরক সমান,
চর্ম্ম বর্ম্ম করে ভেদ।
রক্ষ অস্ত্র ছেড়ে, আগে গেলে বেড়ে,
বাড়াবে মনের খেদ॥
যৌবন তটিনী, তরণি কামিনী,
বসন্ত তুফান তায়।
নায়ক নাবিকে, ছাড়িয়ে তরিকে,
আশা তৃণে রাখা দায়॥

বিরহিণীর উক্তি

আসার আশায় সই, প্রাণ আর থাকে কই,
তনু দহে অতনুর শরে।
ফুটিল যৌবন কলি, না আইল প্রাণ অলি,
মধু মিশে গেল কলেবরে॥
কামের করাল কর, বিস্তারিত নিতে কর,
শর হানে বিলম্ব দেখিলে।
রতিপতি পায় ধরি, নয় আমি প্রাণে মরি,
পঞ্চ শরে জীবন দহিলে॥

সুমতির উক্তি

আহা মরি প্রাণ সই, দুখে ফাটে বুক।
নাহি চাষা চায় চাষ, এ বড় কৌতুক॥
কিনা কর পঞ্চশর বধিবেক প্রাণ।
কামে স্তুতি কর গিয়া, যদি পাও ত্রাণ॥

কুমতির উক্তি

বৃথা কেন যাবে, কোথাও না পাবে,
"ভাতার দাদার মত"।
যে কর পাইবে, সে কেন ছাড়িবে,
স্তুতি শুনে গোটা কত॥
সম্পত্তি তোমার, অশেষ প্রকার,
দেখিবে রতির বর।
যৌবন-রতন, করি বিতরণ,
দিলে দিতে পার কর॥

বিরহিণীর উক্তি

কি করি সুমতি বল, প্রবল বিরহানল,
জল জল কোরে প্রাণ যায়।
কুমতির পূর্ণ মতি, ভাল বটে বুদ্ধিমতী,
হাতে হাতে দেখায় উপায়॥
ও প্রাণ কুমতি সই, দেখ কত জ্বালা সই,
কথা কও নিকটে বসিয়ে।
রাখিব তোমারি বাণী, হয় হবে মানে হানি,
পাণি পান করিব ডুবিয়ে॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অনঙ্গ জ্বরে, বিরহ বিকার।
পিপাসায় প্রাণ যায়, নাহি প্রতীকার॥
গোপনে জীবন পানে জীবনসংশয়।
আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, আরো তৃষ্ণা হয়॥

কুমতির উক্তি

বিরহের জ্বরে, অবশ্যই মরে,
খায় বা না খায় বারি।
জলে মরা যায়, জ্বলে মরা দায়,
সার কথা শুন নারি॥
থাকিতে উপায়, সহা নাহি যায়,
পঞ্চ শরের আগুন।
ঐ শোন কাণে, ফুলের বাগানে,
ষট্‌পদ গুণ গুণ॥

সুমতির ক্রোধোক্তি

কুমতি কুমতি আর, দিস্ নে ভুবনে।
বিরহে মরেছে কেবা, বিহার বিহনে॥

কুমতির উত্তর

ও সই সুমতি. আমারি কুমতি,
গাল দেও করে ছল।
কামজ্বরে নারী. পান করি বারি,
মনোদুখি কেবা বল॥

বিরহিণীর উক্তি

ছি ছি কেন ঘরে ঘরে, মর মিছে দ্বন্দ্ব করে,
সন্দ হয় পরে প্রাণ দিতে।
স্মরশরে জ্বর জ্বর, জ্বলিতেছে কলেবর,
অবশাঙ্গ না পারি বসিতে॥
দুয়ে হয়ে একমন, দ্বন্দ্ব করি নিবারণ,
বল সই সুখের উপায়।
দীনবন্ধু বলে দ্বন্দ্ব, অন্ত হোলে হবে মন্দ,
এইরূপে যে কদিন যায়॥

বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ

হ্রস্ব ত্রিপদী

দেখিয়া বসন্ত. রমণী অশান্ত,
কান্ত কান্ত মুখে বলে।
দুরন্ত মদন. হৃতান্ত শমন.
কাল সম স্বীয় কালে॥
বিরহ অনল. না ছিল প্রবল,
হেমন্তের হিম জলে।
শীতের বিরহে, বিরহে না রহে,
অহরহ বহ্নি জ্বলে॥
যৌবন-যাতনা, সহজে সহে না,
সমান যাতনা সদা।
তাহাতে মদন, না শুনে বারণ,
জ্বালিছে আগুন সদা॥
কহিছে রমণী, শুন লো সজনি,
দুঃখের কাহিনী মম।
এ সুখ বসন্তে, আছি বিনা কান্তে,
কান্তহীনা কান্তা সম॥
বন্ধি করে ফুলে, দেশান্তরে ভুলে,
আছে প্রাণ ছাড়ি দেহ।
মরি মরি মরি, শুন সহচরি,
বিনা দেহে প্রাণ দেহ॥
দেহ কি কখন, থাকে গো চেতন,
সে ধনে নিধন হয়ে।
আশারি কারণ, আছে এতক্ষণ,
আশাপথ নিরখিয়ে॥
তার আসা আশা, ক্ষুধা বা পিপাসা,
সব আশা আশা তারি।
শয়নে. স্বপনে, মনের নয়নে,
তাহারি বদন হেরি॥
কিন্তু সখী আর. প্রাণ রাখা ভার,
আশা তৃণ করি ভর।
বসন্ত শ্রাবণে, জাহ্নবী যৌবনে,
তরঙ্গ প্রবলতর॥
তরুণী তরণি. বিপথগামিনী,
তারক নাবিক বিনে।
আনিবার বারি, নিবারিতে নারি,
উথলিল কানে কানে॥
কোকিলের ধ্বনি. শুনি কহে ধনী,
নীরদ বিরদ ডাকে।
কর হে দর্শন. হয় নিদর্শন,
কাল মেঘে শূন্যে ডাকে॥
ভ্রমরা গুঞ্জরে. মিষ্ট মধু স্বরে,
বলে ওরে ওরে এ কি।
বায়ুবেগ অতি. নাহি আর গতি,
মহাশব্দে আসে সখি॥
ভ্রমরা কোকিল. মলয় অনিল,
সকলি প্রলয় করে।
মাতঙ্গ অনঙ্গ. দেখায় আতঙ্গ,
প্রাণ সাঙ্গ পঞ্চ শরে॥

বিচ্ছেদ যাতনা, অনলের কণা,
সহিতে দহিয়ে যায়।
মিলন সলিল অভাবে অনিল
আহুতি দিতেছে তায়॥
সঙ্গী সঙ্গে নাই, কোথা বল যাই
প্রাণ পাই প্রাণ পেলে।
অসহ্য যন্ত্রণা, আর যে সহে না,
প্রাণ পাই প্রাণ গেলে॥
একে তো অবলা, তাহে কুলবালা,
পাগলা হেরিয়ে অরি।
পিঞ্জরের পাখী, পিঞ্জরেতে থাকি,
কভু না বাহিরে হেরি॥
এত দিন পরে, বুঝি দেখা পরে
দিতে হয় মম ভাগ্যে।
করিয়া মিনতি, রতিপতি স্তুতি
করি স্মরি শিব দুর্গে॥
মম প্রাণকান্ত, শুন রতিকান্ত,
বহু দিন নাই সাতে।
সেই সে কারণ, বিলম্ব এখন,
তব করে কর দিতে॥
আর অকারণ, কর না প্রেরণ,
যমদূত দূতগণে।
তারা হেথা এসে, অনায়াসে নাশে,
পাপ নাহি করে মনে॥
যদি বল আন্, তারা ধরে কাণ,
অপমান পরিপাটি।
"কাছারীর পাক্, করে মহা-জাঁক"
রক্ষা নাই পেলে চিটি॥
শুনি রতিবর, দিতে করে কর,
নারী নারে বিনা নর।
প্রাণপতি ঘরে আইলে তোমারে
একেবারে দিব কর॥
মৃগের বচনে, ব্যাঘ্রে কোন্‌খানে,
ভক্ষণে বিরত রয়।
দুরন্ত মদন, সে কি নিবারণ
কথায় কখন হয়॥
শুনি হেন বাণী, তখনি অমনি
ধনু লয় করে তুলে।
পূরিয়া সন্ধান, লয়ে পঞ্চ বাণ,
হানিলেক বক্ষঃস্থলে॥
উচ্চৈঃস্বরে ধনী, করে মহাধ্বনি,
প্রাণ যায় প্রাণ যায়।
মুমূর্ষু হইয়ে, কিছু কাল রয়ে,
পতি প্রতি কিছু কয়॥
কোথা প্রাণনাথ, বধে রতিনাথ,
দেখ আসি অধীনীরে।
মদনের বাণ, অগ্নির সমান,
বিন্ধিয়াছে এ শরীরে॥
অগ্নিশিখামুখে, দহে প্রাণ দুঃখে,
নাচার বিচার করি।
যাই ঘর ছাড়ি, নয় দেহ ছাড়ি,
যায় প্রাণ মরি মরি॥
আমার যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
মন্ত্রণা করেন ফণী।
নাহি পারে পরে, চিন্তয়ে অন্তরে,
রাগে ত্যাগে দীপ্ত মণি॥

গদ্য-পদ্য

জনক জননীর স্নেহ

সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ-করুণাবরুণাগার-নিম্মর্ল-নির্ব্বিকার- সর্ব্বসদ্‌গুণাধার-পরম- পবিত্র-অনাদ্যনন্তদেব-মণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে। আকাশ-বিহারী সহস্র-রশ্মিধারী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রজ্বলিত প্রভায় মেদিনী-মণ্ডলোজ্জ্বল দেখিলে এবং প্রবল-পবন-বেগোন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকুল সাগরাবেক্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি রবিরত্নাকরকর পরমেশ্বরকে সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া না স্বীকার করিবে। সুশীতল সুধাকরের নিম্মর্ল চন্দ্রিকালোকেতে এবং প্রস্ফুটিতসরোবরজ্জাত-সৌরভামোদিত সমীরণ আঘ্রাণে সকলেরই মনের নয়নোপরি শশাঙ্কপঙ্কজাকর পদ্মযোনির নির্ম্মলতা এবং পূর্ণ গৌরব প্রদীপ্ত হয়। জগন্মণ্ডলে জন-সমাজে জনক জননী সন্তানের প্রতি যে উৎকৃষ্ট কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন, সে কেবল

মাতার মাতা, পিতার পিতা, বিশ্বপিতার করুণানুরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্মা যেমন প্রেমাদরে এবং অবিরক্ত চিত্তে সীমাশূন্য জগৎ-সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তদ্রূপ জনক জননী সন্তান সন্ততির সুখসম্পাদনে সানন্দ-চিত্তে সতত রত আছেন। জননী দশ মাস দশ দিন উদরাম্বরে শশধর ধারণ পুরঃসর জীবন-ঘাতক প্রসববেদনা স্বীকারে পুত্রপ্রসবানন্তর প্রজাবতী হইলে এতাধিক ক্লেশে কাতরা হওয়া দূরে থাকুক প্রাণাধিক প্রাণ পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দসংস্থাপনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। জননী স্বীয় আমোদ প্রমোদ এবং শারীরিক সুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও মনে করেন না, পরম আমোদাস্পদ কোমল ক্রোড়স্থ কুমারের কোমলাঙ্গ পরিষ্কার করিতে সতত সুরতা, এবং আপনাশন বিস্মরণে তদুপযোগী সুপথ্যানুসন্ধান করিয়া তাহাকে পরিতোষ করিতে পারিলেই আপনাকে পরিতুষ্টা বোধ করেন। মাতা যদ্যপি কোন সময়ে সুমিষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তম সন্তানের নিমিত্ত সযত্নে সংস্থান করিয়া রাখেন. যদ্যপি ফল ভক্ষণ করিতে করিতে কোন ফল আস্বাদনে সাতিশয় সুমধুর বোধ হয় তবে সহসা সেই ফল শিশুর বদনে উত্তোলন করিয়া দেন। জননী সন্তানগণের কোমল হৃদয়ের জীবিত ভূমিতে করুণা-বচন-রূপ বারি সিঞ্চন করিয়া ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, তাহা সময় সহকারে জ্ঞানারুণকিরণে অঙ্কুরিত হইয়া আমাদিগকে যৌবন এবং স্থবির অবস্থায় পরম পদার্থরূপ ফল প্রদান করে। বালক বালিকানিচয়ের নির্ম্মলান্তঃকরণে পরমপুরুষের ভয় ভক্তি গৌরব সঞ্চার করিয়া দেওয়াই গর্ভধারিণীর স্বর্গীয় স্নেহের প্রধান চিহ্ন। কোমল অথচ দৃঢ় পিতৃস্নেহের প্রাদুর্ভাবে পিতার মন সতত চঞ্চল, কখনই সুস্থির হইতে পারে না। মহা-মায়ার কেমন মহিমা তা কে বর্ণনা করিতে পারে। ঊষাকালে মলিনবদনা তারাগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডুবর্ণাবৃত নিশানাথকে অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া তরুণ অরুণ উদয়াচলে উদয় হইলে সংসার আশ্রম কি অলৌকিক শোভা সংগ্রহ করে। এতৎকালে জননীর করুণাপূর্ণ মঙ্গলালয় ক্রোড়ে সুষুপ্ত শিশুদল জাগরিত হইয়া বারম্বার পীযূষাভিষিক্ত পিতানামোচ্চারণ করতঃ পিতার সন্নিকটে আগমনানন্তর তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে, কেহ কেহ বা পরস্পরে দোষবর্জ্জিত এবং দ্বেষহীন বাল্যলীলায় প্রবৃত্ত হয়. কেহ কেহ বা পিতার উপরে মুখ-ঘর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনোগত অভিলাষ অন্যকে দূরে রাখিয়া পিতার পবিত্র ক্রোড়াম্বুজে একাকী স্থিত হয়। এমন রমণীয় সুখজনক দৃশ্য দর্শনে পরম পরাৎপর করুণাসাগর বিশ্বপিতার করুণাকীর্ত্তনে মন বিমনা হইয়া নিযুক্ত হয়, বোধ হয় যেন, জ্যোতির্ম্মধ্যচারী চারুচন্দ্র ভ্রমণ-বর্ত্মের ভ্রমক্রমে সপরিবারে প্রভাতকালে ভূতলে পতিত হইয়া এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন। পুত্রপুত্রীপুঞ্জের প্রতিপালনার্থে পিতা যত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনাতীত। মায়ারূপ অন্ধকারে লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইলে নানাবিধ আপদ্-বিপদ্-সমাকীর্ণ দেশদেশান্তর পর্য্যটন, জলধিপোত সহযোগে সমুদ্রে সন্তরণ, পরাধীনতা এবং অনিয়মিত কর্ম্মের বিফলসমূহ নরের নেত্রগোচর হয় না। সতানগণের সুখসম্ভোগার্থে পিতা স্বদেশ পরিহার পুরঃসর বিদেশ গমন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিতে কালহরণ করেন, অসীম অতলস্পর্শ করাল কলকলশব্দাক্রান্ত বিম্ববিন্দুজ্ঞানে নির্ভয়ে তদুপরি তরণি বহনপূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পরের নিকটে বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার নানারূপ ভর্ৎসনা, বিজাতীয় যন্ত্রণা, এবং পীড়ন সহ্য করিতে দুঃখ বোধ করেন না এবং কখন কখন গত্যন্তর বিধায় মলিম্লুচাচারানুগামী হইতেও পরাঙ্মুখ নহেন। তনয় তনয়ার পীড়া উপস্থিত হইলে পিতা মাতার মনে যে পীড়া জন্মে, তাহা বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহাদিগের যেন মহাপ্রলয়ের কাল উপস্থিত। যত দিন পর্য্যন্ত সুত সুতার স্বাস্থ্যাবস্থার অনাগমন থাকে তত দিন চিন্তারূপ দাবানলে তাঁহাদিগের দেহবনে মনমৃগ দগ্ধ হইতে থাকে, তাঁহাদিগের ভাবান্তচিত্ত হেতু ক্ষুধা

পিপাসার একেবারে বিরহ হয়, সজল নয়ন হইতে নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হন এবং অনুক্ষণ হুতাশনরূপ বরাহ কর্ত্তৃক অশ্রুতে আর্দ্র হৃদয়মৃত্তিকা খনন হইতে থাকে। যদ্যপি করুণাময়ের কৃপানুকূল্যে অঙ্গজাঙ্গজার জীবন রক্ষা হয় তবে পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তদ্বিপরীতে আত্মজাত্মজার জীবন সহিত জনক জননীর জীবন ধ্বংস হইয়া যায় এবং অসম্বরণীয় গভীর শোকসাগরে নিলীন হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃতপ্রায় সময় ক্ষেপণ করেন। পিতা মাতা সন্তান সন্ততির প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করেন তাহা প্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ এতৎ স্নেহ জনক জননীর হৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। তবে যে কোন কোন মহাশয় বলেন, প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় তাঁহাদিগের স্নেহের সঞ্চার হয়, সে সম্যক্ প্রকারে অমূলক, কারণ অনেকানেক ধনশালী কুবেরতুল্য কোষাধিপতি দম্পতীর কিঞ্চিন্মাত্র ভারও পুত্রোপরে নির্ভর করে না, তজ্জন্য কি ঐ দম্পতী সন্তান সন্ততি প্রতি স্নেহ প্রকাশে বিরত হন? নাকি অন্যান্য পিতামাতা অপেক্ষা তদুভয়ের স্নেহের স্বল্পতা জন্মে? সচরাচর অস্মদাদির শ্রবণগোচর হয়, অনেকানেক জনকজননী পুত্রের কথোপকথনোপলক্ষে কহিয়া থাকেন, "পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া যে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাই ভোগ করুক।" আর দেখ, বহুসংখ্যক বালক অপকৃষ্ট মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাবে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপবিত্রতা হেতু পরমগুরু জননীর প্রতি অনাদর এবং অহিতাচার করে, তন্নিমিত্ত কি মাতা কুসন্তানের অনিষ্ট চেষ্টা করেন? না অখন্ডনীয় স্নেহরজ্জু ছেদ করিতে উদ্যতা হন? তাঁহার নির্ব্বিকার মন সন্তানের বিপক্ষে কখন বিকারপ্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা কাহার না বিদিত আছে?

"কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়—

যদ্যপি জনক জননীর স্নেহ প্রাকৃতিক না হইবে, তবে কি নিমিত্ত বিহঙ্গমদল এবং পশুকুল, যাহারা ভাবি-ভাবনায় কখনই উৎকলিকাকুল হয় না, এবং প্রত্যুপকারের প্রসঙ্গও জানিতে পারে না, অবিরত শাবকগণকে লালন পালন করিতে আসক্ত থাকে? তাহারা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে, শাবকসমূহ স্বাধীন হইলে তাহাদিগের পিতা মাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত কোন সম্পর্কও রাখে না, তবে কি নিমিত্ত পশুপক্ষীরা শাবকগণের প্রতি এতাধিক স্নেহ প্রকাশ করে? এতাবৎ অস্মদাদির বোধগম্য হইতেছে, জনক জননীর স্নেহ প্রকৃতির শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। দেখ, অন্ধ খঞ্জ বধির এতদ্বিবিধ-রোগাক্রান্ত সুত প্রসব হইলেও প্রসূতির কখন সন্তানের প্রতি হতাদর হয় না, জননীর স্নেহ অসীম এবং লেখনাতীত। যদিচ প্রতিদিন এক এক ফোঁটা বারি উত্তোলন করিতে করিতে ভুবনমন্ডলাধার মহাসাগরের কালক্রমে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তথাপি চিরকাল যদ্যপি পাতালাধিপতি জননীর স্নেহ বর্ণন করেন, তাহা হইলেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা হয় না, তবে জননীর করুণাসঙ্গীত করিতে অস্মদাদির ক্ষমতা আছে, এ কারণ নিম্নভাগে কোমল পয়ারচ্ছন্দে সমস্ত স্নেহ বিরচন করিলাম।

পদ্য

ভূলোক ভাবিয়া দেখ, সরল অন্তরে।
জননীর কিবা স্নেহ সন্তান উপরে॥
আহা মরি মার মায়া করিতে রচনা।
মা মা মা মা বলি মুখে, হইয়ে বিমনা॥
দয়াময় অনুরূপ আপন দয়ার।
জগতে জননীস্নেহে করেন প্রচার॥
আলোচনা করি সাধু, দেখ একমনে।
কত দুখে পালে মাতা সন্তান রতনে॥
উদর-কমলে সুত করিয়া ধারণ।
দশ মাস দশ দিন করেন বহন॥
অশেষ যাতনা পান গর্ভের কারণ।
অরুচি বমন হাই অঙ্গলে শয়ন॥
ভয়েতে শিহরে অঙ্গ বলিব কেমনে।
প্রসববেদনা সম কি আছে ভুবনে॥
বিজাতীয় যাতনায় জীবনসংশয়।
প্রসবান্তে পুনর্জ্জন্ম সর্ব্বলোকে কয়॥

প্রসবের পরিতাপ প্রজা তা না মানে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় দেখিতে সন্তানে॥
উঠিতে অচলা তবু স্নেহের কারণ।
সন্তানে দেখেন চেয়ে ফিরায়ে লোচন॥
সুতচন্দ্র হেরি হয় জ্যোতি মনসুখ।
সহসা মোচন মসী শারীরিক দুখ॥
কোলে লয়ে জননীর হৃদয় জুড়ায়।
শরৎ আকাশে যেন শশী শোভা পায়॥
সানন্দে হৃদয়ে মাতা সাতিশয় সুখে।
পীযূষপূরিত স্তন স্নেহে দেন মুখে॥
কোমল জননী কোল নিরমল বাস।
পবিত্র, ব্যসনহীন, নাহি কোন ত্রাস॥
অভাব অভাব সব, অশোক আলয়।
ইহলোকে ইডেন-নিকুঞ্জ মনে লয়॥
সদানন্দে শোভা শিশু, করে এই কোলে।
তোষে মায় ম, ম, বলে আদো২ বোলে॥
আহা মরি শিশু যদি হাসে এক বার।
উথলয়ে মার তবে সুখপারাবার॥
যতনে রতনে মাতা করেতে নাচান।
চুম্বিয়া কমল সুখ, বুকে দেন স্থান॥
সময়ে সময়ে সুখে, সকালে বিকালে।
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে॥
মুছায়ে করেন শিশু-অঙ্গ মণিময়;
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহি সয়॥
ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত জননী যাদুরে।
কথায় করেন গান ঘুম আনা সুরে॥
দোলায়ে বলেন মাতা, শুনে ঘুম পায়।
"আয় রে আমার গোপালের ঘুম আয়॥"
সন্তানের সুখে সুখী সতত জননী।
তার দুখে অন্ধকার দেখেন ধরণী॥
অপার করুণা মার, সিন্ধু-পরিমাণ।
কোমল নির্ম্মল অতি, কৌমুদী সমান॥
বিরচন বিবরণ মায়ের মায়ার।
করিতে শকতি নাই জগতে কাহার॥

বিধবার বিবাহ

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

একদা পল্লীগ্রামবাসিনী চারুহাসিনী কতকগুলিন কামিনী একত্রে বসিয়া হাস্য কৌতুকে সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক নবীনা পতিহীনা অনুপমা নাম্নী তথায় আসিয়া ম্লানভাবে অবনতমুখী হইয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহার এরূপ ভাবভঙ্গি ও অসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তারিণী নাম্নী কোন এক কামিনী মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুপমা! আজি বোন তোমার সুধাংশুসদৃশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ কৃশতা ও বিবর্ণতা কি জন্য ঘটিয়াছে ও বিমল বদন হইতে পীযূষমাখা বাক্য সকল কেনই বা বিনির্গত না হইতেছে, ভগিনি! একটিবার বিধুমুখে মধুমাখা বাক্য কহিয়া আমারদিগের কর্ণযুগলকে সুশীতল ও নেত্রদ্বয়কে হাস্য করত চরিতার্থ কর, আমরা কি তোমার বিমনা ও এরূপ ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থির হইয়া রহিয়াছি? ও তোমার নীরপূর্ণ নেত্র নিরখিয়া কি আহ্লাদিতা হইয়াছি? কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ হইতেছে, ভগিনি! সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগুন সম্বরণ সলিলে নির্ব্বাণ কর। অনুপমা সঙ্গিনীর এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণানন্তর অন্তরে আরো খেদান্বিতা হইয়া বলিলেন, বোন! পতিহীনা নারীর মলিনতা ও বন-দগ্ধা হরিণীর চাঞ্চল্য হইবার কারণ কেন অন্বেষণ করিতেছ? তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, ভগিনি! আমি পতিরত্ন হারাইয়া যেরূপ দুঃখিতা আছি, ও আমার অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের পীযূষময় দৃষ্টি অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত বিষাদাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ করিতে কাহার মন মলিন না হয়? আহা! পতিবিচ্ছেদ কি পরিতাপ, যাহা স্মরণ করিলে মরণকেও শতগুণে শ্রেয়স্কর মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আমি কি এরূপ প্রিয়ম্বদ প্রিয় মিত্রের নেত্রের বাহির হইয়া স্থিরচিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছি? ও আমার নয়ন কি তাহার মোহন মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপরের অসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ও আমার শ্রবণ কি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুললিত শব্দ-

বিন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না করিয়া অপরের লালিত্যরহিত যৎসামান্য বক্তৃতা-রসে সুশীতল হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সন্তোষ-বিহীন হইয়া স্বীয় ২ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কট ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নীরে মগ্ন, শ্রবণ বধির ন্যায় রহিয়াছে, একে বিধবা হইয়া পতি-বিরহে দেহে সুখশূন্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সময় সম্বরণ করিতেছি, তায় আবার আজি নিদারুণ একাদশী উপবাস-রূপ অসি দেখাইয়া শরীর শুষ্ক করিতেছে, আমি কি বোন জীবন-বিহীনে জীবন ধারণ ও আহার না করিয়া ক্ষুধা সম্বরণ করিতে সমর্থা হইতে পারি? আমার শরীরে কি এ কঠোররূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়? প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে২ যেন চারি দিক্ শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর কত কাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দ্দশা না ঘটিল? বসন ভূষণে বর্জ্জিত হইয়াছি, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষে শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপর্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে হত-ভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর শাশুড়ী যাঁহাদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছি ও তাঁহারা রাক্ষসী বলিয়া আর মুখাবলোকনও করেন না, আহা! আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিবারও তো কোন উপায় দেখিতেছি না, লার্ড বেণ্টিঙ্ক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ নিবারণ করিয়া কি যোষিৎগণের বিহিত উপকার করিয়াছেন, না না আমার বিচারে তো তাঁহারদিগের এরূপ চিরস্মরণীয় মহৎ পুণ্যকে অশেষ ক্লেশকর ও দূষণাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিস্যাৎ পতির লোকান্তে নারীগণের পক্ষে পতি পাইবার কোন উপয়ান্তর থাকিত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মা-গণের এই অনির্ব্বচনীয় করুণা ও কীর্ত্তির কতই শোভা প্রকাশ পাইত, পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা সহমরণকে শতগুণে শ্রেয়স্কর বলিলে সম্ভব হইতে পারে; পতির সহিত সন্দর্শন হউক বা না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দিবস দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল?

অনুপমার এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া গিরিজা নাম্নী কোন গুণবতী কহিলেন, অয়ি, সুশীলে! স্থির হও আর উতলা হইও না, বোধ করি এত দিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুখ-রূপ সূর্য্য আমারদিগের সৌভাগ্যরূপ গগনমণ্ডলে অচিরাৎ উদয় হইবেক, নগর পল্লী সকল স্থানে ও ঘরে পরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব হইতেছে, পতিহীনা মলিনা বিধবা-গণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

ভগিনি! আর ভাবিও না আমারদিগের পক্ষে এ বড় কম পড়তা নয়, এ কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিল ঠিক লো ঠিক, এ জন্যই বুঝি বোন কাল আমার কর্ত্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, "প্রিয়সী মনে রেখো, তোমারদের আর বার পায় কে? আজ কাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন, এত দিনে তোমারদের সিঁতের সিন্দুর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল" পতিমুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ও মা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া

মুখ তুলিয়া কথা কহিব, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে২ করিলাম হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান্ করুন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযুক্তি সকল সংকলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিবান্ হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন, যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমারদিগের শাকে বালী ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক, কেবল লোকলজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই, প্রতি দিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পন্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোঁসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমারদিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

পদ্য

মেয়েলী ছন্দঃ

এমন সুখের দিন কবে হবে বল,
দিদী কবে হবে বল লো,
কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল,
দিদী বিপক্ষের বল লো,
বিপক্ষের বল॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল,
দিদী এত বড় কল লো,
এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল,
দিদী অধর্ম্মের ফল লো,
অধর্ম্মের ফল॥
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল,
দিদী যত সব খল লো,
যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল,
দিদী সব যাবে তল লো,
সব যাবে তল॥
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল,
দিদী যত যুবা দল লো,
যত যুবা দল।
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল,
দুটি নয়নের জল গো,
নয়নের জল॥
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল,
দিদী জুড়াবার স্থল লো,
জুড়াবার স্থল।
কতই হইব সুখী বিয়ে হোলে চল,
দিদী বিয়ে হোলে চল লো,
বিয়ে হোলে চল॥
অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল,
পোড়া লোকে ধরে ছল লো,
লোকে ধরে ছল।
অভয়ে পরিব পায়ে চারি গাছা মল,
দিদী চারি গাছা মল লো,
চারি গাছা মল॥
অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল,
দিদী নাহি কোন বল লো,
নাহি কোন বল।
পতিরে পড়িলে মনে আঁখি ছল ছল,
করে আঁখি ছল ছল লো,
আঁখি ছল ছল॥
কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল,
দিদী গৃহে চল চল লো,
গৃহে চল চল।

ঈশ্বরের পরামর্শ জানিবে অটল,
দিদী জানিবে অটল লো,
জানিবে অটল॥
ধক ধক করে মনে সদা দুখানল,
দিদী সদা দুখানল লো,
সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল,
দিদী বিবাহের জল লো,
বিবাহের জল॥

কাহিনী

দম্পতি-প্রণয়

বিজয়-কামিনী

কাঞ্চননগরাধিপ রাজা সদাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপ লেশ॥
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে॥
বয়স্যগণের সহ একদা বিজয়।
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হৃদয়॥
দোষহীন পরিহাস কথায় কথায়।
বিবাহের কথা শেষ উঠিল তথায়॥
সুরসিক সুপণ্ডিত বয়স্য জনেক।
বিজয়ে বিয়ের তরে বলিল অনেক॥

ত্রিপদী

নরের সুখের তরে,
দয়াময় দয়া করে
সৃজিলেন ভুবনমোহিনী।
মনোহরা এ প্রমদা,
বহু গুণে বিশারদা,
শশী পদ্মে লাজবিধায়িনী॥
আলাপন অধ্যয়ন
আরাধন উপার্জ্জন
অশন বসন আভরণ।
কিছু নহে মনোনীত,
বিনা হস্তে হোলে নীত,
রমণীয় রমণীরতন॥
বিনা বাসে কমলিনী,
বাসহীনা কমলিনী,
শোভাহীনা সুশোভিত পুরী।
সুখে মুখ হয়ে মূক,
বৃথা দুখে দহে বুক,
মন-সুখ মন করে চুরি॥
বিধি বৈধ পরিণয়ে,
কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
লোকযাত্রা সুখে অনুষ্ঠান।
ধর্ম্মের উন্নতি হয়,
পরিতাপ পরাজয়,
ফলে পূর্ণ প্রণয়বাগান॥
উপাসনা সোণামণি,
করে সদা চিন্তামণি,
পতি সনে দেবালয় যায়।
ভোজনাদি বিভূষণ,
করে সবে আয়োজন,
প্রিয়জনে প্রয়োজন যায়॥
পথে পান্থ হয় শ্রান্ত,
মনে মনে মন শান্ত,
কান্তা করে সান্ত্বনা উপায়।
স্বামীর সুখের তরে,
শীতে বারি উষ্ণ করে,
তালবৃন্ত নিদাঘে যোগায়॥
গৃহ শূন্য হয় যার,
দশ দিক্ অন্ধকার,
সংসার শ্মশান অনুমান।
পোড়ে মন শোকানলে,
কারে কিছু নাহি বলে,
চলে বসে পাগল সমান॥
অতএব নিবেদন,
শুন সব বন্ধুগণ,
বিজয়ের বিবাহ উচিত।
হোলে পরে অনুমতি,
রূপবতী গুণবতী,
আনিবার করিব বিহিত॥

পয়ার

বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত বিজয় রাজন।
প্রফুল্লবদনে পরে করে নিবেদন॥
পরমেশ-অভিপ্রেত পরিণয় বটে।
প্রণয়িনী প্রয়োজন, যদি ভাল ঘটে॥

জীবের প্রধান কাজ দেব আরাধন।
নিবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন॥
তাহার ব্যাঘাত যদি নারী লোয়ে হয়।
কোনমতে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়॥
তত কাল বিভু-আজ্ঞা করিবে পালন।
যত কাল তাঁর কার্য্য না হয় হেলন॥
অচির দম্পতি-সুখ অনিত্য ধরায়।
তার হেতু নিত্য সুখ বল কে হারায়॥
তবে যদি মনোমত পাই সুলোচনা।
গুণবতী ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা॥
দ্বিতীয়া বলিয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়।
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয়॥
বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধুগণ।
পুরাতে বন্ধুর আশা করিল মনন॥
ভাবিতে ভাবিতে সবে যায় নিজালয়।
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
নিদ্রায় আবৃত হয় নিশি পোহাইল।
উষায় উঠিয়া পথে ভ্রমিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে।
সুরম্য উদ্যান এক দেখিল নয়নে॥
কুসুমকানন সেই অতি মনোহর।
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা।
গোলাপ মল্লিকা জাতি বেল মনোলোভা॥
মহানন্দে মধুকর করিতেছে গান।
শুনিলে অন্তরে বেঁধে অতনুর বাণ॥
বিজয় বিমন হয়ে করিছে ভ্রমণ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছে তরুণ তপন॥
এমন সময় তথা মরালগমনে।
আইল কুমারী এক কুসুম চয়নে॥
যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা পতি অলি।
ফুটিবার আগে যেন কমলের কলি॥
কামিনী কন্যার নাম, ধর্ম্মপরায়ণা।
দিবানিশি একমনে ঈশ্বর-কামনা॥
বিজয়-লোচনপথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সীমন্তিনী॥
কষিত কাঞ্চন, আহা, কি আসে ওখানে।
তরুণ অরুণ দেখি আছে নিজ স্থানে॥
কুসুম-ঈশ্বরী বুঝি কুসুম-কাননে।
ধীরে ধীরে আগমন ফুল দরশনে॥
কামিনী আকারে কিম্বা পুণ্য অধিষ্ঠান।
কামের কাহিনী নহে হয় অনুমান॥

আহা মরি, হেরি মুখ পঙ্কজ-সুন্দর।
সুশীলতা মাখা যেন তাহার উপর॥
ললিত লোচন টান লেগেছে নয়নে।
প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে॥
এই পথে আসিতেছে চপলা চপল।
বচন শুনিয়া করি শ্রবণ সফল॥
উত্তরিল বিধুমুখী ক্রমেতে নিকটে।
পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে॥
ভীতা হেরে কামিনীরে কহে যুবরায়।
অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায়॥
প্রতিবাসী হেরে কথা কহিল কামিনী।
চমকিত কেন তুমি হেরিয়া কামিনী॥
কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে।
তব রূপ বলিতে না পারি একাননে॥
কি কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায়।
ধর্ম্মশীল জানিয়াছি হেরে তব কায়॥
আপনার যদি হয় কুসুম অভাব।
বলিলে ঘুচাতে পারি অভাবের ভাব॥
পরিচয় দিয়ে রায় নিল পরিচয়।
মনোগত কথা পরে বিবরিয়া কয়॥

বিজয়ের উক্তি এবং কামিনীর উত্তর

বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনি।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী॥
হাতে নিতে নিতে যায় হইলে মলিন।
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন॥
এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মাত্র মন॥
কা। ক্ষণিক অবনীধামে সকলি নশ্বর।
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর॥
আশার সুসার তব করিব কেমনে।
সৃষ্টিছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে॥
বি। কামিনি, বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।
কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার॥
বি। মনে মনে দেখ দেখি ভাবিয়ে কামিনি।
কামিনী কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী॥
কা। বিজয়, বচন তব বুঝিবারে নারি।
স্থায়িনী বলিয়ে তুমি কিসে ভাব নারী॥
এখনি মলিনা বলে ত্যজিলে নলিনী।
কি বলে আবার চাহ নলিনী কামিনী॥
সরোবরে সরোজিনী দেখ হে যেমন।
চরাচরে চন্দ্রাননী জানিবে তেমন॥

কলিরূপে কমলিনী বালিকা কামিনী।
রমণীয় শোভা চক্ষে আনন্দদায়িনী॥
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল।
সরস তরুণী সহ যৌবন বিমল॥
পদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়।
পরিণেতা পরিণয়ে লহ ললনায়॥
অলি চোলে যায় পদ্ম হোলে মধুহীন।
আদরিণী আদরিণী যুবতী যদিন॥
মলিনী নলিনী দুখে পড়ে পদ্মাকরে।
ধরায় মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে॥
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোর না।
অচির ফুলের ন্যায় অচির অঙ্গনা॥
বি। কামিনী. কামনী-কথা কহিলে কৌশলে।
মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে॥
কামিনীতে কমলিনী আছে কিছু সার।
তোমায় দেখায়ে আমি করিব প্রচার॥
তুমি পদ্ম পদ্মমুখি, তুমি পদ্মাসন।
জীবন নিধন হবে. না যাবে জীবন॥
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান।
শমনের আগমনে হইবে নির্ব্বাণ॥
কিন্তু দেখ মনোমাঝে ভাবিয়ে কামিনি।
ভুবনমোহিনী মন ভুবনমোহিনী॥
কোন কালে তার রূপ নাহি হয় লয়।
চিরকাল সমভাবে রয় দেবালয়॥
কা। মনের যে কথা তুমি বলিলে এখন।
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ॥
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন।
কি দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন॥
বি। আহা মরি আদরিণি, শুন হে স্বরূপ।
মন মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ॥
তোমার লাবণ্য হেরে জুড়ায় নয়ন্।
তব মনরূপ দেখে বিমোহিত মন॥
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল।
পরসুখ অভিলাষ লোচন কমল॥
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম।
ভাবনা চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম॥
উপদেশ অনুরক্তি শোভিছে শ্রবণ।
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুণ্ডল ভূষণ॥
পাপ ছাড়ি পুণ্য লব সদা এই আশা।
অতিসূক্ষ্ম অপরূপ শোভা করে নাসা॥
সদা সুখ আলাপন রসনা সুন্দর।
সুশীলতা সরলতা শোভে ওষ্ঠাধর॥

মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়।
ক্রমশ উন্নত কভু নত নাহি হয়॥
ক্ষমা পর-উপকার শোভে দুই পাণি।
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না জানি॥
কাম কায় সম পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ।
পুণ্যের সঞ্চয় তায় নিতম্ব নবীন॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস।
অপূর্ব্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ॥
তব অঙ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা।
মন-অঙ্গ-আভা নিত্য নিরমল নিভা॥
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন।
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন॥
যদি এ বচন সত্য হয় অনুমান।
মনোরমা মন-রামা. রামা কর দান॥
কা। ও মা কত বেলা হোলো কথায় কথায়
দেখিতে দেখিতে ভানু আইল কোথায়॥
যাই যাই করি গিয়ে কুসুম চয়ন।
এসো তুমি সঙ্গে এসো কর হে ভ্রমণ॥
বি। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে।
চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে॥
কা। বাধিতা তোমার কাছে. শুনে সারবাণী।
এই উপকারে দাসী হইবে কামিনী॥

মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে গোপনে।
উভয়ে নিযুক্ত হয় কুসুম চয়নে॥
কনক কুসুম-পাত্র কামিনীর করে।
বিজয় কুসুম রাখে তাহার ভিতরে॥
চতুরের চূড়ামণি, রসিকের সার।
ফুলে ফুলে মনোআশা করিল প্রচার॥
প্রফুল্ল কামিনী এক লোয়ে রস রঙ্গে।
ফুলাধারে দিতে মারে কামিনীর অঙ্গে॥
কামিনী কামিনী ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন।
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন॥
কা। শ্রমে ভ্রমে কোন্ ক্রমে ওহে যুবরায়।
ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায়॥
বি। আ মরি সুন্দরি ধনি, রেগ না অন্তরে।
না জেনে দিয়েছি ফুল ফুলের উপরে॥
ভুলের ফুলের ঘায় যদি পাও দুখ।
আমারে মারিয়ে ফুল. ঘুচাও অসুখ॥
কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়॥
কিন্তু সখা দুঃখ দূর নাহি হবে তায়॥

মন খুলে ফুল যদি মারিতে এ জনে।
পরিশোধে পরিতোষ পাইতাম মনে॥
বি। জানিয়ে কুসুম যদি মারিলে তোমায়।
সুখী হও ফিরে ফুল মারিয়া আমায়॥
তব সুখ সম্পাদনে করি প্রাণপণ।
এই ফুল মারিলাম, জানিয়ে এখন॥
কা। কুসুম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল।
সে আঘাত পেয়ে মন মোহিত হইল॥
বিদ্যার সাগর তুমি, নাহি পাপ লেশ।
নিরমল মন তব, পবিত্র বিশেষ॥
কে করিবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ।
অবশেষে ভাবে শেষ কি করিবে শেষ॥
পরমেশ দাসদাসী নর নারী হবে।
পরিণয় প্রিয়বর, শ্রেয়স্কর তবে॥
দম্পতি-মিলন যদি শুভ ক্ষণে হয়।
পুণ্য সহ চারি গুণে সুখের সঞ্চয়॥
প্রমদার সহযোগে পতির দ্বিগুণ।
কামিনীর দুই গুণ পেয়ে পতিগুণ॥
বিবাহে বাসনা মম আছে অবিরত।
ভাগ্যদোষে নাহি পাই মন মনোমত॥
অবোধ অবলা-চয় বিগুণের বাসা।
ধনশালী রূপবান্ পতি করে আশা॥
বিষয় বিভব মাত্র লাবণ্য অসার।
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার॥
জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা।
পতি-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা॥
বি। কি কব মনের কথা কামিনি, এখন।
বিবাহেতে আগে নাহি ছিল মম মন॥
পুরুষেরা কাপুরুষ পরিণয়ে হয়।
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয়॥
জগতে প্রধান শোভা কামিনী নির্ম্মাণ।
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান॥
কি হেতু এ দান তার নাহি আলোচনা।
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সুলোচনা॥
রূপসী রমণী হোলে মনে ধন্য মানে।
ষড় ঋতু দেখে কেহ কামিনী-বয়ানে॥
প্রণয় শত্রুতা তার বিচ্ছেদ মিলন।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যে করে হেলন॥

উত্তরেই মন চুরি করিয়া বচনে।
মনানন্দে পুলকিত হয় দুই জনে॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করিয়ে সাধন।
নিজ বাসে যেতে দোঁহে করিল মনন॥
পরিবর্ত্ত করি পরে বিদায়ি চুম্বন।
নিজ নিজ ধামে চলে, বিরস-বদন॥
বয়স্যে বলিল সব রাজাবিদ্যমান।
প্রকাশিত পরিণয় হয় সমাধান॥
সুপ্রকাশে পোহাইল দুখের যামিনী।
সুখের দম্পতি হোলো বিজয় কামিনী॥

নানা প্রসঙ্গ

জামাই-ষষ্ঠী

(প্রথম বারের)

পয়ার

জ্যেষ্ঠী মাসে ষষ্ঠীবুড়ী যষ্টি করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে॥
পর রে পোশাক সব হও রে ত্বরিত।
চল রে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত॥
নব-বিবাহিত যত ছিল যুবাচয়।
দেবীকে আগতা দেখি প্রফুল্ল হৃদয়॥
যাইতে রমণীপাশে বিলম্ব সহে না।
বারণ সমান মন বারণ মানে না॥
কামিনী কনককায় করিতে দর্শন।
উন্মীলিত আছে সদা মনের নয়ন॥
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ।
এক দণ্ডে হয় বোধ ছ'মাসের পথ॥
পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পীরণ পেংগি কত গায় দিল॥
কারপেট সুজ পায়, আঙুলে অঙ্গুরী।
কাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী॥
ঘড়ির শিকল গলে, ট্যাঁকে থাকে ঘড়ি।
কোমরে সোণার বিছা, হাতে হেম ছড়ি॥
প্রেম-রবি সকলের সমান উদয়।
সকলেরি সমানন্দ ষষ্ঠীর সময়॥
ধনহীন দীন দুঃখী তারা সজ্জা করে।
যেতে হবে মধুপুরে, দুঃখেতে কি করে॥
সুবেশে শ্বশুরবাড়ী বাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান॥
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে।
ধুতি হোলে যেতে পারি শ্বশুর-ভবনে॥

চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন।
রিপু করে নিব ধুতি করিয়ে যতন॥
কেহ বলে কেমনে শ্বশুরালয়ে যাই।
যোটাতে বসন পারি টাকা কোথা পাই॥
পরের পোশাক পরি কোরে ফতো জারি।
ফিরে এসে ফিরাইয়া তাহা দিতে পারি॥
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা গিয়া।
শ্রীঘরে যাইতে হয় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে।
চঞ্চল হয়েছে মন কামিনী কারণে॥
চরণ বাহন কার, কার হয় করী।
শিবিকায় যায় কেহ, কেহ তরি'পরি॥
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মুকুরে।
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে॥
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে।
প্রেমানন্দে পুলকিত পুরবাসিগণে॥
প্রেমদা-পিতার পদে প্রণতি করিয়া।
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া॥
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শাশুড়ীচরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন॥
মেয়ের ভেড়ুয়া করা শাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্ব্বাদে গরু করে ধান দুর্ব্বা দিয়া॥
ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল।
ভাঁটা'পরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়।
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায়॥
উঠিল হাসির ঘটা রূপসীমণ্ডলে।
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে॥
শ্বশুর-দুহিতাগণ যেখানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্র গমনে॥
নবীন পুরুষে ঘেরি বসে যত নারী।
বিহার-বিপিনে যেন বিপিনবিহারী॥
কোন রামা বলে মা গো বোবা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমা পানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে॥
জামাই কহিল কথা লাজ পরিহরি।
নীরব কাহিনী মম শুন লো সুন্দরি॥
বিধুকলা বিধুমুখি তব বিধুমুখ।
পূর্ণোদয় দিনে দেখি মূক হোলো মুখ॥
নীরদ নিনাদ মম, ভয় পাবে শশী।
নিরীক্ষণ করি তাই মৌনমুখে বসি॥
রামা-আস্য সুপ্রকাশ্য মৃদু হাস্যময়।
অরুণ উদয় যেন উষার সময়॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করে আয়োজন।
বৃথায় বর্ণন তার জানে সর্ব্বজন॥
চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়।
পায়পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়॥
কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা।
চতুরের ভয় কিবা, ঠোকে যায় বোকা॥
চীরপোরা ক্ষীরছাঁচ চিনি হয় ঘুণ।
পিটুলির চন্দ্রপুলি গুড়া চূণ লুণ॥
সলজ্জ শ্বশুরবাড়ী খায় লজ্জামনে।
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে॥
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়।
হাবা ছেলে হেটমুখে আদপেটা খায়॥
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন॥
জামাই কামাই নাই অন্য কর্ম্ম ছাড়ি।
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাড়ি॥
ভাতের ভিতরে এক বাটি দিয়াছিল।
গোপনে গোপাল তাহা চুরি কোরে নিল॥
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল।
বাটি কোথা গেল বলি বড়ই ব্যাকুল॥
রসিক বলেন শুন রসিকা অঙ্গনা।
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াছি হয়ে অন্যমনা॥
কিম্বা গোলে গেছে তব নয়ন আগুনে।
পাতর সলিল বাম লোচনের গুণে॥
ভোজন সাধন হোলে ফিরে দেয় বাটি।
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটী॥
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক।
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক॥
মিলাইতে নারীরত্ন স্বামী স্বর্ণপরি।
অস্তাচলে চলে হরি ধরা পরিহরি॥
বিনোদিনী সাজাইতে সাজে রামাগণ।
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ।
বেণী বিনাইয়া শেষ কোরে দেয় শেষ॥
চন্দ্রমুখ মাঝে টিপ কাটিল সরস।
শশধরকোলে যেন শোভা করে শশ॥
কুসুমে ভূষিত করে ভুবন-ভামিনী।
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র-মোহিনী॥

দুগ্ধফেননিভা শয্যা বিস্তার করিয়া।
জীবিত সরসীরুহ রাখে বসাইয়া॥
জ্ঞানযুক্ত অলিরাজে আনিতে হেথায়।
সহচরী ত্বরাত্বরি ডাকিবারে ধায়॥
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী।
রত্নময় বাম পাশে রাখে রত্নাবতী॥
শোভা হেরি যায় চলে সুলোচনাগণ।
দম্পতি করেন সুখে শর্ব্বরী যাপন॥
আড়ালে থাকিয়া যত সুরসিকা মেয়ে।
কপাট জানালা দিয়া সবে দেখে চেয়ে॥
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে।
ওলো ধনি, এ কি ধ্বনি শুনি এই ঘরে॥
কি কর মুরলীধর মোহনীর কাছে।
নয়ন পুরিয়া দেখ কিবা শোভিয়াছে॥
বিমল কমল কোলে, কি কর বসিয়া।
মকরন্দ কর পান মানস পুরিয়া॥
প্রথমেতে প্রণয়িনী কথা নাহি কয়।
সম্বোধিয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয়॥

লঘু ত্রিপদী

কামিনী যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামধুরা
ঢাকিতেছ দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড়পাণি॥
বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ,
ঘোম্‌টা-রাহুতে গ্রাসে।
আজ্ঞা কর ছলে দানবেরে বলে
নাশি আমি অনায়াসে॥
স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে
ঘাড় নাড়ি করে মানা।
নিষেধ সে নয়, প্রেম পরিচয়,
ভাবুকের মন জানা॥

পয়ার

বাহিরেতে রামাগণ শুনে সুখী হয়।
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥
এক 'না' শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে।
আর না, আর না, কত বলিবে হে পরে॥
কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না।
এ হবে না পরে আর রবে না [রবে না]॥
পতির রসের কথা শুনে পত্নী হাসে।
ধীরে ধীরে গুণমণি দৈত্যবরে নাশে॥
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট হয় দুই জনে॥
নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া।
স্বধামে জামাতা যায় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
ষষ্ঠীদেবী পূজা করি সবে সুখী হয়।
প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী হৃদয়ে উদয়॥
অভাগা অনূঢ়া যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥

জামাই-ষষ্ঠী

(দ্বিতীয় বারের)

আইল সুখের ষষ্ঠী, সুখ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর, কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন॥
আশা-তরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন, ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী, ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন॥
অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি।
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের ক'দিন হোক্, এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী, করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার।
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার॥
সহসা জামাতা যত, উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে॥
কালনাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে॥
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর।
অপরূপ কপ্ আঁটা, চোনাট্ সুন্দর॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার, নয়ন-জুড়ানি॥

গলায় বিলাতি চেন্, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার, প্রেম কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী॥
কারপেটি জুতা পায়, শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায়, জুতা মারে কত॥
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি, বিলিতি ধরণে।
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে॥

রমণীয় পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয়॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন॥
রম্য হর্ম্ম্যে, গজদন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ, ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে॥
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী, প্রেম-আলিঙ্গনে॥
কৃষিণীর বিম্বাধরে, করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন॥

জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত।
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত॥
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী, গোষ্ঠী অনুসারে।
জৈষ্ঠি মাসে, ফষ্ঠি করি, ষষ্ঠী-পালা সারে॥
রিপু-করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে তোষ॥
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে।
ফলে আর, সুখী কেবা, আছে তার চেয়ে॥
ছেঁড়া সুতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছিঁড়ি নয়॥
যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই।
কোন দিন নাহি তার, ষষ্ঠীর কামাই॥
দু কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায়॥
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ।
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ॥
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান॥
সতত থাকিয়ে তথা, সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ, জানিবে কেমনে॥
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি॥

দু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্ব লোকে কয়॥
এক দিকে বাপ্ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে সাজিলেন জ্যাটা॥
পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে॥
একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি-ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥
তৈল মাখাইয়া কেহ দেয় সমাদরে।
মনোসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥
খাদ্য দ্রব্য নানা মত করি আয়োজন।
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ॥
মাতা খাস্, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে।
অবিলম্বে বনমালী আন গে অন্দরে॥
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে॥
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে॥
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ॥

ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ॥
শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্য-আস্যে আসনের নিকটে দাঁড়ায়॥
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ।
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন॥
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয়॥
নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসির কি বলে॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি॥
হাসিয়ে কহিছে এক তরুণী কামিনী।
হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক॥

পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বোসে আছে উপরি তাহারি॥
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও॥
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে॥
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি॥
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
আহা মরি! খাও কিছু, শুষ্ক মুখ-শশী॥
হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে॥
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওল্ মানো" বোল তবে ফুটিবে বদনে॥
পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন॥
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে॥
বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর॥
কোনমতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে॥
তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ।
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ॥
পিপুলপাতের পানে খিলি বানাইল।
এলাচ নবঙ্গ গুয়া ভেল করে দিল॥
চতুরের চারি চক্ষু, প্রিয়া-পিতাবাসে।
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল॥
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥
সুরসিক বলে শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী॥

কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে।
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব্ব জনে॥
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
মোচন কর হে পা, পাইবে কমল॥
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর॥"
শুনিয়ে সরস ভাষা ভুবনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে॥
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ।
অবাক্ আদুরে ছেলে হয়ে অপমান॥
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন॥
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই ঠেকেছে যে জন॥
মোম গলাইয়া বাটি পূরে ঘৃত করে।
হবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে॥
পিটুলির দুদ্ ঢেকে দেয় দুদ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে॥
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে যায় আরে বা ঠকায়॥
জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ো সহ মধুফল দিতেছে যতনে॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে॥
কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক।
পার নাকি খেতে তুমি দুদ্ এক ঢোক॥
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ।
গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যজে লাজ॥
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি।
উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি॥
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস।
দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ॥
কি জানি মুকুতা-দাঁতে যদি লেগে যায়।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায়॥
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন।
অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন॥

যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ।
নি-আঁশ ও আঁব দেখ মেলিয়ে নয়ন॥
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে॥
কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে॥
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস॥
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির।
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর॥
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ॥
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি।
অবশেষে অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল॥
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ॥
মোহিনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল॥
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন ঊষায় উঠিল॥
গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ।
চল চল মনমথ, করিতে শয়ন॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর-স্বরে।
সুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালঙ্গ-উপরে॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥

শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়ে দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥
কি কথা কহিবে কান্ত করিছে কামনা।
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হবে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি॥
কামিনী কহিল কথা পীযূষের তারে।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে॥
সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে।
বচন-রচনা ভাল রসিকা-রসিকে॥
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক।
কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুর্‌ঝির ঠাই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥
গুণমণি অধোমুখ সুখি অপমানে।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে॥
নানারূপে আলাপনে নিশি হয় শেষ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে॥
মনোসুখে প্রণমিয়া ষষ্ঠীর চরণ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ॥

লয়াল্টি লোটস্

অর্থাৎ

রাজভক্তি শতদল

এস ভ্রাতা আলফ্রেড, আদরের ধন,
আনন্দে নাচিছে আজি আর্য্য-সুতগণ
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে,
তব চারু চন্দ্রাননে,
করিবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন।

দয়াময়ী মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া
তোমাতে উদয় অদ্য রাজ্য উজ্জ্বলিয়া।

বস হে রাণীর পুত্র,
পৃথু-সিংহাসনে,
পৃথ্বীপতি শোভা হেরি পুলকিত মনে।
শত বৎসরের পরে,
মা মহিষী দয়া করে,
পাঠালেন প্রিয় পুত্র ভারত-ভবনে;
কে বলে আছেন মাতা আমাদের ভুলে,
এই যে স্নেহের চিহ্ন হিন্দু পুত্রকুলে।

উদয় অন্তরে আশা আপনা আপনি,
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি
যুবরাজ স্নেহভরে,
প্রজার পালন তরে,
আসিবেন সঙ্গে লয়ে পবিত্র রমণী,
উথলিবে সুখসিন্ধু হিন্দু দেশময়;
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়।

ভবেশে ভকতি-ভরা মাতা ভিক্টোরিয়া,
বীর-প্রসবিনী রাণী বীর-বরণীয়া,
পরে পুলকিত মনে,
সহ নিজ পরিজনে,
উদয় হবেন সুখে ভারতে আসিয়া;
মা বলে প্রজার দলে করিছে রোদন,
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন।

বস হে ডিউক ভাই,
হিন্দু ভাই-দলে
শ্বেত-শত-দল-মালা দিই তব গলে,
ক্ষীর সর নবনীত,
মতিচুর মনোনীত,
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা সুকৌশলে,
সমাদরে করি দান বদনে তোমার,
তা চেয়ে সুতার দিই প্রেম-উপহার।

বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার,
এমন সুখের দিন কবে হবে আর,
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়,
পেসোয়াজ দিয়ে গায়,
নাচ রে নর্ত্তকি, লয়ে ভঙ্গি মেল কায়;
গাও রে গায়িকা গীত, দিব্য তান লয়ে,
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে।

মেয়ো সনে রাজপুত্র বসেছে সভায়,
আলোময় কলিকাতা অধিপ-আভায়;
দীপরত্ন অঙ্গে পরি,
আভাময়ী এ নগরী,
প্রজার হৃদয়-আভা মিলিয়াছে তায়।
ধর্ম্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দু নিভাননী
অলিন্দে দিতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বনি।

মঙ্গল-সাধন-হেতু বঙ্গ-বরাঙ্গনা
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা,
গন্ধপুষ্প দুর্ব্বা ধান,
সমাদরে করি দান,
মনসাধে সাধিতেছে ভূপ-উপাসনা।
ধন্য বঙ্গ-বিলাসিনী মঙ্গলনিধান,
কোথা সতী ভক্তিমতী তোমার সমান?

রাজপুত্র সিংহাসনে,
বড় শুভ দিনে,
কে বলে ভারত আর স্বাধীনতা-হীন?
আপন নয়নে তুমি,
দেখিলে ভারতভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন;
বলিবে বিলাতে গিয়ে শুভ সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি-পারাবার।

কি দিব মহিষী-পদে সকলি তাঁহার,
লয়াল্টি লোটস্ লও ভারতের সার,
রাজভক্তি রসে গলি,
ভিক্টোরিয়া জয় বলি,
করতালি দেহ সবে সুখে একবার;
পাইলাম এত দিনে জননীর কোল।
ভিক্টোরিয়া জয় বলি দেহ হরিবোল।

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান

পয়ার

কামিনী যামিনীযোগে, শয্যার উপরে।
নায়ক সহিত নিদ্রা, যায় অকাতরে॥

নীরব ভুবনময়, নাহি বাক্য রব।
পশুপক্ষী যক্ষ নর, সব যেন শব॥
ধ্বনিমাত্র কুক্কুরের, ঘেউ ঘেউ ডাক।
মাঝে মাঝে হৈ হৈ, প্রহরীর হাঁক॥
অবশেষে রজনীর, অধিকার শেষ।
ঊষারাজ আসিতেছে, করি রাজবেশ॥
কোকিল নকিব আগে, করিছে গমন।
কুহু কুহু রবে ব্যক্ত, রাজ আগমন॥
বায়স বাজায় ডঙ্কা, আপনার স্বরে।
চোক্ গেল চোক্ গেল, তুরী ভেরী পরে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সুগন্ধে মোদিত।
কস্তুরি চন্দন চুয়া, ভূপতি বিহিত॥
আলোময় সিংহাসন, রাজা বসে তায়।
মৃদু হাস্য মুখে পদ্ম, চামর ঢুলায়॥
জগতে ঘোষণা হয়, রাজ-আগমন।
ভূপতি সেবায় যত্ন, হয় জগজ্জন॥
অভিমানে মুদিত, হইল কুমুদিনী।
জাহ্নবীর স্নানে যায়, যতেক কামিনী॥
শাটি ঠেঁটি নামাবলী, লয় সমাদরে।
ঢাকিল কনক অঙ্গ, বনাত চাদরে॥
কেহ বলে মেজ্দিদি, যেতে চেয়েছিল।
ডাক্ রে সোনার মাসী, বেলা যে হইল॥
আতোরে আতোরে ডাকে, মকরে মকরে।
মিতিনে মিতিনে ডাকে, আদরে আদরে॥
সই বলে সই সই, আয় আয় আয়।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলে যায়॥
চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার।
বিনা সূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥
অবলা সরলা দল, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা।
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারুণ বিনা॥
শিক্ষাযন্ত্রে মনক্ষেত্রে, না হোলে কর্ষণ।
যত্নবারি তদুপরি, ন হোলে বর্ষণ॥
অহিত কল্পনা কাঁটা, গাছ তাহে হয়।
শিক্ষা বিনা অবশ্যই, গাদা হয় হয়॥
বারণ গমনে চলে, যত রামাগণ।
পরস্পরে হয় নানা, কথোপকথন॥
বিবেক নহেক সূক্ষ্ম, স্থান স্বল্প মনে।
অসীম পরম অর্থ, ভাবিবে কেমনে॥
রন্ধনের কথা মাত্র, কথা উপলক্ষ।
ইহা লোকে সুখ ভিন্ন, নাহি অন্য লক্ষ্য॥
কেহ বলে হে গো দিদি, শোন্ দেখি চেয়ে।
শ্বশুরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে॥

কবে বা আনিলি হেথা, না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি, রেখে দিন চারি॥
আহা বন্, কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই॥
কলিকালে ছেলে পিলে, যা বলে তা কবে।
যে কপাল বন্ মোর, যদি বিয়ে করে॥
সই মা বলিয়া ডাকি, বলে অন্য জনে।
কি দ্রব্য পাঠালে সয়া, পোষড়া পার্ব্বণে॥
আহা বাছা কি বলিব, তারা তো দিয়েছে।
আমি যে পারি নে দিতে, তবু মাস গেছে॥
মেয়ের দিয়েছে শাটি, সিন্দুর দোলাই।
সন্দেশ কমলা নেবু, তিল গুড় ছাই॥
থাকির মা বোলে ডাকি, বলে এক মেয়ে।
বল কি গহনা তোর, পেলে ছোট মেয়ে॥
কোথা বা গহনা দিদি, খানেক দুখান।
জামাই বলেছে সবে, ভাল গুণমান॥
আমাদের ওঁরা, দিয়াছেন পাঁচনরী।
ঝুমকা তাবিচ নত্, পঞ্চম গুজ্রি॥
সিঁতি বাজু বালা মল, তারা দেছে এই।
যার হাতে পোড়েছেন, বেঁচে থাক্ সেই॥
মেয়ের কপাল না তো, বাঁদীর কপাল।
হইবে অতুল সুখ, ফেরে তো কপাল॥
এইরূপ নানারূপ, অপরূপ কথা।
ক্রমে ক্রমে উপস্থিতা, বাপীতট যথা॥
দুরাচার পাপী নর, পথে পথে ফেরে।
কত কথা কয় তারা, নারীগণে হেরে॥
মাতৃবৎ পরদারা, তারা নাহি মানে।
তারা-বাণ হানে তারা, মানিনীর মানে॥
কুলের কামিনী দেখে, যার মন টলে।
অজাগোত্রে ভুক্ত সেই, সর্ব্বলোকে বলে॥
অপর রাখিয়ে বস্ত্র, পাড়ের উপরে।
আস্তে আস্তে জলে যায়, কাঁপে থর থরে॥
উহু উহু বড় শীত, নাবে আঁটু ধরে।
ঝুপ্ করে পোড়ে ডুব, দেয় টুপ্ কোরে॥
কমলে কোমল অঙ্গ, রামা ডুবাইল।
বিমল কল যেন, কমলে ভাসিল॥
গামোছার কত পুণ্য, পূর্ব্বজন্মে ছিল।
বিধুমুখী বিধুমুখে, আপনি তুলিল॥
সারি সারি বারি-ক্রিয়া, করে যত রামা।
উদ্ধার কর মা গঙ্গা, ভোগ-মোক্ষ-ধামা॥
আহ্নিক পূজার পর, বস্ত্র পরিধান।
গামছা মুড়িয়া লয়, ভিজা বস্ত্রখান॥

বাম হাতে ভিজা বস্ত্র, নামাবলী গায়।
বনাত চাদর শাল, যেই যাহা পায়॥
চলিল চঞ্চল পদে চপলার প্রায়।
অরুণ উদয় হয়, আয় আয় আয়॥
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায়, হোয়ে ছাড়াছাড়ি।
বাড়াবাড়ি কায নাই, এই বাড়াবাড়ি॥

মানব-চরিত্র

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে॥
এক জীবে আর ফল স্বভাব অভাব।
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব॥
জনগণ বিবরণ করিতে বর্ণন।
অশ্রুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ॥
চিন্তামণি-চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে॥
অন্তর্যামী জন হতে অন্তর অন্তর।
অনিত্য নিধির তত্ত্বে চিন্তিত অন্তর॥
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর তিমির।
তদাবৃত ধরাবন বিষম গভীর॥
এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে।
হরি করী করী-অরি অরি পদে পদে॥
মায়া ব্যবধানে আঁখি অন্ধ দেখিবারে।
বনমাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে॥
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে অন্তর বিকৃত।
রিষ্টচিন্ত সদানন্দ ধনেতে বিক্রীত॥
কোষাসক্তমনা নর আপনা বিস্মৃত।
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত॥
হিতকারী অপকারী বোধ সবাকার।
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার॥
আশা মদ্যপানে মত্ত মনোন্মত্ত অতি।
রথচক্রগতি মত ঘুরিতেছে মতি॥
কি করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে।
ভবে এসে পাশে বন্ধ ভ্রমে নাহি ভাবে॥
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়।
ভাবিতে ভাবিতে তারা আর নাহি রয়॥
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব।
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শত্রু নাশে সব ভাব॥
মনবিবরণ কথা কহনে না যায়।
বোধ হয় ধরা যায় ধরিতে পলায়॥
ব্যগ্রচিত্তে স্নিগ্ধ হয়ে করিয়ে মনন।
একমনে ভেবে দেখি মনে নানা মন॥
যদিও অসংখ্য ভাগি বিভক্ত এমন।
শত শত মন তার এক এক মন॥
মনে ভাবি এক মনে ধরি এক মনে।
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে॥
এ কারণ অপকর্ম্মে নর তৃষ্ণাতুর।
মনে মুখে অনেকতা শঠত্বে চতুর॥
ভাবে এক বলে আর কাযে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য॥
অহঙ্কার অলঙ্কার ব্যসন বসন।
অকথ্য কাহিনী কথা অভক্ষ্য অশন॥
পরের বনিতা মাতা ঘোষণা জগতে।
শ্বশুর-দুহিতা তিনি আধুনিক মতে॥
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত।
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত॥
অন্তঃপুর সুরপুর ভূলোক গোলোক।
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক॥
একাকিনী রাখি কেহ আপন কামিনী।
বার বিলাসিনী সহ যাপেন যামিনী॥
ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান।
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান॥
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনীমণ্ডলে।
কর্ণধারহীন তরি যথা তথা চলে॥
কুমতি কুবায়ু তাহে বহে অনুক্ষণ।
ভূতলে পতিত হয় না হয় রক্ষণ॥
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃপ্ত।
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত॥
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কষ্টভোগে।
ভিষকে অবজ্ঞা করে জীর্ণকায় রোগে॥
যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস।
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস॥
পাপানলে গৃহ দাহ হয় শিরোপরে।
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে॥
শমন-শার্দ্দূল আসে গ্রাসিবারে অঙ্গ।
অনাতঙ্কে দেখে রঙ্গ মানব-কুরঙ্গ॥
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত।
শুভ্রকেশ শিশু তারে করে করাগত॥
ধরণী-বিপিনে ব্যাধ কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত।
দেখে জালে পড়ে নর দুর্ম্মতি নিতান্ত॥
মৃত্যুশর অগ্রসর বিন্ধিবারে বক্ষে।
দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে॥

বিধিমত আচরণে যম পরাজয়।
সশরীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয়॥
বিধি বিধি অনুষ্ঠান অমর সোপান।
অমর ভাবিয়ে সবে না ভাবে বিধান॥
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক।
যারা শব তারা শব বলে সব লোক॥
দিন গেলে দেহী বলে বাড়িছে বয়েস।
কালে কাল কালপ্রাপ্ত হয় আয়ুঃশেষ॥
একপথগামী সবে যাবে এক স্থানে।
কিছু কিছু আগু পিছু বিধির বিধানে॥
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু অভিপ্রায়।
শতদলদলগত জলবৎ প্রায়॥
কখন কোথায় যাবে জীবন চপল।
ভাবিলাম দুই করে ধরিয়ে কপোল॥
দেখিলাম শুনিলাম করিলাম সায়।
পলকে পলায় প্রাণ নিরয়ে মিশায়॥
মাটিতে গঠিত কায় মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ-ভোগে আত্মা রবে॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব-রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য-রহিত॥
যে মস্তকে মতিঝিল[১] বিলাতি ধারায়।
ঝিলে গড়াগড়ি যাবে পড়িয়ে ধরায়॥
যে অঙ্গ সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ।
শৃগাল শকুনি শুনি করিবে বিদীর্ণ॥
যে নয়নে রেণু অণু আসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ম চঞ্চুবাণ॥
যে রসনা রস বিনা পান নাহি করে।
দুর্গন্ধি কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥
আসন্নে বিষণ্ণ মন আচ্ছন্ন মায়ায়।
আমাভাবে পরিবারে কি হবে উপায়॥
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন।
বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পরিজন॥
এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমি তে কাহারো নহি আমারো অবশ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ।
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ॥
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া॥
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়।
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয়॥
আপনা বঞ্চিয়া কোষে সঞ্চয় যে ধন।
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন॥
কার জন্যে করি করী হয় মনোহর।
মণিময় পুরী আর সুখ সরোবর॥
নানানিল বহিতেছে দেহের সমীপ।
এখনি নির্ব্বাণ হবে জীবন-প্রদীপ॥
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে।
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হেরিলে শমনে॥
এই বেলা ত্যজ খেলা বেলায় বেলায়।
নতুবা প্রলয় হবে মজিলে খেলায়॥
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত বিকাল।
প্রাণভয় আসিতেছে সহ সন্ধিকাল॥
জীবনান্তে মৃত্যু শশী যে হবে উদিত।
হৃদ্‌হ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মুদিত॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বাসনা।
কর মন পরিজন ত্যাজিয়া কামনা॥
হরিনাম কর বলি ধর করতলে।
রিপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে॥
পরম পবিত্র ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন॥
ভক্তির অধীন তিনি সদা আশুতোষ।
অল্প কালে স্বল্প তপে হয়েন সন্তোষ॥
অষ্ট অক্ষি অষ্ট অরু প্রভাব ভুবনে।
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে॥
চারি হস্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রক্ষণে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে॥
একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়।
পরিতুষ্ট আলিঙ্গনে করেন তাহায়॥
কায়মনচিত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়।
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয়॥
ভবসিন্ধুবারিবিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে।
দীনবন্ধু-পদারবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥

[১] ত্যাড়াকাটা।

সংযোজন

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা

হরিশবাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশবাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশবাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশবাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশবাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশবাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ-অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশবাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশবাবুর প্রতিমূর্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এইজন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাঁহার পিতামাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন. কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল. তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তারপরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন. আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত 'হিন্দু পেট্‌রিয়াট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতামাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমল স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আডিটার জেনারেল আপীশে ২৫৲ টাকা। হরিশচন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনারেলের আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ঐ আপীশে হরিশের চারি শত টাকা বেতন হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের উপকারজনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদপত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিলেন. সেই সংবাদপত্রের নাম 'হিন্দু পেট্‌রিয়াট'. হরিশচন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দু পেট্‌রিয়াট্ প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্য হিন্দু পেট্‌রিয়াট্ প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০৲ টাকা বেতন পান. তখনই হিন্দু পেট্‌রিয়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত. স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ. তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না. কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগচে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকসান কদিন

থাকতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সে-ই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যে হরিশচন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়াট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দু পেট্রিয়াট, হিন্দুবন্ধু হরিশচন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দু পেট্রিয়াটের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজে, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগ্রা, সকল স্থানেই হিন্দু পেট্রিয়াটকে অতি সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলন্ডেও হিন্দু পেট্রিয়াটের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইন্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেন্টে আদর হইয়াছিল, প্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিম প্রটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতিসাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দু পেট্রিয়াট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্য-গণ সেই মত অতি বিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতে-ছেন, সে গৌরব হরিশচন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের নিকটে, গবর্নর জেনেরেলের নিকটে, ইন্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজ-লোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের প্রাণসংহার করিবার জন্য চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসঙ্গত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিলে তন্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশচন্দ্র, আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশচন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশচন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগের মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশচন্দ্র

কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে একজন ইংরাজে যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিচ পা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে শঙ্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লর্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দু পেট্‌রিয়াট সংবাদপত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ হিন্দু পেট্‌রিয়াট সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্‌রিয়াট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামিবারে কি লেখেন। একদিবস হিন্দু পেট্‌রিয়াট পোঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল, হিন্দু পেট্‌রিয়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্যন্ত হিন্দু পেট্‌রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দু পেট্‌রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দু পেট্‌রিয়াট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নামমাত্রে প্রাণ প্রফুল্ল হয় যখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহপ্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি?

শেষ